বিল্‌স প্রেস ক্লিপিংস

বর্ষ-২৯ সংখ্যা- ১০ অক্টোবর - ২০২৬

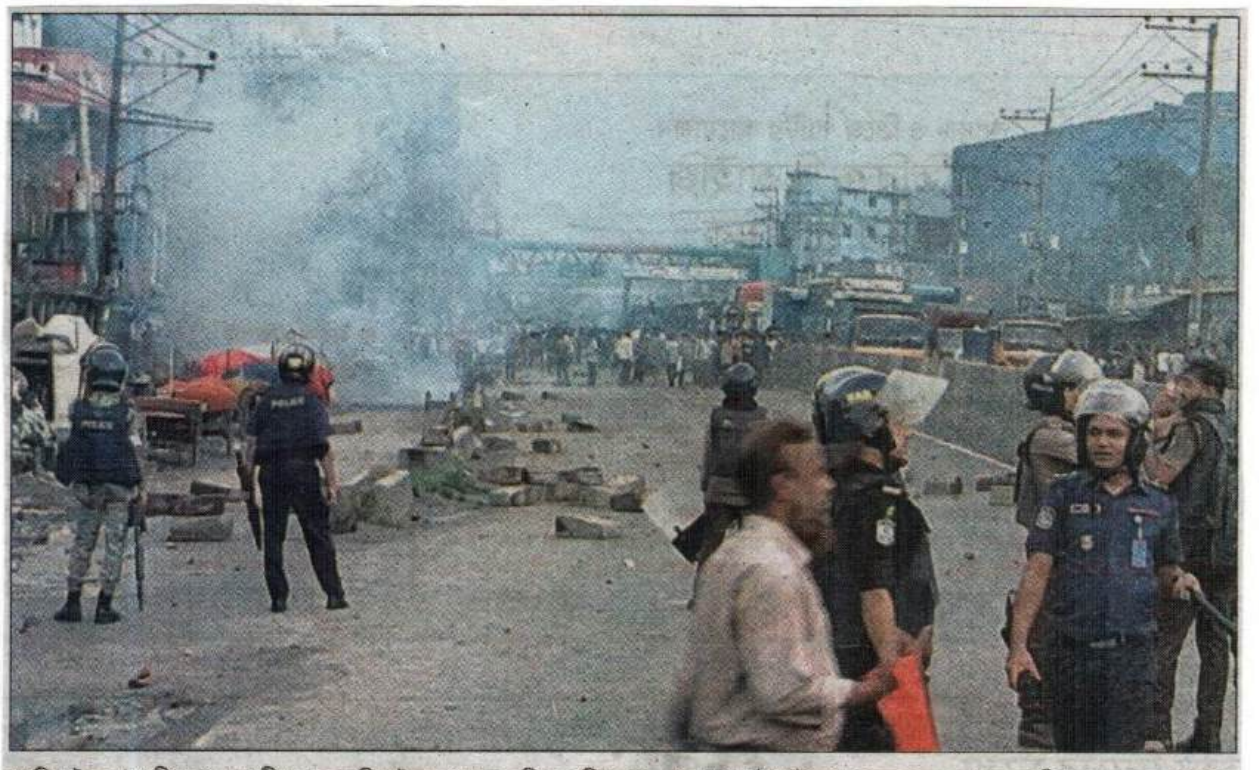

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) : গাজীপুরের কালিয়াকৈরে বেতন বৃদ্ধির দাবিতে গতকাল ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন পোশাক কারখানার শ্রমিকরা —ইত্তেফাক

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স

বাড়ি-৮/এ/ক (পঞ্চম তলা) রাজ্জাক ভিলা, রোড-১৩(নতুন) 'ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯

ই-মেইল: bils@citech.net, www.bilsbd.org

সূচী	পৃষ্ঠা
শোভন কাজ	০৩ - ৬৪
শ্রম বাজার	৬৫ - ১০০
কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা	১০১ - ১২১
কর্মক্ষেত্রে নির্যাতন	১২২ - ১৪৩
আন্দোলন ও ধর্মঘট	১৪৪ - ১৬২
সংবাদপত্রে বিল্‌স	১৬৩

শোভন কাজ

THURSDAY OCTOBER 1, 2026
ASHWIN 16, 1433 BS
The Daily Star

Reflect workers' concerns in COP31

Speakers urge govt

STAFF CORRESPONDENT

The government should reflect workers' concerns, experiences and demands in Bangladesh's climate policies and national position for COP31, speakers said yesterday.

They also called for a worker-centred just transition that ensures decent work, social protection, skills development, workplace safety and dedicated climate finance.

Youth representatives and young workers made the remarks at a consultation workshop on the Workers' Position Paper for COP31, held at a city hotel, organised by MJF; Bangladesh Labour Foundation (BLF) and NAJTB, with support from Oxfam Bangladesh, as part of preparations for the Workers' Position Paper and Charter ahead of COP31.

Zubaer Alam, programme officer at BLF, said the consultation aimed to bring the risks and demands of grassroots workers into Bangladesh's national climate position.

During group discussions, youth and young worker representatives placed their demands under four areas: climate governance, decent work and social protection, skills development and occupational health and safety, and climate finance.

NEWAGE
FRIDAY, OCTOBER 2, 2026, ASHWIN 17, 1433

Without rehab, hawker eviction will not work

THE Mirpur 10 violence surrounding the eviction of illegal occupants of footpaths on September 30 once again shows that Dhaka's hawker problem cannot be addressed through eviction drives alone. A Dhaka North City Corporation mobile court began removing shops and makeshift structures around the crossing in the morning. The operation turned into clashes when hawkers and vendors reportedly attacked the city team, vandalised a police vehicle and an excavator and set three garbage trucks on fire. The police fired tear-gas shells. At least, three police personnel were injured while several journalists covering the event were attacked. A fire broke out at a nearby market, damaging several shops and clothing warehouses although the Fire Service said that it could be caused by an electrical short circuit. Four cases have since been filed, naming more than 2,000 people and at least 20 people have been arrested. DNCC administrator has alleged that Awami League activists were behind the violence while the home minister has ordered an investigation, citing possible lack of coordination between the magistrate, city corporation, Rajdhani Unnayan Kartripakkha and the police. The eviction drive resumed later that afternoon.

While the DNCC administrator's allegation needs to be investigated, as is the possible lack of coordination, the violence cannot obscure policy failure. Clearing footpaths is necessary so that pedestrians are not forced onto busy roads. But periodic drives, without a sustainable alternative for hawkers and street vendors, have repeatedly proved inadequate. A recent police estimate says about Tk 42 lakh is collected each month from footpaths between Mirpur-10 and Mirpur 2. Across Dhaka, an estimated 300,000 hawkers reportedly pay daily sums to intermediaries or 'linemen,' generating a huge amount extortion economy. Reports have pointed to syndicates involving local political actors, law enforcement personnel and city corporation officials who profit from these arrangements. The eviction drives penalise foot soldiers of the arrangements, the hawkers, while leaving the powerful beneficiaries of the racket untouched. The question is, therefore, not why hawkers return but why the illegal arrangements remain intact. Recent government initiatives such as introducing designated vending zones, registration card for hawkers and temporary markets are welcome. But, they appear to have fallen short of achieving the target. Such measures, therefore, need to be systematic, transparent, affordable and enforceable.

This is clear that unplanned and periodic eviction drives, without rehabilitation measures, will not work and will, in a time of employment scarcity, burden small street vendors. The authorities must, therefore, take a holistic approach. On the one hand, they must dismantle the networks that enable illegal occupation of footpaths and public spaces; on the other, they must relocate hawkers to suitable spaces that allow them to earn a living without obstructing pedestrians or traffic.

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বৃহস্পতিবার ॥ ১ অক্টোবর ২০২৬

বেকারত্বের ঝুঁকিতে ২ লাখ কর্মী



আউটসোর্সিং নীতিমালার সংশোধনী বাতিলের দাবি

মানিক মুনতাসির

সরকারি প্রতিষ্ঠানে আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে জনবল সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য নতুন করে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। খাত-সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাদের অভিযোগ, গত ২১ সেপ্টেম্বর অর্থ বিভাগের জারি করা সংশোধনীর মাধ্যমে নতুন সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আউটসোর্সিং করার সুযোগ সীমিত করা হয়েছে। এ অবস্থায় 'আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় সেবা গ্রহণ নীতিমালা-২০২৫'-এর সংশোধনী বাতিলের দাবি জানিয়েছেন তারা। উদ্যোক্তাদের দাবি, নতুন সংশোধনী কার্যকর হলে দেশের প্রায় ১ হাজার ৮০০ লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠান ব্যবসা হারানোর পাশাপাশি এসব প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রায় ২ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান ঝুঁকিতে পড়বে। সম্প্রতি অর্থ বিভাগে দেওয়া এক লিখিত আবেদনে এ দাবি জানানো হয়। দেশের বিভিন্ন আউটসোর্সিং সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের মালিক ও প্রতিনিধিরা এতে স্বাক্ষর করেন।

আবেদনে বলা হয়েছে, সরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও রাষ্ট্রায়ত্ত

[পেছনের পৃষ্ঠার পর] বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘদিন ধরে আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে জনবল সরবরাহ করে আসছেন উদ্যোক্তারা। এ খাতের প্রতিষ্ঠানগুলো বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬, সরকারি ক্রয় আইন-২০০৬, সরকারি ক্রয় বিধিমালা এবং আউটসোর্সিং নীতিমালা অনুসরণ করে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। অথচ সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে কোনো ধরনের আলোচনা বা পরামর্শ না করেই সরকার এ-সংক্রান্ত নীতিমালা পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে আবেদনে উল্লেখ করা হয়। তাদের ভাষ্য, ২০০৮ সালে আউটসোর্সিং সেবা গ্রহণের নীতিমালা চালুর পর থেকে ধাপে ধাপে এ খাতের পরিধি বেড়েছে। পরবর্তী সময়ে ২০১৮ সালের নীতিমালার মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে বেসরকারি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জনবল নিয়োগের কাঠামো আরও সুসংগঠিত হয়। সর্বশেষ ২০২৫ সালের নীতিমালায়ও এ ব্যবস্থার ধারাবাহিকতা ছিল। আবেদনে বলা হয়, এসব প্রতিষ্ঠানের ব্যবসার প্রধান ক্ষেত্র হচ্ছে সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে আউটসোর্সিং সেবা দেওয়া। ফলে সংশোধনী কার্যকর হলে বিপুলসংখ্যক প্রতিষ্ঠান ব্যবসা হারাবে। এতে উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগ ঝুঁকিতে পড়ার পাশাপাশি কর্মীদের বেকারত্বের আশঙ্কা তৈরি হবে। আবেদনকারীরা আরও বলেন, এসব প্রতিষ্ঠান নিয়মিত লাইসেন্স নবায়ন ফি, নিরাপত্তা জামানত, আয়কর, ভ্যাটসহ বিভিন্ন ধরনের সরকারি রাজস্ব দিয়ে থাকে। একই সঙ্গে তাদের মাধ্যমে কর্মরত বিপুলসংখ্যক মানুষ পরিবার-পরিজন নিয়ে জীবিকা নির্বাহ করছেন। ফলে এ খাতে হঠাৎ সংকোচন হলে কর্মসংস্থান ও সরকারি রাজস্ব-দুই ক্ষেত্রেই প্রভাব পড়তে পারে। চিঠিতে দাবি করা হয়, সংশোধনীটি সংশ্লিষ্ট আইন ও বিদ্যমান ব্যবস্থার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। বিশেষ করে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসা করে আসা লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য এটি বৈষম্যমূলক পরিস্থিতি তৈরি করবে। এমনকি সরকারও এতে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব হারাবে। আবেদনকারীরা সংশোধনীটি পুনর্বিবেচনা করে রদ, রহিত ও বাতিলের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন। একই সঙ্গে তাদের ব্যবসা ও বিনিয়োগের সুরক্ষা নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়েছে। গত ২১ সেপ্টেম্বর নতুন করে আউটসোর্সিং সেবা নিতে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সেবা গ্রহণের সুযোগ বন্ধ করে একটি নির্দেশনা জারি করে সরকারের অর্থ বিভাগ। এতে বলা হয়, এখন থেকে সরকারি প্রতিষ্ঠান সরাসরি ব্যক্তির কাছ থেকে সেবা নিতে পারবে অথবা অর্থ বিভাগ অনুমোদিত বিশেষায়িত সরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সেবা নিতে হবে। অর্থ বিভাগের জারি করা প্রজ্ঞাপনে 'আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় সেবাগ্রহণ নীতিমালা, ২০২৫'-এর কয়েকটি ধারা সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধিত নীতিমালায় আউটসোর্সিং কর্মীর পারিশ্রমিক তার নিজস্ব ব্যাংক হিসাব বা মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে সরাসরি পরিশোধের বাধ্যবাধকতা দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শুক্রবার ॥ ২ অক্টোবর ২০২৬

গাজীপুরের কালীগঞ্জে কৃষক কার্ড পেলেন ১ হাজার ৪৫১ কৃষক

গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুরের কালীগঞ্জে কৃষক কার্ড পেয়েছেন ১ হাজার ৪৫১ কৃষক। গতকাল বিকালে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে ফেনীর ফুলগাজী সরকারি পাইলট হাইস্কুল মাঠ থেকে ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে কার্ড বিতরণ কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কলে গাজীপুর-৫ আসনের সংসদ সদস্য এ কে এম ফজলুল হক মিলনের সঙ্গে কথা বলেন। এ সময় তিনি প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, কৃষক কার্ড একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। কালীগঞ্জের নাগরীর ইউনিয়নের কালব রিসোর্ট অ্যান্ড কনভেনশন হলে এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গাজীপুর-৫ আসনের সংসদ সদস্য এ কে এম ফজলুল হক মিলন, গাজীপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য মো. মজিবুর রহমান, গাজীপুর-৩ আসনের সংসদ সদস্য অধ্যাপক ডা. মো. রফিকুল ইসলাম বাচ্চু, গাজীপুর জেলা পরিষদের প্রশাসক ব্যারিস্টার ড. চৌধুরী ইশরাক আহমেদ সিদ্দিকী, গাজীপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক শাহ্ রিয়াজুল হান্নান, গাজীপুরের জেলা প্রশাসক মো. নূরুল করিম ভূঁইয়া, গাজীপুর জেলা পুলিশ সুপার মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন, গাজীপুরের স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক আহাম্মদ হোসেন ভূঁইয়া, গাজীপুর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত উপ-পরিচালক মো. আবদুল্লাহ-আল ফারুক, কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এটিএম কামরুল ইসলাম প্রমুখ।

যুগান্তর
শুক্রবার ২ অক্টোবর ২০২৬
E-mail : sportsjugantor@gr

যুগান্তর ও এনপিওর গোলটেবিল বৈঠক

সস্তা শ্রম দিয়ে টেকা যাবে না

যুগান্তর প্রতিবেদন

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যুগে বিশ্বে বাজার দখলের প্রতিযোগিতা চলছে। এই প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে পণ্য ও সেবার উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর বিকল্প নেই। অর্থাৎ কম সময়ে স্বল্প ব্যয়ে বেশি উৎপাদন করতে হবে। এজন্য উদ্ভাবন, প্রযুক্তি ও দক্ষতার সমন্বয় জরুরি। পাশাপাশি পণ্য ও সেবা বহুমুখী করতে হবে। এই দায়িত্ব সরকার ও বেসরকারি খাত সবার। 'জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস' উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার আয়োজিত গোলটেবিল আলোচনায় বক্তারা এসব কথা বলেন। তাদের মতে, সস্তা শ্রমের সুবিধা দিয়ে বেশি দিন টিকে থাকা যাবে না। যুগান্তর ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ন্যাশনাল প্রডাক্টিভিটি অরগানাইজেশন (এনপিও) যৌথভাবে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে এই আয়োজনের বিষয় ছিল—'বাংলাদেশে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি : চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যৎ করণীয়।'

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শিল্পমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির। বিশেষ অতিথি ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব আব্দুন নাসের খান এবং ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআইর প্রশাসক মো. ফজলুল হক। এতে বক্তব্য রাখেন—যুগান্তর সম্পাদক আবদুল হাই শিকদার, বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক ড. নাজনীন আহমেদ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রডাকশন অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. নাফিস আহমেদ, জাপানের কিউশু বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অব ইনফরমেশন সায়েন্স অ্যান্ড ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সহযোগী অধ্যাপক আশির আহমেদ, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) মহাপরিচালক ড. একে এনামুল হক, তৈরি পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারকদের সংগঠন বিজিএমইএর সিনিয়র সহসভাপতি ইনামুল হক খান। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ন্যাশনাল প্রডাকটিভিটি অরগানাইজেশনের (এনপিও) মহাপরিচালক মোহা. নায়েব আলী। অনুষ্ঠানে জানানো হয়,



বিশ্ববাজারে টিকতে উৎপাদনশীলতা বাড়াতেই হবে —শিল্পমন্ত্রী

বাংলাদেশের সামনে বেশকিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে —শিল্পসচিব

আজ জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস

উৎপাদনশীলতা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকার সুযোগ নেই —এফবিসিসিআই'র প্রশাসক

২ অক্টোবর জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস। জাতীয় পর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের শিল্প, কৃষি, সেবাসহ বিভিন্ন খাতে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে প্রতিবছর দিবসটি পালন করা হয়। এ বছরও দুদিনব্যাপী বহুমুখী আয়োজনের মধ্যদিয়ে দিবসটি পালনের উদ্যোগ নিয়েছে এনপিও। এবারের প্রতিপাদ্য—'উৎপাদনশীতা বৃদ্ধিতে উদ্ভাবন প্রযুক্তি ও দক্ষতার সমন্বয়'। এছাড়াও আজ এনপিওর উদ্যোগে রাজধানীতে র‍্যালি, আলোচনা এবং পুরস্কার বিতরণীর আয়োজন করা হয়েছে। এসব অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী, সচিবসহ শিল্প মন্ত্রণালয়ের সব প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা অংশ নেবেন।

বৃহস্পতিবারের গোলটেবিল আলোচনায় কয়েকটি বিষয় গুরুত্ব পেয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে—বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য দেশের প্রযুক্তির আধুনিকায়ন এবং মানবসম্পদের দক্ষতা বাড়ানো, বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে একই কাজের পুনরাবৃত্তি (ওভারল্যাপিং) বন্ধ করা, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) আওতায় যে কোনো নতুন প্রকল্প অনুমোদনের আগে প্রকল্পগুলোর উদ্দেশ্য ও কার্যকারিতা প্রযুক্তিভিত্তিক ব্যবস্থার মাধ্যমে কঠোরভাবে যাচাই এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি টেকসই করতে পণ্য ও সেবার বহুমুখীকরণ।

শিল্পমন্ত্রী বলেন, বিশ্ববাজারে টিকে থাকতে হলে দেশের উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর বিকল্প নেই। কারণ বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় একই পণ্য নিয়ে টিকে থাকতে হলে উৎপাদনশীলতা বাড়াতেই হবে। প্রতিযোগিতামূলক পণ্যই বাজার দখল করবে। তিনি বলেন, এডিপির আওতায় সরকারি বিভিন্ন প্রকল্প নেওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়েও উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য আলাদা আলাদা প্রকল্প রয়েছে। এসব প্রকল্পের মধ্যে ওভারল্যাপ বা কাজের পুনরাবৃত্তি রয়েছে কিনা, তা দেখা দরকার। কারণ একই ধরনের প্রকল্প বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে চললে কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য পূরণ নাও হতে পারে। তিনি বলেন, বিষয়টি নতুন নয়। এডিপিতে কোনো প্রকল্প আসার পর অন্তত তার সফট কপি বিশ্লেষণ করে একই ধরনের বা একই উদ্দেশ্যের কোনো প্রকল্প অন্য মন্ত্রণালয়ে আছে কিনা, তা যাচাই করা যেতে পারে। এ ধরনের ওভারল্যাপ চিহ্নিত করে সমন্বয় করা গেলে দক্ষতা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো সম্ভব। শিল্পমন্ত্রী বলেন, উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর বিষয়টি শুধু বাংলাদেশের জন্য নয়, পুরো বিশ্বের প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করতে হবে। উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর কারণে কোনো খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ কমে যাওয়ার বিষয়টিও বিবেচনায় রাখতে হবে।

আলোচনায় আরও অংশ নেন—ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের (ইআরএফ) সভাপতি দৌলত আক্তার মালা, এসএমই ফাউন্ডেশনের পরিচালক এবং কে ক্রাফটের ম্যানেজিং পার্টনার খালিদ মাহমুদ খান, বাংলাদেশ জুট ডাইভার্সিফাইড প্রডাক্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট মো. রেজাউল করিম মুন্না, এসএমই ফাউন্ডেশনের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ফারজানা খান, প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের হেড অব কমপ্লায়েন্স মো. আশরাফুল ইসলাম এবং ট্রাভেল ম্যাগাজিন ভ্রমণের সম্পাদক ও ট্যুরিজম রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের পরিচালক আবু সুফিয়ান। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. নুরুজ্জামান, স্মৃতি কর্মকার, মো. রাশিদুল ইসলাম, সুরাইয়া আক্তার জাহান, বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্রের (বিটাক) মহাপরিচালক মো. সাইফুল ইসলাম, এনপিওর পরিচালক (প্রশাসন) এএসএম মাঈন উদ্দিন, এসএমই ফাউন্ডেশনের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার মো. খালিদুজ্জামান তালুকদার। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন যুগান্তরের বিজনেস এডিটর মনির হোসেন।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব আব্দুন নাসের খান বলেন, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, প্রযুক্তি ও দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সামনে বেশ কিছু পরিষ্কার চ্যালেঞ্জ রয়েছে। প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তন, দক্ষ জনবলের ঘাটতি, উৎপাদনশীলতা সঠিকভাবে পরিমাপের সীমাবদ্ধতা এবং বিশেষ করে এসএমই পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা চর্চার সীমিত ব্যবহার—এসব বিষয় গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। তিনি বলেন, এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনের পর আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা বাংলাদেশের জন্য আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। তাই শুধু সমস্যাগুলো চিহ্নিত করলেই হবে না, কীভাবে এসব সমস্যা থেকে উত্তরণ করা যায়, সেই বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। আব্দুন নাসের খান বলেন, এতদিন বাংলাদেশের শিল্পের একটি বড় প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা ছিল তুলনামূলক কম মজুরির শ্রম। কিন্তু কম শ্রম ব্যয়ের ওপর নির্ভর করে দীর্ঘমেয়াদে শিল্পের প্রতিযোগিতা ধরে রাখা সম্ভব নয়।

এফবিসিসিআইর প্রশাসক মো. ফজলুল হক বলেন, গার্মেন্টস খাতের উৎপাদনশীলতাকে দেশে সবচেয়ে ভালো বলা হয়। কিন্তু আন্তর্জাতিকমানের সঙ্গে তুলনা করলে আমাদের উৎপাদনশীলতা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকার সুযোগ নেই। যেটিকে আমরা সবচেয়ে ভালো বলছি, সেটির আন্তর্জাতিকমান যদি অনেক উপরে থাকে, তাহলে সামগ্রিকভাবে দেশের উৎপাদনশীলতার অবস্থান কোথায়, সেটিও ভাবার বিষয়। তিনি বলেন, উৎপাদনশীলতার ক্ষেত্রে এখন যে ব্যবস্থায় কাজ চলছে, তাতেও স্বাভাবিকভাবে কিছুটা উন্নতি হবে। মানুষ কাজ করতে করতে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ২ থেকে ৩ শতাংশ

০৫ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

NEW AGE
SATURDAY, OCTOBER 3, 2026,

Labour minister assures opening of working women's hostel at Kalurghat

Staff Correspondent
Dhaka

LABOUR and employment minister Ariful Haque Choudhury made an inspection of the Labour Welfare Centre in the Kalurghat area of Chattogram on Friday.

During the visit, the minister announced that a meeting would soon be convened with mayor of Chattogram City Corporation, local lawmakers and relevant officials to finalise the opening date of the modern hostel constructed at the centre shortages for working women, said a press release.

Although a modern hostel was constructed at the centre to address accommodation shortages for working women in the industrial zone, it has not yet opened. The visit aimed to identify and resolve existing operational bottlenecks.

The minister emphasised the hostel's vital role in solving housing challenges for female workers.

The inspection was attended by labour and employment secretary Md Abdur Rahman Tarafder, Chattogram City Corporation mayor Shahadat Hossain, director general of the labour department Md Abdus Samad Al Azad, and other senior government officials.

পর্যন্ত উন্নতি করতে পারে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে বড় পরিবর্তন আনতে হলে এটি একটি বিশাল কর্মযজ্ঞ।

ড. নাজনীন আহমেদ বলেন, দেশের ছোট শিল্পগুলোকে ধীরে ধীরে মাঝারি ও বড় শিল্পে উন্নীত করার কৌশল নিতে হবে। বড় শিল্পে নিজেদের গবেষণা ও উন্নয়ন (আর অ্যান্ড ডি) এবং উদ্ভাবনের সক্ষমতা থাকলেও ছোট শিল্পের সেই সক্ষমতা নেই। ফলে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হলে ছোট শিল্পকে বড় করার পাশাপাশি তাদের প্রযুক্তি, প্রশিক্ষণ ও উদ্ভাবনে সহায়তা দিতে হবে। বিভিন্ন খাতের আলোচনায় দেখা গেছে, উৎপাদনশীলতা বাড়াতে উদ্ভাবন প্রয়োজন। বড় শিল্পগুলো নিজেদের সক্ষমতায় 'আর অ্যান্ড ডি' করতে পারে। ক্রেতাদের কাছ থেকেও এ ক্ষেত্রে সহায়তা পাওয়া যায়। কিন্তু ছোট শিল্পের সেই সক্ষমতা না থাকায় তাদের আলাদাভাবে সহায়তা করা প্রয়োজন। একটি প্রতিষ্ঠান ছোট থেকে মাঝারি এবং পরে বড় হলে তার সক্ষমতা বাড়বে।

অধ্যাপক নাফিস আহমেদ বলেন, বাংলাদেশের শ্রমিকরা পরিশ্রমে পিছিয়ে নেই। কিন্তু প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি, প্রশিক্ষণ ও অবকাঠামোর অভাবে তাদের উৎপাদনক্ষমতা পুরোপুরি কাজে লাগানো যাচ্ছে না। ফলে প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশ পিছিয়ে পড়ছে। তিনি বলেন, উৎপাদনশীলতা বাড়াতে জ্বালানি ও বিদ্যুতের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ, দক্ষ জনবল তৈরি, নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার এবং অবকাঠামো উন্নয়নে গুরুত্ব দিতে হবে। উৎপাদনশীলতার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সূচকে বাংলাদেশের তুলনায় ভিয়েতনাম প্রায় দুই থেকে তিন গুণ এবং চীন চার থেকে পাঁচ গুণ এগিয়ে। এর অন্যতম কারণ প্রযুক্তি, প্রশিক্ষণ ও অবকাঠামোগত সুবিধার পার্থক্য।

যুগান্তর সম্পাদক আবদুল হাই শিকদার বলেন, আমরা চতুর্থ শিল্পবিপ্লবে আছি। এই চতুর্থ শিল্পবিপ্লব হলো 'এআই'। মানুষের কাজ যন্ত্র করে দিচ্ছে। এটি একদিকে যেমন সম্ভাবনাময়, অন্যদিকে চ্যালেঞ্জও রয়েছে। সম্ভাবনার কথা সবাই বলছেন। কিন্তু আমার ভয় হয়, কখন প্রযুক্তির ওপর থেকে মানুষ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। এখন যুদ্ধও হচ্ছে এআইর মাধ্যমে। ফলে সেখানে মানুষ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললে ভয়াবহ বিপর্যয় হবে। কিন্তু এসব আশঙ্কা সত্ত্বেও প্রযুক্তি থেকে দূরে থাকার সুযোগ নেই। সে কারণেই আমরা প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে উৎপাদন বাড়ানোর কথা বলছি।

আশির আহমেদ বলেন, উৎপাদনশীলতা নিয়ে সেমিনারে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে পাওয়া গেছে। এখন প্রয়োজন এসব আলোচনার পাশাপাশি একটি পরিমাপযোগ্য লক্ষ্য নির্ধারণ করা। বর্তমান অবস্থান থেকে আগামী এক বছরে কতটা সময় সাশ্রয় করা গেল, সেই তথ্য সংরক্ষণ করা হলে পরবর্তী সময়ে এসে উৎপাদনশীলতার অগ্রগতি পরিমাপ করা যাবে।

মূল প্রবন্ধে এনপিওর মহাপরিচালক মোহা. নায়েব আলী বলেন, দেশের বিভিন্ন খাতে উৎপাদনশীলতা পরিমাপের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের ঘাটতি রয়েছে। ফলে কোন খাতে উৎপাদনশীলতা কতটা, কোথায় ঘাটতি রয়েছে এবং কোন খাতে উন্নতির সুযোগ বেশি—তা সঠিকভাবে চিহ্নিত করা কঠিন হয়ে পড়ছে। তিনি বলেন, উৎপাদনশীলতা পরিমাপের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের অপর্যাপ্ততা দেশের অন্যতম চ্যালেঞ্জ। অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে উৎপাদনশীলতার মাত্রা পরিমাপ ও মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। এর ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট খাতের সমস্যা চিহ্নিত করে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া সম্ভব।

কালের কণ্ঠ
শুক্রবার। ২ অক্টোবর ২০২৬

দাবদাহে বিপন্ন অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের জীবন

আসাদুজ্জামান রিপন ▷

জলবায়ু পরিবর্তন

- তাপজনিত ক্লান্তিতে ভোগেন ৬৬ শতাংশ শ্রমিক, কিডনি ও হৃদরোগের উচ্চ ঝুঁকি
- বছরে অর্থনৈতিক ক্ষতি ৭৭ হাজার কোটি টাকা

দুপুরের তীব্র রোদে রাজধানীর মিরপুর-১ মোড়ে শরবত বিক্রি করছিলেন চল্লিশোর্ধ্ব রহমত মিয়া। ১০ বছর আগে জীবিকার তাগিদে রংপুর থেকে ঢাকায় এসেছেন তিনি। রহমত মিয়া বলেন, 'শরীর আর চলে না। বুক ধড়ফড় করে, মাথা ঘোরে। কিন্তু ঘরে তিন ছেলেমেয়ে। এই তপ্ত রোদে এক দিন কাজে না বসলে পরিবারের খাবার জোটে না।'

একই পরিস্থিতি ৫৩ বছর বয়সী বাড্ডা এলাকার রিকশাচালক নেজাম উদ্দিনের। তিনি বলেন, 'মোটর রিকশা চালাই। এর পরও ঘণ্টা দুয়েক চালালে ক্লান্তি লাগে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে হয়।'

তীব্র গরমের সঙ্গে রহমত মিয়া ও নেজাম উদ্দিনের এই নীরব লড়াই শুধু তাঁদের একার নয়। দেশে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের ৬৬ শতাংশ শ্রমিক তীব্র দাবদাহজনিত ক্লান্তিতে ভোগেন। দাবদাহের কারণে কাজের সক্ষমতা কমে যাওয়া, আয় কমে যাওয়া ও অসুস্থতার ফলে বছরে দেশের অর্থনীতিতে প্রায় ৭৭ হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে তাপপ্রবাহের তীব্রতা ও প্রবণতা বাড়তে থাকায় এসব শ্রমিক স্বাস্থ্যঝুঁকি ও অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে পড়ছেন। বিশেষ করে কিডনি ও হৃদরোগের উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছেন তাঁরা।

যেসব শ্রমিক কোনো প্রাতিষ্ঠানিক বা আইনি কাঠামো, লিখিত চুক্তি ও স্থায়ী নিয়োগপত্র ছাড়াই সম্পূর্ণ মৌখিক সমঝোতার ভিত্তিতে দৈনিক বা চুক্তিভিত্তিক মজুরির বিনিময়ে কাজ করেন, তাঁদের অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক বলা হয়। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের (বিআইএলএস) তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের মোট কর্মসংস্থানের প্রায় ৬৫ শতাংশ মানুষ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিক। সংখ্যায় তাঁরা প্রায় ৪০ মিলিয়ন বা চার কোটি।

যুক্তরাজ্যভিত্তিক আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইআইইডি) এবং দেশীয় উন্নয়ন সংস্থা ওকআপের (ওকেইউপি) যৌথ গবেষণায় চরম তাপদাহের কারণে বাংলাদেশের নগরের অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও অর্থনীতিতে বিপর্যয়ের চিত্র উঠে এসেছে।

গত আগস্টে প্রকাশিত 'হেলথ অ্যান্ড ইকোনমিক ইমপ্যাক্টস অব হিট স্ট্রেস অন ইনফরমাল ওয়ার্কার্স' শীর্ষক যৌথ সমীক্ষায় দেখা গেছে, তীব্র গরমে উন্মুক্ত স্থানে কাজ করা শ্রমিকদের ৬৬.৪ শতাংশ এবং বদ্ধ স্থানে কাজ করা শ্রমিকদের ৬৬ শতাংশ তাপজনিত ক্লান্তিতে ভোগেন। এ ছাড়া তাপদাহ চলাকালে উন্মুক্ত স্থানে কাজ করা শ্রমিকদের ৩৬.১ শতাংশ এবং বদ্ধ স্থানে কাজ করা শ্রমিকদের ১৫.১ শতাংশ হিটস্ট্রোকে আক্রান্ত হন।

গবেষকরা ঢাকার ১৭৫টি অনানুষ্ঠানিক খাতের শ্রমিক পরিবারের ওপর এই জরিপ চালান। এর মধ্যে ১২২টি পরিবার নির্মাণ, সড়ক নির্মাণ ও রিকশা চালানোর মতো বাইরের কাজে এবং ৫৩টি পরিবার পোশাক তৈরির কাজে নিয়োজিত ছিল।

গবেষণায় দেখা যায়, প্রখর তাপমাত্রার কারণে উন্মুক্ত স্থানে কাজ করা শ্রমিকরা বছরে গড়ে ২৩.৭ কর্মদিবস এবং বদ্ধ স্থানে কাজ করা শ্রমিকরা ১৩.৫ কর্মদিবস হারান। ফলে উন্মুক্ত স্থানে কাজ করা শ্রমিকরা বছরে গড়ে ২০ হাজার টাকা এবং বদ্ধ স্থানে কাজ করা শ্রমিকরা ১০ হাজার টাকা সমপরিমাণ মজুরি হারান। চরম গরমে কাজের সক্ষমতা হ্রাস, আয় কমে যাওয়া এবং অসুস্থতার কারণে জাতীয় অর্থনীতিতে প্রতিবছর ৬.২২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্ষতি হচ্ছে, যা দেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রায় ১.৩৮ শতাংশ। চরম তাপদাহ চলাকালে সরাসরি কর্মদিবস ও মজুরি হারানোর কারণে বার্ষিক ক্ষতি প্রায় সাড়ে ৫০০ কোটি টাকা, যা জিডিপির ০.৯১ শতাংশ। অন্যদিকে তাপদাহজনিত দীর্ঘস্থায়ী কিডনি রোগের কারণে দীর্ঘ মেয়াদে ক্ষতি হয় আরো ২৫০ কোটি টাকা।

আইআইইডির জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা, অর্থায়ন এবং ক্ষয়ক্ষতি বিভাগের পরিচালক ও গবেষকদের সদস্য ঋতু ভরদ্বাজ বলেন, তীব্র গরমের কারণে শ্রমিকরা কাজের গতি কমিয়ে দেন। তখন নীরবে নিজেরাই সেই ক্ষতি বহন করেন। আয় কমে যায়, সংসার চালাতে অনেক সময় ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এ ছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক কাজ না হওয়ায় কোনো ক্ষতিপূরণও পান না তাঁরা।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের (বিআইএলএস) নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতানউদ্দিন আহমেদ বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে কত অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক কর্মঘণ্টা হারাচ্ছেন, তা নিয়ে সরকারের কোনো গবেষণা নেই। শ্রমিকদের ডেটা বেইস না থাকায় তাঁরা সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি থেকেও বঞ্চিত। জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে। একই সঙ্গে বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

শোভিন কাজ

SATURDAY OCTOBER 3, 2026
ASHWIN 18, 1433 BS
The Daily Star

Childcare a major hurdle for working mothers

Shortage of govt-run daycare centres pushing women towards expensive private facilities

4,030 seats available; 2.36cr working women | Monthly cost at govt centre up to Tk 2,000; at private Tk 9,400 | 60 new centres under construction | 150 more in and around Dhaka planned

MOHIUDDIN ALAMGIR *and* TAMANNA YESMIN MARIA

For millions of women, the hardest part of pursuing employment or carrying on their jobs is to find a safe and secure place to keep their children while at work.

Take the example of 32-year-old Nusrat Jahan. She thought of joining a school as a teacher when her first child was about two and a half years old. However, she was worried about where and with whom she would leave her child during working hours.

The nearest government-run daycare centre was located in Mirpur 10, around seven kilometres from her house in Gabtoli. The private centres she found near home were either too expensive or unable to provide the extra care needed for her child.

"I had to give up the idea of taking up a job because I had to think about my family and my children," she told this correspondent.

Nusrat's experience reflects a broader reality faced by many working mothers, who are often forced to leave their jobs or put their careers on hold because reliable childcare facilities remain out of reach.

According to the 2024 Labour Force Survey, 2.36 crore women are in the labour force, while there are only 64 government daycare centres across the country with a capacity to serve only a little over 4,000 children.

Moreover, securing a place in a daycare centre can take months. Some government-run centres are located in institutions that are effectively inaccessible to the general public. Others receive little publicity, leaving many parents unaware of their existence.

Childcare a major hurdle for working mothers

FROM PAGE 1

A staff member at the Secretariat daycare centre said that since the Secretariat is a restricted area, it is not actually open to everyone. In addition, there is immense internal demand. For example, they sometimes receive 70-80 applications against 50 seats, making it impossible to accommodate everyone.

Women's rights activists said daycare facilities should not be viewed simply as a programme for women empowerment. The pattern of rapid urbanisation now requires more of these facilities.

Tania Haque, a professor of women and gender studies at Dhaka University, said the necessity of daycare centres arises because, when a woman goes to work, the question of who will look after her child becomes a major challenge.

Every woman faces this issue, regardless of her social status.

"In the past, joint families were more common in Bangladesh. Now, the number of nuclear families has increased significantly. For a working mother in such a setting, childcare becomes a huge challenge."

Child rights expert Laila Khondakar said Bangladesh lacks reliable national data on daycare centres.

Dhaka is home to millions of working families, yet affordable daycare facilities remain scarce, while high-quality private centres are beyond the reach of many households, she pointed out.

ACUTE SHORTAGE

Of the 64 government daycare centres, 44 with 2,830 seats operate with their own revenue, while 20 with 1,200 seats are funded under projects by the Department of Women Affairs (DWA). They provide daycare services to 4,030 children aged between 15 days and six years during office hours.

At the revenue-funded centres, families from low-income groups pay Tk 100 per month for a child's care, while middle-income families pay Tk 500. An additional Tk 500 each is charged as admission fee for children aged six months to six years.

One-time admission fee at the project-run centres ranges between Tk 200 and Tk 500. However, monthly fees vary by age and parental income. Parents pay Tk 200-2,000 per month for children aged 4-12; Tk 150-1,500 for children aged 12-30 months; Tk 120-1,200 for children aged 30-48 months; and Tk 100-1,000 for children aged 48-60 months.

These centres provide services to support children's physical and mental development, with a focus on balanced nutrition, primary healthcare, pre-school education, indoor games, and recreational activities.

Officials at DWA and public daycare centres in Dhaka told this newspaper that applications for admission often exceed their capacity.

"There are many working mothers in the city, and we struggle to accommodate them most of the time," she said.

Asked about the shortage, Shaila Sharmin Zaman, director general (additional secretary) at DWA, said the government has taken steps to expand daycare facilities.

"Currently, a project to establish 60 daycare centres is being implemented," she said.

Officials also pointed out a common misconception: all public daycare centres are officially open to everyone but many believe they are only for children of government employees.

In Dhaka, at least 14 centres are located inside government establishments, including the Planning Commission, Bangladesh National Library, Rajarbagh Police Lines, Samabaya Bhaban and Bhumi Bhaban.

Rahena Begum, who lives in Agargaon area, said she was unaware that several government-run daycare centres in her neighbourhood were open to all at affordable rates.

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। শুক্রবার। ২ অক্টোবর ২০২৬

প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিন

বিদেশগামী অধিকাংশ কর্মীই অদক্ষ

প্রবাসী শ্রমিকদের পাঠানো রেমিট্যান্স বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রাণশক্তি। প্রতি বছর বিপুলসংখ্যক শ্রমিক দেশের মায়ামমতা, আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে বিদেশে যান, অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। গতকাল কালের কণ্ঠ জানিয়েছে, বিদেশে যাওয়া কর্মীদের প্রায় ৭১ শতাংশই অদক্ষ, যা অত্যন্ত হতাশাজনক চিত্রই বটে। অদক্ষতার কারণে আমাদের কর্মীরা ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত ও নানামুখী সমস্যার সম্মুখীন হন। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে দক্ষ কর্মীর চাহিদা বাড়লেও বাংলাদেশ সেই চাহিদার সঙ্গে তাল মেলাতে পারছে না।

অভিবাসী কর্মীদের সাধারণত পেশাজীবী, দক্ষ, আধাদক্ষ ও স্বল্প দক্ষ—এই চার ভাগে দেখা হয়। চিকিৎসক, প্রকৌশলী, স্থপতি, শিক্ষক, হিসাবরক্ষক, কম্পিউটার অপারেটর, ফার্মাসিস্ট ও নার্সদের মতো পেশাকে পেশাজীবী হিসেবে ধরা হয়। এ ছাড়া মেকানিক, ওয়েল্ডার, ইলেকট্রিশিয়ান, রংমিস্ত্রি, পাচক, ড্রাইভার, প্লাম্বার, গার্মেন্ট শ্রমিক ও সনদপ্রাপ্ত কেয়ারগিভাররা দক্ষ কর্মী। অন্যদিকে কৃষক, মালি ও বিভিন্ন সহায়ক কাজের কর্মীরা আধাদক্ষ এবং পরিচ্ছন্নতাকর্মী, গৃহকর্মীসহ কিছু পেশা স্বল্প দক্ষ হিসেবে বিবেচিত হয়। আর বাংলাদেশের অভিবাসন মূলত আধাদক্ষ ও স্বল্প দক্ষ শ্রমবাজারনির্ভর।

জানা গেছে, ২০২৫ সালে মাত্র ৩-৪ শতাংশ পেশাজীবী, ২০ থেকে ২২ শতাংশ দক্ষ এবং ৭০ থেকে ৭৪ শতাংশ আধাদক্ষ বা স্বল্প দক্ষ কর্মী বিদেশে গেছেন। বিদেশে যাওয়া কর্মীদের প্রায় ৭১ শতাংশে সরকারি টিটিসি বা বেসরকারি প্রশিক্ষণকেন্দ্র—কোনো জায়গা থেকেই আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ নেই। আরো যে হতাশার কথা হলো, শুধু প্রশিক্ষিত কর্মীর হার কম নয়, প্রশিক্ষণ প্রদানের সক্ষমতার ক্ষেত্রেও ঘাটতি রয়েছে। খবরে বলা হয়, ৪০টি টিটিসির তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, প্রতিটি কেন্দ্রে গড়ে ৭৩টি অনুমোদিত পদ থাকলেও প্রায় ৩৬টি পদই শূন্য। এর মধ্যে প্রশিক্ষকের অনুমোদিত পদের গড়ে ২১টি শূন্য। এ ক্ষেত্রে আমাদের পিছিয়ে থাকার আরেকটি উদাহরণ হলো—কোন কর্মী কোন দেশে গেলেন, কোন পেশায় গেলেন, সেখানে গিয়ে একই পেশায় আছেন কি না, কর্মস্থল পরিবর্তন করলেন কি না এবং দেশে ফিরে এলে তাঁর কী ধরনের সহায়তা প্রয়োজন—এসব তথ্য এক জায়গায় পাওয়া যায় না।

মনে রাখা প্রয়োজন, সময় বদলেছে, বিশ্বের শ্রমবাজারে প্রতিদিন নতুন নতুন চাহিদা তৈরি হচ্ছে। বিশ্ববাজারে টিকে থাকতে হলে, আমাদেরও সেভাবে তৈরি হতে হবে। অভিবাসন ও শরণার্থী বিষয়ক বিশেষজ্ঞ আসিফ মুনীর যথার্থই বলেছেন: বাংলাদেশের বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সাফল্য কত লাখ কর্মী বিদেশে গেলেন, এই সংখ্যায় মাপা হয়েছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক শ্রমবাজার বদলে যাওয়ায় এখন শুধু কর্মী পাঠানোর সংখ্যা দিয়ে সাফল্য মাপার সুযোগ কমছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিদেশগামী কর্মীদের জন্য দেশভিত্তিক ও পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ চালু করা প্রয়োজন। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের উপযোগী কারিকুলাম ও যন্ত্রপাতি উন্নয়ন, প্রশিক্ষকদের দক্ষতা বাড়ানো, দক্ষতার মানসম্মত সনদ চালু এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীদের তথ্যভিত্তিক ডিজিটাল ডেটা বেইস তৈরি করা সময়ের দাবি। দক্ষতার পাশাপাশি শ্রমবাজার সম্প্রসারণের দিকেও মনযোগ দেওয়া দরকার। খবরে বলা হয়, বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর প্রায় ১৭৫টি দেশে কর্মী গেলেও মোট কর্মীর প্রায় ৯৪ শতাংশ মাত্র সাতটি দেশে যায়। এর মধ্যে পাঁচটি মধ্যপ্রাচ্যের দেশ এবং দুটি মালয়েশিয়াসহ প্রধান কয়েকটি শ্রমবাজার রয়েছে।

আমরা মনে করি, সময়ের চাহিদা মেটাতে দক্ষ কর্মী তৈরির বিকল্প নেই। পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বিদেশগামী কর্মীদের গন্তব্য দেশের ভাষার ওপরও প্রশিক্ষণ থাকা দরকার। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ আমলে নিয়ে সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে এটাই কাম্য।

SUNDAY OCTOBER 4, 2026
ASHWIN 19, 1433 BS
The Daily Star

Childcare key to our economic progress

Make it affordable, accessible, and adequate for working mothers

Bangladesh has seen a significant rise in women's employment in both the formal and informal sectors since independence. It is part of the country's development success story. Yet, in recent times, with the rise of nuclear families, many women have to drop out of the workforce because of the lack of daycare facilities for their young children. Unlike many other countries, Bangladesh has not developed a strong, affordable daycare system that can support working mothers. Needless to say, this is not only a step backwards for women's empowerment but also a major obstacle to the nation's economic progress.

Around 2.36 crore women are in the labour force, as per the 2024 Labour Force Survey, but there are currently only 64 government daycare centres, with the capacity to serve around 4,000 children. This glaring gap between the number of working women and the number of state-run daycare centres is exacerbated by the fact that private daycare remains unaffordable for the majority. Moreover, given the prevailing crisis, getting a place at a government daycare centre can take months. Some of these centres are located within institutions (such as the Secretariat complex) that are not accessible to the general public. There is also a lack of information about the other centres, and many parents simply do not know they exist.

The long waiting lists at daycare centres point to the high demand for affordable childcare facilities. At around 44 centres, low-income families can get childcare services for as little as Tk 100 per month, while middle-income families pay around Tk 500, with additional admission fees. But due to the limited number of seats and centres, most working mothers are forced to use expensive private daycare facilities.

The long waiting lists at daycare centres point to the high demand for affordable childcare facilities. At around 44 centres, low-income families can get childcare services for as little as Tk 100 per month, while middle-income families pay around Tk 500, with additional admission fees. But due to the limited number of seats and centres, most working mothers are forced to use expensive private daycare facilities. According to our report, private daycare can cost as much as Tk 6,000 to over Tk 9,000 per month for one child. The number of public daycare centres, therefore, must be increased substantially, especially in areas with high concentrations of working women. The proposed 150 new centres must be set up as soon as possible.

The government, moreover, should encourage private-sector employers to provide daycare facilities on their own premises. Such initiatives will help expand the number of facilities without placing the entire burden on the state. All daycare centres, however, must meet minimum standards for safety, hygiene, nutrition, staffing, and facilitating early childhood development, with regular monitoring and inspection by authorities. Childcare workers should receive proper training and decent wages. The government must also maintain a national database of daycare centres with all relevant information so that parents can easily find these services.

Affordable childcare is a crucial part of the infrastructure needed for a modern economy. The government must recognise this reality and commit to greater investment in childcare facilities to ensure that women do not have to drop out of the workforce.

বণিক বার্তা
শনিবার, অক্টোবর ৩, ২০২৬

চট্টগ্রামে শ্রম ও কর্মসংস্থানমন্ত্রী

শ্রমজীবী নারীদের নিরাপত্তা ও কল্যাণ সরকারের অগ্রাধিকার

নিজস্ব প্রতিবেদক ■ চট্টগ্রাম ব্যুরো

বর্তমান সরকার শ্রমজীবী নারীদের নিরাপত্তা, অধিকার রক্ষা ও সার্বিক কল্যাণকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করে যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী।



গতকাল চট্টগ্রাম নগরের কালুরঘাট শিল্প এলাকায় নারী শ্রমিকদের জন্য নির্মিত 'শ্রমজীবী মহিলা হোস্টেল ও শ্রমকল্যাণ কেন্দ্র' পরিদর্শনকালে তিনি এ কথা বলেন।

কালুরঘাট শিল্প এলাকার শ্রমজীবী নারীদের জন্য নির্মিত কেন্দ্রটি দ্রুত চালু করতে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে বলে জানান মন্ত্রী। তিনি বলেন, 'কালুরঘাট শিল্প এলাকায় অন্তত দুই লাখ শ্রমিক কাজ করেন, যাদের একটি বড় অংশ নারী। শ্রমজীবী নারীদের নিরাপত্তা, আবাসন, চিকিৎসাসেবাসহ যাবতীয় সংকট নিরসনে এ স্থাপনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।'

এ সময় মন্ত্রী নারী শ্রমিকদের জন্য নির্মিত হোস্টেল ও পাঁচ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালসহ শ্রমকল্যাণ কেন্দ্রটি ঘুরে দেখেন। আরিফুল হক বলেন, 'এ স্থাপনায় সরকারের কয়েকশ কোটি টাকা বিনিয়োগ হয়েছে। তবে নানা কারণে এটি এখনো চালু করা সম্ভব হয়নি। ভবনটির ভবিষ্যৎ কী হবে এবং কীভাবে এটি শ্রমজীবী নারীদের কল্যাণে ব্যবহার করা যায়, সে বিষয়ে আইনগত ও কারিগরি সব দিক পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।'

এ লক্ষ্যে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র, এলাকার সংসদ সদস্য ও সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে নিয়ে আলোচনা করে একটি সমন্বিত সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর চেষ্টা করা হবে বলেও জানান তিনি।

এ সময় চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. আব্দুর রহমান তরফদার, শ্রমকল্যাণ সংস্থার কর্মকর্তারা, ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান সেনাকল্যাণ সংস্থার প্রতিনিধি, প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার
১৮ আশ্বিন ১৪৩৩, ৩ অক্টোবর ২০২৬

মিয়ানমার কারাগারে ছয় মাস ধরে বন্দি ১৫ বাংলাদেশি জেলে

■ রামগতি (লক্ষ্মীপুর) সংবাদদাতা

বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরার সময় মিয়ানমার নৌবাহিনীর হাতে আটক লক্ষ্মীপুরের রামগতি উপজেলার আট জনসহ ১৫ বাংলাদেশি জেলে গত ছয় মাস ধরে মিয়ানমারের কারাগারে মানবেতর জীবন যাপন করছেন। গত ২৫ মার্চ সেন্টমার্টিনের অদূরে জলসীমানা থেকে 'এফবি মা-বাবার দোয়া' নামের একটি ট্রলারসহ তাদের আটক করা হয়। পরবর্তীকালে অনুপ্রবেশের অভিযোগে তাদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়। তবে অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ায় মো. তাহমীদ নামের এক কিশোর সম্প্রতি মুক্তি পেয়ে দেশে ফিরেছে।

ফিরে আসা তাহমীদ জানান, কারাগারে বন্দি জেলেদের ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালানো হচ্ছে এবং তাদের পর্যাপ্ত খাবার দেওয়া হচ্ছে না। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তিরা দীর্ঘ ছয় মাস ধরে বন্দি থাকায় রামগতি, কমলনগর, নোয়াখালী ও ভোলার জেলে পরিবারগুলোতে নেমে এসেছে চরম দুর্দিন। প্রিয়জনদের ফেরাতে এবং পেটে ভাত জোগাতে স্বজনরা মানববন্ধনসহ বিভিন্ন দপ্তরে ঘুরেও কোনো সুরাহা পাননি। ভিটামাটিহীন ও নদীভাঙা এসব পরিবারের সদস্যরা বর্তমানে চরম অনাহার ও অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছেন।

মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের সিতওয়েতে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনের প্রধান আবদুল্লাহ আল রাজি জানান, জলসীমা লঙ্ঘনের অভিযোগে রামগতির আট জনসহ প্রায় ১৮০ জন বাংলাদেশি মিয়ানমারের কারাগারে বন্দি আছেন। তাদের মুক্তির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ক্ষমা ও মুক্তির আবেদন জানানো হয়েছে।

এদিকে রামগতি উপজেলার নির্বাহী অফিসার শেখ এহসান উদ্দিন এবং স্থানীয় সংসদ সদস্য ও জাতীয় সংসদের হুইপ এ বি এম আশরাফ উদ্দিন নিজান জানিয়েছেন, বন্দি জেলেদের নিরাপদে দেশে ফিরিয়ে আনতে কূটনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রচেষ্টা সর্বোচ্চ পর্যায়ে অব্যাহত রয়েছে।

দেশ রূপান্তর ৩ অক্টোবর ২০২৬,

সেপ্টেম্বরে হয়রানির শিকার ৭০ সংবাদকর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদক

● বিএজের প্রতিবেদন

সেপ্টেম্বর মাসে পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সারা দেশে অন্তত ৭০ সংবাদকর্মী শারীরিক হামলা, গ্রেপ্তার, আইনি হয়রানি ও হুমকির শিকার হয়েছেন। বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব জার্নালিস্টসের (বিএজে) সেপ্টেম্বর ২০২৬-এর পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে এ উদ্বেগজনক চিত্র উঠে এসেছে। বিচারহীনতার সংস্কৃতি ও আইনের শাসনের ঘাটতির কারণে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা ও সাংবাদিকদের নিরাপত্তা মারাত্মক ঝুঁকির মুখে পড়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

গতকাল শুক্রবার সাংবাদিকদের অধিকার নিয়ে কাজ করা সংগঠন বিএজের গবেষণা ও মনিটরিং সেল সম্পাদক মাহমুদুল হাছান স্বাক্ষরিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রতিবেদনের তথ্যানুযায়ী, আক্রান্ত সংবাদকর্মীদের মধ্যে ৪০ জন শারীরিক হামলা ও আঘাতের শিকার হয়েছেন, আটজন আইনি হয়রানির মুখোমুখি হয়েছেন এবং ২২ জন সরাসরি হুমকি, হেনস্তা ও বাধাপ্রাপ্ত হয়েছেন। প্রতিবেদনে শারীরিক হামলা ও আঘাতের উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা বলা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, কক্সবাজারে এক সাংবাদিকের পরিবারের কাছে পাঁচ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে স্থানীয় একটি কিশোর গ্যাং। চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানালে গ্যাং সদস্যরা ধারালো কিরিচ ও হাতুড়ি নিয়ে হামলা চালিয়ে সাংবাদিকের মাকে পিটিয়ে এবং ছোট ভাইকে কুপিয়ে রক্তাক্ত ও গুরুতর জখম করে। চাঁদপুরের কচুয়ায় এক যুবকের বিরুদ্ধে তার ভাতিজিকে ধর্ষণের অভিযোগ সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশের জেরে এক সাংবাদিককে পথরোধ করে তার ওপর হামলা চালায়। সঙ্গে থাকা শিশুকন্যাকেও মারধর করে আহত করা হয়।

ঢাকার পল্লবীতে 'আশিক গ্রুপ'-এর চাঁদাবাজি নিয়ে সংবাদ সম্প্রচার করায় রাত ২টার দিকে মোটরসাইকেলে এসে সন্ত্রাসীরা সাংবাদিক প্রান্ত পারভেজের বাসায় হামলা করে গুলিবর্ষণ করে। ঢাকার মিরপুরে অবৈধ হকার উচ্ছেদ অভিযানের সংবাদ সংগ্রহ করতে গেলে উচ্ছৃঙ্খল হকাররা বিভিন্ন গণমাধ্যমের অন্তত ছয় সাংবাদিককে ঘেরাও এবং ধাওয়া করে মারধর করে, ক্যামেরা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা চালায় এবং টেলিভিশনের গাড়ি ভাঙচুর করে। এ ছাড়া প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, নওগাঁয় জমির দখল নিয়ে সংঘর্ষে নিহত এক ঘটনার মামলায় এক সাংবাদিককে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আসামি করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। মামলার বাদী নিজেই প্রকাশ্যে স্বীকার করেছেন যে, তিনি ওই সাংবাদিককে চেনেনই না এবং এজাহারে কীভাবে তার নাম এসেছে তা তিনি জানেন না।

মূলত স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানের অনিয়ম ও দুর্নীতির

সংবাদ

রবিবার ১৯ আশ্বিন ১৪৩৩
Sunday 4 October 2026

ঋণখেলাপি ইউনিটেক্সের কারখানা চালুর পরই কাঁচামাল সংকটে বন্ধ

প্রতিনিধি, আনোয়ারা (চট্টগ্রাম)

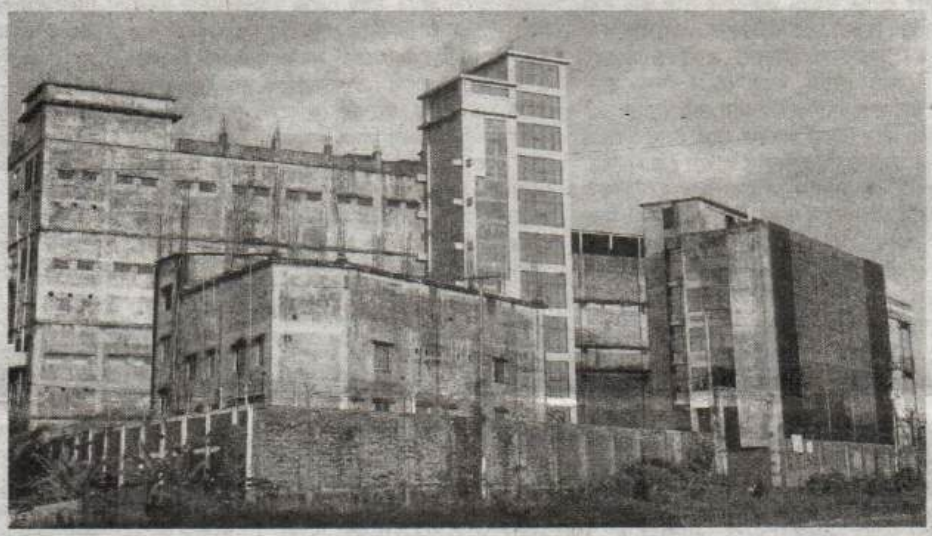

চট্টগ্রামের আনোয়ারায় ইউনিটেক্স গ্রুপের বড় অঙ্কের ঋণ ও আর্থিক সংকটের প্রভাব পড়েছে শিল্পপ্রতিষ্ঠান এইচ এস কম্পোজিট টেক্সটাইলস লিমিটেডে। প্রায় ১৭ হাজার ৫০০ টন বার্ষিক উৎপাদন সক্ষমতা নিয়ে কারখানাটি পরীক্ষামূলক উৎপাদনে গেলেও কাঁচামাল আমদানির জন্য প্রয়োজনীয় ঋণপত্র (এলসি) খুলতে না পারায় ধীরে ধীরে উৎপাদন কমে আসে। একপর্যায়ে কাঁচামালের সংকটে কারখানাটির উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। এতে পাঁচ শতাধিক কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়েন।

আনোয়ারা উপজেলার চাতুরী-চৌমুহনী এলাকায় অবস্থিত এইচ এস কম্পোজিট টেক্সটাইলস লিমিটেড ইউনিটেক্স গ্রুপের একটি প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটির নিজস্ব তথ্য অনুযায়ী, এখানে পলিয়েস্টার ফুললি ড্রন ইয়ার্ন (এফডিওয়াই), ড্রন টেক্সচারড ইয়ার্ন (ডিটিওয়াই), ডোপ ডায়েড, মেলাঞ্জ, থিক-থিন, স্প্যানডেক্সযুক্ত এয়ার কাভার্ড সুতা ও টু-টোনসহ বিভিন্ন ধরনের সিনথেটিক সুতা উৎপাদনের কথা রয়েছে।

বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশনের (বিটিএমএ) ২০২২-২৩ সালের তালিকায় প্রতিষ্ঠানটির বার্ষিক উৎপাদন সক্ষমতা ১ কোটি ৭৫ লাখ কেজি বা প্রায় ১৭ হাজার ৫০০ টন উল্লেখ করা হয়েছে। আর কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের (ডিআইএফই) নথিতে প্রতিষ্ঠানটিতে ৪৮০ জন শ্রমিকের তথ্য রয়েছে।

কারখানা সূত্র জানায়, ২০২৩ সালের নভেম্বরে প্রতিষ্ঠানটি পরীক্ষামূলক উৎপাদন শুরু করে। শুরুতে প্রতিদিন প্রায় ৬০ টন সুতা উৎপাদন করা হলেও পরবর্তী সময়ে কাঁচামাল সংকটের কারণে উৎপাদন কমতে থাকে। ২০২৪ সালের ডিসেম্বরের দিকে দৈনিক উৎপাদন নেমে আসে ১৮ থেকে ২০ টনে।

সূত্রের দাবি, কারখানাটিতে প্রতি মাসে প্রায় ১ হাজার ৮০০ থেকে ২ হাজার মেট্রিক টন কাঁচামাল প্রয়োজন। সে হিসাবে ২০২৪ সালের আগস্ট থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রায় ১০ হাজার মেট্রিক টন কাঁচামালের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ওই সময়ে মাত্র প্রায় ৫০০ মেট্রিক টন কাঁচামালের জন্য এলসি পাওয়া যায়। ফলে উৎপাদন স্বাভাবিক রাখা সম্ভব হয়নি।

কারখানা সূত্র আরও জানায়, উৎপাদনের কাঁচামাল চীন ও জার্মানি থেকে আমদানি করা হতো। কারখানার মেশিনপত্রও যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে আনা হয়। তবে ২০২৪ সালের আগস্টে সরকার পতনের পর প্রতিষ্ঠানটি অর্থসংকটে পড়ে। রূপালী ব্যাংক ও ইউনিয়ন ব্যাংক থেকে প্রত্যাশিত অর্থায়ন না পাওয়ায় কাঁচামাল আমদানির জন্য প্রয়োজনীয় এলসি খোলা সম্ভব হয়নি বলে দাবি কর্তৃপক্ষের। এর মধ্যে ধাপে ধাপে কর্মী ছাঁটাইও শুরু হয়। কারখানা কর্তৃপক্ষের দাবি, ছাঁটাই করা শ্রমিকদের শ্রম আইন অনুযায়ী শেষ মাসের বেতন ও প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র বলছে, এইচএস কম্পোজিট টেক্সটাইলসের উৎপাদন বন্ধের পেছনে ইউনিটেক্স গ্রুপের সামগ্রিক আর্থিক সংকটও সামনে এসেছে। বিভিন্ন প্রতিবেদনে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, ইউনিটেক্স গ্রুপের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নামে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ থেকে প্রায় ৩ হাজার ৭৪৫ কোটি টাকা ঋণ নেয়া হয়েছে। এর বাইরে রূপালী ব্যাংক থেকে ৩২৬ কোটি, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক থেকে ৪৭ কোটি এবং এক্সিম ব্যাংক থেকে ৪০ কোটি টাকা ঋণের তথ্য রয়েছে। সব মিলিয়ে এসব ঋণের পরিমাণ প্রায় ৪ হাজার ১৫৮ কোটি টাকা।

ইসলামী ব্যাংকের ঋণের মধ্যে ইউনিটেক্স স্টিলের নামে ৮১৪ কোটি টাকা এবং ইউনিটেক্স এলপিজির নামে ২ হাজার ২৩ কোটি টাকা নেয়ার তথ্য প্রতিবেদনে এসেছে। এছাড়া ইউনিটেক্স কম্পোজিট স্পিনিংয়ের নামে ৬০৭ কোটি এবং ইউনিটেক্স গ্র্যান্ড স্পিনিংয়ের নামে ২৯৩ কোটি টাকা ঋণের তথ্য রয়েছে। ব্যাংক সংশ্লিষ্টদের বরাতে প্রকাশিত প্রতিবেদনে এসব ঋণের বিপরীতে থাকা জামানতের মূল্য এবং কয়েকটি প্রকল্পের বাস্তবায়ন নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নিরীক্ষা প্রতিবেদনেও ইউনিটেক্সের কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের ঋণ নিয়ে অনিয়মের বিষয় উঠে এসেছে বলে ওই প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইউনিটেক্স সংশ্লিষ্ট ইসলামী ব্যাংকের ঋণের বড় একটি অংশ বর্তমানে খেলাপিতে পরিণত হয়েছে। ঋণ আদায়ে বন্ধক রাখা সম্পত্তি নিলামে তোলার উদ্যোগও নিয়েছে ব্যাংকটি।

তবে ইউনিটেক্সের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, ব্যাংকের অর্থায়ন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চলমান প্রকল্পগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং এর প্রভাব পুরো গ্রুপের ওপর পড়তে পারে।

শিল্প খাতে বড় বিনিয়োগ ও উৎপাদন সক্ষমতা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হলেও আর্থিক সংকটে এইচএস কম্পোজিট টেক্সটাইলসের উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় স্থানীয় শিল্প ও কর্মসংস্থানে এর প্রভাব পড়েছে। ডিআইএফইর হিসাবে কারখানাটিতে ৪৮০ শ্রমিকের তথ্য রয়েছে। তবে কারখানা সূত্রের দাবি, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শ্রমিক মিলিয়ে সেখানে পাঁচ শতাধিক মানুষ কর্মরত ছিলেন।

চট্টগ্রাম চেম্বারের সদস্য তালিকাতেও এইচএস কম্পোজিট টেক্সটাইলস লিমিটেডের নাম রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির নিজস্ব তথ্য অনুযায়ী, এটি ইউনিটেক্স গ্রুপের সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সহযোগী প্রতিষ্ঠান।

ফলে প্রায় ১৭ হাজার ৫০০ টন বার্ষিক উৎপাদন সক্ষমতার একটি আধুনিক সিনথেটিক সুতা কারখানা চালুর পরপরই কাঁচামাল ও অর্থসংকটে উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঘটনায় ইউনিটেক্স গ্রুপের চলমান আর্থিক সংকটের বিষয়টি সামনে এসেছে।

কারখানাটির তৎকালীন এইচআর ও প্রশাসন বিভাগের কর্মকর্তা মোহাম্মদ ইমতিয়াজ হোসেন বলেন, অর্থ ও কাঁচামাল সংকটে কারখানাটি বন্ধ হয়ে যায়। কাঁচামাল সংকটের কারণে আর উৎপাদনে যেতে পারেনি। আমিও এখন সেখানে কর্মরত নেই। এই কারখানার বিষয়ে আমার আর বিস্তারিত জানা নেই।

চট্টগ্রাম চেম্বারের সহ-সভাপতি আমজাদ হোসেন চৌধুরী বলেন, একটি প্রতিষ্ঠান চালু হওয়ার পর অল্প সময়ের মধ্যে বন্ধ হয়ে যাওয়া শিল্প খাতের জন্য মোটেও ভালো দিক নয়। ইউনিটেক্স গ্রুপের মালিকপক্ষের কেউ হয়তো বর্তমানে দেশে নেই। সরকার চাইলে এ ধরনের বন্ধ প্রতিষ্ঠানগুলো পুনরায় চালুর উদ্যোগ নিতে পারে। তবে এর সঙ্গে ব্যাংকঋণের বিষয়টিও জড়িত। মালিকপক্ষকে ব্যাংকঋণের বিষয়টি দ্রুত সুরাহা করতে হবে। সারা দেশে এভাবে অসংখ্য প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে, যা দেশের শিল্প ও অর্থনীতির জন্য ভালো কোনো দিক নয়।

সরেজমিন আনোয়ারা উপজেলার চাতুরী-চৌমুহনী এলাকায় অবস্থিত এইচ এস কম্পোজিট টেক্সটাইলস লিমিটেডে গিয়ে কারখানাটি বন্ধ পাওয়া যায়। পরে ইউনিটেক্স গ্রুপের একাধিক কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাদের সঙ্গে সংযোগ পাওয়া যায়নি।

যুগান্তর | রোববার ৪ অক্টোবর ২০২৬
E-mail : sportsjugantor@

পাঁচ মাস ধরে বন্ধ বেঙ্গল সু ইন্ডাস্ট্রিজ

রায়পুরে কর্মহীন দুই হাজার শ্রমিক

রায়পুর (লক্ষ্মীপুর) প্রতিনিধি

রহিমা আক্তার, বয়স ৩৫। প্রায় ১০ বছর আগে তার স্বামী মারা গেছেন। কলেজপড়ুয়া দুই মেয়ে ও বৃদ্ধ মাকে নিয়ে খুব কষ্টে মানবেতর দিন পার করছিলেন। গ্রামের এক লোক এসে ৬ হাজার টাকা বেতনের কথা বলে বেঙ্গল সু ইন্ডাস্ট্রিজে চাকরি নিয়ে দেন। বেতন-বোনাস নিয়ে সুন্দরভাবে দিনগুলো কাটছিল রহিমার। কিন্তু হঠাৎ লক্ষ্মীপুরের রায়পুরে রাখালিয়া গ্রামে অবস্থিত বেঙ্গল সু ইন্ডাস্ট্রিজ বন্ধ হয়ে যায়। এতে অসহায় অসুস্থ রহিমা বেগমসহ পরিবারের ৪ সদস্যের মানবেতর জীবনযাপন চলছে। শুক্রবার বিকালে কথা হয় বেঙ্গল সু ইন্ডাস্ট্রিজের অসহায় নারী শ্রমিক রহিমা বেগম ও সুমি আক্তারসহ ১২ জন নারী ও পুরুষ শ্রমিকের সঙ্গে। তাদের কারও বাবা, কারও মা এবং কারও স্বামী নেই। ৫ মাস ধরে দুই বেলা না খেয়েই পার করতে হয়েছে তাদের। এর ৫ মাস আগে রায়পুরের বেঙ্গল সু ইন্ডাস্ট্রিজ বন্ধ করে দিয়েছেন প্রতিষ্ঠানটির মালিকপক্ষ। বন্ধ হয়ে যাওয়া কারখানার কর্মহারা ২ হাজার শ্রমিক বেকার হয়ে মানবেতর দিনযাপন করছেন। বন্ধ থাকা কারখানার এসব শ্রমিকের অনেকেই কারখানা খুলে দেওয়াসহ বকেয়া বেতনের দাবিতে রাস্তায় নেমে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। এসব শ্রমিককে সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছিলেন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা। ব্যাংকিং জটিলতা নিরসন করে খুলে দেওয়ার দাবি কারখানা কর্তৃপক্ষের। শ্রমিকরা জানায়, একসময় নানা কারণে এই কারাখানাটি বিখ্যাত হলেও বর্তমানে লক্ষ্মীপুরে অবহেলিত হিসাবেই পরিচিত। কর্মের কারণে লক্ষ্মীপুরে লাখো মানুষ বসবাস করছেন। জেলায় ছোট-বড় মিলিয়ে নিবন্ধিত কারখানা রয়েছে প্রায় অর্ধশতাধিক। উপজেলার সোনাপুর ইউপির রাখালিয়া এলাকার বেঙ্গল সু ইন্ডাস্ট্রিজে ২ বছর কাজ করেছেন মহাদেব গ্রামের বিধবা সুমি আক্তার। তিনি পরিবার-পরিজন নিয়ে বসবাস করছেন নিজ এলাকায়। সুমি বলেন, তাদের কারখানার সব শ্রমিক বেকার হয়ে গেছে। পুরুষ শ্রমিক যারা ছিল, তাদের বেশিরভাগই অন্যত্র নতুন চাকরিতে যোগ দিয়েছে। কিন্তু আমরা নারীরা কোথাও চাকরি পাচ্ছি না। আমাদের কয়েকজন গত এক মাসে সদরে বিসিক শিল্পনগরী এলাকায় যোগাযোগ করেও নতুন চাকরি পাইনি। একই এলাকার বাসিন্দা মো. মাসুম, হাবিবুর রহমান ও মানিক হোসেন বলেন, চাকরি হারিয়ে আমরা ঘরে বসে আছি। জমানো কিছু টাকা দিয়ে চাল, সবজি ও মাছ এনে খাচ্ছি। নতুন চাকরির সন্ধান করছি। কিন্তু বেতন খুবই কম বলছে। তাই আরও খোঁজাখুঁজি করছি। রায়পুরের রাখালিয়া এলাকার বেঙ্গল সু ইন্ডাস্ট্রিজ দীর্ঘ প্রায় ২০ বছর ধরে সুনামের সঙ্গে ব্যবসা করে আসছিল। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটির মালিক টিপু সুলতান চলতি বছরের ১৫ মে কারখানার সামনে নোটিশ টানিয়ে স্থায়ীভাবে বন্ধ ঘোষণা করেন। রায়পুরের বেঙ্গল সু ইন্ডাস্ট্রিজের মালিক টিপু সুলতান ও সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার (প্রশাসন) বিপ্লব পাল মোবাইল ফোনে জানান, গত ২০ বছর লাভ-লসে মিলিয়ে কারাখানাটি চালিয়ে আসছিলাম। তাদের কারখানায় প্রায় দুই হাজার শ্রমিক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী বেকার হয়েছেন। শ্রমিকরা মানবেতর জীবনযাপন করছেন। আমরা লে-অফ তুলে নিয়ে সরকারের সহযোগিতা চাইছি। প্রধানমন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্টদের কাছে অনুরোধ করছি ব্যাক টু ব্যাক এলসি ওপেন করে সব ব্যাংকিং সুবিধাসহ লে-অফ তুলে নেওয়ার। রায়পুরের ইউএনও মেহেদী হাসান কাউছার বলেন, ব্যাংক সমস্যাসহ বিভিন্ন কারণে কারখানাগুলো বন্ধ হচ্ছে বলে জানতে পারছি। কয়েকবার বৈঠক করে শ্রমিকদের বেতনের বিষয় সমাধান করা হয়। এ বিষয়ে রায়পুর উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট মারুফ বিন জাকারিয়া বলেন, প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হওয়ায় ২ হাজার শ্রমিক বেকার হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন। তাই সরকারের প্রতি অনুরোধ প্রতিষ্ঠানটি চালু করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিয়ে বেকার শ্রমিকদের কর্মের ব্যবস্থা করে দেওয়ার।

বাংলাদেশ প্রতিদিন
বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
রবিবার ॥ ৪ অক্টোবর ২০২৬

সাক্ষাৎকার

ফজলে শামীম এহসান

বিশিষ্ট শিল্পোদ্যোক্তা এবং পোশাক খাতের শীর্ষস্থানীয় নেতা। তিনি বিকেএমই নির্বাহী সভাপতি এবং বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের সভাপতির দায়িত্বে আছেন। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **ইমরান চৌধুরী**



বর্তমান সময়ে নতুন কর্মসংস্থানের পেছনে না ছুটে কীভাবে বিদ্যমান কারখানাগুলো টিকিয়ে রাখা যায়, সেদিকে মনোযোগ দিতে হবে

কারখানা বন্ধ হলে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি কঠিন

বিকেএমইর নির্বাহী সভাপতি ফজলে শামীম এহসান বলেছেন, বর্তমানে কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি বিদ্যমান কর্মসংস্থান রক্ষায় বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। শুধু নতুন কর্মসংস্থান তৈরির দিকে নজর দিলে হবে না, যেসব শিল্পকারখানায় বর্তমানে মানুষের কর্মসংস্থান রয়েছে, সেগুলো কীভাবে টিকিয়ে রাখা যায়, সেটিও গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। যদি কারখানা বন্ধ হয় নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি কঠিন হবে।

বাংলাদেশ প্রতিদিনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে জ্বালানি অব্যবস্থাপনা প্রকট হয়ে উঠেছে। এর কারণে নতুন কর্মসংস্থান তৈরির মতো অনুকূল পরিবেশ যেমন গড়ে উঠছে না, তেমনি বিদ্যমান অনেক কারখানাও আগামী দিনে বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। ফলে একদিকে নতুন কর্মসংস্থান তৈরির সুযোগ কমছে, অন্যদিকে বিদ্যমান কর্মসংস্থানও ঝুঁকির মুখে পড়ছে। ফজলে শামীম এহসান বলেন, একটি কারখানা বন্ধ হয়ে গেলে শুধু উৎপাদন কার্যক্রমই বন্ধ হয় না, সেখানে কর্মরত মানুষের কর্মসংস্থানও হারানোর ঝুঁকি তৈরি হয়। এ কারণে কর্মসংস্থান নিয়ে পরিকল্পনা করার সময় নতুন চাকরি সৃষ্টির পাশাপাশি বিদ্যমান চাকরিগুলো ধরে রাখার বিষয়টিও সমান গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে।

তিনি বলেন, বর্তমান সময়ে নতুন কর্মসংস্থানের পেছনে না ছুটে কীভাবে বিদ্যমান কারখানাগুলো টিকিয়ে রাখা যায়, সেদিকে মনোযোগ দিতে হবে। কারণ বিদ্যমান শিল্পকারখানাগুলো টিকে না থাকলে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করাও কঠিন হয়ে পড়বে। আগে যেসব কর্মসংস্থান রয়েছে, সেগুলো রক্ষা করতে হবে। এরপর নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির দিকে এগোতে হবে।

কর্মসংস্থানের বিষয়টি শুধু নতুন কতগুলো চাকরি তৈরি হলো, সেটি দিয়ে বিবেচনা করা উচিত নয়। কতগুলো বিদ্যমান কর্মসংস্থান টিকিয়ে রাখা গেল, সেটিও গুরুত্বপূর্ণ। কোনো একটি কারখানা বন্ধ হয়ে গেলে সেখানে কর্মরত মানুষ যেমন কর্মসংস্থান হারাবেন, তেমনি নতুন করে সেই কর্মসংস্থান তৈরি করাও সহজ হবে না।

তিনি বলেন, শিল্পকারখানাগুলোকে টিকিয়ে রাখতে হলে তাদের জন্য অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সাম্প্রতিক সময়ে জ্বালানি অব্যবস্থাপনা সেই পরিবেশ তৈরিতে বাধা সৃষ্টি করছে। এর প্রভাব শিল্পকারখানার কার্যক্রমের ওপর পড়ছে।

সংবাদ
ঢাকা : সোমবার ২০ আশ্বিন ১৪৩৩
Dhaka : Monday 5 October 2026

দীর্ঘদিন পর চালু হলো আরনু জুটমিল, শ্রমিকদের মুখে হাসি

প্রতিনিধি, হিলি (দিনাজপুর)

দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর দিনাজপুরের হাকিমপুর উপজেলার হিলি স্থলবন্দর এলাকায় অবস্থিত আরনু জুটমিলের কার্যক্রম পুনরায় চালু হয়েছে। এতে শত শত শ্রমিক ও তাদের পরিবারের মাঝে স্বস্তি ও আনন্দ ফিরে এসেছে।

গত শনিবার রাতে স্থানীয় বিএনপি নেতাদের উপস্থিতিতে মিলটির কার্যক্রম পুনরায় শুরু করা হয়। এ সময় সমাজকল্যাণ ও মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রী অধ্যাপক ডা. এজেডএম জাহিদ হোসেন এমপির প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাকিমপুর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো. সাখাওয়াত হোসেন শিল্পী ও পৌর বিএনপির সভাপতি মো. মোতালেব হোসেন মিঠু খান। এছাড়া স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, জুটমিল কর্তৃপক্ষ ও শত শত শ্রমিক উপস্থিত ছিলেন।

মিলের স্বত্বাধিকারী আলহাজ্ব শাফি শেখ জানান, পারিবারিক মালিকানা বিরোধ, আদালতের মামলা এবং মিলের যন্ত্রাংশ ও পণ্য চুরির ঘটনায় দীর্ঘদিন কার্যক্রম বন্ধ ছিল। একপর্যায়ে মিল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিলেও শত শত শ্রমিকের কর্মসংস্থানের কথা বিবেচনা করে পুনরায় চালুর উদ্যোগ নেন তিনি।

অনুষ্ঠানে নেতারা বলেন, মিলটি চালু হওয়ায় শত শত শ্রমিকের কর্মসংস্থান নিশ্চিত হয়েছে। পাশাপাশি এলাকার অর্থনীতিতেও ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। শ্রমিকদের বকেয়া পাওনা ও ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করার বিষয়েও গুরুত্ব দেয়া হবে।

দীর্ঘদিন পর কাজে ফিরতে পেরে শ্রমিকরা সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তারা নিয়মিত কাজের মাধ্যমে মিলটিকে এগিয়ে নেয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

NEWAGE
MONDAY, OCTOBER 5, 2026, ASHWIN 20, 14

Workers, ethnic groups seek constitutional recognition, equality

Staff Correspondent
Dhaka

LABOUR leaders and ethnic community representatives have called for constitutional recognition of rights of workers' and ethnic groups as fundamental rights alongside measures to eliminate income and wealth disparities and ensure workplace safety.

They also demanded constitutional recognition of different ethnic groups, legal protection for national minorities,

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
মঙ্গলবার ॥ ৬ অক্টোবর ২০২৬

অটোরিকশার জন্য চাই বিকল্প পথ

রক্তাক্ত মহাসড়ক

দেশের মহাসড়কগুলোতে অবৈধ অটোরিকশার চলাচল একের পর এক দুর্ঘটনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিদিনই কেড়ে নিচ্ছে মানুষের জীবন। মাত্র ছয় মাসে মহাসড়কে অবৈধ যানবাহনের কারণে প্রাণ হারিয়েছে ২ হাজার ৭৩৩ জন। গড়ে প্রতিদিন তিনজনের প্রাণ কেড়ে নিচ্ছে বিশৃঙ্খল যান চলাচলব্যবস্থা। যাত্রীকল্যাণ সমিতির হিসাব অনুযায়ী গত সেপ্টেম্বরে ৪৪২ দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে ৪২৩ জন, আগস্টে ৪২৮, জুলাইয়ে ৪১৬, জুনে ৪৩৮, মে-তে ৬২২ এবং এপ্রিলে ৪০৪ জন নিহত হয়েছে। চালকদের অদক্ষতা, লাইসেন্সবিহীন যানবাহনের চলাচল এবং ট্রাফিক আইন তোয়াক্কা না করার প্রবণতা মহাসড়ককে রক্তাক্ত ও ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে। আইন প্রয়োগে দৃশ্যমান অকার্যকারিতায় হাইওয়েগুলোতে চলছে অবৈধ বাহনের অপ্রতিরোধ্য রাজত্ব। যা গোটা যোগাযোগব্যবস্থাকেই চরম নিরাপত্তাহীনতায় ঠেলে দিয়েছে। মহাসড়কে ব্যাটারিচালিত রিকশা ছাড়াও বেড়েছে ঝুঁকিপূর্ণ যন্ত্রচালিত নছিমন ও করিমনের চলাচল। ব্যাটারিচালিত রিকশার দাম কম ও ভাড়া বেশি হওয়ায় অনেকে এটিকে নতুন ব্যবসা হিসেবে নিয়েছেন। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, ব্যাটারিচালিত রিকশায় বাধ্যতামূলকভাবে সোলার প্যানেল বসাতে হবে। যাতে ব্যাটারিতে চার্জ দেওয়ার ক্ষেত্রে যানবাহনগুলো স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়। কিন্তু সে ব্যবস্থা কার্যকরের ক্ষেত্রে সরকার এ পর্যন্ত এক পা-ও অগ্রসর হতে পারেনি। দেশের ২২টি মহাসড়কে প্রতিদিনই মানুষের জীবনের যে অপচয় ঘটছে তা রোধে ছোট যানবাহন চলাচলের বিকল্প ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। একইভাবে নগর এলাকায় ব্যাটারিচালিত রিকশা চলাচলেও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা জরুরি। ব্যাটারিচালিত প্রতিটি যানবাহনের জন্য লাইসেন্স ও সোলার সিস্টেম চালুর বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। মহাসড়কে দুর্ঘটনা এড়াতে কার্যকর কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যায়, সে বিষয়ে বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত নেওয়াও জরুরি। ব্যাটারিচালিত রিকশা বা এ-জাতীয় যানবাহন দুর্ঘটনার জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে দায়ী। বাস্তবতার নিরিখে সেগুলো নিষিদ্ধ করার অবস্থাও নেই। এ যানবাহনগুলোকে শৃঙ্খলার মধ্যে এনে কীভাবে দুর্ঘটনা এড়ানো যায়, সে পথে হাঁটাই হবে উত্তম।

Workers, ethnic groups

▸ *Continued from page 1*

traditional and collective land rights and explicit provisions to end all forms of discrimination, including gender-based discrimination.

They proposed reserved representation for ethnic minorities and workers in the upper house of Jatiya Sangsad.

The demands were raised at a discussion on Sunday between the Special Committee on Constitutional Reform and representatives of workers, who contributed to the July mass uprising and members of ethnic minority communities at the Jatiya Sangsad.

Ethnic group representatives demanded the removal of the terms 'minor races,' 'ethnic sects', 'communities' and 'tribes' used in Article 23A of the constitution.

They proposed that they instead be constitutionally recognised as 'Adivasi' or 'Janajati'.

They also strongly demanded that Article 13 of the 1972 constitution, which recognises state, cooperative and private ownership, be amended to include legal recognition of national minorities' traditional and collective ownership of land.

The representatives proposed reserved seats in the upper house for national minorities, marginalised and disadvantaged communities with proportional representation for ethnic communities in the hills and plains.

They also demanded one reserved seat for plainland national minorities among the seats reserved for women.

Bangladesh Adivasi Forum general secretary Sanjeeb Drong said Article 6(2) of the constitution currently states that the people of Bangladesh shall be known as Bengalees as a nation.

He said a proposal had been made, in line with the July National Charter, to amend the provision so that people of Bangladesh would be known as Bangladeshies, and that the proposal had been accepted.

He also said that while Bangla would remain the state language, the state should take measures to preserve and develop the mother tongues of ethnic communities, including the Garo and Hajong languages.

Samajtantrik Sramik Front president Razequzzaman Ratan said workers had demanded that employment, wages and dignity be

কালের কণ্ঠ
। সোমবার। ৫ অক্টোবর ২০২৬

সংবিধান সংশোধনে বিশেষ কমিটির বৈঠক

শ্রমজীবী মানুষের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জোর দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

সংবিধান সংশোধনে শ্রমজীবী মানুষের প্রতিনিধিত্ব ও প্রাতিষ্ঠানিক অংশীদারত্ব নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন শ্রমিক শ্রেণির প্রতিনিধিরা। আর ক্ষুদ্র জাতিসত্তা-নৃগোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা সংবিধানে তাঁদের স্বীকৃতি দাবি করেছেন। বৈঠকে উত্থাপিত প্রস্তাব ও পরে লিখিতভাবে দেওয়া সুপারিশ কমিটির প্রতিবেদনে উল্লেখ থাকবে বলে তাঁদের আশ্বস্ত করেছে সংবিধান সংশোধনে গঠিত জাতীয় সংসদের বিশেষ কমিটি।

গতকাল রবিবার জাতীয় সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত কমিটির পঞ্চম বৈঠকে শ্রমজীবী মানুষ ও ক্ষুদ্র জাতিসত্তা-নৃগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের মতামত নেওয়া হয়। কমিটির সভাপতি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে বৈঠকে কমিটির সদস্য ও চিফ হুইপ নূরুল ইসলাম মনি, আইনমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান, পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী মো. জোনায়েদ আব্দুর রহিম সাকি, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী আন্দালিভ রহমান, সাকিলা ফারজানা ও মো. মাহমুদুল হক রুবেল উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ আমন্ত্রণে বৈঠকে অংশ নেন সংসদ সদস্য দীপেন দেওয়ান, আন্না মিনজ ও মাধবী মারমা।

কমিটি সূত্র জানায়, বৈঠকে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে অবদান রাখা শ্রমজীবী মানুষ এবং ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও নৃগোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা সংবিধান সংশোধনের বিভিন্ন বিষয়ে প্রস্তাব তুলে ধরেন। কমিটির পক্ষ থেকে বলা হয়, আলোচনার বাইরে কারো লিখিত প্রস্তাব থাকলে তা কমিটির কাছে পাঠানো যাবে। বৈঠকে উত্থাপিত এবং লিখিতভাবে পাওয়া প্রস্তাবগুলো কমিটির প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হবে।

বৈঠকে শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদের (স্কপ) দেওয়া লিখিত প্রস্তাবে বলা হয়েছে, দেশের উৎপাদন, সেবা ও সামগ্রিক অর্থনীতির বিস্তৃত পরিসরে শ্রমজীবী মানুষ প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। শিল্প-কারখানা, কৃষি, পরিবহন, বন্দর, সরকারি-বেসরকারি কর্মক্ষেত্রসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের শ্রমেই অর্থনীতির দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড সচল থাকে। তাই শ্রমজীবী মানুষকে শুধু অর্থনীতির শ্রমশক্তি হিসেবে নয়, রাষ্ট্র ও সমাজের একটি মৌলিক সামাজিক শক্তি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি।

প্রস্তাবে আরো বলা হয়, ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে ২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার গণ-আন্দোলন ও গণ-অভ্যুত্থান পর্যন্ত বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামে শ্রমজীবী মানুষের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। কিন্তু তাঁদের অবদান ও অর্থনৈতিক গুরুত্বের তুলনায় রাষ্ট্র ও সমাজের নীতিনির্ধারণে প্রতিনিধিত্ব এখনো পর্যাপ্ত নয়। উৎপাদনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হলেও সিদ্ধান্ত গ্রহণের কেন্দ্র থেকে তাঁরা অনেকটাই দূরে থাকেন। এ অবস্থায় সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে শ্রমজীবী মানুষের মর্যাদা, নীতিনির্ধারণে প্রতিনিধিত্ব এবং প্রাতিষ্ঠানিক অংশীদারত্ব নিশ্চিত করার সুযোগ রয়েছে বলে মনে করছে স্কপ।

অন্যদিকে ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও নৃগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে তাদের পরিচয়, অধিকার, মর্যাদা ও রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নও আলোচনায় এসেছে। সংবিধান সংশোধনের প্রক্রিয়ায় এসব জনগোষ্ঠীর মতামত কতটা প্রতিফলিত হবে, তা নিয়ে এখন আগ্রহ তৈরি হয়েছে। কমিটি এ বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ নেবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন ক্ষুদ্র জাতিসত্তার প্রতিনিধি জন ক্রুশ উয়েল।

বৈঠক শেষে কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বৈঠকে বিদ্যমান সংবিধান পর্যালোচনা, জুলাই সনদে থাকা সংবিধান সম্পর্কিত প্রস্তাব, বিএনপির দলীয় নির্বাচনী ইশতেহারে সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত যেসব দফা ছিল, সেগুলো পর্যালোচনা করার পাশাপাশি অংশীজনদের মতামত নেওয়া হয়। পরবর্তী বৈঠকগুলোতে সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ, নারী নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তি, সংবিধান বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবিদ, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তি ও সংগঠন, জুলাই জাতীয় সনদ প্রণয়নের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি, সুপ্রিম কোর্টের বিচারক ও আইনজীবী, শিক্ষক, শ্রমজীবী মানুষসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানানো হবে। সবার মতামতের ভিত্তিতে সংবিধান সংশোধনী প্রস্তাব চূড়ান্ত করা হবে।

বাংলাদেশ প্রতিদিন
সোমবার ॥ ৫ অক্টোবর ২০২৬

চট্টগ্রামে দুই বছরে বন্ধ ১৯০ শিল্পকারখানা

মুহাম্মদ সেলিম, চট্টগ্রাম

দেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান কেন্দ্র চট্টগ্রামে গত দুই বছরে স্থায়ী ও অস্থায়ীভাবে বন্ধ হয়েছে প্রায় ১৯০টি শিল্পকারখানা। এসব কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কর্মহীন হয়েছেন প্রায় ৩০ হাজার শ্রমিক ও কর্মচারী। শিল্পকারখানা বন্ধের পেছনে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা, রপ্তানি আদেশ কমে যাওয়া, ঋণ ও এলসি-সংক্রান্ত জটিলতা, বিদ্যুৎ সংকটসহ আটটি কারণ চিহ্নিত করা হয়েছে।

> কর্মহীন প্রায় ৩০ হাজার শ্রমিক, সামনে এসেছে আটটি কারণ

চট্টগ্রাম শিল্প পুলিশ-৩-এর তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালের আগস্ট থেকে চলতি বছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ে শিল্পাঞ্চলটিতে প্রায় ১৯০টি কারখানা স্থায়ী ও অস্থায়ীভাবে বন্ধ হয়েছে। এর মধ্যে ১৩৮টি কারখানা স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়েছে। বাকিগুলো সাময়িকভাবে বন্ধ রয়েছে। বন্ধ হওয়া কারখানার মধ্যে ৬৮টি তৈরি পোশাক (আরএমজি) কারখানা। অন্যগুলো নন-আরএমজি, সাধারণ ও রপ্তানিমুখী বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠান। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পাটকল, ওষুধ কারখানা, ভোজ্যতেল ও বনস্পতি তেল কারখানা, সিমেন্ট ও ইস্পাত কারখানা, চিনিকল, বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং জাহাজ ভাঙা শিল্পের প্রতিষ্ঠান রয়েছে। শিল্প পুলিশ বলছে, বন্ধ হয়ে যাওয়া কারখানার শ্রমিকদের একটি অংশ পেশা পরিবর্তন করেছেন। কেউ কেউ অন্য কারখানায় একই ধরনের কাজও খুঁজে নিয়েছেন। তবে কারখানা বন্ধের কারণে মোট কত শ্রমিক-কর্মচারী বেকার হয়েছেন, তার নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান শিল্প পুলিশের কাছে নেই। চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সভাপতি আমিরুল হক বলেন, বন্ধ হয়ে যাওয়া কারখানাগুলো পুনরায় চালুর ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাদেরই মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে। উদ্যোক্তারা উদ্যোগী না হলে সরকার যত অর্থই ব্যয় করুক, শিল্পকারখানা চালুর উদ্যোগ কাঙ্ক্ষিত ফল দেবে না। আট কারণে চাপ। সংশ্লিষ্ট শিল্পোদ্যোক্তা ও কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, চট্টগ্রামে শিল্পকারখানা বন্ধ হওয়ার পেছনে প্রধান কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা, বিদেশি ক্রেতাদের ক্রয়াদেশ কমে যাওয়া, শ্রমিকদের বেতন-ভাতা পরিশোধে ব্যর্থতা, মালিকদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর কিছু মালিকের দেশত্যাগ ও তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা, বিদ্যুৎ সংকট, ঋণ-সংক্রান্ত জটিলতা এবং এলসি খোলার ক্ষেত্রে সমস্যা। বিশেষ করে রপ্তানিমুখী শিল্পগুলোতে বিদেশি ক্রেতাদের ক্রয়াদেশ কমে যাওয়ায় উৎপাদন ও নগদ অর্থপ্রবাহে চাপ তৈরি হয়েছে। একই সময়ে ঋণের কিস্তি পরিশোধ, কাঁচামাল আমদানি এবং শ্রমিকদের মজুরি দেওয়ার চাপ বেড়েছে। ফলে আর্থিক সংকটে থাকা অনেক প্রতিষ্ঠান উৎপাদন চালিয়ে যেতে পারেনি। তৈরি পোশাক খাতেও একই ধরনের চাপের কথা জানিয়েছেন খাত-সংশ্লিষ্টরা। বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) পরিচালক এবং এশিয়ান গ্রুপের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক সাকিফ আহমেদ সালাম বলেন, করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের পর থেকেই পোশাক খাতকে বহুমুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হচ্ছে।

সময়ের আলো মঙ্গলবার। ৬ অক্টোবর ২০২৬

জেলের গায়ে ঋণের বিষফোঁড়া

● চরফ্যাশন (ভোলা) সংবাদদাতা

ইলিশের প্রজনন মৌসুমের অবরোধ ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে নদী ও সাগরে কিছুটা ইলিশ ধরা পড়লেও জেলেদের মধ্যে কাটছে না হতাশা। দীর্ঘ কয়েক মাস নদী-সাগরে মাছ শিকার করেও কাঙ্ক্ষিত ইলিশ না পাওয়ায় অনেক জেলে পড়েছেন ঋণের চাপে। এরই মধ্যে আগামী ৮ অক্টোবর থেকে শুরু হচ্ছে ইলিশের প্রজনন মৌসুমের নিষেধাজ্ঞা। ফলে অবরোধের আগে ক্ষতি কিছুটা পুষিয়ে নেওয়ার সুযোগ নিয়েও শঙ্কায় রয়েছেন তারা।

এ বিষয়ে স্থানীয় জেলেরা জানান, ইলিশ মৌসুমকে সামনে রেখে নৌকা, জাল, জ্বালানি, বরফ ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম প্রস্তুত করতে বিপুল অর্থের প্রয়োজন হয়। অনেকেই ধারদেনা করে এসব প্রস্তুতি নিয়ে নদী-সাগরে নামেন। কিন্তু কয়েক মাস মাছ শিকার করেও কাঙ্ক্ষিত আয় না হওয়ায় অনেকের ঋণের বোঝা আরও বেড়েছে। শেষ সময়ে কিছুটা ইলিশ ধরা পড়লেও তা দিয়ে আগের লোকসান পুষিয়ে নেওয়া কঠিন বলে জানান তারা।

জেলে খোকন মাঝি বলেন, 'কয়েক বছর ধরে ইলিশ তেমন পাওয়া যাচ্ছে না। এ বছরও ধারদেনা করে নৌকা নিয়ে নদীতে এসেছি। কিন্তু তেমন কোনো সুবিধা করতে পারিনি। বরং আরও ঋণের মধ্যে পড়ে গেছি। শেষ সময়ে কিছু মাছ পাওয়া গেলেও আগের ক্ষতি কতটা পুষিয়ে নিতে পারব, তা নিয়ে চিন্তায় আছি।'

শফি মাঝি বলেন, 'আগে নদীতে প্রচুর ইলিশসহ বিভিন্ন ধরনের মাছ পাওয়া যেত। এখন মাছ অনেক কমে গেছে। এর অন্যতম কারণ হিসেবে তিনি সাগরে অবৈধভাবে মাছ ধরার বড় ট্রলিং বোটের কার্যক্রমকে দায়ী করেন। তার অভিযোগ, এসব বোটের জালে ছোট-বড় অনেক মাছসহ বিভিন্ন জলজ প্রাণী আটকা পড়ে। এতে নদী ও সাগরের মাছের প্রজনন ও স্বাভাবিক পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।'

রফিক মাঝি বলেন, ছোটবেলা থেকেই তিনি মাছ ধরার পেশার সঙ্গে যুক্ত। ইচ্ছা থাকলেও সহজে এ পেশা পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। তিনি বলেন, 'কয়েক বছর আগেও মোটামুটি ভালো ছিলাম। এখন পরিস্থিতি অনেক কঠিন। একটি বড় বোট সাগরে নামানোর উপযোগী করতে প্রায় এক থেকে দেড় কোটি টাকা পর্যন্ত খরচ হয়। আর প্রতিটি ট্রিপে তেল, বরফ, খাবারসহ বাজার করতে তিন থেকে পাঁচ লাখ টাকা প্রয়োজন হয়।' তিনি আরও বলেন, 'একেকটি ট্রিপে ১০ থেকে ১৫ দিন সাগরে থাকতে হয়। অনেক সময় মাছের আয় দিয়ে শুধু বাজার খরচও ওঠে না। ভালো মাছ পাওয়ার আশায় বারবার সাগরে গিয়ে লোকসান গুনতে হচ্ছে। এতে ঋণের পরিমাণও বাড়ছে।'

ইলিশ সংকটে ভোলার নদী ও সাগর

- অবরোধের আগে কিছুটা ইলিশের দেখা, তবু হতাশায় জেলেরা
- দীর্ঘ কয়েক মাস নদী-সাগরে মাছ শিকার করেও কাঙ্ক্ষিত ইলিশ না পাওয়ায় অনেক জেলে পড়েছেন ঋণের চাপে

জেলে লোকমান মাঝি বলেন, 'আগামী ৮ অক্টোবর থেকে অবরোধ শুরু হলে আমাদের জন্য ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার সুযোগ কমে যাবে। যদি আরও কয়েক দিন পরে অবরোধ দেওয়া হতো, তা হলে কিছুটা লোকসান পুষিয়ে নেওয়ার সুযোগ পেতাম। ২০ বা ২২ অক্টোবর থেকে অবরোধ শুরু হলেও জেলেরা কিছুটা স্বস্তি পেতেন বলে তিনি মনে করেন।'

এ বিষয়ে জানার জন্য চরফ্যাশন উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা জয়ন্ত কুমার অপুর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, ইলিশের প্রজনন মৌসুমকে কেন্দ্র করে আগামী ৮ অক্টোবর থেকে নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে। এ সময় ইলিশের নিরাপদ প্রজনন ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে নদী ও সাগরে ইলিশ আহরণ বন্ধ থাকবে। প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ রক্ষা করা গেলে ভবিষ্যতে ইলিশের উৎপাদন বাড়বে এবং এর সুফল জেলেদেরই ভোগ করতে হবে।

তবে জেলেদের দাবি, নিষেধাজ্ঞা কার্যকরের পাশাপাশি অবৈধভাবে মাছ শিকারকারী ট্রলিং বোট ও নিষিদ্ধ জালের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। একই সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত জেলেদের সরকারি সহায়তা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম আরও কার্যকর করার দাবি জানিয়েছেন তারা।

সংবাদ
ঢাকা : মঙ্গলবার ২১ আশ্বিন ১৪৩৩
Dhaka : Tuesday 6 October 2026

বসতঘর আগুনে পুড়ে ছাই, মোরেলগঞ্জে ২০ দিন ধরে খোলা আকাশের নিচে শ্রমিক পরিবারের মানবেতর জীবন

প্রতিনিধি, মোরেলগঞ্জ (বাগেরহাট)

বাগেরহাটের মোরেলগঞ্জে জিউধরা ইউনিয়নে বাইনতলা গ্রামে শ্রমিক নুরুল ইসলাম খলিফার বসত ঘরে আগুন লেগে সম্পূর্ন ঘরটি পুরে ছাই। গোটা পরিবার এখন নিঃস্ব হয়ে ২০দিন ধরে খোল আকাশের নিচে পরিবার পরিজন নিয়ে মানবতার জীবন-যাপন। এঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার মানবিক সহায়তার দাবি জানিয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার বরাবর একটি লিখিত আবেদন জানিয়েছেন।

সরজমিনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার জানান, উপজেলার বাইনতালা গ্রামের শ্রমিক নুরুল ইসলাম খলিফার বাড়ির বসত গৃহে গত ১৫ সেপ্টেম্বর দুপুর সাড়ে ৩টার দিকে বৈদ্যুতিক সর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগে সম্পূর্ন ঘরটি পুরে ছাই হয়ে যায় এ সময় গৃহে থাকা নগদ ৬৫ হাজার টাকা স্বর্নালংকার, টিভি, ফ্রিজ, দলিল পত্র, সার্টিফিকেট ভোটার আইডি কার্ড সহ প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র পুরে গিয়ে এতে ৯ লাখ টাকার ক্ষতি সাধন হয়েছে বলে ক্ষতিগ্রস্ত গৃহ মালিক জানায়।

ক্ষতিগ্রস্ত নুরুল ইসলাম বলেন এ সময় তার পবিারের কেউ বাড়িতে ছিলেন না। ৩ দিন পূর্বে তার নাতি ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত হওয়ায় নিকট বর্তী মোংলা উপজেলার সদর হাসপাতালে ছিলেন। ওই দিন সকালে শুধু মাত্র তিনি বাড়িতে এসেছেন। দুপুরে পাশের বাড়ি থেকে খাবার খেয়ে বাড়ির সামনে রাস্তার কাছে একটি দোকানে ছিলেন তিনি হঠাৎ আগুনের ধোয়া দেখে ছুটে এসে দেখতে পায় তার বসত আগুনে জ্বলছে। স্থানীয় লোকজন পানি দিয়ে আগুন নিভানোর চেষ্টা করে ততক্ষনে সম্পূর্ন ঘর পুরে ছাই হয়ে যায়।

আগুন নিভাতে মোরেলগঞ্জ ও মোংলা থেকে ফায়ার ২টি ইউনিট আসলেও রাস্তা না থাকায় ঘটনাস্থলে তাদের গাড়ি পৌছাতে পারেনি। নুরুল ইসলাম খলিফার স্ত্রী শাহিনুর বেগম ছোট ছেলে পারভেজ খলিফা বলেন, বড়িতে দুর্ঘটনার খবর পেয়ে হাসপাতাল থেকে সম্পূর্ন সুস্থ' না হয়েও ছেলেকে নিয়ে চলে এসেছি। ঢাকায় একটা চাকরি করতাম তাও নেই সেখান থেকে কিছু টাকা পেয়েছিলাম ঘরে রাখায় তাও পুওে গেছে। এখন পরিবারের খাবার জোটে না কিভাবে ঘর তুলব দিনের বেলা প্রতিবেশিদের বাড়িতে সময় কেটে যায় রাতে থাকতে হয় কোন মতে ছোট্ট একটা পাকের ঘরে। এখন কিভাবে ছেলে-মেয়ে নিয়ে বাঁচবো কোথায় থাকব জানিনা। সরকারী ভাবে প্রশাসনের নিকট ক্ষতিগ্রস্ত এ পরিবারটি মানবিক সহায়তার দাবি জানান।

বিএনপি নেতা জাহিদুল ইসলাম খান প্রতিবেশি গোপাল মন্ডল, তোতা মিয়া হাওলাদার, পলি আক্তার সহ একাধিক স্থানীয়রা বলেন ক্ষতিগ্রস্ত নুরুল ইসলাম খলিফার পরিবারটির অগ্নিকাণ্ডে ব্যপক ক্ষতি হয়েছে এখন সে বসত ঘর তুলে ছেলে মেয়ে নিয়ে বসবাস করবেন তার সে অর্থিক সংঘতি নেই। সে ক্ষেত্রে এ পরিবারটিকে মানবিক সহায়তার জন্য তারা প্রশাসনের নিকট দাবি জানান। এ সর্ম্পকে উপজেলা নির্বাহী অফিসার হাবিবুল্লাহ বলেন, অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারটির আবেদনের বিষয় তিনি অবহিত নন। তবে খোজ খবর নিয়ে ওই পরিবারের জন্য যতটুকু সহায়তা দেয়া সম্ভব তার চেষ্টা থাকবে বলে এ কর্মকর্তা জানান।

THE BUSINESS STANDARD TUESDAY 06.10.2026

Tannery waste could unlock $100m import substitution opportunity: BUILD

TANNERY - BANGLADESH

TBS REPORT

Bangladesh could unlock an import-substitution opportunity worth nearly $100 million by properly processing and recycling tannery solid waste (TSW) into value-added commercial materials, according to a recent policy paper by the Business Initiative Leading Development (BUILD).

The country currently imports around $95 million worth of products that could potentially be produced domestically from underutilised tannery waste, the paper said.

Presenting the keynote at a policy dialogue in the capital yesterday, BUILD CEO Ferdaus Ara Begum said the Savar Tannery Industrial Estate generates approximately 84,000 tonnes of TSW annually, of which 60-70% consists of chrome-free beam house trimmings and fleshing that could be processed into gelatin, collagen, protein meal and tallow.

Referring to the study, Ferdaus Ara said recovered tannery waste should be recognised as a secondary industrial raw material. Commercial bio refineries and SME-level tallow extraction units could potentially substitute around $100 million worth of annual imports of gelatin, glue, shoe soles and poultry feed additives, she said.

Speaking as the chief guest at the "Waste into Resource: Tannery Solid Waste (TSW) Byproduct Entrepreneurship Model" dialogue, jointly organised by BUILD and The Asia Foundation at a city hotel, Ministry of Industries

I SEE PAGE 6 COL 2



Tannery waste could unlock

CONTINUED FROM PAGE 3

Additional Secretary Smriti Karmakar said tannery waste should not be viewed merely as an environmental or river-pollution concern but as an economic resource that can generate new products and businesses through technology, investment and entrepreneurship.

"We should not see tannery waste only as a problem or as a waste management issue. We can look at how, through technology, investment and entrepreneurship, it can be used as a raw material for new products and businesses," she said.

Abul Kashem Khan, chairperson of BUILD, said effective TSW management could diversify exports, attract foreign direct investment and generate revenue. Foreign investors are committing capital to byproduct projects but face severe raw-material shortages, underscoring the need for stronger coordination among government agencies, development partners and the private sector.

In the panel discussion, moderated by Sharifa Khan, former alternate executive director of the World Bank and former senior secretary of the Economic Relations Division, Mohammed Abu Eusuf, professor at Dhaka University and executive director of RAPID, called for a dedicated TSW policy covering coordination, compliance, financing and better-functioning slaughter houses.

Mizanur Rahaman, general secretary of the Bangladesh Tanners Association, proposed dedicated processing facilities and said no factory in the Savar Tannery Industrial Estate is currently Leather Working Group (LWG) certified.

Sajjad Hossain Khan of The Asia Foundation stressed modern technology, formalising informal waste aggregators and stronger governance to develop a circular value chain.

সময়ের আলো বুধবার। ৭ অক্টোবর ২০২৬।

মৎস্যমন্ত্রী

মৎস্য খাতে অপচয় বন্ধ করতে হবে, আরও বরাদ্দ প্রয়োজন

নিজস্ব প্রতিবেদক

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ এবং কৃষিমন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ বলেছেন, মৎস্য খাতের গুরুত্ব বিবেচনায় এ খাতে আরও বেশি বরাদ্দ প্রয়োজন। তবে বরাদ্দ বাড়ানোর পাশাপাশি অর্থের অপচয় বন্ধে যথাযথ ব্যবহার, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। মঙ্গলবার মৎস্য অধিদফতর আয়োজিত 'মৎস্য খাতে বাজেট ও সরকারের উন্নয়ন ভাবনা' শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন। মৎস্য ভবনে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। মৎস্য অধিদফতরের মহাপরিচালক ড. মো. খালেদ কনকের সভাপতিত্বে কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী সুলতান সালাউদ্দিন টুকু। বক্তব্য রাখেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. দেলোয়ার হোসেন ও বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের সদস্য অধ্যাপক এ এস এম গোলাম হাফিজ। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী বলেন, 'মাছে-ভাতে বাঙালি'-এই পরিচয়ের সঙ্গে মৎস্য খাত গভীরভাবে যুক্ত। কিন্তু প্রাকৃতিক জলাশয় সংকুচিত হওয়া ও পরিবেশগত পরিবর্তনসহ নানা কারণে দেশীয় মাছের প্রাপ্যতা কমেছে। তাই উৎপাদন বাড়ানোর পাশাপাশি মাছের প্রাকৃতিক আবাসস্থল সংরক্ষণেও গুরুত্ব দিতে হবে। মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণে অভয়াশ্রমের গুরুত্ব তুলে ধরে মন্ত্রী বলেন, শুধু প্রকল্প গ্রহণ ও অর্থ ব্যয় করলেই হবে না, অভয়াশ্রম বাস্তবে কতটা কার্যকর হয়েছে, তা মাঠপর্যায়ে যাচাই করতে হবে। তিনি বলেন, মাছের প্রজনন ও বংশবিস্তারের সুযোগ তৈরি করাই অভয়াশ্রমের মূল উদ্দেশ্য। কোথায় কত টাকা ব্যয় হয়েছে, সেই অর্থে প্রকৃতপক্ষে কী কাজ হয়েছে এবং মাছের উৎপাদনে তার প্রভাব কতটা– এসব বিষয় নিয়মিত পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

প্রথম আলো
মঙ্গলবার, ৬ অক্টোবর ২০২৬

নতুন বেতনকাঠামো

র‍্যাঙ্ক এক পেনশন ভিন্ন, এমন অদ্ভুত ব্যবস্থা কেন

মো. তৌহিদ হোসেন

৩১ আগস্ট মন্ত্রিসভার বৈঠকে নতুন বেতন স্কেল অনুমোদিত হয়েছে। সর্বনিম্ন বেতন যা ছিল ৮ হাজার ২৫০ টাকা, নতুন স্কেলে তা বাড়িয়ে করা হয়েছে ২০ হাজার টাকা, বৃদ্ধির হার শতকরা ১৪২ ভাগ। ১ থেকে ১১ গ্রেড পর্যন্ত বেতন দ্বিগুণ করা হয়েছে। একজন সচিবের বেতন ৭৮ হাজার থেকে ১০০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১ লাখ ৫৬ হাজার টাকা। স্কেল কার্যকর হবে গত ১ জুলাই ২০২৬ থেকে।

বেতন কমিশন গঠিত হয়েছিল বিগত অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে। মূলত তাদের সুপারিশের ভিত্তিতেই নতুন বেতন স্কেল অনুমোদিত হয়েছে। দেশের আর্থিক অবস্থা খুব ভালো নয়, এটা সবাই জানেন। তারপরও নতুন বেতন স্কেল দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। কারণ, বিগত ১২ বছর একই পুরোনো স্কেলে সরকারি কর্মীরা বেতন পাচ্ছিলেন, আর এই সময়ে জীবনযাত্রার ব্যয় ন্যূনতম দ্বিগুণ হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সে হিসাবে বেতন দ্বিগুণ করার সিদ্ধান্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একটি 'লিভিং ওয়েজ' দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ছিল।

পরবর্তী পর্যায়ে অবসরপ্রাপ্তদের পেনশন বৃদ্ধির ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত হয়েছে। নিম্নতম স্কেলে যাঁরা অবসরে আছেন, তাঁদের পেনশন বাড়বে শতকরা ১০০ ভাগ। যাঁদের বর্তমান পেনশনের পরিমাণ বেশি, তাঁদের ক্ষেত্রে এই হার ক্রমান্বয়ে কমতে কমতে সর্বোচ্চ পর্যায়ে গিয়ে তা দাঁড়াবে শতকরা ৫৫ ভাগ। অর্থাৎ সচিবের বেতন যেখানে ১০০ ভাগ বেড়েছে, একজন অবসরপ্রাপ্ত সচিবের পেনশন বাড়বে ৫৫ ভাগ। অতীতেও এমনটাই হয়েছে, পেনশন বৃদ্ধি সব সময়ই বেতন বৃদ্ধির চেয়ে কম হয়েছে, আর দুইয়ের মাঝে তফাত বৃদ্ধিও অব্যাহত থেকেছে। আমার আশপাশে তো অবসরপ্রাপ্তদেরই ছড়াছড়ি, বেশির ভাগ দেখলাম বিষয়টা নিয়ে বেশ উদ্বিগ্ন।

২০১৪ সালের জানুয়ারির শেষে আমি অবসরে যাই, এরপর নিয়ম অনুযায়ী পিআরএল শেষ হওয়ার পর থেকে পেনশন পেয়ে আসছি ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে। এর পাঁচ মাস পর নতুন বেতন স্কেল চালু হলো এবং তার পরদিন থেকে আমার একই র‍্যাঙ্কে যাঁরা অবসরে গেলেন, তাঁদের পেনশন হলো আমার চেয়ে প্রায় ১০ হাজার টাকা বেশি। আরও একটি মজার বিষয় এখানে উল্লেখ করতে পারি। আবুল মাল আবদুল মুহিত সাহেব, যিনি অর্থমন্ত্রী ছিলেন, তিনি তো রিটায়ার করেছেন বহুদিন আগে। আমি যখন ৩০ হাজার টাকার বেশি পেনশন পাই, তাঁর পেনশন তখন ১০ হাজার টাকার মতো। সারা জীবন যিনি সরকারের হয়ে কাজ করেছেন, তিনি যেন অবসরের পর খেয়ে-পরে থাকতে পারেন, এ জন্যই পেনশন। যাঁরা দীর্ঘ জীবন লাভ করেছেন, এ কথা স্পষ্টতই তাঁদের ক্ষেত্রে আর খাটে না।

এই যে একটি অদ্ভুত ব্যবস্থা, এ থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় ছিল এক র‍্যাঙ্কে এক পেনশন ব্যবস্থা চালু করা।

> যিনি সদ্য অবসরে গেছেন এবং তিনি যে দামে বাজার থেকে তাঁর প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনবেন, যিনি দীর্ঘদিন আগে অবসরে গেছেন, তাঁকেও বাজারে গিয়ে দৈনন্দিন জিনিসপত্র একই দামে কিনতে হবে

বেতন কমিশন যখন গঠিত হয়, সেখানে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন অবসরপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। আমি তাঁকে বলেছিলাম এক র‍্যাঙ্ক এক পেনশন ব্যবস্থাটি যেন কমিশন থেকে সুপারিশ করা হয়। যা-ই হোক, বিজ্ঞ কমিশন তা করেননি। বর্তমান অবস্থায় সেটি করতে গেলে অর্থনীতির ওপর চাপ সৃষ্টি হবে, এই যুক্তিতে সরকারও এটি করেনি। এ যুক্তি হয়তো সঠিক, কিন্তু যা অবশ্যই করা যেত তা হচ্ছে বেতন বৃদ্ধির হারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পেনশন বাড়ানো, আর তা করলে একধরনের সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হতো।

যিনি সদ্য অবসরে গেছেন এবং তিনি যে দামে বাজার থেকে তাঁর প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনবেন, যিনি দীর্ঘদিন আগে অবসরে গেছেন, তাঁকেও বাজারে গিয়ে দৈনন্দিন জিনিসপত্র একই দামে কিনতে হবে। পেনশন এবং সঞ্চয়পত্রের বাইরে যাঁদের আরও অনেক আয়ের উৎস আছে, তাঁদের কথা আলাদা। তবে পেনশনপ্রাপ্তদের বড় অংশের কিন্তু আর তেমন কোনো উৎস নেই। তাঁদের জন্য সময়টা কঠিন হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। আমার জানার মধ্যেই সচিব হিসেবে রিটায়ার করেছেন, এমন কেউ কেউ আর্থিক দৈন্যদশার মধ্যে আছেন।

এ তো গেল সর্বোচ্চ পর্যায়ে থেকে যাঁরা অবসরে গেছেন, তাঁদের কথা। নিম্ন বেতনভুক যে কর্মচারীরা আছেন, তাঁদের বেতন বাড়ানো হয়েছে ১৪০ শতাংশ। আবার তাঁদের সহকর্মী যাঁরা অবসরে গেছেন, তাঁদের পেনশন বাড়ানো হয়েছে ১০০ শতাংশ। এই অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের এমনিতেই পেনশনের পরিমাণ যথেষ্ট কম এবং দ্রব্যমূল্যের চাপে তাঁরা অনেকেই দুর্দশায় আছেন। তাঁদের পেনশন যদি তাঁদের সহকর্মীদের বেতন বৃদ্ধির সমহারে করা হতো, তাহলে তাঁরা একধরনের একটা সম্মানজনক জীবন কাটাতে পারতেন।

পেনশনভোগীদের বিষয়ে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা বৈষম্যমূলক মনোভাব একটা খারাপ বার্তাও দেয় বলে আমি মনে করি। এটা যেন অনেকটা এ রকম বলে দেওয়া, ঠিক আছে যখন সুযোগ আছে, তখন ভবিষ্যতের জন্য ব্যবস্থা করে নাও। এরপর কিন্তু সরকার আর তেমন কোনো দায়িত্ব নেবে না।

● **মো. তৌহিদ হোসেন** সাবেক অন্তর্বর্তী সরকারের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

* মতামত লেখকের নিজস্ব

বাংলাদেশ প্রতিদিন
বৃহস্পতিবার ॥ ৮ অক্টোবর ২০২৬

পোশাক শ্রমিকদের মজুরি বাড়ানোর উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক

তৈরি পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি বাড়ানোর কথা ভাবছে সরকার। এজন্য নতুন মজুরি বোর্ড গঠনের চিন্তাভাবনা চলছে বলে সরকারি সূত্র থেকে জানা গেছে। বর্তমানে পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ১২ হাজার ৫০০ টাকা।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. আবদুর রহমান তরফদার জানান, চার দিন আগে শ্রমমন্ত্রী ও তিনি দুটি পোশাক মালিক সমিতির জ্যেষ্ঠ নেতাদের সঙ্গে অনানুষ্ঠানিক বৈঠক করেছেন। সেখানে মালিকদের প্রতিনিধিরা নতুন মজুরি বোর্ড গঠনের প্রস্তাবে 'দ্বিমত পোষণ করেননি'।

সচিব গতকাল বলেন, আমরা পোশাক কারখানার মালিকদের নেতাদের সঙ্গে বসেছিলাম। তারা এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেননি। তিনি আরও বলেন, 'প্রথমে আমরা একটি কমিটি গঠন করব। মজুরি বোর্ড গঠনের আগে বেশ কিছু প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। আশা করছি অক্টোবরের মধ্যেই আরএমজি খাতের জন্য নতুন মজুরি বোর্ড গঠন করা যাবে। তবে মজুরি বাড়ানোর এই সময়টা নিয়ে আপত্তি জানিয়েছেন পোশাক কারখানার মালিকেরা।

বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, আরএমজি খাত এখন কঠিন সময় পার করছে। তাই মজুরি বাড়ানোর জন্য এটি সঠিক সময় নয়। তিনি আরও বলেন, 'বর্তমানে নানা কারণে উৎপাদন ব্যয়ও বাড়ছে। কিন্তু সেই তুলনায় আমরা ক্রেতাদের কাছ থেকে সঠিক দাম পাচ্ছি না। এই পরিস্থিতিতে মজুরি বাড়ানো হলে, এ শিল্প বাড়তি চাপ সহ্য করতে পারবে না। এর ফলে আরও অনেক কারখানা বন্ধের তালিকায় নাম লেখাবে।

অন্যদিকে সরকারের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন শ্রমিক নেতারা। তারা ডিসেম্বরের মধ্যে পোশাক শ্রমিকদের জন্য নতুন ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের দাবি জানিয়েছেন, যাতে জানুয়ারি থেকেই শ্রমিকেরা সংশোধিত মজুরি পেতে শুরু করেন। বাংলাদেশ সেন্টার ফর ওয়ার্কার্স সলিডারিটির (বিসিডব্লিউএস) নির্বাহী পরিচালক কল্পনা আক্তার বলেন, আমরা এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। তবে এই সিদ্ধান্ত আরও অনেক আগেই নেওয়া উচিত ছিল। কারণ সংশোধিত শ্রম আইন অনুযায়ী তিন বছরের মধ্যে নতুন মজুরি নির্ধারণ করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। সেই সময়সীমা আগামী ডিসেম্বরেই শেষ হয়ে যাবে। তবে মোহাম্মদ হাতেমের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে বলেন, 'কিন্তু মানুষ সংশোধিত শ্রম আইনের ভুল ব্যাখ্যা করছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার
২২ আশ্বিন ১৪৩৩, ৭ অক্টোবর ২০২৬

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি শ্লথ, বাড়ছে দারিদ্র্য, স্থবির কর্মসংস্থান : বিশ্বব্যাংক

সামাজিক সুরক্ষার বড় অংশ দরিদ্র মানুষের কাছে পৌঁছাচ্ছে না ● টানা চার বছর ধরে দারিদ্র্যের হার বেড়েছে ● প্রবৃদ্ধি ৩.৪ শতাংশের পূর্বাভাস, জরুরি সংস্কারের তাগিদ ● নগদ সহায়তা কর্মসূচি উন্নত করা হলে দারিদ্র্যসীমার ওপর আসতে পারে ২৮ লাখ মানুষ

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

জ্বালানিসংকট, আর্থিক খাতের মারাত্মক দুর্বলতা এবং রাজস্ব আদায়ে স্থবিরতার মতো অভ্যন্তরীণ কাঠামোগত চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে বাংলাদেশের অর্থনীতি। এর সঙ্গে বৈশ্বিক অনিশ্চয়তা যোগ হয়ে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি চরমভাবে শ্লথ হয়ে পড়েছে। বিশ্বব্যাংকের প্রকাশিত সর্বশেষ 'বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট আপডেট' প্রতিবেদনে এ তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিবেদনে সতর্ক করে বলা হয়েছে, দেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি মাত্র ৩.৪ শতাংশে নেমে আসতে পারে। তবে সরকার যদি দ্রুত সাহসী সংস্কার পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং জ্বালানিসংকট দূর হয়, তবে ২০২৭-২৮ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি কিছুটা বেড়ে ৩.৯ শতাংশে উন্নীত হতে পারে। প্রতিবেদনে বিভিন্ন দিক তুলে ধরতে গতকাল মঙ্গলবার বিশ্বব্যাংকের ঢাকা কার্যালয়ে মিডিয়া ব্রিফিংয়ের আয়োজন করা হয়। এতে বিশ্বব্যাংকের বাংলাদেশ ও ভুটানের বিভাগীয় পরিচালক জ্যঁ পেম, জ্যেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ ধ্রুব শর্মা, নাজমুস সাদাত খান বক্তব্য দেন।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধির গতি কমে গেছে। দুর্বল হয়ে পড়েছে বেসরকারি বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান। গ্যাস-বিদ্যুতের সংকটে শিল্প উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। অন্যদিকে খেলাপি ঋণ ও মূলধন ঘাটতির কারণে ব্যাংক খাতেও তৈরি হয়েছে বড় ধরনের ঝুঁকি। উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে কমছে মানুষের প্রকৃত আয় ও ক্রয়ক্ষমতা। এর সঙ্গে বাড়ছে দারিদ্র্য ও আয়বৈষম্য। অর্থনীতির এই সংকটের মধ্যে সামাজিক সুরক্ষা, বিদ্যুৎ-জ্বালানি ও সারসহ বিভিন্ন খাতে সরকার বিপুল অর্থ ব্যয় করলেও এর বড় অংশ দরিদ্র মানুষের কাছে পৌঁছাচ্ছে না। বরং সচ্ছল পরিবারেরাও এসব সুবিধার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ পাচ্ছে। ফলে দরিদ্র ও ঝুঁকিতে থাকা অনেক মানুষ সামাজিক সুরক্ষার বাইরে থেকে যাচ্ছে।

বিশ্বব্যাংকের বাংলাদেশ ও ভুটানের বিভাগীয় পরিচালক জ্যঁ পেম বলেন, অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির ধারায় ফিরে আসতে ব্যাংকিং খাত, অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণ ও জ্বালানি খাতে দ্রুত ও সাহসী সংস্কার প্রয়োজন। মানসম্পন্ন কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য অপরিহার্য সংস্কারকাজগুলো দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করা প্রয়োজন। এখনই পদক্ষেপ নেওয়ার উপযুক্ত সময় বলে তিনি উল্লেখ করেন।

প্রবৃদ্ধি হতে পারে ৩ দশমিক ৪ শতাংশ : বিশ্বব্যাংকের পূর্বাভাস অনুযায়ী চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৩ দশমিক ৪ শতাংশ হতে পারে। গ্যাস ও বিদ্যুতের ঘাটতিতে অনেক কারখানা সক্ষমতার নিচে উৎপাদন করেছে। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান কর্মঘণ্টা কমিয়েছে, উৎপাদন বন্ধ রেখেছে বা কর্মী ছাঁটাই করেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধি হয়েছে মাত্র ২ শতাংশ। তৃতীয় প্রান্তিকে শিল্প উৎপাদন শূন্য দশমিক ৩ শতাংশ কমেছে। করোনা মহামারির পর কোনো প্রান্তিকে শিল্প খাতের এটি প্রথম সংকোচন। অর্থনীতির ধীরগতির প্রভাব পড়েছে শ্রমবাজারেও। শিল্প ও সেবা খাতে চাকরি হারানো নারীদের অনেকে শ্রমবাজার থেকে বেরিয়ে গেছেন। নারীর শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণ ২০২২ সালের ৪২ দশমিক ৮ শতাংশ থেকে ২০২৪ সালে ৩৮ দশমিক ৪ শতাংশে নেমেছে। তবে ২০২৫ সালের পর নতুন শ্রমশক্তি জরিপ না থাকায় সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নির্ভুলভাবে মূল্যায়ন করা কঠিন।

'টানা চার বছর দারিদ্র্য বেড়েছে' : বিশ্বব্যাংকের হিসাবে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে দৈনিক ৩ ডলারের দারিদ্র্যসীমায় দারিদ্র্যের হার ১ দশমিক ১ শতাংশ পয়েন্ট বেড়ে ১০ দশমিক ১ শতাংশ হয়েছে। এক বছরে প্রায় ২১ লাখ মানুষ নতুন করে এই দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমেছে। জাতীয় দারিদ্র্যসীমা অনুযায়ী, দারিদ্র্যের হার টানা চতুর্থ বছরের মতো বেড়েছে। ২০২২ সালে এই হার ছিল ১৮ দশমিক ৭ শতাংশ। গত অর্থবছরে তা আনুমানিক ২২ দশমিক ৫ শতাংশে উঠেছে। একই সময়ে আয়বৈষম্যও বেড়েছে।

ব্যাংক খাতে বড় ঝুঁকি : ব্যাংক খাতের দুর্বলতাকে বাংলাদেশের অর্থনীতির সবচেয়ে গুরুতর ঝুঁকিগুলোর একটি বলে উল্লেখ করেছে বিশ্বব্যাংক। ২০২৪ সালের ডিসেম্বর শেষে খেলাপি ঋণের হার ছিল ২০ দশমিক ২ শতাংশ। ২০২৬ সালের জুনে তা বেড়ে ৩৩ দশমিক ২ শতাংশ হয়েছে। ইসলামি ধারার ব্যাংকগুলোয় এই হার ৫৮ দশমিক ৯ এবং রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোয় ৪৩ দশমিক ২ শতাংশ। ব্যাংক রেজোল্যুশন আইন ও আমানত সুরক্ষা আইন পশ করাকে ইতিবাচক বলেছে বিশ্বব্যাংক। তবে দুর্বল ব্যাংককে বারবার ছাড় ও তারল্য সহায়তা দেওয়ায় প্রকৃত লোকসান শনাক্ত ও সমাধানের প্রক্রিয়া পিছিয়ে যাচ্ছে।

রাজস্ব কম, বাড়ছে চলতি ব্যয় : প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড লক্ষ্যমাত্রার ৮২ দশমিক ৬ শতাংশ কর আদায় করেছে। মোট রাজস্ব জিডিপির ৮ শতাংশ থেকে বেড়ে ৮ দশমিক ৩ শতাংশ হয়েছে। এর মধ্যে কর-রাজস্ব প্রায় ৭ শতাংশ। সীমিত করভিত্তি, কর ফাঁকি, দুর্বল প্রশাসন ও অতিরিক্ত করছাড় রাজস্ব বৃদ্ধির পথে বাধা হয়ে আছে। করনীতি প্রণয়ন ও কর প্রশাসনকে আলাদা করার কাজও কার্যকর হয়নি।

সংস্কারের তিন অগ্রাধিকার : ব্যাংক খাতে সম্পদের মান পর্যালোচনা দ্রুত শেষ করে কোন ব্যাংক টিকে থাকতে পারবে, তা নির্ধারণের পরামর্শ দিয়েছে বিশ্বব্যাংক। ব্যাংকের মালিক, বিনিয়োগকারী ও অন্য অংশীজনদের লোকসানের দায় বহন এবং নিয়ন্ত্রক ছাড় পর্যায়ক্রমে তুলে নেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। জ্বালানি খাতে দেশীয় গ্যাস উৎপাদন ও এলএনজি অবকাঠামো বাড়ানো, বিদ্যুতের সঞ্চালন ও বিতরণব্যবস্থা উন্নত করা এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে বিনিয়োগের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। প্রকল্প গ্রহণ ও বিদ্যুৎ কেনায় স্বচ্ছ এবং প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র নিশ্চিত করতেও বলা হয়েছে। রাজস্ব বাড়াতে করনীতি ও কর প্রশাসনকে আলাদা করা, সরকারি সংস্থাগুলোর তথ্য সমন্বয় করে কর ফাঁকি শনাক্ত করা এবং অকার্যকর করছাড় পর্যায়ক্রমে কমানোর সুপারিশ করেছে বিশ্বব্যাংক।

২৮ লাখ মানুষ দারিদ্র্য থেকে উঠে আসতে পারে : বর্তমানে সরকারের যে আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি রয়েছে তার মাত্র ৫৪ শতাংশ প্রকৃত দারিদ্র্য মানুষ উপকার পেয়ে থাকে। অর্থাৎ বড় অংশ চলে যাচ্ছে তুলনামূলক দরিদ্র্য নয় এমন জনগোষ্ঠীর মাঝে। বিশ্বব্যাংকের বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, খাদ্য-সংক্রান্ত একাধিক ভর্তুকি একত্রিত করা এবং বিদ্যমান নগদ সহায়তা কর্মসূচির উন্নত টার্গেটিংয়ের সঙ্গে 'ফ্যামিলি কার্ড' সমন্বয় ঘটানো গেলে আরো ২৮ লাখ ৫০ হাজার মানুষকে দারিদ্র্যসীমার উপরে নিয়ে আসা সম্ভব হবে।

LAW BOOK REVIEW
WEDNESDAY OCTOBER 7, 2026
ASHWIN 22, 1433 BS
The Daily Star

The Worker at the End of the Supply Chain



Fowzul Azim is a Legal Analyst and Researcher.

Globalization has a habit of making people disappear.

We see the container ship, but not the hands that packed the box. We see the global brand, but rarely the worker who stitched the shirt. We celebrate exports, foreign investment and integration into world markets, while the human being at the far end of the supply chain is often reduced to a statistic.

Abdullah Al Faruque's *Globalization and Labour Rights: Lessons from the Experiences of Bangladesh* attempts to reverse this disappearance. The book begins with a deceptively simple premise: globalization is not merely an economic phenomenon. It is also a story about power, law and work. As capital, technology and production cross borders, the boundaries of the workplace and the nation-state become increasingly porous. For workers, this can mean opportunity and insecurity at the same time-new jobs alongside precarious employment, and greater participation in the global economy alongside diminished bargaining power.

For Bangladesh, few questions are more consequential. Over several decades, Bangladesh has moved deeply into the global economy through trade liberalisation, foreign investment and export-oriented production. This transformation has generated employment and increased women's participation in paid work. Yet it has also brought informalisation, insecure employment and new forms of vulnerability. Dr. Faruque wisely avoids presenting globalization as either salvation or catastrophe. Its consequences, he argues, depend substantially on the institutions that govern it.

That refusal to offer an easy verdict is one of the book's principal virtues. Across 12 chapters, the author examines industrial relations, labour-law institutions, export processing zones, trade unions, collective bargaining, minimum wages, dispute settlement, international labour standards, social dialogue, post-Rana Plaza initiatives and migrant workers. The subjects are diverse, but they converge on one question: how can workers exercise meaningful rights when the economic forces shaping their working lives increasingly operate beyond national borders?

Bangladesh's ready-made garment industry provides the clearest window into this dilemma. The sector has become one of the country's defining links with the global economy, creating employment on a vast scale and transforming the lives of millions, particularly women. But its success has also exposed the fault lines of global production: low wages, long hours, unsafe workplaces and restrictions on labour rights. The garments sold in affluent markets may travel thousands of miles from factories where workers have little influence over the price, timetable or conditions of production.

Dr. Faruque's discussion of global supply chains is especially revealing because it exposes the geography of value. Bangladesh largely occupies the lower-value stages of production-cutting, making, trimming and shipping-while design, branding, logistics and retail intelligence tend to sit elsewhere. The supply chain is therefore global not only in distance but also in power.

This is where the book moves beyond conventional labour-law analysis. The traditional model-state, employer, worker and union operating within a national framework-has been unsettled by multinational corporations, international buyers, private compliance schemes, transnational unions and multi-stakeholder organisations. Labour governance is no longer confined neatly within national borders.



Abdullah Al Faruque, Globalization and Labour Rights: Lessons from the Experiences of Bangladesh, Palgrave Macmillan/Springer Nature, 2026

The Rana Plaza disaster remains the

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

darkest symbol of this transformation. In 2013, the collapse of Rana Plaza killed more than 1,000 workers and forced the world to confront the human foundations of an industry whose products were sold far beyond Bangladesh. In its aftermath came initiatives including the Accord and the Alliance, alongside wider efforts to improve factory safety and supply-chain governance. Dr. Faruque examines these developments as experiments in transnational and private regulation, raising a larger question: who should bear responsibility for labour conditions when a supply chain stretches across continents?



Yet the book does not confine the labour question to the garment factory. One of its important insights is that the most vulnerable worker may be the one who never enters the formal workplace. Informal employment dominates Bangladesh's labour market, according to the figures cited in the book, leaving a huge proportion of workers outside the effective reach of formal employment protections. Such workers may lack secure wages, fixed hours, paid leave, occupational safety and meaningful representation.

The emerging gig economy adds another layer of uncertainty. Digital platforms, freelancing, ride-sharing and delivery services may offer flexibility, but they raise familiar questions in new forms: Who is the employer? Who bears responsibility for social security? What constitutes a fair wage when the worker is technically independent? The technology may be new; the struggle over power and protection is not.

Trade unions consequently occupy an uneasy place in this landscape. Globalisation can weaken unions by fragmenting production and employment, encouraging subcontracting and eroding the standard employment relationship. Yet it can also create possibilities for transnational worker solidarity. If capital can organise across borders, labour may increasingly need to learn to do the same.

The discussion of international labour standards adds another layer. Bangladesh has ratified most of the ILO's core conventions, and many international principles have found recognition in domestic law. Yet the distance between legal recognition and everyday enforcement remains substantial. Informality, weak enforcement, inadequate resources and precarious employment complicate the translation of rights from paper into practice.

Dr. Faruque's treatment of human rights due diligence gives the book a particularly contemporary edge. Developments in the UK, France, Australia and Germany, as well as the European Union, increasingly require companies to identify, prevent and address human-rights risks in their supply chains. For Bangladeshi exporters, compliance is therefore becoming more than a voluntary exercise in corporate responsibility; it is increasingly part of a wider regulatory expectation.

The book's breadth is both its strength and, occasionally, its limitation. Its wide-ranging treatment means that some subjects receive more conceptual than empirical attention. Yet that breadth is also what makes the work valuable. Labour law does not exist in a vacuum. Workers' rights are shaped by trade policy, corporate structures, migration regimes, technology, union strength and the ability of public institutions to enforce the law.

Ultimately, *Globalization and Labour Rights* is less a verdict on globalization than an invitation to see it differently. The book reminds us that markets do not write labour law; institutions do. Globalization may create jobs and opportunities, but without effective institutions it can also distribute its risks disproportionately to those least able to bear them.

Bangladesh's ready-made garment industry provides the clearest window into this dilemma. The sector has become one of the country's defining links with the global economy, creating employment on a vast scale and transforming the lives of millions, particularly women. But its success has also exposed the fault lines of global production: low wages, long hours, unsafe workplaces and restrictions on labour rights.

The irony is that the more interconnected the world becomes, the easier it can be to forget the individual worker within the machinery of connection. Dr. Faruque's achievement is to put that worker back into the picture.

In the end, the book asks a question that reaches far beyond Bangladesh: when the world's economy becomes global, can justice remain local? Its answer is not simple. But its warning is clear: unless rights travel as far as capital does, the promise of globalization will remain incomplete.

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বৃহস্পতিবার ॥ ৮ অক্টোবর ২০২৬

কর্মসংস্থানে জোর দিন

দারিদ্র্য বাড়ছে

দেশে দারিদ্র্য ও আয়বৈষম্য বাড়ছে, যা উদ্বেগজনক খবর। আগের বছরের তুলনায় ২১ লাখ মানুষ দারিদ্র্যের কবলে পড়েছে। নিষ্ঠুর এই সত্যটি তুলে ধরা হয়েছে বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে। বলা হয়েছে, কর্মসংস্থানের সুযোগ স্থবির হয়ে পড়েছে। ব্যাংকিং খাতের দুর্বলতা আরও বেড়েছে। ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে খেলাপি ঋণের অনুপাত ছিল ৩০ দশমিক ৬ শতাংশ। ২০২৬ সালের জুনে তা বেড়ে ৩৩ দশমিক ২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশের রাজস্ব আহরণ জিডিপির মাত্র ৮ দশমিক ৩ শতাংশ, যা বিশ্বের অন্যতম সর্বনিম্ন। ২০২৬ অর্থবছরে বাজেট ঘাটতি জিডিপির ৩ দশমিক ৯ শতাংশে উন্নীত হয়েছে, যা ২০২৫ অর্থবছরে ছিল ৩ দশমিক ৫ শতাংশ। সামাজিক সুরক্ষা, জ্বালানি ও কৃষিভর্তুকি দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে সুরক্ষা দিতে সহায়তা করছে। তবে সবচেয়ে দরিদ্র পরিবারগুলোর প্রায় অর্ধেকই এখনো কোনো সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় নেই। এসব কর্মসূচিতে কার্যকরভাবে উপকারভোগী নির্বাচন করা গেলে দারিদ্র্য কমানো সম্ভব হবে। বাংলাদেশের অর্থনীতি বেশ দ্রুতগতিতেই এগিয়ে চলছিল সামনের দিকে। করোনাকালে বিশ্বের সব দেশ যখন মহাসংকটে, তখনো বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ছিল ৬ দশমিক ৯৪ শতাংশ। কিন্তু ইউক্রেন যুদ্ধ যে বিশ্বমন্দা ডেকে আনে, তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বাংলাদেশও। ২০২৩ সালে দেশের প্রবৃদ্ধি কিছুটা কমে। ২০২৪ সালের জুলাই গণ অভ্যুত্থানের পেছনে মূল্যস্ফীতি ইন্ধন জুগিয়েছে। এরপর অর্থনীতি সুষ্ঠু ধারায় ফিরতে পারেনি। অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে বিপুলসংখ্যক কলকারখানা বন্ধ হয়ে যায়। বেকার হয়েছে লাখ লাখ মানুষ। ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের পর নির্বাচিত সরকার গরিব মানুষের কল্যাণে নানা কর্মসূচি নিলেও ২১ লাখ মানুষের দারিদ্র্যসীমায় পতিত হওয়ার চিত্র দুর্ভাগ্যজনক। বিশ্বব্যাংক প্রতিবেদনে নগদ সহায়তা ও ফ্যামিলি কার্ডের কর্মসূচিকে ইতিবাচকভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে। বলা হয়েছে, সঠিকভাবে এ কর্মসূচি অনুসৃত হলে ২৮ লাখ ৫০ হাজার মানুষকে দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে আনা সম্ভব হবে। দারিদ্র্য বিমোচনে কর্মসংস্থানের সে সোজা পথেই হাঁটতে হবে।

সংবাদ
ঢাকা : বুধবার ২২ আশ্বিন ১৪৩৩
Dhaka : Wednesday 7 October 2026

জাহাজশিল্পের প্রাতিষ্ঠানিক জটিলতা দূর করে দ্রুত টিএসডিএফ স্থাপনের নির্দেশ

বাসস

দেশের জাহাজ নির্মাণ ও পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ শিল্পের আন্তর্জাতিক মানের সক্ষমতা বাড়াতে অনুমোদন প্রক্রিয়া সহজ করা এবং প্রাতিষ্ঠানিক জটিলতা দূর করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার।

বাণিজ্য, শিল্প এবং বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির বলেছেন, বিদেশি ক্রেতাদের উপযুক্ত কাজের পরিবেশ দিতে সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজ করতে হবে।

একই সভায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনার আধুনিক অবকাঠামো 'ট্রিটমেন্ট, স্টোরেজ অ্যান্ড ডিসপোজাল ফ্যাসিলিটি' (টিএসডিএফ) দ্রুত স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী আব্দুল আওয়াল মিন্টু। গতকাল মঙ্গলবার সচিবালয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ শিল্পসংক্রান্ত আইন, বিধি ও নীতিমালা পর্যালোচনা এবং সুপারিশ প্রণয়নের জন্য গঠিত কমিটির সভায় এসব বিষয় উঠে আসে। সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিবেশমন্ত্রী আব্দুল আওয়াল মিন্টু। এতে বক্তব্য দেন বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির এবং নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী রাজীব আহসান। সভায় জাহাজের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, ইয়ার্ড আধুনিকায়ন, পরিবেশগত মান নিশ্চিত করা এবং প্রশাসনিক অনুমোদন পেতে দীর্ঘসূত্রতা দূর করার বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। চট্টগ্রাম থেকেই সংশ্লিষ্ট সব ছাড়পত্র ও ফাইল অনুমোদনের ওপর এতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির বলেন, আন্তর্জাতিক বাজারে জাহাজের ক্রয়াদেশ পেতে হলে বাংলাদেশকে প্রতিযোগী দেশগুলোর সঙ্গে সক্ষমতার ভিত্তিতে এগিয়ে যেতে হবে। জাহাজ নির্মাণে সফল দেশগুলোর নীতিমালা অনুসরণ করে আমাদের দেশের প্রক্রিয়াগুলো সহজ করার ওপর তিনি জোর দেন।তিনি জানান, নিয়মকানুন ও প্রক্রিয়া সহজ করতে তার নেতৃত্বে একটি বিশেষ কমিটি কাজ করছে, যেখানে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষও (বিডা) যুক্ত রয়েছে। কার্যকর ও বাস্তবায়নযোগ্য নীতিমালার ওপর গুরুত্ব দিয়ে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, শুধু আইন প্রণয়ন করলেই হবে না, তা যেন বাস্তবে মেনে চলা যায় তাও নিশ্চিত করতে হবে। যেসব নিয়ম বাস্তবায়ন করা যায় না, সেগুলো একসময় কার্যকারিতা হারায়। এ জন্য তিনি নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাগুলোকে কাজের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের আহ্বান জানান।

জাহাজ শিল্পের ঋণ ও অর্থায়নসংক্রান্ত জটিলতা নিয়ে তিনি বলেন, পুরোনো ঋণের জটিলতায় সময় নষ্ট না করে বর্তমান সংকট কাটিয়ে খাতটিকে এগিয়ে নিতে হবে।

তিনি উদ্যোক্তাদের সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো এবং সব পক্ষের সঙ্গে সমন্বয় করে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা জানান। পরিবেশমন্ত্রী আব্দুল আওয়াল মিন্টু বলেন, দেশে প্রয়োজনীয় টিএসডিএফ না থাকায় ইউরোপীয় জাহাজের মালিকরা বাংলাদেশে আসতে দ্বিধা করছে এবং বিকল্প দেশ বেছে নিচ্ছে। ফলে এ শিল্পের মূল সম্ভাবনাকে পুরোপুরি কাজে লাগানো যাচ্ছে না।

তিনি বলেন, ইউরোপীয় জাহাজগুলোতে উন্নতমানের পুনর্ব্যবহারযোগ্য উপাদান থাকে। এসব জাহাজ আকৃষ্ট করতে দ্রুত মানসম্মত বর্জ্য শোধন, সংরক্ষণ ও নিষ্পত্তির অবকাঠামো গড়ে তুলতে হবে। আন্তর্জাতিক বাজার ধরতে এবং পরিবেশের সুরক্ষা নিশ্চিতে দ্রুত টিএসডিএফ স্থাপনের নির্দেশ দেন তিনি। আবাসন ও রি-রোলিং শিল্পের কাঁচামাল এবং স্ক্র্যাপের চাহিদার কথা উল্লেখ করে পরিবেশমন্ত্রী বলেন, আন্তর্জাতিক নিয়ম পালন এবং শিল্পের কার্যক্রম সচল রাখা- দুইয়ের মধ্যেই সঠিক সমন্বয় দরকার। এজন্য অহেতুক প্রশাসনিক জটিলতা দূর করতে সংশ্লিষ্ট সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। সভায় শিল্পসচিব আব্দুন নাসের খান জানান, জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ শিল্পকে গতিশীল করতে 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস' প্ল্যাটফর্মের একটি বিশেষ দল কাজ শুরু করেছে। আন্তর্জাতিক হংকং কনভেনশনের সাথে মিলিয়ে 'গ্রিন ইয়ার্ড' বা পরিবেশবান্ধব ইয়ার্ড তৈরির নির্দেশিকা প্রণয়ন ' এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র দেওয়ার ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের কাজও চলছে। সভায় অনুমোদন পাওয়ার ক্ষেত্রে ৪৫ থেকে ৬০ দিনের দীর্ঘ বিলম্ব এড়াতে চট্টগ্রাম থেকেই ফাইল ছাড়ের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। স্থানীয় পর্যায়ে অনুমোদন শেষ করতে পারলে সময় অনেক বাঁচবে এবং শিল্পের কার্যক্রম সহজ হবে বলে সভায় মত দেওয়া হয়।

বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির আরও বলেন, জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ খাতকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে বাংলাদেশ হংকং কনভেনশন বাস্তবায়নে জোর দেবে। কোনো নিয়ম বাস্তবায়নে অস্পষ্টতা থাকলে জাতীয় সনদের মাধ্যমে তা সমাধান করা হবে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, পরিবেশ রক্ষা করেই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হবে। তবে অপ্রয়োজনীয় জটিলতা তৈরি করে এ সম্ভাবনাময় খাতের পথ রুদ্ধ করা যাবে না। টিএসডিএফ দ্রুত চালুর কাজ চলমান রয়েছে বলেও তিনি জানান। সভায় মন্ত্রিপরিষদ সচিব নাসিমুল গনি, অর্থ সচিব ড. মো. খায়েরুজ্জামান মজুমদার এবং আইন ও সংসদ বিষয়ক সচিব লিয়াকত আলী মোল্লাসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

কালের কণ্ঠ
৮ অক্টোবর ২০২৬

শ্রমিকের অধিকার ও শিল্পের স্বার্থ দুটিই দেখবে সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

ন্যায্য ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ, শক্তিশালী সামাজিক সংলাপ, শ্রমিকের অধিকার সুরক্ষা এবং শোভন কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা বর্তমান সরকারের অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার বলে জানিয়েছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী। শ্রমিকের অধিকার এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা—দুটিই একসঙ্গে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে সরকার কাজ করছে।

গতকাল বুধবার রাজধানীতে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশন (আইটিইউসি) ও ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন অব এমপ্লয়ার্সের (আইওই) একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে তিনি এসব কথা বলেন। প্রতিনিধিদলে ছিলেন আইটিইউসির জেনারেল সেক্রেটারি লুক ট্রায়াঙ্গল, আইওইর ভাইস চেয়ারম্যান কাইজার মোয়ানে, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) গভর্নিং বডির সদস্য জেস ভোগট এবং আইএলওর কান্ট্রি ডিরেক্টর ম্যাক্স টুননসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

বৈঠকে শ্রমমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ সফরের মাধ্যমে প্রতিনিধিদল শ্রমিক, নিয়োগকর্তা ও সরকারের মধ্যে চলমান ত্রিপক্ষীয় সংলাপ এবং আইএলও রোডম্যাপ বাস্তবায়নে দেশের অগ্রগতি ও অর্জন সম্পর্কে সরাসরি ধারণা নিতে পারবে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে সরকার শোভন কাজ, শ্রমিক কল্যাণ এবং উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

মন্ত্রী জানান, নবনির্বাচিত সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনেই বাংলাদেশ শ্রম আইন সংশোধন করেছে। পাশাপাশি বাংলাদেশ সম্প্রতি আইএলওর ১৫৫, ১৮৭ ও ১৮৯ নম্বর কনভেনশন অনুমোদন করেছে। সামাজিক সংলাপ জোরদার, বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং শ্রম প্রশাসন শক্তিশালী করতেও বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, সংশোধিত শ্রম আইন কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য বর্তমানে শ্রম বিধিমালা প্রণয়নের কাজ চলছে। সরকারের লক্ষ্য হলো আইনগত অঙ্গীকারকে শ্রমিকদের জন্য বাস্তব ও দৃশ্যমান সুফলে পরিণত করা।

প্রথম আলো
বৃহস্পতিবার, ৮ অক্টোবর ২০২৬,

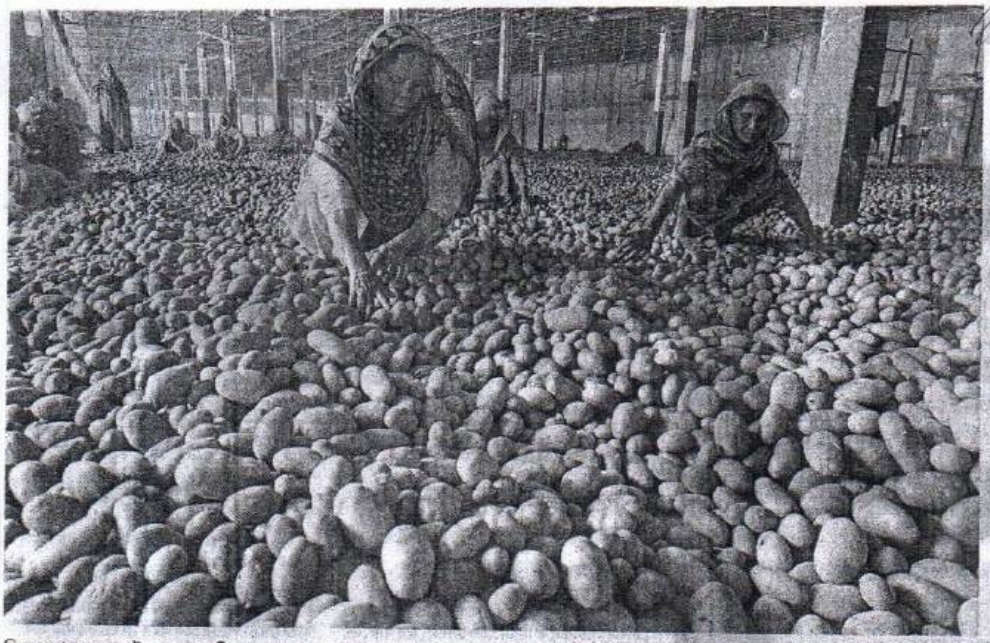

হিমাগারে আলু বাছাই করছেন শ্রমিকেরা। গত সোমবার তারাগঞ্জের এনএন হিমাগারে। ছবি : প্রথম আলো

‘নগদ টাকার ফসল’ এখন গলার কাঁটা

আলু চাষে সংকটের চিত্র

এবার সরকারিভাবে আলুর দাম নির্ধারণ করা হয়েছে প্রতি কেজি ২২ টাকা। অথচ হিমাগারের গেটে বিক্রি হচ্ছে গড়ে ১২ টাকায়।

- ১২ বছরের মধ্যে সাত বছরই লোকসান গুনেছেন রংপুরের আলুচাষিরা।
- প্রতি কেজি উৎপাদন, পরিবহন ও হিমাগার খরচ ২৪ টাকা; বিক্রি হচ্ছে ১২ টাকায়।
- আলুভিত্তিক শিল্প, রপ্তানি ও সংরক্ষণ সুবিধা বাড়ানোর দাবি কৃষক ও উদ্যোক্তাদের।

আলতাফ হোসেন দুলাল ও রহিদুল মিয়া, রংপুর

রংপুরের কৃষকের কাছে আলু একসময় ছিল ‘নগদ টাকার ফসল’। মৌসুম শেষে আলু বিক্রির টাকাতেই বছরের বেশির ভাগ সময় চলত অনেক পরিবার। কিন্তু গত এক যুগে বারবার লোকসানের ধাক্কায় সেভাবে চলার স্বপ্ন ও বাস্তবতা এখন আতঙ্কে পরিণত হয়েছে।

কৃষকেরা জানান, উৎপাদন খরচ বেড়ে গেছে। সে তুলনায় দাম মিলছে না। আবার পর্যাপ্ত সংরক্ষণ সুবিধা যেমন নেই, তেমনি বিপণনব্যবস্থাও বেশ দুর্বল। ফলে এ অঞ্চলের চাষিরা আলু নিয়ে গভীর সংকটে পড়েছেন।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (ডিএই) রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয়ের তথ্য এবং রংপুর কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বার্ষিক বাজার পর্যালোচনা প্রতিবেদনে দেখা যায়, ২০১৪ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত ১২ বছরের ৭ বছরই আলু চাষে লোকসান হয়েছে। এর মধ্যে ২০১৬, ২০১৯, ২০২০, ২০২৩ ও ২০২৪ সালে আলু চাষে কৃষকেরা লাভবান হয়েছেন। আর ২০১৪, ২০১৫, ২০১৭, ২০১৮, ২০২১, ২০২২ ও ২০২৫ সালে তাঁদের লোকসান গুনতে হয়েছে।

বাংলাদেশ কোল্ড স্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মোস্তফা আজাদ চৌধুরী বলেন, গত বছর শুধু রংপুরের আট উপজেলার কৃষকেরা চার লাখ বস্তা আলু হিমাগার থেকে তোলেননি। এতে তাঁদের প্রায় ৬০ কোটি এবং হিমাগারের মালিকদের দুই কোটি টাকার মতো ক্ষতি হয়েছে। এবারও একই অবস্থা দেখা যাচ্ছে।

কৃষকদের বাঁচাতে সরকারের কাছে নীতিগত সহায়তার দাবি জানিয়ে রংপুর আলুচাষি ও ব্যবসায়ী সমিতির সহসম্পাদক মোবারক হোসেন মনজুর বলেন, এ মুহূর্তে সরকারের উচিত উৎপাদন খরচের সঙ্গে ৩৩ শতাংশ মূল্যসহায়তা দিয়ে আলুর দাম নির্ধারণ এবং ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের তালিকা তৈরি করে ক্ষতিপূরণ প্রদান।

এদিকে নতুন করে চলতি মৌসুমে আগাম জাতের আলু লাগানো শুরু হয়েছে। বর্তমানে প্রতি কেজি আলু হিমাগার পর্যায়ে বিক্রি হচ্ছে ১১ থেকে ১৩ টাকায়। খুচরা পর্যায়ে বিক্রি হচ্ছে ১৪ থেকে ১৫ টাকায়।

স্থানীয় কৃষি কার্যালয় ও কৃষকদের সঙ্গে আলাপ করে জানা যায়, সর্বশেষ ২০২৫-২৬ মৌসুমে প্রতি কেজি আলু উৎপাদনে কৃষকের খরচ পড়েছে প্রায় ১৬ টাকা। বস্তা ক্রয়সহ মাঠ থেকে হিমাগার পর্যন্ত পরিবহন খরচ পড়েছে গড়ে আরও দুই টাকা। প্রতি কেজি আলু হিমাগারে সংরক্ষণে ভাড়া নেওয়া হচ্ছে ৬ টাকা; অর্থাৎ উৎপাদন ব্যয় এবং পরিবহন ও হিমাগার ভাড়া মিলিয়ে কেজিপ্রতি খরচ পড়েছে ২৪ টাকা। সেই আলু বর্তমানে হিমাগার গেটে গড়ে ১২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। সে হিসাবে হিমাগারে রাখা আলুতে কৃষকের কেজিপ্রতি ১২ টাকা লোকসান হচ্ছে। অথচ সরকার হিমাগার গেটে প্রতি কেজি আলুর দাম নির্ধারণ করে দিয়েছে ২২ টাকা।

রংপুর কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মাঠ ও বাজার পরিদর্শক মো. শাহজালাল ইসলাম বলেন, ‘জনবলসংকটের কারণে আমরা আলুতে কৃষকের ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারি না। তবে তাঁদের যে ব্যাপক লোকসান হচ্ছে, সেটি বলতে পারি।’

গত সোমবার রংপুরের তারাগঞ্জের এনএন হিমাগারের সামনে কথা হয় লক্ষ্মীপুর গ্রামের আলুচাষি অহিদুল ইসলামের সঙ্গে। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ‘সরকার আলুর কেজি ২২ টাকা নির্ধারণ করি দিয়া এসিত বসি চুপচাপ বসি আছে। এপ্যাকে আলু কায়ও নেওচে না। আলু ধরিয়া হামরা কান্দোচি।’

আগের দিন রোববার বদরগঞ্জের আমরুলবাড়ি গ্রামের ব্যাঙেরদোলা মাঠে কথা হয় আলুচাষি ওবায়দুল ইসলামের সঙ্গে। তিনি বলেন, ‘ধানের দাম নাই। আলু হামার কোমর ফ্যালে দেছে। ২০১৪ সাল থাকি সাতবার আলুত লস খাছি। এবার হিমাগারোত আলু খুচি ৩০০ বস্তা। তাক কেজিতে লস হওচে ১২ টাকা। তাহইলে তোরায় কন, আলু হিমাগার থাকি বাইর করি কী হইবে? ওটে কোনায় পচি যাউক।’

পীরগাছার আমলাদনগর গ্রামের কৃষক সাহেব আলী বলেন, ‘লাভের আশায় আলু চাষ করতে করতে ফকির হয়া গেছি। শুণ করে চাষ করি, কিন্তু বছর শেষে লোকসান ছাড়া কিছুই পাই না।’

গঙ্গাচড়া উপজেলার লালচাঁদপুর গ্রামের চাষি সেকেন্দার আলী বলেন, ‘ভাই, আলুর দাম ২০২৪ সালোত বাড়ছেল। তহন সরকারের মাতাব্বরের অভাব ছিল না। সরকারি লোকজন হিমাগারোত আসিয়া হামাক জেলোত ঢুকার হুমকি দিয়া আলু বেচাইতে বাধ্য করছে। এ্যালা লস হওচে, ওই মাতাব্বরা আইসে না ক্যান! কেউ তো হামার খোঁজও নেওচে না!’

রংপুর বিভাগীয় আলুচাষি ও ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যসচিব বিশ্বজিৎ বণিক বলেন, ‘এবার ৪২ একরে আলু চাষ করে সাড়ে ৭ হাজার বস্তা পেয়েছি। লাভের আশায় আরও ১৭ হাজার বস্তা কিনে হিমাগারে রেখেছি। গত বছর প্রায় ৭০ লাখ টাকা লোকসান হয়েছে। এবার তো আসলমোশলে গায়েব। আলু চাষ আর না করার চিন্তা করছি।’

ডিএইর রংপুর অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত পরিচালক সিরাজুল ইসলাম বলেন, ‘দেশের প্রায় ২৫ শতাংশ আলু রংপুর অঞ্চলে উৎপাদিত হয়। অথচ এ অঞ্চলে মোট উৎপাদনের মাত্র ২২ শতাংশ হিমাগারে সংরক্ষণের সুযোগ আছে। তাই উৎপাদিত আলু সংরক্ষণ ও দাম পাওয়া নিয়ে প্রতিবছরই কৃষক বিপাকে পড়েন। আলুভিত্তিক শিল্প ও রপ্তানি বাড়ানো ছাড়া সংকট কমবে না।’

রংপুর কৃষক সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক পলাশ কান্তি নাগ বলেন, আলু আবাদ করে কৃষক লাভ তো দূরের কথা, যদি উৎপাদন খরচও তুলতে না পারেন। তাহলে তাঁরা খেয়ে-পরে পরিবার নিয়ে বাঁচবেন কীভাবে?

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট রংপুরের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো. খায়রুল ইসলাম বলেন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজার ব্যবস্থাপনা ও রপ্তানি কাঠামো শক্তিশালী করা না গেলে কৃষকেরা ধীরে ধীরে আলু চাষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারেন।

সেপ্টেম্বরে মূল্যস্ফীতি বেড়ে ৮.৩৪ শতাংশ

বিশেষ প্রতিবেদক, ঢাকা

দেশে গত সেপ্টেম্বরে মূল্যস্ফীতি বেড়ে ৮ দশমিক ৩৪ শতাংশ হয়েছে। তার আগে আগস্টে এই হার ছিল ৮ দশমিক ২৬ শতাংশ। গত মাসের দ্বিতীয়ার্ধে জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি করে সরকার। তারপর মূল্যস্ফীতিতে তার প্রভাব পড়তে শুরু করেছে বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদেরা।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) গতকাল বুধবার সেপ্টেম্বরের মূল্যস্ফীতির তথ্য প্রকাশ করেছে। তাতে দেখা যায়, গত জুলাই ও আগস্টে মূল্যস্ফীতি কমার পর সেপ্টেম্বরে এসে তা আবার বেড়ে গেছে।

বিবিএসের হিসাবে, গত সেপ্টেম্বরে খাদ্য মূল্যস্ফীতি ছিল ৭ দশমিক ২২ শতাংশ। আর খাদ্যবহির্ভূত মূল্যস্ফীতি ছিল ৯ দশমিক ৩০ শতাংশে।

অর্থনীতিবিদেরা বলছেন, মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পেলে জীবনযাত্রার ওপরও তার প্রভাব পড়ে। জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেলে তাতে সীমিত ও মধ্য আয়ের মানুষের বেশি কষ্টে পড়ে।

এদিকে, গত ২১ সেপ্টেম্বর অকটেন, পেট্রল ও ডিজেলের দাম লিটারে ২০ টাকা বাড়িয়েছিল সরকার। এতে পণ্য পরিবহনের খরচও বেড়ে যায়।

বিবিএসের হিসাবে, মূল্যস্ফীতি বাড়লেও জাতীয় গড় মজুরির হার কমেছে। সেপ্টেম্বরে জাতীয় গড় মজুরি হার ছিল ৭ দশমিক ৯০ শতাংশ, যা আগস্টে ছিল ৮ দশমিক শূন্য ৫ শতাংশ। অর্থাৎ সেপ্টেম্বরে যত মূল্যস্ফীতি হয়েছে, মজুরি বেড়েছে তার চেয়ে কম।

পোশাকশ্রমিকদের জন্য মজুরি বোর্ড গঠনের নীতিগত সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

শ্রমিক সংগঠনের দাবির মুখে তৈরি পোশাকশ্রমিকদের মজুরি পুনর্নির্ধারণের জন্য নিম্নতম মজুরি বোর্ড গঠনের নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। চলতি মাসেই মজুরি বোর্ড গঠিত হতে পারে—এমন ইঙ্গিত দিয়েছেন শ্রম মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা।

জানা যায়, গত সপ্তাহে সচিবালয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী, শ্রমসচিব মো. আবদুর রহমান তরফদার, তৈরি পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সভাপতি মাহমুদ হাসান খান ও নিট পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বৈঠক করেন। সেই বৈঠকে তৈরি পোশাকশ্রমিকদের মজুরি পুনর্নির্ধারণের জন্য নিম্নতম মজুরি বোর্ড গঠনের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে শ্রমসচিব মো. আবদুর রহমান তরফদার প্রথম আলোকে বলেন, ‘তৈরি পোশাকশিল্পে মজুরি পুনর্নির্ধারণের জন্য মজুরি বোর্ড গঠনের প্রক্রিয়া আমরা শুরু করেছি। প্রথমেই মালিক ও শ্রমিকপক্ষের কাছে থেকে তাদের প্রতিনিধির নাম চাওয়া হবে। তারপরই মজুরি বোর্ডের প্রজ্ঞাপন জারি করা হবে।’ তিনি জানান, মালিক ও শ্রমিকপক্ষের নাম পাওয়া গেলে চলতি মাসেই মজুরি বোর্ড গঠন করা হবে।

সরকার শ্রম আইন সংশোধন করে শ্রমিকদের মজুরি পুনর্নির্ধারণের সময়কাল পাঁচ বছর থেকে কমিয়ে তিন বছর নির্ধারণ করেছে। তৈরি পোশাকশ্রমিকদের সর্বশেষ ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করা হয়েছিল ২০২৩ সালের নভেম্বরে। আর কার্যকর হয় ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে। আগামী নভেম্বরে মজুরি ঘোষণার তিন বছর পূর্ণ হবে।

২০২৩ সালে তৈরি পোশাক খাতের ন্যূনতম মজুরি ৮ হাজার থেকে বাড়িয়ে ১২ হাজার ৫০০ টাকা হয়। এ ক্ষেত্রে মজুরি বৃদ্ধি পেয়েছিল ৫৬ দশমিক ২৫ শতাংশ। ওই মজুরিকাঠামোতে সাতটি গ্রেডের বদলে পাঁচটি গ্রেড করা হয়।

জানতে চাইলে বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, উচ্চ মূল্যস্ফীতির এই সময়ে শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির দাবি যৌক্তিক। একই সঙ্গে বাড়তি মজুরি দেওয়ার সক্ষমতা তৈরি পোশাক কারখানার রয়েছে কি না, সেটিও দেখতে হবে।

THURSDAY OCTOBER 8, 2026
ASHWIN 23, 1433 BS
The Daily Star

Migrant workers need stronger safeguards

Thousands are dying abroad, raising concerns about workers' safety

Remittances from Bangladeshi migrant workers have been one of the country's most successful economic stories. In the current fiscal year alone, between July 1 and October 6, the country received $9.22 billion in workers' remittances. Yet, for migrant workers whose arduous labour contributes so significantly to our economic growth, not enough has been done by successive governments to ensure their health and wellbeing when they are abroad. The result has been devastating: thousands of migrant workers coming back in body bags.

According to a Prothom Alo report, between January and September this year, 4,060 bodies of migrant workers have been brought back home—on average, more than 14 bodies daily. Most of them are young men and women. Such a shocking number is a wake-up call to the fact that our migrant workers are working under unusually harsh conditions, resulting in deaths.

The highest number of migrant deaths were in Saudi Arabia—almost 2,000 this year. Malaysia is second on the list. Recently, there have been reports of Bangladeshi migrant workers being tortured and even killed by cyber scam gangs in Cambodia. Many women migrant workers have come back after experiencing horrendous sexual and physical abuses; others have returned as corpses, their deaths unexplained. The official reason for migrant workers' deaths has been either "natural causes" or accidents.

Foreign employers, whether they are companies or individuals, must be held accountable when there is evidence of abuse.

According to migration-sector research organisations, many Bangladeshi workers in the Middle East work in construction, exposed to extreme heat, which leads to heat-related illnesses such as heat stroke, kidney damage, heart disease, and other serious health conditions. Therefore, it is imperative that workers are equipped with training and knowledge about the nature and environment of the work in their destination country. They must learn to acclimatise to the temperatures, protect themselves from extreme heat, stay healthy, and cope with the work hours and pressure.

In addition, Bangladesh must develop the negotiating power to demand health insurance, better working conditions with adequate breaks, nutrition, and protective gear where necessary. Foreign employers, whether they are companies or individuals, must be held accountable when there is evidence of abuse. The Ministry of Expatriates' Welfare and Overseas Employment must play a proactive role, maintain a database of all migrant workers that includes where they are working and install hotlines through which workers can get help when they fall sick or get entrapped in abusive conditions. The high commissions in the host countries must be active in getting help from local authorities to investigate cases of abuse, entrapment, and death of migrant workers.

The Wage Earners' Welfare Board insurance scheme that provides funds for death and injury of migrant workers should also include facilities for undocumented workers. The process of bringing back the bodies of deceased workers to their families should be made easier. These facilities are the bare minimum that migrant workers are entitled to. Giving our workers dignity and respect for their huge contribution to the country's development is the least we can do.

প্রথম আলো
বৃহস্পতিবার, ৮ অক্টোবর ২০২৬,

প্রবাসী শ্রমিকের মৃত্যু বাড়ছে

অকালমৃত্যু ঠেকাতে প্রকৃত কারণ জানা জরুরি

প্রবাসী শ্রমিকদের মৃত্যু প্রতিবছরই বাড়ছে। সাধারণত তরুণ ও কর্মক্ষম ব্যক্তিরাই প্রবাসে শ্রমবাজারে কাজ করেন। এ প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন দেশ থেকে গড়ে দিনে ১৪টির বেশি প্রবাসী শ্রমিকের মরদেহ দেশে আসার ঘটনাকে কোনোভাবেই স্বাভাবিক বলা যায় না। প্রবাসী শ্রমিকদের মরদেহ দেশে ফেরাতে কালক্ষেপণের বিষয়টিও গ্রহণযোগ্য নয়।

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের তথ্য বিশ্লেষণ করে *প্রথম আলোর* খবর জানাচ্ছে, ২০১৮ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে দেশে ১৮ হাজার ১৬৬টি মরদেহ আসে; অর্থাৎ গড়ে প্রতিবছর মরদেহ এসেছে ৩ হাজার ৬০০ জনের। এ বছরের জানুয়ারি থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৯ মাসে প্রবাসী শ্রমিকের মরদেহ এসেছে ৪ হাজার ৬০টি। এ পরিসংখ্যানই বলে দেয়, প্রবাসে বাংলাদেশিদের মৃত্যুর হার কতটা ঊর্ধ্বমুখী।

প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের তথ্য বলছে, মরদেহের সঙ্গে কাগজপত্রে ৬৬-৭০ শতাংশ ঘটনায় মৃত্যুর কারণ হিসেবে স্বাভাবিক মৃত্যু উল্লেখ করা হয়। এ ছাড়া ৩০-৩৪ শতাংশ ক্ষেত্রে দুর্ঘটনাসহ নানা কারণ উল্লেখ করা হয়। দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হচ্ছে, কর্মীরা যে দেশে মারা যান, সেই দেশ মৃত্যুর কারণ হিসেবে যে তথ্য উল্লেখ করে, সেটি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বাংলাদেশের পক্ষ থেকে যাচাই করা হয় না।

বিবিএসের তথ্য বলছে, প্রতিবছর ২৩-২৪ লাখ তরুণ দেশের শ্রমবাজারে যুক্ত হচ্ছেন। এর মধ্যে ১২-১৩ লাখ তরুণের কর্মসংস্থান দেশে হয়। বাকি তরুণদের জীবিকার জন্য প্রবাসে পাড়ি জমাতে হয়। আনুষ্ঠানিক পথে প্রবাসীদের পাঠানো অর্থ বৈদেশিক মুদ্রার ভান্ডারকে মজবুত রাখছে। এ ছাড়া অনানুষ্ঠানিক পথেও তাঁরা বিপুল অঙ্কের অর্থ দেশে পাঠাচ্ছেন। ফলে দেশের অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখতে যাঁরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন, তাঁদের প্রতি এমন অবহেলা কোনোভাবেই কাম্য নয়।

বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি শ্রমিক কাজ করেন সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে। সবচেয়ে বেশি মরদেহ আসছেও সৌদি আরব থেকে। মধ্যপ্রাচ্যে বাংলাদেশি শ্রমিকদের বেশির ভাগই কাজ করেন অবকাঠামো নির্মাণ খাতে। সেখানে দিনের বেলায় প্রচণ্ড গরমের মধ্যে তাঁদের কাজ করতে হয়। এ ধরনের আবহাওয়ায় দীর্ঘদিন কাজ করলে দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি হয়। অভিবাসন খাতের গবেষকেরা মনে করেন, মধ্যপ্রাচ্যে বাংলাদেশি শ্রমিকের এত বেশি মৃত্যুর কারণ অতিরিক্ত তাপ। আশঙ্কাজনক বিষয় হচ্ছে, এ রকম বৈরী পরিবেশে কাজ করার কারণে ২০-৩০ বছর বয়সী তরুণদেরও মৃত্যু হচ্ছে। ফলে এটা কর্মপরিবেশ ও শ্রমিকের নিরাপত্তার সঙ্গে অনেক বেশি যুক্ত। এসব অকালমৃত্যু ঠেকাতে হলে প্রকৃতপক্ষে কী কারণে মৃত্যু হচ্ছে, সেটা বের করা জরুরি।

আমরা মনে করি, প্রবাসী কর্মীদের মৃত্যুর কারণ 'স্বাভাবিক' বলে উল্লেখ করা হলো আর সেটা যাচাই না করে গ্রহণ করার চর্চা থেকে প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়কে অবশ্যই বেরিয়ে আসতে হবে। প্রবাসে থাকা স্বজনদের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানার অধিকার পরিবারগুলোর আছে। সবচেয়ে বড় বিষয় হলো, এভাবে দায়সারাভাবে মৃত্যুর কারণ বলে দেওয়াটা পরিবারগুলোর জন্যও অপমানজনক। ক্ষতিপূরণ ও বিমাসুবিধা থেকেও অনেক সময় পরিবারগুলো বঞ্চিত হচ্ছে।

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের তথ্যই বলছে, কর্মক্ষেত্রে যাওয়া-আসার পথে সড়ক দুর্ঘটনা, কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা ও অগ্নিকাণ্ডে অনেক শ্রমিকের মৃত্যু হচ্ছে। এ ছাড়া কর্মক্ষেত্রে নির্যাতন, হত্যা, যৌন নিপীড়ন ও আত্মহত্যার মতো ঘটনাও ঘটছে। বিশেষ করে নারী শ্রমিকদের নিরাপত্তার প্রশ্নটি অনেক বেশি জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমরা মনে করি, প্রবাসী বাংলাদেশিদের কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা নিশ্চিতে প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিষ্ক্রিয় ভূমিকার অবসান হতে হবে। অনিয়মিত কর্মীদের মরদেহ আনার ক্ষেত্রেও কালক্ষেপণ করা যাবে না।

প্রথম আলো
বৃহস্পতিবার, ৮ অক্টোবর ২০২৬

৪ বছরে দরিদ্র বেড়েছে ৮০ লাখ

বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনের তথ্য

বহুজাতিক ঋণদাতা সংস্থাটি বলেছে, বাংলাদেশে দারিদ্র্যসীমার কিছুটা ওপরে, অর্থাৎ দরিদ্র হওয়ার ঝুঁকিতে আছেন সোয়া ৬ কোটি মানুষ।

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশে দারিদ্র্যের হার বাড়ছে। সেই সঙ্গে বেড়েছে দরিদ্র মানুষের সংখ্যাও। গত চার বছরে দেশে ৮০ লাখ মানুষ নতুন করে দরিদ্র হয়েছেন। মূলত উচ্চ মূল্যস্ফীতিতে প্রকৃত আয় কমে যাওয়া, কর্মসংস্থানে ভাটাসহ নানা কারণে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বেড়েছে।

এদিকে দারিদ্র্যসীমার কিছুটা ওপরে আছেন প্রায় ৬ কোটি ২০ লাখ মানুষ। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাওয়াসহ যেকোনো অর্থনৈতিক ধাক্কায় তাঁরা দরিদ্র হয়ে যেতে পারেন।

বিশ্বব্যাংকের বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট আপডেট প্রতিবেদনে বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে এসব কথা বলা হয়েছে। বিশ্বব্যাংক বলছে, টানা চার বছর ধরে দারিদ্র্য হার বাড়ছে।

কোন বছর কত লোক গরিব হলো

চার বছর ধরে দারিদ্র্য বাড়ছে। পাশাপাশি দরিদ্র মানুষের সংখ্যাও বেড়েছে। বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন অনুসারে, ২০২২ সালে দেশের দারিদ্র্য হার ছিল ১৮ দশমিক ৭ শতাংশ। পরের বছর তা বেড়ে দাঁড়ায় ১৮ দশমিক ৯ শতাংশে। ওই বছর নতুন করে দরিদ্র হয়েছেন ৮ লাখ মানুষ। ২০২৪ সালে দারিদ্র্য হার সাড়ে ২০ শতাংশ হয়। ওই বছর নতুন করে দরিদ্র হন মোট ৩৭ লাখ মানুষ। ২০২৫ সালে দারিদ্র্য হার আরও বেড়ে ২১ শতাংশ ছাড়ায়। ওই বছর নতুন দরিদ্রের সংখ্যা ১৪ লাখ। এ বছর ২১ লাখ নতুন করে গরিব হন। আর দারিদ্র্য হার পৌঁছে যায় সাড়ে ২২ শতাংশে। চার বছর ধরে আয়বৈষম্যও বেড়েছে।

বিশ্বব্যাংক আরও বলেছে, চলতি অর্থবছর শেষ দারিদ্র্য হার আরও বেড়ে ২২ দশমিক ৯ শতাংশ হতে পারে। তখন আরও কয়েক লাখ মানুষ দরিদ্র হতে পারেন।

বিশ্বব্যাংক বলেছে, আগামী অর্থবছরে প্রায় ৬ লাখ ৩০ হাজার নিট কর্মসংস্থান তৈরি হতে পারে। তবে এই কর্মসংস্থান দ্রুত দারিদ্র্য কমানোর জন্য যথেষ্ট হবে না।

বিশ্বব্যাংক আরও বলেছে, প্রায় ৬ কোটি ২০ লাখ মানুষ দারিদ্র্যসীমার একটু ওপরে বসবাস করেন। তাঁরা যেকোনো অর্থনৈতিক ধাক্কায় দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমে যেতে পারেন।

বন্যাসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ, কাজের সুযোগ সীমিত হলে, চালসহ নিত্যপণ্যের দাম হঠাৎ বেড়ে যাওয়া—এ ধরনের পরিস্থিতিতে অনেকেই দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমে যান। তখন তাঁদের আয়ের সুযোগ কমে যায়। এই বিপুলসংখ্যক মানুষ ঝুঁকির মধ্যে থাকেন।

বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিংয়ের (সানেম) নির্বাহী পরিচালক সেলিম রায়হান বলেন, বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতির একটি উদ্বেগজনক চিত্র তুলে ধরেছে বিশ্বব্যাংক। উচ্চ মূল্যস্ফীতি বিশেষ করে খাদ্যপণ্যের দামের চাপ, প্রকৃত মজুরির ক্ষয়, দুর্বল বেসরকারি বিনিয়োগ এবং পর্যাপ্ত উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান না হওয়ায় নিম্ন ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ভেঙে পড়ছে। অধিকাংশ কর্মসংস্থান অনানুষ্ঠানিক হওয়ায় চাকরি হারানো, অসুস্থতা বা নতুন মূল্যবৃদ্ধির মতো একটি ধাক্কাই অনেক পরিবারকে দারিদ্র্যের দিকে ঠেলে দিতে পারে।

২০০১ সালে বাংলাদেশের প্রায় অর্ধেক মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করতেন। তখন দারিদ্র্যের হার ছিল ৪৮ দশমিক ৯ শতাংশ। পরের দুই দশকে দারিদ্র্য বিমোচনে বেশ সফল ছিল বাংলাদেশ। ২০২২ সালে দারিদ্র্য হার ১৮ শতাংশে নেমে আসে।

গত দুই দশকে যে ধারাবাহিকভাবে দারিদ্র্য কমেছে, ২০২২ সালের পর সেই পরিস্থিতি পাল্টে যেতে শুরু করে। দারিদ্র্য হার কমার পরিবর্তে বাড়তে থাকে, যা আর্থসামাজিক পরিস্থিতিতে চাপ সৃষ্টি করছে।

কত মানুষ গরিব

বিবিএসের জনশুমারি অনুসারে, ২০২২ সালে দেশের জনসংখ্যা ছিল ১৬ কোটি ৯৮ লাখ। তখন পরিবারের সংখ্যা ছিল ৪ কোটি ১০ লাখ। জনসংখ্যার ওই হিসাব বিবেচনায় আনলে দেশে এখন কমপক্ষে পৌনে পাঁচ কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছেন। তিন বছরে জনসংখ্যাও বেড়েছে। বিশ্বব্যাংকের হিসাবটি বিবেচনায় আনলে, দেশে এখন দরিদ্র মানুষের সংখ্যা প্রায় সাড়ে ৫ কোটি।

খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের মতো মৌলিক চাহিদা পূরণের ব্যয় ধরে দারিদ্র্য পরিমাপ করে বিবিএস। একজন মানুষের দৈনিক গড়ে ২ হাজার ১২২ ক্যালরি খাদ্যগুণসম্পন্ন খাবার কিনতে এবং খাদ্যবহির্ভূত খরচ মেটাতে যত টাকা প্রয়োজন হয়, ওই টাকা আয় করতে না পারলেই ওই ব্যক্তিকে দরিদ্র হিসেবে ধরা হয়। তবে খাবারের দাম এলাকাভেদে ভিন্ন হয়।

সানেমের নির্বাহী পরিচালক সেলিম রায়হানের মতে, সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা মূলত দরিদ্র হওয়ার পর সীমিত সহায়তার মধ্যে আটকে আছে। কিন্তু ঝুঁকিপূর্ণ পরিবারকে আগেই সুরক্ষা দেওয়া, সামাজিক বিমা ও আয়-ঝুঁকি মোকাবিলার ব্যবস্থা দুর্বল। ফলে দারিদ্র্যের এই বৃদ্ধি শুধু সাময়িক সংকট নয়, বরং প্রবৃদ্ধির গুণগত দুর্বলতা ও শ্রমবাজারের গভীর সমস্যার প্রকাশ। তাঁর মতে, শুধু জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার নয়, সেই প্রবৃদ্ধি কতটা কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে, প্রকৃত আয় বাড়াচ্ছে এবং ঝুঁকিপূর্ণ মানুষকে সুরক্ষা দিচ্ছে, সেটিই এখন নীতির প্রধান বিবেচনা হওয়া উচিত।

কয়েক বছর ধরে দেশি-বিদেশি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান আশঙ্কা প্রকাশ করছে, বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার বেড়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) ২০২২ সালের পরে খানা আয় ও ব্যয় জরিপ করেনি। সে জন্য দারিদ্র্যের হালনাগাদ পরিস্থিতি সরকারি তথ্য-উপাত্তে নেই।

গত নভেম্বর মাসে বিশ্বব্যাংকের আরেক প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, ২০২৫ সালে দারিদ্র্যের হার হতে পারে ২১ শতাংশের কিছু বেশি। এখন বিশ্বব্যাংক সেই হার আরও বাড়িয়ে দিল। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকির কারণে ২০৫০ সাল নাগাদ ১ কোটি ৩০ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হতে পারে।

বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান পিপিআরসিও দারিদ্র্যের হার নিয়ে গত বছরের আগস্টে একটি জরিপ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। সেখানে বলা হয়, ২০২৫ সালে দেশের সার্বিক দারিদ্র্য বেড়ে ২৭ দশমিক ৯৩ শতাংশ হয়েছে।

এদিকে কোভিডের প্রভাবে দারিদ্র্যের হার বৃদ্ধি পাওয়া নিয়ে বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান সানেমও গবেষণা করে দেখিয়েছে, তখন মানুষের আয় কমেছে, বেকারত্ব বেড়েছে। বদৌলতে দারিদ্র্যের হারও বেড়েছে।



যুগান্তর | বৃহস্পতিবার ৮ অক্টোবর ২০২৬ | ২৩ আশ্বিন ১৪৩৩

ফা তে মা আ ক্তা র

শিক্ষিত কর্মজীবী নারীর লুকানো সংগ্রামের অদৃশ্য শ্রম



বাইরে থেকে যখন আমরা দেখি একজন শিক্ষিত কর্মজীবী নারী আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে শহরের পথে চলছেন—অফিসে যাচ্ছেন, কর্মজীবন সামলাচ্ছেন, আবার পরিবারকেও দেখছেন—তখন খুব সহজেই মনে হয়, 'আহা, দেশটা কত সুন্দর বদলেছে, আজকের নারীরা কতটা ক্ষমতাশালী, স্বাধীন! তারা শিক্ষিত, উপার্জন করছে, স্বাধীনতা ভোগ করছে।' কিন্তু আমরা কি জানি, এটি আসলে গল্পের অর্ধেক অংশ? দৃশ্যমান ক্ষমতায়নের আড়ালে লুকিয়ে আছে এক অদৃশ্য সংগ্রাম। কর্মজীবী নারীরা শুধু অফিসের দায়িত্বই পালন করেন না, পাশাপাশি ঘরের সব দায়িত্বও কাঁধে তুলে নিতে বাধ্য হচ্ছেন; বলা যায়, অনেক ক্ষেত্রে এ গৃহস্থালির কর্মভার তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমাদের সমাজে এখনো ঘরের কাজকে নিতান্তই নারীর কাজ বলেই ধরা হয়। বাইরের কর্মজগৎ সামলানোর পাশাপাশি একজন নারী ঘরের কাজ, সন্তান লালন-পালন এবং পরিবারের সবার যত্ন নিতে গিয়ে নিজের ব্যক্তিগত ক্লান্তি আড়াল করে যে বিপুল আবেগঘন শ্রম (Emotional Labour) দেন, তা অনেক সময় প্রায় অদৃশ্য থেকে যায়। এ বাস্তবতা উঠে এসেছে ঢাকা মহানগরীতে পরিচালিত সাম্প্রতিক এক গবেষণায়। এতে দেখা গেছে, নারীর ক্ষমতায়ন দায়িত্ব বাড়িয়েছে, কিন্তু দ্বন্দ্বও তীব্র করেছে। তাদের আবেগঘন শ্রম সমাজে প্রায়ই অস্বীকৃত বা ভুলভাবে চিহ্নিত হয়।

কর্মজীবী নারীর জীবন যেন এক অবিরাম দ্বৈত ভূমিকার গল্প—অফিসের ডেডলাইন সামলানো আর গৃহে রান্না, ঘর পরিষ্কার, সন্তানকে পড়ানো, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা। এ দ্বৈত ভূমিকা পালনের পথে তাদের দিতে হয় বিপুল আবেগঘন শ্রম। অথচ এ শ্রমকে কখনো 'কাজ' হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। বরং এটিকে দেখা হয় কর্তব্য হিসাবে, মাতৃত্বের স্বাভাবিক দায়িত্ব হিসাবে, কিংবা স্বার্থপরতা হিসাবে—যখন তারা কাজ ভাগ করে নেওয়ার চেষ্টা করেন। ফলাফল—অবিরাম ক্লান্তি, অদৃশ্য ত্যাগ, আর তুল স্বীকৃতি। বাইরে থেকে যে স্বাধীনতা আমরা উপভোগ করি, তা আসলে আংশিক, শর্তসাপেক্ষ, আর পিতৃতান্ত্রিক বিচার দ্বারা আক্রান্ত।

এ গবেষণায় সরাসরি অংশগ্রহণ করেছেন ৩২ জন, অংশগ্রহণকারী নারীদের মধ্য থেকে নির্বাচিত তিনজনের সাক্ষাৎকারের তথ্য পর্যালোচনায় যা পাওয়া গেছে, তার খণ্ডাংশ এখানে তুলে ধরা হলো।

১. রাফু (ছদ্মনাম) একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মকর্তা। তার ইউনিফর্ম, উচ্চতা, কর্তৃত্ব গর্বের প্রতীক হওয়ার কথা। অথচ তাকে লেবেলিং করা হয় 'বেটা মানুষ' হিসাবে। সমাজ তাকে 'বেটা মানুষ' আখ্যা দিয়ে লেবেলিং করে, যা আসলে নারীর পরিচয়কে খাটো করার এক প্রতীকী চেষ্টা!

রাফুর অফিস শেষ হয় বিকাল ৫টায়, কিন্তু মানসিক উপস্থিতি চাই ২৪ ঘণ্টা। একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মকর্তা হিসাবে রাফুর অফিস বিকাল ৫টায় ছুটি হলেও তাকে মানসিকভাবে অফিসের দায়িত্ব পালন করতে হয় চব্বিশ ঘণ্টা! শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তিতে তিনি রান্না বা সন্তানকে পড়ানোর মতো কাজ করতে পারেন না, যেমনটা পরিবারের অ-কর্মজীবী নারীরা করেন। তবু তুলনা থামে না। স্বামী যখন গৃহকর্মীর রান্না খেতে অস্বীকার করেন, তখন ক্লান্তি সত্ত্বেও তাকে রান্না করতে হয়। এমনকি মেয়ের পড়াশোনায় খারাপ ফলাফলের দায়ও তার ঘাড়ে চাপানো হয়। পরিবারের ফিসফিসানি তাকে তাড়া করে : 'কেমন স্ত্রী সে, স্বামী না খেয়ে ঘুমাবে?' এ কথাগুলো ভূতের মতো তাকে রান্নাঘরে ঠেলে দেয়, বাধ্য করে 'স্ত্রীর ইমেজ' বাঁচাতে। না হলে আবারও লেবেল—না নারী, না স্ত্রী, না মা।

২. নিশি (ছদ্মনাম) একটি সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠানের কর্মী। প্রতিদিন ভোরে স্বামীর ঘুম ভাঙার তিন ঘণ্টা আগে তার দিন শুরু হয়। রান্না, নাশতা প্রস্তুত, খাবার প্যাক করা, আড়াই বছরের মেয়েকে ডে-কেয়ারে পাঠানোর প্রস্তুতি—সব একসঙ্গে সামলাতে হয়। এক কাঁধে মেয়েকে, অন্য কাঁধে অফিস ব্যাগ নিয়ে তিনি ছুটে চলেন ভিড়ভাট্টার রাস্তায়। ডে-কেয়ারে পৌঁছালে মেয়ে আঁকড়ে ধরে কাঁদে। নিশি তাকে শান্ত করেন চকলেটের প্রতিশ্রুতি দিয়ে, নিজের কান্না চেপে রেখে। ততক্ষণে অফিসে দেরি হয়ে গেছে। বাস ধরতে দৌড়াতে দৌড়াতে চুল আঁচড়ান। অফিসে পৌঁছানোর আগেই তার আবেগঘন শ্রম নিঃশেষ হয়ে যায়—যার মূল্য মেটানো হয় নিঃশব্দ কান্নায়। এতসব সংগ্রামের পরও শিক্ষিত কর্মজীবী নারীরা উদ্ভাবনী হন। তারা কৌশল তৈরি করেন—গৃহকর্ম, আউটসোর্স করা, খাবার ডেলিভারি ব্যবস্থাপনা, সন্তানকে ছোট কাজে যুক্ত করা, সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা। এগুলো অবহেলার নয়, বরং দক্ষ ব্যবস্থাপনার নিদর্শন। অথচ সমাজ এগুলোকে স্বীকৃতি দেয় না। শ্বশুরবাড়ির ফিসফিসানি শোনা যায় রান্নাঘরে : 'ছেলেটা কি সারাজীবন ফুডপান্ডার খাবার খাবে? স্ত্রীর হাতের রান্নার স্বাদ কি কোনোদিন পাবে না?' 'মা যদি নিজে না দেখাশোনা করে, বাচ্চারা পড়াশোনায় ভালো করবে কীভাবে? টিউটর যতই পড়াক।' ফলে নারীর উদ্ভাবন, তার দূরদর্শিতা, আবেগী শ্রম—সবই থেকে যায় অস্বীকৃত।

দ্বিমুখী শিক্ষা নারীর বুদ্ধিমত্তা ও ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বাড়িয়েছে। তারা যুক্তি দিয়ে কথা বলতে পারে, অন্যকে প্রশ্ন করতে পারে, নিজের অধিকার নিয়ে কথা বলতে পারে। কিন্তু গবেষণায় দেখা গেছে, শিক্ষা দ্বন্দ্বও বাড়িয়েছে।

৩. মুনা (ছদ্মনাম) একজন পেশাজীবী, যিনি সবকিছু দূরদর্শিতা দিয়ে সামলান; কিন্তু যখন তিনি পরিবারের ভুল সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যুক্তি দেন, তখন তার শিক্ষাকেই অপমান করা হয়। তার প্রজ্ঞাকে বলা হয় অহংকার, তার উদ্বেগকে বলা হয় অবাধ্যতা, তার কণ্ঠকে বলা হয় অনৈতিকতা। একজন 'উচ্চশিক্ষিত নারীকে' বলা হয় উদ্ধত, তার কণ্ঠকে বলা হয় 'নারীবাদী', তার অর্জনকে বলা হয় 'অনৈতিক'।

ক্ষমতায়নের বৈপরীত্য : ক্ষমতায়ন দায়িত্ব বাড়িয়েছে, কিন্তু পিতৃতন্ত্র ভাঙেনি। নারীর উদ্ভাবন, আবেগী শ্রম, অদৃশ্য কাজ সংসার টিকিয়ে রাখে, অথচ স্বীকৃতি পায় না। তাদের সহনশীলতাকে বলা হয় কর্তব্য, তাদের স্বাধীনতাকে বলা হয় অহংকার, তাদের ত্যাগকে বলা হয় মাতৃত্বের দায়। বাংলাদেশের উন্নয়ন কাহিনি এ অদৃশ্য হাতগুলোকে উপেক্ষা করতে পারে না। নীতিনির্ধারণে আউটসোর্সিংকে বৈধতা দিতে হবে, কর্মক্ষেত্রে শিশু যত্নের ব্যবস্থা করতে হবে, গৃহস্থালি ব্যবস্থাপনাকে দক্ষ শ্রম হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে; আর সমাজকে মোকাবিলা করতে হবে সেই প্রতীকী ভাষাকে, যা নারীর কণ্ঠকে অস্বীকার করে। যতদিন না এ স্বীকৃতি আসে, ততদিন রাফু, নিশি আর মুনার মতো নারীরা সংসারকে বহন করবেন আজীবন প্রকল্প হিসাবে—প্রকল্প পরিচালক হয়েও স্বীকৃতি ছাড়া, উদ্ভাবক হয়েও সম্মান ছাড়া, মা হয়েও বিশ্রাম ছাড়া।

ফাতেমা আক্তার : *পিএইচডি গবেষক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*

প্রথম আলো

বৃহস্পতিবার, ৮ অক্টোবর ২০২৬,

সরকারের অগ্রাধিকার শ্রমিক অধিকার ও ব্যাপক কর্মসংস্থান

বাসস, ঢাকা

বর্তমান সরকারকে শ্রমবান্ধব উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রীর শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা মাহদী আমিন বলেছেন, শ্রমিকের অধিকার রক্ষা এবং ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করাই সরকারের মূল অগ্রাধিকার। সরকার শ্রমিকদের অধিকার ও উন্নত কর্মপরিবেশ নিশ্চিতে পুরোপুরি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

গতকাল বুধবার সচিবালয়ে ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশন (আইটিইউসি) এবং ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন অব এমপ্লয়ার্সের (আইওই) এক উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখপাত্র এ কথা বলেন। বৈঠকে ইপিজেডের অর্থনৈতিক ভূমিকা ও কর্মসংস্থানের ধারাবাহিকতায় স্বাতন্ত্র্য ধরে রাখার জন্য সর্বজনীন আইন ও নীতিমালা বাস্তবায়নের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

প্রতিনিধিদলে ছিলেন আইটিইউসির জেনারেল সেক্রেটারি লুক ট্রায়াঙ্গল, আইওইর ভাইস চেয়ার কাইজার মোয়ানে, আইএলও গভর্নিংবডির সদস্য জেস ডোগট, আইএলওর কান্ট্রি ডিরেক্টর মারা টুনিসসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। মাহদী আমিন ছাড়াও বৈঠকে ছিলেন শ্রম ও কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী।

বর্তমান সরকার শ্রমিকের অধিকার সুসংহত করতে অন্তর্বর্তীকালের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে বলে উল্লেখ করেন মাহদী আমিন। তিনি বলেন, শ্রমিক স্বার্থ রক্ষায় আইটিইউসি ও আইওইর মতো আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর সুচিন্তিত পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে সরকার একসঙ্গে এগিয়ে যেতে চায়।

প্রথম আলো

শুক্রবার, ৯ অক্টোবর ২০২৬

চালুর দুই দিনের মাথায় বন্ধ যমুনা সার কারখানা

গ্যাস-সংকটকাটিয়ে প্রায় আট মাস পর জামালপুরের সরিষাবাড়ীর যমুনা সার কারখানায় (জেএসিএল) পুরোদমে সার উৎপাদন শুরু হয়েছিল। কিন্তু দুই দিনের মাথায় যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে আবার উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার প্রথম আলোকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কারখানার মহাব্যবস্থাপক (অপারেশন) মো. ফজলুল হক। তিনি জানান, গত বুধবার দিবাগত রাত সাড়ে তিনটার দিকে একটি প্ল্যান্টের বয়লারে ছিদ্র দেখা যায়। সেটি মেরামতের জন্য উৎপাদন বন্ধ রাখা হয়েছে। আগামীকাল শনিবার আবার পুরোদমে উৎপাদনে ফিরতে পারবেন বলে তাঁর আশা। মহাব্যবস্থাপক জানান, বর্তমানে যে গ্যাসের চাপ পাওয়া যাচ্ছে, তাতে কারখানায় দৈনিক প্রায় ১ হাজার ৩০০ মেট্রিক টন ইউরিয়া উৎপাদন হবে। গ্যাসের চাপ আরও বাড়লে উৎপাদন ১ হাজার ৩৫০ থেকে ১ হাজার ৪০০ মেট্রিক টন পর্যন্ত হতে পারে। কারখানা সূত্রে জানা গেছে, গ্যাস-সংকটে চলতি বছরের ১৫ ফেব্রুয়ারি উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। প্রায় আট মাস পর গত সোমবার রাতে কারখানাটি আবার পুরোদমে চালু হয়েছিল। সরিষাবাড়ী উপজেলার তারাকান্দিতে অবস্থিত যমুনা সার কারখানা ১৯৯১ সালে দৈনিক ১ হাজার ৭০০ টন উৎপাদনক্ষমতা নিয়ে উৎপাদন শুরু করে। কারখানাটি থেকে উত্তরবঙ্গের ১৬ জেলাসহ মোট ১৯ জেলায় সার সরবরাহ করা হয়।

প্রতিনিধি, জামালপুর

THURSDAY OCTOBER 8, 2026
ASHWIN 23, 1433 BS
The Daily Star

Saudi-bound workers deserve a fairer skills-testing system



Md Abbas, a former journalist, is currently working in corporate communications. He can be reached at abdulla180395@gmail.com.

■ MD ABBAS

Saudi Arabia is Bangladesh's biggest labour market, which mostly recruits many semi-skilled workers to low-paid jobs, including cleaning, construction, and loading and unloading. However, the cost of entering this labour market is not low, as migrant aspirants, have to undergo mandatory skill verification processes among other things and the fees for those keep rising, making migration to Saudi Arabia almost unaffordable for low-income workers.

Last month, the Saudi Arabian government increased the fee for Takamol—a test foreign workers must take for skills verification—from $50 to $85, in other words, a 70 percent hike in test fees. The test was made mandatory for workers from Bangladesh in 2022. Since then, 4,47,572 migrant aspirants have taken the exam, and 1,22,909, or 27 percent, failed.

While there is no objection to the need to verify workers' skills through tests, as it helps employers ensure that workers have the required skills for the jobs, the structure, scope and cost of this exam often do not match the reality migrant workers face.

Saudi Arabia launched the skills verification programme in 2021 and the pre-arrival testing was rolled out in phases in labour-exporting countries from 2022 for technical professions such as plumbing, electrical work, welding, refrigeration, and automobile electrical work. Later, it was expanded to 73 other professions, including cleaning and loading. It is worth examining how effective a computer-based skills test can be for a cleaner or a general worker, and to what extent the test result helps secure a job or increase a worker's wages. So far, there is little evidence of significant wage increases.

According to workers and media reports, the monthly income of cleaners and construction workers ranges from Tk 25,000 to Tk 30,000. But a worker needs to pay Tk 3.5 lakh to Tk 5 lakh in migration costs to go to Saudi Arabia. The increase in test fees is adding to this cost. If a worker fails the exam, he has to retake the exam, paying $85 again.

If a certificate makes a worker more skilled, strengthens their ability to negotiate, and ultimately helps increase their wages, then the certificate certainly has economic value. But when a worker has to pay fees repeatedly for the same exam while their wages remain stagnant, the effectiveness and rationale of the entire process from the worker's point of view must be examined.

Last year in November, the Bangladesh government tried to push back against the fee. The then Secretary of the Ministry of Expatriates' Welfare and Overseas Employment Neyamat Ullah Bhuiyan, raised the issue during a meeting with Takamol officials in Riyadh. He requested that the $50 fee be waived for workers retaking the test as it places extra burden on low-income workers. A year later, the waiver did not come; a fee hike of 70 percent did.

A labour agreement was also signed between Bangladesh and Saudi Arabia last year. It stated that every worker would receive a written job offer and employment agreement through an approved digital system before travelling to Saudi Arabia. It also prohibited employers from deducting unauthorised fees or other charges from workers' wages and required wages to be paid through bank accounts.

It is crucial that this agreement is implemented properly because the cost of migration does not end with travelling from Bangladesh to Saudi Arabia. Visa fees, medical tests, training, biometric registration, skills tests and other mandatory processes all add to the total cost of migration. And to recover that cost, a Bangladeshi cleaner in Saudi Arabia, for instance, must work for more than a year.

Another important issue is the recognition of skills. According to some media reports, this year the Bangladesh government has proposed that the Saudi Arabian government directly recognise the national skills certificate conferred by the National Skills Development Authority. If the proposal is implemented, workers who have a skills certificate from Bangladesh may not have to sit for the pre-arrival Takamol skills test. This could reduce the additional cost of migration for workers.

The largest share of Bangladesh's remittances come from Saudi Arabia. According to Bangladesh Bank, Bangladesh received $35.59 billion in workers' remittances in FY2025-26, of which $5.85 billion came from Saudi Arabia. That means Saudi Arabia alone accounted for around 16 percent of Bangladesh's total remittance inflows. Therefore, it is crucial to examine how much these workers spend to enter the Saudi labour market and what they earn in return.

If migration is to become a means of improving a family's economic condition, then the process must be worker-friendly. Skill evaluation is obviously important, but if it places an additional financial burden on workers in the name of skills testing, while the financial value of those skills is not reflected in their wages, then there remains a gap between the intention of the tests and the outcome.

In the end, the value of a certificate for a worker does not lie in the paper itself. It lies in what that certificate does for his life. If it helps increase his wages, improve his job security, and create opportunities for better jobs, then it has a clear purpose. Otherwise, who really benefits from these tests remains unclear.

সমকাল
রোববার | ১১ অক্টোবর ২০২৬

বন্ধের পথে পরিবেশবান্ধব চামড়া কারখানা সুপারেক্স



- কারখানা বিক্রি করে ঋণ পরিশোধের চাপ ব্যাংকের
- ২০২৩ সালে দেশের চতুর্থ ট্যানারি হিসেবে এলডব্লিউজি সনদ পায় খুলনার এই ট্যানারি
- উদ্যোক্তা মনে করছেন, ৩০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ হলে মাসে ১২০ কোটি টাকার চামড়ার পণ্য রপ্তানি সম্ভব

■ হাসান হিমালয়, খুলনা

২০১৬ সালে খুলনার ফুলতলা উপজেলার উত্তরডিহি গ্রামে স্থাপিত হয় সুপারেক্স লেদার নামের পরিবেশবান্ধব কারখানা। প্রায় ৭০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪০ একর জমির ওপর শীর্ষস্থানীয় চামড়া প্রক্রিয়াজাত এ কারখানাকে ২০২৩ সালে পরিবেশবান্ধব সনদ দেয় আন্তর্জাতিক লেদার ওয়ার্কিং গ্রুপ (এলডব্লিউজি)। ইতালি, পর্তুগাল, স্পেন, তাইওয়ান, জাপানের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে মাসে গড়ে ৮ থেকে ১০ লাখ বর্গফুট চামড়া রপ্তানি করত সুপারেক্স।

করোনা সংক্রমণের পর থেকে রপ্তানিতে ছন্দপতন ঘটে। অর্থায়নের প্রতিশ্রুতি দিয়েও হঠাৎ উল্টো পথে হাঁটা শুরু করে বিনিয়োগকারী ইসলামী ব্যাংক। এর মধ্যে হঠাৎ চামড়ার দরপতনে প্রায় ৮০ কোটি টাকা লোকসানের মুখে পড়ে সুপারেক্স। ভুয়া এলসির পণ্য পাঠিয়ে আটকা পড়ে ২৮ কোটি টাকা। চতুর্মুখী সংকটে পড়া প্রতিষ্ঠানটি ৩০০ কোটি টাকা পুনর্বিনিয়োগ সহযোগিতার ব্যাংকে আবেদন করে। তাতেও সাড়া মেলেনি।

ব্যাংকের সহযোগিতা না পেয়ে 'সুপার জুট মিল' নামের তাঁর অন্য রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠানের টাকা চামড়া কারখানায় বিনিয়োগ করেন এর উদ্যোক্তা। কিন্তু চামড়ার চাহিদা কমে যাওয়ায় এখন দুটি প্রতিষ্ঠান সংকটে। ইসলামী ব্যাংকের ২৮৬ কোটি টাকা ঋণ সুদে আসলে এখন দাঁড়িয়েছে ৪৩০ কোটি টাকায়। ব্যাংক এখন সম্ভাবনায় কারখানাটি বিক্রি করে ঋণ পরিশোধের চাপ দিচ্ছে। এর ফলে বন্ধের ঝুঁকিতে পেড়েছে সুপারেক্স।

সরেজমিনে ঘুরে দেখা গেছে, ৪০ একর জমির ওপর বিশাল কারখানা এলাকার মধ্যে ১৫ একর জায়গাজুড়ে ফল বাগান। লাল সিরামিকের কারুকাজ করা চার লাখ বর্গফুটের বিশাল স্থাপনাটিকে কারখানা মনেই হয় না। প্রশাসনিক ভবন ও অতিথিদের ডরমিটরিও নান্দনিক নকশায় তৈরি। প্রধান ফটক দিয়ে বাম হাতে গেলে কাঁচা চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র।

পুরো কারখানা চলছে ইতালীয় যন্ত্রপাতিতে। কারখানায় বিশাল আকারের হিমাগার রয়েছে। সেখানে একসঙ্গে পাঁচ লাখ গরু ও দুই লাখ ছাগলের চামড়া রাখা সম্ভব। এক একর জায়গাজুড়ে রয়েছে ইফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্লান্ট (ইটিপি)। কর্মকর্তারা জানান, ট্যানারিতে প্রতিদিন এক লাখ ফুট চামড়া প্রক্রিয়াজাত করা সম্ভব। মূলধন ও অর্ডারের অভাবে মাত্র ২০ হাজার বর্গফুট উৎপাদন হচ্ছে।

সংকটের শুরু

সুপারেক্স লেদারের প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফিরোজ আহমেদ ভূইয়া বলেন, 'পাটের সুতা রপ্তানি ছিল আমার মূল ব্যবসা। সেই সাগর জুট মিল তিনবার রপ্তানি ট্রফি পেয়েছে। ২০১৬ সালে জুট মিল পরিদর্শনে এসে ইসলামী ব্যাংকের তৎকালীন এমডি আমাকে নতুন আরেকটি কারখানা নির্মাণের প্রস্তাব দেন। সেই অনুযায়ী আমি কাজ শুরু করি।'

তাঁর ভাষায়, '২০১৭ সালে ইসলামী ব্যাংক এস আলম গ্রুপের হাতে চলে যায়। আমার বিনিয়োগ পিছিয়ে যায়। জমানো টাকা, জুট মিলের ঋণের টাকা দিয়ে কাজ চালিয়ে যেতে থাকি। পরে কয়েকটি ধাপে ব্যাংক ২৮৬ কোটি টাকা দেয়। কিন্তু পুরো কাজ শেষ করতে ৭০০ কোটি টাকার মতো খরচ হয়ে গেছে।'

ফিরোজ আহমেদ ভূইয়া বলেন, 'কারখানা নির্মাণ হয়েছে কিন্তু কাঁচাচামড়া, পাট কেনার মতো কোনো টাকা আর আমার হাতে ছিল না। ওই সময় ব্যাংক অর্থায়ন করলে ব্যবসা টিকে যেত। এখন ব্যাংক বলছে, ফ্যাক্টরি বিক্রি করো।' তিনি যোগ করেন, বিক্রি করতে চাইলে কেনার লোকের অভাব নেই। নিজের হাতে তৈরি এ প্রতিষ্ঠান বিক্রি করে দিতে হলে সেটা হবে সবার জন্যই লজ্জার।'

ইসলামী ব্যাংকের খুলনা অঞ্চলপ্রধান মিজানুর রহমান সমকালকে বলেন, 'ওই সময় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কী কথা হয়েছে, আমরা জানি না। দীর্ঘদিন ধরে ঋণের কিস্তি পরিশোধ না করায় গ্রাহককে খেলাপি শ্রেণিভুক্ত করা হয়েছে। তাদের নতুন করে ঋণ দেওয়ার সুযোগ নেই। স্বাভাবিকভাবে ব্যাংক টাকা আদায়ের চেষ্টা করছে।'

উদ্যোক্তার প্রস্তাব

ফিরোজ আহমেদ ভূইয়া বলেন, বিশ্ববাজারে ফিনিশড চামড়ার চাহিদার চাহিদা কিছুটা কমেছে। কিন্তু চামড়ার তৈরি পণ্যের দাম বাড়ছে। তাঁর কারখানা থেকে মাসে ১২০ কোটি টাকার চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি সম্ভব। জমি-জায়গা সব আছে, কিন্তু বিনিয়োগের টাকা নেই। ৩০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের জন্য কয়েক বছর ধরে ব্যাংকে ঘুরেও ফল পাচ্ছেন না।

তিনি বলেন, 'এলডব্লিউজি সনদ ও সবুজ কারখানা হওয়ায় আমার ফ্যাক্টরির কদর সারাবিশ্বে। বাংলাদেশের হাতে কয়েকটি কারখানার এই সনদ রয়েছে। বিশ্বখ্যাত কয়েকটি নামকরা প্রতিষ্ঠান এবং পুরাতন ক্রেতারা চামড়ার ব্যাগসহ পণ্য উৎপাদনের প্রস্তাব দিচ্ছে।' তিনি মনে করেন, অন্য অনেক কারখানার চাইতে বেশি অর্ডার পাবেন। আরও ১০ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হবে। ব্যাংক ৩০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করলে ৫ বছরের মধ্যে পুরো টাকা ফেরত দিতে পারবেন। সেই সুযোগ ব্যাংক দিচ্ছে না।

ইসলামী ব্যাংকের দৌলতপুর শাখার ব্যবস্থাপক ইফতেখার হোসেন আল মামুন সমকালকে বলেন, সুপারেক্স লেদার ও সুপার জুট মিল দুটি প্রতিষ্ঠানই খেলাপি। নতুন করে বিনিয়োগ করলে ফেরত পাওয়া নিয়ে সংশয় রয়েছে। এজন্য ঋণ আদায়কে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

সংবাদ
ঢাকা : শুক্রবার ২৪ আশ্বিন ১৪৩৩
Dhaka : Friday 9 October 2026

ইলিশ রক্ষায় নিষেধাজ্ঞা: জেলেদের জীবিকার কথাও ভাবতে হবে

মা ইলিশের নিরাপদ প্রজনন নিশ্চিত করতে গত বুধবার রাত থেকে দেশের নদী ও সাগরে ২২ দিনের নিষেধাজ্ঞা শুরু হয়েছে। এ সময়ে ইলিশসহ সব ধরনের মাছ ধরা, পরিবহন, মজুত, বাজারজাত ও কেনাবেচা নিষিদ্ধ। ইলিশ দেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ। এর প্রজনন নিশ্চিত করা জরুরি। তবে নিষেধাজ্ঞা সফল করতে হলে জেলেদের জীবন-জীবিকার কথাও ভাবতে হবে।

প্রতি বছর নিষেধাজ্ঞার সময় জেলেদের খাদ্য সহায়তা দেওয়া হয়। এবার সারা দেশে ৬ লাখ ৪৬ হাজার ২৯০ জেলের জন্য ২৫ কেজি করে চাল বরাদ্দ হয়েছে। এই সহায়তা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট কিনা সেই প্রশ্ন রয়েছে। বরিশাল বিভাগের ৩ লাখ ৫৮ হাজার ৫১৬ জেলের মধ্যে সহায়তা পাবেন নির্দিষ্ট সংখ্যক জেলে। লক্ষ্মীপুরে নিবন্ধিত প্রায় ৫৪ হাজার জেলের মধ্যে ১১ হাজার ৮৫০ জন বরাদ্দের বাইরে রয়েছেন। যে কারণে নিষেধাজ্ঞার সময়ে অনেক পরিবারকে খাদ্যসংকট ও ঋণের চাপের মুখে পড়তে হচ্ছে।

শুধু চাল দিয়ে একটি পরিবারের সব প্রয়োজন মেটানো সম্ভব নয়। মাছ ধরার ওপর নির্ভরশীল মানুষের আয় ২২ দিন বন্ধ থাকবে। তবে তাদেরকে ঋণের কিস্তি, চিকিৎসা, শিক্ষা ও অন্যান্য খরচ চালাতে হবে। খাদ্যের পাশাপাশি জেলেদের নগদ সহায়তা ও বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা দরকার।

নিষেধাজ্ঞা ভাঙার জন্য শুধু জেলেদের দায়ী করলে সমস্যার সমাধান হবে না। মৌসুমি ও বহিরাগত জেলেদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। পাশাপাশি অবৈধ জাল সরবরাহকারী, মাছ ব্যবসায়ী ও ক্রেতাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নিতে হবে।

ইলিশের প্রজনন রক্ষায় ২২ দিনের নিষেধাজ্ঞা অবশ্যই কার্যকর করতে হবে। আবার নিষেধাজ্ঞার কারণে প্রকৃত জেলেরা যেন অনাহারে না থাকেন সেটাও দেখতে হবে। সময়মতো পর্যাপ্ত সহায়তা, জেলেদের সঠিক তালিকা এবং কঠোর নজরদারি নিশ্চিত করা গেলে নিষেধাজ্ঞার উদ্দেশ্য সফল হবে।

সমকাল
ঢাকা : শুক্রবার ২৪ আশ্বিন ১৪৩৩
Dhaka : Friday 9 October 2026

বন্ধ সরকারি কারখানায় ফিরেছে উৎপাদন, প্রাণের বিনিয়োগে ৫ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান

বাসস

বছরের পর বছর বন্ধ পড়ে থাকা সরকারি শিল্পকারখানায় আবারও উৎপাদনের চাকা ঘুরছে। সরকারের উদ্যোগে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের (পিপিপি) আওতায় এসব কারখানা ইজারা নিয়ে উৎপাদনে ফিরিয়ে আনছে প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ। ইতোমধ্যে রাজশাহীর দুটি বন্ধ কারখানায় উৎপাদন শুরু হয়েছে। সেখানে কর্মসংস্থান হয়েছে প্রায় পাঁচ হাজার মানুষের, যাদের প্রায় ৯০ শতাংশই নারী। বন্ধ হয়ে থাকা সরকারি কলকারখানা পুনরায় চালু করে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বাড়ানোর বিষয়টি প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের অন্যতম অঙ্গীকার ছিল। সেই অঙ্গীকার বাস্তবায়নের অংশ হিসেবেই বন্ধ সরকারি শিল্পকারখানাগুলোকে বেসরকারি বিনিয়োগের মাধ্যমে আবার উৎপাদনে ফেরানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ইতোমধ্যে কয়েকটি কারখানা বেসরকারি উদ্যোক্তাদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের বিপণন পরিচালক কামরুজ্জামান কামাল বাসস'কে বলেন, রাজশাহীতে বরেন্দ্র রাজশাহী টেক্সটাইল লিমিটেড ও রাজশাহী জুট মিলস লিমিটেড ইজারা নিয়ে সেখানে ফুটওয়্যার, লাগেজ, লেডিস ব্যাগ, তাঁবু ও ছাতা উৎপাদন করা হচ্ছে। এসব কারখানায় উৎপাদিত পণ্য দেশের বাজারের পাশাপাশি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হচ্ছে। উৎপাদন লাইন আরও সম্প্রসারণ করে আগামী দিনে আরও ১৫ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান তৈরির লক্ষ্য নিয়ে কাজ চলছে তিনি জানান, গত আগস্টে পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন আরও দুটি জুট মিলও সরকারের কাছ থেকে ইজারা পেয়েছে প্রাণ-আরএফএল। প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে মিল দুটি প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের কাছে হস্তান্তর করা হয়। খুব শিগগিরই এসব মিলেও উৎপাদন শুরু হবে।

কামরুজ্জামান কামাল বলেন, দেশের বিভিন্ন স্থানে বছরের পর বছর বন্ধ থাকা সরকারি শিল্পকারখানাগুলোকে আবার উৎপাদনের আওতায় আনার ফলে একদিকে অব্যবহৃত সরকারি সম্পদের ব্যবহার বাড়ছে, অন্যদিকে তৈরি হচ্ছে কর্মসংস্থান ও রপ্তানির নতুন সুযোগ। এসব কারখানায় আগে থেকেই বিদ্যুৎ, গ্যাস, সড়ক যোগাযোগ ও ভবনসহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর বড় অংশ থাকায় নতুন করে শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলার তুলনায় দ্রুত এবং কম খরচে উৎপাদনে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে।

প্রাণ-আরএফএলের এই পরিচালক জানান, পিপিপি'র আওতায় দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা মিলগুলো পুনরায় চালুর উদ্যোগ নিয়ে সরকার আবেদন আহ্বান করে। প্রাণ-আরএফএল আবেদন করার পর সরকারের নির্ধারিত শর্ত পূরণ সাপেক্ষে প্রাথমিকভাবে ৩০ বছরের জন্য এসব মিল বরাদ্দ পায়।

কালের কণ্ঠ
রবিবার। ১১ অক্টোবর ২০২৬

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী

শ্রমিকদের সার্বিক কল্যাণে কাজ করছে সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট ▷

শ্রমিকদের সার্বিক কল্যাণে সরকার কাজ করছে বলে জানিয়েছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী। তিনি বলেছেন, অসুস্থ ও দুর্ঘটনায় আহত শ্রমিকদের চিকিৎসা সহায়তার পাশাপাশি শ্রমিক পরিবারের মেধাবী সন্তানদের লেখাপড়ার খরচ বহনে সরকার সহযোগিতা করবে।

গতকাল শনিবার সিলেট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের ৩৪তম পরিচালনা বোর্ড সভায় অনুমোদিত অসুস্থ ও দুর্ঘটনায় আহত-নিহত শ্রমিক এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আর্থিক সহায়তার চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নির্দেশনায় শ্রমিকদের চিকিৎসা, সন্তানদের শিক্ষা ও জীবনমান উন্নয়নে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। শ্রমমন্ত্রী বলেন, এ সহায়তা শ্রমিকদের দুর্দিনে সরকারের পাশে থাকার প্রতীক। রিকশাচালক থেকে শুরু করে বিভিন্ন পেশার শ্রমিকরা কঠিন রোগে আক্রান্ত হলে নির্ধারিত পদ্ধতিতে আবেদন করে এ সহায়তা পেতে পারেন। জেলা প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের মাধ্যমে আবেদন করলে যাচাইপ্রক্রিয়া সহজ ও দ্রুত হবে।

মন্ত্রী আরো বলেন, আর্থিক সংকটের কারণে কোনো মেধাবী শিক্ষার্থীর পড়াশোনা যেন বন্ধ না হয়, সে বিষয়ে সরকার গুরুত্ব দিচ্ছে। শ্রমিক পরিবারের মেধাবী সন্তানদের ফল ও যোগ্যতা যাচাই করে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া হবে।

TUESDAY 13.10.2026 THE BUSINESS STANDARD

Bangladesh, EU discuss expanding migration pathways for skilled workers

MIGRATION - BANGLADESH

TBS REPORT

Bangladesh has urged the European Union (EU) and its member states to expand legal migration opportunities for skilled Bangladeshi workers and professionals as the two sides agreed to strengthen cooperation on migration management.

The issue was discussed when EU Commissioner for Migration and Home Affairs Magnus Brunner paid a courtesy call on Foreign State Minister Shama Obaed at the ministry yesterday.

EU Ambassador to Bangladesh Michael Miller was also present, according to a foreign ministry press release.

During the meeting, Shama Obaed reaffirmed Bangladesh's commitment to safe, orderly and regular migration, calling for practical, demand-driven and results-oriented mobility corridors to facilitate legal migration.

She also highlighted the government's adoption of the National Action Plan 2026–2030 to implement the objectives of the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration.

Brunner presented the EU's Eastern Corridor Initiative, which aims to combat irregular migration by engaging countries of origin and transit, along with other stakeholders.

Shama Obaed expressed Bangladesh's willingness to cooperate under the initiative and briefed the commissioner on measures to prevent and combat irregular migration, including efforts to tackle document fraud and criminal networks.

She stressed the need to address the root causes of irregular migration while expanding opportunities for regular migration.

Both sides agreed to strengthen cooperation on migration and maintain dialogue on shared priorities, the press release said.

বাংলা দেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
রবিবার ॥ ১১ অক্টোবর ২০২৬

সাক্ষাৎকার

ড. আলী আফজাল

কৃষিবিদ গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং গ্লোরিয়াস ল্যান্ডস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টস লিমিটেডের চেয়ারম্যান। আবাসন খাতের ব্যবসায়ীদের সংগঠন রিহ্যাব সভাপতি। এই খাতের সংকট মোকাবিলা, ব্যবসার পরিবেশ উন্নয়ন এবং সাধারণ মানুষের জন্য সাশ্রয়ী আবাসনের সুযোগ সম্প্রসারণ তাঁর নেতৃত্বে খাতটির গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়

আবাসন খাতে সংকট, ঝুঁকিতে ৫০ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান

তনিমা রহমান

উচ্চ নির্মাণ ব্যয়, ঋণের উচ্চ সুদ, ফ্ল্যাটের ক্রেতা সংকট ও নিবন্ধন ব্যয়ের চাপে স্থবির হয়ে পড়েছে দেশের আবাসন খাত। কমেছে ফ্ল্যাট কেনাবেচা, বন্ধ হচ্ছে বিভিন্ন আবাসন প্রকল্প। এর প্রভাব পড়ছে রড, সিমেন্ট, সিরামিক, ফার্নিচারসহ সংশ্লিষ্ট শিল্পে। ঝুঁকিতে পড়েছে লাখো মানুষের কর্মসংস্থানও। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে গৃহঋণের সুদহার ৫ শতাংশে নামানো, আবাসন ব্যবসায়ীদের জন্য এক অঙ্কের সুদে ঋণ, নিবন্ধন ব্যয় সহনীয় পর্যায়ে আনা এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্বে সাশ্রয়ী আবাসন গড়ে তোলার প্রস্তাব দিয়েছেন আবাসন ব্যবসায়ীদের সংগঠন রিহ্যাবের সভাপতি ড. আলী আফজাল।

রিহ্যাব সভাপতি বলেন, নির্মাণসামগ্রীর দাম বাড়লেও সেই অনুপাতে ফ্ল্যাটের দাম বাড়ানো সম্ভব হচ্ছে না। ফলে আবাসন ব্যবসায়ীরা আর্থিক চাপে পড়ছেন। তাঁর দাবি, যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে নির্মাণসামগ্রীর দাম প্রায় ৩১ শতাংশ বেড়েছিল। পরে আরও ১২ শতাংশ বৃদ্ধিতে মোট ব্যয় বৃদ্ধি প্রায় ৪৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। অথচ ক্রেতাদের সঙ্গে আগে নির্ধারিত দামে ফ্ল্যাট বিক্রি করতে গিয়ে অনেক প্রতিষ্ঠান লোকসানের মুখে পড়ছে। তিনি বলেন, আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘ সময় লাগে। ক্রেতারা কয়েক বছর আগে চুক্তি করে কিস্তিতে অর্থ পরিশোধ করেন। এ সময়ে নির্মাণ ব্যয় অনেক বেড়ে গেলেও চুক্তিমূল্য সমন্বয় করা কঠিন। বড় প্রতিষ্ঠানগুলোর কিছুটা সামর্থ্য থাকলেও মাঝারি ও ছোট আবাসন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এ চাপ সামলানো কঠিন হয়ে পড়ছে। এরই মধ্যে অনেক প্রকল্পের কাজ বন্ধ হয়েছে, কমেছে জনবল।

ক্রেতার সামর্থ্য কমেছে : ফ্ল্যাটের চাহিদা কমার প্রধান কারণ হিসেবে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস ও বিনিয়োগে অনিশ্চয়তার কথা উল্লেখ করেন রিহ্যাব সভাপতি। তাঁর মতে, মানুষ ফ্ল্যাট কিনতে চায় না–বিষয়টি এমন নয়; বরং বর্তমান দামে কেনার সামর্থ্য অনেকের নেই। উচ্চ সুদে গৃহঋণ নেওয়াও মধ্যবিত্তের জন্য কঠিন হয়ে পড়েছে।

তিনি বলেন, আবাসন খাতের সংকট করোনাকাল থেকেই বাড়তে শুরু করে। পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা বিনিয়োগকারীদের সিদ্ধান্তে প্রভাব ফেলেছে। বিদেশি বিনিয়োগকারীদের মধ্যেও বিনিয়োগের অর্থ ও মুনাফা ফেরত পাওয়ার নিশ্চয়তা নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে বলে জানান তিনি।

ক্ষতিগ্রস্ত ২৭০ সংযুক্ত শিল্প : আবাসন খাতের সঙ্গে রড, সিমেন্ট, সিরামিক ও ফার্নিচারসহ প্রায় ২৭০টি সংযুক্ত শিল্প জড়িত বলে জানান আলী আফজাল। এসব শিল্পের বড় ক্রেতা আবাসন খাত। ফলে ফ্ল্যাট নির্মাণ ও বিক্রি কমে গেলে সংশ্লিষ্ট শিল্পগুলোর বিক্রিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একই সঙ্গে ব্যাংকঋণ পরিশোধে সমস্যা তৈরি হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে।

রিহ্যাব সভাপতির দাবি, আবাসন খাতে প্রায় ৫০ লাখ মানুষ কর্মরত। প্রকল্প কমে যাওয়ায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মী ছাঁটাই হচ্ছে। তবে ছাঁটাইয়ের সুনির্দিষ্ট পরিসংখ্যান তাঁর কাছে নেই বলে জানান তিনি।

নিবন্ধন ব্যয় কমানোর দাবি : ফ্ল্যাটের দাম সাধারণ মানুষের নাগালে আনতে নিবন্ধন ব্যয় কমানোর ওপর গুরুত্ব দেন রিহ্যাব সভাপতি। তাঁর ভাষ্য, বর্তমানে ফ্ল্যাটের নিবন্ধন ও সংশ্লিষ্ট কর-ফি মিলিয়ে ব্যয় প্রায় ১১ থেকে ১৬ শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে। এতে ক্রেতার ওপর বাড়তি চাপ পড়ে এবং অনেকে নিবন্ধন পিছিয়ে দেন। তিনি বলেন, প্রকৃত বাজারমূল্যের ভিত্তিতে নিবন্ধনের ব্যবস্থা করা এবং ব্যয় সহনীয় পর্যায়ে নামানো গেলে ক্রেতারা উপকৃত হবেন, একই সঙ্গে নিবন্ধন বাড়ার মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব আয়ও বাড়তে পারে।



নির্মাণ ব্যয় ৪৩ শতাংশ বেড়েছে, দাবি রিহ্যাব সভাপতির। গৃহঋণের সুদ ৫ শতাংশে নামানো ও নিবন্ধন ব্যয় কমানোর প্রস্তাব

এ ছাড়া জমি ও ভবনের নকশা অনুমোদনসহ বিভিন্ন সরকারি সেবা পুরোপুরি ডিজিটাল করার দাবি জানান তিনি। তাঁর মতে, অনুমোদনে দীর্ঘসূত্রতা ও অনিয়মের কারণে প্রকল্পের সময় ও ব্যয় বাড়ে, যার বোঝা শেষ পর্যন্ত ক্রেতাদেরই বহন করতে হয়।

৫ শতাংশ সুদে গৃহঋণের প্রস্তাব : মধ্যবিত্তের আবাসন নিশ্চিত করতে গ্রাহকপর্যায়ে ৫ শতাংশ সুদে দীর্ঘমেয়াদি গৃহঋণ দেওয়ার প্রস্তাব দেন আলী আফজাল। তাঁর মতে, ঢাকায় তুলনামূলক বেশি সুদে, জেলা শহরে আরও কম সুদে এবং উপজেলা ও গ্রামাঞ্চলে প্রায় ১ শতাংশ সুদে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা গেলে রাজধানীমুখী চাপ কমানো সম্ভব। পাশাপাশি আবাসন ব্যবসায়ীদের জন্য এক অঙ্কের সুদে ঋণের ব্যবস্থাও প্রয়োজন।

তিনি বলেন, আবাসনকে শুধু বাণিজ্যিক খাত হিসেবে না দেখে মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের অংশ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। এ খাতে নীতিসহায়তা দিলে নির্মাণ ব্যয় কমানো এবং সাশ্রয়ী আবাসন নিশ্চিত করা সহজ হবে।

সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিতে সাশ্রয়ী আবাসন : সাশ্রয়ী আবাসন গড়ে তুলতে সরকারি জমি ব্যবহার করে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন রিহ্যাব সভাপতি। তাঁর মতে, কৃষিজমি নষ্ট না করে অব্যবহৃত সরকারি জমিতে পরিকল্পিত আবাসন গড়ে তোলা যেতে পারে। পাশাপাশি ঢাকার আশপাশের জেলা ও উপজেলা থেকে রাজধানীতে যাতায়াত সহজ করতে উন্নত সড়ক যোগাযোগ গড়ে তোলা প্রয়োজন।

তিনি আরও বলেন, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানকে পুনরায় সচল করতে সরকারের নীতিসহায়তা কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন জরুরি। ঋণ পুনঃতফসিল, সুদ মওকুফ ও স্বল্প সুদে অর্থায়নের বিষয়ে নেওয়া উদ্যোগগুলোর সুফল ব্যবসায়ীরা যেন পান, তা নিশ্চিত করতে হবে। রিহ্যাব সভাপতির মতে, সরকার, ব্যাংক ও আবাসন ব্যবসায়ীদের সমন্বিত উদ্যোগে নির্মাণ ব্যয়, গৃহঋণের সুদ ও নিবন্ধন ব্যয় কমানো গেলে আবাসন খাতে গতি ফিরবে। এতে শুধু ফ্ল্যাটের বাজার নয়, সংশ্লিষ্ট শিল্প, কর্মসংস্থান ও সামগ্রিক অর্থনীতিও উপকৃত হবে।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। মঙ্গলবার। ১৩ অক্টোবর ২০২৬

এআইয়ের চাপে পোশাক খাতের ১২ লাখ চাকরি ঝুঁকিতে

এম সায়েম টিপু, ব্যাঙ্কক থেকে ▷



» ২০৪১ সালের মধ্যে পোশাক খাতে সর্বোচ্চ ১২ লাখ ২০ হাজার চাকরি অটোমেশনের ঝুঁকিতে পড়তে পারে

» নারী পোশাক শ্রমিকদের প্রায় ৬০ শতাংশের কর্মসংস্থান ঝুঁকিতে পড়ার আশঙ্কা সিপিডির গবেষণায়

একসময় একটি পোশাক কারখানায় যে কাজ করতে অনেক শ্রমিকের প্রয়োজন হতো, স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের ব্যবহার বাড়লে সেই কাজ কমসংখ্যক কর্মী দিয়েও করা সম্ভব হতে পারে। আবার যন্ত্র পরিচালনা, উৎপাদনের মান যাচাই কিংবা ডিজিটাল ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজন হবে নতুন দক্ষতার। এই পরিবর্তনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের লাখ লাখ পোশাক শ্রমিকের ভবিষ্যৎ। প্রযুক্তি শিল্পের উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর সুযোগ তৈরি করছে, কিন্তু প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও বিকল্প কাজের ব্যবস্থা না থাকলে অনেক শ্রমিকের কর্মসংস্থান ঝুঁকিতে পড়তে পারে।

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) এক গবেষণায় সতর্ক করা হয়েছে, অটোমেশনের কারণে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতে সর্বোচ্চ ১২ লাখ ২০ হাজার চাকরি ঝুঁকিতে পড়তে পারে। একই গবেষণায় বলা হয়েছে, নারী পোশাক শ্রমিকদের প্রায় ৬০ শতাংশের কর্মসংস্থান প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের কারণে ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে।

বিশ্ব শ্রমবাজারে এই পরিবর্তনের চিত্র উঠে এসেছে ব্যাঙ্ককে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) বার্ষিক সভার একটি গবেষণা উপস্থাপনায়ও। গতকাল সোমবার 'এআইয়ের যুগে এশিয়ার শ্রমবাজার : চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা' শীর্ষক উপস্থাপনাটি করেন আইএমএফের এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় বিভাগের অর্থনীতিবিদ দিব্যা কীর্তি। এশিয়ার বিভিন্ন দেশের লাখ লাখ অনলাইন চাকরির বিজ্ঞাপনের তথ্য বিশ্লেষণ করে উপস্থাপনাটিতে দেখানো হয়, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই শ্রমবাজারে কী ধরনের পরিবর্তন আনছে এবং কর্মীদের খাপ খাইয়ে নিতে কী নীতি প্রয়োজন। আইএমএফের সেমিনারে উপস্থাপিত গবেষণার মূল বক্তব্য হলো, এআইয়ের প্রভাব বেশি এমন পেশায় এআই-সংশ্লিষ্ট দক্ষতার চাহিদা তুলনামূলক কম প্রভাবিত পেশার প্রায় দ্বিগুণ। অন্যদিকে কিছু এআই-প্রভাবিত পেশায় নিয়োগের চাহিদা প্রায় ১০ শতাংশ কমেছে বলে গবেষণায় উঠে এসেছে। তবে এটি সামগ্রিক কর্মসংস্থান ১০ শতাংশ কমে যাওয়ার তথ্য নয়, বরং নিয়োগদাতাদের চাহিদায় পরিবর্তন এবং কর্মীদের নতুন দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে।

নারী শ্রমিক কেন বেশি ঝুঁকিতে : বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাত দেশের রপ্তানি আয় ও কর্মসংস্থানের অন্যতম প্রধান ভিত্তি। এই শিল্পে নারীদের অংশগ্রহণও দীর্ঘদিনের। সিপিডির গবেষণাটির লেখক দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, তৌফিকুল ইসলাম খান, মামতাজুল জান্নাত ও মালিহা রহমান। তাঁদের গবেষণায় বাংলাদেশের শ্রমবাজারের ভবিষ্যৎ নিয়ে বিভিন্ন সম্ভাব্য পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এতে দক্ষতার ঘাটতি, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা এবং শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষার দুর্বলতা গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হিসেবে উঠে এসেছে। নারী শ্রমিকদের ঝুঁকি বেশি হওয়ার একটি কারণ হলো তাঁদের অনেকে উৎপাদনের এমন কাজে নিয়োজিত, যেখানে পুনরাবৃত্তিমূলক কাজের স্বয়ংক্রিয়করণের সুযোগ রয়েছে। অন্যদিকে উন্নত প্রযুক্তি পরিচালনা, উৎপাদন পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার কাজে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও পদোন্নতির সুযোগ সবার সমান নয়।

চাকরি রক্ষায় কী করতে হবে : আইএমএফের গবেষণা উপস্থাপনায় এআই ব্যবহারের মৌলিক জ্ঞান, বিশেষায়িত প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং প্রতিষ্ঠানের কাজের সঙ্গে এআই যুক্ত করার সক্ষমতার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের জন্যও এই তিনটি ক্ষেত্র গুরুত্বপূর্ণ।

প্রযুক্তি নয়, প্রস্তুতির ঘাটতিই বড় পরীক্ষা : এআই ও অটোমেশনকে পুরোপুরি ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে বাংলাদেশের শিল্পেও প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে। কিন্তু সেই পরিবর্তনের সঙ্গে শ্রমিকদের প্রস্তুত করার দায়িত্বও উপেক্ষা করা যাবে না।

তরুণদের কর্মবাজারে প্রবেশ নিয়ে উদ্বেগ : বাংলাদেশসহ এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলোর সামনে আগামী এক দশকে প্রায় ১৫ কোটি নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির চ্যালেঞ্জ রয়েছে। বিপুলসংখ্যক তরুণের জন্য কাজের সুযোগ তৈরি করার এই সময়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) দ্রুত বিস্তার শ্রমবাজারে নতুন অনিশ্চয়তা তৈরি করছে।

সময়ের আলো
সোমবার। ১২ অক্টোবর ২০২৬

শিশু অধিকার দিবসের র‍্যালিতে অভিমত

শিশুশ্রম মুক্ত করে শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিতের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক

যেসব পরিবারে ১৪ বছরের কম বয়সি শিশু গৃহকর্মে নিয়োজিত রয়েছে, তাদের শিশুশ্রম থেকে মুক্ত করে শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে সব শিশুর জন্য ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা নিশ্চিত করতে সরকারকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে। শিশুর অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করে শিশুবান্ধব বাংলাদেশ গড়তে শিশু অধিকার দিবস ও বিশ্ব শিশু সপ্তাহ ২০২৬ উপলক্ষে বাংলাদেশ লেবার ফাউন্ডেশন (বিএলএফ) এবং শাপলা নীড় আয়োজিত মানববন্ধন ও র‍্যালি পরবর্তী সমাবেশে বক্তারা এসব কথা বলেন।

গতকাল শনিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে অনুষ্ঠিত এই মানববন্ধন ও র‍্যালিতে সরকারের প্রতিনিধি, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদফতরের প্রতিনিধি, শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (ঙঞঙ)-ইন্ডাস্ট্রিয়াল বাংলাদেশ কাউন্সিলসহ (আইবিসি) জাতীয় ও খাতভিত্তিক শ্রমিক সংগঠন, মালিক সংগঠন, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও), উন্নয়ন সহযোগী, সুশীল সমাজ এবং গণমাধ্যমের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

এ সময় বক্তারা জানান, বাংলাদেশ মাল্টিপল ইন্ডিকেটর ক্লাস্টার সার্ভে ২০২৫-এর প্রাথমিক ফলাফল অনুযায়ী, ৫ থেকে ১৭ বছর বয়সি শিশুদের ৯ দশমিক ২ শতাংশ শিশুশ্রমে নিয়োজিত যা ২০১৯ সালের ৬ দশমিক ৮ শতাংশের তুলনায় বেড়েছে। একই সঙ্গে ৭ থেকে ১৪ বছর বয়সি শিশুদের মাত্র ৫০ দশমিক ২ শতাংশ মৌলিক পড়ার দক্ষতা এবং ৩৯ দশমিক ২ শতাংশ মৌলিক গণনাদক্ষতা অর্জন করেছে। এসব তথ্য শিশুদের শ্রম ও শোষণ থেকে সুরক্ষা, শিক্ষা, বিকাশ, নিরাপদ শৈশব এবং জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ অনুযায়ী শিশুর প্রতিটি অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জগুলোকে তুলে ধরে। তাই শিশুর অধিকার, সুরক্ষা ও বিকাশ নিয়ে সংশ্লিষ্ট সবাইকে সচেতন ও উদ্যোগী করতে প্রতি বছর অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার বাংলাদেশে শিশু অধিকার দিবস ও শিশু অধিকার বিষয়ক সপ্তাহ পালন করা হয়। মানববন্ধনে আইএলওর ন্যাশনাল প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর সৈয়দা মনিরা সুলতানা বলেন, 'সব শিশুর জন্য ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা নিশ্চিত করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। একই সঙ্গে, যেসব পরিবারে ১৪ বছরের কম বয়সি শিশু গৃহকর্মে নিয়োজিত রয়েছে, তাদের শিশুশ্রম থেকে মুক্ত করে শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করতে সকলের এগিয়ে আসা প্রয়োজন। আমরা প্রত্যেকে যদি অন্তত একজন শিশুকে শিশুশ্রম থেকে মুক্ত করতে উদ্যোগী হই, তা হলে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অসংখ্য শিশুকে শিশুশ্রম থেকে মুক্ত করা সম্ভব হবে।'

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদফতর, এর প্রতিনিধি ডা. বিশ্বজিৎ রায় বলেন, 'শিশুশ্রমে নিয়োজিত শিশুদের পুনর্বাসনে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। একই সঙ্গে, ২০২৬-৩০ মেয়াদের পাঁচ বছরব্যাপী জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (এনপিএ) প্রণয়ন করা হচ্ছে। এই কর্মপরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে শিশুশ্রমে নিয়োজিত ও ঝুঁকিতে থাকা শিশুদের পুনর্বাসন ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। সব ধরনের শিশুশ্রম নিরসন এবং শিশুদের সুন্দর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে তিনি সরকারের পাশাপাশি সব অংশীজনকে সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।'

দেশ রূপান্তর মঙ্গলবার, ১৩ অক্টোবর ২০২৬,

থামছেই না সাংবাদিক নিপীড়ন

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশে সাংবাদিক ও সংবাদমাধ্যমের কর্মীদের ওপর অব্যাহত হুমকিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে কুইক রেসপন্স সাপোর্ট (কিউআরএস) টিম। ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়া সাপোর্টের (আইএমএস) সহায়তায় অ্যাডভোকেসি সংস্থা ভয়েস ২০২৬ সালের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে সাংবাদিক ও গণমাধ্যমের ওপর সহিংসতার ১৩৩টি ঘটনা নথিভুক্ত করেছে, যা প্রতি তিন মাস পরপর প্রকাশিত হচ্ছে। সর্বশেষ তিন মাসে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) মোট ৩৯টি ঘটনা ঘটেছে। গতকাল সোমবার সংবাদমাধ্যমে দেওয়া বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

গত তিন মাসে কিউআরএস টিম লক্ষ্য করেছে যে, সেন্সরশিপ কেবল ব্যক্তিগতভাবে সাংবাদিকদেরই নয়, গণমাধ্যমগুলোকেও লক্ষ্যবস্তু করেছে। একজন প্রতিমন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ সংক্রান্ত একটি সংবাদ প্রতিবেদন সাইবার হামলার মাধ্যমে চ্যানেল ওয়ানের ওয়েবসাইট থেকে কর্তৃপক্ষের অবগতি ছাড়া সরিয়ে ফেলা হয়েছে বলে জানা গেছে। তা ছাড়া একই চ্যানেলের সাংবাদিক হাবিবুর রহমানের অ্যাক্রেডিটেশন কার্ড বাতিল করার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনার পাশাপাশি একটি ইসলামিক বইমেলায় চিহ্নিত চরমপন্থি নেতাদের রচিত বইয়ের প্রকাশ্য বিক্রির বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশের পর অনলাইন পোর্টাল ঢাকা স্ট্রিম সাইবার হুমকির মুখে পড়েছে।

দায়িত্ব পালনকালে সাংবাদিকদের ওপর শারীরিক হামলার ঘটনা অব্যাহত রয়েছে। স্টার টিভির কুড়িগ্রাম জেলা প্রতিনিধি মোহাম্মদ জুবায়ের জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবসের একটি অনুষ্ঠানে সংবাদ সংগ্রহ করার সময় স্থানীয় রাজনৈতিক কর্মীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন। একইভাবে দ্য ডেইলি স্টারের ঝিনাইদহ প্রতিনিধি ওমর আলী সোহাগ আইনমন্ত্রীর একটি অনুষ্ঠানে দায়িত্ব পালন করার সময় ক্ষমতাসীন দলের

কিউআরএস টিমের উদ্বেগ

কর্মীদের দ্বারা হামলার শিকার হন। অপর এক ঘটনায় ঢাকার বিজয় সরণিতে এক নারীকে পুলিশ লাঞ্ছিত করার দৃশ্য ধারণ করার সময় গোবাল টিভির সাংবাদিক বুলবুল হোসেনকে পুলিশের গাড়িতে তুলে নিয়ে পেটানো হয়।

ভোলাগঞ্জের সাদাপাথর থেকে অবৈধভাবে প্রাকৃতিক পাথর উত্তোলনের অভিযোগের বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশের পর কালের কণ্ঠের হবিগঞ্জ প্রতিনিধি কবির আহমেদ লাঞ্ছিত ও আহত হয়েছেন। একইভাবে একটি কথিত মাদক সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে প্রতিবেদন প্রকাশের পর মোহনা টিভির মিরসরাই প্রতিনিধি কামরুল ইসলামকে মারাত্মকভাবে শারীরিক নির্যাতন করা হয়েছে বলে জানা যায়।

আরও উদ্বেগের বিষয় হলো সংবাদ পরিবেশনের জেরে সাংবাদিকরা হত্যাচেষ্টার শিকার হচ্ছেন, যা তাঁদের নিরাপত্তা ঝুঁকি দিন দিন বাড়িয়ে তুলছে। খুলনায় অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের ওপর খবর প্রকাশের পর একদল সাংবাদিককে লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটে। অপরদিকে কিশোর অপরাধীদের নিয়ে অনুসন্ধানী রিপোর্ট করার পর বাংলা টিভির সাংবাদিক প্রান্ত পারভেজকে তার নিজের বাড়িতে হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি করা হয়।

কিউআরএস টিম সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনাগুলোর সময়োপযোগী, নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ তদন্ত নিশ্চিত করার অপরাধীদের জবাবদিহিতার আওতায় আনার এবং গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সুরক্ষা জোরদার করার আহ্বান জানিয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, মুক্ত গণমাধ্যম এবং গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য অপরিহার্য। সে জন্য বাংলাদেশে সাংবাদিকতার জন্য একটি নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে।

বৃহস্পতিবার, ১৫ অক্টোবর ২০২৬, ৩০ আশ্বিন ১৪৩৩

দেশ রূপান্তর

সম্পাদকীয়

• সৌদি সংকট

প্রবাসী কর্মীদের পাশে দাঁড়ান

মধ্যপ্রাচ্যের নিয়ন্ত্রণকে কেন্দ্র করে চলতে থাকা যুদ্ধ পারস্য উপসাগরের বাইরে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা অবশেষে সত্য হলো। টানা আট মাস চলতে থাকা এ যুদ্ধের কারণে জ্বালানি তেল, গ্যাস ও সারসহ বিভিন্ন পণ্যের বৈশ্বিক সরবরাহে সংকট তৈরি হওয়ায় ভুগছে দেশের মানুষ, শিল্প ও অর্থনীতি। এই সংকট মোচনের কোনো ইঙ্গিত মিলছে না। এরই মধ্যে ইয়েমেনের ইরান-সমর্থক হুতিরা লোহিত সাগরের বাব-আল-মান্দেব প্রণালি নিয়ন্ত্রণে নিয়েই সৌদি আরবে হামলা শুরু করায় বাংলাদেশের জন্য সংকট আরও তীব্র হতে শুরু করেছে। বিদেশে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শ্রমবাজার বড় রকম ঝুঁকিতে পড়েছে।

সৌদির আকাশ যোগাযোগব্যবস্থা অচল করতে হুতিরা রিয়াদ ও দাম্মামসহ কয়েকটি বিমানবন্দরে হামলা তীব্রতর করায় বাংলাদেশ থেকে কয়েক দিন ধরে ফ্লাইট বাতিল হচ্ছে। এতে কমপক্ষে ১৫ হাজার কর্মী দেশে আটকা পড়েছেন; যাদের বেশিরভাগ ছুটিতে বাড়ি এসেছিলেন। অনেকে প্রথমবার কাজে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন। এয়ারলাইনসগুলো 'যাত্রীদের নিরাপত্তার' কারণ দেখিয়ে আগামী ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত ঢাকা থেকে দাম্মাম ও রিয়াদগামী সব ফ্লাইট স্থগিত করেছে। হুতি হামলা তীব্রতর ও ব্যাপক হলে ফ্লাইট বাতিল হওয়া অব্যাহত থাকবে না, এটা জোর দিয়ে বলা যায় না। ফ্লাইট স্থগিত ও বাতিল হওয়া অব্যাহত থাকলে কর্মীদের অনেকের কাজে যোগদানের সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি আছে। এমনকি, পুরনো কর্মীরা ছাঁটাইও হতে পারেন। এতে বহু পরিবারের প্রবাসী আয় বন্ধ হয়ে যাবে। আমরা মনে করি, সরকারের সংশ্লিষ্ট সব কর্তৃপক্ষকে দ্রুত বিদেশগামী কর্মীদের পাশে সমন্বিতভাবে দাঁড়াতে হবে।

বিদেশে বাংলাদেশের শ্রমবাজার বহু বছর ধরে কাঠামোগত সংকটে ভুগছে। আমরা মনে করি, সৌদি আরবের বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে সংকট কাটাতে স্বল্পমেয়াদি ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদি শ্রমবাজার বৈচিত্র্যকরণ– এই দ্বিমুখী সমন্বিত কৌশল গ্রহণ করা যেতে পারে।

> কর্মীদের উপসাগরীয় অঞ্চলের অন্য পাঁচটি দেশে– সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, কুয়েত, ওমান ও বাহরাইন– উড়োজাহাজে নিয়ে সেখান থেকে সড়কপথে সৌদি আরবে নিজ নিজ কর্মস্থলে পাঠানো যেতে পারে



একক বৃহত্তম বাজার হিসেবে সৌদি আরবে কর্মী যাওয়া কমলে দেশে প্রবাসী আয় আসা কমে যাওয়ার ঝুঁকি আছে। সংকট তাৎক্ষণিক সমাধানের জন্য স্বল্পমেয়াদি পদক্ষেপের অংশ হিসেবে যেসব কর্মীর ফ্লাইট বাতিল হয়েছে, তাদের ভিসার মেয়াদ বাড়াতে সৌদি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করার কথা সরকার বলছে। আমরা মনে করি, আকাশপথে সৌদি আরবে যাতায়াত প্রতিষ্ঠা করা না গেলে জরুরিভিত্তিতে যেতে হবে, এমন কর্মীদের উপসাগরীয় অঞ্চলের অন্য পাঁচটি দেশে– সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, কুয়েত, ওমান ও বাহরাইন– উড়োজাহাজে নিয়ে সেখান থেকে সড়কপথে সৌদি আরবে নিজ নিজ কর্মস্থলে পাঠানো যেতে পারে। একই সঙ্গে কাজে যোগদানে অপ্রত্যাশিত বিলম্বের জন্য কর্মীরা যাতে চাকরি ও দেশটিতে আইনি মর্যাদা না হারান, সে জন্য নিয়োগকর্তাদের কাছে সৌদি সরকারি কর্তৃপক্ষ থেকে নির্দেশনা যাওয়া দরকার। পরবর্তী সময় যখনই আবার যাওয়ার সময় হবে, তখন কর্মীদের যাতে কোনো অবস্থাতেই অতিরিক্ত টাকা দিতে না হয়, সে ব্যবস্থাও করতে হবে।

দীর্ঘমেয়াদি কাঠামোগত দিক থেকে সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের শ্রমবাজারের ওপর অত্যধিক নির্ভর করায়ও ঝুঁকি আছে। বিদেশে অদক্ষ কর্মী পাঠানোও দেশের জন্য আর্থিক দিক থেকে বেশ ক্ষতিকর। তাই সংখ্যা বাড়াতে অদক্ষ কর্মী পাঠানোর পরিবর্তে মাঝারি মানের দক্ষতা ও উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন কর্মী তৈরি প্রয়োজন। যারা বিদেশ থেকে কোনো কারণে আকস্মিক আসেন, তাদের নতুন করে পেশাগত দক্ষতা অর্জনে (রিস্কিলিং) সহায়তা দেওয়া যেতে পারে। বিশেষায়িত কর্মীদের একটি বড় সংগ্রহ থাকলে কোনো একটি নির্দিষ্ট শ্রমবাজার ভূরাজনৈতিক বা অভ্যন্তরীণ কোনো কারণে অস্থিরতার মুখে পড়লে পারিবারিক ও রাষ্ট্র-পর্যায়ে তৈরি হওয়া অর্থনৈতিক ধাক্কা সামাল দেওয়া সহজ হয়।

মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত ভবিষ্যতে প্রশমিত হলে ওই অঞ্চলের দেশগুলো যুদ্ধ-পরবর্তী পুনর্গঠনে মনোযোগী হতে পারে। তখন অগ্রাধিকারভিত্তিতে বাংলাদেশের কর্মীদের যাতে নিয়োগ দেওয়া হয়, সে বিষয়ে দেশগুলোর সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা প্রয়োজন। এ ছাড়া বৈধভাবে অভিবাসনে যেতেও দক্ষকর্মীদের উৎসাহিত করা দরকার। দক্ষকর্মী পাঠানোর আলাপে অনেক সময় কেবল ইউরোপের কয়েকটি দেশ, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপানের মতো নিরাপদ ও কম প্রচলিত গন্তব্যের কথা বলা হয়। পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রচলিত শ্রমবাজারেও দক্ষ কর্মী যাওয়ার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা দরকার। আমাদের আশা, সরকার এসব বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নেবে।

শোভন কাজ

সংবাদ। ৮
ঢাকা : বৃহস্পতিবার ৩০ আশ্বিন ১৪৩৩
Dhaka : Thursday 15 October 2026

মাধবদীতে বিদ্যুৎ বিভ্রাট চরমে, কাপড় প্রস্তুতে বিঘ্ন অনেক কারখানা বন্ধ

প্রতিনিধি, মাধবদী (নরসিংদী)

মাধবদীতে দিনে ও রাতে শিল্পাঞ্চল ও আবাসিক এলাকায় বিদ্যুতের লোডসেডিং চরমে পৌঁচেছে।

প্রতিনিয়ত এইভাবে দীর্ঘ সময় বিদ্যুৎ বিভ্রাটের ফলে শিল্পাঞ্চলে কর্মরত হাজার হাজার নারী-পুরুষ চরম অস্থিরতায় দিনযাপন করছেন। অন্যদিকে অনেক কারখানা মালিক কাপড় প্রস্তুত সঙ্কা জনক হারে কমে যাওয়ায় বিদ্যুৎ বিল , গ্যাস বিল, শ্রমিক বিল পরিশোধ করতে লোকসানের মুখে পড়ে অনেকেই কারখানা সাময়িক বন্ধ ঘোষণা করেছেন বলেও খবর পাওয়া গেছে। এতে কর্মজীবী সাধারন মারাত্মক সমস্যার মুখে পড়েছেন বলে জানিয়েছেন কয়েকটি বৃহৎ কারখানার বেকার হয়ে পড়া অনেক নারী-পুরুষ। এ ব্যাপারে সরকার মাধবদীর এ বৃহৎ শিল্পাঞ্চল সচল রাখতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জোরদাবী জানিয়েছেন।

যুগান্তর
বুধবার ১৪ অক্টোবর ২০২৬

চা-শ্রমিকদের পূর্ণ উৎসব বোনাস প্রদানে অনিয়ম

নেতাদের ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া

কমলগঞ্জ (মৌলভীবাজার) প্রতিনিধি

কমলগঞ্জে চা বাগানে দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে চা-শ্রমিকদের পূর্ণ উৎসব বোনাস প্রদান না করার অভিযোগ জানিয়েছে চা-শ্রমিক সংঘের নেতারা। মৌলভীবাজার জেলা কমিটির ভারপ্রাপ্ত-সভাপতি শ্যামল অলমিক ও সম্পাদক হরিনারায়ণ হাজরা যৌথ স্বাক্ষরিত গণমাধ্যমে প্রেরিত বিবৃতিতে বলেন, আগামী ১৬ অক্টোবর শারদীয় দুর্গাপূজা শুরু হবে। কিন্তু এখনো অনেক বাগানের চা-শ্রমিকরা উৎসব বোনাস পাননি। আবার যেসব বাগানে উৎসব বোনাস প্রদান করা হয়েছে সেসব বাগানেও পূর্ণ উৎসব বোনাস প্রদান করা হয়নি। তার বিবৃতিতে আরও বলেন, কমলগঞ্জের শমসেরনগর, দেওছড়া, ভবলছড়া, চাতলাপুর, তিলকপুরসহ বিভিন্ন বাগানে উৎসব বোনাসের পরিবর্তে কর্মে উপস্থিতির ওপর হাজিরা/উৎসাহ বোনাস প্রদান করে শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। অথচ বাংলাদেশ শ্রমআইন অনুযায়ী যে কোনো শিল্পে কর্মরত সব শ্রমিকের জন্য উৎসব বোনাস প্রদান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, সেখানে কাজে উপস্থিতির কোনো শর্ত নেই।

WEDNESDAY OCTOBER 14, 2026
ASHWIN 29, 1433 BS
The Daily Star

Migrants face growing risks at home, abroad

Say researchers

STAFF CORRESPONDENT

Bangladeshi migrant workers face growing uncertainty as job opportunities in the Gulf decline and recruitment costs remain high, while people moving to cities struggle with unsafe housing and poor services, researchers said yesterday.

Gulf countries were hiring more from Africa and Central Asia instead of relying heavily on South Asia, posing a long-term challenge.

Dilip Ratha, CEO of Ratha Global and former World Bank lead economist

They urged cheaper recruitment, stronger migrant protection, and safer cities. They spoke at the 30th anniversary programme of the Refugee and Migratory Movements Research Unit (RMMRU) and Shonar Manush Shommilon 2026 at a hotel in the capital.

In a presentation, Dilip Ratha, CEO of Ratha Global and former World Bank lead economist, said Bangladeshi recruitment slowed in Saudi Arabia and other Gulf countries amid the Middle East conflicts.

He warned that Gulf countries were hiring more from Africa and Central Asia instead of relying heavily on South Asia, posing a long-term challenge.

Citing a 2016 World Bank-International Labour Organisation survey, Ratha said some workers paid agents recruitment fees equivalent to two or three years of expected wages abroad.

Some borrowed at 40 to 50 percent annual interest, exposing them to exploitation and reducing remittances to their families.

He called the resulting debt burden "modern day slavery" and urged lower fees. Referring to press reports, he said Bangladeshis paid $4,000 to $5,000 for jobs abroad.

Migration would keep growing due to income gaps, ageing populations, climate change and conflict, he said, urging greater use of remittances for development.

At the event, Neil Adger, professor of human geography at the University of Exeter, said research found that many people leaving coastal Bangladesh did not consider themselves climate migrants.

They cited jobs, income, and their children's education as reasons for migration, although changing rainfall patterns, storms, and other environmental pressures were undermining their livelihoods and influencing their migration decisions, he said.

In Chattogram, migrants sometimes earned more but faced illness, eviction threats, flooding, and poor access to public services, his research found. Such insecurity worsened during prolonged stays in informal settlements.

Prof Neil said migration helped people adapt to climate change only when it reduced insecurity, improved wellbeing, and strengthened resilience to future shocks.

Planned relocation could improve housing security but fail to secure livelihoods or address gender inequality.

"We need a plan for internal migration," he said, also calling for safer international migration and city planning involving migrant communities.

State Minister for Expatriates' Welfare and Overseas Employment Nurul Haque Nur admitted that the government had not done enough to protect migrants or regulate recruiters.

His ministry received complaints from people who paid agents but could not travel, or reached abroad to find no promised jobs, he said.

Of over 3,000 recruiting agencies, only 300-500 might meet strict performance standards, he said. Some agencies blocked from online recruitment over alleged irregularities have resumed operations.

Nur said training was being revised for overseas demand, and acknowledged inadequate support for .women migrant workers facing abuse abroad.

The "Probashi Card" was being tested in four or five countries, including Jordan and South Korea. The government sought to raise the cash remittance incentive from 2.5 percent to 3 percent for cardholders and offer priority services.

At the programme, Law Minister Md Asaduzzaman said expatriates faced years of disputes over money sent home and property bought with overseas earnings. Some cases continued after their deaths, leaving heirs to pursue them.

The government is drafting a proposal for special courts, particularly at district headquarters, to hear expatriates' cases, he said. The proposal would undergo consultations before possible placement in parliament.

Expatriates could seek help through a 24-hour legal aid hotline and district mediation, the minister said. He also criticised recruiters for submitting forged certificates from non-existent institutions.

ActionAid Bangladesh Country Director Farah Kabir said women workers' remittances were often overlooked. Migrants sometimes faced court battles to recover money sent home, she said. ActionAid's research collaborations also examined how disasters forced people to migrate to cities, informing policy responses.

Diepak Elmer, chargé d'affaires at the Swiss embassy, said, "Migrants are not simply senders of money, they are people with ambitions, families, and rights."

Citing a limited survey, Elmer said the share of prospective migrants checking their visas before departure rose from 3 percent to 58 percent. More than 300 recruiting agency representatives received ethical recruitment training this year, while migrants recovered over Tk 10 lakh with programme support.

Elmer said migration was increasingly a form of climate adaptation, demanding development policies rather than humanitarian measures alone.

যুগান্তর | মঙ্গলবার ১৩ অক্টোবর ২০২৬
২৮ আশ্বিন ১৪৩৩

জলবায়ু সংকটে বড় বিপদে বাংলাদেশ

অর্থনীতির বিরাট ক্ষতি বিনিয়োগে অনিশ্চয়তা

নেসারুল হক খোকন, *নিউইয়র্ক থেকে ফিরে*

তাপপ্রবাহ, বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতের সঙ্গে বাংলাদেশের জন্য বড় হয়ে উঠছে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির হুমকি। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে অর্থনীতি বিরাট ক্ষতির মুখে পড়েছে। তাপজনিত স্বাস্থ্য সমস্যা ও কর্মক্ষমতা হ্রাসের কারণে শুধু ২০২৪ সালেই ক্ষতি হয়েছে সর্বোচ্চ ১৭৮ কোটি মার্কিন ডলার বা ২১ হাজার ৯০২ কোটি টাকা। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতে ২০৫০ সালের মধ্যে দেশে ১ কোটি ৩৩ লাখ মানুষ অভ্যন্তরীণ জলবায়ু অভিবাসীতে পরিণত হওয়ার শঙ্কা রয়েছে। এছাড়া প্রয়োজনের তুলনায় অর্থপ্রবাহ অনেক কম থাকায় ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সুরক্ষায় বিনিয়োগ নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে পড়ছে।

বিশেষ করে বাঁধ ও ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, বন্যা ও জলোচ্ছ্বাসের আগাম সতর্কতা ও সুপেয় পানির ব্যবস্থা এবং জলবায়ু-সহনশীল কৃষি নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশন সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

অধিবেশনে সভাপতি ড. খলিলুর রহমান সতর্ক করেন, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা এক মিটার বাড়লে বাংলাদেশের প্রায় ৪ হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকা প্লাবিত হতে পারে, যা দেশের মোট ভূখণ্ডের প্রায় ৩ শতাংশ। তিনি নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে বলেন, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ঝুঁকি বাংলাদেশে শুধু পরিবেশের বিষয় নয়; মানুষের ঘরবাড়ি, জীবিকা, অবকাঠামো ও ভবিষ্যতের সঙ্গেও জড়িত।

জলবায়ু ঝুঁকির চিত্র তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানও। তিনি বলেন, বৈশ্বিক গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণে বাংলাদেশের অবদান শূন্য দশমিক ৫ শতাংশেরও কম। অথচ জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর একটি বাংলাদেশ। তিনি বলেন, জলবায়ু অভিযোজনের জন্য চলতি বাজেটে প্রায় ৩১৯ কোটি

তাপপ্রবাহ-বন্যা-ঘূর্ণিঝড়ের সঙ্গে বাড়ছে সমুদ্রের আগ্রাসন

খাদ্য-পানি সংকট ও বাস্তুচ্যুতির ঝুঁকি

জলবায়ু অভিবাসী বেড়ে ১ কোটি ৩৩ লাখ হওয়ার শঙ্কা



প্রথম আলো
হৃস্পতিবার, ১৫ অক্টোবর ২০২৬,

ঘর ও মাঠের কাজের আলাদা পারিশ্রমিক নেই নারীর

গ্রামীণ নারী দিবস আজ

২০০৮ সাল থেকে ১৫ অক্টোবর দিবসটি পালিত হচ্ছে। এবারের প্রতিপাদ্য 'মাতৃপ্রকৃতির পরিচর্যায় গ্রামীণ নারী কৃষক'।

আবুল কালাম মুহম্মদ আজাদ, *রাজশাহী*

১০ অক্টোবর সকাল সাড়ে ৮টা। পাবনার ঈশ্বরদী উপজেলার দুবলিচরা গ্রামের শান্তা খাতুন মাঠ থেকে ধুন্দল তুলে ফিরছেন। তাঁর খুব তাড়া। ধুন্দল নিয়ে সকাল সকাল মুলাডুলি বাজার ধরতে হবে। শান্তা খাতুন গৃহস্থালির কাজের পাশাপাশি তাঁর স্বামীর সঙ্গে মাঠেও একইভাবে শ্রম দেন। তাঁর মতে, স্বামী একা সব পারেন না। তাই তিনিও করেন।

অথচ এই নারীর গৃহকর্ম বা মাঠের কাজের আলাদা কোনো পারিশ্রমিক নেই। এর অর্থনৈতিক মূল্যায়নও পরিবারে হয় না। তবে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রতিবেদন অনুযায়ী, শান্তা খাতুনের মতো যে নারীরা অবৈতনিকভাবে গৃহস্থালির কাজে যুক্ত, তাঁদের কাজের মোট আর্থিক মূল্য আনুমানিক ৫ লাখ ৭০ হাজার কোটি টাকার সমান।

এমন নারীদের কাজের স্বীকৃতি দিতে ২০০৮ সাল থেকে প্রতিবছর ১৫ অক্টোবর জাতিসংঘের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস পালিত হচ্ছে। এবারের দিবসের প্রতিপাদ্য 'মাতৃপ্রকৃতির পরিচর্যায় গ্রামীণ নারী কৃষক'।

গ্রামীণ নারী কৃষকের খোঁজে ১১ অক্টোবর রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার চৈতন্যপুর গ্রামে গিয়ে দেখা যায়, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর নারী চন্দনা রাজোয়াড় অন্য নারীদের সঙ্গে একটি মাল্টাবাগানে কাজ করছেন। তাঁর বয়স প্রায় ৪০। চন্দনা বলেন, বুদ্ধি হওয়ার পর থেকেই বাবা-মায়ের সঙ্গে মাঠে কাজ করতেন। বিয়ে হয়েছিল। তাঁর এক ছেলে ও এক মেয়ে। মেয়ের বয়স যখন ২১ দিন, তখন তাঁর স্বামী গোপনে ভারতে চলে যান। সেখানে গিয়ে বিয়ে করে আলাদা সংসার পেতেছেন বলে চন্দনা খবর পেয়েছেন।

চন্দনা একাই দুই সন্তানকে লালনপালন করেছেন। মেয়েটা তৃতীয়, ছেলেটা চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছেন। তারপর তাঁরাও মায়ের সঙ্গে মাঠে কাজ শুরু করেছেন। ছেলে-মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার পর চন্দনা রাজোয়াড় আবার একা হয়ে গেছেন। তিনি সারা দিন মাঠে কাজ করে পান ৩৫০ টাকা, যেখানে ছেলেদের মজুরি ৫০০ থেকে ৫৫০ টাকা। সারা দিন একসঙ্গে কাজ করেও পুরুষের তুলনায় ২০০ টাকা কম মজুরি পাওয়াতে মন খারাপ হয় চন্দনা রাজোয়াড়ের। তারপরও বলেন, 'হয়তো ছেলেরা ভারী কাজটা একটু বেশি করতে পারে। সে জন্য তাদের পারিশ্রমিক বেশি।' পাশের নবাই বটতলা গ্রামের ভারতি টুডু (২৭) কপিথেতে কাজ করছিলেন। একই সমান কাজ করে পুরুষদের ২০০ টাকা বেশি পারিশ্রমিকের ব্যাপারে তাঁর ভীষণ আপত্তি। তিনি বলেন, 'এই জন্য আমরা আন্দোলনও করেছি। কিন্তু দেয় না, কী করব?'

গ্রামীণ নারীদের একটা অংশ এখন শহরে পোশাক কারখানায় কাজে যান। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাবে দেশের মাত্র ৩ দশমিক ৭ শতাংশ নারী এমন প্রাতিষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের সঙ্গে যুক্ত। তবে গৃহস্থালির কাজে যুক্ত নারীদের কাজের মোট আর্থিক মূল্যায়ন জিডিপির ১৬ দশমিক ১৪ শতাংশের সমান, যা সামগ্রিক অবৈতনিক কাজের ৮৫ শতাংশ। গ্রামীণ নারীদের শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার ৪৩ দশমিক ৫ শতাংশের বেশি। অন্যদিকে শহরে নারীদের শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার ৩১ শতাংশের কাছাকাছি। গ্রামাঞ্চলে কৃষি ও অনানুষ্ঠানিক কাজে নারী শ্রমিকদের চাহিদার কারণেই এই হার বেশি।

২০২২ সালে পাঁচটি বেসরকারি সংস্থার একটি ফোরামের উদ্যোগে একটি গবেষণায় বলা হয়েছে, বাংলাদেশে কাজে নিযুক্ত মানুষের মধ্যে ৯১ দশমিক ৩ শতাংশ অনানুষ্ঠানিক খাতে কাজ করেন, যাঁদের মধ্যে ৯৬ দশমিক ৭ শতাংশ নারী।

রাজশাহীর তানোর উপজেলার জগদীশপুর গ্রামের মার্জিনা টুডু দশম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। এখন সকাল বেলা মাঠে কাজ করেন, বিকেলে মাহালে ভাষার শিশুদের প্রাক্-প্রাথমিক স্কুলে ক্লাস নেন। কৃষিতে অবদানের জন্য আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস উপলক্ষে বেসরকারি সংস্থা 'বারসিক' গতকাল বুধবার রাজশাহীর পবা উপজেলার বিল-নেপালপাড়ায় তাঁর মতো ২২ জন নারীকে সম্মাননা প্রদান করেছে।

গ্রামীণ নারীদের জীবন সম্পর্কে মার্জিনা টুডুর অভিমত, মাঠের কাজ ছাড়াও অনেক নারী উদ্যোক্তা হিসেবে কাজ করছেন। সরকারি-বেসরকারি অনেক সংস্থা তাঁদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসছে। তবে একটা বিষয়ে তিনি আক্ষেপ করে বলেন, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর নারীদের চেয়ে পুরুষদের মজুরি ২০০ টাকা বেশি। এটা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। মাহালে সম্প্রদায়ের এই নারী মনে করেন, তাঁদের কাজের যথাযথ মূল্যায়ন ও গৃহস্থালি কাজের স্বীকৃতি দরকার। তা ছাড়া গ্রামীণ সমাজে নারীর মর্যাদা বাড়বে না।

সৌদি শ্রমবাজারে সংকট : সামনে বিকল্প কী

বিদেশে কর্মসংস্থান



সেলিম রেজা



সৌদি-হুতি সংঘাতে ফ্লাইট বাতিল হওয়ায় অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছেন রিয়াদগামী যাত্রীরা। ছবি : প্রথম আলো

মধ্যপ্রাচ্যের নিরাপত্তাসংকট বাংলাদেশের অভিবাসন অর্থনীতির গভীর দুর্বলতা উন্মোচন করেছে। এখন প্রশ্ন শুধু কতজন কর্মী বিদেশে পাঠানো যাবে তা নয়; প্রশ্ন হলো, তাঁদের জীবন, বিনিয়োগ ও ভবিষ্যৎ কতটা সুরক্ষিত।

সৌদি আরবের বিমানবন্দরে হামলা, ফ্লাইট বাতিল, শ্রমিকদের আটকে পড়া কিংবা ভিসার অনিশ্চয়তা—এসব শুধু সাময়িক ভ্রমণ বিঘ্ন নয়; বাংলাদেশের অভিবাসন অর্থনীতির জন্য সতর্কসংকেত। সৌদি আরব লাখ লাখ বাংলাদেশির কর্মস্থল, বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের গুরুত্বপূর্ণ উৎস। সেখানকার অস্থিরতার অভিঘাত এসে পড়ে বাংলাদেশের কর্মসংস্থান, গ্রামীণ অর্থনীতি ও জাতীয় আয়ে।

প্রথম আলোর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ১২ অক্টোবর পর্যন্ত বিদেশে কর্মসংস্থানের ছাড়পত্র গত বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ৩২ শতাংশ কমেছে; সৌদি আরবে কমেছে প্রায় ৪৬ শতাংশ। একই সময়ে দেশটির বিভিন্ন বিমানবন্দরে নিরাপত্তার কারণে বাংলাদেশের বিপুলসংখ্যক যাত্রীর যাত্রা ব্যাহত হয়েছে।

এ সংকটের জন্য সৌদি আরবের বর্তমান নিরাপত্তা পরিস্থিতিকেই একমাত্র দায়ী করা যাবে না। বরং এই পরিস্থিতি আমাদের এমন কিছু দীর্ঘদিনের নীতিগত ব্যর্থতা দেখিয়ে দিচ্ছে, যেগুলো স্বাভাবিক সময়ে সংখ্যার আড়ালে ঢাকা পড়ে থাকে। বাংলাদেশের অভিবাসন অর্থনীতি বড় হয়েছে, কিন্তু তার ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কি একইভাবে পরিপক্ব হয়েছে?

বাংলাদেশের বিদেশে কর্মসংস্থানের সাফল্য সাধারণত কতজন কর্মী বিদেশে গেলেন এবং কত রেমিট্যান্স এল—এই দুই সূচকে বিচার করা হয়। এই হিসাবের আড়ালে একটি মৌলিক প্রশ্ন উপেক্ষিত থাকে, কর্মসংস্থানের এত বড় অংশ যদি শুধু কয়েকটি দেশ ও একটি অঞ্চলের ওপর নির্ভরশীল হয়, তবে সেই সাফল্য কতটা টেকসই?

প্রথম আলোর তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম ১১ মাসে সৌদি আরব, যুক্তরাজ্য, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র থেকে এসেছে মোট রেমিট্যান্সের প্রায় ৬২ শতাংশ। এ তালিকায় সৌদি আরবের গুরুত্ব বিশেষ। দেশটির নিরাপত্তা, নিয়োগনীতি বা শ্রমবাজারে পরিবর্তন ঘটলে তার অভিঘাত পড়বে বাংলাদেশের কর্মসংস্থান ও বৈদেশিক মুদ্রা আয়ে।

এই নির্ভরতা এক দিনে তৈরি হয়নি। মধ্যপ্রাচ্যে দীর্ঘদিন ধরে শ্রমিক পাঠানো সহজতর হয়েছে; অন্যদিকে ইউরোপ, পূর্ব এশিয়া ও অন্যান্য সম্ভাবনাময় বাজারে প্রবেশের জন্য প্রয়োজনীয় ভাষা শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন, সনদের স্বীকৃতি এবং নিয়োগকর্তাদের সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক গড়ে তোলার কাজ তুলনামূলকভাবে ধীরগতিতে এগিয়েছে। ফলে সৌদি আরবে নিয়োগের সুযোগ বাড়লে আমরা স্বস্তি পেয়েছি আর সেখানে সংকট দেখা দিলে বিকল্প খুঁজতে ব্যস্ত হয়েছি।

এটি কেবল বাজারের ব্যর্থতা নয়; এটি রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনারও দুর্বলতা।

কোনো দেশের শ্রমবাজারে প্রবেশাধিকার কখনো স্থায়ী অধিকার নয়। সৌদি আরবও তার অর্থনৈতিক রূপান্তর, শ্রমনীতি, জাতীয় কর্মসংস্থান কর্মসূচি এবং বেসরকারি খাতের চাহিদা অনুযায়ী বিদেশি কর্মী নিয়োগের ধরন বদলাবে। বাংলাদেশের জন্য সেই পরিবর্তন অনুমান করা এবং তার সঙ্গে তাল মেলানো জরুরি। তবে একটি বিষয় স্পষ্ট রাখা দরকার, বর্তমান নিরাপত্তাসংকটের অর্থ এই নয় যে সৌদি আরবের শ্রমবাজার স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যাবে। দেশটির অর্থনৈতিক রূপান্তর ও উন্নয়ন প্রকল্পে বিদেশি শ্রমের চাহিদা থাকতে পারে। কিন্তু চাহিদা থাকলেই বাংলাদেশের কর্মীরা আগের মতো কাজ পাবেন—এমন নিশ্চয়তা নেই।

এ কারণে বাংলাদেশের কৌশল হওয়া উচিত সৌদি আরবের বাজারের সুযোগ ধরে রেখে একক বাজারের ওপর নির্ভরতা কমানো।

বাংলাদেশের অভিবাসন সাফল্য মাপা হয় কত শ্রমিক বিদেশে গেলেন, কত রেমিট্যান্স এল, তা দিয়ে। কিন্তু বেতন, চুক্তি, নিরাপত্তা ও আইনি সুরক্ষার হিসাব কোথায়? ফ্লাইট বাতিল হলে কর্মস্থলে ফিরতে না পারা শ্রমিকের চাকরি ও ভিসা ঝুঁকিতে পড়ে; নতুন কর্মীর যাত্রা আটকে গেলে বাড়ে ঋণের বোঝা। সংঘাতের কারণে কর্মসংস্থান ব্যাহত হলেও ক্ষতির ভার পড়ে শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের ওপর। প্রতারণা, অতিরিক্ত নিয়োগ ব্যয় ও বেতনবঞ্চনার প্রতিকারও জটিল।

সৌদি আরবের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় আলোচনায় তাই শুধু নিয়োগ বাড়ানো নয়, বকেয়া বেতন আদায়, চুক্তি বাস্তবায়ন, নিরাপদ কর্মপরিবেশ, আইনি সহায়তা ও সংকটে প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করতে হবে। বাংলাদেশের লক্ষ্য হওয়া উচিত শুধু শ্রমিক রপ্তানি নয়, তাঁদের অধিকার রক্ষায় কার্যকর রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিত্ব প্রতিষ্ঠা। অভিবাসনের সাফল্য শ্রমিকের সংখ্যায় নয়, তাঁদের সুরক্ষা ও মর্যাদায়।

সৌদি আরবের শ্রমবাজার বাংলাদেশের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে—এমন ধারণা ঠিক নয়। তবে 'সৌদি ভিশন ২০৩০' নীতির ফলে অর্থনৈতিক রূপান্তরে সুযোগের ধরন বদলাতে পারে। নির্মাণ, পর্যটন, স্বাস্থ্যসেবা ও লজিস্টিকসে চাহিদা বাড়লেও নিয়োগে দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, ভাষাজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত যোগ্যতার গুরুত্ব বাড়বে।

একই সঙ্গে সৌদিকরণ নীতি, নিয়োগ ব্যয়, বেতন ও কর্মপরিবেশ বিদেশি শ্রমিকদের সম্ভাবনাকে প্রভাবিত করবে। তাই বিপুলসংখ্যক সাধারণ শ্রমিক পাঠানোর পুরোনো কৌশল যথেষ্ট নয়। ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে কোন পেশায় কত কর্মী, কী যোগ্যতায়, কত বেতনে নিয়োগ পাবেন—তা দিয়ে। বাংলাদেশের প্রস্তুতিই হবে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার মূল শর্ত।

বাংলাদেশের সামনে দুটি পথ। পুরোনো নিয়োগনির্ভরতা ও দক্ষতাভিত্তিক রূপান্তর। প্রথম পথে শ্রমিক পাঠানোর সংখ্যা বাড়বে, কিন্তু সংকট ও অনিশ্চয়তা থেকেই যাবে। দ্বিতীয় পথে সৌদি আরবের চাহিদা অনুযায়ী স্বাস্থ্যসেবা, কারিগরি কাজ, পর্যটন, রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রযুক্তিনির্ভর পেশায় দক্ষ কর্মী গড়ে তুলতে হবে। এ জন্য প্রয়োজন মানসম্মত প্রশিক্ষণ, ভাষাশিক্ষা, স্বীকৃত সনদ ও নিয়োগকর্তার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ।

পাশাপাশি জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, ইউরোপসহ বিকল্প শ্রমবাজারে প্রবেশের বাস্তব বাধা দূর করতে হবে। শ্রমবাজার বৈচিত্র্য ও দক্ষতা উন্নয়নই বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদি অভিবাসন কৌশলের ভিত্তি হওয়া উচিত।

সংকট সামলাতে এখনই সরকারের কী করা উচিত? সৌদি আরবের বর্তমান সংকটকে সরকারকে একই সঙ্গে জরুরি মানবিক পরিস্থিতি এবং দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক সতর্কসংকেত হিসেবে দেখতে হবে।

প্রথমত, সৌদি আরবে আটকে পড়া, দেশে ফিরে কর্মস্থলে ফিরতে না পারা এবং যাত্রার অপেক্ষায় থাকা শ্রমিকদের তালিকা করে ভিসা, চাকরি, বকেয়া বেতন ও আর্থিক ক্ষতির সমাধানে জরুরি উদ্যোগ নিতে হবে।

দ্বিতীয়ত, সৌদি আরবের সঙ্গে আলোচনায় শুধু ফ্লাইট ও নিয়োগ নয়; চাকরির বৈধতা, বেতন, ক্ষতিপূরণ, আইনি সহায়তা এবং নিরাপদ প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করতে হবে।

তৃতীয়ত, বিকল্প শ্রমবাজার, দক্ষতা প্রশিক্ষণ ও ভাষাশিক্ষায় বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। সংকটের পরীক্ষা শুধু শ্রমিক ফিরিয়ে আনা নয়; এমন ব্যবস্থা গড়া, যাতে পরবর্তী সংকটে তাঁদের ভাগ্য অনিশ্চয়তার হাতে ছেড়ে দিতে না হয়।

সবশেষে সরকারকে একটি অস্বস্তিকর সত্য স্বীকার করতে হবে : বিদেশে কর্মী পাঠানো বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু শুধু বিদেশে পাঠানোর ওপর নির্ভর করে কর্মসংস্থানের সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে না। দেশে উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান বাড়ানো, কারিগরি শিক্ষা শক্তিশালী করা এবং তরুণদের এমন দক্ষতা দেওয়া জরুরি, যা দেশেও কাজে লাগবে, বিদেশেও কাজে লাগবে।

সৌদি আরবের বর্তমান সংকট কবে পুরোপুরি কাটবে, তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। দেশটির শ্রমবাজার আবারও ঘুরে দাঁড়াতে পারে; নতুন খাতেও সুযোগ তৈরি হতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশের সামনে আসল প্রশ্নটি হলো, আমরা কি সংকট দেখা দিলে সাময়িক ব্যবস্থা নেব, নাকি সংকটের আগেই নিজেদের প্রস্তুত করব?

এখন সরকারের সামনে তাই দুটি দায়িত্ব—আজ যাঁরা বিপদে পড়েছেন, তাঁদের সুরক্ষা দেওয়া; আর আগামী দিনের কর্মীরা যেন একই অনিশ্চয়তা ও অসহায়তার মুখে না পড়েন, সেই ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

● **ড. সেলিম রেজা** সহযোগী অধ্যাপক ও সমন্বয়ক, সেন্টার ফর মাইগ্রেশন স্টাডিজ (সিএমএস), নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি।

* মতামত লেখকের নিজস্ব

প্রথম আলো
শোভন কাজ
বৃহস্পতিবার, ১৫ অক্টোবর ২০২৬

THURSDAY OCTOBER 15, 2026
ASHWIN 30, 1433 BS
The Daily Star

Give workers a voice at COP31

Labour rights groups unveil 23-point charter, demand compensation, protections

STAFF CORRESPONDENT

Labour rights organisations yesterday demanded fair compensation for climate-related losses, stronger labour protections and representation of workers, particularly women and those in informal employment, in Bangladesh's delegation to the upcoming COP31 climate conference.

The demands came as the National Alliance for Just Transition Bangladesh (NAJTB), in collaboration with Manusher Jonno Foundation (MJF) and Bangladesh Labour Foundation (BLF), and supported by Oxfam in Bangladesh, unveiled the Bangladesh Workers' Charter for COP31 at the Bangladesh China Friendship Conference Centre in the capital.

The charter outlines 23 demands across eight negotiation tracks, focusing on the impact of extreme heat, climate-induced displacement and industrial decarbonisation on workers' jobs and livelihoods.

Speakers called for social protection, workplace safety, worker participation in climate policymaking and funded reskilling programmes to help workers adapt to a greener economy.

Shaheen Anam, executive director of MJF, said informal workers, who account for approximately 84 percent of Bangladesh's workforce, face disproportionate impacts of climate change.

She called for income protection, job security and targeted support for women, who face additional unpaid care responsibilities and risks of technological displacement.

Give workers a voice at COP31

FROM PAGE 3

Referring to the prime minister's instruction to ensure worker representation, she urged the government to include a woman worker in the COP31 delegation.

Syed Sultan Uddin Ahmmed, executive coordinator of NAJTB and executive director of the Bangladesh Institute of Labour Studies, said workers contribute to the economy while bearing the consequences of a climate crisis they did little to create.

He demanded compensation based on actual losses and meaningful worker participation in decisions affecting their livelihoods.

Presenting the keynote, Mir Mohammad Ali, assistant professor at Sher-e-Bangla Agricultural University, said Bangladesh lost approximately 250 million workdays to heat-related illness in 2024, citing World Bank estimates.

The charter was developed through eight consultations involving 43 organisations, according to the organisers.

Shaikh Faridul Islam, state minister for environment, forest and climate change, said the ministry would try to incorporate relevant demands into national and local climate policies and Bangladesh's position paper for COP31.

AKM Ashraf Uddin, member secretary of NAJTB and executive director of BLF, said the green transition would not be sustainable if workers lost wages, jobs and opportunities to participate in negotiations.

যুগান্তর | বৃহস্পতিবার ১৫ অক্টোবর ২০২৬
tutorial.jugantor@gmail.com

আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস আজ

প্রান্তিক নারীর শ্রম বঞ্চনার বৃত্তেই

শিপন হাবীব

কৃষি কিংবা গ্রামকেন্দ্রিক শ্রমে নারীদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ছে। বাড়তি আয়ের আশায় পুরুষরা গ্রাম থেকে শহরে পাড়ি দেওয়ার ফলে গ্রামীণ কাজ পরিচালনার দায়িত্ব ক্রমশ নারীদের ওপর ন্যস্ত হচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশে কৃষিশ্রমে নারীর অবদানের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি নেই। সংসারে নারীর কাজের আর্থিক মূল্যায়ন ধরা হয় না। এমন পরিস্থিতিতে বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আজ বাংলাদেশেও আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস পালিত হচ্ছে। এবারের প্রতিপাদ্য 'গ্রামাঞ্চলের নারী চাষি ও কর্মীরা মাতৃ প্রকৃতির পরিচর্যা করছে'। দিবসটি আসে আবার চলেও যায়। কিন্তু বঞ্চনার একই বৃত্তে বন্দি থাকে গ্রামীণ নারীদের শ্রম। মাঠ থেকে সংসার, গ্রামীণ নারীরা সবখানেই বঞ্চনার শিকার।

সর্বশেষ জনশুমারি ও গৃহ গণনার প্রতিবেদন অনুযায়ী, 'দেশের পল্লি বা গ্রামীণ এলাকায় মোট নারীর সংখ্যা ৫ কোটি ৭৮ লাখ ৯০ হাজার ৪৬২ জন। তাদের মধ্যে কৃষি খাতে সরাসরি নিয়োজিত রয়েছেন প্রায় ২ কোটি নারী।' বর্তমানে দেশে পুরুষের তুলনায় নারী প্রায় ৩২ লাখ বেশি। গ্রামীণ নারী শ্রমিকদের মধ্যে পদে পদে বৈষম্য রয়েছে। বীজ বোনা, আগাছা তোলা, ফসল কাটা, ফসল ঝাড়াই এবং ফসল ঘরে তোলার সময় পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও কঠোর পরিশ্রম করে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, নারীরা এসব কাজ করেন বিনা মজুরিতে। আবার পারিশ্রমিক থাকলে তা পুরুষের তুলনায় খুবই কম। জমির মালিকানায়ও নারীর প্রতি বৈষম্য দৃশ্যমান। আইন ও দাপ্তরিকভাবে গ্রামীণ নারী শ্রমিকের বড় অংশকে এখনো 'কৃষক' হিসাবে গণ্য করা হয় না। সরকারি প্রণোদনা, ভর্তুকি ও স্বল্পমূল্যে বীজ-সার পাওয়ার জন্য কৃষি কার্ড থাকা বাধ্যতামূলক। কিন্তু এ কার্ড পাওয়ার প্রধান শর্ত হলো নিজের নামে জমির মালিকানা। ফলে কৃষিতে নারীর এই বিশাল শ্রমের কোনো আর্থিক মূল্যায়ন হয় না।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু বলেন, 'গ্রামীণ নারীরাই কৃষিকে টিকিয়ে রেখেছে। গ্রামীণ কৃষি কিংবা সংসারের প্রায় যাবতীয় কাজ নারীরাই করছে। খাদ্য নিরাপত্তার প্রথম প্রহরী গ্রামীণ নারীরা। সমাজ-সংসারে নারী শ্রমের অর্থনৈতিক অধিকার না থাকায় সহিংসতা, নির্যাতনের মাত্রাটাও বেশি।'

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) আন্তর্জাতিক কৃষিব্যবস্থায় নারীর ভূমিকা নিয়ে 'স্ট্যাটাস অব উইমেন ইন অ্যাগ্রিকালচার সিস্টেম' প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশে গ্রামীণ নারীদের কৃষিসহ নানা শ্রমে সম্পৃক্ততা বাড়ছে। তবে জমির মালিকানায় তারা বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ ডেইলি ফারমার্স অ্যাসোসিয়েশনের তথ্য বলছে, দেশের কুরবানিতে গবাদিপশুর বড় অংশ আসে প্রান্তিক পর্যায়ের খামারিদের কাছ থেকে। দেশে বর্তমানে প্রায় ১২ লাখ খামার রয়েছে, যেগুলোর প্রায় ৬৫ শতাংশ চালান গ্রামীণ নারীরা। বাংলাদেশ তো বটেই, বিশ্বজুড়ে বিখ্যাত ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের ৯০ শতাংশ লালন-পালন করেন গ্রামীণ নারীরা। তারপরও নারীরা অর্থনীতি ও সমাজের সবক্ষেত্রেই যেন অদৃশ্য। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ ও মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন সূত্রে জানা যায়, শত দুর্যোগ ও সমস্যার মধ্যেও গ্রামীণ নারীরা স্বামী-সন্তানের ভিটেবাড়িতেই থেকে যাচ্ছেন। যাবতীয় কাজ তাদেরই করতে হচ্ছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর তিতাস পাড়ের বাসিন্দা রহিমা খাতুনের ভাষ্য, স্বামী কৃষক ছিলেন। মারা গেছেন ১১ বছর হলো। ৪ সন্তান বিদেশে। স্বামী-সন্তানের কৃষিজমিসহ যাবতীয় জমিজমা তাকেই দেখতে হয়। সঙ্গে থাকা দুই পুত্রবধূও শ্রম দিচ্ছে দিনের পর দিন। ময়মনসিংহের নান্দাইল উপজেলার রসুলপুর চরপাড়া বিপুল গবাদিপশু লালন-পালন করা হয়।

DHAKA THURSDAY OCTOBER 15, 2026
ASHWIN 30, 1433 BS
The Daily Star

Garment sector must go green to retain global markets

Dutch vice-minister says during factory visit

STAR BUSINESS REPORT

Bangladesh's garment industry must invest in cleaner production and transparency to remain competitive in global markets as the country prepares to graduate from least developed country (LDC) status, Steven Collet, vice-minister for international cooperation of the Netherlands, said on Monday.

"Bangladesh's garment industry is an important part of global value chains, and its future depends on factories that combine competitiveness with responsibility," he said during a visit to TEAM Group's outerwear manufacturing facility, 4A Yarn Dyeing Ltd, in Dhaka.

A seven-member Dutch delegation visited the factory to explore cooperation in sustainable apparel manufacturing and trade amid changing global trade rules and emerging sustainability requirements.

Afroza Shahin, managing director of TEAM Group, and Abdullah Hil Nakib, deputy managing director, welcomed the delegation.

Discussions with TEAM Group's senior management covered Bangladesh's LDC graduation, a proposed Bangladesh-European Union free trade agreement, decarbonisation, responsible sourcing, supply chain traceability and compliance with emerging EU sustainability regulations.

The two sides also explored collaboration with Dutch apparel brands and development partners in clean energy, circularity, digital product passports and workforce development.

Steven praised the factory's investment in clean energy and transparency, saying the Netherlands looked forward to continuing its partnership with Bangladesh to promote a sustainable and inclusive textile sector.

"It was inspiring to see how 4A Yarn Dyeing is investing in clean energy and transparency," he said.

"Bangladesh's garment industry is an important part of global value chains, and its future depends on factories that combine competitiveness with responsibility," Steven Collet said.

Afroza said sustainability investments were essential to maintaining the apparel industry's competitiveness.

"The Netherlands has long been a partner in our industry's journey towards safer, fairer and greener production," she said. "Changing trade rules and the energy crisis both point in the same direction: the factories investing in sustainability today are the ones that will keep their markets tomorrow."

She said TEAM Group looked forward to strengthening its partnership with the Netherlands.

The delegation observed the factory's rooftop solar power plant, rainwater harvesting system, fair price shop and childcare facilities.

THURSDAY OCTOBER 15, 2026
ASHWIN 30, 1433 BS
The Daily Star

'Ensure safe migration, decent jobs'

President calls for skilled workforce, greater protection of workers' rights

BSS, *Dhaka*

President Mirza Fakhrul Islam Alamgir yesterday called for ensuring safe migration, creating decent employment opportunities and developing a skilled workforce to strengthen Bangladesh's position globally.

"Let us build a Bangladesh where migration will be safe, employment will be decent, a skilled workforce will strengthen the country's position in the global market, and expatriate and returning workers will become equal partners in national development," he said.

The president made the remarks at a programme marking the 30th founding anniversary of the Refugee and Migratory Movements Research Unit (RMMRU) and Sonar Manush Sammilan-2026 at a hotel in the capital.

He urged all stakeholders, including the government and the opposition, to work together to protect migrants' rights.

"Protecting their rights, ensuring their dignity and utilising their achievements for the country's development are our collective responsibilities," he said.

The president said, "Expatriate Bangladeshis sent over US 35 billion dollars in remittances in the 2025-26 fiscal year... Our economy remains functional for them and therefore, our responsibility towards them is much greater."

Stressing the need to equip prospective migrants with skills, he said, "Unfortunately, we cannot adequately prepare or equip them before they go abroad. As a result, most of them go as unskilled workers. Sometimes, they go without proper documents as well."

Recalling his experiences with Bangladeshi expatriates, the president said, "I had witnessed the difficulties and miserable living conditions of expatriate Bangladeshis. They live extremely hard lives and send all their earnings back home... As a result, they deserve the highest respect in our country."

Earlier, the president handed over "Sonar Manush Sammanana Smarak Awards and Crests" to the recipients in seven categories.

RMMRU Executive Director Dr Tasneem Siddiqui presented the keynote paper and outlined the organisation's upcoming activities.

The organisation's Deputy Executive Director Motasim Billah delivered the welcome address.

বৃহস্পতিবার ১৫ অক্টোবর ২০২৬
৩০ আশ্বিন ১৪৩৩
যুগান্তর

অনুদানের চেক বিতরণ শ্রমমন্ত্রীর

৫৮৩ জন শ্রমিক পেলেন ৫ কোটি টাকা

কূটনৈতিক প্রতিবেদক

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে শ্রমিকদের মধ্যে চিকিৎসা সহায়তা, মৃত শ্রমিকের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা এবং শ্রমিকদের সন্তানদের শিক্ষা সহায়তা বাবদ অনুদানের চেক বিতরণ করা

৫৮৩ জন শ্রমিক পেলেন ৫ কোটি টাকা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

হয়েছে। বুধবার শ্রম ভবনের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ৫৮৩ জন শ্রমিকের মধ্যে প্রায় ৫ কোটি টাকার আর্থিক সহায়তার চেক হস্তান্তর করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব আব্দুর রহমান তরফদার।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে শ্রম মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী বলেন, ঢাকা, গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, টাঙ্গাইল ও নারায়ণগঞ্জের শ্রমিকদের জন্য আজকের (বুধবার) এই আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। বর্তমান সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর শ্রমিকদের জন্য এটিই সবচেয়ে বড় অনুদান।

শ্রমিকদের সার্বিক কল্যাণে সরকারের আন্তরিকতার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান প্রতিনিয়তই আমাদের নির্দেশনা দিচ্ছেন যে, শ্রমিকরা সুস্থ থাকলে উৎপাদন বাড়বে, আর শ্রমিকরা ভালো থাকলে দেশের সার্বিক উন্নয়ন হবে। আমরা দায়িত্ব নেওয়ার আগে অনেক বড় প্রতিষ্ঠান তাদের লভ্যাংশের নির্ধারিত অংশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে দিত না। বর্তমানে আমরা সেই বকেয়া অর্থ আদায় করছি এবং তা সরাসরি শ্রমিকদের মধ্যে পৌঁছে দিচ্ছি।

মন্ত্রী বলেন, শিল্প কারখানার উৎপাদন ও আয়ের প্রবৃদ্ধি ঘটলে আমরা মালিকদের সঙ্গে আলোচনা করে শ্রমিকদের মজুরি বাড়িয়ে নিতে পারব। এজন্য রাজপথে আন্দোলনের প্রয়োজন হবে না। তবে এর জন্য কলকারখানা সচল রাখতে হবে এবং মালিক-শ্রমিক সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে।

তিনি শ্রমিকদের উদ্দেশে কোনো প্ররোচনায় না পড়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, কলকারখানায় কোনো অনিয়ম হলে তা শ্রম পরিদর্শকদের জানান। কোনো প্ররোচনায় পড়ে রাস্তা বন্ধ করে জনগণের ভোগান্তি সৃষ্টি না করতে অনুরোধ জানাচ্ছি। আগেভাগে কোনো সমস্যার কথা সরকারকে জানালে আগাম ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হবে। ফলে রাজপথে নামার প্রয়োজন হবে না। শ্রমিকদের সহযোগিতা এবং কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে আগামীতে এই অনুদানের পরিমাণ দ্বিগুণ করা সম্ভব হবে

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের পরিচালক সৈয়দ ইরতিজা আহসান। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক ফরহাদ সিদ্দিক এবং শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আবদুছ সামাদ আল আজাদসহ মন্ত্রণালয় এবং বিভিন্ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা।

প্রথম আলো
শুক্রবার, ১৬ অক্টোবর ২০২৬

মজুরি বোর্ড গঠনের প্রক্রিয়া শুরু

তৈরি পোশাকশিল্প

চলতি মাসের শুরুতে তৈরি পোশাকশ্রমিকদের মজুরি পুনর্নির্ধারণের জন্য নিম্নতম মজুরি বোর্ড গঠনের নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয় সরকার।

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

তৈরি পোশাকশিল্পের শ্রমিকদের জন্য মজুরি বোর্ড গঠনে সদস্যদের নাম চেয়েছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। গতকাল বৃহস্পতিবার মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের কাছে মালিকপক্ষের প্রতিনিধি চেয়ে চিঠি দিয়েছে মন্ত্রণালয়। একই সঙ্গে শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধির জন্য জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের সভাপতিকে চিঠি দেওয়া হয়েছে।

বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের দাবির মুখে চলতি মাসের শুরুতে তৈরি পোশাকশ্রমিকদের মজুরি পুনর্নির্ধারণের জন্য নিম্নতম মজুরি বোর্ড গঠনের নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। তখন শ্রম মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা ইঙ্গিত দেন, অক্টোবরের মধ্যেই ন্যূনতম মজুরি বোর্ড গঠিত হতে পারে।

এদিকে মজুরি বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন দাবিতে তিন দিন ধরে উত্তরায় সড়ক অবরোধ করছেন কয়েকটি তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা। গতকাল সকাল সাড়ে আটটার দিকে একাধিক পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের আজমপুর সড়কের দুপাশে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন। এতে যান চলাচল মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়। দুর্ভোগে পড়েন যাত্রীরা।

শ্রমিকদের এই আন্দোলনের মধ্যে মজুরি বোর্ড গঠনের জন্য মালিক ও শ্রমিকপক্ষের নাম চেয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের চিঠি দেওয়া হয়। বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনকে দেওয়া চিঠিতে মন্ত্রণালয় বলেছে, বাংলাদেশ শ্রম আইন অনুযায়ী, নিম্নতম মজুরি বোর্ড পুনর্গঠনের জন্য একজন নিরপেক্ষ সদস্য, একজন মালিকদের প্রতিনিধি, একজন শ্রমিকদের প্রতিনিধি নিয়োগের জন্য প্রত্যেক সদস্যের বিপরীতে তিনজন সদস্যের নাম চাওয়া হয়েছে।

> **নাম দেওয়ার জন্য চিঠিতে আমরা কোনো সময়সীমা উল্লেখ না করলেও দ্রুত দেওয়ার অনুরোধ করেছি।**
>
> **মো. আবদুছ সামাদ আল আজাদ**
> মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর

জানতে চাইলে বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের সভাপতি ফজলে শামীম এহসান *প্রথম আলোকে* বলেন, 'শ্রম মন্ত্রণালয় থেকে আমরা চিঠি পেয়েছি। বিজিএমইএ ও বিকেএমইএর সঙ্গে আলোচনা করে আগামী সপ্তাহের মধ্যে আমরা নাম চূড়ান্ত করে মন্ত্রণালয়ে পাঠাব।' অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, শুরু থেকেই মজুরি বোর্ড গঠনের বিষয়ে সরকার ইতিবাচক। তারপরও একটি গোষ্ঠী আন্দোলন করে ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের চেষ্টা করছে। এতে সাধারণ শ্রমিকের সুনাম নষ্ট হচ্ছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

সরকার শ্রম আইন সংশোধন করে শ্রমিকদের মজুরি পুনর্নির্ধারণের সময়কাল পাঁচ বছর থেকে কমিয়ে তিন বছর নির্ধারণ করেছে। তৈরি পোশাকশ্রমিকদের সর্বশেষ ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করা হয়েছিল ২০২৩ সালের নভেম্বরে। আর কার্যকর হয় ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে। আগামী নভেম্বরে মজুরি ঘোষণার তিন বছর পূর্ণ হবে। ২০২৩ সালে তৈরি পোশাক খাতের ন্যূনতম মজুরি ৮ হাজার থেকে বাড়িয়ে ১২ হাজার ৫০০ টাকা হয়। এ ক্ষেত্রে মজুরি বেড়েছিল ৫৬ দশমিক ২৫ শতাংশ। ওই মজুরিকাঠামোতে সাতটির বদলে পাঁচটি গ্রেড করা হয়।

জানতে চাইলে শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আবদুছ সামাদ আল আজাদ *প্রথম আলোকে* বলেন, 'মালিকপক্ষের প্রতিনিধিদের নাম দেওয়ার বিষয়টি সমন্বয় করবে এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন। আর শ্রমিকদের নামের প্রস্তাবটি সমন্বয় করবে জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল। নাম দেওয়ার জন্য চিঠিতে আমরা কোনো সময়সীমা উল্লেখ না করলেও দ্রুত দেওয়ার অনুরোধ করেছি। আশা করছি দুর্গাপূজার ছুটির আগেই নাম পাওয়া যাবে।'

জীবনযাত্রার ব্যয়ের সঙ্গে সংগতি রেখে পোশাকশ্রমিকদের মজুরি পুনর্নির্ধারণ এবং নতুন মজুরিকাঠামো দ্রুত বাস্তবায়নের দাবি জানাচ্ছে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন। গত বুধবার গার্মেন্ট শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের আয়োজিত সেমিনারে বক্তারা বলেন, ২০১৮ সালে ৮ হাজার টাকায় যে পরিমাণ পণ্য ও সেবা কেনা যেত, ২০২৬ সালে তা কিনতে প্রায় ১৪ হাজার ৫০০ থেকে ১৫ হাজার টাকা প্রয়োজন হচ্ছে। অথচ শ্রমিকদের আয় সেই অনুপাতে বাড়েনি। ফলে খাদ্য, বাসাভাড়া, চিকিৎসা, শিক্ষা ও যাতায়াতের খরচ মেটাতে গিয়ে অনেক শ্রমিককে অতিরিক্ত সময় কাজ করতে হচ্ছে। এরপরও তাঁদের পক্ষে পরিবারের ন্যূনতম জীবনযাত্রার ব্যয় মেটানো কঠিন হয়ে পড়েছে।

জানতে চাইলে গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতির সভাপ্রধান তাসলিমা আখতার *প্রথম আলোকে* বলেন, 'ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে আমরা দেখেছি, মালিক, শ্রমিক ও নিরপেক্ষ প্রতিনিধি শেষ পর্যন্ত একটি পক্ষ হয়েই কাজ করেছেন। তাঁরা মালিকদের স্বার্থই দেখেন। সে জন্য আমরা চাই, মজুরি বোর্ডে প্রকৃত শ্রমিক প্রতিনিধি দেওয়া হোক। নিরপেক্ষ প্রতিনিধি নির্বাচন যথাযথ হওয়া দরকার, যাতে করে তিনি সত্যিকার অর্থেই নিরপেক্ষভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

DHAKA THURSDAY OCTOBER 15, 2026
ASHWIN 30, 1433 BS
The Daily Star

Garment workers' wages need review as living costs rise

Factory owners, union leaders and economists say

STAR BUSINESS REPORT

Factory owners, trade union leaders and economists yesterday called for a review of garment workers' wages to reflect the rising cost of living.

They made the call at a seminar organised by the Garment Workers' Trade Union Center (GWTUC) at the Jatiya Press Club in Dhaka.

In a statement presented at the seminar, the GWTUC said the latest minimum wage for garment workers was fixed in 2023 and took effect on December 1 that year.

The minimum monthly wage was raised from Tk 8,000 to Tk 12,500, but the increase was only half of what workers had demanded, the statement said. Since then, the cost of living has continued to rise, while the minimum wage has remained unchanged.

The statement estimated that goods and services that cost Tk 8,000 in 2018 would now require Tk 14,500 to Tk 15,000 to buy.

Despite nominal wage increases, workers' purchasing power has therefore declined, it said.

Workers' incomes are insufficient to cover essential expenses such as food, rent, healthcare, education and transport, according to the statement. Many are forced to work excessive overtime but still struggle to maintain a basic standard of living for their families.



PHOTO: STAR/FILE

It said wage determination should take into account the actual cost of living, inflation, productivity and the equitable distribution of wealth generated by the industry.

Mujahidul Islam Selim, former president of the Communist Party of Bangladesh, said workers' interests and the garment industry's interests were not contradictory.

Fair wages, better working conditions, skills development and investment in technology could strengthen the industry's long-term competitiveness, he said.

Mahmud Hasan Khan, president of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), said employers supported the formation of a wage board, but the timing of its formation was for the government to decide.

He said the BGMEA's current leadership would not interfere in the selection of workers' representatives to the board.

Employers would also need time to implement a new wage structure, he added.

Khondaker Golam Moazzem, president of Knowledge Hub Institute Trust, said garment workers had already taken to the streets demanding higher wages.

Although the minimum monthly wage for the lowest grade is Tk 12,500, workers in a lower grade are paid Tk 9,875, he said.

Moazzem urged workers to remain united, select their own representatives to the wage board and announce their choices publicly.

He also called for garment workers' wages to reflect the industry's productivity.

GWTUC President Montu Ghosh chaired the seminar.

সমকাল শনিবার | ১৭ অক্টোবর ২০২৬

কর্মসংস্থান স্থবির, অনিয়ন্ত্রিত মূল্যস্ফীতিতে সংকট তীব্র

আবু হেনা মুহিব

ঘর ভাড়া নিয়ে খুব বাজে অভিজ্ঞতা আছে পোশাকশ্রমিক মারুফ মজুমদারের। সেটি দুঃসহ অপমানের। সেই অভিজ্ঞতার পর থেকে নিজের খাওয়া-পরার আগে বাড়ি ভাড়ার টাকাটা জোগাড় করে রাখতে হয়। ঘরে বৃদ্ধ মা ও অবুঝ তিন কন্যা। ভাতের বন্দোবস্তও না রেখে হয় না। এ দুই খরচের টাকা হাতে রেখে বাদবাকি ভাবনা। এ রকম খরচের খতিয়ানে মাসের প্রথম সপ্তাহে মারুফের হাত খালি হয়ে যায়। দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে শুরু হয় টানাটানি। তৃতীয় সপ্তাহ যেন আর চলে না। মাসের খরচ নিয়ে এই টানাটানির কারণে এক প্রতিবেশীর কাছ তিনি এখন ঋণখেলাপি। আগামী মাসের বেতন পেলে টাকা ফেরত দেবেন—এ ওয়াদায় পাঁচ মাস আগে সাত হাজার টাকা ধার করেন। তারপর প্রতি মাসেই চলছে এ ওয়াদা ভাঙা।

মজুরির চেয়ে মূল্যস্ফীতি বেশি হওয়ায় এ রকম ধারদেনায় চলছে মারুফের জীবন। গত কয়েক বছর ধরে যে হারে মূল্যস্ফীতি বাড়ছে, সে হারে মজুরি বাড়ছে না। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএ) হালনাগাদ তথ্য বলছে, সেপ্টেম্বরে মূল্যস্ফীতি বেড়েছে ৮ দশমিক ৩৪ শতাংশ, যেখানে মজুরি বেড়েছে ৭ দশমিক ৯০ শতাংশ। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিক, অর্থাৎ দরিদ্র মানুষের মজুরি নিয়ে সূচক প্রকাশ করে থাকে বিবিএস। শ্রমবাজারে এ ধরনের শ্রমিকের সংখ্যা মোট শ্রমিকের ৮৫ শতাংশ।

ব্যক্তিগত ঋণখেলাপি এ রকম হাজারো মারুফকে নিয়ে দেশে দারিদ্র্য পরিস্থিতি এক মানবেতর রূপ নিয়েছে। টানা চার বছর ধরে এই পরিস্থিতি। দরিদ্ররা হয়ে যাচ্ছে অতিদরিদ্র। দারিদ্র্যসীমার ওপরে থাকা গোষ্ঠী হয়ে যাচ্ছে দরিদ্র। জনসংখ্যার বড় একটা অংশ নিম্নবিত্ত থেকে নেমে যাচ্ছে দারিদ্র্যের ঝুঁকিতে। এদের সংখ্যা ছয় কোটিরও বেশি। ফলে ক্রমেই বহুমাত্রিক দারিদ্র্যের চক্রে এগোচ্ছে দেশ।

কর্মসংস্থান স্থবির হয়ে পড়া এবং বাজারে অনিয়ন্ত্রিত মূল্যস্ফীতির কারণে এ সংকট তীব্র রূপ নিয়েছে। এই পরিস্থিতি বাসস্থান, খাদ্য, শিক্ষা ও চিকিৎসার মতো মৌলিক অধিকারের বহুমুখী অভাব মানুষের মৌলিক অধিকার কেড়ে নিচ্ছে। দেশে আজ এ রকম বাস্তবতায় আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য বিমোচন দিবস এসেছে। জাতিসংঘ ২০২৬ থেকে ২০২৮ সাল পর্যন্ত তিন বছরের মূল প্রতিপাদ্য ঠিক করেছে 'শান্তি ও মানবাধিকারের জন্য ঐক্যবদ্ধ'; এ বছরের উপবিষয় 'সবার জন্য নিরাপদ ঘর'। বিশ্বব্যাপী চরম দারিদ্র্য, ক্ষুধা এবং বৈষম্য দূর করার বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি করাই এর লক্ষ্য।

দেশে দরিদ্র এখন পাঁচ কোটি ১৩ লাখ মানুষ

বেসরকারি গবেষণা সংস্থা পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার-পিপিআরসির এক জরিপ প্রতিবেদন বলছে, ২০২৫ সালে দেশের সার্বিক দারিদ্র্য বেড়ে ২৭ দশমিক ৯৩ শতাংশ হয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) ২০২২ সালে প্রকাশিত সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ওই বছর দেশে জনসংখ্যা ছিল ১৬ কোটি ৯৮ লাখ ২৮ হাজার। বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় ১ দশমিক ২২ শতাংশ হারে। মৃত্যুহার প্রতি হাজারে ৬ দশমিক ১ জন। এ হিসাবে ২০২৫ সালে দেশে জনসংখ্যা ছিল ১৭ কোটি ৬১ লাখ। এর মধ্যে চার কোটি ৯২ লাখ মানুষ দরিদ্র।

সম্প্রতি বাংলাদেশের অর্থনীতির হালনাগাদ গতিচিত্র নিয়ে প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন বলছে, এক বছরে প্রায় ২১ লাখ মানুষ নতুন করে দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমে গেছে। ফলে দেশে মোট দরিদ্র মানুষের সংখ্যা এখন পাঁচ কোটি ১৩ লাখ। আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী, দৈনিক তিন ডলারের কম ভোগব্যয় থাকলে কোনো ব্যক্তি দারিদ্র্যসীমার আওতায় পড়েন।

বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিং-সানেমের নির্বাহী পরিচালক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. সেলিম রায়হান বলেন, যে সময়ে দারিদ্র্য কমানোর কথা, সে সময়ে টানা চার বছর ধরে দারিদ্র্য বাড়ার প্রবণতা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। এর অর্থ, দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সুফল সবার কাছে সমানভাবে পৌঁছাচ্ছে না। মূল্যস্ফীতি, কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তা, প্রকৃত আয় কমে যাওয়া এবং সামাজিক সুরক্ষার সীমাবদ্ধতা সাধারণ মানুষকে আরও বেশি ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে। দারিদ্র্য বিমোচন শুধু সরকারি পরিসংখ্যান কিংবা দিবসকেন্দ্রিক প্রতিশ্রুতির বিষয় নয়; এটি মানুষের খাদ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন নিশ্চিত করার প্রশ্ন। দারিদ্র্য বাড়ার কারণ চিহ্নিত করে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া, বৈষম্য কমানো ও প্রান্তিক মানুষের টেকসই কর্মসংস্থানে গুরুত্ব দেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

১ কোটি ৭৮ লাখ চরম দারিদ্র্য

চরম বা অতিদারিদ্র্যের চিত্র আরও উদ্বেগের। বিবিএসের ২০২২ সালের জরিপে অতিদারিদ্র্য নেমেছিল ৫ দশমিক ৬ শতাংশে। পিপিআরসির ২০২৫ সালের জরিপে তা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে ৯ দশমিক ৩৫ শতাংশ। বিশ্বব্যাংকের সর্বশেষ প্রতিবেদন বলছে, ২০২৫ সালের হারে ১০ দশমিক ১ শতাংশ মানুষ অতিদরিদ্র। অর্থাৎ প্রতি ১০ জনে একজন চরম অভাবে থাকে। মোট জনসংখ্যার হিসাবে দেশের এক কোটি ৭৮ লাখ চরম দারিদ্র্য।

পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের (জিইডি) বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক-এমপিআই অনুযায়ী বাসস্থান, পুষ্টি, সুপেয় পানি, স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষা—এই মৌলিক সুযোগ-সুবিধার অভাবেই তৈরি হয় বহুমাত্রিক দারিদ্র্য। শিশুরা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে।

ঝুঁকিতে ৬ কোটি ২০ লাখ মানুষ

দেশের ছয় কোটি ২০ লাখেও বেশি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমে যাওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। যা মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। এরা নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণির। 'বাংলাদেশের দারিদ্র্য ও বৈষম্য মূল্যায়ন ২০২৫' প্রতিবেদনে এই আশঙ্কার কথা জানিয়েছে বিশ্বব্যাংক। ঝুঁকির কারণ হিসেবে অসুস্থতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা যে কোনো অপ্রত্যাশিত বিপর্যয়ের কথা বলা হয় প্রতিবেদনে।

বিশ্বব্যাংক বলছে, ২০১০ থেকে ২০২২ সাল এই সময়ে বাংলাদেশ ব্যাপকভাবে দারিদ্র্য হ্রাস করেছে। ফলে দুই কোটি ২০ লাখ মানুষ দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে এসেছে। এ ছাড়া অতিদারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে এসেছে ৯০ লাখ মানুষ। তাদের জীবনমানের উন্নতি হয়েছে, বিদ্যুৎ, শিক্ষা, পয়োনিষ্কাশনের মতো জরুরি সেবাগুলো পাওয়া সহজ হয়েছে।

তবে ২০১৬ সাল থেকে দারিদ্র্য কমার গতি ধীর হয়েছে। ২০২০ সালে বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশকে দারিদ্র্য বিমোচনে বিশ্বের আদর্শ দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরেছিল।

দারিদ্র্যের মূল কারণ

দারিদ্র্য চক্রের মূল কারণ সরকারি-বেসরকারি বিনিয়োগ যথেষ্ট পরিমাণে না হওয়া। এ কারণে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে না। বরং অতিমারি করোনার অভিঘাতে কর্মী ছাঁটাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। বেকারত্ব বাড়ছে; যা দারিদ্রের প্রধান উৎস। রপ্তানি আয়ে গতি কমেছে। অর্থনীতির ধীরগতির সরাসরি প্রভাব পড়েছে দারিদ্র্য ও বৈষম্য পরিস্থিতির ওপর। এ ছাড়া অসহনীয় উচ্চ মূল্যস্ফীতি। বাজারে পণ্য ও সেবার মূল্য যেহারে বাড়ে, সে হারে মজুরি বাড়ে না। এ কারণে ২০২২ সাল থেকে দেশে দারিদ্র্য বাড়ছেই।

আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য বিমোচন দিবস আজ

দেশে দরিদ্র	দারিদ্র্যের ঝুঁকিতে	চরম দরিদ্র
৫ কোটি ১৩ লাখ	৬ কোটি মানুষ	১ কোটি ৭৮ লাখ মানুষ

সময়ের আলো শনিবার। ১৭ অক্টোবর ২০২৬।

মালয়েশিয়ায় কর্মী নিয়োগ শুরু

শ্রমবাজার খুলুক, শোষণের দরজা নয়

বিশ্বজুড়ে মূল্যস্ফীতি এবং অর্থনৈতিক মন্দার পূর্বাভাসের মধ্যেও বাংলাদেশের রফতানি আয়ে আশা জাগাচ্ছে শ্রমবাজার। মালয়েশিয়ায় কর্মী নিয়োগপ্রক্রিয়া শুরুর ঘোষণা বহু চাকরিপ্রত্যাশীর জন্য আশার খবর বয়ে এনেছে। দীর্ঘদিন বন্ধ ও সীমিত থাকা শ্রমবাজারে নতুন সুযোগ তৈরি হলে কর্মসংস্থান বাড়বে, বৈদেশিক আয়ও শক্তিশালী হবে। বিশেষ করে বাংলাদেশের অনুরোধে ১০ হাজার কর্মীকে সম্পূর্ণ বিনা খরচে নেওয়ার বিষয়ে মালয়েশিয়ার নীতিগত সম্মতি ইতিবাচক উদ্যোগ। তবে এ ঘোষণার সাফল্য নির্ভর করবে নিয়োগপ্রক্রিয়া কতটা স্বচ্ছ, সাশ্রয়ী ও জবাবদিহিমূলকভাবে বাস্তবায়িত হয় তার ওপর।

২০১৮ সালে মালয়েশিয়ায় কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে সিন্ডিকেট বাণিজ্যের কারণে শ্রমবাজার বন্ধ করে মাহাথির মোহাম্মদের সরকার। এর আগে সরকারিভাবে (জি-টু-জি পদ্ধতি) কর্মী পাঠানোর প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের ১০ প্রতিষ্ঠান দুর্নীতি করায় মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারে কর্মী নিয়োগ স্থগিত করা হয়েছিল। সিন্ডিকেটের কারণে মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরও ওইসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, বোয়েসেল, ২৫টি বেসরকারি এজেন্সি এবং আরও ৩১২টি রিক্রুটিং এজেন্সিসহ মোট ৩৩৮টি প্রতিষ্ঠান তালিকাভুক্তির সম্মতি পেয়েছে। এই বড় তালিকা শ্রমিকদের পছন্দের সুযোগ বাড়াতে পারে। কিন্তু শুধু তালিকাভুক্তিই যথেষ্ট নয়; প্রতিটি এজেন্সির কার্যক্রম কঠোরভাবে দেখাশোনা করতে হবে। অতীতে বিদেশে কর্মী পাঠানোর নামে অতিরিক্ত অর্থ আদায়, ভুয়া চাকরির প্রতিশ্রুতি, চুক্তির শর্ত বদল এবং প্রতারণার অভিযোগ শ্রমিক ও তাদের পরিবারকে বিপদে ফেলেছে। নতুন করে একই চক্র সক্রিয় হওয়ার সুযোগ যেন না থাকে।

কর্মীরা যেন নিয়োগের আগে চাকরির ধরন, বেতন, কর্মঘণ্টা, আবাসন, চিকিৎসা, ছুটি ও চুক্তির মেয়াদ সম্পর্কে নির্ভুল তথ্য পান– এটি নিশ্চিত করা জরুরি। এজেন্সিগুলোর ফি ও অন্যান্য খরচের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করতে হবে; নির্ধারিত খরচের বাইরে অর্থ আদায় করলে দ্রুত অভিযোগ গ্রহণ ও শাস্তির ব্যবস্থা থাকতে হবে। কর্মীদের জন্য সহজে ব্যবহারযোগ্য অভিযোগকেন্দ্র এবং নিয়োগ-পরবর্তী সহায়তাও প্রয়োজন।

বিনা খরচে ১০ হাজার কর্মী পাঠানোর নীতিগত সম্মতি বাস্তবে কীভাবে কার্যকর হবে, তা দ্রুত স্পষ্ট করা দরকার। কারা এই সুযোগ পাবেন, নির্বাচন কীভাবে হবে এবং যাতায়াত, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, ভিসা ও অন্যান্য খরচ কে বহন করবে– এসব তথ্য প্রকাশ্যে জানাতে হবে। কথার সঙ্গে বাস্তবের ফারাক থাকলে সবচেয়ে অসহায় কর্মীরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।

স্বাস্থ্য পরীক্ষার অনুমোদিত কেন্দ্রের পূর্ণাঙ্গ তালিকা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। তাই কর্মীদের সতর্ক করা জরুরি। অনুমোদন নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত কোনো কেন্দ্রের নামে টাকা দেওয়া বা পরীক্ষা করানো উচিত নয়। বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার যৌথ পরিদর্শন দ্রুত শেষ করে স্বচ্ছ মানদণ্ডে তালিকা প্রকাশ করতে হবে।

মালয়েশিয়ায় শ্রমবাজারে কর্মী নিয়োগ শুরু হওয়ায় আমাদের জন্য বড় সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এতে শ্রমবাজার নিয়ে দেশটির সঙ্গে যে টানাপোড়েন চলছিল তার অবসান হবে। এখন সংশ্লিষ্টদের সতর্ক পদক্ষেপ নিতে হবে। যাদের সিন্ডিকেটের কারণে মালয়েশিয়ায় শ্রমবাজার বন্ধ হয়েছিল তাদের ব্যাপারে তদন্ত করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। আমাদের দেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রেই অসাধু ব্যবসায়ীরা সিন্ডিকেটের মাধ্যমে মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করে আসছে। শ্রমবাজারে এর দৌরাত্ম্য বেশি। এ অসাধু ব্যবসায়ীদের কবলে পড়ে দেশের অনেক মানুষ সর্বস্বান্ত হয়েছে। বিদেশে অবর্ণনীয় দুর্দশার শিকার হয়েছে। তাই নতুন করে মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার উন্মুক্ত হওয়ায় যে সুযোগ সৃষ্টি হলো তা যথাযথভাবে সচল ও স্বচ্ছতার মধ্যে লোকবল নিয়োগ হলে দেশের জন্য কল্যাণ হবে। তবে দক্ষ জনশক্তি রফতানির বিকল্প নেই।

আমাদের প্রত্যাশা, এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের কঠোর নজরদারি রাখা প্রয়োজন। বিদেশে শ্রমিক বা কর্মী পাঠানোর ক্ষেত্রে অনিয়ম ধরা পড়লে তাদের কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করাও জরুরি। আমাদের স্বপ্ন একটি সুখী-সমৃদ্ধিশালী বাংলাদেশ। আর তাতে প্রবাসীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। মালয়েশিয়ায় শ্রমবাজারের দ্বার খোলা এ সময়ে দেশের জন্য নিঃসন্দেহে একটি বড় সুসংবাদ। এটা বর্তমান সরকারের অন্যতম একটি কূটনৈতিক সাফল্য। আমরা সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানাই।

FRIDAY OCTOBER 16, 2026
ASHWIN 31, 1433 BS
The Daily Star

Garment workers deserve a living wage

Protests over unpaid dues expose persistent exploitation in RMG industry

Bangladesh's readymade garments (RMG) success story is usually spoken of in terms of how much of our export basket it contributes to—more than 80 percent—or the fact that factories need to be "greener" in order to retain Western buyers. The issue which is more often skirted around in policy talks is the blatant exploitation that the industry's success hinges on. The low cost of production, which the country has touted for decades as what makes Bangladesh attractive for orders, has been possible due to the extremely low wages, poor working conditions, and lack of dignity suffered by RMG sector workers. The recent protest in Dhaka's Uttara is only the latest in a semi-regular occurrence.

Every few months, workers across the industry are forced to take to the streets to demand their due wages. Most often, they are inadvertently branded as being a nuisance, blamed for "causing suffering" to commuters. During most of these protests, we find that workers had been voicing their demands to factory owners and industry leaders for months, only to be ignored. Not only are workers' demands never fulfilled satisfactorily, but they are often met with violence. We especially condemn the police's use of batons and sound grenades on October 15 to disperse the gathering of protesters on the Dhaka-Mymensingh highway. There must not be a repeat of the violence we witnessed during the 2023 protests, when at least four workers were killed by law enforcers.

For as long as the industry has operated, workers' wages have been far below what the cost of living requires. In a sector which rakes in massive amounts of revenue each year, it is unacceptable that there should be no space to accommodate a proper living wage for those who keep the machines running. Indeed, the international brands which place orders with local factories do so under deeply unfair terms, but there is still no justification for months of unpaid wages and workers being forced to work overtime to make up for low wages. We join the Garment Workers' Trade Union Center's call to review garment workers' wages to reflect the rising cost of living and urge that protesting workers' demands be fulfilled without delay. A Made-in-Bangladesh tag should be a source of pride, not a reminder of the exploitation that makes that tag global.

সংবাদ
শুক্রবার ৩১ আশ্বিন ১৪৩৩
: Friday 16 October 2026

শার্শায় শামুক বিক্রি করেই জীবিকা নির্বাহ করছেন তিন শতাধিক পরিবার

প্রতিনিধি, বেনাপোল (যশোর)

যশোরের শার্শা উপজেলায় প্রাকৃতিক জলাশয় থেকে শামুক সংগ্রহ করে বিক্রি করেই জীবিকা নির্বাহ করছেন তিন শতাধিক দরিদ্র পরিবারের সদস্যরা। গ্রামাঞ্চলে কাজের অভাব এবং বিকল্প কর্মসংস্থান না থাকায় নারী-পুরুষের পাশাপাশি শিশুরাও শামুক সংগ্রহে নামছে। প্রতিদিন কেজিপ্রতি মাত্র ৭ টাকা দরে শামুক বিক্রি করে কোনো রকমে সংসার চালাচ্ছেন তারা। তবে নির্বিচারে শামুক আহরণে পরিবেশ ও জলজ জীববৈচিত্র্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ার আশঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। সরেজমিনে দেখা গেছে, উপজেলার ডিহি, লক্ষণপুর, বাহাদুরপুর, শার্শা সদর ও নিজামপুরসহ বিভিন্ন ইউনিয়নের জলাশয়গুলোতে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত শামুক সংগ্রহ করছেন নিম্ন আয়ের পরিবারের সদস্যরা। কেউ হেঁটে, আবার কেউ ডিঙি নৌকায় চড়ে খাল-বিল ও অন্য জলাশয় থেকে শামুক কুড়িয়ে আনছেন। পরে বিকেলে ইউনিয়নভিত্তিক নির্ধারিত স্থানে শামুক জড়ো করে ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করছেন তারা।

সংগ্রহকারীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, একজন দিনে ৩০ থেকে ৭০ কেজি পর্যন্ত শামুক সংগ্রহ করতে পারেন। প্রতি কেজি ৭ টাকা দরে বিক্রি করে যে আয় হয়, তা দিয়ে বর্তমান বাজারে পরিবারের নিত্যপ্রয়োজনীয় খরচ মেটানো কঠিন হয়ে পড়েছে। তবু মাঠে কৃষিকাজসহ অন্য কাজের সুযোগ কম থাকায় জীবিকার তাগিদে এ পেশায় যুক্ত থাকতে হচ্ছে তাদের। জীবিকা নির্বাহের দায়ে শামুক শিকারে নামা জয়দেব চক্রবর্তী জানান, বর্ষার মৌসুমে কৃষিকাজ বা অন্য কোনো কর্মসংস্থান না থাকায় পেটের দায়ে তারা স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সহায়তা নিয়ে এই পেশায় যুক্ত হয়েছেন। শামুক সংগ্রহ করে প্রতিদিন তাদের জনপ্রতি চারশ থেকে পাঁচশ' টাকা পর্যন্ত আয় হয়।

ডিহি ইউনিয়নের তেবাড়িয়া জেলেপল্লীর শামুক সংগ্রহকারী দীলিপ মন্ডল, বিজয়, রিনা রাণী, আরতি দাসী, রাধে বালা ও রফিকুল ইসলাম এবং নিজামপুর ইউনিয়নের পোতাপাড়ার পবন মন্ডল, অসিম তরফদার, আলো বিশ্বাস, মিলন রাণী ও নলিতা রাণীসহ অনেকে জানান, ভোর থেকে দুপুর পর্যন্ত বিভিন্ন জলাশয়ে ঘুরে শামুক সংগ্রহ করেন তারা।

তাদের ভাষ্য, মাঠে তেমন কাজ না থাকায় বাধ্য হয়েই শামুক সংগ্রহ করতে হচ্ছে। দিন শেষে শামুক বিক্রির টাকা দিয়েই কোনো রকমে পরিবারের সদস্যদের মুখে খাবার তুলে দিচ্ছেন তারা। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির বাজারে এত অল্প আয়ে সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে।

শামুক ব্যবসায়ী শার্শা উপজেলার স্বরূপদাহ এলাকার কামাল হোসেন, আকরম আলী ও নিত্য মন্ডল জানান, দক্ষিণ ও উত্তর শার্শায় পৃথক দুটি ব্যবসায়ী গ্রুপ এ বছর কয়েকটি ইউনিয়নের সংগ্রহকারীদের কাছ থেকে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ২০০ মণ শামুক কিনছে। প্রতি কেজি শামুকের ক্রয়মূল্য ৭ টাকা। অন্যদিকে শামুক ব্যবসায়ী আব্দুল মমিন জানান, এই ব্যবসার সঙ্গে এলাকায় ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় ২০ থেকে ২৫ জন ব্যবসায়ী জড়িত রয়েছেন। বর্ষার এই তিন-চার মাস জুড়ে তাদের পাইকারি কেনাবেচা চলে। তারা স্থানীয় সংগ্রাহকদের কাছ থেকে শামুক সংগ্রহ করে বিভিন্ন জেলার বড় বড় আড়তে সরবরাহ করে থাকেন।

তারা জানান, সংগৃহীত শামুক খুলনার চেঁচুড়ি-কাপালিয়ায় ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করা হয়। সেখানে মেশিনে প্রক্রিয়াজাত করার পর শামুক চিংড়ি ও পাঙ্গাশ মাছের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

ব্যবসায়ীরা আরও জানান, এ বছর খাল-বিল ও জলাশয়ে পানির পরিমাণ কম থাকায় এবং পানিতে অ্যালার্জিজনিত সমস্যার কারণে আগের বছরের তুলনায় শামুক সংগ্রহকারী পরিবারের সংখ্যা কমেছে।

শার্শা উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা পলাশ বালা বলেন, সরকারিভাবে শামুক-ঝিনুক সংরক্ষণের প্রকল্প রয়েছে, তবে সেটি এ অঞ্চলে প্রযোজ্য নয়। শামুক জলাশয়ের প্রাকৃতিক পরিশোধন প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পানির বিভিন্ন দূষিত পদার্থ পরিশোধনে সহায়তার মাধ্যমে জলজ প্রাণীর বসবাসের উপযোগী পরিবেশ বজায় রাখতে ভূমিকা রাখে শামুক।

তিনি আরও বলেন, অতিরিক্ত শামুক আহরণ বা নিধন করা হলে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের ওপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। যারা শামুক সংগ্রহ করে বিক্রি করছেন, তাদের নিরুৎসাহিত করার পাশাপাশি এ বিষয়ে জনসচেতনতা বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হ"ছে।

এ বিষয়ে শার্শা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ফজলে ওয়াহিদ বলেন, শার্শা অঞ্চলে অবৈধভাবে শামুক ও ঝিনুক সংগ্রহের বিষয়টি সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া হ"ছে। এ বিষয়ে স্থানীয় পর্যায়ে সাধারণ মানুষ ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি করা হবে। পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় প্রয়োজনে শামুক সংগ্রহকারী ও এর সঙ্গে জড়িত অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস"া গ্রহণ করা হবে।

একদিকে কর্মসংস্থানের অভাবে দরিদ্র পরিবারের জীবিকার লড়াই, অন্যদিকে জলজ পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষার চ্যালেঞ্জ শার্শায় শামুক আহরণ ঘিরে তৈরি হয়েছে এমন দ্বিমুখী বাস্তবতা। সংশ্লিষ্টদের মতে, দরিদ্র পরিবারগুলোর বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং প্রাকৃতিক জলজ সম্পদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা জরুরি।



যুগান্তর | শনিবার ১৭ অক্টোবর ২০২৬
E-mail : sportsjugantor@gma

দিনমান পরিশ্রমেও ঘোচে না দারিদ্র্য

মনিকা চৌধুরী, *বরিশাল*

ময়লার ভাগাড় থেকে প্লাস্টিক বোতল আর ফেলে দেওয়া জিনিসপত্র কুড়িয়ে বস্তায় ভরছেন সোনিয়া। সকাল থেকে চলে তার এই কাজ। দিনভর ঘুরে যা সংগ্রহ করেন, তা বিক্রি করে আয় হয় ২০০ থেকে ৩০০ টাকা। কখনো-বা একটু বেশি। এ টাকায় চাল, ডাল, সবজি কিনে সংসার চালাতে হয়। দিতে হয় বিদ্যুৎ বিল, মেটাতে হয় পরিবারের অন্যান্য খরচ। এর মধ্যে নিত্যপণ্যের দাম যেভাবে বাড়ছে, তাতে প্রতিদিনের আয় দিয়ে সংসার চালানোই কঠিন হয়ে পড়েছে তার। সারাদিন পরিশ্রম করেও অভাব দূর হচ্ছে না। বরিশাল নগরীর পলাশপুর বস্তির বাসিন্দা সোনিয়ার মতো একই বাস্তবতার মুখোমুখি হোসনেয়ারাও। স্বামী পঙ্গু, পিঠা বিক্রি করে সংসার চালান তিনি। সকাল থেকে সন্ধ্যা, কখনো রাত পর্যন্ত চলে তার ব্যস্ততা। পিঠা তৈরি ও বিক্রি করে যা আয় হয়, তা দিয়ে সংসারের খরচ মেটাতে হয়। কিন্তু চাল, ডাল, তেলসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বাড়ায় সেই আয় দিয়ে আগের মতো সংসার চালানো যাচ্ছে না। উপার্জন আর খরচের হিসাব মেলাতে তাকে প্রতিদিনই হিমশিম খেতে হচ্ছে। সোনিয়া বলেন, বোতল আর ভাঙারি কুড়িয়ে বিক্রি করে দিনে ২০০ থেকে ৩০০ টাকা পাই। এ টাকা দিয়ে সংসার চালাতে হয়। সবকিছু কিনতে গেলে আর টাকায় কুলায় না। সারাদিন কাজ করেও সব প্রয়োজন মেটাতে পারি না। পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে বিপদে পড়তে হয়। তখন ধারদেনা করে চিকিৎসার খরচ চালাতে হয়। হোসনেয়ারার জীবনেও স্বস্তি নেই। এখন পিঠা তৈরির উপকরণ কিনতে খরচ বাড়ছে। অন্যদিকে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দামও বেশি। পিঠার দাম বাড়ালে ক্রেতা কমে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে, আবার দাম না বাড়ালে খরচ বাদ দিয়ে হাতে তেমন টাকা থাকে না। ফলে পরিশ্রম বাড়লেও সংসারে সচ্ছলতা ফেরানো কঠিন হয়ে পড়েছে।

দুজনের পেশা আলাদা, কিন্তু সংকটের জায়গা একই। কোনোদিন খাবারের খরচ জোগাড় করতেই টান পড়ে, আবার পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে দেখা দেয় নতুন দুশ্চিন্তা। চিকিৎসার জন্য ধারদেনা করতে হয়। পরে সেই টাকা শোধ করতে গিয়ে দৈনন্দিন খরচ আরও কমাতে হয়। এভাবে তাদের জীবন অভাবের চক্রে আটকে পড়েছে। আজ আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য বিমোচন দিবস। এ দিবসে দারিদ্র্য দূরীকরণে মানুষের আয় বাড়ানো, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও মৌলিক চাহিদা পূরণের সুযোগ নিশ্চিত করার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। তবে সোনিয়া ও হোসনেয়ারার মতো নিম্নআয়ের মানুষের জীবন দেখায়, শুধু কাজ করলেই দারিদ্র্য থেকে মুক্তি মেলে না। সেই আয়ে খাবার, বাসস্থান ও চিকিৎসার মতো মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর সক্ষমতাও থাকতে হয়। একজন মানুষ সারাদিন পরিশ্রম করে আয় করেও যদি পরিবারের জন্য পর্যাপ্ত খাবার কিনতে না পারেন, অসুস্থ হলে চিকিৎসার খরচ জোগাতে না পারেন বা মাস শেষে ধারদেনা করতে বাধ্য হন, তাহলে তার জীবনে দারিদ্র্যের চাপ থেকেই যায়। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি সেই চাপ আরও বাড়িয়ে দেয়। বিশেষ করে সীমিত ও অনিয়মিত আয়ের মানুষের পক্ষে এই বাড়তি ব্যয় সামাল দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। পলাশপুর বস্তির সোনিয়া ও হোসনেয়ারার কাছে দারিদ্র্য বিমোচনের অর্থ খুব সাধারণ। সারাদিন পরিশ্রম করে যেন সংসারের প্রয়োজন মেটাতে পারেন, পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে চিকিৎসা করাতে পারেন, আর দৈনন্দিন খরচ চালাতে যেন অন্যের কাছে ধার চাইতে না হয়। তাদের চাওয়া বিলাসিতা নয়, একটু স্বস্তিতে বেঁচে থাকা। কিন্তু বাস্তবতা হলো, দিন শেষে দুজনকেই আবার পরেরদিনের উপার্জনের চিন্তা করতে হয়। পরদিনও কাজে নামতে হবে, জোগাড় করতে হবে সংসারের খরচ। এভাবেই দিন যায়, মাস পেরোয়, অথচ অভাব আর দূর হয় না। পরিশ্রমে তাদের বিরতি নেই, তবুও সংসারে স্বস্তি নেই। নিত্যপণ্যের বাড়তি দাম আর সীমিত আয়ের চাপে তাদের জীবন আটকে আছে প্রতিদিন টিকে থাকার লড়াইয়ে। আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য বিমোচন দিবসে তাদের এই বাস্তবতাই মনে করিয়ে দেয়—দারিদ্র্য থেকে মুক্তি মানে শুধু কাজ পাওয়া নয়, সেই কাজের আয়ে সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকার নিশ্চয়তাও।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। শুক্রবার। ১৬ অক্টোবর ২০২৬

শ্রমবাজারে বৈচিত্র্য আনা জরুরি

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ, চাপে অর্থনীতি

দেশের অর্থনীতি নানামুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে। বেসরকারি খাতে ঋণপ্রবাহের ধীরগতি, বিনিয়োগে অনিশ্চয়তা, শিল্প খাতে স্থবিরতা এবং লাগামহীন মূল্যস্ফীতি—সামগ্রিক অর্থনৈতিক সংকটকে সামনে আনছে। এমন চতুর্মুখী সংকটের মধ্যেও প্রবাস আয়ের ইতিবাচক ধারা অব্যাহত ছিল। বলা যায়, ঘোর সংকটকালে এটিই ছিল স্বস্তির সূচক। কিন্তু সৌদি আরবে যুদ্ধ পরিস্থিতিতে সেই প্রবাস আয় নিয়েও অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে সৌদি আরব ও ইয়েমেনের হুতিদের মধ্যে নতুন করে উত্তেজনা শুরু হয়েছে। হুতিদের ধারাবাহিক হামলায় সৌদি আরবের বিমানবন্দরসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সৌদি আরবে অবস্থানরত বাংলাদেশিরাও হতাহত হয়েছেন। এমন পরিস্থিতিতে সৌদি আরবের শ্রমবাজার নিয়ে বড় ধরনের অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। চলমান সংঘাত দীর্ঘস্থায়ী হলে আমাদের প্রবাস আয় সংকুচিত হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

এদিকে কালের কণ্ঠে প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, হামলার কারণে আকাশপথ বন্ধ—এ কারণে ঢাকা থেকে অন্তত ১০০ ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। এতে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে দেড় হাজারের বেশি সৌদিগামী যাত্রী আটকা পড়েছেন। তাঁদের মধ্যে অনেক প্রবাসী কর্মীর ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পথে, আবার অনেকের ছুটি শেষ হয়ে আসছে। সময়মতো গন্তব্যে পৌঁছতে না পারলে চাকরি, ভিসা ও কর্মস্থলে যোগদান নিয়ে অনিশ্চয়তায় রয়েছেন তাঁরা।

বিশেষজ্ঞমহল মনে করছে, সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উচিত এই আটকে পড়া শ্রমিকের পাশে দাঁড়ানো। এ বিষয়ে ব্র্যাকের সহযোগী পরিচালক (মাইগ্রেশন) শরিফুল ইসলাম হাসান যথার্থই বলেছেন, 'বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবেলায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে সার্বক্ষণিক কৌশলগত সেল গঠন করা প্রয়োজন। আটকে পড়া কর্মীদের তালিকা তৈরি, ভিসার মেয়াদ বাড়ানো, জরুরি সহায়তা এবং বিকল্প যাত্রাপথের ব্যবস্থা করতে পারে এই সেল। সংঘাত দীর্ঘ হলে কর্মীদের নিরাপত্তা, দেশে ফিরে আসা শ্রমিকদের পুনর্বাসন এবং নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ নিয়েও আগাম পরিকল্পনা থাকা দরকার।'

বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে দেশে রেমিট্যান্স এসেছে ৩৫.৫৯ বিলিয়ন ডলার। আগের অর্থবছরে এসেছিল ৩০.৩৩ বিলিয়ন ডলার। এক বছরে প্রবাস আয় বেড়েছে ১৭.৩০ শতাংশ। তবে আমাদের প্রবাস আয়ের বড় অংশ ঘুরেফিরে মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশের ওপর নির্ভরশীল। এর মধ্যে সৌদি আরব সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। গত অর্থবছরে দেশটি থেকে এসেছে মোট রেমিট্যান্সের ১৬.১৩ শতাংশ। অর্থনীতি বিশ্লেষকরা বলছেন, এই নির্ভরতা অর্থনীতির জন্য একই সঙ্গে শক্তি আবার ঝুঁকিও বটে।

বেশ কিছুদিন থেকেই বিশেষজ্ঞমহল দেশে শ্রমবাজারে বৈচিত্র্য আনার পরামর্শ দিয়ে আসছে। গত বুধবার একটি অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরও এ বিষয়ে জোর দিয়েছেন। তিনি বলেন, মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান পরিস্থিতি বাংলাদেশের সামনে নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। এই প্রেক্ষাপটে শ্রমবাজারে বৈচিত্র্য আনতে ইউরোপ ও এশিয়ার অন্যান্য দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াতে হবে।

আমরাও মনে করি, প্রবাস আয়ের ইতিবাচক ধারা অব্যাহত রাখতে শ্রমবাজারে বৈচিত্র্য আনার কোনো বিকল্প নেই। এ জন্য আন্তর্জাতিক চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা জরুরি। মনে রাখা দরকার, প্রবাস আয় আমাদের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি। কিন্তু সেই তুলনায় এই খাতে নানা অনিয়ম রয়েছে—সেগুলো দূর করা একান্ত প্রয়োজন।

প্রথম আলো
রোববার, ১৮ অক্টোবর ২০২৬

নেত্রকোনায় সাংবাদিক হত্যা

সংবাদকর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন

নেত্রকোনার দুর্গাপুরে সাংবাদিক লুৎফুজ্জামান ফকির আলিফকে গুলি করে হত্যার ঘটনা বাংলাদেশে সাংবাদিকতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও নাগরিকের বেহাল নিরাপত্তাকে উন্মোচন করে দেয়। লুৎফুজ্জামান বেসরকারি আইপিটিভির প্রতিনিধি ছিলেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে 'ডিটেকটিভ আর্টিকেল' পেজের মাধ্যমে স্থানীয় দুর্নীতি, মাদক পাচার ও অপকর্মের খবর প্রকাশ করতেন। আরও উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে, ২০২৫ সালের নভেম্বর মাসে তাঁর ওপর আরেকবার হামলা করা হয়েছিল।

বিচারহীনতার সংস্কৃতি কীভাবে দিন দিন অপরাধের মাত্রা বৃদ্ধি করে এবং অপরাধীদের আরও সাহসী করে তোলে, এ ঘটনা তারও প্রমাণ। বিচারহীনতার যে সংস্কৃতি বছরের পর বছর ধরে গড়ে উঠেছে, তারই চড়া মাশুল দিতে হলো লুৎফুজ্জামানকে। অতীতেও দুর্গাপুরে একাধিক রোমহর্ষক হত্যাকাণ্ডের সুবিচার না হওয়ার যে অভিজ্ঞতা স্থানীয় ব্যক্তিদের রয়েছে, তা বিচারব্যবস্থার ওপর থেকে সাধারণ মানুষের আস্থা আরও কমিয়ে দেয়।

বাংলাদেশে সংবাদকর্মী ও সাংবাদিকতার জন্য অনিরাপদ পরিবেশ তৈরি হচ্ছে। বিগত কয়েক দিনে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা কর্তৃক সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। অন্যদিকে সরকার সাইবার সুরক্ষা আইনের যে সংশোধনীর খসড়া প্রস্তাব দিয়েছে, সেটাও যে মুক্ত সাংবাদিকতার জন্য হুমকি হয়ে উঠতে পারে, তা ইতিমধ্যে গণমাধ্যমকর্মীরা উচ্চকণ্ঠে জানিয়েছেন। সাংবাদিকতা কতটা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছে, তার প্রমাণ রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্সের (আরএসএফ) ২০২৬ সালের সূচকেও প্রতিফলিত হয়েছে। সেখানে বাংলাদেশের অবস্থান আরও পিছিয়ে ১৫২-তে ঠেকেছে। ইতিমধ্যে ব্রাসেলসভিত্তিক দ্য ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব জার্নালিস্টস এবং আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) যথার্থই মন্তব্য করেছে, সাংবাদিকদের ওপর এ ধরনের সহিংসতা কেবল মত ও সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার জন্যই হুমকি নয়; বরং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আইনের শাসনকেই ধূলিসাৎ করে দেয়।

আমরা মনে করি, সরকারকে লুৎফুজ্জামান আলিফ হত্যার ঘটনার নিরপেক্ষ, প্রভাবমুক্ত ও দ্রুত তদন্ত নিশ্চিত করে জড়িত সব ঘাতক এবং এর নেপথ্যের মূল হোতাদের আইনের আওতায় আনতে হবে। এটা কেবল সাংবাদিকের নিরাপত্তার বিষয়ও নয়, দেশে ক্রমাগত অবনতির দিকে যাওয়া আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি না ঘটালে সামগ্রিকভাবে নাগরিকের নিরাপত্তাহীনতার বোধ কাটবে না। সাংবাদিকদের যদি কথা বলা বা সংবাদ প্রকাশের পর জান ও মাল নিয়ে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে হয়, তাহলে দেশের আইনের শাসন ও গণতন্ত্র সবই হুমকির মুখে পড়ে যায়।

আমরা মনে করি, যত দ্রুত সম্ভব লুৎফুজ্জামান হত্যার বিচার করতে হবে এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে সাংবাদিকদের ওপর যে হামলা হয়েছে, সেগুলোর বিরুদ্ধেও আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে। সাংবাদিকদের জীবন হুমকির মুখে ফেলে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত হতে পারে না আর সংবাদমাধ্যম যদি স্বাধীন না হয়, তাহলে গণতন্ত্রও দ্রুত মুখ থুবড়ে পড়বে।

সমকাল সোমবার | ১৯ অক্টোবর ২০২৬

বন্ধ কারখানা সচলের ঋণে সাড়া কম

প্রণোদনা প্যাকেজ

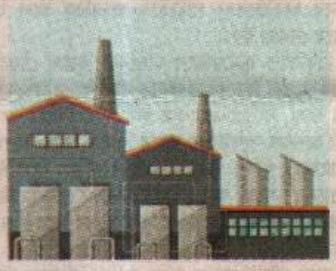

তহবিল	বিতরণ
২০,০০০	৫৬১

কোটি টাকায়

গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতি আনা ও কর্মসংস্থানসহ ৬টি খাতে ১০ হাজার কোটি টাকার তহবিলের কোনো অর্থ বিতরণ হয়নি

■ বিশেষ প্রতিনিধি

ব্যবসা-বাণিজ্য চাঙ্গা করতে বাংলাদেশ ব্যাংকের ৬০ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ থেকে পাঁচ মাসে প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকা বিতরণ হয়েছে। এই প্যাকেজের আওতায় বন্ধ শিল্প ও সেবা খাতের ঋণে সাড়া কম। বন্ধ কারখানা সচলে ২০ হাজার কোটি টাকার তহবিল থেকে এ পর্যন্ত বিতরণ হয়েছে মাত্র সাড়ে ৫০০ কোটি টাকার মতো। এর বাইরে গ্রামীণ অর্থনৈতিক কাজে গতিশীলতা আনা, বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানসহ ছয়টি খাতের জন্য গঠিত ১০ হাজার কোটি টাকার তহবিল থেকে এখনও এক টাকাও বিতরণ হয়নি।

ব্যাংকাররা বলছেন, বাংলাদেশে অর্থায়ন সমস্যার কারণে ভালো কোনো কারখানা বন্ধ হওয়ার নজির কম। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ঋণের টাকা পাচার, ব্যবস্থাপনার অদক্ষতা, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা, বিদ্যুৎ-গ্যাস সংকট ইত্যাদি কারণে শিল্পকারখানা বন্ধ হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে পরিস্থিতির তেমন উন্নতি নেই। ফলে ব্যাংকগুলোকে অনেক দেখেশুনে ঋণ দিতে হচ্ছে। আবার বন্ধ কারখানা সচলের এখন সবচেয়ে বড় প্রয়োজন বিদ্যুৎ-গ্যাসের নিশ্চয়তা মিলছে না। এসব কারণে কম সুদের এ ঋণে সাড়া কম। একজন ব্যাংকার বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে এসব ঋণ বিতরণে ব্যাপক চাপাচাপি করা হচ্ছে। যে কারণে কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিথিল নিয়মের মাধ্যমে অর্থ ছাড় করা হচ্ছে। তা না হলে এসব ঋণ বিতরণ আরও কম হতো।

চলতি বছরের ২৩ মে ১৫টি খাতের জন্য ৬০ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর মোস্তাকুর রহমান। এই তহবিলের মধ্যে ৪১ হাজার কোটি টাকা এসেছে উদ্বৃত্ত থাকা ব্যাংকগুলো থেকে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ১৯ হাজার কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন তহবিল করেছে। সরকারের সুদ ভর্তুকির আওতায় গ্রাহক পর্যায়ে এ ঋণ বিতরণের মাধ্যমে ২৫ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের লক্ষ্য।

কোন খাতে কত ঋণ

বাংলাদেশ ব্যাংক গত ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য প্রকাশ করেছে। এতে দেখা যাচ্ছে, বন্ধ শিল্পকারখানা ও সেবা খাতের ২০ হাজার কোটি টাকার তহবিল থেকে ৫৬১ কোটি টাকা বিতরণ হয়েছে। আর প্রক্রিয়াধীন রয়েছে আরও ৯২৯ কোটি টাকা। শিল্পের জন্য কাঁচামাল আমদানি, রপ্তানি আদেশের বিপরীতে ইউটিলিটি বিল ও শ্রমিকদের বেতন-ভাতা পরিশোধে অর্থায়ন করা হবে। ব্যাংকগুলো ৪ শতাংশ সুদে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে তহবিল নিয়ে গ্রাহক পর্যায়ে সর্বোচ্চ ৭ শতাংশ সুদে বিতরণ করবে। সব ক্ষেত্রে একটি অংশ ভর্তুকি দেবে সরকার।

প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় দুটি তহবিলের পুরো অর্থ বিতরণ দেখানো হয়েছে। এর মধ্যে সৃজনশীল অর্থনীতির জন্য ৫০০ কোটি টাকার তহবিলের পুরোটাই বিতরণ করা হয়েছে। অবশ্য কোথায় কত টাকা গেছে, সে বিষয়ে কোনো তথ্য দেয়নি কেন্দ্রীয় ব্যাংক। আর প্রিশিপমেন্ট খাতে পাঁচ হাজার কোটি টাকার পুরোনো পুনঃঅর্থায়নের বিপরীতে বিতরণ হয়েছে ছয় হাজার ৯১৭ কোটি টাকা। পণ্য জাহাজীকরণের জন্য এ তহবিল থেকে স্বল্প সময়ের জন্য অর্থ দিয়ে তা আদায়ের পর আবার বিতরণ করা হয়। যে কারণে তহবিলের আকারের চেয়ে বিতরণের পরিমাণ বেশি।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, কুটির ও মাইক্রো খাতের উদ্যোক্তা সৃষ্টির পাঁচ হাজার কোটি টাকার বিশেষ স্কিম থেকে আড়াই হাজার কোটি টাকা বিতরণ হয়েছে। সিএমএসএমই খাতের পাঁচ হাজার কোটি টাকার চলতি মূলধন পুনঃঅর্থায়নের বিপরীতে দেওয়া হয়েছে ৯০৮ কোটি টাকা। দেশের কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ১০ হাজার কোটি টাকার ঋণে মাত্র ২৯৩ কোটি টাকা বিতরণ হয়েছে।

উত্তরবঙ্গে কৃষিভিত্তিক বিশেষ অর্থনৈতিক কেন্দ্র সৃষ্টির জন্য গঠিত তিন হাজার কোটি টাকার তহবিল থেকে মাত্র ৪৯ কোটি টাকা বিতরণ করা গেছে। বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য এক হাজার টাকার তহবিল থেকে গেছে ২০০ কোটি টাকা। স্টার্ট আপের জন্য ৫০০ কোটি টাকার তহবিল থেকে ৩৩ কোটি টাকা বিতরণ হয়েছে। আরও পাঁচ কোটি টাকা বিতরণের প্রক্রিয়ায় রয়েছে।

এক টাকাও বিতরণ হয়নি ৬ তহবিলে

সুদ ভর্তুকির আওতায় গঠিত বাংলাদেশ ব্যাংকের ছয়টি প্রণোদনা তহবিল থেকে এখনও এক টাকাও বিতরণ হয়নি। এর মধ্যে বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এক হাজার কোটি টাকার তহবিল থেকে এক টাকাও বিতরণ হয়নি। তবে পুরো অর্থ বিতরণের প্রক্রিয়ায় রয়েছে বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। পরিবেশবান্ধব সবুজ কারখানা তৈরিতে এক হাজার কোটি টাকার তহবিলে ৫২৭ কোটি টাকা বিতরণ প্রক্রিয়ায় থাকলেও এখনও এক টাকাও বিতরণ হয়নি। বিতরণ না হওয়ার তালিকায় রয়েছে চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা রপ্তানিতে অর্থায়নের জন্য গঠিত দুই হাজার কোটি টাকার তহবিল। এখানে মাত্র ৯৮ কোটি টাকা বিতরণের প্রক্রিয়ায় রয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক ১৮ অক্টোবর ২০২৬

সুন্দরবনের কুঞ্জির খাল থেকে তিন জেলে অপহরণ

এক জন ফিরলেন মুক্তিপণে

■ শ্যামনগর (সাতক্ষীরা) সংবাদদাতা

সাতক্ষীরা রেঞ্জের পশ্চিম সুন্দরবনে মুক্তিপণের দাবিতে তিন জেলেকে অপহরণ করেছে বনদস্যু ভাই ভাই সুন্দরবন বাহিনীর সদস্যরা। গত শুক্রবার দিবাগত রাত ২টার দিকে সুন্দরবনের কুঞ্জির খাল থেকে বনদস্যুরা হামলা চালিয়ে মালামালসহ জেলেদের অপহরণ করে। পরে গতকাল শনিবার ভোরে ১ লাখ টাকা মুক্তিপণ দিলে কয়রা উপজেলার গোলখালি গ্রামের জেলে আব্দুল কাদেরকে নৌকায় তুলে দিলে তিনি বাড়ি ফিরেছেন। অপহৃত অন্য দুই জেলে হলেন শ্যামনগর উপজেলার ৯ নম্বর সোরা গ্রামের সোহারাব আলী খানের ছেলে মনিরুল ইসলাম এবং একই গ্রামের রুহুল আমিন গাজীর ছেলে শাহাজান।

পরিবারের বরাত দিয়ে ৯ নম্বর সোরা গ্রামের আবিয়ার রহমান জানান, সুন্দরবনের কুঞ্জির খাল থেকে তিন জেলেকে মুক্তিপণের দাবিতে ভাই ভাই সুন্দরবন বাহিনী অপহরণ করে। এর মধ্যে সোরা গ্রামের ইমান আলীর ছেলে আব্দুল কাদের ১ লাখ টাকা মুক্তিপণ দিয়ে বাড়ি ফিরেছে। অন্য দুজনের জন্য ২ লাখ টাকা মুক্তিপণের দাবি করেছেন ভাই ভাই সুন্দরবন বাহিনী। সাতক্ষীরা রেঞ্জের সহকারী বন সংরক্ষক (এসিএফ) মো. শাহিনুর ইসলাম বলেন, জেলে অপহরণের বিষয়টা একের পর এক লোকমুখ শুনেছি। তবে পরিবারের পক্ষ থেকে কেউ বন বিভাগে অভিযোগ করেনি। জেলেদের নিরাপত্তা দিতে বন [illegible] করা হয়েছে।

দেশ রূপান্তর
সোমবার, ১৯ অক্টোবর ২০২৬,

১৫ বছরে চাকরি সংকটে পড়বে বিশ্বের ৮০ কোটি তরুণ

নিজস্ব প্রতিবেদক

বিশ্বজুড়ে ১২০ কোটি তরুণ আগামী ১০ থেকে ১৫ বছরে কর্মজীবনে প্রবেশ করবে বলে জানিয়েছে বিশ্বব্যাংক। কিন্তু এই সময়ে সম্ভাব্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে মাত্র ৪০ কোটি। ফলে প্রায় ৮০ কোটি তরুণের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগের ঘাটতি তৈরি হতে পারে। বৈশ্বিক কর্মসংস্থানের এই সংকটের আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বিশ্বব্যাংক গ্রুপের প্রেসিডেন্ট অজয় বাঙ্গা। সম্প্রতি থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে অনুষ্ঠিত বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) ২০২৬ সালের বার্ষিক সভায় মূল বক্তব্যে তিনি এ আশঙ্কার কথা তুলে ধরেন। গতকাল রবিবার বিশ্বব্যাংকের ঢাকা কার্যালয় থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।

বিশ্বব্যাংক প্রেসিডেন্ট বলেন, এই সংখ্যা কেবল পরিসংখ্যান নয়। এর পেছনে রয়েছে ডিগ্রি নিয়েও চাকরি না পাওয়া হতাশ তরুণ-তরুণী এবং কাজের দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও বিদ্যুতের অভাবে কর্মহীন যুবক। এই বিপুল জনগোষ্ঠীর মেধা ও সক্ষমতাকে কাজে লাগানো না গেলে তা দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বৈশ্বিক সংকটে রূপ নিতে পারে।

অজয় বাঙ্গা বলেন, ২০২৩ সালে তিনি দায়িত্ব নেওয়ার সময় বৈশ্বিক অর্থনীতিতে যেসব চাপ ও চ্যালেঞ্জ ছিল, সেগুলো এখনো কাটেনি। বরং ভূরাজনৈতিক সংঘাত, উচ্চ ঋণের বোঝা, সরকারি তহবিলের সীমাবদ্ধতা এবং জ্বালানি ও সারের মতো গুরুত্বপূর্ণ উপকরণের উচ্চমূল্যের কারণে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বৃহৎ পরিসরে টেকসই কর্মসংস্থান সৃষ্টি করাকে বিশ্বব্যাংক তার মূল কৌশল হিসেবে নিয়েছে।

বিশ্বব্যাংক প্রেসিডেন্ট

১২০ কোটি তরুণের মাত্র ৪০ কোটি কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবেন

বক্তব্যে গত তিন বছরে বিশ্বব্যাংকের বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের কথাও তুলে ধরেন অজয় বাঙ্গা। তিনি জানান, প্রকল্প অনুমোদনের সময় ১৯ মাস থেকে কমিয়ে নয় মাসে আনা হয়েছে। আগের ১৫৩টি জটিল মূল্যায়নের পরিবর্তে এখন ২২টি প্রভাবভিত্তিক সূচকের মাধ্যমে কাজের অগ্রগতি মূল্যায়ন করা হচ্ছে। এ ছাড়া বিশ্বব্যাংকের মূলধন কাঠামো পুনর্গঠনের ফলে আগামী এক দশকে আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাংকের (আইবিআরডি) ঋণ দেওয়ার সক্ষমতা আরও ১ হাজার কোটি মার্কিন ডলার বেড়েছে।

কর্মসংস্থান সৃষ্টির তিনটি প্রধান ভিত্তি হিসেবে উন্নত অবকাঠামো, ব্যবসাবান্ধব নীতিমালা এবং বেসরকারি বিনিয়োগ নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্ব দেন বিশ্বব্যাংক প্রেসিডেন্ট।

অজয় বাঙ্গা বলেন, বড় পরিসরের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবস্থা অনেক দেশের নাগালের বাইরে থাকলেও সাধারণ প্রয়োগভিত্তিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই মানুষের জীবন বদলে দেওয়ার সুযোগ তৈরি করছে। কৃষকের উৎপাদন বাড়ানো, শিক্ষকের পাঠদান উন্নত করা কিংবা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের বড় বাজারে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে এ প্রযুক্তি কাজে লাগাতে পারে। এ জন্য পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ, ডিজিটাল সংযোগ ও প্রযুক্তিগত সরঞ্জাম নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

বিশ্বব্যাংক প্রেসিডেন্ট বলেন, 'মিশন ৩০০' উদ্যোগের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে আফ্রিকার ৩০ কোটি মানুষকে বিদ্যুতের আওতায় আনার পরিকল্পনা রয়েছে। এরই মধ্যে ৫ কোটি ৯০ লাখ মানুষ বিদ্যুৎ সংযোগ পেয়েছেন। পাশাপাশি, ২০৩০ সালের মধ্যে ১০০ কোটি মানুষের নিরাপদ পানির সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংক ৪০ কোটি মানুষকে সুবিধার আওতায় আনার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। একই সঙ্গে ২০ কোটি ক্ষুদ্র কৃষককে শুধু জীবিকা নির্বাহের কৃষি থেকে উদ্বৃত্ত উৎপাদনকারী কৃষিতে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

১৯৪৪ সালের ব্রেটন উডস সম্মেলনের প্রসঙ্গ তুলে অজয় বাঙ্গা বলেন, বিশ্বযুদ্ধ ও অর্থনৈতিক মহামন্দার সময়েও বিশ্বনেতারা বুঝতে পেরেছিলেন, কোনো দেশের সমৃদ্ধি শুধু সেই দেশের মানুষের জন্য নয়, প্রতিবেশী দেশগুলোর মানুষের জীবনেও তার ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। অতীতের সেই উপলব্ধি থেকে শিক্ষা নিয়ে বিশ্বব্যাংক বর্তমানে সরকারি তহবিল, বেসরকারি পুঁজি, দাতব্য সংস্থা ও নতুন প্রযুক্তির সমন্বয়ে কাজ করছে। এর লক্ষ্য, প্রতিটি দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী পৃথক উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করে তরুণদের জন্য কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ সৃষ্টি করা।

প্রথম আলো
সোমবার, ১৯ অক্টোবর ২০২৬, ৩

সৌদিতে বাংলাদেশির মৃত্যুদণ্ড

প্রবাসীদের সুরক্ষায় ব্যর্থতা কাম্য নয়

সৌদি আরবে 'অনৈতিক কাজ'-এর দায়ে দুই বাংলাদেশির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে এবং সৌদি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতি সৌদি প্রেস এজেন্সিতে প্রকাশের পর জেদ্দার কনস্যুলেট বিষয়টি জানতে পারে। এই যে কয়েক মাস ধরে আদালতে বিচার চলল, একটি রায় হলো, উচ্চতর কর্তৃপক্ষ তা বহাল রাখল, রাজকীয় আদেশে দণ্ড কার্যকরও হলো, অথচ এই পুরো সময়ে বাংলাদেশের কূটনৈতিক মিশন কিছুই জানল না, তা রীতিমতো বিস্ময়কর। বাংলাদেশ রাষ্ট্র এবং লাখ লাখ প্রবাসী শ্রমিকের নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে এ পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক ও হতাশাজনক।

অবশ্যই বিদেশে অবস্থানকারী প্রত্যেক নাগরিককে সে দেশের আইন মানতে হয়। কিন্তু বিদেশে কোনো নাগরিক অভিযুক্ত হলে সেখানেও কিছু বিধিবদ্ধ দায়িত্ব বর্তায় দুই দেশের ওপরই। সেখানে কোনো নাগরিক অভিযুক্ত হলে তাঁর সঙ্গে কনস্যুলার যোগাযোগ, আইনজীবী ও দোভাষীর ব্যবস্থা, বিচারপ্রক্রিয়া ঠিকভাবে চলছে কি না, তা নজরে রাখা মিশনের কাজের আওতার মধ্যেই পড়ে। কনস্যুলার সম্পর্কবিষয়ক ভিয়েনা সনদের ৩৬ অনুচ্ছেদে এ অধিকার স্পষ্ট করা আছে এবং বাংলাদেশ ও সৌদি আরব দুই দেশই এর পক্ষভুক্ত। অভিযুক্ত ব্যক্তিরা কনস্যুলেটকে জানাতে চেয়েছিলেন কি না, তা আমরা জানি না; কিন্তু আমরা মনে করি, মিশন সক্রিয় ভূমিকা পালন করলে এমন একটি মামলার খবর তার কাছে পৌঁছানোর কথা ছিল। উল্লেখ্য, সুদৃঢ় কূটনৈতিক যোগাযোগের মাধ্যমে একাধিক দেশ সৌদি আরবে নিজ নাগরিকদের মৃত্যুদণ্ড এড়াতে সক্ষম হয়েছে—এরও প্রমাণ বিদ্যমান।

এ ব্যর্থতা মোটেও বিচ্ছিন্ন নয়। বিভিন্ন দেশে কর্মরত প্রবাসী শ্রমিকেরা অনেক ধরনের নিপীড়নের শিকার হন। নারী গৃহকর্মীদের মরদেহ ফিরছে নিয়মিত। অভিবাসী কর্মী উন্নয়ন প্রোগ্রামের (ওকাপ) গবেষণায় দেখা গেছে, বাধ্য হয়ে ফিরে আসা নারী কর্মীর ৯৪ শতাংশই প্রবাসে নিয়মিত শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। ৪৭ শতাংশ নারী যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। নেপাল, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন ও ভিয়েতনামের মতো দেশগুলো তাদের নাগরিকদের সুরক্ষায় যেভাবে এগিয়ে গেছে, তার তুলনায় বাংলাদেশ তেমন অবস্থায় যেতে পারেনি (*প্রথম আলো*, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬)।

সাম্প্রতিক মৃত্যুদণ্ডের ঘটনাসহ সৌদিসহ বিভিন্ন দেশের প্রবাসীদের সুরক্ষায় বাংলাদেশের ধারাবাহিক ব্যর্থতারই প্রমাণ।

এ প্রেক্ষাপটে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলামের মন্তব্য হতাশাজনক। বিচারপ্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা, আইনি সহায়তার প্রাপ্তি বা রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালনের মূল প্রশ্ন এড়িয়ে নাগরিকদের জন্য কেবল 'শিক্ষা'র পরামর্শ দেওয়া অনভিপ্রেত। উপরন্তু 'পাপের লাশ' দেশে না আনা-সংক্রান্ত এক সরকারদলীয় আইনপ্রণেতার বক্তব্য অমানবিক ও দায়িত্বজ্ঞানহীন। জেদ্দার কনস্যুলেটের ব্যর্থতা এবং সৌদি আরবের একপেশে মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা নিয়ে বৈশ্বিক উদ্বেগের বাস্তবতায় এ ধরনের মন্তব্য অগ্রহণযোগ্য।

ঘটনা প্রকাশের প্রায় পাঁচ দিন পর বাংলাদেশে নিযুক্ত সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূতের কাছে দুই বাংলাদেশির বিষয়ে জানতে চেয়েছে ঢাকা। উদ্যোগটি ইতিবাচক হলেও আমাদের প্রশ্ন তাই থেকে যায়, এই উদ্যোগ কেন আরও আগে নেওয়া হলো না? আমরা মনে করি, প্রথমত, সৌদি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পূর্ণাঙ্গ তথ্য আদায়ে সরকারের কূটনৈতিক চাপ বাড়াতে হবে। গ্রেপ্তারের তারিখ, অভিযোগ, প্রমাণ, আইনি প্রতিনিধিত্ব এবং কনস্যুলার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল কি না, এসব জানতে হবে। দ্বিতীয়ত, পরিবারকে বিষয়টি জানানো, মরদেহ ফেরত বা দাফনের তথ্য এবং পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। তৃতীয়ত, মিশন কেন আগে জানল না, তার স্বচ্ছ তদন্ত করে দায়ী কর্মকর্তাদের জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে। চতুর্থত, বিদেশে আটক বা বিচারাধীন বাংলাদেশিদের জন্য একটি সমন্বিত ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে, যেখানে দ্রুত আইনজীবী নিয়োগ, বাংলা ভাষায় সহায়তা ও মৃত্যুদণ্ডের মামলায় আগাম কূটনৈতিক উদ্যোগের সংস্থান থাকবে।

কালের কণ্ঠ
। সোমবার। ১৯ অক্টোবর ২০২৬

ঋণ ও কর্মসংস্থান সংকটের সমাধান হয়নি বার্ষিক সভায়

এম সায়েম টিপু, ব্যাঙ্কক (থাইল্যান্ড) থেকে ▷

ঋণের বোঝা কমানো, উন্নয়ন সহায়তা বাড়ানো ও কর্মসংস্থান সংকট মোকাবেলার সুনির্দিষ্ট সমাধান ছাড়াই গতকাল রবিবার শেষ হয়েছে বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) বার্ষিক সভা।

বৈশ্বিক সংকট মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, বেসরকারি বিনিয়োগ ও প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর ওপর সভায় গুরুত্ব দেওয়া হলেও বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশগুলোর জরুরি সমস্যাগুলোর সমাধানে সুস্পষ্ট নিশ্চয়তা মেলেনি। ১২ অক্টোবর শুরু হওয়া সপ্তাহব্যাপী এই সভার শেষ দিনে গতকাল ব্যাঙ্ককে আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শেষ হয়।

ঋণ পরিশোধেই রাজস্বের ১৪ শতাংশ : নিম্ন আয়ের দেশগুলোর ঋণ পরিশোধের ব্যয় এক দশকে দ্বিগুণের বেশি বেড়ে গড়ে সরকারি রাজস্বের ১৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অবকাঠামো ও সামাজিক সুরক্ষায় ব্যয় করার সুযোগ কমছে। ঋণের কিস্তি ও সুদ পরিশোধে বেশি অর্থ চলে যাওয়ায় দরিদ্র দেশগুলো উন্নয়ন কার্যক্রম চালাতে হিমশিম খাচ্ছে।

আইএমএফের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ক্রিস্টালিনা জর্জিয়েভা বলেছেন, উন্নত অর্থনীতিগুলোর উচ্চ ঋণ ও বাজেট ঘাটতির প্রভাবও অন্য দেশগুলোর ওপর পড়ছে। ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে একদিকে বাড়তি ঋণ ব্যয় সামলাতে হচ্ছে, অন্যদিকে মূল্যস্ফীতি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চাপ মোকাবেলা করছে।

১২০ কোটি তরুণের কাজ কোথায় : কর্মসংস্থান সংকট এবারের সভার অন্যতম বড় উদ্বেগ হিসেবে উঠে এসেছে। বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট অজয় বাঙ্গার বক্তব্য অনুযায়ী, আগামী ১০ থেকে ১৫ বছরে প্রায় ১২০ কোটি তরুণ শ্রমবাজারে প্রবেশ করবেন। অথচ তাঁদের জন্য সম্ভাব্য কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রায় ৪০ কোটি।

এই পরিস্থিতিতে বিনিয়োগ বাড়ানো, নতুন শিল্প গড়ে তোলা এবং তরুণদের দক্ষতা উন্নয়নের ওপর জোর দিচ্ছে বিশ্বব্যাংক। কিন্তু নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য যে পরিমাণ বিনিয়োগ প্রয়োজন, তা কিভাবে নিশ্চিত করা হবে, সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সমাধান স্পষ্ট নয়।

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ডিজিটাল প্রযুক্তির দ্রুত বিস্তার। এসব প্রযুক্তি উৎপাদনশীলতা বাড়াতে পারে, আবার প্রচলিত অনেক কাজের ধরনও বদলে দিতে পারে।

বাংলাদেশের জন্য বাড়তি উদ্বেগ : বৈশ্বিক সংকটের প্রভাব বাংলাদেশের অর্থনীতিতেও পড়ছে। বিশ্বব্যাংকের ৬ অক্টোবর প্রকাশিত বাংলাদেশ উন্নয়ন হালনাগাদ প্রতিবেদনে ২০২৫-২৬ ও ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জন্য ৩.৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে প্রায় ২১ লাখ মানুষ নতুন করে দারিদ্র্যের মধ্যে পড়েছেন। একই সময়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টি স্থবির হয়ে পড়ে এবং নারীরা চাকরি হারান।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৬ সালের জুনে বাংলাদেশের ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণের হার বেড়ে ৩৩.২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত ৮.৩ শতাংশ। রাজস্ব আহরণ কম এবং ব্যাংক খাতে দুর্বলতা থাকায় বিনিয়োগ বাড়ানো ও নতুন কর্মসংস্থান তৈরির সক্ষমতা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। বাংলাদেশের জন্য তাই শুধু নতুন বৈদেশিক ঋণ পাওয়া যথেষ্ট নয়। ঋণের অর্থ উৎপাদনশীল খাতে ব্যবহার, ব্যাংক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি এবং বেসরকারি বিনিয়োগের পরিবেশ উন্নত করা জরুরি। একই সঙ্গে জ্বালানি আমদানির ব্যয় সামলানো ও মূল্যস্ফীতির চাপে থাকা মানুষের জন্য কার্যকর সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।

ব্যাঙ্কক ডায়ালগে সহযোগিতার বার্তা : সম্মেলনের শেষ পর্যায়ে থাইল্যান্ড ঘোষিত 'ব্যাঙ্কক ডায়ালগ নোটস'-এ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বাড়ানো এবং চারটি ক্ষেত্রে অগ্রগতির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এগুলো হলো ডিজিটাল অর্থনীতি, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, সবুজ অর্থনীতিতে রূপান্তর এবং দীর্ঘায়ু ও সামাজিক নিরাপত্তা। বাংলাদেশের জন্য এসব ক্ষেত্র গুরুত্বপূর্ণ। রপ্তানি বহুমুখীকরণ, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে প্রযুক্তির ব্যবহার, নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে বিনিয়োগ এবং দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার মাধ্যমে অর্থনীতির সক্ষমতা বাড়ানো সম্ভব। তবে এসব উদ্যোগ বাস্তবায়নে পর্যাপ্ত অর্থায়ন ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রয়োজন।

তবে ব্যাঙ্কক ডায়ালগ নোটস কোনো আনুষ্ঠানিক ঋণচুক্তি নয়। এতে বাংলাদেশের জন্য নতুন ঋণ, অনুদান কিংবা বিশেষ কর্মসংস্থান কর্মসূচির সুনির্দিষ্ট ঘোষণা নেই।

বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ

- নিম্ন আয়ের দেশগুলোর ঋণ পরিশোধের ব্যয় রাজস্বের ১৪ শতাংশ
- অনিশ্চয়তায় বাংলাদেশসহ দরিদ্র দেশগুলো

প্রথম আলো
সোমবার, ১৯ অক্টোবর ২০২৬,

বন্ধ কারখানা খোলায় ঋণ বিতরণ ৩ শতাংশের কম

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর বন্ধ কলকারখানা চালুসহ অর্থনীতি চাঙা করতে বাংলাদেশ ব্যাংক গত মে মাসে প্রণোদনা তহবিল ঘোষণা করে। ৬২ হাজার কোটি টাকার এই তহবিলের ঋণের সুদহার সর্বোচ্চ ৭ শতাংশ। ২৫ লাখ মানুষের নতুন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে তহবিলটি ঘোষণা করা হয়েছিল।

তবে প্রণোদনা তহবিল ঘোষণার সাড়ে চার মাস পরও ঋণ বিতরণে কাঙ্ক্ষিত গতি নেই। কারণ, ব্যবসায়ীরা ঋণের শর্ত পূরণ করতে পারছেন না। ফলে ব্যাংকগুলোও ঋণ বিতরণে গতি আনতে পারছে না। এদিকে জ্বালানিসংকটসহ নানামুখী সমস্যায় ধুঁকছে শিল্পকারখানা।

জানা গেছে বন্ধ কলকারখানা চালু করতে বাংলাদেশ ব্যাংক গঠিত প্রণোদনা তহবিল থেকে মাত্র ৫৬১ কোটি টাকা বিতরণ হয়েছে। এই খাতে বরাদ্দ আছে ২০ হাজার কোটি টাকা। সাড়ে চার মাসে বরাদ্দের ৩ শতাংশের কম ঋণ পেয়েছেন শিল্প খাতের উদ্যোক্তারা। বাংলাদেশ ব্যাংকের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রণোদনা ঘোষণার সাড়ে চার মাস পরও তহবিল বিতরণে কাঙ্ক্ষিত গতি না থাকায় এখন বাংলাদেশ ব্যাংক শর্ত শিথিলসহ সুদের হার কমিয়ে ঋণ বিতরণ বাড়ানোর নতুন পথ খুঁজছে। উপায় খুঁজে বের করতে অর্থনীতিবিদ, ব্যবসায়ী ও সাবেক ব্যাংকারদের সঙ্গে পরামর্শ করছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। অর্থনীতিতে গতি ফেরাতে ১৮০ দিনের নতুন পথনকশা ঘোষণার কথা ভাবছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

অর্থনীতি চাঙা করার জন্য ঘোষিত ৬২ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা তহবিল থেকে পাঁচ মাসে পাঁচ ভাগের এক ভাগ বা ২০ শতাংশও ছাড় করা সম্ভব হয়নি। ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত ছাড় হয় প্রায় ১১ হাজার ৯৬০ কোটি টাকা। তবে এর বড় অংশই আগের পুনঃ অর্থায়ন তহবিল, যা পরে তহবিলে একীভূত করা হয়। ফলে প্রণোদনা প্যাকেজের আওতাধীন ১৫টি প্রাক্-অর্থায়ন ও পুনঃ অর্থায়ন স্কিমে ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত মোট ১১ হাজার ৯৫৯ কোটি ৮২ লাখ টাকা বিতরণের তথ্য দেয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক। তবে প্রকৃতপক্ষে নতুন করে বিতরণ হয়েছে ১ হাজার ৮৩৯ কোটি টাকা।

কোন খাতে কত বিতরণ

২০২০ সাল থেকে চলমান প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট পুনঃ অর্থায়ন স্কিমে ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৬ হাজার ৯১৭ কোটি টাকা। কটেজ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টির জন্য ঘোষিত বিশেষ স্কিমে ২ হাজার ৫০০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে পিকেএসএফকে, যা বিতরণ হিসেবে দেখাচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

তবে প্রকৃতপক্ষে কুটির, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (সিএমএসএমই) খাতে চলতি মূলধন হিসেবে ৯০৮ কোটি টাকা; বন্ধ শিল্প ও সেবা খাতে ৫৬১ কোটি টাকা; কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, পল্লী অঞ্চলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণ ও খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিতে ২৯৩ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

এ ছাড়া উত্তরবঙ্গে কৃষিভিত্তিক বিশেষ অর্থনৈতিক কেন্দ্র সৃষ্টির পুনঃ অর্থায়ন স্কিমে ৪৮ কোটি ৬৭ লাখ টাকা এবং স্টার্টআপ খাতে অর্থায়ন স্কিমে ৩২ কোটি ৫৯ লাখ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। সৃজনশীল অর্থনীতির জন্য গঠিত স্কিমে ৫০০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়কে।

প্রথম আলো
সোমবার, ১৯ অক্টোবর ২০২৬

সংসার চালাতে ৪৭% পরিবার ঋণগ্রস্ত

বিবিএসের জরিপের তথ্য

জাতীয় বেতন কমিশনের অনুরোধে জরিপটি করা হয়েছিল গত বছরের ১৪ থেকে ১৮ সেপ্টেম্বর।

- জাতীয় পর্যায়ে একটি পরিবারের গড় মাসিক আয় ৩৩ হাজার ৫১৩ টাকা।
- জাতীয় পর্যায়ে পরিবারপ্রতি গড় মাসিক ব্যয় ৩৫ হাজার ৩১১ টাকা।

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

ঋণ করে সংসার চালাতে হচ্ছে দেশের অর্ধেকের কাছাকাছি পরিবারকে। জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং আয় স্থবির হয়ে যাওয়ায় এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) বিশেষ এক জরিপে এমন চিত্র উঠে এসেছে।

জরিপের তথ্যে উঠে এসেছে দেশের ৪৭ দশমিক ৪২ শতাংশ পরিবার ঋণগ্রস্ত। এর মধ্যে শহরের তুলনায় গ্রামের পরিবারগুলো বেশি চাপে রয়েছে। নবম জাতীয় বেতনকাঠামোর সুপারিশ তৈরির আগে অন্তর্বর্তী সরকারের সময় এই জরিপ করা হয়। জাতীয় বেতন কমিশনের অনুরোধে জরিপটি করা হয়েছিল গত বছরের ১৪ থেকে ১৮ সেপ্টেম্বর।

বিবিএসের দারিদ্র্য ও জীবিকা পরিসংখ্যান সেল 'জীবনযাত্রার মান জরিপ ২০২৫' শীর্ষক এ প্রতিবেদন তৈরি করে। তার আগে কম্পিউটারের সহায়তায় ডিজিটাল সাক্ষাৎকার পদ্ধতিতে মানুষের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে বিবিএস। সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় গ্রাম, শহর ও সিটি করপোরেশন এলাকার ১৫০টি প্রাথমিক নমুনা এলাকা থেকে মোট ৩ হাজার পরিবারের।

বিবিএসের প্রতিবেদনে বলা হয়, গত এক বছরে গ্রামাঞ্চলের ৫১ দশমিক ৯১ শতাংশ, শহরাঞ্চলের ৪০ দশমিক ১৯ শতাংশ এবং সিটি করপোরেশন এলাকার ৩২ দশমিক ১১ শতাংশ পরিবার মৌলিক জীবনযাত্রার ব্যয় মেটাতে ঋণ নিতে বাধ্য হয়েছে। জরিপের তথ্য অনুযায়ী, জাতীয় পর্যায়ে একটি পরিবারের গড় মাসিক আয় ৩৩ হাজার ৫১৩ টাকা। আর পরিবারের গড় মাসিক ব্যয় ৩৫ হাজার ৩১১ টাকা। ২০২২ সালের খানা আয় ও ব্যয় জরিপে জাতীয় পর্যায়ে একটি পরিবারের গড় আয় ছিল ৩২ হাজার ৪২২ টাকা এবং গড় ব্যয় ছিল ৩১ হাজার ৫০০ টাকা।

বিবিএসের জরিপের তথ্য অনুযায়ী, সিটি করপোরেশন এলাকায় পরিবারের গড় মাসিক ব্যয় সবচেয়ে বেশি, ৪৬ হাজার ৭৭৮ টাকা। আর শহরাঞ্চলে প্রতি পরিবারের মাসিক ব্যয় ৩৭ হাজার ৩৪৪ টাকা এবং গ্রামাঞ্চলে ৩২ হাজার ৫৩২ টাকা।

জরিপের তথ্য বলছে, জাতীয় পর্যায়ে পরিবারের মাসিক ব্যয়ের অর্ধেক খাবার এবং অর্ধেক খাবারবহির্ভূত খাতে ব্যয় হয়। তবে অঞ্চলভেদে এই চিত্র আলাদা। যেমন গ্রামাঞ্চলে খাবারের পেছনে ব্যয় বেশি, আর শহরাঞ্চলে ব্যয় বেশি খাবারবহির্ভূত খাতে। সিটি করপোরেশন এলাকার পরিবারগুলোর মাসিক ব্যয়ের ৫৬ দশমিক ৭ শতাংশই হয় খাবারবহির্ভূত খাতে।

এদিকে গত সেপ্টেম্বর পর্যন্ত টানা ৫৬ মাস মজুরি বৃদ্ধির হার মূল্যস্ফীতির চেয়ে কম ছিল। বিবিএসের মজুরির সূচক অনুযায়ী, গত সেপ্টেম্বরে মজুরি বৃদ্ধির হার কমে ৭ দশমিক ৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। তার আগের মাসে এই হার ছিল ৮ দশমিক শূন্য ৫ শতাংশ। কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের ৬৩টি পেশায় কম বেতন পাওয়া দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকদের মাসিক মজুরি পর্যবেক্ষণ করে এই সূচক তৈরি করে বিবিএস।

> **দারিদ্র্যের হার বৃদ্ধি, বিনিয়োগের শ্লথগতি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি না হওয়ার এই সময়ে বিবিএসের জরিপে উঠে আসা ঋণগ্রস্ত পরিবারের সংখ্যাটা খুবই উদ্বেগের।**
>
> **সেলিম রায়হান,** নির্বাহী পরিচালক, সানেম

বিশ্বব্যাংকের ৬ অক্টোবর প্রকাশিত বাংলাদেশ উন্নয়ন হালনাগাদ প্রতিবেদনে বলা হয়, অর্থনৈতিক চাপের পেছনে প্রধান কারণ চার বছর ধরে চলা মূল্যস্ফীতির ঊর্ধ্বগতি, দীর্ঘস্থায়ী অর্থনৈতিক মন্থরতা, শ্রমের চাহিদা দুর্বল থাকা এবং মূল্যস্ফীতি। ফলে দেশে দারিদ্র্যের হার ২০২২ সালের ১৮ দশমিক ৭ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০২৬ সালে ২২ দশমিক ৫ শতাংশে দাঁড়াতে পারে।

বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, একই সময়ে অতিদারিদ্র্যের হার ৫ দশমিক ৯ শতাংশ থেকে বেড়ে ১০ দশমিক ১ শতাংশে পৌঁছেছে। এ ছাড়া জ্বালানিসংকটে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলোর উৎপাদনক্ষমতা কমে গেছে। তাতে দেশের শিল্প খাতে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি বাধাগ্রস্ত হয়েছে।

বিশ্বব্যাংক বলছে, দেশে দারিদ্র্যের হার চলতি বছর শেষে বেড়ে সাড়ে ২২ শতাংশে উন্নীত হতে পারে। সংস্থাটির হিসাবে, ২০২২ সালের এই হার ছিল ১৮ দশমিক ৭ শতাংশ। তবে এদেশীয় বেসরকারি গবেষণা সংস্থা পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি) গত শনিবার এক প্রতিবেদনে বলেছে, ২০২৫ সালে দেশের ২৭ দশমিক ৯৩ শতাংশ মানুষ উচ্চ দারিদ্র্যসীমার নিচে ছিল।

বিবিএসের জরিপের তথ্য প্রসঙ্গে জানতে চাইলে গবেষণা সংস্থা সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিংয়ের (সানেম) নির্বাহী পরিচালক সেলিম রায়হান *প্রথম আলোকে* বলেন, দেশে চার বছর ধরে উচ্চ মূল্যস্ফীতি চলছে। বিবিএসের জরিপে যে চিত্র উঠে এসেছে, তা বিশ্বাসযোগ্যই মনে হচ্ছে। একটু ভালো থাকা মানুষেরাও এখন ঋণ করছেন। তবে তার কারণ ভিন্ন।

সেলিম রায়হান বলেন, দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া গরিব মানুষেরা ঋণ করেন খাওয়াদাওয়া, চিকিৎসা ও শিক্ষা খরচের জন্য। দারিদ্র্যের হার বৃদ্ধি, বিনিয়োগের শ্লথগতি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি না হওয়ার এই সময়ে বিবিএসের জরিপে উঠে আসা ঋণগ্রস্ত পরিবারের সংখ্যাটা খুবই উদ্বেগের।

DHAKA WEDNESDAY OCTOBER 21, 2026
KARTIK 5, 1433 BS
The Daily Star

Labour court backlog demands urgent action

Minister says

STAR BUSINESS REPORT

Labour and Employment Minister Ariful Haque Choudhury has stressed the need for an effective roadmap to clear the backlog of cases in labour courts and ensure timely justice for workers.

The backlog poses a major challenge to the justice system and the protection of workers' rights, making its resolution an urgent priority, he said at a stakeholder consultation held with support from the International Labour Organization (ILO) at Pan Pacific Sonargaon hotel in the capital on October 17.

Speaking via video call, the minister called for an increase in the number of labour courts, the filling of vacant posts and the introduction of a fully IT-based e-court system.

He also stressed the need to ensure the regular attendance of employer and worker representatives at court proceedings and make more effective use of alternative dispute resolution.

Labour Secretary Md Abdur Rahman Tarafdar said an effective labour justice system was essential to protect workers' rights and employers' interests and promote cordial industrial relations.

SM Arshadul Alam, additional secretary of the law ministry, and Md Abdur Rahim Khan, additional secretary of the labour ministry, were also present at the meeting.

Participants identified a shortage of judges, procedural delays, the absence of representatives from tripartite benches and the limited use of alternative dispute resolution as key causes of the backlog.

MONDAY OCTOBER 19, 2026
KARTIK 3, 1433 BS
The Daily Star

Ensure safeguards for journalists in cyber law

Says Editors' Council, places 12-point recommendation

STAFF CORRESPONDENT

The Editors' Council yesterday said the amendment to the Cyber Security Act, 2026, must ensure effective measures against cybercrime and clear safeguards for independent journalism, disclosure of information in the public interest, lawful expression, and the professional independence of the media.

It submitted a 12-point recommendation to the office of Principal Information Officer Syed Abdal Ahmad for forwarding to Information and Broadcasting Minister Andaleeve Rahman.

The organisation issued a press release signed by its President Nurul Kabir,

RELATED STORY ON PAGE 12

editor of New Age, and General Secretary Dewan Hanif Mahmud, editor of Bonik Barta.

Provisions concerning the removal or blocking of content, arrest, search, seizure, surveillance, and interference with digital data must ensure transparency, a specific legal basis, prompt judicial oversight, and effective remedies, it said.

The organisation also called on the government to make prior court approval mandatory before journalists can be arrested, searched or placed under surveillance over allegations arising from their professional work.

The draft, which has yet to be finalised, should enable effective action against cybercrime while protecting the media's professional independence and the public's right to information.

For allegations directly related to journalists' work, court approval should be required before seizing materials or accessing digital devices and data. Emergency action taken without prior approval must be reviewed or approved by a court within 48 hours. Such cases should be bailable.

News, investigative reports, analysis, and opinion published professionally or in the public interest should not be treated as cybercrimes merely because of their content or critical stance.

Fair criticism, satire, cartoons, parody, consumer complaints, political criticism, and unintentional errors should not be criminalised. Matters involving freedom of expression should not be made non-bailable.

Where the draft conflicts with laws protecting journalists and media outlets, provisions safeguarding press freedom and constitutional rights should prevail.

The organisation sought protection for reporting on corruption, abuse of power, financial irregularities, environmental damage, public health, consumer rights, government spending, and irregularities in public and private institutions.

Criticism of the government, state institutions, officials, public representatives, and policies, as well as political opinions, analysis, and satire, should not constitute cybercrime. Any prosecution must establish the elements of an offence clearly defined in law.

The council opposed vague expressions such as "disparaging the state" and sought precise definitions of statements deemed insulting to the state, threats to national security and harm to friendly relations with foreign countries.

Journalism, research, human rights monitoring, international cooperation, and public-interest disclosures should not be brought under such provisions or made non-bailable.

It called for separate definitions of incorrect information, disinformation, and rumours. Incorrect or incomplete information should not itself be criminalised, and information should not be treated as an element of an offence merely because it is unverified or unsupported.

Terms requiring clear definitions include bullying, defamation, disparagement, sexual harassment, and sextortion.

On removing or blocking news reports, posts, videos, and other digital content, the council sought a specific legal basis, written reasons, and an explanation of why action is necessary.

Except in emergencies, affected individuals or organisations should be allowed to present their views. Every order should be open to appeal before an independent authority or court within a specified period, with judicial review, according to the recommendations.

Emergency content blocking must receive court approval or review within 48 hours, while information on removal and blocking orders should be made public.

The council opposed making online defamation a new or more serious cybercrime, recommending that such complaints be referred to the Bangladesh Press Council under existing procedures.

Mobile courts and executive authorities should not adjudicate complaints involving news publication, expression, defamation or journalistic content. Arrests, fines, content removal, and other punitive measures in such disputes should be subject to judicial oversight.

No media organisation should be shut down, have its registration cancelled or face disproportionate punishment over an individual report or publication, the organisation said, proposing that such matters be referred to the Press Council.

It demanded legal protection for journalists' confidential sources, saying journalists must not be forced to identify them.

For disputes involving reporting, professional conduct, ethics or media responsibilities, it recommended using the Press Council's complaints and inquiry procedures before taking action, where appropriate. Its jurisdiction and effectiveness should be modernised, if necessary, to include relevant digital news outlets alongside newspapers.

The council called for an independent and accountable National Cyber Protection Council to oversee agencies empowered to investigate, arrest, search, seize materials, conduct surveillance or remove content.

It sought safeguards to ensure the independence of Protection Council members, limits on their powers and investigating officers, and accountability for their decisions. The body should include cybersecurity, legal and human rights experts, alongside experienced media professionals and editorial leaders.

Decisions affecting the public interest, policy recommendations, and the exercise of powers should be transparent and made public.

At a discussion on September 28, the government agreed to form two expert committees to review draft amendments amid concerns raised by journalists.

The draft did not adequately distinguish cybersecurity, cybercrime, and journalism in the digital sphere, which could undermine independent reporting and media freedom, the Editors' Council said in its release.

It urged the government to reconsider the draft after consulting stakeholders, saying that a secure digital environment and independent media were not mutually exclusive and both could be strengthened through appropriate laws and safeguards.

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার
৫ কার্তিক ১৪৩৩, ২১ অক্টোবর ২০২৬

মজুরি বৃদ্ধির তাগিদ শ্রমিকপক্ষের, হিসাবনিকাশে গার্মেন্টস মালিকরা

চলতি মাসেই মজুরি বোর্ড গঠনের আশা শ্রমসচিবের
ডিসেম্বরের আগে মজুরি বৃদ্ধির প্রক্রিয়া চায় শ্রমিক পক্ষ

■ মো. হামিদুর রহমান

পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি সর্বশেষ বাড়ানো হয়েছিল ২০২৩ সালে। তখন মাসিক মজুরি ৮ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ১২ হাজার ৫০০ টাকা করা হয়। তবে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম, বাসাভাড়া, বিদ্যুৎ-গ্যাস, যাতায়াত ও চিকিৎসার ব্যয় বাড়তে থাকায় বর্তমান মজুরিতে সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছেন শ্রমিকেরা। তাদের একটি অংশের দাবি, ন্যূনতম মজুরি ৩০ হাজার টাকা করতে হবে। অন্যদিকে, নতুন মজুরি নির্ধারণের আগে কারখানার আর্থিক সক্ষমতা ও ব্যয়ের হিসাব বিবেচনায় নেওয়ার কথা বলছে মালিকপক্ষ।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের সেপ্টেম্বর দেশে সার্বিক মূল্যস্ফীতি ছিল ৮ দশমিক ৩৪ শতাংশ। খাদ্যমূল্যস্ফীতি ছিল ৭ দশমিক ২২ শতাংশ এবং খাদ্যবহির্ভূত মূল্যস্ফীতি ৯ দশমিক ৩০ শতাংশ। মূল্যস্ফীতির এই চাপে শ্রমিকদের জীবনযাত্রার ব্যয় কতটা বেড়েছে, তা নিয়ে নতুন করে মজুরি নির্ধারণের দাবি উঠেছে। শ্রমিক সংগঠনগুলো দ্রুত মজুরি বোর্ড গঠন করে ডিসেম্বরের মধ্যে নতুন মজুরি ঘোষণার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার দাবি জানিয়েছে।

২০১৮ সালে পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম মাসিক মজুরি ছিল ৮ হাজার টাকা। পাঁচ বছর পর ২০২৩ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১২ হাজার ৫০০ টাকায়। এতে মজুরি বেড়েছিল ৫৬ দশমিক ২৫ শতাংশ। নতুন কাঠামো ঐ বছরের ১ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হয়। তবে গার্মেন্টস শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন সেন্টারের হিসাব অনুযায়ী, ২০১৮ সালে ৮ হাজার টাকায় যেসব পণ্য ও সেবা কেনা যেত, এখন সেগুলো কিনতে আনুমানিক ১৪ হাজার ৫০০ থেকে ১৫ হাজার টাকা প্রয়োজন। সংগঠনটির হিসাবে, এ সময়ে ব্যয় বেড়েছে প্রায় ৮১ থেকে ৮৮ শতাংশ। অর্থাৎ, তাদের হিসাব অনুযায়ী, জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির হার মজুরি বৃদ্ধির চেয়ে বেশি। তবে এই হিসাব সরকারি মূল্যসূচকের সঙ্গে মিলিয়ে যাচাই করা প্রয়োজন। গার্মেন্টস শ্রমিক ঐক্য ফোরামের সভাপতি মোশরেফা মিশু ইত্তেফাককে বলেন, সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন বাড়ানোর পাশাপাশি পোশাকশ্রমিকদের মজুরির বিষয়টিও বিবেচনা করা উচিত। বর্তমান বেতনে শ্রমিকদের সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়েছে। বাসাভাড়া, বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বেড়েছে। সরকারি একজন পিয়নের বেতন ৩২ হাজার টাকা হতে পারলে একজন পোশাকশ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি ৩০ হাজার টাকা করতে সমস্যা কোথায়—এমন প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, ৩০ হাজার টাকাও শ্রমিকদের প্রয়োজনের তুলনায় কম। শ্রমিকদের এই দাবির প্রতি তার সংগঠনের সমর্থন রয়েছে। তবে আন্দোলনে পুলিশের ওপর হামলার নিন্দা জানান তিনি।

মোশরেফা মিশু বলেন, শ্রমিকদের অসন্তোষ কমাতে আরো আগেই মজুরি বোর্ড গঠন করা প্রয়োজন ছিল। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে চলতি মাসের মধ্যে বোর্ড গঠন এবং সর্বোচ্চ তিন মাসের মধ্যে নতুন মজুরি ঘোষণার দাবি জানান তিনি। তার বক্তব্য, শ্রম আইনে নির্ধারিত সময়ের আগে মূল্যস্ফীতি, বাসাভাড়া ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বাড়লে মজুরি পুনর্নির্ধারণের সুযোগ রয়েছে।

বাংলাদেশ গার্মেন্টস ও সুয়েটার শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন ইত্তেফাককে বলেন, শ্রম আইনের ১৩৯ (৬) ধারা সংশোধনের মাধ্যমে প্রতি তিন বছর পরপর মজুরি বোর্ড গঠন ও মজুরি পুনর্নির্ধারণের বিধান করা হয়েছে। তার দাবি, আইন অনুযায়ী চলতি বছরের ডিসেম্বর থেকে মজুরি বৃদ্ধির কথা থাকলেও এখনো বোর্ড গঠন না হওয়ায় শ্রমিকদের মধ্যে উৎকণ্ঠা ও ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। মজুরি বৃদ্ধির প্রক্রিয়া বিলম্বিত না করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. আব্দুর রহমান তরফদার ইত্তেফাককে বলেন, মজুরি বোর্ড গঠনের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে চিঠি দেওয়া হয়েছে। শ্রমিক ও মালিকপক্ষসহ বিভিন্ন পক্ষের প্রতিনিধিদের নাম পাওয়ার পর গেজেট প্রকাশ করা হবে। দুর্গাপূজার ছুটি শেষ হলেই বোর্ড গঠনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার আশা প্রকাশ করেন তিনি। সচিব আরো বলেন, নিয়ম অনুযায়ী ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় রয়েছে। তবে এ মুহূর্তে মজুরি বোর্ড গঠনকে কেন্দ্র করে আন্দোলনের যৌক্তিকতা দেখছেন না তিনি। শ্রমিকদের বিষয়ে সরকারের ইতিবাচক অবস্থান রয়েছে বলেও জানান তিনি।

অন্যদিকে, বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) সিনিয়র সহসভাপতি এনামুল হক খান বাবলু বলেন, শ্রমিকদের দাবি বিবেচনায় নিয়ে মালিকপক্ষকে নিজেদের আর্থিক সক্ষমতার হিসাব করতে হবে। তার ভাষ্য, কারখানাগুলোর সক্ষমতা একরকম নয়। কিছু কারখানার অবস্থা ভালো, কিছু মাঝারি এবং কিছু তুলনামূলক দুর্বল। তাই নতুন মজুরি নির্ধারণে সব কারখানার বাস্তবতা বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন। মালিকপক্ষ মুনাফা করলে শ্রমিকদের মজুরি দিতে সমস্যা হওয়ার কথা নয়, তবে কোনো পক্ষের ওপর সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া উচিত হবে না বলে মন্তব্য করেন তিনি।

বর্তমান ন্যূনতম মজুরি ১২ হাজার ৫০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩০ হাজার টাকা করা হলে মাসিক মজুরি বাড়বে ১৭ হাজার ৫০০ টাকা। শতাংশের হিসাবে বৃদ্ধি হবে ১৪০ শতাংশ। অর্থাৎ, প্রস্তাবিত মজুরি বর্তমানের ২ দশমিক ৪ গুন। তবে এই দাবি নির্ধারণে শ্রমিক পরিবারের প্রকৃত মাসিক ব্যয়, সদস্যসংখ্যা, বাসাভাড়া, খাবার, চিকিৎসা ও শিক্ষার খরচের পাশাপাশি কারখানার উৎপাদনশীলতা ও আর্থিক সক্ষমতার তথ্যও বিবেচনা করা প্রয়োজন।

সব মিলিয়ে, নতুন মজুরি নির্ধারণে শ্রমিকদের জীবনযাত্রার ব্যয়ের সঙ্গে মজুরির সামঞ্জস্য, বোর্ড গঠন ও সিদ্ধান্ত ঘোষণার সময়সীমা এবং শিল্পের আর্থিক সক্ষমতা—এই তিনটি বিষয় সামনে এসেছে। নির্ভরযোগ্য ব্যয়-তথ্য ও সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর আলোচনার ভিত্তিতে সময়মতো সিদ্ধান্ত নেওয়াই এখন বড় চ্যালেঞ্জ।

দৈনিক যুগান্তর
বুধবার ২১ অক্টোবর ২০২৬
৫ কার্তিক ১৪৩৩

কেয়া গ্রুপের ৭৩৯ কর্মকর্তা কর্মচারী ছাঁটাই

যুগান্তর প্রতিবেদন ও কাশিমপুর কোনাবাড়ী (গাজীপুর) প্রতিনিধি

গাজীপুর মহানগরের কোনাবাড়ীর জরুন এলাকায় কেয়া গ্রুপের ৪ প্রতিষ্ঠান থেকে দ্বিতীয়দফায় ৭৩৯ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ছাঁটাই করা হয়েছে। সোমবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে কারখানার প্রধান ফটকে এ বিষয়ে একটি নোটিশ টানিয়ে দেয় কর্তৃপক্ষ। যেসব প্রতিষ্ঠানে কর্মী ছাঁটাই করা হয়েছে সেগুলো হলো—কেয়া গ্রুপের নিট কম্পোজিট ডিভিশন, স্পিনিং ডিভিশন, কটন ডিভিশন ও কেয়া ইয়ার্ন মিলস লিমিটেড।

কর্তৃপক্ষ জানায়, ব্যাংকিং জটিলতা ও গ্যাস বিল পরিশোধ করতে না পারায় ৬ জুন থেকে কারখানাগুলো লে-অফে (সাময়িক কর্মবিরতি) আছে। এরপর কয়েকদফায় লে-অফের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। কারখানার ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও চেয়ারম্যানের স্বাক্ষরিত এক নোটিশে বলা হয়েছে, ব্যাংকিং জটিলতা, গ্যাস বিল পরিশোধ করতে না পারায় সংযোগ বিচ্ছিন্ন থাকা এবং প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত জনবল থাকায় উৎপাদন ও প্রশাসনিক ব্যয় কমানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এজন্য বিভিন্ন সেকশন, বিভাগ ও ডিভিশনের কিছু পদ বিলুপ্ত করা হয়েছে। এতে আরও বলা হয়, শ্রম আইন, ২০০৬-এর ২০ ধারা অনুযায়ী কারখানার অতিরিক্ত শ্রমিক ও কর্মচারীদের আজ থেকে ছাঁটাই করা হবে। তাদের আইনানুগ পাওনা পরিশোধ করা হবে। মঙ্গলবার সকাল থেকে ছাঁটাই হওয়া শ্রমিক-কর্মচারীদের নামের তালিকা দেখতে কারখানার সামনে ভিড় করেন শ্রমিকরা।

কেয়া গ্রুপের মানবসম্পদ বিভাগের ব্যবস্থাপক সাবিনা ইয়াসমিন জানান, ছাঁটাই হওয়া শ্রমিকদের শ্রম আইন অনুযায়ী সব পাওনা পরিশোধ করা হবে। এ বিষয়ে গাজীপুর শিল্পাঞ্চলের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আমজাদ হোসাইন বলেন, কেয়া গ্রুপের চার প্রতিষ্ঠানে ৭৩৯ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী ছাঁটাই করা হয়েছে। তিনি বলেন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে প্রতিষ্ঠানটির প্রধান ফটকে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

দৈনিক সংবাদ
২১ অক্টোবর ২০২৬

গাজীপুরে কেয়া গ্রুপের ৭৩৯ শ্রমিক ছাঁটাই

■ গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুর মহানগরীর কোনাবাড়ি জরুন এলাকায় কেয়া গ্রুপের চারটি প্রতিষ্ঠান থেকে দ্বিতীয় দফায় ৭৩৯ জন শ্রমিক ও কর্মচারী ছাঁটাইয়ের নোটিশ প্রধান ফটকে টানিয়ে দিয়েছে কারখানা কর্তৃপক্ষ।

গত সোমবার রাতে কারখানার প্রধান ফটকে এ সংক্রান্ত নোটিশ টানিয়ে দেওয়া হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সকালে কারখানায় কাজে যোগ দিতে এসে শ্রমিকরা নোটিশ দেখতে পান।

ছাঁটাই করা প্রতিষ্ঠানগুলো হলো—কেয়া গ্রুপের নিট কম্পোজিট ডিভিশন, স্পিনিং ডিভিশন, কটন ডিভিশন ও কেয়া ইয়ার্ন মিলস্ লিমিটেড।

কারখানা কর্তৃপক্ষ জানায়, ব্যাংকিং জটিলতাসহ বিভিন্ন কারণে গত ৬ জুন থেকে কারখানাগুলো লে-অফে আছে। এরপর কয়েক দফায় লে-অফের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। ছাঁটাই হওয়া শ্রমিকদের শ্রম আইন অনুযায়ী সব পাওনা পরিশোধের কথা জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

কারখানার ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও চেয়ারম্যান স্বাক্ষরিত নোটিশে বলা হয়েছে, ব্যাংকিং জটিলতা, গ্যাস বিল পরিশোধ করতে না পারায় সংযোগ বিচ্ছিন্ন থাকা এবং প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত জনবল থাকায় উৎপাদন ও প্রশাসনিক ব্যয় কমানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার
৫ কার্তিক ১৪৩৩, ২১ অক্টোবর ২০২৬

চলনবিলে মাছসংকটে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে শুঁটকির চাতাল

■ চাটমোহর (পাবনা) সংবাদদাতা

প্রতি বছর আশ্বিন-কার্তিক মাসে চলনবিলের পানি নামার সময় প্রচুর টেংরা, পুঁটি, খলসে, বাতাসি, চেলা, মলা, টাকি, বাইম, শোল, বোয়াল, গজার, মাগুর, শিং, কৈসহ নানা প্রজাতির মাছ পাওয়া যায়। দামও কম থাকে। তখন এসব মাছ দিয়ে শুঁটকি তৈরি করতে ব্যস্ত সময় পার করেন ব্যবসায়ী ও চাতাল শ্রমিকরা। অথচ এ বছর মাছের রাজ্য চলনবিলে মাছ নেই বললেই চলে। এতে সংকটে পড়েছে শুঁটকি ব্যবসায়ীরা। প্রয়োজনীয় মাছের অভাবে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে শুঁটকি চাতাল।

চাটমোহর উপজেলার নটাবাড়িয়া এলাকার মৎস্যজীবী নাজু জানান, শুঁটকি তৈরির কোনো রকম মাছ পাওয়া যাচ্ছে না। এ অবস্থা চলতে থাকলে এ অঞ্চলের শুঁটকি মাছের চাতাল বন্ধ করা ছাড়া উপায় থাকবে না। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সামান্য যে মাছ পাওয়া যাচ্ছে, তার দাম বেশি। শ্রমিক মজুরিও বেশি। তাই এবার নিশ্চিত লোকসান গুনতে হবে বলে চাতাল ব্যবসায়ীদের।

বিল এলাকার শুঁটকি ব্যবসায়ী আব্দুল গফুর, হবি শেখ, বরাত আলীসহ অনেকে জানান, চলনবিল এলাকায় অন্তত শতাধিক চাতাল ইতিমধ্যেই বন্ধ হয়ে গেছে। অন্যগুলোও ক্রমশ বন্ধ হওয়ার পথে। এতে বেকার হওয়ার শঙ্কায় প্রায় তিন শতাধিক শুঁটকি চাতালের অন্তত ৫ হাজার নারী-পুরুষ শ্রমিক।

জানা যায়, আবহাওয়া ভালো থাকলে প্রতি মৌসুমে চাতাল চলে আশ্বিন-কার্তিক মাস থেকে মাঘ-ফাল্গুন মাস পর্যন্ত। তিন মণ তাজা মাছ শুকালে এক মণ শুটকি পাওয়া যায়। শুঁটকি তৈরির চাতালগুলোয় কর্মসংস্থান হওয়ায় বিল এলাকার হতদরিদ্র নারী-পুরুষ শ্রমিকদের দুই বেলা আহারের সংস্থান হয়। এবার মাছের অভাবে শুরুতেই বন্ধ হতে বসেছে শতাধিক চাতাল।

> **অবৈধ জাল ব্যবহারে কমছে প্রজনন**
>
> চাটমোহরের সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. আ. মতিন বলেন, চলনবিলে মাছ কম হওয়ার কারণ হচ্ছে—ক্ষণস্থায়ী বন্যা, চায়না দুয়ারি, বাদাই জাল দিয়ে ও সেচে বেপরোয়া মাছ শিকার, বিলের কৃষি জমিতে রাসায়নিক কীটনাশক ও ঘাসমারা বিষ প্রয়োগ। এসব কারণে বিলে মাছের পরিমাণ প্রতি বছরই কমছে

চাটমোহরের শুঁটকি ব্যবসায়ী আ. মতিন জানান, চলনবিল অঞ্চলে এবার মাছের সংকট তীব্র। ফলে চাতালে মাছ মিলছে না। আশ্বিন মাসের শুরুতেই শুঁটকির চাতাল চালু হতে শুরু করে। অগ্রহায়ণ মাসে পানি না শুকোনো পর্যন্ত চাতালগুলো চালু থাকে। চাতালের নারীশ্রমিক সাবিনা জানান, এ মৌসুমে চলনবিলের দুই সহস্রাধিক পরিবার শুঁটকি তৈরির কাজে জড়িত থাকে। চাটমোহরের চাতালগুলোতে অর্ধশতাধিক নারী শ্রমিক রয়েছেন। সারা দিন শুঁটকি চাতালে কাজ করে ৪০০ টাকা পাওয়া যায়। কিন্তু এবার হয়তো বেশি দিন চাতাল চলবে না মাছ সংকটের কারণে।

মৎস্যজীবীরা জানান, চলনবিল এলাকায় চায়না দুয়ারি, কারেন্ট জাল ও বাদাই জালের অবাধ ব্যবহারে মাছ সমূলে ধ্বংস হচ্ছে। প্রজননকালে মাছেরা যেসব ক্ষুদে জলজপ্রাণি মাছের খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে সেগুলো ধ্বংস হওয়ায় প্রজননসংকটও তৈরি হচ্ছে। এসব কারণে চলনবিলে এবার মাছের পরিমাণ অনেক কম। এজন্য যে সামান্য মাছ পাওয়া যাচ্ছে তার দাম দিগুণ তিন গুণ বেশি। এতে শুঁটকি উৎপাদনে খরচও বেড়ে গেছে কয়েক গুণ। লোকসান গুনতে হচ্ছে চাতাল মালিকদের। লাভ না হওয়ায় মালিকরা শুঁটকি চাতাল বন্ধ করে দিচ্ছেন।

চাটমোহরের সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. আ. মতিন বলেন, চলনবিলে মাছ কম হওয়ার কারণ হচ্ছে—ক্ষণস্থায়ী বন্যা, চায়না দুয়ারি, বাদাই জাল দিয়ে ও সেচে বেপরোয়া মাছ শিকার, বিলের কৃষি জমিতে রাসায়নিক কীটনাশক ও ঘাসমারা বিষ প্রয়োগ। এসব কারণে বিলে মাছের পরিমাণ প্রতি বছরই কমছে। গত কয়েক বছর ধরে মাছসংকটে শুঁটকির উৎপাদন কমে গেছে। তিনি জানান, চলনবিলের শুঁটকির কদর সর্বত্র। এ অঞ্চলে শুঁটকি মাছ সংরক্ষণে ও প্রক্রিয়াজাতকরণে ব্যবস্থা নিলে শুঁটকির প্রসার হবে।

সমকাল
শনিবার। ২৪ অক্টোবর ২০২৬

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ

সাড়ে ৭ হাজার বাংলাদেশি সৌদির কারাগারে বন্দি

● নিজস্ব প্রতিবেদক

সৌদি আরবের বিভিন্ন কারাগারে প্রায় সাড়ে সাত হাজার বাংলাদেশি বন্দি আছেন। দেশটিতে দুই বাংলাদেশির মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের বিষয়ে বিস্তারিত জানতে রায়ের অনুলিপি চেয়ে সৌদি সরকারের কাছে চিঠি দিয়েছে বাংলাদেশ। তবে ওই দুই বাংলাদেশির বিরুদ্ধে কী অভিযোগ ছিল এবং কী কারণে তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে, সে বিষয়ে এখনও বিস্তারিত তথ্য পায়নি ঢাকা। শুক্রবার সকালে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছায় সৌদি আরবের রিয়াদের কিং খালেদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে হামলায় নিহত বাংলাদেশি কর্মী মো. শাহেদ আহম্মেদের মরদেহ।

সেখানে মরদেহ নিতে গিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ সব কথা বলেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী-২ শামা ওবায়েদ।

প্রতিমন্ত্রী জানিয়েছেন, এ বিষয়ে সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূতকে ডেকে কথা বলেছে বাংলাদেশ। দেশটির সরকারের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে রায়ের অনুলিপি চাওয়া হয়েছে। সেটি পাওয়া গেলে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে। সৌদি সরকার বিভিন্ন সময়ে দণ্ডিত ও কারাগারে থাকা ব্যক্তিদের তালিকা পাঠায় উল্লেখ করে শামা ওবায়েদ বলেন, ওই দুই বাংলাদেশির নাম তালিকায় আছে কি না, তা যাচাই করছে সরকার।

> **হুথি হামলায় নিহত শাহেদের মরদেহ দেশে পৌঁছেছে**

তিনি আরও বলেন, প্রতিটি দেশের নিজস্ব বিচারব্যবস্থা রয়েছে। অন্য দেশের বিচারব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করা বাংলাদেশের উদ্দেশ্য নয়। তবে বিদেশে কোনো বাংলাদেশি দণ্ডিত হলে, বিশেষ করে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হলে, সে বিষয়ে বিস্তারিত জানা জরুরি। এ ধরনের ঘটনায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট দফতরগুলো সমন্বিতভাবে কাজ করে। সাজা মওকুফের সুযোগ থাকলে কূটনৈতিক চ্যানেলে সে বিষয়েও আলোচনা করা হয়।

গত ১০ অক্টোবর সৌদি আরবের রিয়াদের কিং খালেদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে হুথিদের হামলায় নিহত হন বাংলাদেশি কর্মী মো. শাহেদ আহম্মেদ। শুক্রবার সকালে তার মরদেহ ঢাকায় পৌঁছায়। পরে মরদেহ ও সরকারের আর্থিক সহায়তা তার স্ত্রী কহিনুর আক্তার কাকলীর কাছে হস্তান্তর করা হয়।

শাহেদের বাড়ি বগুড়ার শাহজাহানপুর উপজেলার মাদলা গ্রামে। তার বাবা মো. রফিকুল ইসলাম এবং মা শাহেরা বেগম। তিনি সৌদি আরবের একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের জেদ্দা প্রকল্পে প্লাম্বার হিসেবে কাজ করতেন। ছুটি শেষে রিয়াদ হয়ে কর্মস্থলে ফেরার পথে বিমানবন্দরে অবস্থানকালে হামলার শিকার হন।

ওই হামলায় কুমিল্লার নাঙ্গলকোট উপজেলার বদরপুর গ্রামের আরেক বাংলাদেশি কর্মী মো. নাসরুল্লাহ বদরপুরিও নিহত হন। আহত হন আরও কয়েকজন বাংলাদেশি। তবে আহতের সংখ্যার সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত তথ্যে পার্থক্য রয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আগের তথ্য অনুযায়ী, এ ঘটনায় ২৪ জন আহত হয়েছিলেন।

শামা ওবায়েদ ইসলাম জানিয়েছেন, সৌদি আরবে ৪০ লাখেরও বেশি বাংলাদেশি কাজ করেন। ফলে দেশটিতে যুদ্ধ বা অন্য কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে বাংলাদেশি কর্মীদের হতাহত হওয়ার ঝুঁকি থাকে।

প্রথম আলো
বুধবার, ২৮ অক্টোবর ২০২৬,

৯ দিনের মধ্যে মজুরি বোর্ড গঠনের আশ্বাস শ্রমমন্ত্রীর

তৈরি পোশাকশিল্প

মজুরি বোর্ডের শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধি চেয়ে কোন শ্রমিকনেতাকে চিঠি দেওয়া হয়েছে, তা শ্রমমন্ত্রীর কাছে জানাতে চান শ্রমিকনেতারা।

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

আগামী ৯ দিনের মধ্যে তৈরি পোশাকশিল্পের শ্রমিকদের জন্য নিম্নতম মজুরি বোর্ড গঠনের ঘোষণা দিয়েছেন শ্রম ও কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী।

শ্রমমন্ত্রী বলেন, 'মজুরি বোর্ড গঠনের জন্য মালিকপক্ষ প্রতিনিধির নাম দিয়েছে। শ্রমিকদের প্রতিনিধির নাম দিতে আমি শ্রমিকপক্ষকে এক সপ্তাহ সময় দিচ্ছি। তাঁরা আলোচনা করে তাঁদের প্রতিনিধির নাম দেওয়ার দুই দিনের মধ্যে আমরা নিম্নতম মজুরি বোর্ডের প্রজ্ঞাপন জারি করব।'

রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে গতকাল মঙ্গলবার ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদের ৯৬তম এবং আরএমজিবিষয়ক ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদের ২৫তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন শ্রমমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী।

সভা শেষে এক ব্রিফিংয়ে শ্রমমন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন, 'যত দ্রুত সম্ভব মজুরি বোর্ড গঠন করা হবে। ফলে মজুরি বোর্ড নিয়ে কারও দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকার কথা নয়। এই ইস্যুতে আন্দোলন করে সরকারকে বেকায়দায় ফেলার চেষ্টা করলে শ্রমিক ও মালিকপক্ষ তা মেনে নেবে না। যদি তৃতীয় কোনো পক্ষ এটিকে ইস্যু বানানোর চেষ্টা করে, তাহলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ব্যবস্থা নেবে।' এ ছাড়া প্রতি মাসের প্রথম সাত কর্মদিবসের মধ্যে শ্রমিকের মজুরি পরিশোধের জন্য শিল্পমালিকদের আহ্বান জানান শ্রমমন্ত্রী।

ব্রিফিংয়ে উপস্থিত ছিলেন শ্রমসচিব মো. আবদুর রহমান তরফদার, নিট পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের সভাপতি ফজলে শামীম এহসান, তৈরি পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সহসভাপতি রেজওয়ান সেলিম, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি রাজেকুজ্জামান রতন, গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি নাজমা আক্তার প্রমুখ।

পোশাকশিল্প মালিক, শ্রমিক ও সরকার—যখন গতকাল ত্রিপক্ষীয় সভা করছিল, তখন গাজীপুরে ১৮টি কারখানার শ্রমিকেরা করখানা থেকে বেরিয়ে সড়ক অবরোধ করেন। মিরপুরেও ৪-৫টি কারখানার শ্রমিকেরা আন্দোলনে নামেন। এমন তথ্য দিয়ে বিজিএমইএর সহসভাপতি রেজওয়ান সেলিম বলেন, 'মজুরি বোর্ডের জন্য আমরা আমাদের প্রতিনিধির নাম দিয়ে দিয়েছি। এখন শ্রমিকপক্ষের নাম দিলে বোর্ড গঠন হয়ে যাবে। তারপরও কেন কারখানার কাজ বন্ধ হচ্ছে, সেটি খতিয়ে দেখা দরকার।'

শ্রমিকনেতা নাজমা আক্তার বলেন, ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে, শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি দ্রুত সময়ে পরিশোধে মালিকপক্ষ, সরকার ও শ্রমিক প্রতিনিধিরা কাজ করবেন। এ অবস্থায় শ্রমিকদের শান্ত থাকার আহ্বান জানান তিনি। নাজমা আক্তার বলেন, অপরিকল্পিতভাবে আন্দোলন করলে হামলা-মামলার শঙ্কা থাকে।

শ্রমিক আন্দোলনে শক্তি প্রদর্শন না করতে পুলিশের প্রতি অনুরোধ জানিয়ে রাজেকুজ্জামান রতন বলেন, অযথা পরিস্থিতি ঘোলা করবেন না। আলোচনার পরিবেশ যেন খোলা থাকে, সেটি নিশ্চিত করতে হবে।

সভা সূত্রে জানা যায়, মজুরি বোর্ডের শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধি চেয়ে কোন শ্রমিকনেতাকে চিঠি দেওয়া হয়েছে, তা শ্রমমন্ত্রীর কাছে জানাতে চান শ্রমিকনেতারা। তাঁরা অভিযোগ করেন, যিনি চিঠি পেয়েছেন, তিনি গত দুই সপ্তাহে অন্য কোনো শ্রমিকনেতার সঙ্গে বৈঠক করেননি।

'Why do your workers pay when Saudi employers foot the bill?'

State minister quotes envoy on recruitment costs; draws protests

STAFF CORRESPONDENT

State Minister for Expatriates' Welfare and Overseas Employment Md Nurul Haque Nur yesterday quoted Saudi Ambassador to Bangladesh Dr Abdullah ibn Dhafer ibn Ubayya as questioning why Bangladeshi migrant workers pay recruitment costs when employers in Saudi Arabia bear all expenses, including airfare.

The remarks, made in the ambassador's presence at a views-exchange meeting with recruiting agencies at the BIAM Foundation Auditorium in Dhaka, drew angry protests from agency representatives.

"The ambassador revealed a secret to us today that we did not know. He said the kafeel [sponsor or employer] there pays for everything, including airfare, to hire workers from Bangladesh. Then why do our people pay money to go to the KSA, he asked," Nurul Hoque said.

Recruiting agency representatives responded by chanting "fake, fake" at the state minister.

Seeking to calm the situation, Nurul acknowledged that Bangladeshi workers might have to pay for visas in many cases to compete with workers from countries such as India and Pakistan.

Addressing the meeting as chief guest, Expatriates' Welfare and Overseas Employment Minister Ariful Haque Choudhury pledged to take a tough stance against syndicates and irregularities in the recruitment sector.

The minister said he would meet recruiting agency owners to discuss ways to reduce migration costs and fix medical examination fees within the next two days to prevent overcharging.

Why do your workers pay when Saudi employers foot the bill?

FROM PAGE 3

He also said Saudi authorities had announced automatic extensions for visas that expired due to wartime disruptions.

BNP Chairman's Adviser Dr Enamul Haque Chowdhury said the government wanted to strengthen ties with Saudi Arabia by sending more skilled workers alongside unskilled ones.

Translating key points of the Saudi ambassador's intended speech into Bangla, Enamul said the Saudi embassy in Dhaka had issued 3,10,415 work visas and 8,00,623 visas in total, including Hajj, Umrah and visit visas, since the BNP government took office in February.

TUESDAY OCTOBER 27, 2026
KARTIK 11, 1433 BS
The Daily Star

দেশ রূপান্তর
মঙ্গলবার, ২৭ অক্টোবর ২০২৬, ১

নতুন পে-স্কেলে মিলবে তিন মাসের বকেয়া বাড়ছে না ভাতা

নিজস্ব প্রতিবেদক

সরকারি কর্মচারীদের নতুন পে-স্কেল অনুযায়ী বেতন নির্ধারণের কাজ শেষ হয়েছে। গত ৫ অক্টোবর থেকে সমন্বিত অর্থ ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত অনলাইন সিস্টেম 'আইবাস'++ এ হালনাগাদ তথ্য পূরণ করছেন কর্মচারীরা। ফলে চলতি অক্টোবরের বেতনের সঙ্গেই আগের তিন মাসের বকেয়া টাকা হাতে পাবেন তারা। তবে বেতন বাড়লেও আপাতত ভাতা বাড়ছে না বলে অর্থ বিভাগ এক প্রজ্ঞাপনে স্পষ্ট করেছে। গত ৩০ জুন কর্মচারীরা যে হারে ভাতা পেতেন, আপাতত সেটিই বহাল থাকবে।

লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সাবেক সচিব একেএম আবদুল আউয়াল মজুমদার মনে করেন, বেতন বৃদ্ধি করা জরুরি হলেও কেবল বেতন বাড়িয়ে দুর্নীতি কমানোর ধারণা ভুল। দুর্নীতিবাজদের কড়া নজরদারিতে এনে কঠোর আইনি ব্যবস্থা না নিলে দুর্নীতি বন্ধ হবে না।

অন্যদিকে, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্টের (বিআইবিএম) সাবেক মহাপরিচালক ড. তৌফিক আহমেদ চৌধুরী বলেন, সরকারি কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির ফলে বাজারে অর্থ সরবরাহ কিছুটা বাড়লেও তা মূল্যস্ফীতিতে বড় কোনো প্রভাব ফেলবে না। কারণ দেশের বড় জনসংখ্যার তুলনায় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সংখ্যা সীমিত। ফলে এ সিদ্ধান্ত পুরো অর্থনীতির ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। তবে এ ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি খাতের বেতনের মধ্যে সমন্বয় থাকা উচিত বলে তিনি মনে করেন।

নতুন বেতনকাঠামো অনুযায়ী, সরকারি কর্মচারীদের সর্বনিম্ন মূল বেতন নির্ধারণ করা হয়েছে ২০ হাজার টাকা এবং সর্বোচ্চ মূল বেতন ধরা হয়েছে ১ লাখ ৫৬ হাজার টাকা।

এই নতুন কাঠামো দেশের সার্বিক অর্থনীতিতে কতটা সুফল আনছে, তা নিয়মিত মূল্যায়নের তাগিদ দিয়েছেন অর্থনীতিবিদ ও বিশ্লেষকরা।

সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
লাদেশ প্রতিদিন
বুধবার ॥ ২৮ অক্টোবর ২০২৬ ॥

চোখের সামনেই শিশুশ্রম

ঝুঁকিপূর্ণ কাজেও যুক্ত

- রাত গভীর হলেও কাজ শেষ হয় না
- ওয়ার্কশপ, হোটেল-রেস্তোরাঁ ও পরিবহন খাতে ঝুঁকি



সাইফ ইমন

শৈশবে বই-খাতা নিয়ে স্কুলে যাওয়ার কথা ছিল তার। অথচ মাত্র ১১ বছর বয়সেই মগবাজারের একটি ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপে গভীর রাতেও কাজ করতে হচ্ছে অন্তু রুবেল মিয়াকে। নয় বছর বয়স থেকে ওয়েল্ডিং ও ধাতব সামগ্রী তৈরির কাজে যুক্ত সে। দীর্ঘদিনের কাজের অভিজ্ঞতায় এখন আগের মতো কানে শুনতে পায় না বলে জানিয়েছে শিশুটি। বাবা পরিবার ছেড়ে চলে যাওয়ার পর মা ও ছোট বোনের সঙ্গে মগবাজারের পেয়ারাবাগ বস্তিতে থাকে সে। পরিবারের আর্থিক সংকটে শৈশবের স্বাভাবিক জীবন থেকে ছিটকে পড়েছে রুবেল মিয়ার মতো অসংখ্য শিশু।

রাজধানীর মিরপুর, যাত্রাবাড়ী, ধোলাইখাল, তেজগাঁও, মগবাজার, কারওয়ান বাজার ও বাংলা মোটরের বিভিন্ন ওয়ার্কশপ, হোটেল-রেস্তোরাঁ, দোকানপাট এবং পরিবহনসংশ্লিষ্ট কাজে দেখা মেলে এমন শিশুদের। কেউ গাড়ি মেরামতের কাজ করছে, কেউ ভারী যন্ত্রপাতি বহন করছে, কেউ খাবারের দোকানে পরিবেশন করছে, আবার কেউ ব্যাটারিচালিত রিকশার চালকের আসনে বসছে। দিনের কর্মব্যস্ততা পেরিয়ে রাত গভীর হলেও অনেকের কাজ শেষ হয় না। তাদের শ্রম দৃশ্যমান হলেও নিরাপত্তা, শিক্ষা ও অধিকার নিয়ে উদ্বেগ যেন আড়ালেই থেকে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) জাতীয় শিশুশ্রম জরিপ ২০২২ অনুযায়ী, দেশে ৫ থেকে ১৭ বছর বয়সি কর্মে নিয়োজিত শিশুর সংখ্যা প্রায় ৩৫ লাখ ৩৬ হাজার। এর মধ্যে শিশুশ্রমে নিয়োজিত প্রায় ১৭ লাখ ৭৬ হাজার শিশু। আর ঝুঁকিপূর্ণ কাজে রয়েছে প্রায় ১০ লাখ ৬৮ হাজার শিশু। অর্থাৎ, শিশুশ্রমে নিয়োজিত শিশুদের বড় একটি অংশই এমন কাজে যুক্ত, যা তাদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও স্বাভাবিক বিকাশের জন্য হুমকি তৈরি করতে পারে।

শিশুশ্রমের এই চিত্র শুধু কারখানা বা ওয়ার্কশপেই সীমাবদ্ধ নয়। রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় জীবিকার তাগিদে শিশুদের যুক্ত হতে হচ্ছে নানা ধরনের কাজে। কোথাও তারা দীর্ঘ সময় ধরে যন্ত্রপাতির সঙ্গে কাজ করছে, কোথাও ঝুঁকিপূর্ণ সড়কে যানবাহন চালাচ্ছে, আবার কোথাও রাত পর্যন্ত হোটেল-রেস্তোরাঁয় কাজ করছে। এসব শিশুর অনেকেরই নেই নিয়মিত শিক্ষার সুযোগ, পর্যাপ্ত বিশ্রাম কিংবা কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা থেকে সুরক্ষার নিশ্চয়তা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সালমা আক্তারের মতে, শিশুশ্রম বন্ধে পরিবারকে সচেতন করার

চোখের সামনেই শিশুশ্রম

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর] পাশাপাশি দরিদ্র পরিবারের কর্মক্ষম সদস্যদের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা জরুরি। পরিবারে উপার্জনের সুযোগ তৈরি করা গেলে শিশুদের কাজে পাঠানোর চাপ কমতে পারে। তাঁর মতে, শিশুশ্রম নির্মূলে হঠাৎ কোনো পদক্ষেপের পরিবর্তে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও তার কার্যকর বাস্তবায়ন প্রয়োজন। শিশুশ্রমের পরিসংখ্যানেও উঠে এসেছে উদ্বেগজনক চিত্র। কড়াইল বস্তিতে জাগো ফাউন্ডেশন স্কুলের শিক্ষক রফিকুল ইসলাম বলেন, অনেক শিক্ষার্থী স্কুলের পর কাজে বেড়িয়ে পড়ে। এতে তাদের পড়াশোনার ব্যাপক ক্ষতি হয়। একসময় ঝড়ে যায় স্কুল থেকে। এভাবে প্রতি বছর অনেক শিশু ঝড়ে যাচ্ছে। বঞ্চিত হচ্ছে শিক্ষা থেকে। ২০১৩ সালের জাতীয় জরিপে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুর সংখ্যা ছিল প্রায় ১২ লাখ ৮০ হাজার। ২০২২ সালের জরিপে তা কমে প্রায় ১০ লাখ ৬৮ হাজারে দাঁড়ায়। তবে একই সময়ে দেশে কর্মে নিয়োজিত শিশুর সামগ্রিক সংখ্যা বেড়েছে। ফলে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে কিছুটা অগ্রগতি হলেও শিশুশ্রমের সামগ্রিক সমস্যা এখনো বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে রয়েছে। বিবিএসের প্রতিষ্ঠানভিত্তিক জরিপেও ঝুঁকিপূর্ণ কাজের বাস্তবতা উঠে এসেছে। ২০২৩ সালে সরকার ঘোষিত ঝুঁকিপূর্ণ খাতের মধ্যে পাঁচটি খাতের ওপর চালানো জরিপে ৪০ হাজার ৫২৫টি প্রতিষ্ঠানে ৩৮ হাজার ৮ জন কর্মরত শিশু শনাক্ত করা হয়। এর মধ্যে অটোমোবাইল ওয়ার্কশপে কাজ করছিল ২৪ হাজার ৯২৩ শিশু। এ ছাড়া চামড়ার জুতা তৈরি, ওয়েল্ডিং, গ্যাস বার্নার মেরামত এবং স্থানীয় দর্জি ও পোশাক তৈরির কাজেও শিশুদের পাওয়া যায়। ধোলাইখাল ও মগবাজারের মতো এলাকায় ওয়ার্কশপে শিশুদের কাজের ধরন নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে। এসব কাজে ভারী যন্ত্রাংশ বহন, ধাতু কাটা, ওয়েল্ডিং এবং শব্দ ও ধোঁয়ার মধ্যে দীর্ঘ সময় কাটাতে হয়। বয়সের তুলনায় কঠিন এসব কাজ শিশুদের শারীরিক বিকাশ ও নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। রুবেল মিয়ার অভিজ্ঞতা সেই বাস্তবতারই একটি উদাহরণ।

সংবাদ
ঢাকা : শুক্রবার ৭ কার্তিক ১৪৩৩
Dhaka : Friday 23 October 2026

মালদ্বীপে বাংলাদেশি ব্যাংকের শাখা খুলে প্রবাসী আয় বাড়ানোর উদ্যোগ

বাসস

মালদ্বীপে বাংলাদেশি ব্যাংকের শাখা ও বিকল্প মুদ্রা নিষ্পত্তি ব্যবস্থা চালুর উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এর মাধ্যমে দেশটিতে কর্মরত বাংলাদেশিদের প্রবাসী আয় বৈধ চ্যানেলে দেশে পাঠানো সহজ করার পাশাপাশি ব্যাংকিং সেবার পরিধি বাড়াতে চায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক।বাংলাদেশ ব্যাংকের এক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বাসসকে বলেন, 'প্রবাসী আয় যাতে বৈধ পথে দেশে আসে, সে জন্য মালদ্বীপে বাংলাদেশি ব্যাংকের শাখা খোলার চেষ্টা করছি।'তিনি জানান, এ বিষয়ে সহযোগিতা চেয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. মোস্তাকুর রহমান মালদ্বীপ মনিটারি অথরিটির (এমএমএ) গভর্নর আহমেদ মুনাওয়ারকে চিঠি পাঠিয়েছেন। এখন তাদের জবাবের অপেক্ষায় রয়েছে বাংলাদেশ।উদ্যোগটি এগিয়ে নিতে সম্প্রতি মালদ্বীপে বাংলাদেশ দূতাবাসের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। বৈঠকে বাংলাদেশি ব্যাংকের শাখা স্থাপন এবং প্রবাসীদের আয় বৈধ চ্যানেলে দেশে পাঠানোর সুযোগ আরও শক্তিশালী করার বিষয়ে আলোচনা হয়।বাংলাদেশের ব্র্যাক ব্যাংক ও ন্যাশনাল ব্যাংকসহ কয়েকটি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক এর মধ্যে মালদ্বীপে শাখা স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাই করেছে বলেও জানান ওই কর্মকর্তা।

বর্তমানে শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান ও ভারতের কয়েকটি ব্যাংক মালদ্বীপে শাখা পরিচালনা করছে, যা বাংলাদেশের জন্য একটি কার্যকর দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।বাংলাদেশ ব্যাংকের মতে, দেশটিতে বাংলাদেশি ব্যাংকের উপস্থিতি বাড়লে প্রবাসীরা সহজে ব্যাংকিং সেবা পাবেন এবং অনুমোদিত চ্যানেলে দেশে অর্থ পাঠানো আরও সুবিধাজনক হবে। তবে এ জন্য দুই দেশের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ও পারস্পরিক সহযোগিতা প্রয়োজন হবে।বাংলাদেশ ব্যাংকের দেশভিত্তিক প্রবাসী আয়ের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে মালদ্বীপ থেকে বাংলাদেশে ১১ কোটি ৮০ লাখ ডলার এসেছে।

NEWAGE
DAY, OCTOBER 28, 2026, KARTIK 12, 1433 BS

Govt gives workers a week to name wage board members

Staff Correspondent
Dhaka

LABOUR and Employment Minister Ariful Haque Chowdhury on Tuesday said the government would form the minimum wage board for the readymade garment sector 'as soon as possible', warning that agitation aimed at embarrassing the government would not be accepted.

He was speaking to journalists after the 96th meeting of the Tripartite Consultative Council and the 25th meeting of the RMG-related TCC at the CIRDAP auditorium in the capital.

The minister said employers had already submitted their representatives and gave the workers' side one week to name theirs.

He said the gazette would be issued within two days of receiving the names, adding that there was no scope for confusion.

Ariful said all parties at the meeting had agreed the board should be formed quickly, though the government had to follow due process.

He urged the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association and the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association to pay unpaid wages quickly at factories in Kaliakair and Mirpur, where workers have been protesting.

BKMEA President Mohammad Hatem said owners had supported the wage demand and had themselves asked the government to form a wage board.

'There is no need for any new movement over wage increase,' he said, urging leaders to take the message to workers and guard against anyone exploiting the issue for political gain.

He later told New Age that wage proposals must account for industry sustainability, as pushing wages beyond capacity risked closures and job losses. With the formal process underway, he said the protests were unnecessary.

BGMEA Vice-President Rezwan Selim said the board would be formed once the workers' names came in.

Formation of RMG wage board soon, minister says

He voiced concern over the unrest, saying factories in Kaliakair, Gazipur, and four or five in Mirpur had stopped work on Tuesday.

On the sidelines, Bangladesh Employers' Federation President Fazlee Shamim Ehsan told New Age that the BEF had selected its joint secretary-general, Asif Ayub, as permanent representative, along with four others, though didn't disclose their names.

Sommilito Garment Sramik Federation president Nazma Akhter said the meeting decided that owners, the government and worker representatives would work to pay overdue wages quickly.

She said the board would be formed within this month and urged the workers not to shut factories, saying shipment delays would hurt all workers.

She said demands should be pressed through legal organisations and the ministry, not 'unplanned' action that exposes workers to legal action.

'Our demand for a minimum wage should be Tk 30,000, or Tk 35,000,' she said, also urging the government to control rent and price rises, as 'wage increases alone would not solve all the problems'.

Labour leader Rajekuzzaman Ratan said the TCC meeting had reached an in-principle decision to form a wage board and expressed hope that it would be implemented soon.

On Monday, 35 federations under four platforms, including the Garments Sramik Karmachari Oikya Parishad, demanded a minimum monthly wage of $300, or Tk 37,125, for entry-level workers.

সংবাদ
বৃহস্পতিবার ৬ কার্তিক ১৪৩৩
Thursday 22 October 2026

বৈশ্বিক জ্বালানিসংকটে চাপে পড়েছে বাংলাদেশের পোশাকশিল্প

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

ঢাকার উত্তরে আশুলিয়ায় হামীম গ্রুপের পোশাক কারখানায় তখন বেলা ১১টা। প্রতিটি তলায় চলছে বিরামহীন কর্মযজ্ঞ। শিল্পকারখানায় ব্যবহৃত কাটিং মেশিনে ডেনিম কাপড় কেটে নিখুঁত মাপের টুকরা তৈরি করা হচ্ছে। পাশেই কর্মীরা সেসব কাপড় সেলাই করে বানাচ্ছেন জিনস, স্কার্ট ও জ্যাকেট।এরপর কাপড় ধোয়া, ইস্তিরি করা, বোতাম ও চেইন লাগানোর কাজ। সবশেষে যুক্ত হচ্ছে ব্র্যান্ডের লেবেল। এরপর কিছু কর্মী তৈরি পোশাক বাক্সে ভরছেন। হামীম গ্রুপের বড় গ্রাহকদের মধ্যে আছে গ্যাপ, আমেরিকান ইগল ও জেসি পেনি। সব মিলিয়ে প্রতিষ্ঠানটি প্রতি মাসে ৯৩ লাখ পোশাক তৈরি করে।কিন্তু হঠাৎ আলো কেঁপে উঠল। মুহূর্তের জন্য কর্মযজ্ঞ অন্ধকারে ডুবে গেল। পরক্ষণেই আবার আলো জ্বলে উঠল; সঙ্গে চালু হলো বিকট শব্দের চারটি ডিজেল জেনারেটর। গ্যাসের সরবরাহ কমে গেলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু হয়ে যায় এসব জেনারেটর।

বিশ্বজুড়ে জ্বালানিসংকটের পেছনে ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতি দায়ী হলেও বাংলাদেশের সংকটের সঙ্গে জড়িয়ে আছে নিজস্ব রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক জটিলতা।

হামীম গ্রুপের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও পরিবেশগত টেকসই উন্নয়ন বিভাগের প্রধান তনুল চক্রবর্তী বলেন, 'বাংলাদেশে জাতীয় গ্রিডের বিদ্যুতের অবস্থা খারাপ, ঘন ঘন সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। গ্যাসের পর বাংলাদেশে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য জ্বালানি ডিজেল। গ্রিডের বিদ্যুতের অবস্থান তৃতীয়। যেন প্রায় পুরো অর্থনীতিই ডিজেলের ওপর চলে।'

বাংলাদেশের অর্থনীতির আকার ৫১০ বিলিয়ন বা ৫১ হাজার কোটি ডলার। কিন্তু দেশটি এখন তীব্র বিদ্যুতের সংকটে পড়েছে। ইউক্রেন ও ইরান যুদ্ধ দেশের আমদানিনির্ভর জ্বালানিব্যবস্থার দুর্বলতাই সামনে এসেছে। রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণের পর থেকে শিল্পকারখানায় ব্যবহৃত গ্যাসের দাম বেড়েছে ১৫০ শতাংশ এবং ডিজেলের দাম বেড়েছে প্রায় ৭০ শতাংশ। ইরান যুদ্ধ শুরুর পর খোলাবাজারে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের (এলএনজি) দাম প্রায় তিন গুণ হয়েছে।এই পরিস্থিতি দেশের তৈরি পোশাকশিল্পের জন্য বড় দুঃসংবাদ। এই শিল্প দেশের আনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের সবচেয়ে বড় উৎস। সরাসরি ৪০ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে এ খাতে। পাশাপাশি জীবিকা নির্বাহ করেন আরও অসংখ্য মানুষ। গত বছর দেশটির পোশাক রপ্তানি থেকে আয় হয়েছে ৩৮ দশমিক ৭ বিলিয়ন বা ৩ হাজার ৮৭০ কোটি ডলার, যা দেশের মোট রপ্তানি আয়ের ৮০ শতাংশের বেশি। শুধু হামীম গ্রুপ থেকেই রপ্তানি হয়েছে ১০০ কোটি ডলারের পোশাক।নতুন জটিলতা তৈরি করতে পারে যুক্তরাষ্ট্রের 'স্যাংশনিং রাশিয়া অ্যান্ড ইরান অ্যাক্ট'। ১৮ অক্টোবর থেকে কার্যকর হওয়া এ আইনে রাশিয়ার জ্বালানি খাতকে সহায়তা করা ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞার বিধান রয়েছে। ফলে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের ঋণ পরিশোধ এবং পারমাণবিক জ্বালানি কেনার জন্য ঢাকাকে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ মন্ত্রণালয়ের বিশেষ ছাড় অথবা অনুমোদিত অর্থ লেনদেনের ব্যবস্থা নিতে হতে পারে।তবে এই সংকট শুধু বাংলাদেশের নয়; উন্নয়নশীল দেশগুলো দীর্ঘস্থায়ী জ্বালানিসংকটে ভুগছে। এর সবচেয়ে বড় চাপ পড়ছে বিশ্বের দরিদ্র মানুষের ওপর। নাইজেরিয়ায় ডিজেলের দাম বেড়েছে ৮৬ শতাংশ। তানজানিয়া ও ইথিওপিয়ায় বেড়েছে ৫০ শতাংশের বেশি। এতে কৃষিকাজ, পণ্য পরিবহন ও জেনারেটরে বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ বেড়েছে। পরিণামে চাল ও ভুট্টার মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্যের দামও বাড়ছে।বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায়ে বিদ্যুতের ঘাটতি তিন হাজার মেগাওয়াট ছাড়িয়ে যাওয়ায় সরকার ব্যাপক লোডশেডিং চালু করেছে। হাসপাতাল ও ফার্মেসির মতো জরুরি সেবাপ্রতিষ্ঠান অবশ্য এর বাইরে রাখা হয়েছে। ব্যস্ত বাণিজ্যিক সড়কের আলোকিত বিলবোর্ডগুলো সূর্যাস্তের পরপরই নিভিয়ে দেওয়া হচ্ছে। দোকানপাটও এক ঘণ্টা আগে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ। সম্প্রতি সেখানকার বাসিন্দাদের দিনে সর্বোচ্চ ১৬ ঘণ্টা পর্যন্ত বিদ্যুৎবিহীন থাকতে হয়েছে।

সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন এখন এক কঠিন হিসাবনিকাশের মধ্যে আটকে গেছে। চুলায় গ্যাসের চাপ পর্যাপ্ত থাকতে পারে–এই আশায় ভোর হওয়ার আগেই ঘুম থেকে উঠতে হচ্ছে। ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলো টিকে থাকার লড়াইয়ে হিমশিম খাচ্ছে।দেশের অভ্যন্তরীণ নীতিগত ভুলও বাইরের সংকটকে আরও তীব্র করেছে। ১৭ কোটি ৫০ লাখ মানুষের দেশটি বিদ্যুৎ সঞ্চালন অবকাঠামো ও নিজস্ব গ্যাসক্ষেত্র অনুসন্ধানে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম বিনিয়োগ করেছে। ফলে বর্তমানে দেশের মোট জ্বালানির প্রায় অর্ধেকই মধ্যপ্রাচ্য থেকে আমদানি করতে হয়। কিন্তু জুলাই থেকে আগস্টের মধ্যে এলএনজি আমদানি ৮৩ শতাংশ কমে যায়। এর প্রধান কারণ ছিল হরমুজ প্রণালিতে অবরোধ ঘিরে সরবরাহে বিঘ্ন এবং দেশের দুটি ভাসমান এলএনজি পুনঃ গ্যাসীকরণ টার্মিনালের একটিতে অগ্নিকাণ্ড। আগুনের কারণে টার্মিনালটি সাময়িকভাবে অচল হয়ে পড়ে।আটলান্টিক কাউন্সিলের দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক জ্যেষ্ঠ ফেলো মাইকেল কুগেলম্যান বলেন, 'জ্বালানি এখন নতুন সরকারের জন্য সবচেয়ে বড় পরীক্ষা। এটি বিরোধীদের একত্র করার একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে পরিণত হয়েছে।'

ভূরাজনীতির টানাপোড়েনে জ্বালানিসংকট

বিশ্বজুড়ে জ্বালানিসংকটের পেছনে ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতি দায়ী হলেও বাংলাদেশের সংকটের সঙ্গে জড়িয়ে আছে নিজস্ব রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক জটিলতা।২০২৪ সালে গণঅভ্যুত্থানের মুখে শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর ক্ষমতায় আসে তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। ভারত শেখ হাসিনাকে আশ্রয় দেওয়ায় দুই প্রতিবেশী দেশের সম্পর্কের টানাপোড়েন আরও বেড়েছে।বাংলাদেশ তার মোট বিদ্যুতের প্রায় একুষষ্ঠাংশ ভারত



থেকে আমদানি করে। কূটনৈতিক চাপ প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই নির্ভরতার বিষয়টি ভারত যে ব্যবহার করতে পারে, তা নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে। এর পাশাপাশি শেখ হাসিনার ১৫ বছরের শাসনামলে দেশের জ্বালানি নীতি প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা অনেক কর্মকর্তাকে বিশেষ দায়িত্বে (নিষ্ক্রিয় করা) পাঠানো হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে মূলত শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ রয়েছে।বাংলাদেশের জ্বালানি পরিস্থিতি প্রতিবেশী অঞ্চলের বাইরের বৃহৎ শক্তিগুলোর প্রতিদ্বন্দ্বিতার সঙ্গেও জড়িয়ে পড়েছে।আপাতত বাংলাদেশের পোশাকশ্রমিক ও উন্নয়নশীল বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের সামনে সংকট সহ্য করা ছাড়া খুব বেশি বিকল্প নেই। আন্তর্জাতিক তেলের বাজারে স্বস্তি ফেরার লক্ষণও খুব একটা দেখা যাচ্ছে না।রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় জ্বালানি প্রতিষ্ঠান রোসাটমের নির্মাণ করা রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে বাংলাদেশ ১২ দশমিক ৬৫ বিলিয়ন বা ১ হাজার ২৬৫ কোটি ডলার বিনিয়োগ করেছে। এই বিনিয়োগের বড় অংশ এসেছে রাশিয়ার ঋণ থেকে।২০২৪ সালের জুলাইয়ে কেন্দ্রটির উৎপাদন শুরুর কথা ছিল। কিন্তু বারবার বিলম্ব হয়েছে। এর একটি কারণ ইউক্রেন যুদ্ধ। যুদ্ধের কারণে রাশিয়ার ব্যাংকের সঙ্গে অর্থ লেনদেন জটিল হয়ে পড়ে। একই সঙ্গে আকাশ ও সমুদ্রপথে পণ্য পরিবহনেও বাধা সৃষ্টি হয়।অবশেষে ১১ অক্টোবর কেন্দ্রটিতে প্রথম নিয়ন্ত্রিত পারমাণবিক বিক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। এখন ডিসেম্বরে কেন্দ্রটি চালু হওয়ার প্রত্যাশা করা হচ্ছে। তবে ঘোষিত ১ হাজার ২০০ মেগাওয়াট উৎপাদনক্ষমতায় পৌঁছানোর আগে কয়েক মাস ধরে ধাপে ধাপে পরীক্ষা চালাতে হবে।এর মধ্যে নতুন জটিলতা তৈরি করতে পারে যুক্তরাষ্ট্রের 'স্যাংশনিং রাশিয়া অ্যান্ড ইরান অ্যাক্ট'। ১৮ অক্টোবর থেকে কার্যকর হওয়া এ আইনে রাশিয়ার জ্বালানি খাতকে সহায়তা করা ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞার বিধান রয়েছে। ফলে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের ঋণ পরিশোধ এবং পারমাণবিক জ্বালানি কেনার জন্য ঢাকাকে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ মন্ত্রণালয়ের বিশেষ ছাড় অথবা অনুমোদিত অর্থ লেনদেনের ব্যবস্থা নিতে হতে পারে।এদিকে বিকল্প জ্বালানির উৎস হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রও বাংলাদেশের সামনে নতুন সম্ভাবনা তুলে ধরছে। বাংলাদেশ আগামী ১৫ বছরে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ১৫ বিলিয়ন বা ১ হাজার ৫০০ কোটি ডলারের জ্বালানিপণ্যসহ বিপুল পরিমাণ মার্কিন পণ্য কেনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

তবে বাংলাদেশ একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী চীনের দিকেও ঝুঁকছে। গত জুনে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের প্রথম বিদেশ সফর ছিল মালয়েশিয়া ও চীন। বেইজিংয়ে দুই দেশ দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের 'নতুন যুগ' সূচনার ঘোষণা দিয়ে ১৭টি চুক্তি

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

দেশ রূপান্তর
শুক্রবার, ২৩ অক্টোবর ২০২৬,

কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করাই সরকারের লক্ষ্য

বাণিজ্য ডেস্ক

বন্ধ ও লোকসানি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান অবকাঠামোর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য বর্তমান সরকার কাজ করছে বলে জানিয়েছেন বস্ত্র ও পাট প্রতিমন্ত্রী মো. শরীফুল আলম। গতকাল বৃহস্পতিবার চট্টগ্রামের আমিন জুট মিলস ও এশিয়াটিক কটন মিলস পরিদর্শনকালে তিনি শিল্পপ্রতিষ্ঠান দুটির খোঁজ খবর নেন।

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা মিল দুটির বর্তমান অবস্থা, কার্যক্রম এবং বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে প্রতিমন্ত্রীকে অবহিত করেন। এ সময় বস্ত্র ও পাট খাতের উন্নয়ন, শিল্পসম্পদের কার্যকর ব্যবহার এবং উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়।

শরীফুল আলম বলেন, রাষ্ট্রীয় শিল্পসম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা, উৎপাদনমুখী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণ এবং নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট করপোরেশন ও কর্মকর্তাদের সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের বস্ত্র ও পাটশিল্পের রয়েছে দীর্ঘ ঐতিহ্য এবং বিপুল সম্ভাবনা। এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হলে বিদ্যমান শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর অবকাঠামো, জনবল ও উৎপাদন সক্ষমতার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। শিল্প খাতের বিদ্যমান সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে বাস্তবসম্মত উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, পাট বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী অর্থকরী ফসল এবং পরিবেশবান্ধব প্রাকৃতিক তন্তু হিসেবে বিশ্ববাজারে এর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। অন্যদিকে, বস্ত্র ও টেক্সটাইল খাত দেশের শিল্পায়ন, রপ্তানি আয় এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এ দুটি খাতের সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে দেশীয় শিল্পের সক্ষমতা বাড়ানো এবং প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকার উপযোগী পরিবেশ গড়ে তোলা প্রয়োজন।

শরীফুল আলম বলেন, শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়নে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং বিদ্যমান সম্পদের কার্যকর ব্যবস্থাপনা গুরুত্বপূর্ণ। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা গেলে শিল্প খাতের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা সম্ভব হবে।

পরিদর্শনকালে বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন (বিজেএমসি) এর চেয়ারম্যান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. কবির উদ্দিন সিকদার ও বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস করপোরেশন (বিটিএমসি) এর চেয়ারম্যান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এস এম জাহিদ হাসানসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

আমিন জুট মিলস পরিদর্শন



“ রাষ্ট্রীয় শিল্পসম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতের মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা সরকারের অন্যতম লক্ষ্য

। মো. শরীফুল আলম
বস্ত্র ও পাট প্রতিমন্ত্রী

ও অন্যান্য সমঝোতা দলিলে সই করে। এর মধ্যে একটি চুক্তি নবায়নযোগ্য জ্বালানি সহযোগিতা নিয়ে।তবে চুক্তিগুলোর দুটি এমন দুই ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, যেগুলো যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার আওতায় রয়েছে। ঢাকার সঙ্গে বেইজিংয়ের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধিতে ওয়াশিংটনের উদ্বেগ তৈরি হয়েছে বলে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের সূত্রগুলো টাইম সাময়িকীকে জানিয়েছে।এ ছাড়া চীনের একটি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তৃতীয় ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণের বিষয়ে বাংলাদেশের আলোচনা চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।সব দিকের চাপ সামলে বাংলাদেশ এখন জ্বালানিতে স্বনির্ভরতা বাড়াতে মরিয়া। সরকার সম্প্রতি ছাদে সৌরবিদ্যুৎ স্থাপনে বিশেষ প্রণোদনা প্যাকেজ চালু করেছে। এতে সৌরবিদ্যুৎ সরঞ্জাম আমদানিতে শুল্ক ১৭ শতাংশ থেকে



কমিয়ে ১ শতাংশ করা হয়েছে। বিশেষ করে ব্যাটারি সংরক্ষণব্যবস্থাসহ সৌরবিদ্যুৎ স্থাপনে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে।সরকারি হিসাব অনুযায়ী, চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে জাতীয় গ্রিডে প্রায় ২০০ মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষমতা যুক্ত হয়েছে। তবে পাঁচ বছরের উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য অর্জন করতে হলে এই গতি ছয় গুণ বাড়াতে হবে।সম্প্রতি ঢাকায় অনুষ্ঠিত বে অব বেঙ্গল কনভারসেশনের একটি প্যানেল আলোচনা অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার সময় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম টাইমকে বলেন, ‘আমরা আসলে জ্বালানির উৎসে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করছি। কোথা থেকে নতুনভাবে জ্বালানি সংগ্রহ করা যায়, তা খুঁজছি। পাশাপাশি আমরা সৌরবিদ্যুৎ নিয়েও কাজ করছি, যাতে প্রত্যেক নাগরিক জ্বালানির ক্ষেত্রে স্বনির্ভর হতে পারেন।’তবে বাড়ির ছাদে সৌরবিদ্যুৎ স্থাপন কার্যকর হলেও অধিক জ্বালানিনির্ভর কারখানার জন্য এটি খুব বেশি কার্যকর নয়। হামীম গ্রুপের কারখানার ছাদে ২৯ দশমিক ২ মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষমতা স্থাপন করা হয়েছে। এটি দেশের বেসরকারি খাতের অন্যতম বৃহৎ সৌরবিদ্যুৎ স্থাপনা। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটির তনুল চক্রবর্তী বলেন, কারখানাটি দিনরাত চালু থাকায় সূর্য যখন সবচেয়ে উজ্জ্বল থাকে, তখন মাত্র চার ঘণ্টার মতো এই সৌরবিদ্যুৎ কাজে লাগে।

জ্বালানির খরচ বাড়লেও উৎপাদন কমানোর সুযোগ নেই

পরিহাসের বিষয় হলো, জ্বালানিসংকটের মধ্যেও হামীম গ্রুপের পোশাকের চাহিদা বেড়েছে। গত তিন বছরে ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়া ৪০০টির বেশি ছোট কারখানার কিছু ক্রয়াদেশ এখন হামীমের কাছে এসেছে। পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্কনীতি এড়াতে চীন থেকে উৎপাদন সরিয়ে নেওয়া কিছু ক্রেতার ক্রয়াদেশও প্রতিষ্ঠানটি পেয়েছে।কিন্তু হামীমের দৈনিক জ্বালানি বিল প্রায় দুই লাখ ডলার থেকে বেড়ে তিন লাখ ডলারে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে ক্রেতারা পোশাকের দাম বাড়াতে রাজি নন। ফলে উৎপাদনদক্ষতা বাড়ানোর চাপ ক্রমেই বাড়ছে।হামীমের জ্যেষ্ঠ নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ আবদুল মঈনের কার্যালয়ে একটি কম্পিউটার স্প্রেডশিটে প্রত্যেক কর্মীর ঘণ্টাভিত্তিক উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার হিসাব রাখা হয়। কোনো কর্মী লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে পিছিয়ে পড়লে ব্যবস্থাপকেরা তাঁর সঙ্গে কথা বলেন।মোহাম্মদ আবদুল মঈন বলেন, ‘হয়তো মেশিনে কোনো সমস্যা হয়েছিল। হতে পারে, সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল।’ এ ধরনের ক্ষেত্রে কর্মীদের অতিরিক্ত সহায়তা ও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তারপরও যাঁরা ধারাবাহিকভাবে লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ব্যর্থ হন, তাঁদের পরিবর্তে অন্যদের নিয়োগ দেওয়া হয়। প্রতিদিন সকালে কারখানার ফটকে জীবনবৃত্তান্ত হাতে চাকরিপ্রার্থীদের দীর্ঘ সারি দেখা যায়।মোহাম্মদ আবদুল মঈন আরও বলেন, ‘আমরা হয়তো কোনো ধরনের জ্বালানিসংকটের মুখোমুখি হয়েছি। কিন্তু সেটাই উৎপাদনশীলতার সঙ্গে আপস না করার আরও বড় কারণ।’উৎপাদনদক্ষতার ওপর মোহাম্মদ আবদুল মঈনের এই জোর দেওয়ার কারণ সহজেই বোঝা যায়। তৈরি পোশাকশিল্পে প্রতিযোগিতা অত্যন্ত তীব্র। উৎপাদন খরচ বাড়লে কিংবা সরবরাহে বিঘ্ন ঘটলে ক্রয়াদেশ ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া বা পাকিস্তানের প্রতিযোগীদের কাছে চলে যেতে পারে–এমন আশঙ্কা রয়েছে উৎপাদকদের।

শুধু জ্বালানির সরবরাহ নিশ্চিত করাই অবশ্য যথেষ্ট নয়। পশ্চিমা অনেক ব্র্যান্ড জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমিয়ে টেকসই উৎপাদনব্যবস্থা গড়ে তোলার উচ্চাভিলাষী অঙ্গীকার করেছে। ফলে বিদ্যুৎ কীভাবে উৎপাদিত হচ্ছে, সেটিও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।বিশ্বের তৈরি পোশাক উৎপাদনে বাংলাদেশের শীর্ষ স্থান ধরে রাখাই যখন অনিশ্চিত, তখন অর্থনীতিতে বৈচিত্র্য আনা আরও কঠিন। দেশের ওষুধ ও চামড়াশিল্প সম্প্রসারণের পাশাপাশি গাড়ি, চিকিৎসা সরঞ্জাম ও সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদনের মতো নতুন খাতে প্রবেশের উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য রয়েছে। কিন্তু এসব খাতে প্রতিযোগিতা কঠিন। আর মোমবাতির আলোয় বৈঠক করতে হয়–এমন দেশে বড় বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করাও সহজ নয়।গত মাসে বাংলাদেশ নতুন একটি জ্বালানি রোডম্যাপ প্রকাশ করেছে। এতে নতুন সৌরবিদ্যুৎকেন্দ্র ও কয়লাভিত্তিক প্রকল্পের মাধ্যমে ১২ হাজার ৯৪০ মেগাওয়াট উৎপাদনক্ষমতা যুক্ত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। পাশাপাশি বিদ্যুৎ বিতরণব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও দেশের গ্যাস সরবরাহ বাড়াতে নতুন করে মোট ৩০০টি অনুসন্ধানকূপ খননের পরিকল্পনা রয়েছে। এর মধ্যে ৩১টি কূপ ইতিমধ্যে খনন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ নিটওয়্যার প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিকেএমইএ) সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, ‘এই পরিকল্পনা নিয়ে আমরা সন্তুষ্ট। তিন থেকে চার বছরের মধ্যে হয়তো বিদ্যুতের সংকট আর থাকবে না।’বিকেএমইএ দেশের ২ হাজার ৫০০টির বেশি পোশাক কারখানার প্রতিনিধিত্ব করে।তবে আপাতত বাংলাদেশের পোশাকশ্রমিক ও উন্নয়নশীল বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের সামনে সংকট সহ্য করা ছাড়া খুব বেশি বিকল্প নেই। আন্তর্জাতিক তেলের বাজারে স্বস্তি ফেরার লক্ষণও খুব একটা দেখা যাচ্ছে না।সাম্প্রতিক দিনগুলোয় ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীরা সৌদি আরবের বিমানবন্দর, শহর ও তেল অবকাঠামো লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা বাড়িয়েছে। এসব হামলায় রিয়াদে বেসামরিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে, ফ্লাইট চলাচল ব্যাহত হয়েছে এবং সৌদি নেতৃত্বাধীন পাল্টা হামলা পরিস্থিতিকে আরও উত্তপ্ত করেছে। এতে বৃহত্তর আঞ্চলিক যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা বাড়ছে।

বাংলাদেশের ফতুল্লা অ্যাপারেলস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফজলে শামীম এহসান বলেন, ‘বর্তমান সরকারের জন্য পরিস্থিতি কঠিন। মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ না হলে পরিস্থিতি অনেক ভালো হতো।’ ফতুল্লা অ্যাপারেলস প্রতিদিন ২২ হাজার তৈরি পোশাক উৎপাদন করে।

সূত্র: টাইম সাময়িকী

সমকাল ■ রোববার । ২৫ অক্টোবর ২০২৬ । ৯ কার্তিক ১৪৩৩ মুক্তমত

পেশাদার চালকদের স্বাস্থ্যঝুঁকি ও কর্মপরিবেশ

কাজী বোরহান উদ্দিন

চিকিৎসা

দেশের যাতায়াত ব্যবস্থায় পেশাদার চালকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে বিপুল অবদান তাদের। অন্যদিকে একজন চালকের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা এবং নিরাপদ কর্মপরিবেশ তাঁর গাড়ি চালানোর সক্ষমতাকে প্রভাবিত করে। গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে সড়ক নিরাপত্তায়। তারপরও তাদের স্বাস্থ্যঝুঁকির বিষয়টি বেশ অবহেলিত।

বৈশ্বিক ও বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

পর্যাপ্ত গবেষণার অভাবে বাংলাদেশের পেশাদার চালকদের স্বাস্থ্য বিষয়ে বলার সুযোগ সীমিত। তবে যতটুকু গবেষণা হয়েছে, তার সঙ্গে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পেশাদার চালকদের বিষয়ে প্রাপ্ত কিছু গবেষণার তথ্য মিলিয়ে বাংলাদেশের চালকের পেশাগত কারণে সৃষ্ট শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার স্বরূপ বোঝা যায়। বিভিন্ন দেশে পেশাদার চালকদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত গবেষণার ফলাফলে গাড়িচালকদের নানাবিধ শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার কথা উঠে এসেছে। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো অতিমাত্রায় অ্যালকোহল ব্যবহার; মানসিক চাপ ও ঘুমের অভাব; উচ্চ রক্তচাপ ও হৃদরোগের ঝুঁকি। পারিপার্শ্বিক অনেক কারণ ও স্বাস্থ্য সচেতনতার অভাবে এরূপ শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা হয় বলে সেসব গবেষণায় প্রমাণ পাওয়া গেছে। বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের মতো কয়েকটি নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে পেশাদার চালকদের নিয়ে কিছু গবেষণা হয়েছে। এরূপ ৪১টি গবেষণায় ৪৮ হাজার ৪১৪ জন চালকের তথ্য রয়েছে। গবেষণাগুলোর সম্মিলিত ফলে দেখা গেছে উচ্চ রক্তচাপজনিত সমস্যায় ভুগছেন ৩৬.৭ শতাংশ, ডায়াবেটিস আছে ১৫.২ শতাংশের এবং স্থূলতার হার ২৭.২ শতাংশ। এ ছাড়া তারা কোমর ও নিতম্বে ব্যথা, পেশিতে ব্যথা, উদ্বেগ ইত্যাদি সমস্যার কথাও উল্লেখ করেছেন।

স্বাস্থ্যবিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর ইনজুরি প্রিভেনশন অ্যান্ড রিসার্চ, বাংলাদেশ (সিআইপিআরবি) ২০২৪ সালে সায়েদাবাদ বাস টার্মিনাল এবং তেজগাঁও ট্রাক টার্মিনালে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ক্যাম্প পরিচালনা করে। তাতে ৪০০ চালকের দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষা, ডায়াবেটিস ও রক্তচাপ পরিমাপ করা হয়। সেখান থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, ৬৭ শতাংশের কোনো না কোনো চোখে বিভিন্ন মাত্রায় দৃষ্টিশক্তিজনিত সমস্যা (দূর বা কাছের) রয়েছে। ৪২.৭ শতাংশের রক্তে উচ্চমাত্রার গ্লুকোজ পাওয়া গেছে। এ ছাড়া ৪১ শতাংশ চালকের মধ্যে উচ্চ রক্তচাপ এবং ৪৭ শতাংশের নিম্ন রক্তচাপজনিত সমস্যা পাওয়া গেছে।

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) ২০২৫ সালে ঢাকার পাঁচটি বাস ও ট্রাক টার্মিনালে ৯৩৬ জন পেশাদার চালক এবং হেলপারের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ক্যাম্প পরিচালনা করে। অংশগ্রহণকারী ৭৯ শতাংশের মধ্যে রক্তচাপজনিত (উচ্চ বা নিম্ন) সমস্যা পাওয়া গেছে। রক্তে গ্লুকোজের সমস্যা পাওয়া গেছে ৬২ শতাংশের।

দৃষ্টিশক্তিজনিত সমস্যা (নিকট ও দূর) পাওয়া গেছে ৭৫ শতাংশের। এ ছাড়া ৩৪ শতাংশ চালক জানিয়েছেন, তাদের ধূমপানের অভ্যাস আছে।

স্বাস্থ্য সমস্যার কারণ

পেশাদার চালকদের স্বাস্থ্যগত সমস্যা শারীরিক ও মানসিক উভয় ধরনের। শারীরিক সমস্যা তৈরির জন্য দায়ী কারণগুলো: পর্যাপ্ত ঘুম বা বিশ্রামের অভাব; অনিয়মিত ও অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস; চিকিৎসার সুযোগ না পাওয়া; দীর্ঘ সময় একই ভঙ্গিতে ড্রাইভিং সিটে বসে থাকা; অতিমাত্রায় ওভারলোড গাড়ির স্টিয়ারিং ঘোরানো; যানবাহনের কম্পন, ত্রুটিপূর্ণ রাস্তায় গাড়ি চালানো ইত্যাদি। মানসিক সমস্যার জন্য দায়ী কারণগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য: দীর্ঘ যানজট, অন্য গাড়ির লেন অমান্য করা; একই সড়ক বা লেনে দ্রুত ও ধীরগতির যানবাহন চলা। বেশি ট্রিপ চালাতে মালিকের চাপ, যাত্রীদের অশোভন আচরণ, দীর্ঘ সময় পরিবার থেকে দূরে থাকা, উপার্জনের অনিশ্চয়তা, ট্রাফিক আইনে মামলার আতঙ্ক, মামলার ব্যয় বহনের চাপ, গাড়ির রেজিস্ট্রেশনের সঙ্গে ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে ও নবায়ন করতে দীর্ঘ সময় লাগা, অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবে ড্রাইভিং শেখা, যান্ত্রিক ত্রুটি নিয়ে যানবাহন চালানো, নষ্ট যন্ত্রাংশ মেরামতে মালিকের গড়িমসি, রাস্তায় বিভিন্ন গ্রুপকে চাঁদা দেওয়ার ভয় ইত্যাদি।

উত্তরণের সুপারিশ

বিভিন্ন পর্যায় থেকে নানামুখী উদ্যোগ নিয়ে চালকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করার সুযোগ রয়েছে। যেমন:

১. স্বাস্থ্য পরীক্ষা

নিয়োগের সময় চালকের চক্ষু পরীক্ষা, ডায়াবেটিস ও রক্তচাপ পরিমাপ এবং মানসিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা, নির্দিষ্ট সময় পরপর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো, মানসিক স্বাস্থ্যের কাউন্সেলিং গ্রহণ ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা মনিটরিং, অর্থনৈতিকভাবে অসচ্ছল চালকদের চিকিৎসা ব্যয় বহন ইত্যাদির জন্য নিয়োগকর্তা বা নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সুনির্দিষ্ট নীতিমালা তৈরি করা। পাশাপাশি এগুলো নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে যথাযথ আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা।

২. কর্মঘণ্টা ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নির্ধারণ

প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে চালকের জন্য যৌক্তিক কর্মঘণ্টা নির্ধারণ করা ও ন্যায্যমূল্যে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর খাবারের সুযোগ, বিশুদ্ধ পানি, গোসল ও শৌচকাজের সুবিধা, ঘুমানোর সুবিধা-সংবলিত বিশ্রামাগার স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া। নীতিনির্ধারণী পর্যায় থেকে এগুলো নিশ্চিত করতে যথাযথ আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা।

৩. মানসম্পন্ন যানবাহন ও উন্নত রাস্তা নিশ্চিতকরণ

ত্রুটিপূর্ণ ও ফিটনেসবিহীন যানবাহন না চালানো; অপ্রয়োজনীয় ও ঝুঁকিপূর্ণ ওভারটেকিং না করা; যাত্রী তুলতে প্রতিযোগিতা না করা; ওভারলোড নিয়ে গাড়ি না চালানো; অতিরিক্ত ট্রিপ চালাতে চালককে চাপ না দেওয়া; ওজন কন্ট্রোল স্টেশনগুলোর কার্যক্রম নিয়মিত চালু রাখা; সরকার নির্ধারিত প্রতিষ্ঠান থেকে ড্রাইভিং শেখা; লাইসেন্স ও গাড়ির রেজিস্ট্রেশন পাওয়া সহজীকরণ ইত্যাদির জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে সুনির্দিষ্ট বিধিবিধান প্রণয়ন করতে হবে। পাশাপাশি ত্রুটিপূর্ণ রাস্তা মেরামত ও নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ; প্রয়োজনীয় রোড সাইন স্থাপন; রোড সাইন ও মার্কিং রক্ষণাবেক্ষণ; দ্রুত ও ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনের ব্যবস্থা করার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। এ ছাড়া আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে সুশৃঙ্খল ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ, যানজট নিরসনের ব্যবস্থা ও আইন অমান্য করলে বিধি অনুযায়ী শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।



ত্রুটিপূর্ণ ও ফিটনেসবিহীন যানবাহন না চালানো; অপ্রয়োজনীয় ও ঝুঁকিপূর্ণ ওভারটেকিং না করা; যাত্রী তুলতে প্রতিযোগিতা না করা; ওভারলোড নিয়ে গাড়ি না চালানো; অতিরিক্ত ট্রিপ চালাতে চালককে চাপ না দেওয়া; ওজন কন্ট্রোল স্টেশনগুলোর কার্যক্রম নিয়মিত চালু রাখা; সরকার নির্ধারিত প্রতিষ্ঠান থেকে ড্রাইভিং শেখা; লাইসেন্স ও গাড়ির রেজিস্ট্রেশন পাওয়া সহজীকরণ ইত্যাদির জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে সুনির্দিষ্ট বিধিবিধান প্রণয়ন করতে হবে।

উপসংহার

পেশাদার চালকদের সুস্বাস্থ্য সড়ক নিরাপত্তার উন্নয়নে ভূমিকা রাখলেও সামগ্রিকভাবে সড়ক নিরাপত্তা উন্নয়নে প্রয়োজন সম্মিলিত উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা। তাতে সাধারণ মানুষসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। জনগণকে পথচারী, যাত্রী এবং চালক হিসেবে সঠিক নিয়ম মেনে রাস্তায় চলতে হবে। চালককে সুস্থ থেকে গাড়ি চালাতে হবে। আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। রাস্তায় দায়িত্বশীল আচরণ করতে হবে। যানবাহনের মালিককে চালকের প্রতি সহনশীল হতে হবে। নিরাপদ কর্মপরিবেশ তৈরি করতে হবে। দেশের আইন মেনে রাস্তায় গাড়ি নামাতে হবে। সড়ক ও যানবাহন নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষকে নির্বিঘ্নে যান চলাচলের ব্যবস্থা করতে হবে। আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগকারী প্রতিষ্ঠানকে যৌক্তিক আইন ও বিধি প্রণয়ন এবং তা প্রয়োগ করতে হবে। সর্বোপরি সরকারকে রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করতে হবে।

■ কাজী বোরহান উদ্দিন: প্রোগ্রাম ম্যানেজার (রোড সেফটি); সেন্টার ফর ইনজুরি প্রিভেনশন অ্যান্ড রিসার্চ, বাংলাদেশ (সিআইপিআরবি)

বণিকবার্তা
শুক্রবার, অক্টোবর ২৩, ২০২৬

চট্টগ্রামে বস্ত্র ও পাট প্রতিমন্ত্রী

বন্ধ শিল্প-কারখানার সম্ভাবনা কাজে লাগিয়ে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বাড়াতে চায় সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

বন্ধ ও উৎপাদন কার্যক্রমে পিছিয়ে থাকা শিল্পপ্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান অবকাঠামো ও সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন বস্ত্র ও পাট প্রতিমন্ত্রী মো. শরীফুল আলম। গতকাল চট্টগ্রামের আমিন জুট মিলস ও এশিয়াটিক কটন মিলস পরিদর্শনকালে প্রতিমন্ত্রী এ গুরুত্বারোপ করেন। এ সময় তিনি মিল দুটির সার্বিক কার্যক্রম, অবকাঠামো, উৎপাদন সক্ষমতা ও উন্নয়নের সম্ভাবনা সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। পরে তিনি চট্টগ্রামের নো ভিউ গেস্ট হাউজও পরিদর্শন করেন।



পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা মিল দুটির বর্তমান অবস্থা, কার্যক্রম ও বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে প্রতিমন্ত্রীকে অবহিত করেন। এ সময় বস্ত্র ও পাট খাতের উন্নয়ন, শিল্পসম্পদের কার্যকর ব্যবহার এবং উৎপাদন সক্ষমতা বাড়ানোর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'বাংলাদেশের বস্ত্র ও পাটশিল্পের রয়েছে দীর্ঘ ঐতিহ্য এবং বিপুল সম্ভাবনা। এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হলে বিদ্যমান শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর অবকাঠামো, জনবল ও উৎপাদন সক্ষমতার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। শিল্প খাতের বিদ্যমান সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে বাস্তবসম্মত উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি করতে হবে।'

তিনি আরো বলেন, 'পাট বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী অর্থকরী ফসল এবং পরিবেশবান্ধব প্রাকৃতিক তন্তু হিসেবে বিশ্ববাজারে এর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। অন্যদিকে বস্ত্র ও টেক্সটাইল খাত দেশের শিল্পায়ন, রফতানি আয় এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এ দুটি খাতের সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে দেশীয় শিল্পের সক্ষমতা বাড়ানো এবং প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকার উপযোগী পরিবেশ গড়ে তোলা প্রয়োজন।'

শরীফুল আলম বলেন, 'শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়নে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং বিদ্যমান সম্পদের কার্যকর ব্যবস্থাপনা গুরুত্বপূর্ণ। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া গেলে শিল্প খাতের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা সম্ভব হবে।'

প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'রাষ্ট্রীয় শিল্পসম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা, উৎপাদনমুখী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণ এবং নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট করপোরেশন ও কর্মকর্তাদের সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে।'

পরিদর্শনকালে বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশনের (বিজেএমসি) চেয়ারম্যান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. কবির উদ্দিন সিকদার ও বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস করপোরেশনের (বিটিএমসি) চেয়ারম্যান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এসএম জাহিদ হাসানসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। শনিবার। ২৪ অক্টোবর ২০২৬

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন

শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সমস্যা

আমাদের দেশ জনবহুল। এখানে শ্রমশক্তিই বড় চালিকাশক্তি। কিন্তু আমাদের দেশে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসেবার দিকটি বরাবরই উপেক্ষিত থেকেছে। সীমিত আয়ের কারণে নিজেরা এ বিষয়ে সচেষ্ট নন, আবার প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়েও এ নিয়ে উদ্যোগ চোখে পড়ে না। এতে যে শ্রমিক বেশি মেয়াদে দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখতে পারতেন, কিন্তু কর্মক্ষমতা হারিয়ে সেই শ্রমিক আগেই অচল হয়ে পড়ছেন। সর্বোপরি বাস্তবতা হলো, স্বাস্থ্য পরিচর্যার অভাবে বেশির ভাগ শ্রমিক অনিশ্চয়তা ও সীমাহীন কষ্টের মধ্যে আছেন।

গতকাল কালের কণ্ঠে প্রকাশিত খবরে জানা যায়, ৬০ শতাংশ চালকই জানেন না তাঁদের দৃষ্টিশক্তিতে সমস্যা রয়েছে। এই সমস্যা দেখা গেছে দেশের ১৯টি জেলায় ৩১ হাজার ৫৩৫ জন যানবাহনচালকের চোখ পরীক্ষা করে। সম্প্রতি একটি সেবা সংস্থার উদ্যোগে বিশেষ হেলথ ক্যাম্প পরিচালিত হলে এই বাস্তবতা উঠে আসে। চোখ পরীক্ষা করার পর প্রায় ৭৬ শতাংশ চালককে চশমা দিতে হয়েছে। তাঁদের মধ্যে প্রায় ৬০ শতাংশ প্রথমবারের মতো চশমা ব্যবহার করছেন।

কালের কণ্ঠে আরেক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে ধুলার মধ্যে কাজ করা শ্রমিকদের করুণ দশা। লালমনিরহাটের পাটগ্রামে পাথরভাঙার কারখানায় কাজ করা শ্রমিকদের বেশির ভাগই ফুসফুসের রোগে আক্রান্ত। তাঁদেরই একজন ৩৩ বছর বয়সী ওবাইদ। তাঁর কাছ থেকে শোনা যায়, একসঙ্গে ১৭ জন কাজ করতেন, তাঁদের মধ্যে ১৬ জনই মারা গেছেন। গত পাঁচ বছরে তিন ধরনের শিল্প শ্রমিকের ওপর পরিচালিত পৃথক গবেষণায় উঠে এসেছে উদ্বেগজনক তথ্য। গবেষণায় দেখা গেছে, পাথরকাটা শ্রমিকদের ৮৯ শতাংশের অন্তত একটি দীর্ঘস্থায়ী শ্বাসতন্ত্রের উপসর্গ রয়েছে। চালকলের শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এই হার ৫২.৩ শতাংশ। তুলার ধুলার সংস্পর্শে থাকা শ্রমিকদের ফুসফুসের কার্যক্ষমতার গুরুত্বপূর্ণ সূচকও তুলনামূলক দলের চেয়ে কম পাওয়া গেছে।

বক্ষব্যাধি, হাঁপানি ও শ্বাসতন্ত্রের রোগ বিশেষজ্ঞ ডা. মো. আব্দুস শাকুর খান বলেন, 'পাথরভাঙা ও সিমেন্ট কারখানার মতো ঝুঁকিপূর্ণ শিল্পে সূক্ষ্ম ধূলিকণা শ্রমিকদের ফুসফুসে প্রবেশ করে সিলিকোসিস ও অন্যান্য পেশাগত ফুসফুসের রোগের ঝুঁকি বাড়ায়। এতে যক্ষ্মা ও অন্যান্য ফুসফুসের সংক্রমণের আশঙ্কাও বাড়তে পারে।'

আমরা মনে করি, শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত রাখা অপরিহার্য। এটি শ্রমিকদের অধিকারও। নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা, কার্যকর মাস্ক ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা গেলে ঝুঁকি কমানো সম্ভব। শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় রাষ্ট্র, মালিকপক্ষ ও শ্রমিক সংগঠনগুলোর যৌথ দায়িত্ব রয়েছে—এই দায় কেউ এড়াতে পারে না।

বণিক বার্তা
রোববার, অক্টোবর ২৫, ২০২৬ ■ কার্তিক ৯, ১৪৩৩

বাংলাদেশে শ্রমশক্তি সবচেয়ে বেশি কৃষিতে, উৎপাদনশীলতায় দক্ষিণ এশিয়ায় সবার নিচে





নুরুজ্জামান খান ■

দেশের মোট শ্রমশক্তির প্রায় ৪৫ শতাংশ বর্তমানে কৃষি খাতে- নিয়োজিত। কৃষির সঙ্গে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে জড়িয়ে আছে ৩ কোটি ৮ লাখ মানুষ। আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর এ যুগেও কৃষি খাতে আরো বেশি মানুষ যুক্ত হচ্ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর শ্রমশক্তি জরিপ অনুসারে, ২০১৭ সালে মোট শ্রমশক্তির ৪০ দশমিক ৬ শতাংশ কৃষি খাতে যুক্ত ছিল। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে কৃষি খাতে নিয়োজিত শ্রমশক্তির হার বেশি হলেও কৃষি শ্রমিকপ্রতি উৎপাদনশীলতায় বাংলাদেশ অন্যদের তুলনায় পিছিয়ে রয়েছে।

কৃষি শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বলতে নির্দিষ্ট সময়ে একজন শ্রমিকের মাধ্যমে উৎপাদিত কৃষিপণ্য বা সৃষ্ট মূল্য সংযোজনকে বোঝায়। মূলত একজন কৃষকের শ্রমের বিপরীতে বার্ষিক উৎপাদনের অর্থমূল্যই তার উৎপাদনশীলতা। কৃষি অর্থনীতিবিদরা বলছেন, উৎপাদনশীলতায় দেশের কৃষি শ্রমিকদের পিছিয়ে পড়ার মূল কারণ এ খাতে প্রযুক্তির সীমিত ব্যবহার। এছাড়া কৃষকের প্রযুক্তিগত জ্ঞান-দক্ষতার অভাব এবং সে দক্ষতা বৃদ্ধিতে কম বিনিয়োগ পরিস্থিতিকে আরো তীব্র করছে।

বিশ্বব্যাংকের একটি প্রতিবেদনে দেশের কৃষি খাতে নিয়োজিত শ্রমশক্তির এ সীমাবদ্ধতার বিষয়টি উঠে এসেছে। সংস্থাটি বলছে, বাংলাদেশে খণ্ডিত জমি, উন্নত বীজ ও কৃষিপ্রযুক্তির সীমিত ব্যবহার, কৃষকের বাজারে প্রবেশে প্রতিবন্ধকতা, কৃষিপণ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণাগার সংকট ও বিপণন অবকাঠামো ঘাটতির মতো সমস্যা রয়েছে। এছাড়া ধাননির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা কৃষি খাতে আয় ও বৈচিত্র্য বৃদ্ধিতে সহায়ক হচ্ছে না।

বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থা মূলত চারটি খাতের একটি উৎপাদন কাঠামো—ফসল, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ ও হর্টিকালচার। বিশ্বব্যাংকের তথ্যানুযায়ী, ২০২৫ সালে এসব খাতে নিয়োজিত কোনো কর্মীর শ্রমের বিপরীতে কৃষি উৎপাদনের বার্ষিক অর্থমূল্য ১ হাজার ২৩৬ দশমিক ২২ ডলার। ডলারের বিপরীতে (১ ডলার = ১২৩ টাকা হিসেবে) এ অর্থের পরিমাণ বাংলাদেশী মুদ্রায় ১ লাখ ৫২ হাজার ৫৫ টাকা। সে হিসাবে সব শ্রমিকের কৃষি উৎপাদনের বার্ষিক অর্থমূল্য দাঁড়ায় ৫২ দশমিক ১৩ বিলিয়ন ডলার। আর দেশের জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান ১১ দশমিক ৪ শতাংশ।

সরকারের নীতিনির্ধারকরা মনে করেন, উৎপাদনশীলতায় বাংলাদেশের কৃষি শ্রমিকদের পিছিয়ে থাকার অন্যতম কারণ যুগের সঙ্গে প্রযুক্তির ব্যবহার না বাড়া। এ কারণে একই পরিমাণ উৎপাদনের জন্য বাংলাদেশে অনেকে বেশি শ্রমিক কাজ করছেন।

জানতে চাইলে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ *বণিক বার্তাকে* বলেন, 'কৃষি খাতে অন্য দেশগুলো প্রযুক্তিগত ব্যবহারে এগিয়ে গেছে। আমরাও কৃষিতে প্রযুক্তিগত ব্যবহারে যাব। এখন ১০ জন শ্রমিক যেটুকু উৎপাদন করেন, প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়লে দেখা যাবে দুজন শ্রমিকই সেই পরিমাণ উৎপাদন করতে পারছেন। সরকার কৃষিতে প্রযুক্তিগত বিষয়ে জোর দিচ্ছে। এটা বাস্তবায়ন হলে আমাদের উৎপাদনশীলতা বাড়বে।'

পাকিস্তানে কৃষি খাতে নিয়োজিত শ্রমশক্তি ৩৬ দশমিক ২ শতাংশ। সে দেশের পরিসংখ্যান বিভাগের হিসাব অনুসারে, কৃষি খাতে (২০২৪-২৫ অর্থবছর) কর্মীর সংখ্যা ২ কোটি ৫৬ লাখ।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

সময়ের আলো রোববার। ২৫ অক্টোবর ২০২৬।



নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলায় নিপুণ হাতের ছোঁয়ায় শীতলপাটি বুনছেন কয়েকজন নারী ● সময়ের আলো

মজুরি কম, সংকটে শীতলপাটি

● দেবল চন্দ্র দাস নেত্রকোনা

গ্রীষ্মের তীব্র তাপপ্রবাহে শান্তির পরশ বুলিয়ে দিতে শীতলপাটির জুড়ি মেলা ভার। এ দেশের লোকশিল্পের ইতিহাসে যে কটি নাম গর্বের সঙ্গে উচ্চারিত হয় তার মধ্যে নেত্রকোনার শীতলপাটি অন্যতম। তবে কালের বিবর্তনে, প্লাস্টিকের সস্তা পণ্যের দাপটে এবং সঠিক পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে হাজার বছরের পুরোনো এই শিল্প এখন প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে।

নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলার তেঁতুলিয়া ইউনিয়নের কেন্দুয়া, জৈনপুর, ভাটাপাড়া, হাতনী এবং পার্শ্ববর্তী সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশা উপজেলার নোয়াগাঁও গ্রামে এই পাটি তৈরি হয়ে থাকে। এখানকার ৩০০ থেকে ৩৫০ পরিবার এই পেশার সঙ্গে জড়িত। গ্রামীণ জনপদে যুগ যুগ ধরে বংশপরম্পরায় চলে আসছে এই হস্তশিল্পের চর্চা। কিন্তু আধুনিক যুগে কালের পরিক্রমায় তা হারিয়ে যেতে বসেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শীতলপাটি তৈরির মূল উপাদান পাটিবেত। স্থানীয়ভাবে যার নাম মুক্তা (মুর্তা) গাছ। দেখতে অনেকটা সরু বাঁশঝাড়ের মতো। এই গাছগুলো সাধারণত নদী-খাল বা জলাধারের আর্দ্র মাটিতে আপনাআপনি বা ঝোপঝাড়ের মতো জন্মায়। নদী বা খালের ধারে জন্ম নেওয়া মুক্তা গাছ কেটে তা সেদ্ধ করে নিপুণ হাতে ছিলে তৈরি করা হয় মিহি বেত। এরপর কারিগরদের আঙুলের ছোঁয়ায় হাজারো সুতোর মতো বেত মিলে তৈরি হয় একেকটি মনোমুগ্ধকর শীতলপাটি।

একটি শীতলপাটির মূল্য তিন হাজার থেকে চার হাজার টাকা। মূল্য বেশি থাকায় শীতলপাটি বিক্রির পরিমাণ একেবারেই কম। তাই কারিগররা অর্ডার ছাড়া তৈরি করেন না। তবে যে পাটি সবসময় বিক্রি করা যায়, সেই পাটি তারা তৈরি করে। আর সেটির নাম হচ্ছে জামদানি পাটি। এই পাটির মূল্য ১০০০ থেকে ১২০০ টাকা। এই পাটিই তারা সবসময় তৈরি করেন।

> নেত্রকোনার ঐতিহ্যবাহী এই হস্তশিল্পকে টিকিয়ে রাখার জন্য নানা উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যে পল্লী জীবিকায়ন সমিতির মাধ্যমে বিভিন্ন সময় তাদের ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে। এই পেশায় তাদের কর্মমুখী করে তোলার জন্য ঋণ দেওয়া হচ্ছে
>
> **আমেনা খাতুন** উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, মোহনগঞ্জ

কেন্দুয়া গ্রামের প্রশান্ত কর বলেন, 'আমার বাপ-দাদার আমলের আগে থেকেই শীতলপাটি বোনার কাজ করে আসছি। আগে আমরা এই পাটি তৈরি করে অনেক লাভবান হয়েছি। পুরো গ্রামের প্রতিটি পরিবার এই পেশার সঙ্গে জড়িত ছিল। কিন্তু নামে মাত্র আছে। শুধু ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখার জন্য আমরা করি। বাপ-দাদা এই কাজ করে আসছে, তাই আমরাও করি।'

একই গ্রামের শুনকা বণিক, প্রমিলা করসহ আরও কয়েকজন নারী বলেন, পাটির কাজ শুধু আমরা নারীরাই করে থাকি। আগে নারী-পুরুষ সবাই মিলে করেছি। এই হস্তশিল্প তৈরি করতে পর্যাপ্ত পরিমাণ কাঁচামালের সংকট রয়েছে। পর্যাপ্ত পরিমাণ জমি ও জলাশয়ের অভাবে মুক্তা (মুর্তা) গাছের চাষ দিন দিন কমে যাচ্ছে। ফলে বেতের অভাবে কাজ করা যায় না। বর্তমানে বাজারে সস্তা দামের প্লাস্টিক ও চায়না ম্যাটের বিস্তার ঘটায় প্রাকৃতিক শীতলপাটির চাহিদা একেবারেই কমে গেছে। তাই আমাদেরও কাজ তেমন নেই। একটি জামদানি পাটি বুনতে ৪০০ থেকে ৫০০ টাকা খরচ হয়। যাদের বাড়িতে মুক্তা গাছ আছে তাদের লাভের পরিমাণ বেশি।

পার্শ্ববর্তী এলাকা ভাটপাড়া গ্রামের গোপাল দাস, নরেশ দাশ, দীজেন দাসসহ বেশ কজনের সঙ্গে কথা হয়। তারা বলেন, দিনরাত খেটে একটি পাটি বোনার পর যে মজুরি পাওয়া যায় তা দিয়ে সংসার চালানো অসম্ভব হয়ে পড়েছে। জীবিকার তাগিদে বহু কারিগর তাদের বাপ-দাদার এই ঐতিহ্যবাহী পেশা ছেড়ে দিনমজুরি বা অন্য কাজে যোগ দিচ্ছেন। ফলে নতুন প্রজন্মও এই শিল্প শিখতে আর আগ্রহ দেখাচ্ছে না। এগুলো টিকিয়ে রাখতে হলে সরকারিভাবে বিভিন্ন উদ্যোগ নিতে হবে। তা না হলে এই হস্তশিল্প একদিন বিলীন হয়ে যাবে।

এদিকে হারিয়ে যেতে বসা এই হস্তশিল্পকে বাঁচিয়ে তুলতে প্রয়োজন সমন্বিত ও জরুরি উদ্যোগ। কারিগরদের সরকারিভাবে প্রণোদনা ও সহজ শর্তে ঋণ দেওয়া, বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মুক্তা চাষের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং দেশ-বিদেশের বাজারে শীতলপাটি বিপণনের আধুনিক ব্যবস্থা করা প্রয়োজন বলে মনে করেন সচেতন মহল।

এ বিষয়ে মোহনগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আমেনা খাতুন বলেন, নেত্রকোনার ঐতিহ্যবাহী এই হস্তশিল্পকে টিকিয়ে রাখার জন্য নানা উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যে পল্লী জীবিকায়ন সমিতির মাধ্যমে বিভিন্ন সময় তাদের ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে। এই পেশার তাদের কর্মমুখী করে তোলার জন্য ঋণ দেওয়া হচ্ছে। এই শিল্পকে ধরে রাখার জন্য তাদেরকে বিভিন্নভাবে উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি নতুনদের আগ্রহ তৈরি করা হচ্ছে বলেও জানান তিনি।

লোকসংস্কৃতির এই শিল্পটি যদি আজ পুরোপুরি হারিয়ে যায় তবে তা হবে জাতীয় সংস্কৃতির এক অপূরণীয় ক্ষতি। সুদিন ফিরে আসুক নেত্রকোনার শীতলপাটিতে। বেঁচে থাকুক হাজার বছরের এই ঐতিহ্য– এমনটাই প্রত্যাশা স্থানীয় কারিগর ও সুশীল সমাজের।

বাংলাদেশে শ্রমশক্তি সবচেয়ে বেশি কৃষিতে

১ম পৃষ্ঠার পর

বিশ্বব্যাংকের তথ্য বলছে, পাকিস্তানের কৃষি খাতে প্রতিকর্মীর বার্ষিক উৎপাদনশীলতা ৩ হাজার ১৮৬ ডলার, বাংলাদেশী মুদ্রায় যা ৩ লাখ ৯১ হাজার ৮৭৮ টাকা। আর সব কৃষিকর্মীর বার্ষিক উৎপাদনশীলতার আর্থিকমূল্য দাঁড়ায় ৯৩ দশমিক ৭৭ বিলিয়ন ডলার।

প্রতিবেশী দেশ ভারতের মোট শ্রমশক্তির ৪১ দশমিক ৬ শতাংশ কৃষিতে জড়িত। নিয়োজিত মোট শ্রমশক্তির হারে বাংলাদেশের কাছাকাছি হলেও উৎপাদনশীলতায় তারা এগিয়ে আছে। ভারতের কৃষি শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বার্ষিক ২ হাজার ১৫৯ ডলার, বাংলাদেশী মুদ্রায় যা ২ লাখ ৬৫ হাজার ৫৫৭ টাকা। দেশটির কৃষি খাতের সব কর্মীদের উৎপাদনের বার্ষিক অর্থমূল্য দাঁড়ায় ৬৪২ দশমিক ২৪ বিলিয়ন ডলারে।

কৃষি খাতে নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা তুলনামূলক কম হলেও উৎপাদনশীলতায় অন্য দেশগুলোর চেয়ে এগিয়ে আছেন মালদ্বীপের কৃষি শ্রমিকরা। বিশ্বব্যাংকের হিসাবে, মালদ্বীপের একজন কৃষি শ্রমিকের বছরে উৎপাদিত পণ্যের অর্থমূল্য ৮ হাজার ৬৭২ ডলার, বাংলাদেশী মুদ্রায় যা ১০ লাখ ৬৬ হাজার ৬৫৬ টাকা। নেপালে কৃষি শ্রমিকপ্রতি উৎপাদন ৫ হাজার ৩৯ ডলার (৬ লাখ ১৯ হাজার ৭৯৭ টাকা) ও শ্রীলংকায় ৩ হাজার ৩৩৪ (৪ লাখ ১০ হাজার টাকা)।

কৃষি শ্রমিকের উৎপাদনশীলতায় ছোট আয়তনের দেশ ভুটান তুলনামূলক পিছিয়ে আছে। সেখানে একজন কৃষি শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা ১ হাজার ৯৯০ ডলার (২ লাখ ৪৪ হাজার ৭৭০ টাকা)।

কৃষকের উৎপাদনশীলতায় দক্ষিণ এশিয়ায় সবার পেছনে আছে যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তান।

দেশটির কৃষিতে একজন শ্রমিকের উৎপাদনের বার্ষিক অবদান কত তার হালনাগাদ হিসাব নেই। তবে ২০২৪ সালের তথ্য বিবেচনায় বিশ্বব্যাংক তাদের প্রতিবেদনে জানিয়েছে, আফগানিস্তানে একজন কৃষি কর্মীর বার্ষিক শ্রমের অর্থমূল্য ১ হাজার ১৫৩ ডলার, বাংলাদেশী মুদ্রায় যা ১ লাখ ৪১ হাজার ১৯ টাকা।

বাংলাদেশের কৃষি খাতে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে বিপুলসংখ্যক মানুষ নিয়োজিত। এ খাতে অনেক নতুন উদ্যোক্তাও এগিয়ে আসছেন। এমনকি সাম্প্রতিক সময়ে কৃষিতে উচ্চ শিক্ষিত তরুণদের আগ্রহও বাড়ছে। কিন্তু কৃষির উৎপাদনশীলতায় পিছিয়ে থাকার পেছনে কৃষি অর্থনীতিবিদ ও বিশ্লেষকরা জমির স্বল্পতা, পুঁজির সংকট, প্রযুক্তির কম ব্যবহার, উন্নত বীজের প্রাপ্যতা ও ব্যবহার সীমিত থাকাকে দায়ী করছেন। কৃষিতে অন্য দেশ যেসব কাজ যন্ত্র দিয়ে করাচ্ছে, সেখানে বাংলাদেশে তা শ্রমিকের মাধ্যমেই করানো হচ্ছে। ফলে নিয়োজিত জনশক্তি বাড়ার বিপরীতে কমছে উৎপাদনশীলতা।

কৃষি অর্থনীতিবিদ ড. জাহাঙ্গীর আলম *বণিক বার্তাকে* বলেন, 'বাংলাদেশের কৃষি খাতে প্রযুক্তির ব্যবহার সীমিত। এ খাতে কৃষকদের প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও দক্ষতা কম, যার প্রতিফলন উঠে আসছে কৃষির উৎপাদনশীলতায়। কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণ, ব্যবহারে অভ্যস্ততা না থাকায় দক্ষিণ এশিয়ায় আমরা পিছিয়ে পড়ছি।'

কৃষকের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে জমিতে, খামারে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে বলে মনে করেন ড. জাহাঙ্গীর আলম। তিনি আরো বলেন, 'কৃষকদের প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও দক্ষতা তৈরিতে সরকারি-বেসরকারি খাতকে আরো এগিয়ে আসতে হবে। পাশাপাশি এজন্য বিনিয়োগও বাড়াতে হবে।'

দেশে বিভিন্ন খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত থাকায় কৃষিতে বেশি মানুষ যুক্ত হয়েছে। কিন্তু আধুনিক কৃষির চর্চা হয়নি বলে মনে করে বেসরকারি থিংকট্যাংক রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি ইন্টিগ্রেশন ফর ডেভেলপমেন্টের (র‍্যাপিড) চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক। *বণিক বার্তাকে* তিনি বলেন, 'আমাদের সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে শিল্প ও প্রযুক্তিসহ অন্যান্য খাতে কর্মসংস্থান তৈরি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শেষ চার-পাঁচ বছরে কৃষিতে মানুষের সংখ্যা বেড়েছে। বিভিন্ন দেশ আধুনিক কৃষিতে যুক্ত হচ্ছে। কিন্তু আমাদের দেশে আধুনিক কৃষির চর্চা সেই অর্থে হচ্ছে না। তার পরও মানুষ যুক্ত হচ্ছে। কারণ দেশে কর্মসংস্থানে বৈচিত্র্য আসেনি।'

শিল্প ও সেবা খাতে প্রয়োজন অনুযায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি না হওয়ায় অনেকেই জীবিকা নির্বাহে যেকোনোভাবে কৃষিতে যুক্ত হচ্ছেন। কৃষির ওপর কর্মসংস্থানের এ নির্ভরতা কমাতে নতুন বৈচিত্র্যময় খাত তৈরি করতে হবে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

দেশে কর্মসংস্থানে বৈচিত্র্য আনতে সরকার কাজ করছে বলে জানিয়েছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. আব্দুর রহমান তরফদার। তিনি *বণিক বার্তাকে* বলেন, 'দেশে বিভিন্ন নতুন খাত, বিশেষ করে ডিজিটাল নানা খাত তৈরি হয়েছে বা হচ্ছে। এসব জায়গায় তরুণদের দক্ষ কর্মী হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। আমরা বিভিন্ন প্রশিক্ষণও দিচ্ছি। কৃষিতে আমাদের কর্মসংস্থান বেশি। সরকার এখানে মেকানাইজেশনে কাজ করছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে হঠাৎ করেই পরিবর্তন হবে না। পর্যায়ক্রমে এর [illegible] কাজ করা হবে।'

NEWAGE

MONDAY, OCTOBER 26, 2026, KARTIK 10, 1433 BS

IndustriALL demands $260 wage for RMG workers

Staff Correspondent
Dhaka

THE IndustriALL Bangladesh Council demanded a minimum monthly wage of $260 for the readymade garment workers, citing rising living costs.

The council, known as IBC, finalised the demand at an emergency meeting of its central executive committee on Saturday, said a press release issued on Sunday.

IBC president Mir Abul Kalam Azad presided over the meeting with the present of other leaders.

IBC general secretary Salauddin Swapan said that the meeting discussed the soaring prices of essentials, rise in fuel oil prices and hike of the workers' transport costs.

Moreover, medical and other living expenses had also increased, making it hard for workers to get by on current wages, he said.

The release added that the 100 to 142 per cent pay rise for government employees had further destabilised the market, deepening the hardship of garment workers and other low-income people.

Taking these factors into account, the committee demanded the $260 minimum wage for garment workers.

IBC said it would soon finalise wage figures for the other grades. Once a full wage board is formed, it would submit a written proposal to the board's chairman and the workers' representative.

The demand comes as the government moves to form a wage board for the sector amid renewed labour protests demanding a monthly minimum wage of Tk 30,000.

The Department of Labour, under the Ministry of Labour and Employment, has asked garment manufacturers' and workers' organisations to nominate representatives for the proposed board, The Financial Express reported.

The department sent separate letters to the Bangladesh Employers' Federation and Jatiyatabadi Sramik Dal, asking each to nominate three representatives.

The minimum monthly wage for garment workers has risen in successive reviews, from Tk 1,662.50 in 2006 to Tk 3,000 in 2010, Tk 5,300 in 2013, Tk 8,000 in 2018 and Tk 12,500 in 2023.

কালের কণ্ঠ

ঢাকা। বৃহস্পতিবার। ২৯ অক্টোবর ২০২৬

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী

এক সপ্তাহের মধ্যে মজুরি বোর্ডের গেজেট প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, গাজীপুর ▷

তৈরি পোশাক শিল্পে উদ্ভূত শ্রম অসন্তোষ নিরসন ও শান্ত পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে এক সপ্তাহের মধ্যে মজুরি বোর্ডের গেজেট প্রকাশের ঘোষণা দিয়েছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী। গতকাল বুধবার বিকেলে গাজীপুর জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের ভাওয়াল সম্মেলনকক্ষে 'সার্বিক শ্রম পরিস্থিতি ও নিরাপদ অভিবাসন' শীর্ষক মতবিনিময়সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এই ঘোষণা দেন।

মন্ত্রী বলেন, 'একটি স্বার্থান্বেষী মহল মজুরি বোর্ড নিয়ে ভুল তথ্য ছড়িয়ে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের চেষ্টা করছে। শ্রমিক নন অথচ শ্রমিক সংগঠনের নেতা সেজে একটি অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরির চক্রান্ত চলছে। এ ব্যাপারে মালিক, শ্রমিক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সবাই সজাগ রয়েছেন।' সরকারের বার্তা তুলে ধরে তিনি জানান, এরই মধ্যে মালিক ও শ্রমিক উভয় পক্ষ থেকে প্রতিনিধির তালিকা পাওয়া গেছে এবং সাত দিনের মধ্যে প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে গেজেট জারি করা হবে।

সভায় মন্ত্রী কারখানা মালিকদের উদ্দেশে কড়া বার্তা দিয়ে বলেন, প্রতি মাসের ৭ তারিখের মধ্যে শ্রমিকদের বকেয়া ও নিয়মিত মজুরি পরিশোধ করতে হবে। শিল্পাঞ্চলের সার্বিক সমস্যা সমাধান ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় একটি বিশেষ সমন্বিত মনিটরিং সেল গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। জেলা প্রশাসন, পুলিশ, স্থানীয় সংসদ সদস্য, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (গাজীপুর), বিজিএমইএ, বিকেএমইএ, মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত এই সেলে যেকোনো সমস্যা জানানো হলে জেলা প্রশাসক আলোচনার মাধ্যমে তা দ্রুত সমাধান করবেন। অযথা রাস্তায় বিশৃঙ্খলা তৈরি না করে এই সেলে তথ্য পাঠিয়ে সমস্যা নিরসনের জন্য সবাইকে আহ্বান জানান তিনি।

গাজীপুরের জেলা প্রশাসক মো. নুরুল করিম ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান সচিব মো. আব্দুর রহমান তরফদারের সঞ্চালনায় সভায় উপস্থিত ছিলেন গাজীপুর-১ আসনের এমপি মো. মজিবুর রহমান, গাজীপুর-৫ আসনের এমপি এ কে এম ফজলুল হক মিলন, জিএমপি কমিশনার মো. ইসরাইল হাওলাদার, জেলা পুলিশ সুপার মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আমজাদ হোসাইনসহ মালিক-শ্রমিক প্রতিনিধি ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

প্রথম আলো
শনিবার, ২৪ অক্টোবর ২০২৬

জাহাজভাঙায় ছাড়, ঝুঁকিতে পরিবেশ ও শ্রমিক

বিধিমালায় পরিবর্তন

জাহাজভাঙা শিল্পমালিকদের দাবি মেনে এ শিল্পকে লাল থেকে কমলা শ্রেণিতে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।

মোস্তফা ইউসুফ, *ঢাকা*

জাহাজভাঙা শিল্পকে পরিবেশের জন্য সর্বোচ্চ দূষণকারী শিল্প হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ কারণে ইয়ার্ড স্থাপনের আগে পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা (ইআইএ) করাসহ কয়েকটি ধাপে অনুমোদন নিতে হয়। তবে জাহাজভাঙা শিল্পের মালিকদের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে এ শিল্পকে লাল থেকে কমলা শ্রেণিতে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এতে ইয়ার্ড স্থাপনের আগে পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা করার বাধ্যবাধকতা উঠে যাওয়ার সুযোগ তৈরি হচ্ছে।

জাহাজভাঙা শিল্পের উদ্যোক্তারা বলছেন, এ শিল্প লাল শ্রেণিতে থাকায় ইয়ার্ড স্থাপনের অনুমোদন পেতে ৯০ দিনের মতো সময় লাগে। এতে তাঁরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।

তবে সরকারের এ সিদ্ধান্তের ফলে শ্রমিক ও পরিবেশ দুটোই ঝুঁকিতে পড়বে বলে আশঙ্কা করছেন পরিবেশবাদীরা। তাঁরা বলছেন, জাহাজভাঙা শিল্প উচ্চ ঝুঁকি ও দূষণকারী শিল্প। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) এ শিল্পকে সবচেয়ে বিপজ্জনক হিসেবে আখ্যা দিয়েছে। চট্টগ্রামসহ দক্ষিণ এশিয়ার যেসব সৈকতে জাহাজ ভাঙা হয়, সেসব উপকূলের সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র, মাটি, বায়ু মারাত্মকভাবে দূষিত হয়ে পড়ছে।

জানা যায়, গত ২৯ সেপ্টেম্বর এ শিল্পকে লাল থেকে কমলায় নিয়ে আসার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয় এ-সংক্রান্ত কমিটি। এর আগে আগস্ট মাসে জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পসংক্রান্ত বিদ্যমান আইন, বিধি, নীতিমালা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি পর্যালোচনার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে এ কমিটি গঠন করে দেওয়া হয়েছিল। কমিটির সভাপতি পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনমন্ত্রী আবদুল আউয়াল মিন্টু। শিল্পমন্ত্রী, নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, অর্থ বিভাগের সচিব, আইন ও সংসদবিষয়ক সচিব এই কমিটির সদস্য। কোনো পরিবেশবাদী সংগঠনের প্রতিনিধি বা পরিবেশ বিশেষজ্ঞকে কমিটিতে রাখা হয়নি।

জানতে চাইলে পরিবেশমন্ত্রী আবদুল আউয়াল মিন্টু *প্রথম আলোকে* বলেন, 'হংকং কনভেনশন অনুযায়ী আমাদের ১৫ থেকে ২০টি গ্রিন ইয়ার্ড আছে।' ব্যবসায়ীদের ভাষ্যমতে তাঁরা একেকটি ইয়ার্ডে ১৫০ কোটি টাকার মতো বিনিয়োগ করেছেন। জাহাজভাঙা শিল্প লাল শ্রেণিতে থাকায় ইয়ার্ড স্থাপনে অনুমতি পেতে তিন মাস অপেক্ষা করতে হয়। এতে ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। সরকারের এ সিদ্ধান্তের ফলে পরিবেশদূষণের ঝুঁকি বাড়বে কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, পরিবেশ ও শিল্প দুটোই বাঁচাতে হবে।

পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা-২০২৩ অনুযায়ী, জাহাজভাঙা কার্যক্রম ও জাহাজভাঙা ইয়ার্ড দুটোই লাল শ্রেণির শিল্প। বিধিমালায় আছে, লাল শ্রেণির কারখানা বা স্থাপনা পরিবেশ ও মানবস্বাস্থ্যের ওপর তীব্র প্রভাব ফেলে। এই প্রভাব মোকাবিলায় উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা নেওয়া আবশ্যক।

বিধিমালায় কী আছে, কী পরিবর্তন হচ্ছে

বিদ্যমান বিধিমালা অনুযায়ী, জাহাজভাঙার জন্য কোনো ইয়ার্ড স্থাপন করতে হলে প্রথমে পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা (ইআইএ) করতে হয়; যা ভারত ও পাকিস্তানের জাহাজভাঙা শিল্পের জন্যও বাধ্যতামূলক।

বর্তমানে ইয়ার্ডের দূষণ রোধে কী কী ব্যবস্থা থাকবে, সেটার বিস্তারিত কার্যপরিধি (টিওআর) পরিবেশ অধিদপ্তরের সদর দপ্তরে জমা দিয়ে অনুমোদন প্রাপ্তির পর ইআইএর কার্যক্রম শুরু করে সংশ্লিষ্ট ইয়ার্ড। কার্যক্রমের অংশ হিসেবে পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রতিনিধির নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট এলাকায় জনমত যাচাই শেষে প্রাপ্ত মতামত জেলা কার্যালয়ে প্রতিবেদন আকারে পাঠান পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি। এরপর সেটি পরিবেশ অধিদপ্তরের সদর দপ্তরে আরও একবার যাচাই-বাছাই শেষে ইয়ার্ডের অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদান করা হয়।

এরপরের ধাপে আসে পরিবেশগত ছাড়পত্র। সংশ্লিষ্ট ইয়ার্ডে পরিবেশ ও মানবস্বাস্থ্যের ওপর দূষণের প্রভাব রোধে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, সেটা পরিদর্শন শেষে দেওয়া হয় এই ছাড়পত্র। পুরো প্রক্রিয়া শেষ করতে সময় লাগে ৯০ দিন।

এখন জাহাজভাঙা শিল্পকে কমলা শ্রেণিতে নিয়ে আসা হলে এ ধরনের বাধ্যবাধকতা থাকবে না। পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা-২০২৩ অনুযায়ী, কমলা শ্রেণির শিল্পের জন্য প্রাথমিক পরিবেশগত সমীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করতে হয় পরিবেশ অধিদপ্তরের বিভাগীয় কার্যালয়ে। বিভাগীয় কার্যালয় যদি মনে করে ইআইএ করার প্রয়োজন আছে, সে ক্ষেত্রে তারা সুপারিশ করতে পারবে। তবে এ সুপারিশ মানার বাধ্যবাধকতা থাকবে না। ইয়ার্ড স্থাপনের চূড়ান্ত অনুমোদন পেতে পরিবেশ অধিদপ্তরের সদর দপ্তরে যেতে হবে না, বিভাগীয় কার্যালয় অনুমোদন দেবে।

পরিবেশ অধিদপ্তরের একাধিক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে *প্রথম আলোকে* বলেন, বিধিমালায় পরিবর্তনের ফলে একটি ইয়ার্ড কী পরিমাণ দূষণ করবে এবং পরিবেশে সেটার প্রভাব কতটুকু পড়বে, সে বিষয়ে জানার সুযোগ থাকবে না। এ শিল্পের তদারকব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়বে।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব আব্দুন নাসের খান *প্রথম আলোকে* বলেন, 'এটি খুবই সম্ভাবনাময় একটি শিল্প। ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী সাড়ে ছয় হাজার জাহাজ ভাঙার উপযোগী হবে। গ্রিন ইয়ার্ডের সংখ্যা বাড়াতে পারলে বড় একটা অংশ ভাঙার কাজ আমরা পাব।'

পরিবেশ অধিদপ্তরের সূত্রমতে, এখন প্রতিবছর চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের ইয়ার্ডগুলোতে ১৫০ থেকে ২০০ জাহাজ ভাঙা হয়। একটি জাহাজ ভাঙতে সময় লাগে ছয় মাস। এসব ইয়ার্ডে ৩০ থেকে ৩৫ হাজার শ্রমিক কাজ করেন।

জাহাজ ভাঙতে হলে করণীয় সম্পর্কে পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা বলেন, বাসেল কনভেনশন অনুযায়ী যার যার বর্জ্য তাকে দায়িত্ব নিতে হবে। উন্নত দেশের বর্জ্যবাহী জাহাজ বাংলাদেশে আসলে সে বর্জ্যের দায়দায়িত্ব উন্নত বিশ্বের। বাংলাদেশে জাহাজ ভাঙতে হলে ড্রাইডক (বিশেষায়িত স্থাপনা) ছাড়া বিকল্প নেই। উন্মুক্ত সমুদ্রসৈকতে কংক্রিটের ঢালাই দিয়ে জাহাজভাঙা শিল্পকে সবুজ করা যাবে না। এ শিল্পকে নিরাপদ করতে হলে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যত আইন আছে, তার কঠোর প্রতিপালন নিশ্চিত করতে হবে।

বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতির (বেলা) প্রধান নির্বাহী সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান *প্রথম আলোকে* বলেন, বিধিমালা শিথিল জাহাজভাঙা দূষণ রোধে চলমান মামলা এবং আদালতের রায় ও আদেশের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। তা ছাড়া সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সরকারের পক্ষ থেকে আদালতকেও কিছু জানানো হয়নি। গত আগস্টেও গ্যাস নিঃসরণে ১০ জন শ্রমিকের মৃত্যু হলো। এখন এ ধরনের সিদ্ধান্ত শ্রমিকদের জীবনকে আরও ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেবে।

রিজওয়ানা হাসান বলেন, 'ফ্যাসিস্ট আমলে কলমের এক খোঁচায় সুন্দরবনের প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার মধ্যে শিল্পকারখানা স্থাপনের অনুমতি দিতে দেখেছি। বর্তমানে নির্বাচিত সরকারের সময়ে এভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়াটা কাম্য নয়।' তাঁর প্রশ্ন, সেন্ট মার্টিন নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় সরকার পরিবেশবাদীদের ডেকেছিল; কিন্তু জাহাজভাঙা নিয়ে এত বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় কোনো পরিবেশ বিশেষজ্ঞ বা পরিবেশকর্মীকে ডাকা হলো না কেন?



সমকাল
রোববার | ২৫ অক্টোবর ২০২৬

তাপমাত্রা বৃদ্ধিজনিত প্রভাব

গর্ভপাতের ঝুঁকির কথা বলেছেন ১৭%

লিঙ্গভিত্তিক হয়রানির কথা বলেছেন ৮০%

মাতৃত্বকালীন সুবিধার আওতায় ৪৮%

প্রতি চারজনে একজনের

পোশাক খাতে নারী

২০১৪ ৫৬%

২০২৩ ৫৩%

মজুরিহীন গৃহশ্রম দিনে গড়ে

নারী ৬ ঘণ্টা

পুরুষ ১ ঘণ্টার কম

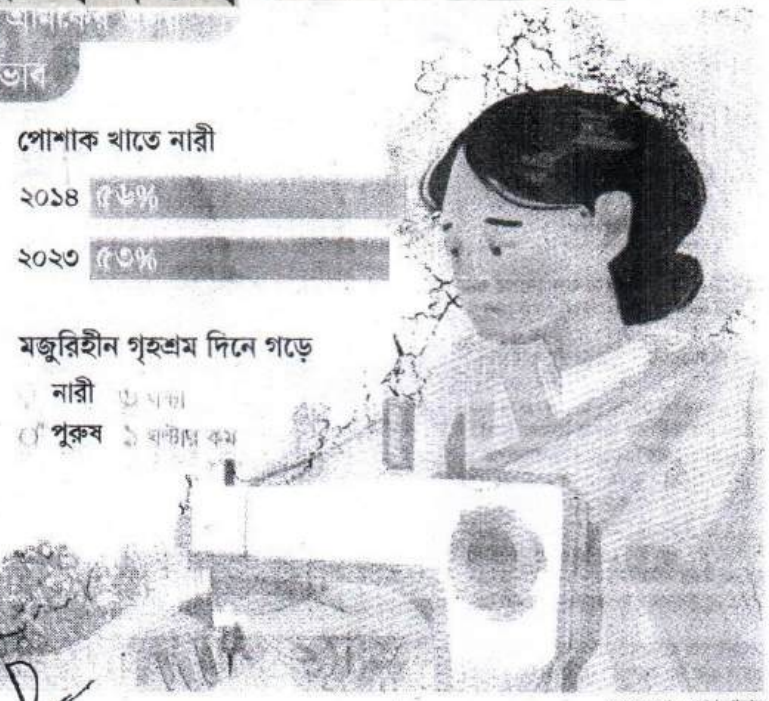

আকাশ থেকে নামছে তাপপ্রবাহ; কারখানার মেঝে থেকে উঠছে বয়লারের আঁচ। দুইয়ের মাঝখানে আটকে আছেন দেশের পোশাক খাতের নারী শ্রমিকরা। তাপে অনিয়মিত হচ্ছে মাসিক; ঝুঁকিতে পড়ছে গর্ভের সন্তান। টার্গেটের চাপে বাড়ছে হয়রানি। অর্ধেকের বেশি শ্রমিক মাতৃত্বকালীন পূর্ণ সুবিধা পান না। এর ওপর যন্ত্র এসে কেড়ে নিচ্ছে হাতের কাজ। জলবায়ু সংকটের সবচেয়ে বড় দাম শোধ করছে নারীর শরীর। অথচ নীতির খাতায় সেই হিসাব নেই। লিখেছেন **শাহেরীন আরাফাত**

অলংকরণ:: শেখ শাহাদ

জলবায়ুর অভিঘাত

নারী শ্রমিকের লড়াই

টঙ্গীর একটি সাততলা কারখানার একেবারে ওপরতলায় কাজ করেন ফারহানা (ছদ্মনাম)। মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর– সব পাখা ঘুরলেও বাতাস ঠান্ডা হয় না। জুন মাসে প্রায় রোজ তাঁর ফ্লোরে কেউ না কেউ মাথা ঘুরে পড়ে যান। কয়েক বছর ধরে এটা প্রায় সাধারণ চিত্র। গাজীপুরের এক কারখানার শ্রমিক সাহিদা (ছদ্মনাম) বলেন, বেলা বাড়লে ওই ভবন তপ্ত উনুন মনে হয়। পাশের কারখানার ট্রেড ইউনিয়ন নেত্রী হালিমা (ছদ্মনাম) জানালেন, বছর তিনেক আগেও তাদের কারখানায় নিরাপদ খাওয়ার পানি ছিল না। অনেকে একসঙ্গে বেহুঁশ হওয়ার পর স্যালাইন আর ঠান্ডা পানির ব্যবস্থা করা হয়। এই উনুনে যারা বসে থাকেন, তাদের বড় অংশই নারী।

কারখানা আর ঘরের টিনের চাল

পোশাক কারখানা চলে গ্যাসের বয়লারে। ডায়িং, ওয়াশিং, আয়রনের তাপ ছড়িয়ে পড়ে শ্রমিকের গায়ে। গ্যাস না থাকলে চলে ডিজেল জেনারেটরে। ম্যাপড ইন বাংলাদেশের জরিপে দেখা যায়, রপ্তানিমুখী কারখানার বিদ্যুতে সৌরশক্তির ভাগ মাত্র ৩ শতাংশ। বাইরে বাড়ছে জলবায়ুর উত্তাপ, ভেতরে জ্বলছে বয়লার। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫ সালের গবেষণা অনুসারে, ৮৭ শতাংশ পোশাক শ্রমিক হিট স্ট্রেসে ভোগেন। বাংলাদেশ সেন্টার ফর ওয়ার্কার্স সলিডারিটির (বিসিডব্লিউএস) জরিপে এই হার ৯৮ শতাংশ।

ছুটির পরও নারীর মুক্তি নেই। ঢাকার টিনের চালের বস্তিতে তাপমাত্রা আশপাশের চেয়ে ১২ ডিগ্রি পর্যন্ত বেশি। কারখানা থেকে ফিরে সেই ঘরে চুলার পাশেই দাঁড়াতে হয় অনেক নারীকে। পরিসংখ্যান ব্যুরোর সময় ব্যবহৃত জরিপ ২০২১ বলছে, একজন নারী দিনে গড়ে প্রায় ৬ ঘণ্টা মজুরিহীন গৃহস্থালি ও পারিবারিক যত্নের কাজ করেন; পুরুষের ক্ষেত্রে তা ১ ঘণ্টারও কম। কারখানার ৮-১০ ঘণ্টার সঙ্গে এই ৬ ঘণ্টা যোগ হলে বিশ্রাম বলে কিছু থাকে না। বিদ্যুৎ সংকটে এ সমস্যা আরও বাড়ে। প্রায় নির্ঘুম রাত শেষে ভোরে আবার কারখানার লাইনে দাঁড়াতে হয়।

শরীরের যে হিসাব খাতায় ওঠে না

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় দেখা যায়, প্রতি চার নারী শ্রমিকের একজনের মাসিক অনিয়মিত। ১৭ শতাংশ বলেছেন গর্ভপাতের ঝুঁকির কথা; ১০ শতাংশ গর্ভকালীন জটিলতার কথা। গরম আর রাসায়নিকের যুগল চাপে বন্ধ্যাত্বের আশঙ্কা জানিয়েছেন ১৪ শতাংশ। ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নালে (বিএমজে) ২০১৩ সালে প্রকাশিত অনেক দেশের গবেষণার সমন্বিত বিশ্লেষণ: তাপমাত্রা প্রতি ১ ডিগ্রি বাড়লে অকাল প্রসবের ঝুঁকি বাড়ে ৫ শতাংশ; তাপপ্রবাহের দিনে ১৬ শতাংশ। মৃত সন্তান প্রসবের ঝুঁকিও প্রতি ডিগ্রিতে বাড়ে ৫ শতাংশ। কারখানা ও জলবায়ু বিপর্যয়ের তাপ টুকছে গর্ভের শিশুর শরীরেও। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা বলছে, পোশাক খাতের ২৪ শতাংশ শ্রমিক ইচ্ছা করে কম পানি খান। কারণ শৌচাগার নোংরা, নয়তো দূরে। এতে বাড়ে পানিশূন্যতা আর হিট স্ট্রোকের ঝুঁকি। মাসিকের দিনে পরিচ্ছন্ন শৌচাগার না পেলে সংক্রমণ হতে পারে। একই গবেষণায় দেখা গেছে, চট্টগ্রামের ৮ শতাংশ নারী শ্রমিক মূত্রনালির সংক্রমণের কথা জানিয়েছেন। শৌচাগার এখানে সুবিধাজনক নয়, যা নারীর স্বাস্থ্যের প্রথম শর্ত। সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের রাজেকুজ্জামান রতন জানান, কোনো কোনো কারখানা পানির বদলে সামান্য কিছু টাকা ধরিয়ে দেয়। পানি আর স্যালাইন শ্রমিক কেনেন নিজের পয়সায়। জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডা. লেলিন চৌধুরীর কথায়, 'কোনো মানুষ বা শ্রমিককে অস্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যহানি এবং রোগাক্রান্ত হওয়ার পথে ঠেলে দেওয়ার অধিকার কারও নেই।'

টার্গেট, গরম আর সুপারভাইজারের মুখ

গরমে উৎপাদন অনেক কমেছে বলে যারা জানিয়েছেন, তাদের মধ্যে নারীর হার পুরুষের চেয়ে ১৪ শতাংশ বেশি। টার্গেট না মিললে চাপ নামে লাইনের সবচেয়ে দুর্বল মানুষটির ওপর। বিশ্বব্যাংক ২০২৬ সালের গবেষণায় তাপজনিত চাপের সঙ্গে নারী শ্রমিকের ওপর সাইকোসতা ও হয়রানি বাড়ার সম্পর্ক পেয়েছে। বিসিডব্লিউএসের জরিপে ৮০ শতাংশ নারী শ্রমিক লিঙ্গভিত্তিক হয়রানির কথা বলেছেন। ৩৯ শতাংশের কারখানায় অভিযোগের ব্যবস্থাই নেই। বাছিলার এক নারী শ্রমিক প্রচণ্ড গরমে একটু কম কাজের অনুরোধ করায় সুপারভাইজার অশালীন কথা বলেন। প্রতিবাদ করলে চাকরি খাওয়ার হুমকি দেন। ইউনিভার্সিটি অব সিডনির গবেষকরা গবেষণাগারে ঢাকার কারখানার গরম তৈরি করে দেখেছেন, সাদা প্রতিফলক ছাদ তাপ আড়াই ডিগ্রি কমায়; পাখা আর পানি কর্মক্ষমতা ফেরায় (ল্যানসেট প্ল্যানেটারি হেলথ, ২০২৫)। কিন্তু এসব ব্যবস্থা পুরুষের ক্ষেত্রে বেশি কাজ করেছে। নারীর শরীর আর কাজের ধরন আলাদা করে না ভাবলে একই সমাধান নারীকে সমান সুরক্ষা দেবে না। এমন ঘটনার সাম্প্রতিকতম উদাহরণ দেখা গেল গত ১৬ অক্টোবর (বৃহস্পতিবার) আশুলিয়ার এক পোশাক কারখানায়। ছুটির দিনেও আশুলিয়ার এক পোশাক কারখানায় উৎপাদন চলছিল। অসুস্থ শ্রমিক সুমি আক্তার মিশু (২৬) ছুটি চেয়েও পাননি। মানবসম্পদ বিভাগ জানায়, তিনি ফ্লোরে মাথা ঘুরে পড়ে যান। কারখানার মেডিকেল সেন্টার থেকে হাসপাতালে নিলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। শ্রমিক নেতা বাইরুল মামুন মিন্টুর অভিযোগ, সিসিটিভি ফুটেজ ও সহকর্মীদের ভাষ্যে দেখা যায়, ছুটির সময় পেরোনোর পরও অসুস্থ শরীরে তাঁকে কাজ করতে হয়েছে। এক কর্মকর্তা তাঁকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনও করেন।

চিকিৎসার বাড়তি খরচ, ঝুঁকিতে মাতৃত্ব

করনেল গ্লোবাল লেবার ইনস্টিটিউটের হিসাবে গ্রীষ্মের খরতাপের সময়ে একজন শ্রমিকের ওষুধ আর বাড়তি বিদ্যুৎ বিলে যায় সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা, যা গড় ঘর ভাড়ার ৬১ শতাংশ। অসুখে মাসে গড়ে তিন দিন কামাই হলে কাটা যায় আরও এক হাজার ২০০ থেকে এক হাজার ৫০০ টাকা। এই টাকা জোগাতে অনেকে চড়া সুদে ধার করেন।

মাতৃত্বকালীন সুবিধার আওতায় আছেন মাত্র ৪৮ শতাংশ শ্রমিক। শেফালির (ছদ্মনাম) ছেলের বয়স তখন ৪১ দিন। শাশুড়ির কোলে তাকে রেখে কাজে ফেরেন তিনি। 'সেই যে ডিউটি শুরু করেছি, আজও চলছে। কখনও বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ পাইনি'– বলেন শেফালি। শ্রম আইনের ৪৬ ধারায় প্রসূতি কল্যাণ ছুটি ১২০ দিন মজুরিসহ। শেফালির কাগজে ছুটি ছিল ১১২ দিন, ফিরেছেন ৯০ দিনের আগেই।

রুমার (ছদ্মনাম) কারখানায় ছুটি মেলে, টাকা মেলে না। 'কারখানা কয়েক মাস বন্ধের পর আবার খুলেছে ২০২৩ সালের ডিসেম্বর। খোলার পর আর কাউকে মাতৃত্বকালীন ছুটির টাকা দেওয়া হয়নি'– বলেন তিনি। গ্যাস সংকটে গত তিন বছরে প্রায় ৪০০ কারখানা বন্ধ হয়েছে। কারখানা বন্ধ হলে এ সুবিধাই আগে কাটা যায়। সন্তান জন্মের আগে পরে চাকরি হারানো নারীর কাছে জ্বালানি সংকট তখন বেঁচে থাকার লড়াই।

রূপান্তরের দরজার বাইরে নারী

এক শ্রমিক নেতা জানান, এমন যন্ত্র এসেছে, যা ১০০ জনের কাজ করে, চালাতে লাগে দুজন। অটোমেশিনের প্রথম আঘাত পড়ছে সেলাই, ফিনিশিং, কোয়ালিটি সেকশনে, যেখানে নারী সবচেয়ে বেশি। বিআইডিএসের গবেষণায় পোশাক খাতে নারীর ভাগ ২০১৪ সালের ৫৬ থেকে ২০২৩ সালে নেমেছে ৫৩ শতাংশে। কারণের তালিকায় যান্ত্রিকীকরণ স্পষ্ট। অথচ সৌর প্যানেল দেখাশোনা, আধুনিক বয়লার চালানোর মতো নতুন কাজ প্রায় পুরোটাই পুরুষ দখলে। কারণ নারীর অক্ষমতা নয়, প্রশিক্ষণের দরজা নারীর জন্য খোলা হয়নি। জাহাঙ্গীরনগরে জরিপে দেখা যায়, ন্যায্য জ্বালানি রূপান্তর কথাটা জানেন ২০ শতাংশেরও কম শ্রমিক। তবে বুঝিয়ে বলার পর ৮২ শতাংশ একে নিরাপদ চাকরির আর নতুন দক্ষতার সুযোগ হিসেবে দেখেছেন।

অক্সফাম ইন বাংলাদেশের ড. মোহাম্মদ এমরান হাসান ন্যায্য রূপান্তরের চার স্তম্ভের কথা বলেন স্বীকৃতি, অংশগ্রহণ, সুফলের ন্যায্য বণ্টন ও ক্ষতিপূরণ। যন্ত্র এনে কাউকে সরাতে হলে এমন ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, যেন বাকি জীবন সম্মানের সঙ্গে চলা যায়। এর প্রথম দাবিদার নারী শ্রমিক।

মালিকপক্ষ কী বলছে

বিকেএমইএ সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম সৌরবিদ্যুতে কর ছাড়কে স্বাগত জানালেও ছোট ও মাঝারি কারখানার ক্ষেত্রে বিনিয়োগের সীমাবদ্ধতাকে মূল সংকট হিসেবে দেখেন। ক্রেতাদের নিয়ে তাঁর অভিযোগ, 'তাদের দিক থেকে কোনো আর্থিক সহযোগিতা আমরা এখন পাইনি। আশ্বাসও পাইনি।' সেই চাপ শেষে নামে শ্রমিকের ঘাড়ে।

যা করতেই হবে

শ্রম আইনে কারখানার সর্বোচ্চ তাপমাত্রার সীমা বাঁধতে হবে। নিরাপদ পানি, ছায়াযুক্ত বিশ্রামের জায়গা আর নারীবান্ধব শৌচাগার হতে হবে মালিকের আইনি দায়। তাপপ্রবাহের দিনে অন্তঃসত্ত্বা শ্রমিককে কম তাপের কাজে সরাতে হবে। কারখানা বন্ধ হলেও মাতৃত্বকালীন সুবিধা থামানো যাবে না। গরমে অসুস্থতার হিসাব কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরকে রাখতে হবে নারী-পুরুষ আলাদা করে।

সৌর রক্ষণাবেক্ষণ আর বয়লার চালানোর প্রশিক্ষণে নারীর জন্য নির্দিষ্ট আসন লাগবে। সেই সঙ্গে হয়রানিবিরোধী কমিটি সচল করতে হবে। ষ্ট্যান্ড আর্থ, অক্সফাম ও বিসিডব্লিউএসের রোডম্যাপে এ প্রসঙ্গে বলা হয়, অভিযোজনের খরচ ধরতে হবে প্রতিটি অর্ডারের দামে, দিতে হবে ব্র্যান্ডকে। রূপান্তর তদারকির জাতীয় কমিটিতে যুক্ত করতে হবে নারী শ্রমিকের প্রতিনিধি; নিজের কথা নিজে বলতে। কার্বন কমানোর বিল যেন নারীর শরীর আর মজুরি থেকে কাটা না হয়। সেলাই মেশিনের পাশে ঘামে ভেজা যে নারী দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁকে বাদ দিয়ে কোনো রূপান্তর সবার হয় না, ন্যায্যও হয় না।

প্রথম আলো
বৃহস্পতিবার, ২৯ অক্টোবর ২০২৬

জাহাজভাঙা শিল্প

ইউরোপের নতুন নীতি, বাংলাদেশের জন্য কী বার্তা

ইশতিয়াক আহমেদ

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম প্রধান জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকারী দেশ। তবে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাম্প্রতিক একটি উদ্যোগ বাংলাদেশের জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন প্রশ্ন তৈরি করেছে। বিশেষ করে সমুদ্রসৈকতে জাহাজ তুলে ভাঙার প্রচলিত 'বিচিং' পদ্ধতির বিষয়ে ইউরোপীয় কমিশনের অবস্থান বাংলাদেশের জন্য বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক।

২০২৬ সালের ২৩ জুলাই ইউরোপীয় জাহাজমালিকদের সংগঠনগুলো ভারতের আলাংয়ে অবস্থিত বিচিং পদ্ধতিতে পরিচালিত দুটি জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ স্থাপনাকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অনুমোদিত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাবকে স্বাগত জানায়। আন্তর্জাতিক শিপিং সংগঠন বিমকোও উদ্যোগটির প্রতি সমর্থন জানায়।

তাদের যুক্তি, যেসব ভারতীয় ইয়ার্ড নিরাপদ ও পরিবেশসম্মত জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ-সংক্রান্ত হংকং কনভেনশনের শর্ত পূরণ করছে, বিচিং পদ্ধতি ব্যবহার করলেও সেসব স্থাপনাকে অনুমোদনের জন্য বিবেচনা করা উচিত। এই প্রস্তাব ইউরোপীয় ইউনিয়নের জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ নীতির ভবিষ্যৎ প্রয়োগ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছে।

বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান বিশ্বের প্রধান দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে, যেখানে বিচিং পদ্ধতিতে বৃহৎ পরিসরে সমুদ্রগামী জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাত করা হয়। ফলে ভারতের বিচিং ইয়ার্ডের বিষয়ে ইউরোপীয় কমিশনের সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের জন্যও তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের শিপ রিসাইক্লিং রেগুলেশনের অধীনে সংশ্লিষ্ট জাহাজগুলোকে অনুমোদিত তালিকাভুক্ত স্থাপনায় পুনঃপ্রক্রিয়াজাত করতে হয়। বাংলাদেশের কোনো স্থাপনা এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হলে প্রযোজ্য শর্ত সাপেক্ষে ইউরোপীয় ইউনিয়নের পতাকাবাহী জাহাজ গ্রহণের সুযোগ তৈরি হতে পারে।

অন্যদিকে ভারতের স্থাপনাগুলো অনুমোদন পেলেও বাংলাদেশের যোগ্য স্থাপনাগুলো তালিকার বাইরে থাকলে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে অসুবিধা সৃষ্টি হতে পারে। তবে শুধু অন্য দেশের কোনো স্থাপনা অনুমোদিত হওয়ার কারণে বাংলাদেশের স্থাপনাগুলোর স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনুমোদন পাওয়ার আইনগত অধিকার তৈরি হয় না। প্রতিটি আবেদন সংশ্লিষ্ট বিধিমালার শর্ত অনুযায়ী মূল্যায়ন করতে হবে। বাংলাদেশের যুক্তিসংগত প্রত্যাশা হওয়া উচিত, একই বিধিমালার অধীনে আবেদনকারী স্থাপনাগুলোর ক্ষেত্রে স্বচ্ছ, সামঞ্জস্যপূর্ণ ও প্রমাণভিত্তিক মূল্যায়ন নিশ্চিত করা।

দক্ষিণ এশিয়ার কিছু জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ স্থাপনায় সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অবকাঠামোগত উন্নয়ন হয়েছে। কিন্তু একটি স্থাপনার ভেতরে নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা এবং জাহাজ থেকে উৎপন্ন সব বিপজ্জনক বর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা এক বিষয় নয়। জাহাজ থেকে অপসারিত অ্যাসবেস্টস, দূষিত তেল, ভারী ধাতু, বিষাক্ত রং এবং অন্যান্য বিপজ্জনক উপাদান কোথায় যাচ্ছে, কীভাবে পরিবহন করা হচ্ছে এবং শেষ পর্যন্ত কোথায় নিষ্পত্তি হচ্ছে, তা জানা প্রয়োজন।

বিপজ্জনক বর্জ্যের আন্তসীমান্ত চলাচল ও নিষ্পত্তি নিয়ন্ত্রণ-সংক্রান্ত বাসেল কনভেনশন এ আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ। বাসেল কনভেনশনের ৪ অনুচ্ছেদে বিপজ্জনক বর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা এবং আন্তসীমান্ত চলাচল নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে পক্ষরাষ্ট্রগুলোর বিভিন্ন বাধ্যবাধকতা নির্ধারণ করা হয়েছে। বিশেষত রপ্তানিকারক রাষ্ট্রের কাছে যদি বিশ্বাস করার কারণ থাকে যে সংশ্লিষ্ট বর্জ্য পরিবেশসম্মতভাবে ব্যবস্থাপিত হবে না, তাহলে কনভেনশনের বিধান অনুযায়ী সেই রপ্তানি অনুমোদনের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ প্রযোজ্য হতে পারে।

সুতরাং, ইউরোপীয় জাহাজ দক্ষিণ এশিয়ার কোনো স্থাপনায় পৌঁছালেই বাসেল কনভেনশন লঙ্ঘিত হয়েছে—এমন সিদ্ধান্ত দেওয়া আইনগতভাবে যথাযথ হবে না। একইভাবে, একটি জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ স্থাপনার অনুমোদন থাকলেই বাসেল কনভেনশনের সব প্রযোজ্য বাধ্যবাধকতা পূরণ হয়েছে—এমন ধারণাও সঠিক নয়।

> বাংলাদেশের সীতাকুণ্ড উপকূলে জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণের অর্থনৈতিক গুরুত্ব যেমন রয়েছে, তেমনি সামুদ্রিক পরিবেশ ও উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর সুরক্ষার প্রয়োজনও রয়েছে

ইউরোপীয় ইউনিয়নের শিপ রিসাইক্লিং রেগুলেশনের ১৩ অনুচ্ছেদে জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ স্থাপনার নিরাপত্তা, দূষণ প্রতিরোধ, বিপজ্জনক উপাদান নিয়ন্ত্রণ এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়ে বিভিন্ন শর্ত রয়েছে। ১৫ অনুচ্ছেদে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাইরে অবস্থিত স্থাপনাকে অনুমোদিত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার আবেদন ও মূল্যায়নসংক্রান্ত বিধান রয়েছে। এসব বিধান বিবেচনায় অনুমোদনের ক্ষেত্রে শুধু ইয়ার্ডের অবকাঠামো নয়, বিপজ্জনক বর্জ্য কীভাবে ব্যবস্থাপিত হচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অনুমোদিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানে হস্তান্তর করা হচ্ছে কি না, সেটিও প্রাসঙ্গিক।

এখানে হংকং কনভেনশন এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিধিমালার মধ্যে পার্থক্য মনে রাখা প্রয়োজন। হংকং কনভেনশনের শর্ত পূরণ করা গুরুত্বপূর্ণ হলেও তা নিজে থেকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অনুমোদিত তালিকায় অন্তর্ভুক্তির নিশ্চয়তা দেয় না। সংশ্লিষ্ট স্থাপনাকে ইউরোপীয় বিধিমালার প্রযোজ্য শর্তও পূরণ করতে হবে।

বিচিং পদ্ধতিতে জাহাজ জোয়ার-ভাটাপ্রবণ উপকূলে তুলে এনে ভাঙা হয়। ফলে জাহাজ থেকে নির্গত তেল, বিষাক্ত রং, ধাতব কণা এবং অন্যান্য দূষিত পদার্থ উপকূলীয় পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি থাকে। তবে বিচিং পদ্ধতি ব্যবহার করলেই প্রতিটি স্থাপনায় একই মাত্রার দূষণ ঘটছে—এমন সিদ্ধান্ত দেওয়া যায় না।

বাংলাদেশের সীতাকুণ্ড উপকূলে জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণের অর্থনৈতিক গুরুত্ব যেমন রয়েছে, তেমনি সামুদ্রিক পরিবেশ ও উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর সুরক্ষার প্রয়োজনও রয়েছে। এ কারণে নিয়মিত পরিবেশ পর্যবেক্ষণ, দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং বিপজ্জনক বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে যাচাইযোগ্য তথ্য থাকা প্রয়োজন।

জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে শ্রমিকদের নিরাপত্তা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সুরক্ষাসামগ্রী ও প্রশিক্ষণের পাশাপাশি দুর্ঘটনা, পেশাগত রোগ এবং ক্ষতিপূরণের বিষয়গুলোও গুরুত্বপূর্ণ। তবে বাসেল কনভেনশন নিজে শ্রমিকদের চিকিৎসা, ক্ষতিপূরণ কিংবা বিচারিক প্রতিকারের বিস্তারিত বিধান নির্ধারণ করে না। এসব অধিকার ও প্রতিকারের বিষয় মূলত প্রযোজ্য জাতীয় শ্রম আইন, অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন এবং প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতার আলোকে বিচার করতে হবে।

ভারতের দুটি বিচিং ইয়ার্ডকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অনুমোদিত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব বাংলাদেশের জন্য একই সঙ্গে সম্ভাবনা ও সতর্কতার বিষয়। বাংলাদেশের উচিত ইউরোপীয় কমিশনের সিদ্ধান্ত ও তার আইনগত ভিত্তি পর্যবেক্ষণ করা, অনুমোদনের মানদণ্ড সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা এবং দেশের যোগ্য স্থাপনাগুলোর জন্য স্বচ্ছ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ মূল্যায়নের সুযোগ নিশ্চিত করতে উদ্যোগী হওয়া। পাশাপাশি বিপজ্জনক বর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা, নিয়ন্ত্রক সংস্থার সক্ষমতা এবং শ্রমিকদের সুরক্ষা জোরদার করা প্রয়োজন।

● **ড. ইশতিয়াক আহমেদ** অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, আইন বিভাগ, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি

সমকাল শুক্রবার। ৩০ অক্টোবর ২০২৬।

জেলের মাথায় ঋণের বোঝা, মনে দস্যুর ভয়

■ মনিরুল হায়দার ইকবাল, মোংলা (বাগেরহাট)

মহাজনের কাছ থেকে চড়া সুদে দাদন নিয়ে গত মৌসুমে মাছ আহরণ ও শুঁটকি তৈরির জন্য দুবলার চরে যান রুহুল গাজী ও আমজাদ। এই দুজনের বাড়িই বাগেরহাটের রামপাল উপজেলার পেড়িখালী গ্রামে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে পর্যাপ্ত মাছ পাননি কেউই। যে কারণে বিপুল অঙ্কের টাকার লোকসান গুনতে হয়। দাদনের টাকাও শোধ করতে পারেননি। সেই বোঝা মাথায় নিয়েই এবার নতুন করে দাদন নিয়ে সাগরে রওনা হচ্ছেন তারা।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে রুহুল ও আমজাদকে পাওয়া যায় মোংলা নদীর ফেরিঘাটে। বহরের অন্য জেলেদের সঙ্গে সাগরে যাওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন তারা। আজ শুক্রবার থেকে শুরু হচ্ছে সুন্দরবনের দুবলার চরের শুঁটকি মৌসুম। চলবে আগামী বছরের মার্চের শেষ পর্যন্ত। এ উপলক্ষে মোংলার উপকূলীয় নদনদীতে গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেল পর্যন্ত জড়ো হয়েছেন রুহুল-আমজাদের মতো কয়েক হাজার জেলে। গতকাল রাতে এদের কেউ যাত্রা শুরু করেছেন। অনেকের আজ শুক্রবার ভোরে সাগরে রওনা হওয়ার কথা। জাল, বরফ, খাবার, জ্বালানি ও মাছ ধরার অন্যান্য সরঞ্জাম কিনে ট্রলার প্রস্তুত করতে সবাইকেই হাত পাততে হয়েছে মহাজনের কাছে।

আমজাদদের নৌবহরে আছেন মোংলার সোনাইলতলা গ্রামের জেলে রামকৃষ্ণ (৪৮)। তিনি বলেন, বাপ-দাদার পেশা মাছ ধরা ও শুঁটকি তৈরির সঙ্গে ছোটবেলা থেকেই যুক্ত তিনি। গত মৌসুমের শেষ দিকে বনদস্যুদের ব্যাপক উৎপাতের কারণে তারা মাছ ধরা বন্ধ রাখতে বাধ্য হন। এবার মৌসুম শুরুর আগেই বন ও সাগরে দস্যুদের তৎপরতার খবরে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। তারপরও জীবিকার তাগিদে দস্যু-আতঙ্ক নিয়েই সাগরে যেতে হচ্ছে তাদের সবাইকে।

পাঁচ মাসের মৌসুমে জেলেদের ভরসা সাগরের মাছ। মাছ ধরা পড়লেও দস্যুদের চাঁদা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষতি পুষিয়ে ঋণ পরিশোধ করা নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছেন তারা। সঙ্গে সাগরে মাছ না পাওয়ার অনিশ্চয়তা আর ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের ঝুঁকির মতো বহুমুখী সংকট মাথায় নিয়েই দুবলার চরে শুঁটকি উৎপাদনে যাচ্ছেন হাজারো জেলে।

মোংলার চিলা গ্রামের জগদীশ মণ্ডল (৩৮) ২০ জন জেলের পাঁচটি নৌকার বহর নিয়ে সাগরে যাচ্ছেন। তাদের দলের কেউ কেউ মহাজনের কাছ থেকে পাঁচ থেকে ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ নিয়ে মাছ ধরার প্রস্তুতি নিয়েছেন। কিন্তু সাগরে দস্যুর হানা নিয়ে তারাও চিন্তিত। মাছ আহরণে গিয়ে তাদের কবলে পড়লে আর্থিক ক্ষতির পাশাপাশি নিরাপত্তা নিয়েও বড় ঝুঁকিতে পড়তে হবে তাদের।

জেলে বরাম সরদার (৪২) বলেন, গত মৌসুমে সাগরে তেমন মাছ পাননি। দস্যুদের উৎপাত ও ভারতীয় জেলেদের উপস্থিতির কারণে গভীর সমুদ্রেও যেতে পারেননি। এবারও পর্যাপ্ত মাছ পাওয়া যাবে কিনা, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।

খুলনার দাকোপ উপজেলার ঢাংমারী গ্রামের জেলে সিদিব বালা (৩০) বলেন, গত মৌসুমে কয়েক দফা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সাগরে পর্যাপ্ত মাছ পাওয়া যায়নি। এবার দুর্যোগ না হলে ভালো মাছ পাওয়ার আশা করছেন তিনি।



সুন্দরবনে শীতকালীন মাছ আহরণ ও শুঁটকি তৈরির মৌসুমে সাগরে রওনার আগে বহর নিয়ে অপেক্ষায় জেলেরা। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে মোংলা নদীর লেবার জেটি এলাকায় ● সমকাল

সুন্দরবনের দুবলার চর

শুঁটকি উৎপাদনের পাঁচ মাসের মৌসুম	অনিশ্চয়তার মধ্যে সাগরে যাত্রা	রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা
শুরু আজ	হাজারো জেলের	৮ কোটি টাকা

বন বিভাগ সূত্র জানায়, মৌসুম ঘিরে এবার দুবলার চরের আলোরকোল, অফিসকেল্লা, নারকেলবাড়িয়া ও শেলার চরে প্রায় ১০ হাজার জেলে ও মহাজনের সমাগম হতে পারে। তাদের থাকার জন্য ৯০০টি অস্থায়ী ঘর, মাছ বেচাকেনার জন্য ১০০টি ডিপো এবং মুদি, তেল, ওষুধ, সেলুন ও খাবারের দোকানসহ বিভিন্ন পণ্যের ১০০টি দোকানের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। শুঁটকি উৎপাদন, মাছ আহরণ, পরিবহন ও বেচাকেনাসহ সংশ্লিষ্ট কাজে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মৌসুমে প্রায় ২০ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হয়।

দুবলার চর ফিশারম্যান গ্রুপের সভাপতি মো. কামাল উদ্দিন আহমেদ বলেন, দস্যুদের তৎপরতায় শুঁটকি ব্যবসা অনেকটা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সাগরে মাছ ধরতে যাওয়া জেলেদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। গত মৌসুমে ব্যবসায়ীদের দস্যু বাহিনীগুলোকে লাখ লাখ টাকা চাঁদা দিতে হয়েছে।

এদিকে জেলেদের নিরাপত্তায় বন বিভাগ সতর্কতামূলক নির্দেশনা দিয়েছে। গভীর সমুদ্রে একা না যাওয়া, রাতে ১৫ থেকে ২০টি নৌকা একসঙ্গে অবস্থান করা ও সুন্দরবনের গহিনে না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সুন্দরবনের বিভিন্ন পয়েন্টে বনরক্ষী মোতায়েনের পাশাপাশি স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন (এসআরবি) ও কোস্টগার্ড বিশেষ নিরাপত্তাব্যবস্থা নিয়েছে। এসআরবি ৬-এর অধিনায়ক নিস্তার আহমেদ বলেন, ইতোমধ্যে ছয়টি বনদস্যু বাহিনীর ৭৪ জন সদস্য আত্মসমর্পণ করেছেন। দুবলার চরে এসআরবির অস্থায়ী ক্যাম্প রয়েছে।

কোস্টগার্ড সদর দপ্তরের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন বলেন, আসন্ন শুঁটকি আহরণ মৌসুমে মৎস্যজীবীদের সার্বিক সুরক্ষা নিশ্চিতে কোস্টগার্ড পশ্চিম জোন বিশেষ নিরাপত্তাব্যবস্থা নিয়েছে।

গত শুঁটকি মৌসুমে বন বিভাগের রাজস্ব আয় হয়েছিল সাড়ে সাত কোটি টাকা। এ তথ্য জানিয়ে পূর্ব সুন্দরবন বিভাগের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা মো. রেজাউল করিম চৌধুরী জানান, এবার তাদের আট কোটি টাকা আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে দস্যুদের কারণে জেলে ও মহাজনদের আর্থিক ক্ষতির পাশাপাশি রাজস্ব আদায়েও প্রভাব পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। জেলেদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে কোস্টগার্ডকে রাতের টহল জোরদারে তারা অনুরোধ করেছেন।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ড. শেখ ফরিদুল ইসলাম বলেন, জেলেদের চিকিৎসার কথা বিবেচনা করেই এবার প্রথমবারের মতো ফ্রেন্ডশিপের ভাসমান হাসপাতালের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাঁচ মাস ধরে সেখানে চিকিৎসা দেওয়া হবে। সুন্দরবনে দস্যুতা নির্মূলে কোস্টগার্ডের নেতৃত্বে দুটি অভিযান চলছে। এ কারণে দস্যুতা আগের তুলনায় অনেকাংশে কমেছে।

প্রথম আলো
র, ৩১ অক্টোবর ২০২৬, ১৫ কার্তিক ১৪৩৩

আগামীকাল পোশাক শ্রমিকদের জন্য মজুরি বোর্ড গঠন : শ্রমমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা



আরিফুল হক চৌধুরী

তৈরি পোশাকশিল্পের শ্রমিকদের জন্য নতুন নিম্নতম মজুরি বোর্ড গঠন করা হবে বলে জানিয়েছেন শ্রম ও কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী। তিনি বলেছেন, আগামীকাল রোববার শ্রমিক ফেডারেশনের বিভিন্ন জোটের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যা সাতটায় রাজধানীর মিন্টো রোডে সরকারি বাসভবনে শ্রমিক ফেডারেশনের বিভিন্ন জোটের নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন শ্রমমন্ত্রী। প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধরে চলা এই বৈঠকে পোশাকশিল্পের নতুন মজুরি বোর্ড গঠন, বকেয়া মজুরি পরিশোধ, শ্রমিক ছাঁটাইসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন এমন দুজন শ্রমিকনেতা জানান, আলোচনা শেষে শ্রমমন্ত্রী বলেন, রোববার মালিক ও শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধিদের নাম চূড়ান্ত করে নিম্নতম মজুরি বোর্ডে পাঠানো হবে। সেদিনই নতুন মজুরি বোর্ড গঠন করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হবে। মন্ত্রী মজুরি বোর্ডে শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধি চূড়ান্ত করতে শ্রমিকনেতাদের কাছে নাম চান। আজ শনিবারের মধ্যে নাম দেওয়ার তাগিদ দেন তিনি।

বৈঠকে থেকে মজুরি বোর্ডের শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধি হিসেবে মনোনয়নের জন্য শ্রমিকনেতা বাবুল আখতার, তৌহিদুর রহমান ও সুলতানা আক্তারের নাম মন্ত্রীকে দেন বিভিন্ন শ্রমিক ফেডারেশনের জোট।

জানা যায়, বৈঠকে পোশাকশ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যা দ্রুত সমাধানে একটি টাস্কফোর্স গঠনের বিষয়ে আলোচনা হয়। যদিও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি।

এ ছাড়া শ্রমমন্ত্রী পোশাকশ্রমিকদের বকেয়া মজুরি পরিশোধে মালিক ও শ্রমিকনেতাদের কাজ করতে তাগিদ দেন। কোনো কারখানা বন্ধ করতে হলে আগে সরকারের সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার ওপর জোর দেন তিনি।

আড়াই ঘণ্টা ধরে চলা গতকালের এ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন শ্রমিকনেতা মন্টু ঘোষ, মোশরেফা মিশু, বাবুল আখতার, নাজমা আক্তার, তসলিমা আখতার প্রমুখ।

বাংলাদেশ প্রতিদিন
শুক্রবার ॥ ৩০ অক্টোবর ২০২৬

কর্মসংস্থান বাড়াবে

বাংলাদেশে জাপানি বিনিয়োগ

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান জাপানি ব্যবসায়ীদের বাংলাদেশের পাঁচ অগ্রাধিকার খাতে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন। বুধবার বিকালে টোকিওর জেট্রো হলে বাংলাদেশ-জাপান অর্থনৈতিক ফোরামে মূল বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রীর এ আহ্বানকে প্রাসঙ্গিক তাৎপর্যপূর্ণ ও বলে মনে করা হচ্ছে। বাংলাদেশের দিক থেকে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতগুলো হলো মোটরযান উৎপাদন, জ্বালানি, প্রযুক্তি, মহাকাশ সহযোগিতা, রেলপথ ও সরবরাহব্যবস্থা এবং কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও উৎপাদনশিল্প। বাংলাদেশ দূতাবাস, জাপান বৈদেশিক বাণিজ্যিক সংস্থা (জেট্রো) এবং জাপান-বাংলাদেশ বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা কমিটির যৌথ উদ্যোগে এ সম্মেলনে জেট্রোর প্রেসিডেন্ট উদ্বোধনী বক্তব্য দেন। অতিথি বক্তা ছিলেন জাপানের অর্থনীতি, বাণিজ্য ও শিল্পবিষয়ক সংসদীয় উপমন্ত্রী শিনজি ওয়াকায়ামা। বাংলাদেশে বিনিয়োগনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলার ওপর জোর দেন অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। বাংলাদেশ ১৮ কোটি মানুষের দেশ। দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মিলনস্থানে বাংলাদেশের অবস্থান। স্বল্পোন্নত থেকে মধ্যম আয়ের দেশে পদার্পণের প্রস্তুতি নিচ্ছে বাংলাদেশ। এ প্রেক্ষাপটে এ দেশে মোটরযানশিল্প স্থাপিত হলে স্থানীয় চাহিদা পূরণের পাশাপাশি রপ্তানির ক্ষেত্রেও ভূমিকা রাখা যাবে। জ্বালানির ক্ষেত্রে বিনিয়োগ সব সময়ই লাভজনক। রেলপথ ও সরবরাহব্যবস্থায় বিনিয়োগ একদিকে যেমন বাংলাদেশের অগ্রগতি নিশ্চিত করবে, তেমনি বিনিয়োগকারীদের জন্য লাভজনক বিবেচিত হবে। কৃষিপ্রধান বাংলাদেশে কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও উৎপাদনশিল্পে বিনিয়োগের সুযোগ রয়েছে। বাংলাদেশে রয়েছে সস্তা শ্রম। জাপানি প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনায় তা ব্যবহার করলে বিনিয়োগ লাভজনক বলে বিবেচিত হবে। প্রধানমন্ত্রীর সফরকালে দুই দেশের মধ্যে ছয়টি সহযোগিতা চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে জাপানিদের উৎসাহিত করা সম্ভব হলে লাখ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করবে।

প্রথম আলো
শনিবার, অক্টোবর ৩১, ২০২৬

দেশে চাকরির বাজার সংকুচিত, তরুণরা ঝুঁকছেন 'গিগ' জবে

শোভন কর্মসংস্থান সম্প্রসারণ ছাড়া গিগ অর্থনীতির আকার আরো বাড়বে

দেশের কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ বর্তমানে ফ্রিল্যান্সিং, রাইডশেয়ারিং, খাবার ও পণ্য সরবরাহ, অনলাইন কনটেন্ট তৈরি কিংবা অ্যাপভিত্তিক বিভিন্ন কাজে যুক্ত হচ্ছেন। একসময় বাড়তি আয়ের মাধ্যম হিসেবে এসব কাজকে বিবেচনা করা হতো। কিন্তু এটিই বর্তমানে অনেকের জীবিকার প্রধান উৎস, যাকে বলা হচ্ছে গিগ জব বা গিগ ইকোনমি (অর্থনীতি)। তবে কেবল বাংলাদেশ নয়, বিশ্বব্যাপী গিগ অর্থনীতির আকার বাড়ছে। কিন্তু এ দেশে গিগ অর্থনীতির বিকাশের প্রেক্ষাপটটি অন্তত বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর তুলনায় ভিন্ন।

শোভন কর্মসংস্থানের সুযোগের অভাব এবং উপযুক্ত চাকরি পেতে দীর্ঘ অপেক্ষার বাস্তবতায় গিগ ইকোনমি তথা গিগ অর্থনীতির সম্প্রসারণ ঘটছে দেশে। গত এক দশকে শ্রমবাজারে প্রবেশ করা ১ কোটি ৪০ লাখ তরুণের মধ্যে কর্মসংস্থান হয়েছে ৮৭ লাখের। অর্থাৎ বিপুলসংখ্যক তরুণের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা যায়নি। এ পরিস্থিতিতে গিগ অর্থনীতি বেকার ও কর্মপ্রত্যাশী তরুণদের আয়ের বিকল্প পথ তৈরি করছে। এ দিক থেকে বিষয়টি ইতিবাচক। তবে বাস্তবতা হলো, এ খাতের সম্প্রসারণকে দেশের কর্মসংস্থান সমস্যার স্থায়ী সমাধান হিসেবে বিবেচনা করার সুযোগ নেই।

দেশে বর্তমানে গিগ অর্থনীতিতে কর্মসংস্থানের সুনির্দিষ্ট পরিসংখ্যান নেই। বিভিন্ন ই-কমার্স, রাইডশেয়ারিং প্রতিষ্ঠান ও অনলাইন মার্কেটপ্লেসের তথ্য অনুযায়ী, এ খাতে কর্মীর সংখ্যা প্রায় ৩৫ থেকে সাড়ে ৩৭ লাখ। ফ্রিল্যান্সিং খাতেই যুক্ত রয়েছে প্রায় ১১ লাখ ৫০ হাজার মানুষ, যাদের মধ্যে সক্রিয় প্রায় ৬ লাখ ৫০ হাজার। অনলাইন ফ্রিল্যান্সিং থেকে বার্ষিক আয়ে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে দ্বিতীয়। অন্যদিকে রাইডশেয়ারিং ও ডেলিভারি সেবাও বিপুলসংখ্যক মানুষের আয়ের সুযোগ তৈরি করেছে। অর্থাৎ দেশের অর্থনীতিতে গিগ খাতের অবদান ক্রমেই বাড়ছে। প্রযুক্তির ব্যবহার, আন্তর্জাতিক বাজারে কাজের সুযোগ এবং তুলনামূলক নমনীয় কর্মপরিবেশ এ খাতের সম্ভাবনাকে বিস্তৃত করেছে।

তবে গিগ অর্থনীতির বিকাশের সঙ্গে কর্মসংস্থানের গুণগত মানের প্রশ্নটিও বিবেচনায় নেয়া জরুরি। এ খাতে কাজের স্বাধীনতা থাকলেও অধিকাংশ কর্মীর আয় নির্ভর করে কাজের পরিমাণ, গ্রাহকের চাহিদা এবং প্লাটফর্মের নীতির ওপর। ফলে নিয়মিত আয়ের নিশ্চয়তা থাকে না। রাইডশেয়ারিং ও ডেলিভারি কাজে নিয়োজিতদের দুর্ঘটনার ঝুঁকি, কর্মঘণ্টার অনিশ্চয়তা এবং চিকিৎসা ব্যয়ের চাপ রয়েছে। অন্যদিকে ফ্রিল্যান্সারদের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বাজারের প্রতিযোগিতা, কাজের অনিশ্চয়তা এবং প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়ার চ্যালেঞ্জ রয়েছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) সম্প্রসারণে গ্রাফিক ডিজাইন, অনুবাদ, ডেটা এন্ট্রি ও কনটেন্ট তৈরির মতো কাজের বাজারও পরিবর্তিত হচ্ছে। অর্থাৎ গিগ অর্থনীতিতে প্রবেশের সুযোগ থাকলেও সেখানে দীর্ঘমেয়াদে কর্মজীবনের নিশ্চয়তা নেই। ফলে এতে নিয়োজিতদের আর্থসামাজিক সুরক্ষার বিষয়টিও নিশ্চিত নয়।

এগুলোর সমাধান হতে পারে যদি গিগ অর্থনীতিকে একটি কাঠামোয় আনা যায়। এ নিয়ে সরকারের পরিকল্পিত নীতিমালা থাকতে পারে। কর্মীদের সুনির্দিষ্ট সংখ্যা, কাজের ধরন, আয় ও কর্মপরিবেশ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্যভাণ্ডার তৈরি করতে হবে। পাশাপাশি শ্রম আইন ও সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থায় তাদের অন্তর্ভুক্তির উপযুক্ত পদ্ধতি নির্ধারণ করা প্রয়োজন। কর্মীদের জন্য স্বাস্থ্য ও দুর্ঘটনা বীমা, অবদানভিত্তিক সামাজিক সুরক্ষা, সহজে অভিযোগ জানানোর ব্যবস্থা এবং ন্যায্য পারিশ্রমিক নিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে প্লাটফর্ম পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর দায়িত্ব ও জবাবদিহির সুনির্দিষ্ট সীমা নির্ধারণ করা দরকার। তবে নিয়ন্ত্রণমূলক কাঠামো এমন হওয়া উচিত নয়, যাতে এ খাতের উদ্ভাবন, কাজের নমনীয়তা ও নতুন উদ্যোক্তা তৈরির সুযোগ বাধাগ্রস্ত হয়।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো দক্ষতা উন্নয়ন। দেশের ফ্রিল্যান্সিং খাত আন্তর্জাতিক বাজারে উল্লেখযোগ্য অবস্থান তৈরি করলেও এ সাফল্য ধরে রাখা সহজ হবে না। এআই ও অটোমেশনের কারণে কাজের ধরন দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। তাই তরুণদের কেবল প্রচলিত ফ্রিল্যান্সিং দক্ষতায় প্রশিক্ষিত করলে চলবে না। প্রযুক্তির নতুন ব্যবহার, তথ্য বিশ্লেষণ, সফটওয়্যার উন্নয়ন, সৃজনশীল কাজ ও বিশেষায়িত পেশাগত দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করতে হবে। একই সঙ্গে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সঙ্গে আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদার সংযোগ তৈরি করা জরুরি। গ্রাম ও শহরের তরুণদের পাশাপাশি নারীদের অংশগ্রহণ বাড়াতেও ডিজিটাল অবকাঠামো, প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সেবায় প্রবেশাধিকার সহজ করতে হবে।

তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, গিগ অর্থনীতির প্রসার যেন প্রাতিষ্ঠানিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির ব্যর্থতা আড়াল করার উপায় হয়ে না ওঠে। বিপুলসংখ্যক তরুণকে অনিশ্চিত আয়ের কাজে যুক্ত হতে হচ্ছে—এটি যেমন নতুন অর্থনৈতিক বাস্তবতা, তেমনি শ্রমবাজারের কাঠামোগত দুর্বলতারও প্রতিফলন। শিল্পের বহুমুখীকরণ, উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সম্প্রসারণ এবং নতুন উদ্যোক্তা তৈরির মাধ্যমে মানসম্মত কর্মসংস্থান বাড়াতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে শিল্প ও শ্রমবাজারের চাহিদার সংযোগও জোরদার করা প্রয়োজন। শুধু প্রবৃদ্ধি নয়, সেই প্রবৃদ্ধি কতটা কর্মসংস্থান তৈরি করছে এবং কী ধরনের কাজের সুযোগ সৃষ্টি করছে, সেটিও উন্নয়ন মূল্যায়নের গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা হওয়া উচিত।

গিগ অর্থনীতি বাংলাদেশের শ্রমবাজারে নতুন সম্ভাবনা তৈরি করেছে। কিন্তু কর্মসংস্থান সংকটের বিকল্প হিসেবে গিগ অর্থনীতির বিস্তার হওয়া কাঙ্ক্ষিত নয়, বরং নিরাপদ, মর্যাদাপূর্ণ ও স্থিতিশীল কাজের সুযোগ সৃষ্টি হওয়া উচিত দেশের শ্রমবাজারের প্রধান লক্ষ্য।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। বৃহস্পতিবার। ১ অক্টোবর ২০২৬

বিদেশগামী ৭১% কর্মীই 'অদক্ষ'

আবদুল্লাহ আল মিরাজ ▷

শ্রমবাজার



- দক্ষের নামে পাঠানো হচ্ছে অদক্ষদের
- দক্ষ কর্মীর চাহিদা বাড়ছে, পিছিয়ে বাংলাদেশ
- পর্যাপ্ত জনবল ও প্রশিক্ষকেরও প্রকট সংকট

বাংলাদেশ থেকে বিদেশে যাওয়া কর্মীদের প্রায় ৭১ শতাংশই সরকারি টিটিসি বা বেসরকারি প্রশিক্ষণকেন্দ্র—কোনো জায়গা থেকেই আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ নেই। চট্টগ্রামে আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ না থাকা কর্মীর হার ৯২ শতাংশ, রাজশাহী ও রংপুরে ৮৪ শতাংশ এবং ঢাকায় ৮৩ শতাংশ। একই সময়ে বিদেশে যাওয়া কর্মীদের ৭০ থেকে ৭৪ শতাংশই আধাদক্ষ বা স্বল্প দক্ষ। ফলে আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে দক্ষ কর্মীর চাহিদা বাড়লেও দেশের প্রশিক্ষণব্যবস্থা এখনো সেই চাহিদার সঙ্গে তাল মেলাতে পারছে না।

বাংলাদেশ প্রতিবছর বিপুলসংখ্যক কর্মী বিদেশে পাঠাচ্ছে। বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও রেমিট্যান্স দেশের অর্থনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হলেও বিদেশগামী কর্মীদের বড় অংশ এখনো আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ হয়ে উঠতে পারছে না।

অভিবাসী কর্মীদের সাধারণত পেশাজীবী, দক্ষ, আধাদক্ষ ও স্বল্প দক্ষ—এই চার ভাগে দেখা হয়। চিকিৎসক, প্রকৌশলী, স্থপতি, শিক্ষক, হিসাবরক্ষক, কম্পিউটার অপারেটর, ফার্মাসিস্ট ও নার্সদের মতো পেশাকে পেশাজীবী হিসেবে ধরা হয়। মেকানিক, ওয়েল্ডার, ইলেকট্রিশিয়ান, রংমিস্ত্রি, পাচক, ড্রাইভার, প্লাম্বার, গার্মেন্ট শ্রমিক ও সনদপ্রাপ্ত কেয়ারগিভারদের দক্ষ কর্মী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অন্যদিকে কৃষক, মালি ও বিভিন্ন সহায়ক কাজের কর্মীরা আধাদক্ষ এবং পরিচ্ছন্নতাকর্মী, গৃহকর্মীসহ কিছু পেশা স্বল্প দক্ষ হিসেবে বিবেচিত হয়।

রামরুর 'বাংলাদেশ হতে শ্রম অভিবাসনের গতি-প্রকৃতি ২০২৫' : অর্জন ও চ্যালেঞ্জসমূহ

প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশের অভিবাসন মূলত আধাদক্ষ ও স্বল্প দক্ষ শ্রমবাজারনির্ভর। ২০২৫ সালে মাত্র ৩-৪ শতাংশ পেশাজীবী, ২০ থেকে ২২ শতাংশ দক্ষ এবং ৭০ থেকে ৭৪ শতাংশ আধাদক্ষ বা স্বল্প দক্ষ কর্মী বিদেশে গেছেন।

অন্যদিকে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) ও ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন অব রিপ্যাট্রিয়েটেড বাংলাদেশি এমপ্লয়িজ (ওয়ারবি) ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) গবেষণায় বিদেশগামী কর্মীদের আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের চিত্র উঠে এসেছে। গবেষণার হিসাবে, সরকারি টিটিসি বা বেসরকারি প্রশিক্ষণকেন্দ্র—কোনো জায়গা থেকেই প্রশিক্ষণ না নিয়ে বিদেশে যাচ্ছেন প্রায় ৮৭ শতাংশ কর্মী। ৭১ শতাংশের কোনো আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ ছিল না। চট্টগ্রামে এই হার ৯২ শতাংশ, রাজশাহী ও রংপুরে ৮৪ শতাংশ এবং ঢাকায় ৮৩ শতাংশ। গবেষণায় আরো দেখা গেছে, বিদেশে গমনেচ্ছু কর্মীদের মধ্যে টিটিসিতে যাঁরা ভর্তি হন, তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য বিদেশে যাওয়া নয়। ৭৮.৭ শতাংশ প্রশিক্ষণার্থী মূলত দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। বিদেশে চাকরির আশায় প্রশিক্ষণ নিয়েছেন মাত্র ৩৭.৯ শতাংশ কর্মী। প্রায় ৭.৪ শতাংশ প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণকালীন সম্মানী পাওয়ার জন্য ভর্তি হয়েছেন। ফলে টিটিসির প্রশিক্ষণব্যবস্থার সঙ্গে বিদেশমুখী কর্মসংস্থানের সরাসরি যোগসূত্র এখনো সীমিত।

তথ্য বলছে, টিটিসির প্রশিক্ষণার্থীদের ৫০.৯ শতাংশ শিক্ষার্থী এবং ১৯.৩ শতাংশ বেকার। বিপরীতে ইলেকট্রিশিয়ান, চালক বা মেকানিকের মতো সরাসরি দক্ষ পেশায় থাকা প্রশিক্ষণার্থীর হার খুবই কম। গবেষকদের মতে, এতে টিটিসির প্রশিক্ষণের সঙ্গে তাৎক্ষণিক কর্মসংস্থান ও বিদেশে যাওয়ার প্রস্তুতির মধ্যে বড় ফাঁক স্পষ্ট হয়।

টিটিসিতে প্রশিক্ষকসংকট : শুধু প্রশিক্ষণ নেওয়ার হার কম নয়, প্রশিক্ষণ দেওয়ার সক্ষমতার ক্ষেত্রেও ঘাটতি রয়েছে। গবেষণায় ৪০টি টিটিসির তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, প্রতিটি কেন্দ্রে গড়ে ৭৩টি অনুমোদিত পদ থাকলেও প্রায় ৩৬টি পদ শূন্য। এর মধ্যে প্রশিক্ষকের অনুমোদিত পদের গড়ে ২১টি শূন্য। কোনো কোনো কেন্দ্রে একজন প্রশিক্ষকের বিপরীতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা এক হাজারেরও বেশি।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বিদেশগামী কর্মীদের জন্য দেশভিত্তিক ও পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ চালু করা প্রয়োজন। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের উপযোগী কারিকুলাম ও যন্ত্রপাতি উন্নয়ন, প্রশিক্ষকদের দক্ষতা বাড়ানো, দক্ষতার মানসম্মত সনদ চালু এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীদের তথ্যভিত্তিক ডিজিটাল ডেটা বেইস তৈরির সুপারিশ করা হয়েছে। টিটিসির চাকরি দেওয়ার কার্যক্রমকে বিদেশি শ্রমবাজারের চাহিদা ও নিয়োগ সংস্কার সঙ্গে যুক্ত করার প্রয়োজনীয়তার কথাও বলা হয়েছে। প্রশিক্ষণ নেওয়া কর্মীরা বিদেশে গিয়ে একই পেশায় কাজ করছেন কি না, সেই তথ্যও পর্যাপ্ত নেই। সিপিডির গবেষণায় দুই হাজার ১৭৮ জনের মধ্যে বিদেশে যাওয়া কর্মী খুঁজে পাওয়া যায় মাত্র ১৫ জন। তাঁদের কেউ ওয়েল্ডিং, কেউ মেশিনের কাজে, কেউ হোটেল ম্যানেজমেন্টে ছিলেন। কেউ টিটিসিতে নেওয়া প্রশিক্ষণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাজ করছিলেন, আবার কেউ প্রশিক্ষণ নিয়েও ভিন্ন পেশায় কাজ করছিলেন।

সাত বাজারেই ৯৪ শতাংশ কর্মী : বিএমইটির তথ্যে জানা যায়, বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর প্রায় ১৭৫টি দেশে কর্মী গেলেও মোট কর্মীর প্রায় ৯৪ শতাংশ মাত্র সাতটি দেশে যায়। এর মধ্যে পাঁচটি মধ্যপ্রাচ্যের দেশ এবং দুটি মালয়েশিয়াসহ প্রধান কয়েকটি শ্রমবাজার রয়েছে। ফলে বেশির ভাগ প্রশিক্ষণও মূলত এসব বাজারের প্রয়োজনকে ঘিরেই হয়ে থাকে।

ইউরোপীয় দেশগুলোতে যাওয়া কর্মীরা অনেক সময় বাংলাদেশ থেকে বেসিক প্রশিক্ষণ নিয়ে সেখানে গিয়ে আরো বাস্তবভিত্তিক প্রশিক্ষণ বা কাজের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন করেন।

কিছু দেশ নিজেরাই জনশক্তিকে দক্ষ করে নিয়ে যাচ্ছে : সূত্র জানায়, সব সংকটের মধ্যেও নতুন শ্রমবাজার তৈরির সুযোগ রয়েছে। জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও ইউরোপের মতো বাজারে শুধু কোনো একটি কাজ জানলেই হচ্ছে না; ভাষা, নির্দিষ্ট পেশাগত দক্ষতা, কাজের মান, নিরাপত্তা এবং কখনো আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত দক্ষতার প্রমাণও প্রয়োজন হচ্ছে।

জাপানের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট দক্ষ কর্মী বা এসএসডাব্লিউ ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট পেশার জন্য দক্ষতা ও ভাষাগত যোগ্যতার পরীক্ষা রয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের জাপান সেলও জানিয়েছে, সেখানে বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য টেকনিক্যাল ইন্টার্ন, স্পেসিফায়েড স্কিলড ওয়ার্কার এবং প্রকৌশলী বা বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের বিভিন্ন ক্যাটাগরি রয়েছে।

দক্ষতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে দক্ষিণ কোরিয়ার ব্যবস্থায়ও ভাষা ও কাজের সক্ষমতার পরীক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে বাংলাদেশের 'ট্যালেন্ট পার্টনারশিপ' প্রকল্পের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে বাংলাদেশের দক্ষতা প্রশিক্ষণকে ইউরোপের শ্রমবাজারের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য করা এবং যোগ্যতার স্বীকৃতি নিশ্চিত করা। ২০২৪-২৭ মেয়াদের প্রকল্পে স্বাস্থ্য, প্রকৌশল, তথ্য-প্রযুক্তি, কেয়ার, আতিথেয়তা, নির্মাণ, কৃষিসহ বিভিন্ন খাতে তিন হাজার কর্মীর দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্য রয়েছে। কাতারের সঙ্গেও ২০২৬ সালে বাংলাদেশের পাঁচটি কারিগরি প্রশিক্ষণকেন্দ্র থেকে চারটি খাতে কর্মী নেওয়ার আগ্রহের কথা সরকার জানিয়েছে।

সিপিডির রিসার্চ ফেলো আবু সালেহ মো. শামীম আলম শিবলী কালের কণ্ঠকে বলেন, কিছু দেশ কর্মী নেওয়ার আগেই পরীক্ষা ও যাচাই করে। জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ায় ভাষা ও কাজের মান যাচাইয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। জাপানের ক্ষেত্রে ভাষা শেখানোর পরও কর্মী নেওয়ার প্রক্রিয়া রয়েছে। যদিও মোট অভিবাসনের তুলনায় এ ধরনের কর্মীর সংখ্যা খুবই কম।

তিনি বলেন, সৌদি আরব, দুবাই, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রযুক্তি দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। অথচ বাংলাদেশে অনেক সময় পুরনো প্রশিক্ষণ পদ্ধতি চালু থাকে। ফলে দেশে যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে, তা বিদেশের বর্তমান প্রযুক্তি ও কাজের চাহিদার সঙ্গে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ, তার পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন এখনো হয়নি। বিভিন্ন দেশের চাহিদার কথা কূটনৈতিক মিশনের মাধ্যমে বাংলাদেশ জানতে পারে। কিন্তু সেই চাহিদা নিয়মিত বিশ্লেষণ করে প্রশিক্ষণ কারিকুলাম, আসনসংখ্যা ও প্রশিক্ষকের দক্ষতার সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়ার জন্য আলাদা কার্যকর কাঠামো দুর্বল।

বিদেশ গমনে ভাষা গুরুত্বপূর্ণ, তবে শিখতে অনাগ্রহ : অভিবাসন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিদেশ গমনের ক্ষেত্রে সমস্যার আরেকটি বড় জায়গা ভাষাগত দক্ষতা। অনেক কর্মী বিদেশে যাওয়ার ক্ষেত্রে ভাষা শেখাকে প্রয়োজনীয় মনে করেন না। বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের বাজারে আত্মীয়, বন্ধু বা পরিচিতজনের মাধ্যমে ভিসা পাওয়ার সুযোগ থাকায় অনেকে মনে করেন, বিদেশে গিয়ে কাজ করতে করতেই ভাষা শিখে নেওয়া যাবে।

এই প্রবণতা শ্রমবাজারের পরিবর্তনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। কারণ নিয়োগকর্তার চাহিদা এখন শুধু শারীরিক শ্রমনির্ভর নয়; কর্মক্ষেত্রে যোগাযোগ, নিরাপত্তা নির্দেশনা বোঝা, প্রযুক্তি ব্যবহার এবং নিয়োগকর্তার সঙ্গে যোগাযোগের সক্ষমতাও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। এর ফলে কাজ পারলেও কাজে গিয়ে নিজের চাহিদামতো চাকরি পাচ্ছেন না বাংলাদেশিরা।

টিটিসি বাড়ালেও শিক্ষক ও সুবিধা অপ্রতুল : বাংলাদেশের টিটিসিগুলোতে বর্তমানে কিছু আধুনিক প্রশিক্ষণ হচ্ছে। তবে ভালো শিক্ষকের অভাবে এসব প্রতিষ্ঠানে ভালো প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। বাংলাদেশে কারিগরি প্রশিক্ষণকেন্দ্রের সংখ্যা বাড়ানোর উদ্যোগ রয়েছে। ২০২৫ সালে জাতিসংঘে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে দেওয়া বক্তব্যে দেশে ১১০টি টিটিসি পরিচালনার কথা জানানো হয়েছিল। একই সঙ্গে বলা হয়েছিল, দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

গামী ৭১% কর্মীই 'অদক্ষ'

বাংলাদেশের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হলো পরিসর, মান ও শ্রমবাজারের সঙ্গে সামঞ্জস্য।

কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষকসংকট, আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার, কারিকুলামের আধুনিকায়ন, আন্তর্জাতিক মানের পরীক্ষা এবং বিদেশি নিয়োগকর্তার সঙ্গে সরাসরি সংযোগ—এসব নিশ্চিত না হলে অবকাঠামো বাড়ালেও দক্ষ কর্মীর সংখ্যা সেই হারে বাড়বে না।

দক্ষ কর্মী তৈরিতে প্রতিযোগীদের থেকে পিছিয়ে বাংলাদেশ : বাংলাদেশের সঙ্গে একই আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে প্রতিযোগিতা করছে ভারত, ফিলিপাইন, নেপাল ও ভিয়েতনাম। এসব দেশের অভিজ্ঞতার একটি বড় পার্থক্য হলো, তারা শুধু কর্মী পাঠানোর সংখ্যা নয়, কর্মীর দক্ষতা, নিয়োগ, যাচাই এবং বিদেশে যাওয়ার পরের অবস্থার ওপরও বেশি গুরুত্ব দেয়।

বাংলাদেশের শুধু প্রশিক্ষণে নয়, তথ্যেও ঘাটতি রয়েছে। কোন কর্মী কোন দেশে গেলেন, কোন পেশায় গেলেন, সেখানে গিয়ে একই পেশায় আছেন কি না, কর্মস্থল পরিবর্তন করলেন কি না এবং দেশে ফিরে এলে তাঁর কী ধরনের সহায়তা প্রয়োজন—এসব তথ্য এক জায়গায় পাওয়া যায় না।

সাবেক বিএমইটি পরিচালক ও বর্তমানে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে এসআইসিআইপি প্রকল্পের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ স্পেশালিস্ট ড. মো. নুরুল ইসলাম কালের কণ্ঠকে বলেন, গত ২০ বছরে দেশের কারিগরি প্রশিক্ষণব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। আগে প্রশিক্ষণে তেমন কাঠামো ছিল না, সিলেবাসও যথাযথ ছিল না। প্রশিক্ষকদের দক্ষতা উন্নয়নের ব্যবস্থা ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিরও ঘাটতি ছিল। এখন এসব ক্ষেত্রে অনেক উন্নতি হয়েছে। তবে বড় একটি ঘাটতি এখনো রয়ে গেছে, আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে যে ধরনের দক্ষ কর্মীর চাহিদা রয়েছে, সেই চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ পুরোপুরি সাজানো হয়নি।

ড. নুরুল ইসলাম বলেন, বাংলাদেশের প্রশিক্ষণকেন্দ্রগুলো ভারত, নেপাল, শ্রীলঙ্কা বা ফিলিপাইনের তুলনায় খুব বেশি পিছিয়ে নেই। মূল সমস্যা অন্য জায়গায়। সবচেয়ে বড় ঘাটতিগুলোর একটি হলো প্রশিক্ষকসংকট। ফিলিপাইনসহ কয়েকটি দেশে প্রশিক্ষকদের দীর্ঘদিন ধরে দক্ষ করে গড়ে তোলা হয়েছে। বাংলাদেশে তার ঘাটতি রয়েছে। এর পাশাপাশি প্রশিক্ষণযন্ত্র দ্রুত আধুনিকায়ন করতে না পারাও বড় সমস্যা।

অভিবাসন ও শরণার্থী বিষয়ক বিশেষজ্ঞ আসিফ মুনীর কালের কণ্ঠকে বলেন, বাংলাদেশের বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সাফল্য কত লাখ কর্মী বিদেশে গেলেন, এই সংখ্যায় মাপা হয়েছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক শ্রমবাজার বদলে যাওয়ায় এখন শুধু কর্মী পাঠানোর সংখ্যা দিয়ে সাফল্য মাপার সুযোগ কমছে। কর্মীটি কী কাজ জানেন, তাঁর দক্ষতার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আছে কি না, তিনি যে পেশার জন্য বিদেশে গেলেন সেই পেশায়ই কাজ করছেন কি না, ভাষা জানেন কি না, নিয়োগকর্তার প্রযুক্তির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারেন কি না এবং তাঁর দক্ষতার কারণে তিনি কতটা ভালো মজুরি পাচ্ছেন—এসব প্রশ্নের উত্তরও গুরুত্বপূর্ণ।

সময়ের আলো শুক্রবার। ২ অক্টোবর ২০২৬

সেপ্টেম্বরে কমলেও তিন মাসে রেমিট্যান্স বেড়েছে ১৩ শতাংশ

● নিজস্ব প্রতিবেদক

আগস্টের তুলনায় সেপ্টেম্বরে প্রবাসী আয় কিছুটা কমেছে। তবে আগের বছরের একই মাসের তুলনায় বেড়েছে। সদ্য শেষ হওয়া সেপ্টেম্বরে বৈধ ব্যাংকিং চ্যানেলে দেশে এসেছে ২৭৬ কোটি ৬০ লাখ মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স। এর ফলে চলতি ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রথম তিন মাসেই প্রবাসী আয় ছাড়িয়েছে ৮৫৯ কোটি ডলার। গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় এই আয় বেড়েছে ১৩ দশমিক ৩ শতাংশ। বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রকাশিত হালনাগাদ পরিসংখ্যান থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, সেপ্টেম্বরে দেশে এসেছে ২৭৬ কোটি ৬০ লাখ ডলারের প্রবাসী আয়, যা আগস্টে ছিল ২৯৬ কোটি ৬৬ লাখ ডলার। সে হিসেবে এক মাসের ব্যবধানে সেপ্টেম্বরে আয় কমেছে প্রায় ২০ কোটি ডলার। এর আগে জুলাইয়ে এসেছিল ২৮৬ কোটি ডলার।

মাসভিত্তিক ওঠানামা থাকলেও বছরের হিসাবে প্রবাসী আয়ের প্রবাহ এখনও ঊর্ধ্বমুখী। গত বছরের সেপ্টেম্বরে দেশে এসেছিল ২৬৮ কোটি ৬০ লাখ ডলার। সেই হিসেবে এক বছরের ব্যবধানে চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে রেমিট্যান্স বেড়েছে ৮ কোটি ডলার বা প্রায় ৩ শতাংশ।

প্রথম তিন মাসের হিসাবেও প্রবৃদ্ধির চিত্র স্পষ্ট। জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মিলিয়ে দেশে এসেছে ৮৫৯ কোটি ১০ লাখ ডলার। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের একই সময়ে রেমিট্যান্স এসেছিল ৭৫৮ কোটি ৬০ লাখ ডলার। অর্থাৎ গত বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রবাসী আয় বেড়েছে ১০০ কোটি ৫০ লাখ ডলার।

বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে রেমিট্যান্সের এই প্রবাহ গুরুত্বপূর্ণ। প্রবাসীদের পাঠানো অর্থের বড় অংশ ব্যাংকিং চ্যানেলে দেশে এলে বৈদেশিক মুদ্রার সরবরাহ বাড়ে। এতে আমদানি দায় পরিশোধসহ বৈদেশিক লেনদেনের ক্ষেত্রে অর্থনীতির ওপর চাপ সামলাতে সহায়তা করে।

খাত-সংশ্লিষ্টদের মতে, প্রবাসীদের বৈধ পথে অর্থ পাঠানোর সুযোগ সহজ করা, বিভিন্ন প্রণোদনা এবং হুন্ডি প্রতিরোধে নেওয়া পদক্ষেপের ফলে ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স আসার প্রবণতা বাড়ছে। এর সঙ্গে ব্যাংকিং সেবার বিস্তৃতি ও অর্থ পাঠানোর প্রক্রিয়া সহজ হওয়াও বৈধ চ্যানেল ব্যবহারে ভূমিকা রাখছে।

রেকর্ড রেমিট্যান্সের পরও অব্যাহত ঊর্ধ্বমুখী প্রবাহ : প্রবাসী আয়ের এই ঊর্ধ্বমুখী ধারা এমন সময়ে দেখা যাচ্ছে, যখন সদ্য শেষ হওয়া ২০২৫-২৬ অর্থবছরে রেমিট্যান্সে নতুন রেকর্ড হয়েছে। পুরো অর্থবছরে দেশে এসেছে ৩ হাজার ৫৫৯ কোটি মার্কিন ডলার। এর আগের অর্থবছরে এসেছিল ৩ হাজার ৩২ কোটি ৯০ লাখ ডলার। অর্থাৎ এক বছরে রেমিট্যান্স বেড়েছে ৫২৬ কোটি ডলার বা ১৭ দশমিক ৩ শতাংশ।

নতুন অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকের তথ্য বলছে, রেকর্ডের পরও প্রবাসী আয়ের গতি থেমে যায়নি। তিন মাসে ৮৫৯ কোটি ১০ লাখ ডলার আসায় গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৩ দশমিক ৩ শতাংশ। ফলে বৈদেশিক মুদ্রার জোগানে রেমিট্যান্সের ওপর নির্ভরতা চলতি অর্থবছরের শুরুতেও উল্লেখযোগ্যভাবে বজায় রয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
২ অক্টোবর ২০২৬

যুদ্ধের মধ্যেও সাত মাসে বিদেশে গেছেন ৪ লাখ ৩৪ হাজার কর্মী

---- প্রবাসী কল্যাণমন্ত্রী

■ চট্টগ্রাম অফিস

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের মতো প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও গত সাত মাসে প্রায় ৪ লাখ ৩৪ হাজার বাংলাদেশি কর্মী বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন প্রবাসী কল্যাণমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী। তিনি বলেন, শুধু কর্মী পাঠানোর সংখ্যা বাড়ালেই হবে না, বিদেশে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে দক্ষ কর্মী পাঠানোর ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। দক্ষতা ছাড়া বিপুলসংখ্যক কর্মী বিদেশে পাঠিয়ে দেশের প্রকৃত অর্থনৈতিক সুফল নিশ্চিত করা সম্ভব নয়।

গতকাল বৃহস্পতিবার চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রবাসী কর্মীদের লাগেজ পরিবহনে ট্রলি-সেবার উদ্বোধন এবং প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক পরিদর্শনকালে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। এ সময় তিনি বিদেশগামী কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং বিমানবন্দরে তাদের সুযোগ-সুবিধা, প্রয়োজন ও বিভিন্ন ভোগান্তির বিষয়ে খোঁজ নেন।

প্রবাসী কর্মীদের জরুরি স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে বিমানবন্দরে দ্রুত একটি জরুরি চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপনের নির্দেশ দেন মন্ত্রী। ইতিমধ্যে এ কেন্দ্রের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্ধারণের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানান।

বিমানবন্দরে ফ্লাইট বিলম্ব ও সময়সূচির বিপর্যয়ের কারণে প্রবাসী যাত্রীদের দুর্ভোগের বিষয়টিও তুলে ধরেন মন্ত্রী। এ ভোগান্তি কমাতে বিমানবন্দরের পাশে একটি রেস্টহাউজ নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানান তিনি।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রবাসীদের আইনি সহায়তা জোরদারের বিষয়টিও উঠে আসে। চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম মিঞা এ বিষয়ে একটি প্রস্তাব উপস্থাপন করলে মন্ত্রী তা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন।

DHAKA FRIDAY OCTOBER 2, 2026
ASHWIN 17, 1433 BS
The Daily Star

US war on Iran tanks workers' migration

35% fewer people migrated in 10 major markets this yr so far

MOHAMMAD JAMIL KHAN

The number of Bangladeshis approved to take up jobs in 10 major overseas markets fell nearly 35 percent in the first nine months of the year on the back of a slump in Saudi-bound recruitment, along with other traditional Gulf markets, due to the US-Israel war on Iran.

A total of 5.19 lakh workers received clearances for jobs in Saudi Arabia, Singapore, Qatar, the Maldives, Kuwait, the UAE, Jordan, Italy, Iraq and Cambodia between January and September, down from 7.95 lakh a year earlier, according to the Bureau of Manpower, Employment and Training's Country Clearance portal.

Saudi Arabia, by far Bangladesh's largest labour market, saw clearances drop 45.5 percent to 309,792.

"We have been saying for years that if we depend only on the Middle East and do not create alternatives, we will face a crisis."

Shariful Hasan, associate director of the Migration Programme and Youth Platform at BRAC

Of the 275,115 fewer clearances from the 10 destinations, 258,291 were accounted for by the drop in Saudi Arabia alone.

The downward trend was also pronounced in two other major Gulf markets.

Clearances for Qatar fell 37.4 percent to 50,401, while Kuwait recorded a 33.4 percent decline to 22,745.

Singapore, now the second-largest destination among the 10 markets analysed, however, gave 12 percent more clearances: 59,675.

The UAE saw an even sharper rise, with clearances more than doubling to 22,030 from 9,589. Jordan, Italy and Iraq also recorded increases, while the Maldives remained almost unchanged.

Those gains, however, were outweighed by the scale of the decline in Saudi Arabia, Qatar and Kuwait.

Bangladesh had long been vulnerable because of its heavy reliance on the Middle East, said Shariful Hasan, associate director of the Migration Programme and Youth Platform at BRAC.

"We have been saying for years that if we depend only on the Middle East and do not create alternatives, we will face a crisis."

The US-Israel's war on Iran had affected opportunities in the region at a time when Bangladesh had yet to develop alternative markets on a comparable scale, he added.

The war has slowed down new investment and development activities in the region, said MS Shekil Chowdhury, chairperson of the Centre for Non-Resident Bangladeshi, a non-profit organisation.

Many Bangladeshi workers in those markets are employed in construction and development projects. When new projects slow, the demand for the largely unskilled workforce Bangladesh traditionally sends to the region also falls.

"Unfortunately, we have not been able to create alternative options. Neither the state nor businesses have been able to develop new markets or sectors on a sufficient scale."

Efforts to find new destinations need to be intensified, or else a prolonged decline in overseas employment could eventually affect remittance inflows.

The effect might not be immediate because workers already abroad continue to send money home, including from their savings, he added.

Malaysia, another important destination for Bangladeshis, has also remained closed for around two years, further limiting the options available to workers, Shariful said.

Markets such as Japan and Europe offered opportunities, but Bangladesh would have to prepare workers with the skills and language proficiency required by employers there.

Against this backdrop, Expatriates' Welfare and Overseas Employment Minister Ariful Haque Chowdhury yesterday said simply increasing the number of workers sent overseas would bring little benefit unless they are skilled.

Around 434,000 workers had secured overseas employment over the past seven months despite the war situation in the Middle East, he said during a visit to the expatriate welfare desk at Shah Amanat International Airport in Chattogram.

The government's Five-Year Strategic Framework, launched in July, has set a target of sending 2 million workers abroad over five years, with greater emphasis on skilled migration.

The challenges involved in making that shift were discussed at a consultation organised on September 28 by OKUP under the GS4S initiative.

At the event, Rehnuma Salam Khan, National Programme Manager at the International Labour Organisation, stressed the need for demand-driven skills development alongside better governance of labour migration.

She also highlighted Bangladesh's high migration costs, saying less-educated workers often bear a heavier burden.

Speakers at the programme also pointed to a mismatch between skills acquired in Bangladesh and those sought by employers in destination countries, as well as problems with recognition of qualifications.

Training by itself does not guarantee an employment opportunity, while having a certificate does not necessarily mean that a worker's qualification would be recognised abroad, said Shakirul Islam, chairperson of Ovibashi Karmi Unnayan Programme.

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার
২০ আশ্বিন ১৪৩৩, ৫ অক্টোবর ২০২৬

চলতি মাসেই হবে মজুরি বোর্ড গঠন

মালয়েশিয়ায় ১০ হাজার কর্মী পাঠানোর সিদ্ধান্ত : শ্রমমন্ত্রী

কর্মসংস্থান বাড়াতে ডিসেম্বরে চালু হচ্ছে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ সেন্টার

ইত্তেফাক রিপোর্ট

দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারে বাংলাদেশ থেকে ১০ হাজার কর্মী পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। তবে এবার চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ কর্মী পাঠানোর ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার। পাশাপাশি দেশে কর্মসংস্থান বাড়াতে আগামী ডিসেম্বরে 'এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ সেন্টার' চালুর প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু হবে। একই সঙ্গে চলতি অক্টোবরের মধ্যেই সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে মজুরি বোর্ড গঠন করা হবে।

গতকাল রবিবার সচিবালয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে আয়োজিত সংবাদ ব্রিফিং ও সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী এবং প্রধানমন্ত্রীর শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখপাত্র মাহদী আমিন এসব তথ্য জানান।

মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারে কর্মী পাঠানোর বিষয়ে শ্রমমন্ত্রী বলেন, দুই দেশের আলোচনার ভিত্তিতে বন্ধ থাকা শ্রমবাজারটি আবার চালুর সিদ্ধান্ত হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ১০ হাজার কর্মী পাঠানো হবে। তবে আগের মতো অনিয়ম ও সিন্ডিকেটের মাধ্যমে কর্মীদের হয়রানির সুযোগ যাতে তৈরি না হয়, সে বিষয়ে সতর্ক থাকবে সরকার।

মন্ত্রী বলেন, শুধু কর্মী পাঠালেই হবে না; মালয়েশিয়ার নিয়োগদাতাদের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ কর্মী পাঠাতে হবে। এজন্য আগে দেশটির চাহিদা নির্ধারণ করে সেই অনুযায়ী কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এরপর মালয়েশিয়ার নিয়োগদাতারা বাংলাদেশে এসে নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী কর্মী বাছাই করবেন।

তিনি জানান, কর্মী পাঠানোর প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল) ছাড়াও অনুমোদিত অন্যান্য রিক্রুটিং এজেন্সিকে যুক্ত করা হবে। তবে এখনো শ্রমিকদের মেডিক্যাল পরীক্ষা-সংক্রান্ত প্রক্রিয়া চূড়ান্ত হয়নি। মালয়েশিয়ার পক্ষ থেকে কর্মীর চাহিদা ও অন্যান্য বিষয় নিশ্চিত হওয়ার পর পরবর্তী কার্যক্রম শুরু হবে।

DHAKA FRIDAY OCTOBER 2, 2026
ASHWIN 17, 1433 BS
The Daily Star

Remittance inflow hits 11-month low in September

Middle East war, higher living costs weigh on monthly flows; first-quarter earnings still up 13.3%

STAR BUSINESS REPORT

Bangladesh's remittance inflow fell to an 11-month low of $2.76 billion in September, although it was 3 percent higher than the $2.68 billion received in the same month last year, according to Bangladesh Bank data.

The September inflow was lower than August's $2.96 billion, which was 22 percent higher year-on-year. Annual growth therefore slowed sharply last month.

Remittance inflow stood above $3 billion for six months till May this year before falling below the threshold.

Over the first quarter of the ongoing fiscal year 2026-2027 (FY27), remittances totalled $8.59 billion, up 13.3 percent from $7.58 billion a year earlier.

Over the first quarter of the ongoing FY27, remittances totalled $8.59 billion, up 13.3 percent from $7.58 billion a year earlier

The quarterly performance suggests the underlying trend is not weak, although monthly momentum has softened.

Industry insiders attribute the recent decline to the war in the Middle East, which is home to a large share of Bangladeshi migrant workers, saying disruptions there affect incomes, employment and expatriates' ability to send money home.

Arief Hossain Khan, executive director and spokesperson of Bangladesh Bank, told The Daily Star that the cost of living in the region had risen significantly because of recent conflicts and heightened tensions.

"Remitters are facing much higher expenses than before, which is why growth has slowed somewhat. Nevertheless, our efforts are continuing," he said.

He added that the central bank has recently informed banks that it will no longer provide support for collecting dollars to meet import bills and other obligations, and that they must arrange their own.

"As a result, the banks are now also taking initiatives to do so," he said.

In its quarterly monetary policy statement, published on Wednesday, the central bank identified higher global energy prices, the ongoing Middle East conflict and the recent fuel price hike as key challenges.

Bankers said remittances could provide crucial support for external payments, including import bills and foreign loan repayments, at a time when export earnings are weakening and import costs remain high.

Meanwhile, the number of Bangladeshis leaving for overseas jobs fell to a five-year low in FY26.

Some 9.7 lakh people went abroad for work during the year, down 5 percent from FY25, according to the Bureau of Manpower, Employment and Training.

Departures have declined for two years, and the weak outlook for the current fiscal year has raised concerns about remittances.

Fahmida Khatun, distinguished fellow at the Centre for Policy Dialogue, said Middle East tensions had slowed remittances while also pushing up global energy prices.

She said there was little chance of the crisis ending soon, so the country would have to pay more for energy and would need more foreign exchange.

Export earnings had improved but remained volatile, making remittances one of the main sources of forex, she also noted.

She urged the government to diversify remittance sources and reduce dependence on the Middle East, including by sending more workers to Malaysia, Singapore and other countries.

রবিবার
৪ অক্টোবর ২০২৬
ইত্তেফাক

প্রথম প্রান্তিকে রপ্তানি আয় বেড়েছে ৬.৩৪ শতাংশ

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

বিশ্ববাজারে চাহিদার ধীরগতি ও দেশের অর্থনীতিতে নানা চাপের মধ্যেও দেশের রপ্তানি আয়ে ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি ধরে রেখেছে। চলতি ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) পণ্য রপ্তানি থেকে আয় হয়েছে ১ হাজার ৩০৯ কোটি ৪১ লাখ ৩০ হাজার মার্কিন ডলার। গত অর্থবছরের একই সময়ে আয় হয়েছিল ১ হাজার ২৩১ কোটি ৩১ লাখ ৭০ হাজার ডলার। ফলে এক বছরের ব্যবধানে রপ্তানি আয় বেড়েছে ৬ দশমিক ৩৪ শতাংশ।

সম্প্রতি রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) প্রকাশিত হালনাগাদ প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। ইপিবির তথ্য অনুযায়ী, রপ্তানি আয় বাড়াতে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছে যুক্তরাষ্ট্রের বাজার। পাশাপাশি তুরস্ক, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ভারত ও জাপানের বাজারেও রপ্তানি বেড়েছে। ইপিবি বলছে, রপ্তানি বহুমুখীকরণ, নতুন বাজার সম্প্রসারণ, পণ্যের মানোন্নয়ন ও বাণিজ্য সহজীকরণের মাধ্যমে রপ্তানি বাড়ানোর উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে। শুধু সেপ্টেম্বর মাসে পণ্য রপ্তানি থেকে আয় হয়েছে ৩৯৩ কোটি ৭২ লাখ ৩০ হাজার ডলার। গত বছরের একই মাসে আয় হয়েছিল ৩৬২ কোটি ৭৫ লাখ ৮০ হাজার ডলার। ফলে সেপ্টেম্বরে রপ্তানি আয় বেড়েছে ৮ দশমিক ৫৪ শতাংশ।



পোশাক রপ্তানিতে ৬.১০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি

দেশের প্রধান রপ্তানি খাত তৈরি পোশাকেও প্রবৃদ্ধি হয়েছে। প্রথম প্রান্তিকে পোশাক রপ্তানি থেকে আয় হয়েছে ১ হাজার ৫৭ কোটি ৮৫ লাখ ৬০ হাজার ডলার। গত অর্থবছরের একই সময়ে আয় হয়েছিল ৯৯৭ কোটি ৪ লাখ ২০ হাজার ডলার। এ হিসাবে পোশাক রপ্তানি বেড়েছে ৬ দশমিক ১০ শতাংশ। সেপ্টেম্বরে পোশাক রপ্তানি হয়েছে ৩০৮ কোটি ২৯ লাখ ৫০ হাজার ডলারের, যা গত বছরের একই মাসের ২৮৩ কোটি ৯৭ লাখ ৫০ হাজার ডলারের চেয়ে ৮ দশমিক ৫৬ শতাংশ বেশি। পোশাকের মধ্যে নিট পোশাক রপ্তানি প্রথম প্রান্তিকে বেড়েছে ৬ দশমিক ৮৮ শতাংশ। এ সময়ে আয় হয়েছে ৫৯৬ কোটি ৩৭ লাখ ৬০ হাজার ডলার। ওভেন পোশাক রপ্তানি বেড়েছে ৫ দশমিক ১১ শতাংশ। এ খাত থেকে আয় হয়েছে ৪৬১ কোটি ৪৮ লাখ ডলার।

যুগান্তর | রোববার ৪ অক্টোবর ২০২৬
১৯ আশ্বিন ১৪৩৩

আব্বাস ইসলাম খান

মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারে পুরোনো ভুলের পুনরাবৃত্তি রুখতে হবে



বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রবাসীদের অবদান নিয়ে আমরা গর্ব করি। প্রতিবছর তারা বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা দেশে পাঠান। সেই অর্থে পরিবারের খাবার, সন্তানের পড়াশোনা, চিকিৎসা, ঘরবাড়ি ও ভবিষ্যতের স্বপ্ন পূরণ হয়। দেশের বৈদেশিক মুদ্রার প্রবাহেও তাদের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বছরের পর বছর ধরে একটি প্রশ্ন থেকেই গেছে : যারা দেশের অর্থনীতিতে এত বড় অবদান রাখেন, তাদের স্বার্থ রক্ষায় রাষ্ট্র কেন অনেক ক্ষেত্রে তাদের পাশে দাঁড়াতে ব্যর্থ হয়?

যুক্তরাজ্যে বসবাসের সময় আমি খুব কাছ থেকে বাংলাদেশি অভিবাসীদের জীবন দেখেছি। দিনের কাজ শেষ করে রাতে আবার কাজ করতে যাওয়া মানুষ দেখেছি। কেউ কাজের পাশাপাশি পড়াশোনা করেছেন। কেউ সারা দিনের পরিশ্রম শেষে নিজের রান্না নিজেই করেছেন। নিজের প্রয়োজন কমিয়ে দেশে টাকা পাঠিয়েছেন। মা-বাবার চিকিৎসা, সন্তানের পড়াশোনা কিংবা পরিবারের মাসিক খরচ যেন বন্ধ না হয়, সেজন্য নিজের জীবনযাপনকে অনেক সময় সীমিত করেছেন। বিদেশে থাকা মানেই তাদের জন্য আরাম বা বিলাসিতা নয়। অনেকের কাছে এটি পরিবারের জন্য দীর্ঘ এক সংগ্রাম।

মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে ভ্রমণের সময় বাংলাদেশি শ্রমিকদের জীবন কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে। প্রচণ্ড গরমে কাজ করা মানুষ দেখেছি। ছয়-সাতজন পর্যন্ত একটি কক্ষে থাকেন এমন শ্রমিক দেখেছি। মাস শেষে বেতন পাওয়ার পরও তাদের হিসাব শেষ হয় না। দেশে পরিবারকে টাকা পাঠাতে হয়। একইসঙ্গে বিদেশে যাওয়ার জন্য নেওয়া ঋণের কিস্তি দিতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে সেই ঋণের সুদও দিতে হয়। অর্থাৎ একজন মানুষ বিদেশে গিয়ে শুধু নিজের জন্য উপার্জন করেন না। তার উপার্জনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে একটি পুরো পরিবার এবং সেই পরিবারের ভবিষ্যৎ।

এ বাস্তবতা মনে রেখেই মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার নিয়ে আমাদের বর্তমান আলোচনা করা দরকার। মালয়েশিয়া বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শ্রমবাজার। নির্মাণ, প্ল্যান্টেশন, ম্যানুফ্যাকচারিং ও সার্ভিস খাতে বহু বাংলাদেশি সেখানে কাজ করছেন। কিন্তু এই শ্রমবাজারে যাওয়ার পথটি বহুবার শ্রমিকের জন্য অস্বাভাবিক ব্যয়বহুল হয়ে উঠেছে। ২০২২ সালে মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার আবার খোলার সময় একজন শ্রমিকের জন্য সরকারি অভিবাসন ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছিল প্রায় ৭৯ হাজার টাকা। অথচ পরে বিভিন্ন গবেষণা ও প্রতিবেদনে দেখা যায়, বাস্তবে একজন শ্রমিকের গড় খরচ প্রায় ৫ লাখ ৪৪ হাজার টাকা পর্যন্ত পৌঁছেছিল। জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞরাও তখন একজন শ্রমিকের ৪,৫০০ থেকে ৬,০০০ মার্কিন ডলার পর্যন্ত খরচ হওয়ার অভিযোগের কথা উল্লেখ করেছিলেন।

এখানে আমাদের থামতে হবে এবং প্রশ্ন করতে হবে। সরকার যদি বলে একজন শ্রমিক প্রায় ৭৯ হাজার টাকায় বিদেশ যাবেন, তাহলে তাকে কেন পাঁচ লাখ বা তারও বেশি টাকা খরচ করতে হবে? অতিরিক্ত অর্থটি কোথায় যায়? কারা নেয়? কীসের বিনিময়ে নেয়? আর কেন রাষ্ট্র সেই অর্থের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না?

এসব প্রশ্নের গুরুত্ব বোঝার জন্য একজন সাধারণ শ্রমিকের জায়গায় নিজেকে বসাতে হবে। ধরা যাক একজন তরুণ মালয়েশিয়ায় যাওয়ার জন্য পাঁচ লাখ টাকা খরচ করলেন। তার পরিবারের সেই টাকা হয়তো ব্যাংকে ছিল না। জমি বিক্রি করতে হয়েছে। স্বজনদের কাছ থেকে ধার করতে হয়েছে, অথবা সুদে ঋণ নিতে হয়েছে। মালয়েশিয়ায় পৌঁছানোর পর তার প্রথম দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায় সেই ঋণ পরিশোধ করা। ফলে বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগটি তার জন্য একইসঙ্গে একটি বড় ঋণের বোঝায় পরিণত হয়।

মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারে আগের অভিজ্ঞতা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবার্তা। ২০২২ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে প্রায় সাড়ে চার লাখ বাংলাদেশি কর্মী মালয়েশিয়ায় যান। সেই সময় সীমিতসংখ্যক রিক্রুটিং এজেন্সিকে কেন্দ্র করে যে নিয়োগ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তা নিয়ে অতিরিক্ত অভিবাসন ব্যয়, মধ্যস্বত্বভোগী এবং সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণের অভিযোগ ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়। শেষ পর্যন্ত ২০২৪ সালের জুনে বাংলাদেশ থেকে মালয়েশিয়ায় কর্মী নিয়োগ বন্ধ হয়ে যায়। অন্তত ১৬,৯৭০ জন বাংলাদেশি কর্মী বৈধ ভিসা, BMET clearance এবং বিমান টিকিট থাকার পরও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মালয়েশিয়ায় যেতে পারেননি বলে বিভিন্ন প্রতিবেদনে উঠে আসে। কেউ হয়তো জমি বিক্রি করেছিলেন। কেউ ঋণ করেছিলেন। কেউ পরিবারের শেষ সঞ্চয়টি বিদেশ যাওয়ার জন্য ব্যবহার করেছিলেন। অথচ সব প্রস্তুতি শেষ করার পরও তারা যেতে পারেননি।

২০২৬ সালের জুলাইয়ে বর্তমান সরকার ২০২২ থেকে ২০২৪ সালের মালয়েশিয়া শ্রমবাজারের সিন্ডিকেটের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ৪৯টি রিক্রুটিং এজেন্সির লাইসেন্স বাতিল করেছে। এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত নিয়োগ ফি আদায় ও শ্রমিকদের মালয়েশিয়ায় পাঠানোর ক্ষেত্রে অনিয়মের অভিযোগে মামলা ও তদন্তের কথাও প্রকাশ্যে এসেছে। রাষ্ট্র যখন নিজেই তদন্ত ও লাইসেন্স বাতিলের মতো ব্যবস্থা নিচ্ছে তখন এটা পরিষ্কার যে, আগের ব্যবস্থায় গুরুতর সমস্যা ছিল। এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হলো, আমরা কি সত্যিই সেই কাঠামো থেকে বের হয়ে এসেছি?

আগস্টে মালয়েশিয়ার Foreign Workers Centralised Management System বা FWCMS-এ বাংলাদেশি কর্মী নিয়োগের জন্য ২৫টি রিক্রুটিং এজেন্সির তালিকা প্রকাশ করা হয়। তখন কীভাবে ওই ২৫টি এজেন্সি কাজ করবে, চাকরির অর্ডার কীভাবে বণ্টন হবে এবং অন্যান্য লাইসেন্সধারী এজেন্সির ভূমিকা কী হবে, তা স্পষ্ট ছিল না। পরে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে মোট ৩৩৮টি এজেন্সি এ প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবে। এর মধ্যে ২৫টি সরাসরি নির্বাচিত এবং ৩১২টি সহযোগী এজেন্সি হিসাবে থাকবে। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান BOESL-ও প্রক্রিয়ার অংশ হবে। এটি নিঃসন্দেহে আগের ২৫ এজেন্সিকেন্দ্রিক ব্যবস্থার তুলনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন। কিন্তু এখানেই আসল প্রশ্ন শেষ হয় না। বরং শুরু হয়।

যদি ৩১২টি সহযোগী এজেন্সিকে কাজ করার জন্য ২৫টি মূল এজেন্সির মাধ্যমে যেতে হয়, তাহলে কার্যত নিয়ন্ত্রণ কোথায় থাকবে? যদি সহযোগী এজেন্সিগুলো নিজেদের লাইসেন্সের ভিত্তিতে সরাসরি চাকরির অর্ডার নিতে না পারে, তাহলে তারা কতটা স্বাধীনভাবে প্রতিযোগিতা করতে পারবে? সাম্প্রতিক সময়ে BAIRA-এর একদল সদস্যও সরকারকে একই ধরনের উদ্বেগ জানিয়ে সব যোগ্য এজেন্সির জন্য সরাসরি FWCMS access এবং সমান সুযোগের দাবি করেছেন।

আমার কাছে তাই বিষয়টি ২৫টি এজেন্সি বনাম ৩৩৮টি এজেন্সির সংখ্যা নয়। আসল বিষয় হলো নিয়ন্ত্রণের কাঠামো। সিন্ডিকেটের নাম পরিবর্তন করলেই সিন্ডিকেটের কাঠামো পরিবর্তন হয় না। কয়েকটি নতুন প্রতিষ্ঠান যুক্ত করলেই বাজার উন্মুক্ত হয়ে যায় না। প্রকৃত প্রতিযোগিতা তখনই হবে যখন যোগ্য ও বৈধ রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো সমান সুযোগ পাবে এবং কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর মাধ্যমে চাকরির অর্ডার, শ্রমিক নির্বাচন কিংবা অর্থ লেনদেনের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রীভূত হবে না।

এখানে সরকারের অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি শক্তিশালী এবং নিয়মতান্ত্রিক রিক্রুটিং শিল্প বাংলাদেশের প্রয়োজন। কিন্তু যে প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্র লাইসেন্স দিয়েছে, তাকে যদি কার্যকরভাবে কাজ করার সুযোগই না দেওয়া হয় তাহলে সেই লাইসেন্সের অর্থ কী? রাষ্ট্রের কাজ কোনো ব্যবসায়ী গোষ্ঠীকে সুবিধা দেওয়া নয়। রাষ্ট্রের কাজ হলো এমন একটি নিয়ম তৈরি করা যেখানে প্রতিযোগিতা হবে এবং সেই প্রতিযোগিতার সবচেয়ে বড় সুবিধাভোগী হবে শ্রমিক।

সরকারকে কোনো সিন্ডিকেটের কাছে দুর্বল হওয়ার প্রয়োজন নেই। রাষ্ট্রের হাতে আইন আছে। প্রশাসন আছে। কূটনৈতিক শক্তি আছে। তথ্যপ্রযুক্তি আছে। রাষ্ট্র চাইলে একটি পুরোপুরি স্বচ্ছ ব্যবস্থা তৈরি করতে পারে। দরকার শুধু রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং প্রশাসনিক দৃঢ়তা।

প্রবাসী শ্রমিককে শুধু রেমিট্যান্স পাঠানোর একটি মাধ্যম হিসাবে দেখলে চলবে না। তিনি একজন নাগরিক। তার অধিকার আছে। তার নিরাপত্তার অধিকার আছে। বিদেশ যাওয়ার আগে প্রতারণার হাত থেকে সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার আছে। তিনি যে চাকরির জন্য টাকা দিচ্ছেন সেটি সত্যিই আছে কি না তা জানার অধিকার আছে। তিনি কত বেতন পাবেন, কোথায় থাকবেন, কী কাজ করবেন এবং মোট কত টাকা খরচ হবে সেটি জানার অধিকারও তার আছে।

এই জায়গায় প্রযুক্তি বড় ভূমিকা রাখতে পারে। প্রতিটি বিদেশি চাকরির জন্য একটি Unique Government Job ID চালু করা যেতে পারে। সেখানে নিয়োগকর্তার নাম, চাকরির ধরন, বেতন, ভিসার তথ্য, থাকার ব্যবস্থা, অনুমোদিত অভিবাসন ব্যয় এবং সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সির তথ্য থাকবে। একজন শ্রমিক বিদেশ যাওয়ার আগে নিজের মোবাইল ফোন থেকেই যাচাই করতে পারবেন তার চাকরিটি আসল কি না এবং তাকে কত টাকা দেওয়ার কথা।

আমি মনে করি মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার পুনরায় চালু হওয়া বাংলাদেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ। কিন্তু এ সুযোগ কোনোভাবেই পুরোনো ভুল পুনরাবৃত্তির সুযোগ হওয়া উচিত নয়। অতীতের আওয়ামী লীগ আমলে যে কাঠামো নিয়ে এত অভিযোগ উঠেছে, সেটি ভেঙে দিয়ে যদি একই ধরনের নিয়ন্ত্রণ নতুন নামে ফিরে আসে, তাহলে পরিবর্তনের অর্থ কী? আবার যদি ২৫টি মূল এজেন্সিকে কেন্দ্র করে ৩১২টি এজেন্সি কার্যত নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, তাহলে সংখ্যার পরিবর্তন হলেও ক্ষমতার কাঠামো কতটা বদলেছে সেটি প্রশ্ন থেকেই যাবে। সরকারকে তাই শুধু এজেন্সির তালিকা প্রকাশ করলেই হবে না। কে কীভাবে নির্বাচিত হলো, কীভাবে job order বণ্টন হবে, কে শ্রমিকের কাছ থেকে টাকা নিতে পারবে, কত টাকা নিতে পারবে, কোন পর্যায়ে কার দায়িত্ব এবং অভিযোগ হলে কে দায় নেবে সবকিছু প্রকাশ করতে হবে।

আর একটি বিষয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যারা অতীতে অনিয়মের অভিযোগে তদন্তাধীন বা যাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তাদের বিষয়ে আইন অনুযায়ী সিদ্ধান্ত হতে হবে। একই ব্যক্তি, একই নেটওয়ার্ক বা একই নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নতুন নামে ফিরে আসছে কি না সেটিও যাচাই করা দরকার। তবে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার আগে কাউকে অপরাধী হিসাবে চিহ্নিত করা উচিত নয়।

DHAKA SUNDAY OCTOBER 4, 2026
ASHWIN 19, 1433 BS
The Daily Star

Workers' skills, migration on separate tracks

On top of this, CPD says over 70% going abroad unskilled

MOHAMMAD JAMIL KHAN

More than seven in 10 outbound workers leave Bangladesh without any training, according to a study, and experts say the problem goes beyond the capacity of technical training centres (TTCs).

A worker may be recruited for one job, have a different occupation listed on the visa, and be assigned yet another after reaching the destination.

Shakirul Islam, chairperson of OKUP

They say the recruitment process remains largely disconnected from the training workers receive and the jobs they eventually do abroad.

A worker may be recruited for one job, have a different occupation listed on the visa, and be assigned yet another after reaching the destination, said Shakirul Islam, chairperson of Ovibashi Karmi Unnayan Programme (OKUP).

Such practices discourage workers from acquiring skills and undermine efforts to match trained workers with suitable jobs abroad, he said.

"There is no connection between the technical training centres and the recruitment process," Shakirul told The Daily Star yesterday.

Recruiters often source workers from remote areas, including people with little education or no skills, and the system gives workers little incentive to train before departure, he said.

A Centre for Policy Dialogue (CPD) study supports the concern.

It found that 73 percent of 919 outbound workers surveyed had received no training before going abroad.

Only 9.6 percent had been trained at government TTCs and 17.4 percent at non-TTC institutions.

The study examined the capacity of TTCs to prepare workers for overseas employment. It used quantitative and qualitative methods, including surveys at 40 TTCs and of around 2,000 TTC graduates, interviews with TTC principals, instructors, private-sector trainers and NGOs, and focus-group discussions with graduates. The preliminary findings were presented in June 2025.

Shakirul said the problem is not only that too few workers are trained, but also that the training does not always match labour-market demand.

Some training modules have been in use for "50 or 60 years" despite rapid technological change, he said, arguing that TTCs need a demand-driven mechanism.

The CPD study found significant mismatches between the courses TTCs offer and the trades they identified as high-demand.

Of the 40 TTCs surveyed, 23 offered consumer electronics training, though only five identified it as high-demand.

By contrast, only two offered mobile servicing, while 11 identified it as high-demand. Similarly, nine offered food and beverage training, against 14 that saw it as high-demand.

The study said the mismatches reflect weak course planning and slow responses to labour-market demand.

Md Sakawat Ali, principal of the Dhaka Technical Teachers' Training Institute (DTTTI), said the system also places greater emphasis on the number of workers sent abroad than on whether they are placed in skill-specific jobs.

"At present, we are mainly counting heads -- how many people we sent abroad. There is much less emphasis on how many were sent in a skill-based, job-oriented or trade-specific manner," he told The Daily Star.

Some workers, particularly those heading for helper-level jobs, want to leave as quickly as possible rather than spend time acquiring skills, he said. Middlemen also have an incentive to send more workers because their earnings rise with the numbers they facilitate.

The TTCs also face serious capacity constraints.

Across the 40 surveyed, each centre had an average of 73 approved posts, of which 36 were vacant, including around 21 trainer posts. The study separately put the average number of trainers at 23 per centre.

On average, one trainer handled 423 trainees a year, rising to 1,356 at some centres.

"Our TTCs are well established in terms of infrastructure, but there is an acute manpower shortage. Because of that, the training does not reach the level it should," said Sakawat.

There are also gaps in training materials and equipment.

Some 57.5 percent of the surveyed TTCs said their training materials were somewhat inadequate, and 52.5 percent lacked sufficient access to up-to-date equipment.

Although 60 percent said their machinery had been updated to industry standards, the study found that outdated technology and equipment were still in use.

Against this backdrop, the government plans to identify industries operating in different regions, determine the skills they require and tailor training accordingly, starting with a pilot programme in Chattogram.

Expatriates' Welfare and Overseas Employment Minister Ariful Haque Chowdhury announced the initiative yesterday after visiting the Bangladesh-Korea Technical Training Centre and the Women's Technical Training Centre in Chattogram.

"If we cannot send skilled workers, there is no real benefit for the country in simply increasing the numbers and sending lakhs and lakhs of workers abroad," he said.

He also called for greater public-private partnership, saying private institutions in many cases were performing better despite having less infrastructure and fewer facilities than government institutions.

"If they can do it, why can't we?" he said.

দেশ রূপান্তর
রবিবার, ১১ অক্টোবর ২০২৬,

তিন মাসে পোশাক রপ্তানি বেড়েছে ৬.১০ শতাংশ

নিজস্ব প্রতিবেদক

চলতি ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি আয় বেড়েছে ৬ দশমিক ১০ শতাংশ। এ সময়ে তৈরি পোশাক রপ্তানি থেকে আয় হয়েছে ১ হাজার ৫৮ কোটি ডলার। গত অর্থবছরের একই সময়ে এ আয় ছিল এর চেয়ে কম।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) সর্বশেষ তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি পোশাকশিল্পবিষয়ক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ অ্যাপারেল ভয়েসের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মহিউদ্দিন রুবেল এ তথ্য জানিয়েছেন।

তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের সবচেয়ে বড় বাজার ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। আলোচ্য সময়ে মোট তৈরি পোশাক রপ্তানির ৪৬ দশমিক ৩৬ শতাংশ এসেছে এ বাজার থেকে। ইইউতে পোশাক রপ্তানি করে আয় হয়েছে ৪৯০ কোটি ডলার, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৩ দশমিক ৩৩ শতাংশ বেশি।

দ্বিতীয় বৃহত্তম বাজার যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি পোশাক রপ্তানি থেকে আয় হয়েছে ২২২ কোটি ডলার। মোট রপ্তানিতে দেশটির অংশ ২০ দশমিক ৯৯ শতাংশ। গত বছরের একই সময়ের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি বেড়েছে ১০ দশমিক ৪০ শতাংশ।

যুক্তরাজ্য ও কানাডার বাজারেও রপ্তানি আয় বেড়েছে। যুক্তরাজ্যে তৈরি পোশাক রপ্তানি থেকে আয় হয়েছে ১২৯ কোটি ২১ লাখ ডলার, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৫ দশমিক ৯৪ শতাংশ বেশি। মোট রপ্তানিতে যুক্তরাজ্যের অংশ ১২ দশমিক ২১ শতাংশ।



ইউরোপে ৪৯০ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি, যুক্তরাষ্ট্রে প্রবৃদ্ধি ১০.৪০ শতাংশ

অন্যদিকে কানাডায় রপ্তানি হয়েছে ৩৪ কোটি ৯৬ লাখ ৫০ হাজার ডলারের তৈরি পোশাক। দেশটিতে রপ্তানি বেড়েছে ৩ দশমিক ৮৫ শতাংশ। মোট তৈরি পোশাক রপ্তানিতে কানাডার অংশ ৩ দশমিক ৩১ শতাংশ।

প্রচলিত বড় বাজারের বাইরে অন্যান্য বাজারেও রপ্তানি বেড়েছে। এসব অপ্রচলিত বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানি থেকে আয় হয়েছে ১৮১ কোটি ডলার, যা মোট রপ্তানির ১৭ দশমিক ১৩ শতাংশ। গত বছরের একই সময়ের তুলনায় এসব বাজারে রপ্তানি বেড়েছে ৯ দশমিক ৪০ শতাংশ।

পণ্যভিত্তিক হিসাবে, তৈরি পোশাকের নিট পোশাক খাতে রপ্তানি বেড়েছে ৬ দশমিক ৮৮ শতাংশ। অন্যদিকে ওভেন পোশাক রপ্তানি বেড়েছে ৫ দশমিক ১১ শতাংশ।

সামগ্রিকভাবে, চলতি অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানিতে ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি হয়েছে। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র ও অপ্রচলিত বাজারে তুলনামূলক বেশি প্রবৃদ্ধি রপ্তানি আয় বাড়াতে ভূমিকা রেখেছে।

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) নির্বাহী সভাপতি ফজলে শামীম এহসান দেশ রূপান্তরকে বলেন, আগস্টে সম্পূর্ণ মাস জ্বালানি সংকটে ছিল, তারপরেও গত বছরের তুলনায় এই বছরের একই সময়ে রপ্তানির প্রবৃদ্ধি নিঃসন্দেহে ইতিবাচক। বেশিরভাগ কারখানা সংকটে থাকার পরেও নিশ্চয় কেউ কেউ নিজ দক্ষতায় অতি রপ্তানি করার কারণেই এই প্রবৃদ্ধি হতে পারে বলে ধারণা। চলমান সংকট সমাধান হলে উদ্যোক্তারা বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতায় আরও ভালোভাবে টিকে থাকতে পারবেন। সমাধান না হলে পিছিয়ে পড়বেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি, সরকার বিষয়টি নিয়ে আন্তরিক। আশা করছি, জ্বালানি সমস্যা মোকাবিলায় স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি সমাধান পাওয়া যাবে।

কালের কণ্ঠ
বৃহস্পতিবার। ৮ অক্টোবর ২০২৬

তিন চাপে পোশাক খাত

এম সায়েম টিপু ▷

দেশের প্রধান রপ্তানি পণ্য পোশাক খাতে ঝুঁকি বাড়ছে। গ্যাস ও বিদ্যুতের সরবরাহ সংকটে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে, বাড়ছে বিকল্প জ্বালানির খরচ। একই সময়ে আন্তর্জাতিক ক্রেতারা কম দামে পণ্য নেওয়ার চাপ দিচ্ছেন। অন্যদিকে ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া ও কম্বোডিয়ার মতো প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলো নিজেদের সক্ষমতা বাড়াচ্ছে। ফলে দেশের প্রধান রপ্তানি খাত এখন একসঙ্গে তিন চাপে—অর্ডারে ধাক্কা, উৎপাদন ব্যয়ে চাপ এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা বাড়ছে।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে টেড গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আশিকুর রহমান তুহিন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'একদিকে উৎপাদন ব্যয় বাড়ছে, অন্যদিকে ক্রেতারা পণ্যের দাম কমানোর চাপ দিচ্ছেন। পশ্চিমা বাজারে চাহিদা কমে যাওয়ায় অনেক ক্রেতা আগের চেয়ে কম দামে পোশাক কিনতে চাইছেন। এতে রপ্তানিকারকদের মুনাফা মার্জিন ক্রমেই সংকুচিত হচ্ছে।'

অর্ডারে ধাক্কা : পোশাক খাতে এখন সবচেয়ে বড় উদ্বেগের একটি হলো ক্রেতাদের অর্ডার ধরে রাখা। বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) সাম্প্রতিক জরিপে ৫৫ শতাংশ নিট পোশাক কারখানা জানিয়েছে, বিদেশি ক্রেতারা তাঁদের অর্ডার কমিয়েছেন বা বাতিল করেছেন। উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় ৮৭ শতাংশ কারখানা পণ্য পাঠাতে বিলম্বের মুখে পড়েছে। এর ফলে সময়মতো সরবরাহ করতে না পারার ঝুঁকি বাড়ছে। আন্তর্জাতিক পোশাক ব্যবসায় নির্ধারিত সময়ে পণ্য পৌঁছানো গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় এ পরিস্থিতি ক্রেতাদের আস্থায় চাপ তৈরি করতে পারে।



- পোশাক রপ্তানিতে ঝুঁকি বাড়ছে
- গ্যাস-বিদ্যুৎ সংকটে উৎপাদন ব্যাহত
- বাড়ছে উৎপাদন খরচ, মূল্য বাড়াচ্ছেন না ক্রেতারা
- প্রতিযোগী দেশগুলোর সক্ষমতা বাড়ছে

এ প্রসঙ্গে বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খানও বলেছেন, কিছু আন্তর্জাতিক ক্রেতা ও ব্র্যান্ড সরবরাহ ঝুঁকি কমাতে বিভিন্ন দেশ থেকে পণ্য সংগ্রহ করছে। এর ফলে বাংলাদেশের কিছু অর্ডার অন্য দেশে যাওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। তবে এর অর্থ এই নয় যে বাংলাদেশের সব পোশাকের অর্ডার ব্যাপকভাবে অন্য দেশে চলে যাচ্ছে। বরং ক্রেতারা এখন সরবরাহকারী নির্বাচনের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য তৈরি করছেন এবং বিকল্প দেশগুলোর সক্ষমতা যাচাই করছেন। এই প্রবণতাই বাংলাদেশের জন্য বড় সতর্কবার্তা।

জ্বালানির সংকটে বাড়ছে খরচ : অর্ডারের পাশাপাশি উৎপাদন ব্যয়ও বড় সমস্যা হয়ে উঠেছে। বিকেএমইএর জরিপে ৭৮ শতাংশ নিট পোশাক কারখানা জানিয়েছে, জ্বালানির সংকটের কারণে তাদের আংশিক উৎপাদন বন্ধ রাখতে হয়েছে। প্রায় ৯০ শতাংশ কারখানা বিদ্যুৎ ঘাটতির কথা বলেছে।

গ্যাসের সরবরাহ কম থাকায় অনেক কারখানাকে ডিজেলচালিত জেনারেটর ও এলপিজি ব্যবহার করে উৎপাদন চালাতে হচ্ছে। এতে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বাবদ ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে। একই সঙ্গে উৎপাদন সক্ষমতাও কমছে।

বাড়তি এই ব্যয় ক্রেতাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার সুযোগ খুব সীমিত। বরং মূল্যস্ফীতি ও অতিরিক্ত মজুদের অজুহাতে ব্র্যান্ডগুলো কম দামে পণ্য কিনতে চাইছে। ফলে একদিকে উৎপাদন ব্যয় বাড়ছে, অন্যদিকে পণ্যের দাম বাড়ানো যাচ্ছে না। এতে রপ্তানিকারকদের মুনাফার মার্জিন সংকুচিত হচ্ছে।

জানতে চাইলে নিট পোশাক খাতের সংগঠন বিকেএমইএ সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম কালের কণ্ঠকে বলেন, 'গ্যাস ও বিদ্যুতের অনিশ্চয়তা এখন আমাদের সবচেয়ে বড় উদ্বেগ। উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় অনেক কারখানা সময়মতো পণ্য

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন | ৭১

তিন চাপে পোশাক খাত

সরবরাহ করতে পারছে না। এর প্রভাব এরই মধ্যে অর্ডার, উৎপাদন ব্যয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা সক্ষমতার ওপর পড়ছে।'

তিনি আরো বলেন, 'ক্রেতারা এখন দামের চেয়ে নির্ভরযোগ্য সরবরাহকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন। জ্বালানির সংকট দীর্ঘ হলে অর্ডার ধরে রাখা কঠিন হবে এবং প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলো সেই সুযোগ কাজে লাগাবে।'

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে সতর্কসংকেত : বাংলাদেশের পোশাক খাতের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের বাজারের সাম্প্রতিক তথ্যও সতর্ক হওয়ার মতো। মার্কিন বাণিজ্য বিভাগের অফিস অব টেক্সটাইলস অ্যান্ড অ্যাপারেলসের (ওটেক্সা) তথ্য অনুযায়ী, ২০২৬ সালের জানুয়ারি-জুলাই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি ৪৯৬ কোটি ডলার থেকে কমে প্রায় ৪৬৫ কোটি ডলারে নেমেছে।

তবে বাংলাদেশের অবস্থান পুরোপুরি দুর্বল হয়ে গেছে—এমন চিত্রও নেই। একই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের মোট পোশাক আমদানিও কমেছে। চীনের রপ্তানিতে বড় পতন হয়েছে। ফলে সংকুচিত বাজারে বাংলাদেশ এখনো গুরুত্বপূর্ণ সরবরাহকারী হিসেবে রয়েছে।

গবেষণাপ্রতিষ্ঠান নলেজ হাবের [illegible]

ব্যয় বৃদ্ধি, দীর্ঘ লিড টাইম এবং প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধির কারণে প্রতিযোগিতা আরো কঠিন হচ্ছে। এখনই উৎপাদনশীলতা ও সরবরাহব্যবস্থার দক্ষতা বাড়ানো না গেলে বাজার হিস্যা ধরে রাখা কঠিন হবে।'

কর্মসংস্থানে মিশ্র চিত্র : পোশাক খাতে চাপ বাড়লেও কর্মসংস্থানের চিত্র পুরোপুরি নেতিবাচক নয়। বিজিএমইএর তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে বিভিন্ন কারণে ৩০টি কারখানা বন্ধ হয়েছে। এতে প্রায় ১৪ হাজার শ্রমিকের চাকরি গেছে। অন্যদিকে একই সময়ে ৫৩টি নতুন কারখানা বিজিএমইএর সদস্য পদ পেয়েছে। এসব কারখানায় প্রায় ২৪ হাজার কর্মী কাজ করছেন। অর্থাৎ কিছু কারখানা বন্ধ হলেও নতুন বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের সুযোগও তৈরি হচ্ছে। তবে দীর্ঘ সময় ধরে উৎপাদন ব্যাহত হলে নতুন বিনিয়োগের গতি কমে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

সামনে বড় পরীক্ষা : পোশাক খাতের বর্তমান পরিস্থিতিকে শুধু জ্বালানির সংকট দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে না। বৈশ্বিক চাহিদা, ক্রেতাদের মূল্যচাপ, উচ্চ সুদহার, লজিস্টিকস ব্যয় এবং প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলোর সক্ষমতা—সব কটি বিষয় একসঙ্গে বাংলাদেশের প্রতিযোগিতা সক্ষমতাকে প্রভাবিত করছে।

[illegible]ই শিল্পসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মতে, প্রথম কাজ হওয়া [illegible]চিত নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা। [illegible]াশাপাশি বন্দর ও কাস্টমস ব্যবস্থার দক্ষতা বাড়িয়ে [illegible]ড টাইম কমাতে হবে। দীর্ঘ মেয়াদে শুধু কম খরচের পোশাক উৎপাদনের ওপর নির্ভর না করে কৃত্রিম তন্তু, উচ্চমূল্যের পোশাক এবং নতুন পণ্যে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের বাইরে নতুন বাজার তৈরির উদ্যোগও জোরদার করা দরকার।

এলডিসি উত্তরণের পর বাংলাদেশের বাণিজ্য সুবিধার কিছু পরিবর্তন আসবে। ফলে এখন থেকেই উৎপাদনশীলতা ও প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়ানো জরুরি।

কালের কণ্ঠ

ঢাকা। রবিবার। ১১ অক্টোবর ২০২৬
২৬ আশ্বিন ১৪৩৩। ২৯ রবিউস সানি ১৪৪৮

www.kalerkantho.com



মোট পোশাক রপ্তানিতে অপ্রচলিত বাজারগুলোর অবদান ছিল ১৭.১৩ শতাংশ। ছবি : কালের কণ্ঠ

অপ্রচলিত বাজারে পোশাক রপ্তানি বেড়েছে ৯.৪০%

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

- আয় হয়েছে ১৮১ কোটি ১৯ লাখ ডলার
- প্রথম তিন মাসে ইইউর বাজারে ৪৯০ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি হয়েছে
- মোট পোশাক রপ্তানিতে ইইউর অংশ ৪৬.৩৬ শতাংশ

চলতি ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে। জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ে অপ্রচলিত বাজারগুলোতে পোশাক রপ্তানি থেকে আয় হয়েছে ১৮১ কোটি ১৯ লাখ ডলার। আগের অর্থবছরের একই সময়ে এই আয় ছিল ১৬৫ কোটি ৬৩ লাখ ডলার। সে হিসাবে এসব বাজারে রপ্তানি আয় বেড়েছে ৯.৪০ শতাংশ।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে বাংলাদেশ থেকে মোট এক হাজার ৫৮ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে। আগের অর্থবছরের একই সময়ে রপ্তানি আয় ছিল ৯৯৭ কোটি ডলার। সে হিসাবে সামগ্রিক পোশাক রপ্তানি বেড়েছে ৬.১০ শতাংশ।

প্রধান বাজারে প্রবৃদ্ধি : বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের সবচেয়ে বড় বাজার ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। চলতি অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে এই বাজারে ৪৯০ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি হয়েছে। মোট পোশাক রপ্তানিতে ইইউর অংশ ৪৬.৩৬ শতাংশ। আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় এই বাজারে রপ্তানি আয় বেড়েছে ৩.৩৩ শতাংশ।

দ্বিতীয় বৃহত্তম বাজার যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হয়েছে ২২২ কোটি ডলারের পোশাক। মোট রপ্তানিতে দেশটির অংশ ২০.৯৯ শতাংশ। আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি আয় বেড়েছে ১০.৪০ শতাংশ।

যুক্তরাজ্য ও কানাডার বাজারেও রপ্তানি বেড়েছে। জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে যুক্তরাজ্যে পোশাক রপ্তানি থেকে আয় হয়েছে ১২৯ কোটি ২১ লাখ ৩০ হাজার ডলার। মোট রপ্তানিতে দেশটির অংশ ১২.২১ শতাংশ। এই বাজারে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৫.৯৪ শতাংশ।

অন্যদিকে কানাডায় পোশাক রপ্তানি থেকে আয় হয়েছে ৩৪ কোটি ৯৬ লাখ ৫০ হাজার ডলার। মোট রপ্তানিতে দেশটির অংশ ৩.৩১ শতাংশ। আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় কানাডায় রপ্তানি আয় বেড়েছে ৩.৮৫ শতাংশ।

নিট পোশাকে প্রবৃদ্ধি বেশি : পোশাকের ধরন অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে নিট পোশাক রপ্তানি বেড়েছে ৬.৮৮ শতাংশ। একই সময়ে ওভেন পোশাক রপ্তানি বেড়েছে ৫.১১ শতাংশ। অর্থাৎ, ওভেনের তুলনায় নিট পোশাক রপ্তানিতে বেশি প্রবৃদ্ধি হয়েছে।

সামগ্রিকভাবে, প্রচলিত বড় বাজারের পাশাপাশি অপ্রচলিত বাজারেও বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি বেড়েছে। তবে মোট পোশাক রপ্তানিতে অপ্রচলিত বাজারগুলোর অবদান ছিল ১৭.১৩ শতাংশ।

প্রথম আলো
মঙ্গলবার, ৬ অক্টোবর ২০২৬, ২১ আশ্বিন ১৪৩৩

দিনে গড়ে ১৪টির বেশি মরদেহ দেশে এসেছে

প্রবাসী শ্রমিকের মৃত্যু

প্রবাসে মৃত্যু বাড়ছে। মৃত্যুর সনদে উল্লেখ করা কারণ স্বাধীনভাবে যাচাইয়ের ব্যবস্থা নেই।

মহিউদ্দিন, ঢাকা

কম্বোডিয়ার টাইলস কারখানায় কাজ করতেন পাবনার আল আমিন। কাজের সময় শতাধিক টাইলসের নিচে চাপা পড়ে মারা যান তিনি। গত ২৭ সেপ্টেম্বর দেশে আসে তাঁর মরদেহ। তিনি মারা যান ২০২৫ সালের ১২ এপ্রিল। মরদেহ দেশে আসতে সময় লেগে যায় প্রায় দেড় বছর।

মৃত্যুর খবর পেয়ে ঢাকায় এসে বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাকের সহায়তায় ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডে আবেদন করে আল আমিনের শ্যালক মাসুম খান। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, কম্বোডিয়ায় দূতাবাস নেই। কল্যাণ বোর্ড থেকে আবেদনটি পাঠানো হয় থাইল্যান্ডে। মরদেহটি কোথায় আছে, তা খুঁজে বের করতে পারেনি দূতাবাস। এটি জানতে পেরে তিনি প্রবাসীদের মাধ্যমে দেশটির স্থানীয় পুলিশের নম্বর সংগ্রহ করে কল্যাণ বোর্ডকে সহায়তা করেন।

মরদেহ আনতে এমন হয়রানির ঘটনা অহরহ নয়। ব্র্যাক অভিবাসন কর্মসূচি বলছে, বিদেশে প্রবাসী কর্মীর মৃত্যুর ঘটনা বাড়ছে। সৌদি আরবে কিছু কর্মীকে দাফন করা হয় স্থানীয়ভাবে। তবে অধিকাংশ মরদেহ দেশে আনতে চায় পরিবার। নিয়মিত কর্মী হলে মরদেহ মোটামুটি সময়মতো দেশে আসে; কিন্তু কর্মী কোনো কারণে অনিয়মিত হয়ে গেলে (বৈধ কাগজ না থাকা) দীর্ঘ সময় লেগে যায় মরদেহ আনতে।

প্রবাসে কোনো কর্মী মারা গেলে তাঁর মরদেহ দেশে আনার দায়িত্ব নেয় প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড। বোর্ডের কর্মকর্তারা বলছেন, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে মরদেহ আনার আগে একাধিক দপ্তর থেকে অনুমোদন নিতে হয়। এতে কিছুটা সময় লেগে যায়। তবে এটি আগের চেয়ে কমেছে; আর যেসব দেশে দূতাবাস নেই, সেখান থেকে মরদেহ আনতে বেশি সময় লাগে।

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের তথ্য বলছে, ২০১৯ সালে ৩ হাজার ৬৫১ প্রবাসীর মরদেহ আসে দেশে। ২০২০ সালে এটি কমে হয় ৩ হাজার ১৪০ জন। মূলত করোনা মহামারির সময় অনেকে মরদেহ দেশে না এনে স্থানীয়ভাবে দাফন করেন। ২০২১ সাল থেকে দেশে আসা মরদেহ বাড়তে থাকে। করোনাকাল বাদ দিয়ে সাধারণ সময় মৃতের ১ শতাংশের কম দাফন হয় গন্তব্য দেশগুলোতে।

এ বছর জানুয়ারি থেকে গত ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত (মোট ২৭৩ দিন) ৯ মাসে দেশে এসেছে ৪ হাজার ৬০টি মরদেহ। এ হিসাবে দিনে মরদেহ এসেছে গড়ে ১৪টির বেশি। সবচেয়ে বেশি কর্মী মারা যান সৌদি আরবে। এ বছর দেশটিতে মারা গেছেন প্রায় ২ হাজার। যদিও বিদেশে বৃহত্তম কর্মসংস্থান হলো সৌদি আরব। এ বছরও সবচেয়ে বেশি কর্মী গেছেন দেশটিতে। এরপর সবচেয়ে বেশি কর্মী মারা গেছেন মালয়েশিয়ায়। দেশটিতে আড়াই বছর ধরে কর্মসংস্থান বন্ধ হয়ে আছে।

অভিবাসন খাত নিয়ে নিয়মিত কাজ করে, এমন বেসরকারি সংস্থা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকর্তারা বলছেন, কর্মী যে দেশে মারা যান, সেখান থেকে মৃত্যুর একটি কারণ লিখে পাঠানো হয়। রোগসহ স্বাভাবিক মৃত্যু দেখানো হয় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে। কর্মক্ষেত্রে নির্যাতন, খুন, আত্মহত্যায় বাধ্য করার অভিযোগ আছে; কিন্তু বিদেশে কর্মীদের মৃত্যুর কোনো কারণ বাংলাদেশের পক্ষ থেকে যাচাই করা হয় না। এভাবে দায়সারাভাবে মৃত্যুর কারণ বলে দেওয়াটা পরিবারের জন্য অসম্মানজনক।



প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী ১ অক্টোবর প্রথম আলোকে বলেন, বিএনপি সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে প্রবাসীদের চিকিৎসাসহায়তা বাড়ানো হয়েছে। মৃতদেহ দ্রুত দেশে আনতে কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে। যাঁরা অনিয়মিত কর্মী, তাঁদের মরদেহ আনতেও সরকার যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। বিদেশে মৃত্যুর কারণ যাচাই করতে করণীয় ঠিক করা হবে।

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড বলছে, মৃত্যুর পর কর্মীর পরিবার থেকে আবেদন করতে হয়। কর্মী যদি দেশ থেকে বাংলাদেশ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) ছাড়পত্র নিয়ে বিদেশে গিয়ে থাকেন বা বিদেশে যাওয়ার পর দূতাবাস থেকে সদস্য নিবন্ধন নেন; তাহলে তাঁর মরদেহ আনার খরচ কল্যাণ বোর্ডের। এর কোনোটি না থাকলেও বোর্ডে আবেদন করতে পারে পরিবার। সে ক্ষেত্রে বোর্ড থেকে প্রস্তাব পাঠানো হয় প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে। মন্ত্রণালয় থেকে মরদেহ দেশে আনতে খরচ দেওয়া হয়, এটি প্রতিবছর বাজেটে বরাদ্দ থাকে।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু ১৬ শতাংশের বেশি

প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের তথ্য বলছে, আগে প্রায় ৭০ শতাংশ মরদেহের সঙ্গে আসা কাগজপত্রে কারণ হিসেবে স্বাভাবিক মৃত্যু লেখা থাকত। এ বছর প্রথম ৯ মাসে ৬৬ শতাংশের মৃত্যুর কারণ স্বাভাবিক উল্লেখ করা হয়েছে; আর দুর্ঘটনাসহ নানা কারণে বাকি ৩৪ শতাংশের মৃত্যু হয়েছে।

মোট মৃত্যুর কারণ বিশ্লেষণে দেখা যায়, সড়ক দুর্ঘটনা, কাজের ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা, আগুনে পোড়া, ভবন থেকে পড়ে যাওয়া ও বিদ্যুতায়িত হয়ে এ বছর মারা গেছে ১৬ শতাংশের বেশি।

এর আগে ২০২৩ সালে প্রবাসে মৃত কর্মীদের পাঁচ বছরের তথ্য বিশ্লেষণ করেছে ওয়েজ আনার্স কল্যাণ বোর্ড। ২০১৮ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত ৫ বছরে ১৮ হাজার ১৬৬টি মরদেহ দেশে আসে। এর মধ্যে সড়ক দুর্ঘটনা, কর্মস্থলে দুর্ঘটনা, আগুনে পোড়া, ভবন থেকে পড়ে যাওয়া ও বৈদ্যুতিক শকে মারা গেছেন ৩ হাজার ৬৯৮ জন। সবচেয়ে বেশি মারা গেছেন সড়ক দুর্ঘটনায়, ২ হাজার ৬৪৯ জন।

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের তথ্য বলছে, ২০১৯ সালে ৩ হাজার ৬৫১ প্রবাসীর মরদেহ আসে দেশে। ২০২০ সালে এটি কমে হয় ৩ হাজার ১৪০ জন। মূলত করোনা মহামারির সময় অনেকে মরদেহ দেশে না এনে স্থানীয়ভাবে দাফন করেন। ২০২১ সাল থেকে দেশে আসা মরদেহ বাড়তে থাকে। করোনাকাল বাদ দিয়ে সাধারণ সময় মৃতের ১ শতাংশের কম দাফন হয় গন্তব্য দেশগুলোতে।

সব মিলিয়ে ২০ শতাংশের বেশি প্রবাসী মারা যান কর্মক্ষেত্রের বিভিন্ন দুর্ঘটনায়। কর্মক্ষেত্রে আসা-যাওয়া ও কাজের সময় এসব দুর্ঘটনা ঘটে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।

নোয়াখালীর ফয়েজ আহম্মেদ ১০ বছর ধরে সৌদি আরবে কাজ করতেন। সাত মাস ধরে তাঁর সঙ্গে কাজে যোগ দিয়েছিলেন ছোট ভাই সুজন আহম্মেদ। দুজন মিলে একই গাড়িতে করে খেজুর পরিবহনের কাজ করতেন। গত ১৬ জুলাই এক সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান দুই ভাই। ২৮ জুলাই দেশে আসে মরদেহ। তাঁদের বাবা আবদুল মালেক প্রথম আলোকে বলেন, হঠাৎ সব শেষ হয়ে গেল। মরদেহ দাফনে ৩৫ হাজার টাকা করে ৭০ হাজার টাকা দিয়েছে কল্যাণ বোর্ড।

দেশে আসা প্রতিটি মৃতদেহ দাফনে ৩৫ হাজার টাকা নগদ সহায়তা দেয় কল্যাণ বোর্ড। এরপর তিন লাখ টাকা করে আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়। এর বাইরে এখন জীবন বিমার সুবিধা পায় কর্মীর পরিবার; আর বিদেশে কোনো ক্ষতিপূরণ দাবি থাকলে তা দূতাবাসের মাধ্যমে আদায় করে দেওয়া হয়। মৃত কর্মীর বকেয়া থাকলে তা-ও আদায়ের উদ্যোগ নেয় দূতাবাস। কল্যাণ বোর্ডের তথ্য বলছে, এ বছর প্রথম ৬ মাসে মরদেহ দাফনে ৯ কোটি ৪৫ লাখ টাকা দেওয়া হয়েছে; আর আর্থিক অনুদান হিসেবে দেওয়া হয়েছে ৬১ কোটি ৫৬ লাখ টাকা। কর্মীদের বিমাসুবিধা দেওয়া হয়েছে ৪৪ কোটি টাকার বেশি। বিদেশ থেকে ক্ষতিপূরণ, বকেয়া ও বিমা আদায় করে দেওয়া হয়েছে প্রায় ৭৫ কোটি টাকা।

কর্মীদের আর্থিক অনুদান, ক্ষতিপূরণ, বিমাসুবিধা আদায় নিয়ে নানা অভিযোগ আছে। খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, আবেদন করার পর দিনের পর দিন কল্যাণ বোর্ডে ঘুরতে হয়। কারও কারও সহায়তা পেতে পেতে পরিবারের অবস্থা শোচনীয় হয়ে যায়; আর বিদেশ থেকে সব হারিয়ে ফিরে আসা অনিয়মিত কর্মীরা সরকারের এসব সুবিধা পান না।

কারণ জানা গেলে কমতে পারে মৃত্যু

অভিবাসন খাতের গবেষণা সংস্থাগুলো বলছে, মধ্যপ্রাচ্যে বাংলাদেশি শ্রমিকদের বড় অংশ কাজ করে মূলত অবকাঠামো নির্মাণ খাতে। দিনের বেলায় প্রচণ্ড তাপের মধ্যে তাদের কাজ করতে হয়। এতে তাপজনিত নানা রোগে শুধু কিডনি নয়, মস্তিষ্ক থেকে শুরু করে শরীরের সব অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এসব দেশে তাপ আরও বাড়ছে। মধ্যপ্রাচ্যে প্রবাসীদের মৃত্যুঝুঁকি বাড়াচ্ছে অতিরিক্ত তাপ। প্রচণ্ড তাপ ও সূর্যালোকে দীর্ঘ সময় কাজ করার কারণে তাঁদের দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি হয়। যে জন্য আজীবন চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। দিনে ও রাতে তাপমাত্রা বৃদ্ধি শরীরে ক্রমবর্ধমান চাপ সৃষ্টি করে এবং শ্বাসতন্ত্র, হৃদ্‌রোগ, বহুমূত্র ও কিডনির রোগের প্রভাবকে বাড়িয়ে তুলতে পারে। এতে অকালমৃত্যুও ঘটে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, এসব মৃত্যুর কারণ জানা গেলে প্রতিরোধে নানা ব্যবস্থা নিতে পারবে সরকার।

প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, বিদেশে কর্মী পাঠানোর আগে বিএমইটি প্রশিক্ষণ দেয়। এতে গন্তব্য দেশের নিয়মকানুন, আচার-আচরণসহ নিরাপত্তা সচেতনতা বিষয়ে বিদেশগামী কর্মীদের ধারণা দেওয়া হয়। এটি মাত্র তিন দিনের কর্মশালা, যাতে কোনো কিছুই ভালো করে শেখানো হয় না। যে দেশে কাজে যাচ্ছেন, সে দেশের কাজের ধরন, পরিবেশ ও চাপ সামলানোর কৌশল, কর্মঘণ্টা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণাসহ কীভাবে ভিন্ন পরিবেশে নিজেকে সুস্থ রাখা যায়, তার প্রশিক্ষণ দেওয়া দরকার।

সময়ের আলো
বুধবার। ৭ অক্টোবর ২০২৬।

এশিয়ার বাজারে বাংলাদেশের রফতানি সম্ভাবনা বাড়ছে

নিজস্ব প্রতিবেদক



রফতানির পুরোনো গন্তব্য যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের বাইরে এশিয়ার বড় অর্থনীতিগুলোতে বাংলাদেশের পণ্যের বাজার ধীরে ধীরে বিস্তৃত হচ্ছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম ৩ মাসের পরিসংখ্যান বলছে, চীন, ভারত ও দক্ষিণ কোরিয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ বাজারে বাংলাদেশের রফতানি বেড়েছে। জাপানেও রফতানি ধরে রেখেছে ইতিবাচক প্রবণতা। ফলে দীর্ঘদিন ধরে আলোচনায় থাকা রফতানি বাজার বহুমুখীকরণের ক্ষেত্রে এশিয়া এখন বাংলাদেশের জন্য নতুন সম্ভাবনার ক্ষেত্র হয়ে উঠছে।

রফতানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) সর্বশেষ পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে দেখা যায়, চলতি ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে এশিয়ার কয়েকটি বড় বাজারে বাংলাদেশের পণ্য রফতানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। একই সময়ে দেশের মোট পণ্য রফতানি আয়ও ৬ দশমিক ৩৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

চীনের বাজারে এই সময়ে বাংলাদেশের রফতানি আয় হয়েছে ২২ কোটি ৫৪ লাখ ১০ হাজার মার্কিন ডলার। গত অর্থবছরের একই সময়ে এর পরিমাণ ছিল ২০ কোটি ৬১ লাখ ৮০ হাজার ডলার। অর্থাৎ এক বছরের ব্যবধানে দেশটিতে রফতানি বেড়েছে ৯ দশমিক ৩৩ শতাংশ।

শুধু চীন নয়, দক্ষিণ কোরিয়ার বাজারেও প্রবৃদ্ধি হয়েছে। জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে দেশটিতে বাংলাদেশ ১৩ কোটি ৪৫ লাখ ৫০ হাজার ডলারের পণ্য রফতানি করেছে। গত বছরের একই সময়ে রফতানি ছিল ১২ কোটি ৫৪ লাখ ১০ হাজার ডলার। এ হিসাবে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৭ দশমিক ২৯ শতাংশ।

বাংলাদেশের অন্যতম প্রতিবেশী ও বড় বাণিজ্য অংশীদার ভারতের বাজারেও রফতানি বেড়েছে। প্রথম প্রান্তিকে ভারতে রফতানি হয়েছে প্রায় ৫১ কোটি ডলারের পণ্য। গত বছরের একই সময়ে এই অঙ্ক ছিল ৪৮ কোটি ৩৭ লাখ ১০ হাজার ডলার। ফলে দেশটিতে রফতানি প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৫ দশমিক ৪৪ শতাংশে। এশিয়ার উন্নত অর্থনীতির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বাজার জাপানেও রফতানি সামান্য হলেও বেড়েছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম ৩ মাসে দেশটিতে ৩৯ কোটি ৯১ লাখ ১০ হাজার ডলারের পণ্য পাঠিয়েছে বাংলাদেশ। গত বছরের একই সময়ে রফতানি হয়েছিল ৩৯ কোটি ৬১ লাখ ১০ হাজার ডলারের। অর্থাৎ এক বছরের ব্যবধানে রফতানি কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে।

গতি বেড়েছে সামগ্রিক রফতানিতেও

এশিয়ার বাজারগুলোতে রফতানি বৃদ্ধির পাশাপাশি সামগ্রিক রফতানি আয়ের চিত্রও ইতিবাচক। ইপিবির হিসাবে, চলতি অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে দেশের মোট পণ্য রফতানি আয় হয়েছে ১ হাজার ৩০৯ কোটি মার্কিন ডলার। গত বছরের একই সময়ে আয় হয়েছিল ১ হাজার ২৩১ কোটি ডলার। অর্থাৎ এক বছরের ব্যবধানে রফতানি আয় বেড়েছে ৬ দশমিক ৩৪ শতাংশ।

তবে এশিয়ার বড় বাজারগুলোতে রফতানি বৃদ্ধির বিষয়টি শুধু সাময়িক প্রবৃদ্ধির পরিসংখ্যান হিসেবে দেখছে না ইপিবি। সংস্থাটির মতে, এসব বাজারে বাংলাদেশের পণ্যের উপস্থিতি বাড়ানোর পাশাপাশি নতুন পণ্য প্রবেশ করাতে পারলে রফতানির পরিধি আরও বড় করার সুযোগ রয়েছে।

ইপিবির ভাইস চেয়ারম্যান মোহাম্মদ হাসান আরিফ বলেন, এশিয়ার বাজারে বাংলাদেশের অবস্থান আরও শক্তিশালী করতে হলে প্রতিটি বাজারের চাহিদা, ভোক্তার পছন্দ এবং পণ্যের সম্ভাবনা আলাদাভাবে বিবেচনা করে কাজ করতে হবে। একই সঙ্গে পণ্যভিত্তিক রফতানি সক্ষমতা বাড়ানোর ওপরও গুরুত্ব দিতে হবে।

চীনের বাজারকে বিশেষভাবে সম্ভাবনাময় হিসেবে দেখছেন তিনি। হাসান আরিফের মতে, চীনের বিশাল ভোক্তা বাজারে বাংলাদেশের নতুন নতুন পণ্যের জন্য জায়গা তৈরি করার সুযোগ রয়েছে। দেশটির ক্রমবর্ধমান চাহিদাকে কাজে লাগাতে পারলে বাংলাদেশের রফতানি আরও বাড়ানো সম্ভব।

চীনের বাজারে পণ্য বহুমুখীকরণের বিষয়েও কাজ করছে ইপিবি। বিশাল বাজার ও ভোক্তাদের পরিবর্তনশীল চাহিদার কারণে সেখানে প্রচলিত পণ্যের পাশাপাশি নতুন ধরনের পণ্য নিয়ে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে বলে মনে করছে সংস্থাটি।

এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলাগুলোতেও অংশ নিচ্ছে বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা। ইপিবির সহযোগিতায় কয়েকটি বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠান ১০ম চীন-দক্ষিণ এশিয়া এক্সপো এবং ৩০তম চায়না কুনমিং আমদানি- রফতানি মেলা ২০২৬-এ অংশ নিয়েছে।

ইপিবির কর্মকর্তাদের মতে, এ ধরনের আয়োজনে অংশগ্রহণের ফলে শুধু পণ্য প্রদর্শনের সুযোগই তৈরি হয় না; সম্ভাব্য ক্রেতাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ, বাজারের চাহিদা বোঝা এবং নতুন ব্যবসায়িক সম্পর্ক তৈরির সুযোগও পাওয়া যায়।

ভারতের বাজারে বড় সুযোগ, আছে বাধাও

বাংলাদেশের জন্য ভারতের বাজারের গুরুত্ব আলাদা। দুই দেশের ভৌগোলিক নৈকট্য, বিশাল ভোক্তা বাজার এবং আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্যের সুযোগের কারণে দেশটিতে রফতানি আরও বাড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে।

হাসান আরিফ বলেন, ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের ভৌগোলিক দূরত্ব কম হওয়ায় বাণিজ্য সম্প্রসারণের সুযোগ অনেক। তবে শুল্ক ও অশুল্ক বাধা এখনও রফতানি বাড়ানোর পথে বড় চ্যালেঞ্জ। এসব প্রতিবন্ধকতা কমাতে কাজ চলছে।

এদিকে দক্ষিণ কোরিয়ার বাজারেও তৈরি পোশাকের বাইরে বাংলাদেশের পণ্যের পরিধি বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে। ইপিবির মতে, চামড়াজাত পণ্য, জুতা, পাটজাত পণ্য, গৃহসজ্জার বস্ত্র, ওষুধ ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্য দক্ষিণ কোরিয়ার বাজারে সম্ভাবনাময় হতে পারে।

জাপানের ক্ষেত্রেও একই ধরনের সুযোগ রয়েছে। দেশটিতে চামড়াজাত পণ্য, জুতা, পাটজাত পণ্য, গৃহসজ্জার বস্ত্র, প্রক্রিয়াজাত খাদ্য ও ওষুধের পাশাপাশি হালকা প্রকৌশল পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের সম্ভাবনা রয়েছে।

বিশেষজ্ঞ ও রফতানি খাতসংশ্লিষ্টদের আলোচনায় দীর্ঘদিন ধরেই একটি বিষয় গুরুত্ব পাচ্ছে– বাংলাদেশের রফতানি কয়েকটি প্রচলিত বাজার ও সীমিতসংখ্যক পণ্যের ওপর বেশি নির্ভরশীল। এ অবস্থায় এশিয়ার বড় অর্থনীতিগুলোতে বাজার সম্প্রসারণের পাশাপাশি পণ্যের বৈচিত্র্য বাড়ানোও জরুরি।

NEWAGE
DAY, OCTOBER 8, 2026, ASHWIN 23, 1433 BS

RMG exports to US decline 4.17pc in 8 months

Staff Correspondent
Dhaka

BANGLADESH'S readymade garment exports to the United States fell 4.17 per cent to $5.39 billion in the January-August period of 2026 from $5.64 billion in the corresponding period of 2025, according to the latest data from the US Office of Textiles and Apparel.

In terms of export value, Bangladesh also slipped to third among US apparel suppliers as China, despite a steep fall in shipments, moved ahead to regain second place.

Bangladesh remained the third-largest supplier in terms of market share, accounting for 10.75 per cent of US apparel imports during the period.

However, Bangladesh's apparel exports to the US posted more than 10 per cent growth in August, rising to $735 million from $661 million in the same month a year earlier.

The US imported apparel worth $49.08 billion from global suppliers in the first eight months of 2026, down 7.1 per cent from $52.82 billion in the corresponding period of 2025.

> **"Bangladesh's traditional low-cost advantage might no longer be sufficient to ensure continued gains in market share.**
>
> **—World Bank report**

In terms of volume, US apparel imports fell 8.71 per cent to 15.43 billion square metre equivalents or SMEs from 16.9 billion SMEs.

Exporters have said weaker consumer spending in the US is weighing on demand and affecting export growth among major apparel-supplying countries.

The World Bank's Bangladesh Development Update, released on Tuesday, also said Bangladesh's competitiveness on the US market was eroding, as sourcing decisions were increasingly being shaped not only by cost but also by flexibility, compliance capabilities, supply chain transparency and the ability to adapt to a complex regulatory environment.

'Bangladesh's traditional low-cost advantage might no longer be sufficient to ensure continued gains in market share,' it said.

The report said that Bangladesh remained one of the most important apparel suppliers to the US, but its relative position could face growing challenges.

Vietnam continued to outperform Bangladesh in flexibility and responsiveness, while Guatemala, Egypt, Jordan and Indonesia were attracting growing interest as buyers sought more geographically balanced sourcing, it said.

Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association executive president Fazlee Shamim Ehsan earlier told New Age that the ongoing US-Middle East conflict had contributed to a slowdown in the US economy, weakening consumers' purchasing power and reducing demand for apparel.

In volume terms, Bangladesh's RMG exports to the US also fell 2.53 per cent to 1.76 billion SMEs in January-August 2026 from 1.81 billion SMEs in the same period of 2025.

The average unit price of Bangladeshi garments on the US market fell 1.73 per cent to $3.07 per SME from $3.13 a year earlier, while the global average price increased 1.71 per cent to $3.18 from $3.13.

Bangladesh's unit price had matched the global average a year earlier but fell below it in the latest period, indicating that Bangladeshi exporters received lower prices even as the global average edged up.

Mohiuddin Rubel, former director of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, said that declining imports and weaker consumer spending in the US had affected major apparel suppliers.

Although China had overtaken Bangladesh, he said that the development might not be sustainable given the trade relations between the two countries.

Vietnam remained the largest apparel supplier to the US, shipping goods worth $10.98 billion in the first eight months of 2026, down 0.58 per cent from $11.04 billion a year earlier. Its market share stood at 22.54 per cent as its rivals recorded sharper declines.

US apparel imports from China fell 29.3 per cent to $5.63 billion from $7.96 billion, but China regained the second position with an 11.22 per cent market share.

Indonesia's apparel exports to the US increased 2.8 per cent to $3.20 billion from $3.11 billion, raising its market share to 6.41 per cent,

Cambodia's exports increased 7.18 per cent to $3.15 billion from $2.94 billion, while its market share rose to 6.81 per cent.

India's apparel exports to the US fell 26.31 per cent to $2.74 billion from $3.72 billion, leaving it with a 5.36 per cent market share.

Imports from Mexico declined 8.37 per cent to $1.60 billion, while those from Pakistan fell 3.64 per cent to $1.51 billion. Their market shares were 3.28

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। বুধবার। ৭ অক্টোবর ২০২৬

দুই সার কারখানা অচল বাড়ছে আমদানিনির্ভরতা

নিখিল ভদ্র ▷

- গুদামে সারের মজুদের হিসাব নিয়ে সংসদ সদস্যদের প্রশ্ন
- পুরো সার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জানতে চেয়েছে দুই সংসদীয় কমিটি

দেশে সারের মজুদের হিসাবের পাশাপাশি নিজস্ব উৎপাদনব্যবস্থা নিয়ে বড় ধরনের সংকট চলছে। গ্যাসসংকটে জামালপুরের যমুনা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জে সার কারখানায় দীর্ঘ সময় ধরে উৎপাদন বন্ধ রয়েছে। এতে বাড়ছে সারের আমদানিনির্ভরতা।

এমন প্রেক্ষাপটে দেশে সারের পর্যাপ্ত মজুদ রয়েছে—কৃষি মন্ত্রণালয়ের এই দাবির সঙ্গে মাঠের বাস্তবতার মিল খুঁজে পাচ্ছেন না সংসদ সদস্যদের অনেকে। জাতীয় সংসদের কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির বৈঠকে সরকারি ও বিরোধী দলের একাধিক সদস্য তাঁদের নির্বাচনী এলাকায় কৃষকদের চাহিদামতো সার না পাওয়ার অভিযোগ করেছেন।

এমন পরিস্থিতিতে উদ্বেগজনক তথ্য এসেছে জাতীয় সংসদের সরকারি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত কমিটির বৈঠক থেকে। গ্যাসসংকটে জামালপুরের যমুনা সার কারখানায় গত দুই বছরে উৎপাদন হয়েছে মাত্র তিন দিন। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জ সার কারখানায় ১৯ মাস ধরে ইউরিয়া উৎপাদন বন্ধ। অর্থাৎ দেশে সারের মজুদের হিসাবের পাশাপাশি দেশের নিজস্ব উৎপাদনব্যবস্থা নিয়েও বড় ধরনের সংকট চলছে। এই প্রেক্ষাপটে সারের সংকটকে শুধু 'মজুদ আছে কি নেই'—এই প্রশ্নে সীমাবদ্ধ না রেখে উৎপাদন, আমদানি, সরকারি গুদাম থেকে ডিলার এবং ডিলার থেকে কৃষকের হাতে পৌঁছানো পর্যন্ত পুরো সার ব্যবস্থাপনা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে বৈঠকে। কমিটির পক্ষ থেকে পুরো সার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানাতে বলা হয়েছে।

সংসদীয় কমিটির বৈঠকের কার্যবিবরণী থেকে এসব তথ্য পাওয়া গেছে। জাতীয় সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির বৈঠকে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়, চলতি ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ইউরিয়া, টিএসপি, ডিএপি ও এমওপি মিলিয়ে সারের চাহিদা ৫৮ লাখ ৫০০ টন। জুলাই থেকে ১৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এসব সারের ১২ লাখ ১৯ হাজার টন বিতরণ হয়েছে। ১৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মজুদ ছিল ১২ লাখ ৫৭ হাজার ৯০০ টন, যা আগের অর্থবছরের একই হিসাবের চেয়ে বেশি। কিন্তু এই হিসাব নিয়ে প্রশ্ন তোলেন কয়েকজন সংসদ সদস্য।

রাজশাহী-৪ আসনের সংসদ সদস্য আবদুল বারী সরদার জানান, সরকারের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী সংকট না থাকলেও বাস্তবে কৃষকরা সার পাচ্ছেন না। তাই বিষয়টি যাচাই করা প্রয়োজন বলে মনে করেন তিনি।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের আরেক হিসাব অনুযায়ী, অক্টোবর থেকে আগামী ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চার ধরনের সারের সম্ভাব্য চাহিদা ৩৫ লাখ ২০ হাজার টন। এর বিপরীতে সরকারি মজুদ ৫১ লাখ ৮৩ হাজার টন। অর্থাৎ মজুদ সম্ভাব্য চাহিদার চেয়ে প্রায় ১৬ লাখ ৬৩ হাজার টন বেশি। এই পরিস্থিতিকে সরবরাহ ও বিতরণ ব্যবস্থার সমস্যা হিসেবে দেখছেন সংসদ সদস্যরা। তাঁরা বলেছেন, সরকারি গুদামে সার থাকার অর্থই কৃষকের জমির পাশে সার থাকার নিশ্চয়তা নয়। গুদাম থেকে ডিলারের কাছে, ডিলারের গুদাম থেকে খুচরা বিক্রেতা বা কৃষকের কাছে—প্রতিটি ধাপে সরবরাহের স্বচ্ছতা ও নজরদারি নিশ্চিত না হলে জাতীয় পর্যায়ের মজুদ মাঠ পর্যায়ের প্রাপ্যতায় রূপ নেয় না।

এ বিষয়ে কৃষিমন্ত্রী মো. আমিন উর রশীদ বৈঠকে জানান, সার ডিলার নিয়োগে স্বচ্ছতা আনতে 'সার ডিলার নিয়োগ ও সার বিতরণসংক্রান্ত নীতিমালা-২০২৬' জারি করা হয়েছে। সরবরাহ ব্যবস্থাপনায় কোনো অনিয়ম আছে কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

জবাবে সংসদ সদস্যরা বলেন, নীতিমালা থাকলেই হবে না, সেটির বাস্তব প্রয়োগ এবং কৃষকের কাছে সার পৌঁছানোর বিষয়টি মাঠ পর্যায়ে কিভাবে তদারক করা হচ্ছে, সেটিও স্পষ্ট হতে হবে। পরে কমিটির পক্ষ থেকে সার বিতরণ ব্যবস্থাপনায় মনিটরিং জোরদারের সুপারিশ করা হয়েছে।

এ বিষয়ে কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সভাপতি শাহাদাত হোসেন সেলিম কালের কণ্ঠকে বলেন, সার নিয়ে বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। সেখানে নওগাঁ ও রাজশাহী এলাকায় কিছুটা সংকটের কথা আলোচনায় এসেছে। কোথাও কোথাও গুজব ছড়িয়ে এবং পালিয়ে যাওয়া কিছু ডিলারের কারণে পরিস্থিতি জটিল হচ্ছে বলে জানা গেছে। কমিটির পক্ষ থেকে মনিটারিং জোরদারের পাশাপাশি পালিয়ে যাওয়া ডিলারদের শূন্যস্থান পূরণ এবং নতুন ডিলার নিয়োগে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের বাসিন্দাদের অগ্রাধিকার দিতে বলা হয়েছে।

সমকাল
শনিবার। ১০ অক্টোবর ২০২৬

মালয়েশিয়ায় ১১ বাংলাদেশিসহ আটক ২০

■ সমকাল ডেস্ক

মালয়েশিয়ায় বিদেশি কর্মী সরবরাহের কোটা অপব্যবহারে জড়িত থাকার সন্দেহে ১১ বাংলাদেশিসহ ২০ জনকে আটক করেছে দেশটির অভিবাসন বিভাগ। আটকদের বয়স ২৩ থেকে ৪৭ বছরের মধ্যে। গতকাল তামান দাতুক আহমাদ রাজালিতে বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।

মালয়েশিয়ার অভিবাসন বিভাগের মহাপরিচালক দাতুক জাকারিয়া শাবান জানান, সকাল সাড়ে ৭টায় অভিযান শুরু হয়। পুত্রজায়ায় অভিবাসন বিভাগের সদরদপ্তরের গোয়েন্দা ও বিশেষ অভিযান বিভাগ এ অভিযান পরিচালনা করে। এতে কৌশলগত কমপ্লায়েন্স শাখা এবং অভ্যন্তরীণ রাজস্ব বোর্ডের (আইআরবি) গোয়েন্দা ও প্রোফাইলিং বিভাগ সহযোগিতা করে।

তিনি বলেন, জনসাধারণের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য এবং বিভাগের সংগৃহীত গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে এ অভিযান চালানো হয়। গতকাল দেওয়া এক বিবৃতিতে জাকারিয়া বলেন, আটক ব্যক্তিদের মধ্যে দুই বাংলাদেশি পুরুষ রয়েছেন, যাদের ওই প্রতিষ্ঠানের মালিক ও ব্যবস্থাপক বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ ছাড়া ছয়জন মালয়েশীয় নারীকর্মী এবং ১২ জন বিদেশি গ্রাহক রয়েছেন। বিদেশি গ্রাহকদের মধ্যে ৯ জন বাংলাদেশি পুরুষ ও তিনজন ইন্দোনেশীয় নারী।

অভিযান চালিয়ে ২৬৫টি বাংলাদেশি পাসপোর্ট, ৬৩টি ইন্দোনেশীয় পাসপোর্ট, ১২টি পাকিস্তানি পাসপোর্ট এবং একটি ভারতীয় পাসপোর্ট জব্দ করা হয়েছে। এ ছাড়া নগদ অর্থে ছয় হাজার ৭০০ মালয়েশীয় রিঙ্গিত জব্দ করা হয়েছে।

জাকারিয়া জানান, প্রাথমিক তদন্তে দেখা গেছে, চক্রটি কথিত 'এ-টু-বি' নিয়োগকর্তা ব্যবস্থা ব্যবহার করত। এ ব্যবস্থায় একটি প্রতিষ্ঠান (নিয়োগকর্তা এ) বিদেশি কর্মী নিয়োগের কোটা অনুমোদন করিয়ে অস্থায়ী কর্মসংস্থান ভিজিট পাসের (পিএলকেএস) আওতায় কর্মীদের মালয়েশিয়ায় নিয়ে আসত। কিন্তু পরে মূল নিয়োগকর্তার প্রতিষ্ঠানে কাজ করানোর পরিবর্তে মুনাফার বিনিময়ে অন্য একটি প্রতিষ্ঠানে (নিয়োগকর্তা বি) তাদের সরবরাহ করা হতো।

বিদেশি কর্মী নিয়োগের কোটা অনুমোদন পেতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রকৃত অবস্থা ও পরিচিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, এমন তথ্য জমা দেওয়ার অভিযোগও রয়েছে চক্রটির বিরুদ্ধে।

তদন্তে আরও দেখা গেছে, যেসব প্রতিষ্ঠান বিদেশি কর্মী নিয়োগের কোটা চেয়ে আবেদন করেছিল, মালয়েশিয়ায় আসার পর ওই কর্মীরা সেসব প্রতিষ্ঠানে কাজ করতেন না। বরং তারা স্বাধীনভাবে অন্য প্রতিষ্ঠানে কাজ করতেন।

জাকারিয়া বলেন, 'এই কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রতি কর্মীর কাছ থেকে তিন হাজার ৮০০ থেকে পাঁচ হাজার রিঙ্গিত পর্যন্ত মুনাফা অর্জন করা হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।'

তিনি আরও বলেন, কর পরিশোধ এড়াতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের প্রকৃত আর্থিক হিসাবের তুলনায় অনেক কম মুনাফা ঘোষণা করত। পাশাপাশি ২০২০ থেকে ২০২৩ করবর্ষ পর্যন্ত ব্যক্তিগত আয়ও ঘোষণা করা হয়নি বলে তদন্তে উঠে এসেছে।

যুগান্তর
বুধবার ৭ অক্টোবর ২০২৬
২২ আশ্বিন ১৪৩৩

বাংলাদেশিদের জন্য লাওসের শ্রম ভিসা সাময়িক বন্ধ

কূটনৈতিক প্রতিবেদক

লাওস সাময়িকভাবে বাংলাদেশিদের জন্য শ্রম ভিসা স্থগিত করেছে। এ স্থগিতাদেশ ১ সেপ্টেম্বর থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। এ অবস্থায় লাওসে যাওয়ার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে এবং কোনো ধরনের প্রলোভনে পড়ে অর্থ লেনদেন না করতে সংশ্লিষ্টদের সতর্ক করেছে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, লাওসের শ্রম ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এক নির্দেশনায় বাংলাদেশি নাগরিকদের নতুন করে শ্রমিক হিসাবে নিয়োগের ক্ষেত্রে কোটা অনুমোদন, নিয়োগ প্রক্রিয়া ও ওয়ার্ক পারমিট অনুমোদন সাময়িকভাবে স্থগিত করেছে। একই সঙ্গে বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য শ্রমিক শ্রেণির ভিসা ইস্যুও বন্ধ রাখা হয়েছে। ভিসা স্থগিত থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে থাইল্যান্ডের বাংলাদেশ দূতাবাস।

এ বিষয়ে ভুয়া ভিসা, চাকরির প্রস্তাব কিংবা অননুমোদিত রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে প্রতারণার শিকার না হওয়ার জন্য সতর্ক করেছে মন্ত্রণালয়।

কালের কণ্ঠ
সোমবার। ১২ অক্টোবর ২০২৬

মধ্যপ্রাচ্য সংঘাতে ঝুঁকিতে বাংলাদেশের শ্রমবাজার ও অর্থনীতি

পারভেজ করিম আব্বাসী



পারভেজ করিম আব্বাসী

মধ্যপ্রাচ্যের চলমান সংঘাত বাংলাদেশের জন্য শুধু প্রবাসী শ্রমিকদের নিরাপত্তার সংকট নয়; এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে জ্বালানি সরবরাহ, রেমিট্যান্স, বৈদেশিক বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার প্রশ্ন। সৌদি আরবের রিয়াদের কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে শনিবারের হামলায় দুই বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরো বেশ কয়েকজন। যাঁদের মধ্যে অন্তত চারজনের অবস্থা গুরুতর বলে জানা গেছে। বৃহত্তর সংঘাতের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশি নাগরিকদের প্রাণহানির সংখ্যাও উদ্বেগজনক। এমন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো প্রবাসীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং সম্ভাব্য অর্থনৈতিক অভিঘাত মোকাবেলায় আগাম প্রস্তুতি নেওয়া।

সৌদি আরব ও ইয়েমেনের বিরোধের শিকড় বহু পুরনো। ১৯৩৪ সালের যুদ্ধসহ সীমান্ত ও ভূখণ্ডকেন্দ্রিক বিরোধ দুই দেশের সম্পর্ককে দীর্ঘদিন প্রভাবিত করেছে। পরবর্তী সময়ে ইয়েমেন উত্তর ও দক্ষিণ অংশে বিভক্ত ছিল। ১৯৯০ সালে দুই অংশ একীভূত হলেও দেশটির রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, আঞ্চলিক বিভাজন ও বিভিন্ন পক্ষের সংঘাত পরিস্থিতিকে আরো জটিল করেছে।

ইয়েমেনের হুতি আন্দোলন, যা আনসার আল্লাহ নামেও পরিচিত, দেশটির রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে উঠে আসে। আবদুল মালিক আল-হুতির নেতৃত্বে সংগঠনটি সামরিক ও রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী হয়। ২০১৫ সালে হুতিদের বিরুদ্ধে সৌদি নেতৃত্বাধীন জোট সামরিক অভিযান শুরু করে। এরপর ইয়েমেনের সংঘাত আঞ্চলিক শক্তিগুলোর প্রতিদ্বন্দ্বিতার অংশ হয়ে ওঠে। ইরান, সৌদি আরব, যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশের স্বার্থ এই সংঘাতের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ায় এর প্রভাব ইয়েমেনের সীমানা ছাড়িয়ে যায়।

হরমুজ ও বাব আল-মান্দেব প্রণালির গুরুত্ব : মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতের প্রভাব বোঝার ক্ষেত্রে হরমুজ ও বাব আল-মান্দেব প্রণালির গুরুত্ব বিবেচনায় নিতে হবে। আন্তর্জাতিক জ্বালানি ও পণ্য পরিবহনের গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রপথ এগুলো। হরমুজ প্রণালি দিয়ে বিপুল পরিমাণ তেল ও গ্যাস পরিবহন করা হয়। অন্যদিকে বাব আল-মান্দেব প্রণালি এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের মধ্যে সামুদ্রিক বাণিজ্য চলাচলের গুরুত্বপূর্ণ পথ।

এসব নৌপথে নিরাপত্তাঝুঁকি বাড়লে জাহাজ চলাচল ব্যাহত হতে পারে। একই সঙ্গে বাড়তে পারে পরিবহন ব্যয়, বিমা খরচ ও পণ্য পৌঁছানোর সময়। সৌদি আরবের পূর্ব-পশ্চিম তেল পাইপলাইন হরমুজ প্রণালির ওপর নির্ভরতা কমানোর একটি বিকল্প ব্যবস্থা। তবে সংঘাত দীর্ঘস্থায়ী হলে বিকল্প পরিবহনব্যবস্থার ওপরও চাপ তৈরি হতে পারে। এর প্রভাব আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির দাম বাড়ার ঝুঁকি তৈরি করবে।

বাংলাদেশের অর্থনীতি ও প্রবাসীদের ঝুঁকি : বাংলাদেশের জন্য পরিস্থিতিটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সৌদি আরবে প্রায় ২৫ থেকে ৩০ লাখ বাংলাদেশি বসবাস ও কাজ করেন। দেশটি বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ শ্রমবাজার এবং রেমিট্যান্সের গুরুত্বপূর্ণ উৎস। বাংলাদেশের মোট রেমিট্যান্সের প্রায় ১৬ শতাংশ সৌদি আরব থেকে আসে বলে উল্লেখ করা হয়। ফলে সেখানে সংঘাত বিস্তৃত হলে প্রবাসীদের জীবন ও জীবিকার পাশাপাশি দেশের বৈদেশিক মুদ্রা প্রবাহও চাপে পড়তে পারে। বাংলাদেশের বার্ষিক রপ্তানি আয় প্রায় ৪৩ থেকে ৪৪ বিলিয়ন ডলার। তৈরি পোশাকসহ বিভিন্ন রপ্তানি পণ্য ইউরোপ, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার বাজারে পাঠাতে আন্তর্জাতিক নৌপথের ওপর নির্ভর করতে হয়। মধ্যপ্রাচ্যের গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রপথে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে পণ্য পরিবহনে বিলম্ব এবং খরচ বৃদ্ধি পেতে পারে। এতে রপ্তানিকারকদের প্রতিযোগিতার সক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

জ্বালানি আমদানি, শিল্পের কাঁচামাল, সার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহও আন্তর্জাতিক পরিবহন ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত। সংঘাতের কারণে তেলের দাম বেড়ে গেলে দেশের আমদানি ব্যয় বাড়বে। এর প্রভাব বিদ্যুৎ উৎপাদন, পরিবহন, শিল্প-কারখানা ও কৃষি উৎপাদনের খরচে পড়তে পারে। তাই এই সংকটকে শুধু মধ্যপ্রাচ্যের নিরাপত্তা পরিস্থিতি হিসেবে দেখলে চলবে না; বাংলাদেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক ঝুঁকিও বিবেচনায় নিতে হবে।

মধ্যপ্রাচ্যের নিরাপত্তা পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে আঞ্চলিক প্রতিরক্ষা সহযোগিতা ও মক্কা প্যাক্টের বিষয়টিও বাংলাদেশের কূটনৈতিক বিবেচনায় গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। এ ধরনের উদ্যোগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থ, প্রবাসীদের নিরাপত্তা এবং বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বিদ্যমান সম্পর্কের ভারসাম্য বিবেচনা করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশের করণীয় : বর্তমান পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের প্রথম দায়িত্ব হওয়া উচিত বিদেশে কর্মরত নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ দূতাবাসগুলোকে প্রবাসী কর্মীদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রাখতে হবে। সংঘাতপ্রবণ এলাকায় কর্মরত বাংলাদেশিদের নিরাপত্তা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ, জরুরি যোগাযোগব্যবস্থা সক্রিয় রাখা এবং প্রয়োজনে নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করার প্রস্তুতি থাকতে হবে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশের সরকারের সঙ্গে সমন্বয়ের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতাও বিবেচনা করা যেতে পারে। জরুরি হটলাইন, চিকিৎসা সহায়তা এবং নিরাপদ স্থানে যাওয়ার প্রয়োজনীয় নির্দেশনা সহজ ভাষায় শ্রমিকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া জরুরি।

একই সঙ্গে জ্বালানি আমদানির বিকল্প উৎস, প্রয়োজনীয় পণ্যের মজুদ এবং আন্তর্জাতিক পণ্য পরিবহনে বিকল্প ব্যবস্থা নিয়ে আগাম পরিকল্পনা প্রয়োজন। কূটনৈতিক পর্যায়ে সব পক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রেখে উত্তেজনা প্রশমন ও আলোচনার মাধ্যমে সংকট সমাধানে সমর্থন জানানো বাংলাদেশের স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত দীর্ঘায়িত হলে এর মানবিক ও অর্থনৈতিক মূল্য বাংলাদেশকেও বহন করতে হতে পারে।

লেখক : নির্বাহী পরিচালক, সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ (সিজিএস) এবং সহকারী অধ্যাপক, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি

সময়ের আলো
শনিবার। ১০ অক্টোবর ২০২৬।

মালয়েশিয়ার প্রবাসী শ্রমিকদের জন্য সুখবর

সময়ের আলো ডেস্ক



মালয়েশিয়ার স্থানীয় শ্রমিকদের পাশাপাশি সব বিদেশি শ্রমিকদের মাসিক মজুরি বর্তমান ১ হাজার ৭০০ রিঙ্গিত থেকে বাড়িয়ে ২ হাজার রিঙ্গিত করার ঘোষণা দিয়েছে দেশটির সরকার। সরকারি মালয়েশিয়া মাদানি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিবৃতিতে বলা হয়, শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম সংসদে দেশের ২০২৭ সালের বাজেট পেশ করার সময় এই বৃদ্ধির ঘোষণা দেন। যেটি কার্যকর হবে ২০২৭ সালের জুন থেকে। তিনি বলেন, নতুন এই হারের ফলে চল্লিশ লাখেরও বেশি কর্মী উপকৃত হবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

মালয়েশিয়ার ন্যূনতম মজুরির নিয়ম বিদেশি কর্মীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বাংলাদেশ, নেপাল ইন্দোনেশিয়া এবং অন্য দেশের কর্মীরা মালয়েশিয়ার কর্মীদের মতোই একই আইনসম্মত ন্যূনতম মূল মজুরি পাওয়ার অধিকারী। মালয়েশিয়া ২০১৩ সালে তার ন্যূনতম মজুরি নীতি চালু করে, যেখানে মাসিক মজুরি ৯০০ রিঙ্গিত নির্ধারণ করা হয়েছিল। ২০১৬ সালে তা বেড়ে ১,০০০ রিঙ্গিত, ২০১৯ সালে ১,১০০, ২০২০ সালে ১,২০০, ২০২২ সালে ১,৫০০ এবং ২০২৫ সালে ১,৭০০ হয়। সর্বশেষ এই বৃদ্ধির ফলে ন্যূনতম মজুরি তার মূল হারের দ্বিগুণেরও বেশি হবে। আনোয়ার ইব্রাহিম ঘোষণা করেছেন যে, বার্ষিক টার্নওভার ৫০ মিলিয়ন রিঙ্গিতের কম এমন ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি আকারের শিল্পোদ্যোগগুলো নতুন এই শর্ত থেকে অব্যাহতি পাবে। এই অব্যাহতির উদ্দেশ্য হলো ছোট ব্যবসাগুলোকে তাদের ব্যবসায়িক মডেল সমন্বয় করার জন্য সময় দেওয়া। তিনি বলেন, শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা ও তাদের মজুরির মধ্যকার ব্যবধান আমাদের কমাতে হবে।

ক্রমবর্ধমান মূল্যস্ফীতির সঙ্গে আয় তাল মেলাতে ব্যর্থ হওয়ায় জীবনযাত্রার ব্যয়ভার বেড়েছে। দেশের মজুরি কাঠামো উন্নত করার বৃহত্তর প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে সরকার আধা-দক্ষ কর্মী এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকদের জন্য ন্যূনতম মাসিক বেতন ২,৫০০ রিঙ্গিত নির্ধারণ করার পরিকল্পনাও করছে।

আনোয়ার বলেন, ন্যূনতম মজুরি শ্রমিকদের আয়ের কেবল একটি সর্বনিম্ন সীমা নির্ধারণ করে। দক্ষ শ্রমিকদের এখনও তাদের যোগ্যতা ও দক্ষতা অনুযায়ী পারিশ্রমিক দেওয়া হচ্ছে না। সরকার অনিবন্ধিত বিদেশি কর্মীদের নিয়োগ রোধ করতে কর বিধিমালা কঠোর করারও পরিকল্পনা করছে।

তিনি বলেন, প্রস্তাবিত ব্যবস্থা অনুযায়ী, ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্যান্য সংস্থাগুলোকে মজুরি ব্যয়ের ওপর কর ছাড়ের যোগ্যতা অর্জনের জন্য কর্মসংস্থান আইনে অনুমোদিত পদ্ধতি ব্যবহার করে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে মজুরি পরিশোধ করতে হবে।

সমকাল সোমবার | ১২ অক্টোবর ২০২৬

সৌদি আরবে হুতিদের হামলা শ্রমবাজার আরও ঝুঁকিতে



সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদের কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে গত শনিবার হুতি বিদ্রোহীদের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পর একটি টার্মিনাল থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া উঠতে দেখা যায় ● এপি

বৈদেশিক কর্মসংস্থান

- মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের ৭ মাসে বাংলাদেশিদের চাকরি কমেছে ৪০ শতাংশ
- সৌদিতে কমেছে ৫৫%

■ রাজীব আহাম্মদ

ইরানের ওপর গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরায়েলের হামলার পর মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ায় বাংলাদেশিদের বৈদেশিক কর্মসংস্থান কমেছে প্রায় ৪০ শতাংশ। গত ১ মার্চ থেকে ১০ অক্টোবর পর্যন্ত (সাত মাস ১০ দিন) চাকরি নিয়ে বিদেশে গেছেন চার লাখ ১৭ হাজার ৮৭১ বাংলাদেশি। ২০২৫ সালের একই সময়ে বিদেশ গিয়েছিলেন ছয় লাখ ৯০ হাজার ৮০৪ জন। অর্থাৎ, ৩৯ দশমিক ৫ শতাংশ কমেছে বৈদেশিক কর্মসংস্থান।

২০২৪ সালের ১ মার্চ থেকে ১০ অক্টোবর পর্যন্ত বিদেশ গিয়েছিলেন পাঁচ লাখ ৭৬ হাজার ৯৪৩ জন। করোনা মহামারির পর চলতি বছরই সর্বনিম্ন বৈদেশিক কর্মসংস্থান হয়েছে মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। সরকারি সংস্থা জনশক্তি কর্মসংস্থান এবং প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) পরিসংখ্যান থেকে এই তথ্য পাওয়া গেছে।

ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীরা সৌদি আরবে হামলা চালানোয় বাংলাদেশিদের কর্মসংস্থান আরও ঝুঁকিতে পড়েছে। গত দুই দিনে সৌদিতে অন্তত চার বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন হুতিদের হামলায়। হুতিদের দমনে সৌদি আরব ২০১৪ সাল থেকে ইয়েমেনে হামলা চালাচ্ছে। এতদিন যুদ্ধ ইয়েমেনে সীমাবদ্ধ ছিল। ইরানসমর্থিত হুতিরা গত মাসে সৌদিতে পাল্টা হামলা শুরু করে। দেশটির তেল খনি, পাইপলাইন, বিমানঘাঁটি এবং বেসামরিক বিমানবন্দরে হামলা হয়েছে। যুদ্ধ সৌদিতে ছড়ানোর কারণে দেশটির অর্থনীতিতে ক্ষতি হয়েছে। এর প্রভাব পড়েছে বাংলাদেশিদের কর্মসংস্থানে।

বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শ্রমবাজার

রিয়াদে দুই বাংলাদেশি নিহত আইসিইউতে চারজন

■ সমকাল ডেস্ক

সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদের কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে গত শনিবার হামলায় দুই বাংলাদেশিসহ অন্তত ১৩ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ২৪ বাংলাদেশিসহ ৩০৯ জন। আহত চার বাংলাদেশি রিয়াদের কিং খালিদ হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) চিকিৎসাধীন। ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তায় সৌদি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় করছে বাংলাদেশ দূতাবাস।

গতকাল রোববার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে

বিমানবন্দরে হুতিদের হামলা

- বিভিন্ন দেশের ১৩ জন নিহত, আহত ৩ শতাধিক



নাসরুল্লাহ বদরপুরী



শাহেদ আহম্মেদ

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

সৌদি আরবে হুতিদের হামলা

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সৌদি আরব। চলতি বছরের ১ মার্চ থেকে ১০ অক্টোবর পর্যন্ত দুই লাখ এক হাজার ৩৬১ বাংলাদেশি কর্মী সৌদি গেছেন। গত বছরের ১ মার্চ থেকে ১০ অক্টোবর পর্যন্ত এই সংখ্যা ছিল চার লাখ ৫০ হাজার ৯০৭। অর্থাৎ, সৌদিতে বাংলাদেশিদের কর্মসংস্থান ৫৫ শতাংশ কমেছে।

যুদ্ধের সরাসরি প্রভাব কর্মসংস্থানে

চলতি বছরের জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারি মাসে এক লাখ ৬০ হাজার ২৭৬ বাংলাদেশি চাকরি নিয়ে বিদেশে যান। ২০২৫ সালের প্রথম দুই মাসে এই সংখ্যা ছিল এক লাখ ২৯১। ২০২৪ সালের জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারি মাসে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সংখ্যা এক লাখ ৬১ হাজার ৬৮০। টানা তিন বছর মাসে গড়ে প্রায় ৮০ হাজার বাংলাদেশি চাকরি নিয়ে বিদেশ গেছেন। অর্থাৎ, স্থিতিশীল ছিল কর্মসংস্থানের পরিসংখ্যান।

২০২৪ সালের পর মালয়েশিয়া, ওমান, মালদ্বীপের শ্রমবাজার বন্ধ হয়ে গেলেও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর ওপর ভর করে স্থিতিশীল ছিল বাংলাদেশিদের বৈদেশিক কর্মসংস্থান। ২০২৫ সালে বাংলাদেশ থেকে ১১ লাখ ৩২ হাজার ৩৬০ জন কর্মী বিদেশ গিয়েছিলেন। তিনটি বড় শ্রমবাজার বন্ধ হওয়ার পরও ২০২৫ সালে জনশক্তি রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছিল এক লাখ ২২ হাজার। কারণ, সৌদি আরবে গত বছর কর্মসংস্থান হয় সাত লাখ ৫৫ হাজার ১৯৪ বাংলাদেশির।

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ শুরুর পর এই পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। চলতি বছরের ১০ অক্টোবর পর্যন্ত বিদেশ গেছেন পাঁচ লাখ ৭৮ হাজার ৫৯৭ জন। আগের বছরে ১০ অক্টোবর পর্যন্ত গিয়েছিলেন আট লাখ ৫১ হাজার ৯৫ জন। অর্থাৎ, এই বছরে সার্বিক বৈদেশিক কর্মসংস্থান কমেছে ৩২ শতাংশ।

ইরানে যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরায়েলের হামলার পর যুদ্ধ ছড়িয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, কুয়েত, বাহরাইন, ইরাক ও জর্ডানে। এসব দেশে থাকা যুক্তরাষ্ট্রের ঘাঁটিতে পাল্টা হামলা করে ইরান। পুরো উপসাগরীয় অঞ্চলজুড়ে অস্থিরতা ছড়ায়। এই অঞ্চলে বাংলাদেশের বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ হয়ে থাকে।

প্রবাসীকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী নুরুল হক নুর সমকালকে বলেছেন, বৈদেশিক কর্মসংস্থানের আগের পরিসংখ্যানের ওপর ভর করেই পাঁচ বছরে এক কোটি চাকরির সুযোগ তৈরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিএনপি জোট। কিন্তু সরকার দায়িত্ব গ্রহণের দুই সপ্তাহের মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়। এই অঞ্চলে বাংলাদেশের বার্ষিক বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ৮০ শতাংশ হয়ে থাকে।

মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে কমছে কর্মসংস্থান

সংযুক্ত আরব আমিরাত ছাড়া সব দেশেই কর্মসংস্থান কমেছে যুদ্ধের পর। আমিরাতে এ বছরের ১ মার্চ থেকে ১৯ হাজার ৮৭৪ কর্মী গেছেন। গত বছরে এই সংখ্যা ছিল আট হাজার ৭৩১। অথচ একসময় দেশটিতে বছরে দুই লাখের বেশি বাংলাদেশির কর্মসংস্থানের নজির রয়েছে।

জালজালিয়াতির অভিযোগে ২০১৬ সাল থেকে বাংলাদেশি কর্মী নিয়োগ কমিয়ে দিয়েছে আমিরাত। গত বছর দেশটিতে সফরে গিয়ে তৎকালীন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস শ্রমবাজার সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। পরে তিনি দেশটিতে থাকা বাংলাদেশিদের নিয়ে এক অনুষ্ঠানে বলেছিলেন, জাল নথি, ভুয়া অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা সনদে বিদেশ যাওয়ায় বাংলাদেশিরা ক্ষতিগ্রস্ত হন। বিদেশ গিয়ে মাথা হেঁট হয়।

আমিরাত থেকে ছুটিতে দেশে আসা বাংলাদেশি কর্মীদের ভিসা বাতিলের খবর পাওয়া যাচ্ছে। এই সংখ্যা গত কয়েক মাসে তিন হাজার ছাড়িয়েছে বলে জানা গেছে। কী কারণে ভিসা বাতিল করা হচ্ছে, তা জানায়নি আমিরাত। চলতি মাসেই এই কর্মীরা ঢাকায় বিক্ষোভ করেছেন। প্রতিমন্ত্রী নুরুল হক বলেছেন, আমিরাতে শ্রমবাজার পুরোপুরি খোলার চেষ্টা চলছে। ২০২৩ সাল থেকে বন্ধ রয়েছে ওমানের শ্রমবাজার। এই শ্রমবাজার খোলার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

কুয়েতে এ বছরের ১ মার্চ থেকে বাংলাদেশি কর্মী গিয়েছেন ১৯ হাজার ৩৮৬ জন। আগের বছরের একই সময়ে এই সংখ্যা ছিল ২৯ হাজার ৫৬০। কাতারে এ বছরের ১ মার্চ থেকে কর্মী গিয়েছেন ৪১ হাজার ৫৭২ জন। আগের বছরে এই সংখ্যা ছিল ৬৯ হাজার ৩৪১। জর্ডানে এ বছর কর্মী গিয়েছেন ৯ হাজার ১৪৬ জন। গত বছর এই সংখ্যা ছিল সাত হাজার ৩২২। ইরাকে এ বছর দুই হাজার ৫৭৫ এবং গত বছর তিন হাজার ৯৮ কর্মী গেছেন।

অন্যান্য বাজারেও সুখবর নেই

তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে, শুধু মধ্যপ্রাচ্য নয়, অন্যতম বড় শ্রমবাজার সিঙ্গাপুরেও কর্মী পাঠানো কমেছে। মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার খোলার ঘোষণা এলেও এখনও কর্মী পাঠানো শুরু হয়নি। কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অগ্রগতি নেই জাপান, দক্ষিণ কোরিয়ার মতো শ্রমবাজারে। কর্মী পাঠানোয় সমঝোতা স্মারক সই হলেও অস্ট্রেলিয়া, গ্রিসের মতো দেশগুলোর শ্রমবাজার খোলেনি।

এ ছাড়া রোমানিয়া, ক্রোয়েশিয়া, পোল্যান্ডসহ ইউরোপের কয়েকটি দেশে শ্রমবাজার বন্ধ রয়েছে। এসব দেশের ভিসা পেতে ভারতের নয়াদিল্লিতে দূতাবাসে যেতে হয় বাংলাদেশিদের। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর ভারতের ভিসা পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ায় দিল্লি যেতে পারছেন না কর্মীরা। আবার ইউরোপের এই দেশগুলোতে গিয়ে কর্মস্থল ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ায় কর্মী নিয়োগ কমিয়ে দিয়েছে নিয়োগকারীরা।

ইউরোপের দেশে প্রবেশের পথ হয়ে ওঠায় কিরগিজস্তানের শ্রমবাজারও বাংলাদেশিদের জন্য প্রায় বন্ধের পথে। বৈধ চাকরি দেখিয়ে রাশিয়ায় পাঠিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে ঠেলে দেওয়ায় দেশটির শ্রমবাজারও নিরাপদ নয়। ২০২৪ সালের মে মাসে মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার বন্ধের পর সিঙ্গাপুরই মধ্যপ্রাচ্যের বাইরে সবচেয়ে বড় ভরসা। গত বছর ৭০ হাজার ৮৩৫ বাংলাদেশি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ সিঙ্গাপুরে গিয়েছিলেন। চলতি বছরের ৯ মাসে এই সংখ্যা ৬১ হাজার ১৮। অর্থাৎ এই শ্রমবাজার আমাদের জন্য প্রসারিত হয়নি।

উচ্চ বেতন এবং ভালো কর্মপরিবেশের জন্য খ্যাতি রয়েছে জাপান এবং দক্ষিণ কোরিয়ার। এই দুই দেশেও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অগ্রগতি হচ্ছে না। চলতি বছর জাপান গেছেন এক হাজার ৭১০ জন। দক্ষিণ কোরিয়ায় গেছেন এক হাজার ২১০ জন।

নিম্ন জন্মহারের কারণে জাপান এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় জনসংখ্যা কমছে। কর্মীর ঘাটতি পূরণে বাংলাদেশ অনেক বছর ধরেই সুযোগ নেওয়ার কথা বলছে। জাপানে অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। এক লাখ কর্মী পাঠানোর লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল। চলতি মাসে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান জাপান যাচ্ছেন। তাঁর সফরেও জনশক্তি রপ্তানির বিষয়টি গুরুত্ব পাবে।

নুরুল হক নুর সমকালকে বলেছেন, মধ্যপ্রাচ্যের বিষয়টি সরকারের নিয়ন্ত্রণে নেই। সরকার জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, ইউরোপের মলদোভা, পূর্ব এশিয়ার দেশ থাইল্যান্ড, এমনকি আফ্রিকার দেশগুলোতেও বৈদেশিক কর্মসংস্থার সৃষ্টির চেষ্টা করছে।

বায়রার সাবেক যুগ্ম মহাসচিব ফখরুল ইসলাম বলেন, শুধু যুদ্ধ নয়, কর্মসংস্থান কমে যাওয়ার আরও কিছু কারণ রয়েছে। সৌদি আরবে যেতে এখন 'তাকামুল' নামে পরীক্ষা দিতে হয়। এতে পাস করতে না পারলে ভিসা দেওয়া হয় না। আবার সৌদিতে গিয়ে চাকরি, কাজ, বেতন না পাওয়ার অভিযোগ রয়েছে। তাই ইউরোপ ও আমেরিকা মহাদেশের দেশগুলোর দিকে নজর দিতে হবে সরকারকে। দক্ষ কর্মী তৈরি করতে হবে। জনশক্তি ব্যবসায়ীরা এসব দেশে কাজ করার সুযোগ পেলে শ্রমবাজার তৈরি করা সম্ভব।

সমকাল | মঙ্গলবার | ১৩ অক্টোবর ২০২৫

চাকরি হারাচ্ছেন প্রবাসীরা শ্রমবাজার খুঁজছে সরকার

■ সমকাল প্রতিবেদক

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের প্রভাবে চাকরি হারাচ্ছেন বাংলাদেশি প্রবাসী শ্রমিকরা। অনেকে চাকরিহীন অবস্থায় সেখানে দিন কাটাচ্ছেন, আবার অনেকে বাধ্য হয়ে দেশে ফিরেছেন। এতে সাময়িকভাবে রেমিট্যান্সপ্রবাহে প্রভাব পড়তে পারে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় দেশে ফেরা শ্রমিকদের পুনর্বাসন এবং নতুন শ্রমবাজার খুঁজতে কূটনৈতিক তৎপরতা জোরদার করেছে সরকার।

গতকাল সোমবার পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম রাজধানীর বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের মিলনায়তনে সেমিনারে এসব কথা বলেন। সেমিনারের শিরোনাম ছিল 'বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি: পরিবর্তনশীল বিশ্বে দিকনির্ণয়ের পথরেখা'। প্রতিমন্ত্রী বলেন, মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের কারণে যেসব প্রবাসী চাকরি হারিয়ে দেশে ফিরেছেন, তাদের পুনর্বাসন ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে সরকার কাজ করছে।

মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের কারণে জ্বালানি সরবরাহে সম্ভাব্য সংকট মোকাবিলায় সরকারের প্রস্তুতির কথাও তুলে ধরেন শামা ওবায়েদ। তিনি বলেন, জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নতুন উৎস খুঁজছেন সরকারের বিশেষ প্রতিনিধিরা। এ লক্ষ্যে জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী বর্তমানে সৌদি আরবে অবস্থান করছেন। সেখানে দ্বিপক্ষীয় জ্বালানি সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা চলছে। জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের প্রস্তুতি ও পরিকল্পনার কারণে বড় ধরনের সমস্যা হবে না বলে সরকার আশা করছে।

সৌদির পাশে বাংলাদেশ

সৌদি আরবে সাম্প্রতিক হামলার ঘটনায় দেশটির সরকার ও জনগণের প্রতি সংহতি জানান প্রতিমন্ত্রী।

যুদ্ধের প্রভাব

মক্কা-মদিনায় হামলা হলে বাংলাদেশ বসে থাকবে না: পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী

তিনি বলেন, সৌদির পাশে রয়েছে বাংলাদেশ। হামলা বন্ধে প্রধানমন্ত্রী সৌদির ক্রাউন প্রিন্সকে চিঠি দিয়েছেন। মক্কা ও মদিনার নিরাপত্তা নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে শামা ওবায়েদ বলেন, পবিত্র দুই স্থানের ওপর হুমকি এলে বাংলাদেশ বসে থাকবে না, সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেবে।

ভারতের পরিস্থিতি অভ্যন্তরীণ বিষয়

ভারতে চলমান আন্দোলন নিয়ে প্রশ্নের জবাবে প্রতিমন্ত্রী বলেন, এটি দেশটির অভ্যন্তরীণ বিষয়। এ নিয়ে বাংলাদেশের নতুন করে মূল্যায়ন বা মন্তব্য নেই। ভারত নিজেই পরিস্থিতি মোকাবিলা করবে। শারদীয় দুর্গাপূজা শান্তিপূর্ণভাবে উদযাপনের ওপর গুরুত্ব দেন তিনি।

ইউরোপে দক্ষ কর্মীদের সুযোগ চান

ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) অভিবাসন ও স্বরাষ্ট্রবিষয়ক কমিশনার ম্যাগনাস ব্রুনারের সঙ্গে গতকাল বৈঠক করেছেন শামা ওবায়েদ। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকে চাহিদাভিত্তিক কর্মসূচির মাধ্যমে বাংলাদেশি দক্ষ কর্মীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দেন তিনি। বৈঠকে বাংলাদেশে নিযুক্ত ইইউ রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলার উপস্থিত ছিলেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার
২৫ আশ্বিন ১৪৩৩, ১০ অক্টোবর ২০২৬

জনশক্তি রপ্তানির বাজার সংকুচিত হয়ে আসছে

মধ্যপ্রাচ্যের অস্থিরতা, ছুটিতে আসা আরব-আমিরাতের প্রবাসীদের অটো ভিসা বাতিল, ভারতের ভিসা না পাওয়ায় ইউরোপ যেতে বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন শিক্ষার্থীসহ ওয়ার্ক পারমিটের কর্মীরা

■ মো. হামিদুর রহমান

বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ পেতে একের পর এক বাধার মুখে পড়ছেন বাংলাদেশিরা। মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ ও নিরাপত্তা পরিস্থিতির অনিশ্চয়তা এখনো কাটেনি। সংযুক্ত আরব আমিরাতে ছুটিতে দেশে আসা প্রবাসীদের অনেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভিসা বাতিল হয়ে যাওয়ায় কর্মস্থলে ফিরতে পারছেন না। অন্যদিকে, ইউরোপের বিভিন্ন দেশের দূতাবাসে সাক্ষাৎকার দিতে ভারতে যেতে না পেরে আটকে যাচ্ছে শিক্ষার্থী ও কাজের অনুমতিপত্র পাওয়া কর্মীদের বিদেশযাত্রা। এতে একদিকে কর্মসংস্থানের সুযোগ হারানোর আশঙ্কা তৈরি ও আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে।

জনশক্তি রপ্তানির সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানেও নিম্নমুখী প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের 'মান্থলি ইকোনমিক ট্রেন্ডস, সেপ্টেম্বর ২০২৬' প্রতিবেদনে সংকলিত তথ্য অনুযায়ী, ২০২৬ সালের জুলাইয়ে ৭১ হাজার ৮৪ জন কর্মী বিদেশে গিয়েছিলেন। আগস্টে এ সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ৬২ হাজার ৯২৯ জনে। অর্থাৎ, এক মাসে কর্মী যাওয়ার হার কমেছে ১১.৪৭ শতাংশ। চলতি ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রথম দুই মাসে আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় বিদেশে যাওয়া কর্মীর সংখ্যা কমেছে ৭৬ হাজার ৯৪৬ জন বা ৩৬.৪৭ শতাংশ।

এর আগেও জনশক্তি রপ্তানিতে নিম্নমুখী প্রবণতা দেখা গেছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের এপ্রিল-জুন প্রান্তিকে বিদেশে গেছেন ১ লাখ ৬০ হাজার ২৮৩ জন কর্মী। এর আগের প্রান্তিকে এ সংখ্যা ছিল ২ লাখ ৫ হাজার ৩৮৪। আগের বছরের একই সময়ে বিদেশে গিয়েছিলেন ২ লাখ ৪৭ হাজার ৭১৯ জন। ফলে বিদেশে কর্মী পাঠানোর ক্ষেত্রে একাধিক সময়পর্বের পরিসংখ্যানে পতনের চিত্র উঠে এসেছে।

অন্যদিকে, প্রবাসী আয় বাড়ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের একই প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রথম দুই মাসে দেশে প্রবাসী আয় এসেছে ৫৮২ কোটি ৫৩ লাখ মার্কিন ডলার, যা আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৮.৮৯ শতাংশ বেশি। শুধু আগস্টেই এসেছে ২৯৬ কোটি ৬৬ লাখ ৮০ হাজার ডলার।

তবে প্রবাসী আয় বাড়লেও নতুন কর্মী বিদেশে যাওয়ার হার কমে যাওয়ায় দীর্ঘ মেয়াদে এই প্রবাহ ধরে রাখার সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। কারণ, বর্তমান প্রবাসী আয়ের বড় অংশ আসছে আগে থেকে বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশিদের পাঠানো অর্থ থেকে, নতুন কর্মসংস্থান কমে গেলে ভবিষ্যতে আয় বৃদ্ধির ধারাবাহিকতা ধরে রাখা কঠিন হতে পারে।

মধ্যপ্রাচ্যের অস্থিরতা এ পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তুলছে। ইরান, ইসরাইল ও যুক্তরাষ্ট্রকে ঘিরে সংঘাতের প্রভাব এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তা নিয়ে অনিশ্চয়তা এখনো পুরোপুরি কাটেনি। সংযুক্ত আরব আমিরাতে বসবাসরত বাংলাদেশিদের একটি অংশের জন্য পরিস্থিতি আরো কঠিন হয়ে উঠেছে। প্রবাসীদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, দেশটিতে প্রায় সাড়ে ৪ হাজার বাংলাদেশির ভিসা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। তাদের অনেকে ছুটিতে দেশে এসে ভিসা বাতিলের কারণে কর্মস্থলে ফিরতে পারছেন না। ফলে বিদেশে তাদের চাকরি, আয় এবং পরিবারের ভরণপোষণ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। যারা দীর্ঘদিন ধরে আমিরাতে কাজ করে পরিবার চালাচ্ছিলেন, তাদের অনেকে এখন আর্থিক সংকটসহ নানা সমস্যায় দিন কাটাচ্ছেন বলে সংশ্লিষ্টদের দাবি।

চার মাস আগে সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে দেশে ফিরেছেন সাইফুল ইসলাম। তার সঙ্গে কথা হলে তিনি জানান, সেখানে একটি কোম্পানিতে সুপারভাইজার হিসেবে ভালো বেতনে চাকরি করতেন তিনি। তার নিজের গাড়িও ছিল। কিন্তু ভিসা বাতিলের খবর শুনে নিজের ভিসার অবস্থা যাচাই করতে গিয়ে একই পরিস্থিতিতে পড়েন বলে জানান তিনি।

সাইফুল ইসলাম বলেন, 'সবকিছু স্বপ্নের মতো লাগছে। সেখানে একটি কোম্পানির সুপারভাইজার হিসেবে অনেক ভালো বেতনের চাকরি করতাম। নিজের গাড়ি ছিল। হঠাৎ শুনলাম, কোনো কারণ ছাড়াই অনেকের স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভিসা বাতিল হচ্ছে। যাচাই করতে গিয়ে দেখি, আমার ভিসাটিও বাতিল। টিকিটের টাকা লোকসান হয়েছে। জমানো টাকা দিয়ে সংসার চালাচ্ছি। এখন সঞ্চয়ও শেষের দিকে।'

অন্যদিকে ইউরোপে পড়াশোনা ও চাকরির সুযোগ পাওয়া বাংলাদেশিদের জন্যও নতুন বাধা তৈরি হয়েছে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের দূতাবাস ও কনস্যুলার কার্যক্রমের একটি অংশ ভারতের দিল্লিসহ অন্যান্য শহরে পরিচালিত হওয়ায় বাংলাদেশি আবেদনকারীদের কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার বা পাসপোর্ট জমা দেওয়ার জন্য ভারতে যেতে হয়। কিন্তু ভারতের ভিসা পাওয়া সীমিত হওয়ায় অনেক শিক্ষার্থী ও কাজের অনুমতিপত্র পাওয়া কর্মী নির্ধারিত সময়ে সেখানে যেতে পারছেন না। ফলে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের দূতাবাস থেকে সাক্ষাৎকারের তারিখ পাওয়ার পরও ভারতে যেতে না পারায় তাদের আবেদনপ্রক্রিয়া আটকে যাচ্ছে। কারো কারো সাক্ষাৎকারের সময় বাতিল হচ্ছে বা নতুন তারিখের জন্য অপেক্ষা করতে হচ্ছে বলে ভুক্তভোগীরা জানিয়েছেন।

এতে আর্থিক ক্ষতির পাশাপাশি বিদেশযাত্রার পরিকল্পনাও অনিশ্চয়তায় পড়ছে। শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি, শিক্ষাবর্ষ শুরু এবং আবাসনসংক্রান্ত সময়সীমা গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে, কাজের অনুমতিপত্র পাওয়া কর্মীদের ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তার নির্ধারিত যোগদানের সময় থাকে। যথাসময়ে দূতাবাসের কার্যক্রম সম্পন্ন করতে না পারলে তাদের অফার বা নিয়োগের সুযোগ ঝুঁকিতে পড়তে পারে। ভিসা আবেদন, কাগজপত্র প্রস্তুত, নিয়োগপ্রক্রিয়া ও যাতায়াতের জন্য ব্যয় করা অর্থও অনিশ্চয়তার মুখে পড়ে।

রোমানিয়ার একটি কোম্পানি থেকে প্রায় দেড় মাস আগে কাজের অনুমতিপত্র পেয়েছেন শাফিন আহমেদ। কিন্তু ভারতের ভিসা না পাওয়ায় রোমানিয়ার দূতাবাসে পাসপোর্ট জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া এগিয়ে নিতে পারছেন না তিনি। গত দুই বছর ধরে বিভিন্ন দেশে যাওয়ার চেষ্টা করার পর কাজের অনুমতিপত্র পেলেও শেষ পর্যন্ত বিদেশযাত্রা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে তার।

শাফিন আহমেদ ইত্তেফাককে বলেন, 'গত দুই বছর থেকে বহু দেশে যাওয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছি। শেষমেশ রোমানিয়ার একটি কোম্পানির কাজের অনুমতিপত্র পেয়েও ভারতের ভিসা না পাওয়ায় দূতাবাসে পাসপোর্ট জমা করতে পারছি না। ১২ অক্টোবর রোমানিয়ার দূতাবাসে আমার সাক্ষাৎকারের সময় নির্ধারিত ছিল। অথচ এখনো ভারতের ভিসা করাতে পারলাম না।'

নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে আক্ষেপ করে তিনি বলেন, 'মনে হচ্ছে, জীবনের স্বপ্নটা এখানেই থেমে যাচ্ছে।'

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। শুক্রবার। ১৬ অক্টোবর

প্রবাস আয় এলো দেড় বিলিয়ন ডলার

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

চলতি অক্টোবরের ১৪ দিনে ১৫১ কোটি ৬০ লাখ (১.৫১ বিলিয়ন) ডলারের রেমিট্যান্স বা প্রবাস আয় পাঠিয়েছেন বিভিন্ন দেশে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিরা। বাংলাদেশি মুদ্রায় (প্রতি ডলার ১২৩ টাকা ধরে) এর পরিমাণ ১৮ হাজার ৬৪৬ কোটি ৮০ লাখ টাকা।

গতকাল বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান এ তথ্য জানান। ব্যাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য মতে, অক্টোবরের ১৪ দিনে ১৫১ কোটি ৬০ লাখ মার্কিন ডলারের রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা, যা তার আগের মাসের একই সময়ে এসেছিল ১৩৫ কোটি ১০ লাখ ডলার। গত বছরের একই সময়ের চেয়ে প্রায় ১৬ কোটি ৫০ লাখ ডলার বা ১২.২ শতাংশ বেশি এসেছে এখন পর্যন্ত।

সংবাদ
Dhaka : Saturday 17 October 2026

রেমিট্যান্স প্রবাহ ১৩.১ শতাংশ বেড়ে ১০.১১ বিলিয়ন ডলার

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

চলতি অর্থবছরের ১ জুলাই থেকে ১৪ অক্টোবর পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশে ১০.১০৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স এসেছে যা আগের অর্থবছরের একই সময়ে পাওয়া ৮.৯৩৭ বিলিয়ন ডলারের তুলনায় ১৩.১ শতাংশ বেশি।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ১ থেকে ১৪ অক্টোবর পর্যন্ত সময়ে দেশে ১.৫১৬ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্সে এসেছে, যা ২০২৫ সালের একই সময়ের ১.৩৫১ বিলিয়ন ডলারের তুলনায় ১২.২ শতাংশ বেশি। শুধু ১৪ অক্টোবর প্রবাসী বাংলাদেশিরা ১১১ মিলিয়ন ডলার দেশে পাঠিয়েছেন।

বণিক বার্তা
শনিবার, অক্টোবর ১০, ২০২৬ ।

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিবেদন

মানব পাচার নির্মূলের ন্যূনতম মানদণ্ড পুরোপুরি পূরণ করতে পারেনি বাংলাদেশ

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

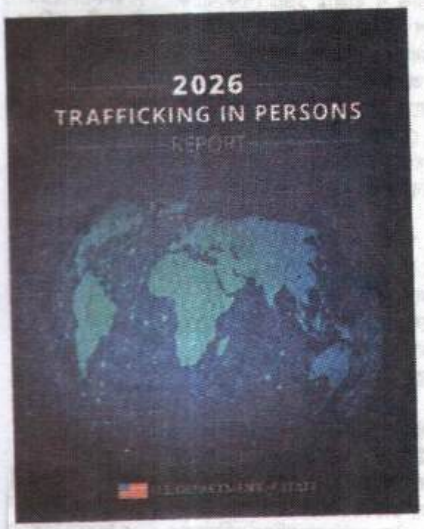

মানব পাচার নির্মূলের ন্যূনতম মানদণ্ড পুরোপুরি অর্জন করতে পারেনি বাংলাদেশ সরকার। তবে তা অর্জনে বাংলাদেশ সরকার উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। মানব পাচার নিয়ে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদনে এ কথা বলা হয়েছে। ২০২৬ সালের 'ট্রাফিকিং ইন পারসনস রিপোর্ট' শীর্ষক প্রতিবেদনটি মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের ওয়েবসাইটে বৃহস্পতিবার প্রকাশ করা হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আগের প্রতিবেদনের সময়ের তুলনায় বাংলাদেশ সরকার সামগ্রিকভাবে মানব পাচার প্রতিরোধে প্রচেষ্টা বাড়িয়েছে। এর মধ্যে মানব পাচার ও অভিবাসী চোরাচালান প্রতিরোধে ২০২৬ সালের অধ্যাদেশ প্রণয়ন, তদন্ত ও বিচার কার্যক্রম বাড়ানো, মানব পাচারের অপরাধ ও ভুক্তভোগী শনাক্তকরণ নির্দেশিকা হালনাগাদ এবং সুরক্ষা সেবায় ভুক্তভোগীদের দ্রুত ও সমন্বিতভাবে পাঠাতে ডিজিটাল ন্যাশনাল রেফারেল মেকানিজম বা এনআরএম পরীক্ষামূলকভাবে চালুর বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। অভিবাসী শ্রমিকদের মানব পাচারের ঝুঁকি কমাতেও সরকার সুরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আগের প্রতিবেদনের সময়ের তুলনায় বাংলাদেশ সরকার সামগ্রিকভাবে মানব পাচার প্রতিরোধে প্রচেষ্টা বাড়িয়েছে। এর মধ্যে মানব পাচার ও অভিবাসী চোরাচালান প্রতিরোধে ২০২৬ সালের অধ্যাদেশ প্রণয়ন, তদন্ত ও বিচার কার্যক্রম বাড়ানো, মানব পাচারের অপরাধ ও ভুক্তভোগী শনাক্তকরণ নির্দেশিকা হালনাগাদের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখনো ন্যূনতম মানদণ্ড পূরণ করতে পারেনি। প্রতিবেদনে বলা হয়, পাচারকারীদের দোষী সাব্যস্ত করার সংখ্যা কমেছে এবং দেশের অভ্যন্তরে ব্যাপকভাবে চলতে থাকা মানব পাচার মোকাবেলায় পর্যাপ্ত পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। একই সঙ্গে আগের তুলনায় কম ভুক্তভোগী শনাক্ত করা হয়েছে। বিশেষ করে রোহিঙ্গা শরণার্থী ও দেশে ফিরে আসা বাংলাদেশী অভিবাসী শ্রমিকদের সুরক্ষা ও পুনর্বাসন ব্যবস্থা অপর্যাপ্ত রয়ে গেছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, আলোচ্য সময়ে সরকার ৫ হাজার ২৬৩ সন্দেহভাজনকে ঘিরে ৯৬১টি মানব পাচার মামলা তদন্ত করেছে। এর মধ্যে যৌন পাচারের ১৩৭টি, জোরপূর্বক শ্রমের ৪৪৩ এবং অনির্দিষ্ট ধরনের পাচারের ৩৮১টি মামলা ছিল। আগের প্রতিবেদনের সময়ে তদন্ত হয়েছিল ৮১১টি মামলা।

একই সময়ে ১ হাজার ৭৯৫ সন্দেহভাজনের বিরুদ্ধে বিচার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এর মধ্যে যৌন পাচারে ৬০৪ জন, জোরপূর্বক শ্রমে ৬০০ এবং অন্যান্য বা অনির্দিষ্ট ধরনের পাচারে ৫৯১ জন রয়েছে। আগের বছরের ৪৫২ জনের তুলনায় এ সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি।

আদালত ও ট্রাইব্যুনাল মাত্র ৭৬ পাচারকারীকে দোষী সাব্যস্ত করেছে। ২০২৪ সালে এ সংখ্যা ছিল ১০৩ এবং ২০২৩ সালে ৪০৭। ৩৫ জন পাচারকারীকে তিন মাস থেকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং ৫ হাজার থেকে ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা হয়েছে। বাকি দণ্ডপ্রাপ্তদের সাজা সম্পর্কে সরকার তথ্য দেয়নি। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আনুপাতিক কারাদণ্ডের পরিবর্তে জরিমানা আরোপ প্রতিরোধমূলক প্রভাব দুর্বল করেছে।

ভুক্তভোগী সুরক্ষার ক্ষেত্রেও ঘাটতি রয়েছে। সরকার ১ হাজার ১৩৫ জন ভুক্তভোগী শনাক্ত করেছে, আগের প্রতিবেদনের সময়ে যা ছিল ১ হাজার ৪৬২ জন। তাদের মধ্যে যৌন পাচারের শিকার ১৯৯ জন, জোরপূর্বক শ্রমের ৫১০ এবং অন্যান্য ধরনের পাচারের শিকার ৪২৬ জন। সরকার ৭৪৫ জনকে সেবার জন্য পাঠিয়েছে, যেখানে আগের বছর এ সংখ্যা ছিল ১ হাজার ৬০৭।

সরকারি হিসাবে মাত্র ১১১ জন ভুক্তভোগী সেবা পেয়েছে, আগের প্রতিবেদনের সময় যা ছিল ৮৮৩। ভুক্তভোগী সেবায় ২১ কোটি ২৭ লাখ ৮০ হাজার টাকা বরাদ্দের কথা জানানো হলেও বেসরকারি সংস্থাগুলোর মতে, এর মধ্যে রোহিঙ্গা ব্যবস্থাপনার অর্থও অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

প্রতিবেদনে বিদেশগামী শ্রমিকদের নিয়োগ ব্যয় নিয়েও উদ্বেগ জানানো হয়েছে। সরকার বৈধ নিয়োগ ফি ৮৫ হাজার থেকে ২ লাখ ৬২ হাজার টাকা পর্যন্ত নির্ধারণ করলেও এ ব্যয় অনেক শ্রমিককে ঋণগ্রস্ত করে এবং ঋণনির্ভর জবরদস্তির মাধ্যমে পাচারের ঝুঁকি বাড়ায়। অনেক অভিবাসী নির্ধারিত সীমার চেয়েও বেশি অর্থ পরিশোধ করেন।

সব মিলিয়ে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মূল্যায়ন, মানব পাচার প্রতিরোধে বাংলাদেশ প্রচেষ্টা বাড়ালেও বিচার, ভুক্তভোগী সুরক্ষা, অভ্যন্তরীণ পাচার মোকাবেলা এবং অভিবাসী শ্রমিকদের ঝুঁকি কমানোর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ঘাটতি রয়ে গেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, মানব পাচার প্রতিরোধে বিগত বছরের তুলনায় বাংলাদেশ সরকারের সামগ্রিক উদ্যোগ বেড়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান আগের মতো দ্বিতীয় ধাপেই (টিয়ার-২) রয়ে গেছে। এ ধাপে বাংলাদেশের প্রতিবেশীদের মধ্যে রয়েছে ভারত, পাকিস্তান, ভুটান ও শ্রীলংকা।

মানব পাচার প্রতিরোধে প্রতি বছর উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট আইনে নির্ধারিত ন্যূনতম মানদণ্ড পূরণ করেছে, এমন দেশগুলোকে প্রথম ধাপে (টিয়ার-১) রাখা হয়। যেসব দেশ নির্ধারিত ন্যূনতম মানদণ্ড পুরোপুরি অর্জন করতে পারেনি, কিন্তু উল্লেখযোগ্যভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, সেগুলো দ্বিতীয় ধাপে (টিয়ার-২)। দ্বিতীয় ধাপে আবার নজরদারির একটি তালিকা (টিয়ার-২ ওয়াচ লিস্ট) রাখা হয়েছে। যেসব দেশ ন্যূনতম মানদণ্ড পুরোপুরি অর্জন করতে পারেনি, আবার উল্লেখযোগ্য চেষ্টাও চালাচ্ছে না, সেগুলোকে তৃতীয় ধাপে (টিয়ার-৩) রাখা হয়।

সংবাদ
ঢাকা : শুক্রবার ২৪ আশ্বিন ১৪৩৩
Dhaka : Friday 9 October 2026

যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানিতে দ্বিতীয় স্থান হারালো বাংলাদেশ

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

চলতি বছরের প্রথমার্ধ শেষে (জানুয়ারি -জুন) যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি পৌনে ছয় শতাংশ কমেছে। জুলাই মাস শেষে তা বেড়ে সাড়ে ছয় শতাংশে দাঁড়ায়। তবে আগস্ট মাসে পতনের হার কমেছে। পোশাক রপ্তানি কমেছে ৪ দশমিক ৪৩ শতাংশ। একই সময়ে চীন ও ভারত থেকে যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি পোশাক রপ্তানি কমেছে যথাক্রমে ২৯ ও ২৬ শতাংশের বেশি। যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে পোশাক রপ্তানিতে পতন কিছুটা কমলেও চীনের কাছে দ্বিতীয় স্থান হারিয়েছে বাংলাদেশ। গত জুলাই মাস শেষে ভিয়েতনামের পর শীর্ষ তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশ ছিল বাংলাদেশ। তারপরেই ছিল চীনের অবস্থান। তবে আগস্টে শেষে বাংলাদেশের দ্বিতীয় শীর্ষস্থান দখলে নিয়েছে চীন। বাংলাদেশ নেমে গেছে তৃতীয় অবস্থানে। বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে তৈরি পোশাক রপ্তানির তফাত ২৪ কোটি ডলার। যুক্তরাষ্ট্রের অফিস অব টেক্সটাইলস অ্যান্ড অ্যাপারেলের (অটেক্সা) প্রকাশিত হালনাগাদ তথ্য থেকে এমন চিত্র পাওয়া গেছে। এতে দেখা যায়, চলতি বছরের প্রথম আট মাসে (জানুয়ারি -আগস্ট) যুক্তরাষ্ট্রের পোশাক আমদানি কমেছে ৭ দশমিক ৪২ শতাংশ। এই সময়ে দেশটির ব্যবসায়ীরা আমদানি করেছেন ৪৯ বিলিয়ন বা ৪ হাজার ৯০০ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক। অটেক্সার তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, চলতি বছরের প্রথম আট মাসে যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি পোশাক আমদানি পরিমাণের দিক থেকে কমেছে ৮ দশমিক ৯৮ শতাংশ। ফলে প্রতি বর্গমিটার তৈরি পোশাকের গড় মূল্য বেড়েছে ১ দশমিক ৭১ শতাংশ। যদিও বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি হওয়া তৈরি পোশাকের গড় মূল্য কমেছে।

চলতি বছরের জানুয়ারিআগস্ট সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ৫৩৯ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে বাংলাদেশ। এই রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৪ দশমিক ৪৩ শতাংশ কম। যুক্তরাষ্ট্রের সামগ্রিক পোশাক আমদানি যতটুকু কমেছে, তার চেয়ে বাংলাদেশের রপ্তানি প্রায় ৩ শতাংশীয় পয়েন্ট কম।অন্যদিকে পরিমাণের দিক থেকে বাংলাদেশ চলতি বছরের প্রথম আট মাসে ১৭৬ কোটি বর্গমিটার কাপড়ের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে। এই রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় পৌনে ৩ শতাংশ কম। আলোচ্য সময়ে বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি হওয়া প্রতি বর্গমিটার তৈরি পোশাকের গড় মূল্য ছিল ৩ দশমিক ০৭ ডলার। গত বছরের একই সময়ের তুলনায় পোশাকের গড় মূল্য ১ দশমিক ৭৩ শতাংশ কম। যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে তৈরি পোশাক সরবরাহকারী দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কমেছে চীনের। চলতি বছরের প্রথম আট মাসে দেশটি ৫৬৩ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে। গত বছরের একই সময়ের তুলনায় তাদের রপ্তানি কমেছে ২৯ দশমিক ৩৯ শতাংশ। একই সময়ে ভারতের রপ্তানি কমেছে ২৬ দশমিক ৪৪ শতাংশ। পাকিস্তানের তৈরি পোশাক রপ্তানি কমেছে ৩ দশমিক ৮৩ শতাংশ। অন্যদিকে ইন্দোনেশিয়া ও কম্বোডিয়া থেকে তৈরি পোশাক রপ্তানি বেড়েছে যথাক্রমে ২ দশমিক ৫৮ শতাংশ ও ৬ দশমিক ৯১ শতাংশ।যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে শীর্ষ তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশ ভিয়েতনাম। চলতি বছরের প্রথম আট মাসে ১ হাজার ৯৮ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে তারা। এই রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় দশমিক ৭৬ শতাংশ কম। ভিয়েতনামের রপ্তানি হওয়া প্রতি বর্গমিটার তৈরি পোশাকের গড় মূল্য ছিল ৩ দশমিক ৫৪ ডলার। গত বছরের তুলনায় এই দাম দশমিক ৫৮ শতাংশ কম। শীর্ষ ১০ রপ্তানিকারক দেশের মধ্যে চীনের পোশাকের দাম কমেছে ৯ দশমিক ৯৩ শতাংশ। চলতি বছরের প্রথম আট মাসে দেশটির রপ্তানি হওয়া প্রতি বর্গমিটার তৈরি পোশাকের গড় মূল্য ছিল ১ দশমিক ৪৭ ডলার। পোশাকের এই দাম বাংলাদেশের অর্ধেক।বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানে রপ্তানি হওয়া পোশাকের দামও কম, প্রতি বর্গমিটারের সমপরিমাণ তৈরি পোশাকের দাম ২ দশমিক ৭৮ ডলার।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শুক্রবার ॥ ৯ অক্টোবর ২০২৬ ॥

২৩ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ প্রস্তাব বেক্সিমকোর কারখানায়

নিজস্ব প্রতিবেদক

ব্যাংক ঋণের বড় বোঝা ও দীর্ঘদিনের বন্ধ কার্যক্রমের মধ্যে বেক্সিমকো গ্রুপের একটি কারখানা নতুন ব্যবসায়িক মডেলে চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ উদ্যোগে ব্রিটিশ ও চীনা দুটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে মোট ২৩ মিলিয়ন ডলার বা ২ কোটি ৩০ লাখ ডলার বিনিয়োগের প্রস্তাব এসেছে। প্রয়োজনীয় সরকারি অনুমোদন পাওয়া গেলে আগামী বছরের এপ্রিলেই কারখানাটিতে পুনরায় উৎপাদন শুরু হতে পারে।

গাজীপুরের কাশিমপুরে বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে বন্ধ থাকা ১৬টি তৈরি পোশাক ও টেক্সটাইল ইউনিটের মধ্যে প্রথমে 'প্রিফিক্স ফ্যাশনস লিমিটেড' চালুর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। প্রস্তাবিত বিনিয়োগে অর্থায়ন করবে ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠান 'চার্টার এইচসিপি লিমিটেড' এবং চীনা প্রতিষ্ঠান 'বেস্টিং লিমিটেড'। পুরো উদ্যোগে অ্যাসেট ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে জাপানি-বাংলাদেশি যৌথ উদ্যোগের প্রতিষ্ঠান 'রিভাইভাল গ্লোবাল'। প্রস্তাবিত কাঠামো অনুযায়ী, বিদেশি বিনিয়োগকারীরা বেক্সিমকো গ্রুপের সঙ্গে পাঁচ বছরের জন্য একটি লিজ বা চুক্তিতে যাবে। এ ব্যবস্থায় রপ্তানি থেকে অর্জিত অর্থ সরাসরি ব্যাংক হিসাবে জমা হবে। এরপর লিয়েনধারী ব্যাংকগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে ওই অর্থ থেকে ঋণের কিস্তি কেটে নেবে। ফলে ঋণ পরিশোধের অর্থ ব্যবস্থাপনায় বেক্সিমকো গ্রুপের সরাসরি হস্তক্ষেপ থাকবে না। উদ্যোক্তারা মনে করছেন, এতে ঋণ পরিশোধের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সহজ হবে। এ উদ্যোগের অগ্রগতি নিয়ে আগামী ১১ অক্টোবর বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানকারী শীর্ষ সংস্থা 'ইনভেস্ট বাংলাদেশ'-এর চেয়ারম্যানের সঙ্গে বৈঠক করার কথা রয়েছে বেক্সিমকো ও রিভাইভাল গ্লোবালের কর্মকর্তাদের।

এরপর বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রয়োজনীয় অনুমোদন পাওয়া গেলে প্রিফিক্স ফ্যাশনস চালুর প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে।

কারখানাটি চালু হলে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রায় ২ হাজার ৫০০ শ্রমিকের কর্মসংস্থান তৈরি হবে। এখানে উৎপাদিত পোশাকের প্রধান অংশই আন্তর্জাতিক বাজারের জন্য তৈরি করা হবে। মোট উৎপাদনের প্রায় ৯০ শতাংশ জ্যাকেট হবে বলে পরিকল্পনায় উল্লেখ করা হয়েছে। উদ্যোক্তাদের প্রত্যাশা, উৎপাদন কার্যক্রম শুরু হওয়ার পরবর্তী দুই থেকে তিন বছরের মধ্যে এ কারখানা থেকে প্রায় ৫০ কোটি বা ৫০০ মিলিয়ন ডলারের পোশাক রপ্তানি করা সম্ভব হবে। প্রিফিক্স ফ্যাশনসের মাধ্যমে নেওয়া উদ্যোগ সফল হলে পর্যায়ক্রমে বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের বাকি ১৫টি বন্ধ ইউনিটও চালুর পরিকল্পনা রয়েছে। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে কারখানাগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর চাকরি হারানো ৩০ হাজারের বেশি শ্রমিকের পুনরায় কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হতে পারে। বেক্সিমকো গ্রুপের কারখানাগুলো ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ক্ষমতার পরিবর্তনের পর ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনার মুখে পড়ে। এর পর শ্রমিকদের বেতন-ভাতা পরিশোধে ব্যর্থতার প্রেক্ষাপটে ২০২৫ সালের মার্চে অন্তর্বর্তী সরকার কারখানাগুলো বন্ধ ঘোষণা করে

ইত্তেফাক
মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার ২৭ অক্টোবর ২০২৬

ঘোষণার ১২ দিনেও কর্মী পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়নি

■ এস এম মিজান

দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর গত ১৫ অক্টোবর মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারে বাংলাদেশি কর্মী পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরুর ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের এই ঘোষণার ১২ দিন চলে গেলেও কর্মী পাঠানোর আনুষ্ঠানিক কোনো প্রক্রিয়া শুরু হয়নি। মূলত কর্মী নিয়োগের নিয়ম, অভিবাসন ব্যয় নির্ধারণ, রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর দায়িত্ব বণ্টন ও মালয়েশিয়া গমনেচ্ছু কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য মেডিক্যাল সেন্টারের অনুমোদন নিয়ে স্পষ্ট নির্দেশনা না থাকায় পুরো প্রক্রিয়ার বাস্তবায়ন নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। ফলে সরকারি পর্যায়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত এবং ঘোষণা এলেও প্রক্রিয়াগত জটিলতায় কর্মী পাঠানো বিলম্বিত হচ্ছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এবার নতুন ব্যবস্থাপনায় সরকারি প্রতিষ্ঠান বোয়েসেলসহ ৩১২টি রিক্রুটিং এজেন্সি, ২৫টি প্রসেসিং এজেন্সি যুক্ত করার কথা জানানো হয়েছে। রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর মালিকদের অভিযোগ, এজেন্সিগুলো কীভাবে তালিকাভুক্ত হলো, কর্মীরা কত টাকা খরচে মালয়েশিয়া যেতে পারবেন এবং বিনা খরচে যাওয়ার সুযোগ কারা পাবেন, এসব বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হয়নি। কর্মী পাঠানোর প্রক্রিয়ায় দায়িত্ব পাওয়া দুটি রিক্রুটিং এজেন্সির মালিক নাম প্রকাশ না করার শর্তে ইত্তেফাককে বলেন, কর্মীরা কত টাকা খরচে মালয়েশিয়া যেতে পারবেন এবং বিনা খরচে যাওয়ার সুযোগ কারা পাবেন, তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা কোথায় হবে, এসব বিষয়ে আমাদের এখনো বিস্তারিত জানানো হয়নি।

বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সিজের (বায়রা) সদস্যসহ সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, শুধু সংবাদ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে শ্রমবাজার চালুর ঘোষণা দিলেই স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয় না। কর্মী নিয়োগের ধাপ, এজেন্সিগুলোর দায়িত্ব এবং অভিবাসন ব্যয় নির্ধারণের নিয়ম স্পষ্ট করা

PTO

ঘোষণার ১২ দিনেও

জরুরি। বায়রার সদস্যরা বলেন, আগে যেখানে ১০০টি প্রসেসিং এজেন্সি ছিল, এবার সেখানে ২৫টি প্রতিষ্ঠানকে রাখা হয়েছে। অন্যদিকে আট শতাধিক রিক্রুটিং এজেন্সির পরিবর্তে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে ৩১২টিকে। এছাড়া রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোকে কর্মী পাঠানোর কার্যক্রম সম্পন্ন করতে প্রসেসিং এজেন্সি বা সরকারি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেডের (বোয়েসেল) কাছ থেকে অনাপত্তিপত্র (এনওসি) নিতে হবে। ব্যবসায়ীদের আশঙ্কা, এতে একটি এজেন্সির কার্যক্রম অন্য প্রতিষ্ঠানের অনুমোদনের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। ফলে নিয়োগপ্রক্রিয়ায় মধ্যস্থতাকারীদের প্রভাব বাড়ার সুযোগ তৈরি হতে পারে।

২০২২ সালে বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার মধ্যে কর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত যে সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়, সেই অনুযায়ী কর্মী প্রেরণকারী বাংলাদেশি রিক্রুটিং এজেন্সি (জনশক্তি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান) বাছাই করার দায়িত্ব এককভাবে মালয়েশিয়া সরকারের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছিল। এ সমঝোতা স্মারকের মেয়াদ চলতি বছরের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত রয়েছে। এ কারণেই মালয়েশিয়া সরকারের আরোপিত শর্ত পরিবর্তন করাটা বাংলাদেশের পক্ষে সহজ নয় বলে মনে করেন অভিবাসন বিশেষজ্ঞরা। তাদের মতে, বাজার খোলার ঘোষণার পাশাপাশি কর্মী পাঠানোর সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি ঠিক কেমন হবে, তা কার্যকর অভিবাসন কূটনীতির মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারকে আগেই আরো স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট করার দরকার ছিল।

এ বিষয়ে বায়রার সাবেক মহাসচিব আলী হায়দার চৌধুরী বলেন, মালয়েশিয়ায় শ্রমবাজার চালু হওয়ায় আমরা খুশি। কিন্তু কোন প্রক্রিয়ায় লোক পাঠানো হবে, কবে থেকে কর্মী পাঠানো শুরু হবে, সেসব বিষয়ে এখনো স্পষ্ট নয়। সরকারের পক্ষ থেকেও আমাদের এসব বিষয়ে কিছু বলা হচ্ছে না। ফলে অনেক এজেন্সিই এখনো দ্বিধাদ্বন্দ্বে রয়েছে।

এদিকে মালয়েশিয়া গমনেচ্ছু কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য এখনো মেডিক্যাল সেন্টারের অনুমোদন দেওয়া হয়নি বলে জানা গেছে। তবে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, প্রাথমিকভাবে ২৫টি মেডিক্যাল সেন্টারকে মালয়েশিয়া গমনেচ্ছু কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার অনুমোদন দেওয়া হতে পারে। এই প্রক্রিয়া নিয়ে কাজ চলছে। চলতি সপ্তাহ অথবা আগামী সপ্তাহে মেডিক্যাল সেন্টারের অনুমোদন ও মালয়েশিয়া গমনেচ্ছু কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ঘোষণা আসতে পারে। তবে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য প্রত্যেক কর্মীকে কত টাকা ফি দিতে হবে তা এখনো নির্ধারিত হয়নি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা ইত্তেফাককে বলেন, মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠানোর বিষয়ে এখনো কিছু প্রক্রিয়াগত জটিলতা আছে। আশা করি, এসব জটিলতা আগামী সপ্তাহের মধ্যে শেষ হবে এবং নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে কর্মী পাঠানোর আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া শুরু করা যেতে পারে।

এ বিষয়ে অভিবাসন বিশেষজ্ঞ আসিফ মুনীর বলেন, মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার চালুর ঘোষণা কিছুটা অপরিপক্ব মনে হয়েছে। কারণ এখানে দুই পক্ষ রয়েছে বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়া। মালয়েশিয়া তাদের অনুমোদিত এজেন্সির নাম প্রকাশ করলেও বাংলাদেশ সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে প্রক্রিয়াটি কীভাবে বাস্তবায়ন করবে, সে বিষয়ে এখনো স্পষ্ট ধারণা দিতে পারেনি। তিনি আরো বলেন, ডিসেম্বর মাসে দুই দেশের বর্তমান সমঝোতা স্মারকের মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা। এই সময়ের মধ্যে সেটি পর্যালোচনা করে জানুয়ারিতে নতুন সমঝোতা স্মারক করা যেতে পারে। সেখানে কর্মী নিয়োগের প্রক্রিয়া, এজেন্সির অংশগ্রহণ এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার বিষয়গুলো স্পষ্ট করা প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে শ্রমবাজার পুরোপুরি চালু হতে ডিসেম্বর বা জানুয়ারি পর্যন্ত সময় লাগতে পারে।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। মঙ্গলবার। ১৩ অক্টোবর

বিনা খরচে প্রশিক্ষণ লক্ষ্য ইউরোপের শ্রমবাজার

আবদুল্লাহ আল মিরাজ ▷

বিশ্ব শ্রমবাজারে দক্ষ কর্মীর কদর সব সময়। ইউরোপও এর ব্যতিক্রম নয়। এরই অংশ হিসেবে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থায়নে তিন হাজার বাংলাদেশি কর্মীকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) বাস্তবায়নাধীন ট্যালেন্ট পার্টনারশিপ পাইলট প্রকল্প। প্রশিক্ষণ শেষে এই কর্মীদের ইউরোপ যাওয়ার সুযোগ তৈরি হবে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি), জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ) এবং কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের (ডিটিই) সঙ্গে যৌথভাবে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পে কারিগরি প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ইতালীয় ভাষা, যোগাযোগ দক্ষতা, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা, শ্রমিকের অধিকার ও ইউরোপের কর্মপরিবেশ সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হচ্ছে। প্রশিক্ষণ নিতে ফি দিতে হয় না। তবে প্রশিক্ষণ শেষ করলেই যে ইউরোপে চাকরি বা ভিসা নিশ্চিত হবে এমন নয়। বিদেশে যেতে হলে নিয়োগকর্তার চাহিদা অনুযায়ী নির্বাচিত হতে হবে। গন্তব্য দেশের অভিবাসনপ্রক্রিয়াও অনুসরণ করতে হবে।

রাজধানীর টেকনিক্যালে বাংলাদেশ-কোরিয়া টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারে (বিকেটিটিসি) সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, প্রশিক্ষণার্থীদের অটোমোবাইল ও ইলেকট্রনিকসের কাজ হাতে-কলমে শেখানো হচ্ছে। পাশাপাশি চলছে ইতালীয় ভাষার ক্লাস। প্রশিক্ষণার্থীদের লক্ষ্য, ইতালির কোনো প্রতিষ্ঠান কর্মী নিয়োগ শুরু করলে সেখানে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করা।

অটোমোবাইল ড্রাইভিং ও অটোমোটিভ মেকানিকসের প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন মোহাম্মদ সেলিম মিয়া। তিনি জানান, এর আগে তিনি অটোমোবাইলে ডিপ্লোমা করেছেন। এখানে ছয় মাসের কোর্সের চার মাস শেষ হয়েছে। কাজ শিখা থাকলে সব জায়গাতেই লাভ। সনদ পাওয়া যাবে। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আশা করি অনেকে ইতালিতে যেতে পারবেন।'

প্রশিক্ষকরা জানান, হাতে-কলমে কাজ শেখানোর পাশাপাশি প্রশিক্ষণার্থীদের দক্ষতা পরীক্ষা করা হয়। তাঁরা মনোযোগ দিয়ে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন।

আইএলওর সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার সোহানা সামরিন চৌধুরী কালের কণ্ঠকে বলেন, 'বাংলাদেশ থেকে ইউরোপের দেশগুলোয় দক্ষ কর্মী পাঠানোর টেকসই ও নিয়মিত অভিবাসনব্যবস্থা গড়ে তোলাই এই প্রকল্পের লক্ষ্য। প্রাথমিক পর্যায়ে তিন হাজার কর্মীকে নিয়ে এই মডেল পরীক্ষা করা হচ্ছে। এরই মধ্যে এক হাজার কর্মীর প্রশিক্ষণ শেষ হয়েছে। ভবিষ্যতে যাতে সরকার নিজস্ব অর্থায়নে কার্যক্রমটি চালিয়ে নিতে পারে, সেই সক্ষমতা তৈরি করা হচ্ছে।'

তিনি বলেন, 'ইতালিতে বাংলাদেশি বড় প্রবাসী জনগোষ্ঠী থাকায় দেশটিকে প্রাথমিক গন্তব্য হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি প্রশিক্ষণের মান নিশ্চিত করা ও অনিয়মিত অভিবাসনের ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতনতা তৈরিতে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।'

কারা আবেদন করতে পারবেন : আইএলওর তথ্য অনুযায়ী, ১৮ থেকে ৪৫ বছর বয়সী নারী-পুরুষ প্রশিক্ষণ নিতে এ প্রকল্পে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনকারীর অন্তত এসএসসি বা এইচএসসি, কারিগরি শিক্ষার সমমানের যোগ্যতা, চার বছর মেয়াদি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা বা স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট পেশায় প্রাথমিক কারিগরি দক্ষতা প্রয়োজন। পেশাভেদে জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামোর (এনটিভিকিউএফ) প্রথম বা দ্বিতীয় স্তরের সনদ লাগতে পারে।

আইএলওর সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার মো. আনিসুজ্জামান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আগে থেকেই কিছু দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা রয়েছে—এমন কর্মীদের দক্ষতা বাড়ানোই এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য। আনুষ্ঠানিক সনদ না থাকলেও অভিজ্ঞ কর্মীদের দক্ষতা যাচাই করে সনদ দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে।'

আবেদন ও নির্বাচনপ্রক্রিয়া : প্রকল্পের ১০টি সরকারি-বেসরকারি অংশীদারি প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এর মধ্যে সরকারি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) ছয়টি, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীন দুটি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান দুটি। আগ্রহীদের সরকারি ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট প্ল্যাটফর্মের (ওইপি) মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে হবে। অংশীদার প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের ওয়েবসাইট, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও প্রচার কার্যক্রমের মাধ্যমে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে।

প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে—নির্মাণ, স্বাস্থ্যসেবা ও পরিচর্যা, পর্যটন ও আতিথেয়তা, পরিবহন ও সরবরাহব্যবস্থা, তৈরি পোশাক, জাহাজ নির্মাণ ও হালকা প্রকৌশল খাতের বিভিন্ন পেশায়।

প্রকল্পের ১০টি প্রতিষ্ঠান হলো—বাংলাদেশ-কোরিয়া টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার (বিকেটিটিসি), ঢাকা; ইউসেপ-বাংলাদেশ; খুলনা টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার; রাজশাহী মহিলা টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার; বাংলাদেশ-কোরিয়া টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার, চট্টগ্রাম; সিলেট টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার; সিলেট টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ; আয়াত এডুকেশন ফাউন্ডেশন; খুলনা মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি।

ভাষা ও কর্মক্ষেত্রের প্রশিক্ষণ : কারিগরি দক্ষতার পাশাপাশি ইতালীয় ভাষা, যোগাযোগ, যন্ত্রপাতির নিরাপদ ব্যবহার, কাজের মান এবং কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা শেখানো হয়। ভাষা প্রশিক্ষণে দুই স্তর পর্যন্ত দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্য রয়েছে।

প্রকল্পের প্রশিক্ষণ প্যাকেজ আগে চার মাসের ছিল। নিয়োগকর্তাদের চাহিদা অনুযায়ী ভাষা শিক্ষা ও অতিরিক্ত প্রশিক্ষণের সুযোগ বাড়াতে তা ছয় মাসে সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। ব্যাচভেদে সময় কিছুটা কমবেশি হতে পারে।

আনিসুজ্জামান বলেন, 'ইউরোপের শ্রমবাজারের চাহিদার সঙ্গে বাংলাদেশের কর্মীদের দক্ষতার সামঞ্জস্য তৈরি করতে জাতীয় যোগ্যতা কাঠামোর সঙ্গে ইউরোপীয় যোগ্যতা কাঠামোর সমন্বয় করে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। নিয়োগকর্তারা যাতে কর্মীদের দক্ষতা ও সনদ মূল্যায়ন করতে পারেন, সেই ব্যবস্থাও গড়ে তোলার চেষ্টা চলছে।'

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

বিনা খরচে প্রশিক্ষণ, লক্ষ্য ইউরোপের শ্রমবাজার

বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ, বিদেশযাত্রার খরচ যা : কারিগরি প্রশিক্ষণ, ইতালীয় ভাষা শিক্ষা ও প্রাক-বহির্গমন প্রস্তুতির জন্য কোনো ফি দিতে হয় না। প্রশিক্ষণ চলাকালে দুপুরের খাবার দেওয়া হয় অথবা এর পরিবর্তে মাসে তিন হাজার টাকা দেওয়া হয়। তবে যাতায়াত ও ব্যক্তিগত জীবনযাপনের খরচ প্রশিক্ষণার্থীদের বহন করতে হয়।

বিদেশযাত্রায় সনদ, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, ভিসা, বিমানের টিকিট, বীমা, আবাসনসহ অন্যান্য খরচ দেশ, নিয়োগকর্তা ও নিয়োগ প্রক্রিয়াভেদে ভিন্ন হতে পারে। এসব খরচ কে বহন করবে, তা যাত্রার আগে স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করতে হবে।

আনিসুজ্জামান বলেন, 'দালাল ও মধ্যস্বত্বভোগীদের মাধ্যমে ইউরোপে যেতে অনেক কর্মীর ১৫ থেকে ২০ হাজার ডলার পর্যন্ত ব্যয় হয়। এ প্রকল্পে আইনি প্রক্রিয়ায় সেই ব্যয় অনেক কমানোর লক্ষ্য রয়েছে। প্রক্রিয়াকরণ ব্যয় ৫০০ থেকে ৬০০ ডলার অথবা প্রক্রিয়াভেদে এক হাজার থেকে এক হাজার ২০০ ডলারের মধ্যে রাখার কথা রয়েছে।

যেভাবে মিলবে ইউরোপের চাকরি : প্রশিক্ষণ শেষ করলেই বিদেশে চাকরি নিশ্চিত হবে না। যোগ্য প্রশিক্ষণার্থীদের তথ্য ওইপি প্ল্যাটফর্মে যুক্ত করা হতে পারে। নিবন্ধিত ও অনুমোদিত বিদেশি নিয়োগকর্তারা সেখান থেকে প্রার্থীদের তথ্য দেখে নিজেদের চাহিদা অনুযায়ী বাছাই করবেন। এরপর সাক্ষাৎকার, দক্ষতা যাচাই ও নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেবেন তাঁরা।

এ ছাড়া ইউরোপের নিয়োগকর্তা, জনবল নিয়োগকারী ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করছে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ। ইতালির কয়েকটি জনবল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কর্মী নিয়োগ নিয়ে আলোচনা চলছে। এসব প্রতিষ্ঠানের কিছু বাংলাদেশে অংশীদার প্রশিক্ষণকেন্দ্র পরিদর্শন করেছে বা পরিদর্শনের পরিকল্পনা রয়েছে।

বর্তমানে ইতালি এ প্রকল্পের প্রধান গন্তব্য। অন্য কোনো ইউরোপীয় দেশে কর্মী নিয়োগের সুযোগ এখনো নিশ্চিত হয়নি। সরাসরি নিয়োগকর্তা, বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল) অথবা অনুমোদিত বেসরকারি রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে নিয়োগপ্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে পারে। কর্মী নিয়োগ, কাজের অনুমতি ও ভিসা নির্ভর করবে নিয়োগকর্তার নির্বাচন এবং বাংলাদেশ ও গন্তব্য দেশের আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার ওপর।

ঢাকায় ইতালির রাষ্ট্রদূত অ্যান্টোনিও আলেসান্দ্রো কালের কণ্ঠকে বলেন, 'ইতালির নতুন অভিবাসন আইনের ২৩ নম্বর ধারার আওতায় বাংলাদেশে কর্মীদের প্রাক-যাত্রা প্রশিক্ষণ প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এসব প্রকল্পের ব্যয় বহন করছেন ইতালির নিয়োগকর্তারা। ফলে কর্মীদের কোনো অর্থ দিতে হচ্ছে না। এই ব্যবস্থার আওতায় এরই মধ্যে কয়েক শ কর্মী প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন এবং তাঁদের মধ্যে কয়েকজন ইতালিতে গেছেন। ইতালীয় প্রতিষ্ঠানগুলো স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অংশীদারির ভিত্তিতে এসব প্রকল্প পরিচালনা করছে। এ ব্যবস্থায় মধ্যস্বত্বভোগীর মাধ্যমে কর্মী নিয়োগের সুযোগ নেই; মধ্যস্বত্ব সম্পূর্ণ অবৈধ।'

তিনি বলেন, 'রেস্তোরাঁ ও আতিথেয়তা, নির্মাণ, বস্ত্র, যন্ত্রকৌশল, বিদ্যুৎ, ওয়েল্ডিংসহ বিভিন্ন খাতে ইতালির কর্মী চাহিদা রয়েছে। এসব উদ্যোগের মাধ্যমে বাংলাদেশিদের জন্য বৈধ পথে ইতালিতে যাওয়ার সুযোগ তৈরি হচ্ছে।'

WEDNESDAY OCTOBER 28, 2026
KARTIK 12, 1433 BS
The Daily Star

Migrants from 29 countries lured into Russia's war: UN

STAFF CORRESPONDENT

Bangladeshis were among nationals of several countries trafficked into the Russian armed forces through deception or coercion, a United Nations investigation has found.

Lured to Russia with promises of well-paid civilian jobs, men from at least 29 countries were instead made to sign military contracts in Russian, a language most did not understand, before being sent to the front lines in Ukraine.

Many of the recruits were reportedly killed or went missing, leaving their families struggling to find out what happened to them.

According to the Bureau of Manpower, Employment and Training's Overseas Employment Platform, 7,949 employment clearances were issued for Russia between January 1, 2025, and October 27, 2026.

The Independent International Commission of Inquiry on Ukraine also obtained copies of business visas issued to Bangladeshi recruits, showing that a civilian company in Russia had invited them for civilian work.

The findings were presented to the UN General Assembly's Third Committee on Monday. The report, however, did not specify how many Bangladeshis had been trafficked, killed or reported missing.

According to the Bureau of Manpower, Employment and Training's Overseas Employment Platform, 7,949 employment clearances were issued for Russia between January 1, 2025, and October 27, 2026. The figure, however, does not establish how many people actually travelled to Russia or were trafficked.

A joint investigation by Fortify Rights and Truth Hounds, reported in March, identified at least 104 Bangladeshis recruited into the Russian military, of whom at least 34 were reportedly killed.

On October 14, the Special Response Battalion said 20 of 30 Bangladeshis sent to Russia with promises of construction jobs had been killed. The workers had paid an average of Tk 10 lakh each and undergone 21 days of training, it said.

The probe examined recruitment involving 48 countries, drawing on 245 testimonies, travel records and Russian military contracts. It found close coordination between recruiters and Russian authorities. Men from at least 29 of those countries were identified as trafficking victims.

Russian officials have publicly denied illegal recruitment, the report noted.

According to the report, recruiters offered jobs as drivers, security guards, electricians and construction workers, arranged travel and then handed recruits over to the Russian military. Their passports and phones were often confiscated, while military training ranged from 20 minutes to a month.

Shariful Islam Hasan, associate director of BRAC's Migration Programme, said BRAC had warned about the practice last year.

"Many Bangladeshis were lured to Russia with promises of jobs but were later recruited into the war. Some travelled on work visas, while others went on tourist visas."

He urged the government to trace around 8,500 Bangladeshis who had travelled legally to Russia over the past two years and determine how many were working, fighting, missing or dead.

He also called for figures on visas issued by the Russian embassy.

The commission urged Russia to release trafficking victims and investigate recruiters. It said captured recruits were entitled to prisoner-of-war protections and urged their home countries not to prosecute the victims.

কালের কণ্ঠ
। শনিবার। ২৪ অক্টোবর ২০২৬

সৌদি সংঘাতের ঝুঁকি শ্রমবাজারে

বাংলাদেশ থেকে ৫১ ফ্লাইট বাতিল, ভোগান্তিতে ৫৪১৮ যাত্রী, শঙ্কায় প্রবাসীরা

আবদুল্লাহ আল মিরাজ ▷

প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স বাংলাদেশের অর্থনীতির রক্তপ্রবাহ হিসেবে পরিচিত। এর মধ্যে সৌদি থেকেই আসে রেমিট্যান্সের একটি বড় অংশ। সেখানে কাজ করেন প্রায় ৩০ লাখ বাংলাদেশি কর্মী। তাঁদের শ্রম-ঘামের পাঠানো টাকায় চলে পরিবার, আর সমৃদ্ধ হয় দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ। কিন্তু সাম্প্রতিক হুতিদের একের পর এক হামলায় সৌদি এখন রীতিমতো যুদ্ধক্ষেত্র। অচল হয়ে পড়ছে স্বাভাবিক কাজকর্ম। বাড়ছে নিরাপত্তাহীনতা। সব ধরনের কাজকর্মও বন্ধের ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে। জ্বালানি তেলের বড় উৎস দেশ সৌদির এই অনিশ্চয়তায় বিশ্ববাজারে তেলের দামেও প্রভাব পড়তে পারে বলে আলোচনা শুরু হয়েছে। এদিকে আক্রমণের মাত্রা বাড়ায় দেশটির অনেক বিমানবন্দরের সঙ্গে বিমান চলাচল সীমিত হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশ থেকেই একের পর এক বিমানযাত্রা স্থগিত করা হচ্ছে। সংঘাতের ঘটনায় গতকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত ৫১টি ফ্লাইট বাতিল হয়েছে। এতে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার যাত্রীর সৌদিযাত্রা অনিশ্চিত হয়েছে।

রিয়াদে বাংলাদেশ দূতাবাসের ডেপুটি চিফ অব মিশন এস এম নাজমুল হাসান কালের কণ্ঠকে বলেন, সংঘাত দীর্ঘায়িত হলে বাংলাদেশের শ্রমবাজারে আরো বড় প্রভাব পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। সৌদি আরবে বিশ্বকাপ আয়োজনসহ বিভিন্ন মেগাপ্রকল্প এবং 'ভিশন ২০৩০' ঘিরে ব্যাপক নির্মাণকাজ চলছে। এসব প্রকল্পে বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশি কর্মী কাজ করছেন। সংঘাতে এসব প্রকল্পের কাজ ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগও কমে যেতে পারে।

সৌদি আরবে বাংলাদেশিদের সার্বিক পরিস্থিতি তুলে ধরে এস এম নাজমুল হাসান বলেন, বিমানবন্দরে পর পর হামলার ঘটনায় প্রবাসীদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হওয়াটা স্বাভাবিক। তবে এখন পর্যন্ত সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় বড় ধরনের প্রভাব পড়েনি। সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েছেন ভ্রমণ, হোটেল, পরিবহন ও বিমান চলাচল সংশ্লিষ্ট ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা। ফ্লাইট চলাচল ব্যাহত হওয়ায় এসব খাতের কার্যক্রমে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। রিয়াদ ও জেদ্দার বিমানবন্দরে কার্যক্রম সীমিত বা বন্ধ থাকায় এবং দাম্মামে সীমিত পরিসরে ফ্লাইট চলায় সংশ্লিষ্ট ব্যবসাগুলো বড় ধাক্কার মুখে পড়েছে।

তবে এখন পর্যন্ত সৌদি আরবে বাংলাদেশিদের ওপর তাৎক্ষণিকভাবে বড় ধরনের অর্থনৈতিক প্রভাব দৃশ্যমান হয়নি বলে জানান তিনি। তাঁর মতে, নির্মাণ ও হোটেল খাতসহ বিভিন্ন ব্যবসায় এরই মধ্যে কিছুটা ধীরগতি দেখা যাচ্ছে। সংঘাত কত দিন স্থায়ী হয়, তার ওপর বাংলাদেশি কর্মীদের আয় ও কর্মসংস্থানের ওপর প্রভাবের মাত্রা নির্ভর করবে।

গতকাল সৌদি যেতে না পারা প্রবাসী রফিকুল ইসলামের সঙ্গে কথা হয়। ছুটি কাটিয়ে গতকাল দুপুরে তাঁর রিয়াদে ফেরার কথা ছিল। আগেই টিকিট কেটে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে নির্ধারিত সময়ে বিমানবন্দরে পৌঁছেছিলেন তিনি। কিন্তু সেখানে গিয়ে জানতে পারেন, তাঁর ফ্লাইট বাতিল হয়েছে। পরবর্তী ফ্লাইট কখন ছাড়বে, সে সম্পর্কেও নিশ্চিত তথ্য পাচ্ছিলেন না। বিমানবন্দরের বহির্গমন টার্মিনালের বাইরে দাঁড়িয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে রফিকুল বলেন, 'হঠাৎ ফ্লাইট বাতিল হওয়ায় বিপাকে পড়েছি। আমাকে যেকোনো মূল্যে সৌদি আরব যেতে হবে। সময়মতো যেতে না পারলে চাকরি বাঁচানো যাবে না। সবকিছু অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে যাবে। পরবর্তী ফ্লাইটের সিদ্ধান্ত জানানো হলে ভোগান্তি কিছুটা হলেও কমত।'



রিয়াদের কিং খালিদ বিমানবন্দরের স্যাটেলাইট চিত্র

- হুতিদের হামলায় বাড়ছে নিরাপত্তাহীনতা
- অস্থির হতে পারে জ্বালানি তেলের বাজার
- চাপে পড়তে পারে বাংলাদেশের অর্থনীতি
- নতুন শ্রমবাজার খুঁজছে সরকার : শামা ওবায়েদ
- সীমিত হতে পারে কর্মসংস্থানের সুযোগ : শরিফুল হাসান
- পরিস্থিতি মোকাবেলায় আগাম সতর্কতা দরকার : আসিফ মুনীর

রফিকুলের মতো হাজারো যাত্রী এখন অনিশ্চয়তায়। সৌদি আরবের বিমানবন্দরগুলোতে কার্যক্রম সীমিত থাকায় ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে চলাচলকারী সরাসরি ও ট্রানজিট ফ্লাইটের যাত্রাসূচিতে বড় ধরনের প্রভাব পড়েছে। গতকাল সোমবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত ৫১টি ফ্লাইট বাতিল হয়েছে। এতে পাঁচ হাজার ৪১৮ জন যাত্রী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। বাতিল হওয়া ফ্লাইটের মধ্যে সরাসরি ১২টি এবং ট্রানজিট ফ্লাইট ৩৯টি।

বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী, বাতিল হওয়া সরাসরি ফ্লাইটের মধ্যে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের চারটি, ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসের দুটি, সৌদিয়া এয়ারলাইনসের তিনটি এবং রিয়াদ এয়ারওয়েজের তিনটি ফ্লাইট রয়েছে। ট্রানজিট ফ্লাইটের মধ্যে ইন্ডিগোর ১৬টি, এমিরেটসের ৯টি, কাতার এয়ারওয়েজের পাঁচটি, ফ্লাইদুবাইয়ের পাঁচটি, সালামএয়ারের তিনটি এবং ইজিপ্টএয়ারের একটি ফ্লাইটের যাত্রাসূচিতে প্রভাব পড়েছে।

রিয়াদ বিমানবন্দরের কার্যক্রম বন্ধ থাকায় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত ঢাকা থেকে রিয়াদগামী সব ফ্লাইট স্থগিত করেছে। অন্যদিকে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসের রিয়াদগামী সব ফ্লাইট ২১ অক্টোবর পর্যন্ত বাতিল করা হয়েছে। যাত্রীদের ভোগান্তি কমাতে সৌদিয়া এয়ারলাইনস মঙ্গলবার থেকে ঢাকা-দাম্মাম রুটে যাত্রী পরিবহনের পরিকল্পনা নিয়েছে। দাম্মাম বিমানবন্দরে পৌঁছে যাত্রীরা সড়কপথে নিজ নিজ কর্মস্থলে যেতে পারবেন।

গতকাল সচিবালয়ে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত জানান, সৌদি আরবের যেসব বিমানবন্দরে ফ্লাইট পরিচালনা সম্ভব, সেগুলো ব্যবহার করে বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। যাঁদের ভিসার মেয়াদ শেষের পথে এবং যাঁরা কর্মস্থলে ফিরতে পারছেন না, তাঁদের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। এ জন্য বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসকেও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

অভিমত

সংঘাতের প্রভাব মোকাবেলায় কূটনৈতিক তৎপরতা জরুরি

এম হুমায়ুন কবির



এম হুমায়ুন কবির

সৌদি আরবে হুতিদের হামলা বাংলাদেশের শ্রমবাজার ও রেমিট্যান্সের জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠতে পারে। সৌদি আরব ও হুতিদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে সংঘাত চলছে। এক পর্যায়ে সৌদি আরব হুতিদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালায়। এরপর প্রায় চার বছর যুদ্ধবিরতি ছিল। কিন্তু ইরান, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের মধ্যকার সংঘাতের প্রেক্ষাপটে আবারও সৌদি আরবের ওপর হামলা বেড়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে রিয়াদ বিমানবন্দরে হামলায় ফ্লাইট বাতিলের এই পরিস্থিতি সৌদি আরবে কর্মরত বাংলাদেশিদের জন্য শুধু যাতায়াতের ভোগান্তি নয়, কর্মসংস্থান টিকিয়ে রাখারও উদ্বেগ তৈরি করেছে। আটকে যাওয়া বাংলাদেশিরা বলছেন, নির্ধারিত সময়ে কাজে যোগ দিতে না পারলে চাকরি হারানো, ভিসার মেয়াদ সংক্রান্ত জটিলতা এবং নিয়োগকর্তার শর্ত পূরণে ব্যর্থ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, মধ্যপ্রাচ্যে চলমান সংঘাতের মধ্যে সৌদি আরবের রিয়াদে কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সাম্প্রতিক হামলায় দুই বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ২৪ জনের বেশি বাংলাদেশি, যাঁদের কয়েকজন নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) চিকিৎসাধীন। সৌদি আরবে ৩০ থেকে ৩৫ লাখ বাংলাদেশি বসবাস ও কাজ করেন। এ ছাড়া প্রতিবছর গড়ে পাঁচ বিলিয়নের বেশি রেমিট্যান্স আসে। ফলে দেশটির নিরাপত্তা পরিস্থিতির অবনতি এবং বিমান চলাচলে দীর্ঘস্থায়ী বিঘ্ন বাংলাদেশের শ্রমবাজার, রেমিট্যান্স, জ্বালানি আমদানি ও সামগ্রিক অর্থনীতিতে বড় ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে।

হামলায় আহতদের চিকিৎসাসেবা চলছে জানিয়ে রিয়াদে বাংলাদেশ দূতাবাসের ডেপুটি চিফ অব মিশন এস এম নাজমুল হাসান আরো বলেন, 'হামলায় আহত ২৪ জন বাংলাদেশি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। দুপুর (গতকাল) পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, একজনের জ্ঞান ফেরেনি। এ ছাড়া তিন-চারজনের অবস্থা কিছুটা উদ্বেগজনক। আহতদের মধ্যে ছয়-সাতজনকে চিকিৎসা দিয়ে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁরা ঘটনার পর হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন।'

সৌদি আরবের রিয়াদে কাজ করেন বাপ্পি নামের এক তরুণ। তিনি কালের কণ্ঠকে বলেন, 'রিয়াদে বোমা হামলার পর সবাই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। এখানকার প্রশাসনও অনেক কড়া হয়েছে। স্কুল, কলেজ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ। তবে এখানে দোকানপাট, মার্কেট

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

সৌদি সংঘাতের ঝুঁকি শ্রমবাজারে

খোলা আছে। অনেক কাজে সমস্যা হচ্ছে। তবে এখানে যারা কাজ করে, তাদের বড় সমস্যা হচ্ছে না। তবে সবাই আতঙ্কিত।'

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ বলেন, সৌদি আরবে ৩০ লাখের বেশি বাংলাদেশি কাজ করেন। ফলে যুদ্ধের কারণে সাময়িকভাবে প্রভাব পড়বেই। চাকরি হারিয়ে দেশে ফিরে আসা কর্মীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা এবং নতুন শ্রমবাজার খোঁজার বিষয়ে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কাজ করছে। তবে দীর্ঘ মেয়াদে পরিস্থিতি সামাল দিতে সরকার নতুন শ্রমবাজার খোঁজা এবং দক্ষ কর্মী পাঠানোর ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে।

শ্রমবাজারে বড় ধাক্কার আশঙ্কা : ব্র্যাকের অভিবাসন কর্মসূচির প্রধান শরিফুল হাসান কালের কণ্ঠকে বলেন, প্রতিবছর বাংলাদেশ থেকে প্রায় ১০ লাখ কর্মী বিদেশে যান। তাঁদের বড় অংশের গন্তব্য সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো। যুদ্ধের কারণে বিমান চলাচল ব্যাহত হওয়ায় কর্মীদের যাত্রা অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী, পরিস্থিতির কারণে প্রতিদিন প্রায় দেড় হাজার কর্মীর সৌদি আরবে যাওয়ার সুযোগ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এতে শুধু নতুন কর্মীদের বিদেশযাত্রা পিছিয়ে যাচ্ছে না, ছুটি কাটিয়ে কর্মস্থলে ফিরতে চাওয়া কর্মীরাও সমস্যায় পড়ছেন। নির্ধারিত সময়ে কাজে যোগ দিতে না পারলে চাকরি, ভিসার মেয়াদ এবং নিয়োগকর্তার সঙ্গে চুক্তি নিয়ে জটিলতা তৈরি হতে পারে। যাঁদের ভিসা হয়েছে কিন্তু যাত্রা আটকে গেছে, তাঁদের জন্যও অনিশ্চয়তা বাড়ছে।

সৌদি আরবে বড় আকারের নির্মাণকাজ, পর্যটন ও অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্পে বিদেশি কর্মীর চাহিদা রয়েছে। ২০৩৪ সালের ফুটবল বিশ্বকাপ সামনে রেখে সৌদি আরবে বিভিন্ন খাতে আরো বড় কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু সংঘাত দীর্ঘায়িত হলে বিনিয়োগ, পর্যটন ও উন্নয়ন প্রকল্পের গতি বাধাগ্রস্ত হতে পারে। এর প্রভাব পড়তে পারে ভবিষ্যতে বাংলাদেশি কর্মীদের সম্ভাব্য চাকরির সুযোগেও।

রেমিট্যান্সে বাড়তে পারে চাপ : বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে সৌদি আরব থেকে দেশে এসেছে ৫৮৫ কোটি ডলারের রেমিট্যান্স। চলতি ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে দেশটি থেকে রেমিট্যান্স এসেছে মোট ১৬৩ কোটি ডলার। এর মধ্যে জুলাইয়ে ৫৮ কোটি, আগস্টে ৫৫ কোটি এবং সেপ্টেম্বরে ৫০ কোটি ডলার পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা। তিন মাসে মাসভিত্তিক রেমিট্যান্সের পরিমাণ কমেছে।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, সংঘাতের কারণে কর্মীরা চাকরি হারালে, কর্মঘণ্টা কমে গেলে কিংবা নতুন কর্মী নিয়োগ বন্ধ বা সীমিত হয়ে পড়লে রেমিট্যান্সে চাপ তৈরি হতে পারে। বিশেষ করে সৌদি আরবের মতো বড় শ্রমবাজারে কর্মসংস্থান সংকুচিত হলে তার প্রভাব দেশের বিপুলসংখ্যক প্রবাসী পরিবারের আয়ে পড়বে।

জ্বালানি ব্যয় বাড়ার শঙ্কা : মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত বাংলাদেশের জন্য জ্বালানি আমদানি ব্যয়ের ঝুঁকিও বাড়াচ্ছে। দেশে জ্বালানি সরবরাহ ও আমদানি ব্যয় নিয়ে আগে থেকেই চাপ রয়েছে। যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হলে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেল ও অন্যান্য জ্বালানির দাম বাড়ার আশঙ্কা তৈরি হতে পারে। এতে বিদ্যুৎ উৎপাদন, পরিবহন, শিল্প-কারখানা ও কৃষি উৎপাদনের খরচ বেড়ে যাওয়ার পাশাপাশি মূল্যস্ফীতির চাপও বাড়তে পারে।

প্রবাসীদের নিরাপত্তায় আগাম প্রস্তুতির তাগিদ : অভিবাসন ও শরণার্থী বিষয়ক বিশেষজ্ঞ আসিফ মুনীর মনে করেন, সৌদি আরবে সাম্প্রতিক হামলায় বাংলাদেশিদের প্রাণহানি প্রবাসীদের নিরাপত্তা নিয়ে আগাম প্রস্তুতির প্রয়োজনীয়তা সামনে এনেছে। তাঁর মতে, কোনো হামলা বা দুর্ঘটনার পর ক্ষয়ক্ষতির হিসাব নেওয়ার পাশাপাশি আগেই ঝুঁকি নিরূপণ, প্রবাসীদের সতর্ক করা এবং জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলার কার্যকর ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

আসিফ মুনীর আরো বলেন, সৌদি আরবে বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মাধ্যমে নিয়মিত নিরাপত্তা পরিস্থিতির তথ্য সংগ্রহ করা উচিত। কোন এলাকায় ঝুঁকি বাড়ছে, কোথায় বাংলাদেশি কর্মীদের অবস্থান বেশি এবং তাঁদের কর্মস্থল ও আবাসন কতটা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে, তা চিহ্নিত করে নিয়মিত মূল্যায়ন করতে হবে। এসব তথ্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে আদান-প্রদানের পাশাপাশি সৌদি কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও সমন্বয় করা প্রয়োজন।

দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার বিকল্প নেই : বিশেষজ্ঞদের মতে, সৌদি আরবের বর্তমান পরিস্থিতি বাংলাদেশের জন্য তাৎক্ষণিক মানবিক সংকটের পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক ঝুঁকিও তৈরি করছে। আহতদের চিকিৎসা, নিহতদের মরদেহ দেশে আনা, প্রবাসীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং আটকে পড়া কর্মীদের সহায়তা এখন সরকারের তাৎক্ষণিক অগ্রাধিকার। পাশাপাশি সংঘাত দীর্ঘায়িত হলে শ্রমবাজার, রেমিট্যান্স ও জ্বালানি আমদানিতে সম্ভাব্য প্রভাব মোকাবেলায় মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রয়োজন।

এদিকে গতকাল রিয়াদে বাংলাদেশ দূতাবাসের দেওয়া 'অতি জরুরি' বিজ্ঞপ্তিতে 'ঝুঁকিপূর্ণ ও জনবহুল স্থান' এড়িয়ে চলার জন্য প্রবাসীদের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পরিস্থিতিসংক্রান্ত ছবি, ভিডিও ও স্পর্শকাতর তথ্য মুঠোফোনে সংরক্ষণ, আদান-প্রদান এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশ থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। দূতাবাস জানিয়েছে, এসব কর্মকাণ্ড সৌদি আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয়, মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান পরিস্থিতিতে সৌদি আরবে অবস্থানরত বাংলাদেশিদের প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। সৌদি কর্তৃপক্ষের জারি করা নির্দেশনাও যথাযথভাবে অনুসরণ ও প্রতিপালন করতে হবে।

জরুরি প্রয়োজনে প্রবাসী বাংলাদেশিদের দূতাবাসের বিভিন্ন হটলাইন নম্বরে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। শ্রমসংক্রান্ত বিষয়ে টোল ফ্রি নম্বর ৮০০১০০০১২৫ এবং পাসপোর্টসংক্রান্ত বিষয়ে ৮০০১০০০১২৬ নম্বরে যোগাযোগ করা যাবে। ডিপ্লোমেটিক উইং সংক্রান্ত প্রয়োজনে ৮০০১০০০১২৪ নম্বরে যোগাযোগের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া মৃত্যুসংক্রান্ত জরুরি প্রয়োজনে +৯৬৬৫৭০২১২১৮০ নম্বরে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

সমকাল

সোমবার। ১৯ অক্টোবর ২০২৬

কর্মস্থলে যোগদানে বিকল্প পথে ছুটছেন বাংলাদেশি কর্মীরা

সমকাল প্রতিবেদক

সৌদি আরবের রিয়াদে একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন মো. রিপন। নরসিংদী সদর এলাকার বাসিন্দা তিনি। তিন বছর পর দুই মাসের ছুটিতে দেশে আসেন। তাঁর ছুটি শেষ হতে এখনও ১০ দিন বাকি। কিন্তু কর্মস্থল থেকে তাঁকে জানানো হয়, রিয়াদ বিমানবন্দরে বোমা বিস্ফোরণ ঘটনায় গত কয়েক দিন ধরে বন্ধ আছে ফ্লাইট চলাচল। সামনে পরিস্থিতি কী হবে, তা এখনও জানা যাচ্ছে না। তাই ছুটি শেষ না করেই বিকল্প পথে কর্মস্থলে যোগদানের জন্য সহকর্মীরা তাঁকে পরামর্শ দিয়েছেন।

গতকাল রোববার রিয়াদের কর্মস্থলে যোগদানের উদ্দেশে তিনি নরসিংদী থেকে বিকেল ৩টায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর আসেন। সৌদি এয়ারলাইন্সের ঢাকা-মদিনাগামী সরাসরি একটি ফ্লাইটের তিনি যাত্রী। রাত ১০টা ২৫ মিনিটে বিমানবন্দর থেকে মদিনার উদ্দেশে সরাসরি ছেড়ে যাবে তাঁকে বহনকারী এই ফ্লাইট।

গতকাল বিমানবন্দরের বহির্গমন টার্মিনালের ৬ নম্বর প্রবেশ গেটের সামনে বাইরে অপেক্ষা করার সময় কথা হলে যাত্রী রিপন জানান, গত শনিবার বেলা ১১টায় সৌদি এয়ারলাইন্সের রিয়াদগামী ফ্লাইটের যাত্রী ছিলেন তিনি। কিন্তু বিমানবন্দরে

রিয়াদে হুতিদের হামলা

আসার পর জানতে পারে তাঁর ফ্লাইট বাতিল। বিমানবন্দর-সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, রিয়াদে চলমান হামলার ঘটনায় সেখানে বন্ধ ফ্লাইট চলাচল। বন্ধ আছে ঢাকা-দাম্মামগামী ফ্লাইট চলাচল। এ কারণে বিমানবন্দরে ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন সৌদিগামী হাজারো যাত্রী।

ফ্লাইট বাতিল

জানা যায়, সৌদি আরবে বিমানবন্দরগুলোতে ইয়েমেনের সশস্ত্র গোষ্ঠী হুতিদের একের পর এক হামলার ঘটনায় বিমান চলাচল ব্যাহত হওয়ায় ছুটিতে ঢাকায় এসে আটকা পড়েছেন দেশটিতে কাজ করা অনেক বাংলাদেশি। তাদের কারও ভিসার মেয়াদ শেষের পথে, কেউ কফিলের সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসতে পারেননি এখনও। ফলে ফ্লাইট বাতিল জেনেও অনেকেই হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ব্যাগ-ব্যাগেজ সমেত এসে অপেক্ষা করছেন।

এদিকে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ) মুহাম্মাদ কাউছার মাহমুদ সমকালকে জানান, গতকাল পর্যন্ত বিমানবন্দরে বাতিল হয়েছে ১১৮টি ফ্লাইট।

প্রথম আলো
মঙ্গলবার, ১৩ অক্টোবর ২০২৬

সৌদিতে কর্মসংস্থানে নতুন ধাক্কা

রিয়াদে বিমানবন্দরে হামলা

গত তিন দিনে ৮ হাজারের বেশি যাত্রী সৌদিগামী ফ্লাইট জটিলতায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। বাতিল হচ্ছে একের পর এক ফ্লাইট।

মহিউদ্দিন ও মো. মামুন, *ঢাকা*



সৌদি আরবের দাম্মামগামী ফ্লাইট বাতিল হওয়ায় বিমানবন্দরে অপেক্ষা করছেন যাত্রী আবুল হোসেন (ডানে)। গতকাল হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে। ছবি : প্রথম আলো

রিয়াদে বিমানবন্দরে হামলার জেরে সৌদি আরবগামী ফ্লাইট একের পর এক বাতিল ও স্থগিত হওয়ায় বিপাকে পড়েছেন বাংলাদেশি কর্মীরা। ছুটিতে দেশে আসা কর্মীরা কাজে ফিরতে পারছেন না। যাত্রা পিছিয়ে যাওয়ায় তাঁদের ভিসার মেয়াদ ও চাকরি নিয়ে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা।

বাংলাদেশের বিদেশে কর্মসংস্থান মূলত মধ্যপ্রাচ্যনির্ভর। সবচেয়ে বড় গন্তব্য সৌদি আরব। অন্য কয়েকটি বড় শ্রমবাজার বন্ধ বা সংকুচিত হওয়ায় দেশটির ওপর নির্ভরতা বেড়েছে। যদিও এ বছরের শুরু থেকে সৌদিতে কর্মী যাওয়ার সংখ্যা কমছে। এখন সৌদিতে হামলা ও বিমান চলাচল বিঘ্নের ঘটনায় বাংলাদেশের কর্মসংস্থানের ওপর নতুন ধাক্কা এল। এই পরিস্থিতিতে সরকারি সংস্থা, রিক্রুটিং এজেন্সি ও অভিবাসন খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা সংকট মোকাবিলায় সমন্বিত কর্মপরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছেন।

বাংলাদেশ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) হিসাবে, গত বছরের ১২ অক্টোবর পর্যন্ত বিদেশে যাওয়ার ছাড়পত্র নিয়েছিলেন ৮ লাখ ৫৩ হাজার ৬৬ জন। এ বছরের একই সময়ে সংখ্যাটি কমে হয়েছে ৫ লাখ ৮০ হাজার ৬৩২ জন, অর্থাৎ প্রায় ৩২ শতাংশ কমেছে। শুধু সৌদি আরবে যাওয়ার ছাড়পত্র নেওয়া কর্মীর সংখ্যা ৫ লাখ ৭২ হাজার ৫৪ থেকে কমে হয়েছে ৩ লাখ ১১ হাজার ৫৬৭ জন। এই কমার হার প্রায় ৪৬ শতাংশ।

গতকাল সোমবার বেলা একটা থেকে বিকেল সাড়ে চারটা পর্যন্ত হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ১৫ জনের বেশি যাত্রীর সঙ্গে কথা বলেছে প্রথম আলো। সৌদি আরবগামী যাত্রীদের অধিকাংশই বিমানবন্দরে এসেছেন তাঁদের ফ্লাইট বাতিলের তথ্য জানতে। আবার কেউ কেউ অপেক্ষা করছেন বিকল্প কোনো ফ্লাইটে গন্তব্যে যেতে।

বেলা সাড়ে তিনটার দিকে মোসলেম তালুকদার নামের এক কর্মী প্রথম আলোকে বলেন, রিয়াদের একটি দোকানের কাজে যোগ দিতে প্রথমবার সৌদি যাওয়ার কথা তাঁর। গতকাল দুপুর ১২টায় ফ্লাইট ছিল, সকালেই আসেন বিমানবন্দরে। তাঁর ফ্লাইট বাতিল হয়েছে। অন্য কোনো ফ্লাইটে যাওয়ার উপায় খুঁজছেন। কোনো উপায় না পেলে বাড়ি ফিরে যেতে হবে।

গতকাল গভীর রাতে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক) থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সৌদি আরবের বিভিন্ন বিমানবন্দরের কার্যক্রমে বিধিনিষেধ চলছে। এতে বাংলাদেশের সঙ্গে সরাসরি ও ট্রানজিট রুটে চলাচলকারী বিভিন্ন এয়ারলাইনসের ৬১টি ফ্লাইটে সরাসরি প্রভাব পড়েছে। এর মধ্যে কিছু ফ্লাইট বাতিল ও কিছু স্থগিত হয়েছে। এসব ফ্লাইটের ৮ হাজার ৩৮১ জন যাত্রী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, যাঁরা ঢাকা থেকে সৌদি আরবের বিভিন্ন গন্তব্যে যাওয়ার কথা ছিল।

মধ্যপ্রাচ্যে চলমান সংঘাতের মধ্যে পাঁচ দিনে গত রোববার চতুর্থবারের মতো হামলা হয় সৌদি আরবের রিয়াদের কিং খালেদ বিমানবন্দরে। এর মধ্যে সবচেয়ে প্রাণঘাতী হামলা হয়েছে গত শনিবার। এতে দুই বাংলাদেশিসহ ১৩ জন নিহত হন। আহত এক বাংলাদেশির অবস্থা আশঙ্কাজনক। এরপর ঢাকা থেকে রিয়াদগামী ফ্লাইট বাতিল হতে থাকে।

রিক্রুটিং এজেন্সির মালিকদের সংগঠন বায়রার সদস্যরা ও বিএমইটি সূত্র বলছে, এ বছর দিনে গড়ে ১ হাজার ২০০ জন করে নতুন কর্মী সৌদি আরবে গেছেন। এর পাশাপাশি ছুটিতে আসা কর্মীদের ৬০০ থেকে ৭০০ জন করে দিনে ফিরে গেছেন। এ হিসাবে গত তিন দিনে প্রায় সাড়ে ৫ হাজার কর্মী ফ্লাইট জটিলতায় আটকা পড়ার কথা। ফ্লাইট বন্ধ থাকলে এটি আরও বাড়তে থাকবে।

৬১টি ফ্লাইট চলাচলে বিঘ্ন

> বাংলাদেশের সঙ্গে সরাসরি ও ট্রানজিট রুটে চলাচলকারী ৬১টি ফ্লাইটে সরাসরি প্রভাব পড়েছে। কিছু ফ্লাইট বাতিল ও কিছু স্থগিত।
>
> গতকাল সোমবার রাত তিনটা পর্যন্ত রিয়াদ বিমানবন্দর বন্ধের ঘোষণা আছে। এরপর আবার নতুন করে সিদ্ধান্ত জানাবে দেশটি।

হুমকিতে বিদেশে কর্মসংস্থান

বাংলাদেশ থেকে ১৯৭৬ সালে বিদেশে কর্মী পাঠানো শুরু হয়। মূলত এটি বাড়তে শুরু করে নব্বইয়ের দশকে। অন্যদিকে ২০২১ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত সময়ে বছরে কর্মী পাঠানোর গড় সংখ্যা ১০ লাখ ছাড়িয়ে যায়। এর মধ্যে ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি কর্মী গেছেন ২০২৩ সালে—ওই বছর বিদেশে যান ১৩ লাখের বেশি কর্মী। সংখ্যাটি যত বড়ই হোক না কেন, বিদেশ যেতে আগ্রহী তরুণের তালিকা কখনোই ছোট হয়নি।

সমস্যা হলো, শ্রমবাজারটি গুটিকয় দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, ২০১১ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৫ বছরে মোট ২০৩টি দেশে কর্মী পাঠানো হয়েছে। এ সময় মোট কর্মী গেছেন ১ কোটি ১০ লাখের বেশি। এর প্রায় ৭৯ শতাংশ কর্মী গেছেন মাত্র পাঁচটি দেশে। সব মিলিয়ে ৯৪ শতাংশ কর্মী গেছেন ১০টি দেশে।

বিদেশে কর্মসংস্থানের তালিকার শীর্ষে থাকা দেশের মধ্যে আছে সৌদি আরব, ওমান, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, কুয়েত, জর্ডান, বাহরাইন ও মালদ্বীপ। সবই এশিয়ার দেশ, যার মধ্যে সাতটি মধ্যপ্রাচ্যের। ৯৮টি দেশে দেড় দশকে ১০০ জন করেও কর্মী পাঠানো যায়নি। নির্দিষ্ট কয়েকটি দেশকেন্দ্রিক বাজারনির্ভরতা এখন জটিল পরিস্থিতি তৈরি করেছে।

বায়রার সাবেক মহাসচিব আলী হায়দার চৌধুরী প্রথম আলোকে বলেন, একটিমাত্র শ্রমবাজারের ওপর চলছে বিদেশে কর্মসংস্থান, সেটিও এখন স্থবির হয়ে গেছে। বিকল্প শ্রমবাজার তৈরি করতে না পারায় এ পরিণতি। ফ্লাইট বাতিলের কারণে নতুনদের পাশাপাশি পুরোনো কর্মীরাও ফিরতে পারছেন না। অনেকের ভিসার মেয়াদ শেষ হতে পারে। কুয়েত যুদ্ধ ও করোনা মহামারির সময় আটকে পড়া ব্যক্তিদের ভিসা নবায়ন করা হয়েছিল। এবারও দেশটির সঙ্গে আলোচনা করতে পারে সরকার।

কয়েক বছর ধরে কর্মসংস্থান বাড়ছে শুধু সৌদি আরবে। দেশটিতে ২০২৪ সালে সোয়া ছয় লাখ বাংলাদেশি কাজের জন্য গিয়েছিলেন। গত বছর তা বেড়ে ৭ লাখ ৫৫ হাজার ছাড়ায়। তবে এ বছরের প্রথম ৯ মাসে গেছেন ৩ লাখ ৯ হাজারের মতো কর্মী। অর্থাৎ কমছে।

বিএমইটির তথ্য বলছে, গত বছর সব মিলিয়ে বিদেশে গেছেন ১১ লাখ ৩২ হাজারের বেশি কর্মী। এবার যুদ্ধের পর থেকে সৌদিতে কর্মসংস্থান কমছে। গত বছর অক্টোবরের প্রথম ১২ দিনে বিভিন্ন দেশে যেতে বিএমইটি থেকে ছাড়পত্র নিয়েছেন ১৪ হাজার ১৭৪ জন। এবার একই সময়ে ছাড়পত্র নিয়েছেন ১১ হাজার ১২২ জন। এর মধ্যে সৌদি আরবে যেতে গত বছর ছাড়পত্র নিয়েছেন ৩ হাজার ৯৭১ জন, আর এবার নিয়েছেন ১ হাজার ৮৫০ জন।

প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মো. নুরুল হক প্রথম আলোকে বলেন, মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের কারণে বিদেশে কর্মসংস্থান কিছুটা ধাক্কা খায়। অল্প পরিসরে হলেও নতুন গন্তব্যে কর্মী পাঠানো হয়েছে। এখন সৌদি নতুনভাবে শঙ্কা তৈরি করেছে। এতে প্রথম বছরে ১৫ লাখ কর্মী পাঠানোর লক্ষ্য হয়তো পূরণ হবে না। তবে সরকার বিকল্প শ্রমবাজার তৈরির কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। যাঁরা আটকা পড়েছেন, তাঁদের বিদেশে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে সরকারি পর্যায়ে আলোচনা করা হবে। এর আগে মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ শুরুর দিকেও স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভিসার মেয়াদ বাড়ানো হয়েছিল।

আগাম বাতিল হচ্ছে ফ্লাইট

বেবিচকের তথ্য অনুযায়ী, ৬১টি ফ্লাইটের মধ্যে সৌদি আরবের সঙ্গে সরাসরি চলাচলকারী ফ্লাইট ১২টি। বাকি ৩৯টি ট্রানজিট ফ্লাইট। সরাসরি ফ্লাইটের মধ্যে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের ৯টি, ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসের ২টি, সৌদিয়া এয়ারলাইনসের ৪টি এবং রিয়াদ এয়ারওয়েজের ৭টি ফ্লাইট চলাচলে প্রভাব পড়েছে।

রিয়াদের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিস্ফোরণের পর সৌদি আরবের বিমানবন্দরগুলোতে বিধিনিষেধ তৈরি হয়। গতকাল রাত তিনটা পর্যন্ত বিমানবন্দর বন্ধের ঘোষণা আছে। এরপর আবার নতুন করে সিদ্ধান্ত জানাবে দেশটি।

বাংলাদেশ বিমান ও ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস আলাদা সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, রিয়াদ বিমানবন্দর বন্ধ থাকায় ২১ অক্টোবর পর্যন্ত ঢাকা-রিয়াদ-ঢাকা পথে ইউএস-বাংলার সব ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত ঢাকা থেকে রিয়াদগামী সব ফ্লাইট স্থগিত করেছে বিমান। ফ্লাইটের নতুন সময়সূচি নির্ধারণ

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

সৌদিতে কর্মসংস্থানে নতুন ধাক্কা

করা হলে সংশ্লিষ্ট যাত্রীদের জানিয়ে দেবে তারা।

অন্য উড়োজাহাজ সংস্থা এখন পর্যন্ত ফ্লাইট বাতিলের আগাম ঘোষণা দেয়নি। তবে তারা পরিস্থিতি বুঝে প্রতিদিন ফ্লাইটের অবস্থান জানাচ্ছে।

গতকাল বেলা দুইটায় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের একটি ফ্লাইটে সৌদি আরবের দাম্মাম যাওয়ার কথা ছিল আবুল হোসেনের। নোয়াখালীর সেনবাগ থেকে সেই ফ্লাইট ধরতে গতকাল সকাল ১০টার দিকে ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসেছেন তিনি। আবুল হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, ছয় বছর আগে সৌদি আরবে গিয়েছেন, দেশটিতে টাইলসের মিস্ত্রি হিসেবে কাজ করেন। ছুটি শেষে ফেরার জন্য তিন মাস আগেই টিকিট করেছেন। ফ্লাইট বাতিল করায় ছুটি শেষে কাজে ফিরতে পারছেন না। যেতে না পারলে চাকরি বাঁচানো কঠিন হয়ে যাবে। সংসার অনিশ্চয়তায় পড়ে যাবে।

রিয়াদগামী ঢাকার ফ্লাইট বাতিলের পাশাপাশি গতকাল থেকে দেশটির জেদ্দাগামী কিছু ফ্লাইটও বাতিল হয়েছে বলে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। বিমানবন্দরের ফ্লাইট-সংক্রান্ত তথ্যে জেদ্দাগামী বিকেল ৫টা ৩০ মিনিটের ফ্লাইনাস এয়ারলাইনসের ফ্লাইটটি বাতিলের তথ্য প্রদর্শন করা হয়।

সৌদি আরবের বাংলাদেশ দূতাবাস সূত্র বলছে, হামলার পর ফ্লাইট চলাচল ব্যাহত হওয়ায় রিয়াদ বিমানবন্দরে প্রায় ৫০০ বাংলাদেশি যাত্রী আটকে পড়েন। তাঁদের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে সৌদি আরবে যাওয়া যাত্রী, ওমরাহ পালন করতে যাওয়া ব্যক্তি এবং সৌদি আরবের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গন্তব্যে যাওয়ার অপেক্ষায় থাকা যাত্রীরা ছিলেন।

রিয়াদে বাংলাদেশ দূতাবাস বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ সৌদি ইমিগ্রেশন ও সংশ্লিষ্ট বিমান সংস্থাগুলোর সহায়তায় আটকে পড়া যাত্রীদের আবাসন, খাবার ও বিকল্প যাত্রার ব্যবস্থা করেছে। প্রায় ৪০০ বাংলাদেশি যাত্রীকে দাম্মামের কিং ফাহাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর দিয়ে দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে রিয়াদ থেকে বাহরাইনগামী সৌদিয়া এয়ারলাইনসের দুই বাংলাদেশি কর্মীকে আল খোবারের স্থলসীমান্ত দিয়ে বাহরাইন যেতে সহায়তা করা হয়েছে।

যুদ্ধে হতাহত হচ্ছেন প্রবাসী কর্মীরা

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের তথ্য বলছে, ২০১৯ সালে ৩ হাজার ৬৫১ প্রবাসীর মরদেহ আসে দেশে। ২০২০ সালে এটি কমে হয় ৩ হাজার ১৪০ জন। এ বছর জানুয়ারি থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত (মোট ২৭৩ দিন) ৯ মাসে দেশে এসেছে ৪ হাজার ৬৪টি মরদেহ। এ হিসাবে দিনে মরদেহ এসেছে গড়ে ১৪টির বেশি। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি কর্মী মারা যান সৌদি আরবে।

প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয় সূত্র বলছে, নানা দুর্ঘটনায় মৃত্যুর পাশাপাশি এবার যুদ্ধে মারা যাচ্ছেন কর্মীরা। এ বছর মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ শুরুর পর গতকাল পর্যন্ত হামলার শিকার হয়ে মারা গেছেন ১৪ জন বাংলাদেশি। এর মধ্যে ৮ জন বাংলাদেশি কর্মী হিসেবে নিবন্ধিত। সর্বশেষ গত শনিবারের হামলায় দুজন বাংলাদেশি মারা গেছেন, যার মধ্যে একজন প্রবাসী কর্মী। একই হামলায় আহত হয়েছেন ২৭ বাংলাদেশি।

রিয়াদের বাংলাদেশ দূতাবাসের শ্রমকল্যাণ উইং থেকে গতকাল পাঠানো সর্বশেষ প্রতিবেদনে জানানো হয়, হামলায় আহত ব্যক্তিদের মধ্যে নওগাঁর বাসিন্দা সাফফাত রহমানের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তিনি ওমরাহ ভিসায় সৌদি আরব গিয়েছিলেন। সাফফাতসহ আহত ১৫ জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অন্য ১২ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আহত ২৭ বাংলাদেশির মধ্যে ১১ জন সৌদি আরবে কর্মরত এবং ১৬ জন ওমরাহ ভিসায় দেশটিতে গেছেন।

বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাকের অভিবাসন কর্মসূচির প্রধান শরিফুল হাসান *প্রথম আলোকে* বলেন, বহু বছর ধরে কর্মসংস্থান মধ্যপ্রাচ্য এবং মূলত সৌদিনির্ভর। যুদ্ধ শুরুর পর থেকেই কর্মী পাঠানো কমছে। কর্মীরা যেমন যেতে পারছেন না, যাঁরা দেশটিতে আছেন, তাঁরাও হতাহত হচ্ছেন। এ ছাড়া বিদেশি বিনিয়োগের একটা নিরাপদ জায়গা ছিল মধ্যপ্রাচ্য। এখন সেটিও হুমকির মধ্যে পড়েছে। এ কারণে কর্মীর চাহিদা কমে যাবে। বড় রকমের বিপদের মধ্যে পড়তে পারে বাংলাদেশ। বেকারদের কর্মসংস্থান কমবে এবং প্রবাসী আয় কমতে থাকবে। তাই সরকারের উচিত, দেশের অর্থনীতির অন্যতম নির্ভরতার দেশ সৌদির সঙ্গে দ্রুত আলোচনা করা। ঝুঁকি কমাতে একটি সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা জরুরি।

বণিক বার্তা
শনিবার, অক্টোবর ১৭, ২০২৬

বৈদেশিক কর্মসংস্থান

দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশগুলো শ্রমবাজার বহুমুখী করলেও সৌদিনির্ভর বাংলাদেশ

শফিকুল ইসলাম

সাবেক অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস গত বছরের মে মাসে জাপান সফরে ঘোষণা দিয়েছিলেন পাঁচ বছরে বাংলাদেশ থেকে ১ লাখ শ্রমিক নেবে জাপান। তবে ওই বছর জাপানে কর্মী গেছেন ১ হাজার ৫৬৪ জন। আর এ বছর গতকাল পর্যন্ত গেছেন ১ হাজার ৭৪৮ জন কর্মী। ঠিক একই সময়ে পাশের দেশ নেপাল থেকে জাপানে কর্মী গেছেন ২২ হাজার ২৬৬ জন। এছাড়া এ বছর বাংলাদেশ থেকে দক্ষিণ কোরিয়ায় কর্মী গেছেন মাত্র ১ হাজার ৯০১ জন। একই সময় নেপাল থেকে দেশটিতে কর্মী পাঠানো হয় ৯ হাজার ৭৮ জন। অথচ ঢাকার প্রাণকেন্দ্রেই রয়েছে বিশেষায়িত বাংলাদেশ-কোরিয়া কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

নেপালের মতো দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশগুলোর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন বিশ্লেষণে দেখা যায়, তারা বৈদেশিক শ্রমবাজার বহুমুখী করলেও বাংলাদেশ এখনো সৌদি আরবনির্ভরই রয়ে গেছে। বাংলাদেশ থেকে প্রচলিত যেসব বাজারে কর্মী যান, একদিকে সেগুলোর সম্ভাবনা কাজে লাগানো যাচ্ছে না, অন্যদিকে চালু হচ্ছে না বন্ধ থাকা শ্রমবাজার। আবার নতুন বাজারও সম্প্রসারণ হচ্ছে না। ফলে দেশের শ্রমবাজার হয়ে পড়েছে মধ্যপ্রাচ্যকেন্দ্রিক, বিশেষ করে সৌদি আরবকেন্দ্রিক। এছাড়া যেখানে পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন দেশ বৈদেশিক শ্রমবাজারে দক্ষ কর্মী পাঠাচ্ছে, বাংলাদেশ পাঠাচ্ছে সবচেয়ে বেশি অদক্ষ কর্মী। অভিবাসন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, নীতিগত সিদ্ধান্তের জন্য পিছিয়ে আছে বাংলাদেশ। কারিগরি শিক্ষার কথা বলা হলেও বাস্তবে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে (টিটিসি) বিদেশের শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষার্থীরা দক্ষতা অর্জন করতে পারছেন না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও নেই কারিগরি কোর্স। ফলে বৈদেশিক কর্মসংস্থানে নতুন বাজার ধরতে পারছে না বাংলাদেশ।

এরপর ›› পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

২০২৫ সালে বৈদেশিক কর্মসংস্থান

প্রধান গন্তব্য	বাংলাদেশ	ভারত	পাকিস্তান	নেপাল	শ্রীলংকা
সৌদি আরব	৭,৫৫,১৯৪	১,৩৬,৮১১	৫,৩০,৪৩৭	৫০,২৭২	৩৬,৪৪১
কাতার	১,০৭,৫৯৮	২১,৯০৭	৬৮,৩৮৬	৩৯,১২৫	৪৪,৯১৪
কুয়েত	৪২,৭৪৬	৪৭,০৮৭	৬,৭৯৯	২৫,৫৬৫	৭৭,৬৫৭
ইউএই	১৩,৭৫০	২,০০,৬৮৫	৫২,৬৬৪	৯৪,১৯০	৫৯,৬১১
অন্যান্য দেশ	১,৯৯,৩২২	৪২,৬১৮	১,০৫,২৪০	১,৯৭,২৫২	৯২,৬০০
মোট	১১,৩২,৩৬০	৪,৪৯,১০৮	৭,৬৩,৫২৬	৪,০৬,৪০৪	৩,১১,২২৩

সূত্র : বিভিন্ন দেশের সরকারি ওয়েবসাইট

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশগুলো

জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) তথ্য মতে, ২০২৫ সালে বাংলাদেশ থেকে মোট ১১ লাখ ৩২ হাজার ৩৬০ জন কর্মী বিদেশ গেছেন, যার দুই-তৃতীয়াংশই গেছেন সৌদি আরবে। পাশাপাশি কাতারে ১ লাখ ৭ হাজার ৫৯৮ জন, কুয়েতে ৪২ হাজার ৭৪৬ জন, সংযুক্ত আরব আমিরাতে (ইউএই) ১৩ হাজার ৭৫০ জন এবং অন্যান্য দেশে গেছেন ১ লাখ ৯৯ হাজার ৩২২ জন। আর চলতি বছর গতকাল পর্যন্ত বিএমইটি থেকে বহির্গমন ছাড়পত্র নিয়েছেন ৫ লাখ ৮৮ হাজার ৭১৮ জন। এর মধ্যে ৩ লাখ ১৫ হাজার ১৪৩ জনই সৌদি আরবের।

বর্তমান নির্বাচিত সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর নতুন কোনো শ্রমবাজার সম্প্রসারণ করতে পারেনি। তবে গত বৃহস্পতিবার দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠানোর নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরুর ঘোষণা দেয় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। ২০২৪ সালের ৩১ মে বাংলাদেশী কর্মী নিয়োগ স্থগিত করেছিল মালয়েশিয়া। দেশটিতে বাজার বন্ধ হওয়ার আগে ২০২৩ সালে সেখানে ৩ লাখ ৫১ হাজার ৬৮৩ জন কর্মী যাওয়ার রেকর্ড ছিল।

জাপানে নিযুক্ত বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রথম সচিব (শ্রম) মো. জয়নাল আবেদীন *বণিক বার্তাকে* বলেন, 'দক্ষতা পরীক্ষায় কৃষি খাতে বাংলাদেশীদের পাসের হার বেশি। ড্রাইভিং, নির্মাণ ও অন্যান্য খাতের জন্য দেয়া দক্ষতার পরীক্ষায় পাসের হার কম। এছাড়া জাপানি ভাষা পরীক্ষা জেএফটি বেসিকে পাসের হার ৩০ শতাংশ। ২০৩০ সালের মধ্যে জাপানে এক লাখ কর্মী পাঠাতে আমরা কাজ করছি। একটা রোড ম্যাপ তৈরি করেছি।'

নেপাল সরকারের যুব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বৈদেশিক কর্মসংস্থান বিভাগের তথ্য মতে, ২০২৫ সালে দেশটির মোট ৪ লাখ ৬ হাজার ৪০৪ জন কর্মীর প্রায় অর্ধেক, অর্থাৎ ৪৮ দশমিক ৫ শতাংশ প্রধান চার উপসাগরীয় দেশের বাইরে গেছেন। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় শ্রমবাজার রয়েছে দেশটির। দেশটি থেকে ইউএইতে গেছেন ৯৪ হাজার ১৯০ জন, সৌদি আরবে ৫০ হাজার ২৭২ জন, কাতারে ৩৯ হাজার ১২৫ জন এবং কুয়েতে গেছেন ২৫ হাজার ৫৬৫ জন। নতুন বাজার হিসেবে যুক্ত হয়েছে জাপান, সাইপ্রাস, দক্ষিণ কোরিয়া, রোমানিয়া, তুরস্ক, পর্তুগাল ও অস্ট্রিয়া। দেশটি থেকে সাইপ্রাসে ১১ হাজার ৬৯ জন, রোমানিয়ায় ২৭ হাজার ১৬০ জন, তুরস্কে ৬ হাজার ১০০, মৌরিতানিয়ায় ৬ হাজার ১৩৪ কর্মী গেছেন।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) ২০২৫ সালের ২৭ মে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, নেপাল সরকার কাতার, দক্ষিণ কোরিয়া, বাহরাইন, জর্ডান, মালয়েশিয়া, ইউএই, জাপান, মরিশাস, ইসরায়েল, যুক্তরাজ্য, রোমানিয়া, জার্মানিসহ ১২টি দেশের সঙ্গে শ্রম অভিবাসন চুক্তি বা সমঝোতা স্মারক সই করেছে। পাশাপাশি কর্মীদের নতুন শ্রমবাজারে প্রবেশের সুযোগ তৈরি করতে আলবেনিয়া, অস্ট্রিয়া, তুরস্ক, মাল্টা, মালদ্বীপ, সার্বিয়া, সাইপ্রাস, লুক্সেমবার্গ, ব্রুনেই, পোল্যান্ড, বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা, ক্রোয়েশিয়া, বেলজিয়াম, থাইল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ভিয়েতনামসহ আরো ১৬টি দেশের সঙ্গে শ্রম চুক্তির উদ্যোগ নিয়েছে দেশটি।

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তথ্য মতে, একই সময়ে দেশটির মোট ৪ লাখ ৪৯ হাজার ১০৮ জন কর্মী বিদেশে যান। এর মধ্যে প্রায় ৪৫ শতাংশই গেছেন ইউএইতে, এ সংখ্যা ২ লাখ ৬৮৫ জন। এছাড়া সৌদি আরবে ১ লাখ ৩৬ হাজার ৮১১ জন, কুয়েতে ৪৭ হাজার ৮৭ জন, অন্যান্য দেশে ৪২ হাজার ৬১৮ জন ও কাতারে গেছেন ২১ হাজার ৯০৭ জন।

ভারত মধ্যপ্রাচ্যের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে বিদেশে দক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াতে নিয়েছে বেশকিছু পদক্ষেপ। দেশটির দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা মন্ত্রণালয়ের তথ্য মতে, দেশটি বর্তমানে অস্ট্রেলিয়া, ডেনমার্ক, জার্মানি, জাপান, কাতার, সিঙ্গাপুর ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের সঙ্গে শ্রম ও দক্ষতা সহযোগিতাবিষয়ক সাতটি সরকার-টু-সরকার (জি-টু-জি) সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) রয়েছে। এছাড়া ফ্রান্সের সঙ্গে এ ধরনের একটি সমঝোতা স্মারক সইয়ের প্রক্রিয়া চলছে। একই সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া, ইসরায়েল, ডেনমার্ক, ইতালি, জার্মানি, যুক্তরাজ্য, জাপান ও অস্ট্রিয়ার সঙ্গে করা আটটি অভিবাসন অংশীদারত্ব চুক্তি (এমএমপিএ) এবং শ্রমিক পাঠানোর চুক্তিতে (এলএমএ) দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এসব উদ্যোগের লক্ষ্য আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদার সঙ্গে ভারতীয় কর্মীদের দক্ষতার সমন্বয় ঘটানো।

পাকিস্তানের ব্যুরো অব ইমিগ্রেশন অ্যান্ড ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট এবং পাকিস্তান ইকোনমিক সার্ভে ২০২৫-২৬-এর তথ্য মতে, গত বছর কর্মসংস্থানের জন্য দেশটির মোট ৭ লাখ ৬৩ হাজার ৫২৬ জন কর্মী বিদেশে যান। এর বেশির ভাগ অর্থাৎ ৫ লাখ ৩০ হাজার ৪৩৭ জন সৌদি আরবে গেছেন। এছাড়া কুয়েতে ৬ হাজার ৭৯৯ জন, কাতারে ৬৮ হাজার ৩৮৬, ইউএইতে ৫২ হাজার ৬৬৪ এবং অন্যান্য দেশে গেছেন ১ লাখ ৫ হাজার ২৪০ জন। তবে দেশটির নতুন বাজারের তালিকায় রয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া, চীন, জাপান, রোমানিয়া, যুক্তরাজ্য, সাইপ্রাস, আজারবাইজান, সুইডেন, স্পেন ও যুক্তরাষ্ট্র। দেশটি থেকে কর্মসংস্থানের জন্য চীনে গেছেন ২ হাজার ২৩০ জন, সাইপ্রাসে ২ হাজার ৩৯৩, গ্রিসে ৩ হাজার ৩৬৭, জাপানে ২ হাজার ২৪৪, রোমানিয়ায় ১ হাজার ১০৯, যুক্তরাজ্যে ৪ হাজার ৩৫৫, যুক্তরাষ্ট্রে ১ হাজার ৫, তুরস্কে ৫ হাজার ২৮৮ জন।

শ্রীলংকা ব্যুরো অব ফরেন এমপ্লয়মেন্টের (এসএলবিএফই) বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২৫-এর তথ্য মতে, দেশটি থেকে বিদেশে যাওয়া মোট ৩ লাখ ১১ হাজার ২২৩ জন কর্মীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৭৭ হাজার ৬৫৭ জন বা ২৫ শতাংশ কুয়েতে এবং সবচেয়ে কম সৌদি আরবে গেছেন ৩৬ হাজার ৪৪১ জন। এছাড়া ইউএইতে ৫৯ হাজার ৬১১ জন ও কাতারে ৪৪ হাজার ৯১৪ জন গেছেন। অন্যান্য দেশে গেছেন ৯২ হাজার ৬০০ জন। মধ্যপ্রাচ্যের বাইরে শ্রীলংকার নতুন বাজারগুলোর মধ্যে রয়েছে জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, তুরস্ক, রোমানিয়া, আয়ারল্যান্ড, কানাডা ও ফিজি। কোনো একটি দেশের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা না থাকার উদাহরণ দেশটি। শ্রীলংকার জাতীয় অভিবাসন নীতি ও কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২৭ অনুযায়ী, দক্ষ ও আধা দক্ষ কর্মী তৈরির পাশাপাশি আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদার সঙ্গে প্রশিক্ষণ ও যোগ্যতার সামঞ্জস্য বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে দেশটির জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিকল্পনা হালনাগাদ, কাজের চাহিদাভিত্তিক স্বল্পমেয়াদি [illegible] পূর্ববর্তী কাজের অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি ও

সমকাল

শুক্রবার। ২৩ অক্টোবর ২০২৬।

সৌদিতে ছয় মাসে বাংলাদেশিসহ ৫৯ বিদেশির মৃত্যুদণ্ড

■ সমকাল ডেস্ক

সৌদি আরবে ২০২৬ সালের প্রথম ছয় মাসে বাংলাদেশ ও আরও কয়েকটি দেশের নাগরিকসহ অন্তত ১০৮ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়েছে। এই ১০৮ জনের মধ্যে ৫৯ জনই বিদেশি। ইউরোপীয় সৌদি অর্গানাইজেশন ফর হিউম্যান রাইটসের (ইএসওএইচআর) বরাতে জানা গেছে তথ্যটি।

জার্মানির বার্লিনভিত্তিক স্বাধীন, অলাভজনক আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা ইউরোপীয় সৌদি অর্গানাইজেশন ফর হিউম্যান রাইটসের পরিসংখ্যান অনুসারে, সাম্প্রতিক বছরগুলোর সঙ্গে তুলনা করলে চলতি বছরও বৈশ্বিক মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের তালিকায় শীর্ষস্থানেই রয়েছে সৌদি আরব।

চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসের হিসাব আমলে নিলে সৌদি বাদশাহ সালমান বিন আবদুল আজিজ ও যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের শাসনামলে মোট দুই হাজারের মতো মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়েছে। আগের শাসনামলের তুলনায় এটি রেকর্ড বলে জানিয়েছে সংস্থাটি।

ছয় মাসে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তদের মধ্যে ১৭ দেশের নাগরিক রয়েছেন। এসব দেশের মধ্যে রয়েছে– বাংলাদেশ, পাকিস্তান, সুদান, ইথিওপিয়া, ইয়েমেন, সিরিয়া, জর্ডান, সোমালিয়া, মিসর, নাইজেরিয়া, বেনিন, ইরাক, কুয়েত, কেনিয়া, উগান্ডা ও আফগানিস্তানের মতো দেশগুলোর নামও।

সবচেয়ে বেশি মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়েছে মাদক-সংশ্লিষ্ট অপরাধের দায়ে, মোট ৭১টি মৃত্যুদণ্ড। হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় ২৫টি মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। এ ছাড়া রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা-সংক্রান্ত মামলায় ৯টি মৃত্যুদণ্ড এবং অন্যান্য মামলায় তিনটি মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়েছে।

ইউরোপীয় সৌদি অর্গানাইজেশন ফর হিউম্যান রাইটস জানিয়েছে, সৌদি আরবের কারাগারগুলোয় বিপুলসংখ্যক বন্দি রয়েছেন, যাদের মৃত্যুদণ্ডের সাজা দেওয়া হয়েছে, তবে দণ্ড এখনও কার্যকর করা হয়নি। তারা তীব্র আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন। বিচারিক কার্যক্রমের ক্ষেত্রেও নানা অসংগতি লক্ষ্য করেছে সংস্থাটি। এসবের মধ্যে পেশাদার দোভাষীর অনুপস্থিতি, আইনি সহায়তা না পাওয়া, বিচারিক প্রক্রিয়া বুঝতে না পারা ও আসামিদের আত্মপক্ষ সমর্থনের কার্যকর সুযোগ না দেওয়ার মতো বিষয়গুলো রয়েছে।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। বৃহস্পতিবার। ২২ অক্টোবর ২০২৬

ইউরোপে পোশাকের ক্রয়াদেশ কমার শঙ্কা রপ্তানিকারকদের

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

ফ্রান্স, ইতালিসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিক্ষোভের কারণে অঞ্চলটির অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতি কমে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানিকারকরা। এতে ভোক্তাদের ক্রয়ক্ষমতা কমার পাশাপাশি পোশাকের চাহিদাও কমে যেতে পারে।

একই সময়ে সুতা সংগ্রহের ক্ষেত্রে সরকারের সাম্প্রতিক বিধি-নিষেধের কারণে উৎপাদন ব্যয় আরো বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, ইউরোপীয় ক্রেতারা এখন পোশাকের বাড়তি দাম মেনে নেওয়ার পরিবর্তে দাম আরো কমানোর জন্য চাপ দিচ্ছেন।

এর মধ্যেই বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শ্রমিকদের জন্য নতুন করে মজুরি বৃদ্ধির সিদ্ধান্তের অপেক্ষা চলছে। মজুরি বাড়ানো হলে দেশের সর্বোচ্চ রপ্তানি আয় অর্জনকারী এ খাতে উৎপাদন ব্যয় আরো বাড়তে পারে। রপ্তানিকারকদের আরেকটি উদ্বেগ হলো ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) স্বাক্ষরকারী ভারত ও ভিয়েতনামের মতো প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশ পিছিয়ে পড়তে পারে। এসব চুক্তির ফলে দেশ দুটি ইউরোপের বাজারে অগ্রাধিকারমূলক সুবিধা পেতে পারে। নারায়ণগঞ্জভিত্তিক নিট পোশাক প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান ফতুল্লা ফ্যাশন লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ফজলে শামীম এহসান বলেন, 'ফ্রান্সের আমার একজন বড় ক্রেতা গত সোমবার একটি ক্রয়াদেশ আপাতত স্থগিত রাখতে বলেছেন, যদিও প্রাথমিকভাবে আমাদের মধ্যে এ বিষয়ে সমঝোতা হয়েছিল।' বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) নির্বাহী সভাপতি এহসান আরো বলেন, ফরাসি ক্রেতার আশঙ্কা, দীর্ঘস্থায়ী বিক্ষোভের কারণে দেশটির অর্থনীতি আরো দুর্বল হয়ে পড়তে পারে। এতে ভোক্তাদের ক্রয়ক্ষমতা কমার পাশাপাশি তৈরি পোশাকের চাহিদাও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্য অনুযায়ী, ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় রপ্তানি বাজার। দেশের মোট রপ্তানির প্রায় ৫০ শতাংশই যায় এ অঞ্চলে।

ডিবিএল গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম এ জব্বার বলেন, ইউরোপের বাজারে বাংলাদেশ এরই মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতার মুখে রয়েছে। তিনি বলেন, 'সেখানে নতুন করে অস্থিরতা দেখা দিলে এবং তা দীর্ঘদিন স্থায়ী হলে বাংলাদেশের রপ্তানিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।' ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোতে পোশাক রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান ডিমি গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আসিফ আশরাফও একই ধরনের উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তবে স্প্যারো গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শোভন ইসলাম বলেন, বিক্ষোভের চেয়ে ইউরোপের সামগ্রিক অর্থনৈতিক মন্দার কারণেই ক্রয়াদেশ বেশি কমছে। তিনি বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের বাজারেও ক্রয়াদেশ কমছে। তবে ইউরোপের বাজারে পরিস্থিতি আরো অনেক বেশি খারাপ।'

সুতা আমদানির বিধি-নিষেধে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির চাপ

: দেশীয় বস্ত্রশিল্পকে সুরক্ষা দিতে নিট পোশাক তৈরিতে ব্যবহৃত ১০ থেকে ৩০ কাউন্টের সুতা আমদানিতে বন্ডেড ওয়্যারহাউস সুবিধা প্রত্যাহার করেছে সরকার। সংশোধিত ব্যবস্থায় আমদানিকারকদের আমদানি করা সুতার মূল্যের সমপরিমাণ ব্যাংক গ্যারান্টি দিতে হবে। ওই সুতা দিয়ে তৈরি পণ্য রপ্তানি এবং প্রয়োজনীয় সহায়ক নথিপত্র জমা দেওয়ার পর ব্যাংক গ্যারান্টি অবমুক্ত করা যাবে।

তৈরি পোশাক রপ্তানিকারকরা বলছেন, এ ব্যবস্থা একটি অতিরিক্ত বাধা হিসেবে কাজ করছে। এর ফলে পোশাক প্রস্তুতকারকরা তুলনামূলক বেশি দামের দেশীয় সুতা ব্যবহারের দিকে ঝুঁকতে বাধ্য হচ্ছেন। ইউরোপের বাজারে ক্রয়াদেশ কমতে থাকায় বাড়তি উৎপাদন ব্যয় ক্রেতারা বহন করতে রাজি হবেন না বলে আশঙ্কা করছেন তাঁরা।

ফকির ফ্যাশনস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফকির কামরুজ্জামান নাহিদ বলেন, আমদানি করা প্রতি কেজি ৩০ কাউন্টের কম্বড সুতার দাম পড়ে ৩.১৫ ডলার। অথচ দেশের বাজারে একই ধরনের সুতার দাম প্রতি কেজি ৩.৭৫ ডলার।

বুধবার, ২৮ অক্টোবর ২০২৬, ১২ কার্তিক ১৪৩৩ দেশ রূপান্তর www.deshrupantor.co

মৌলিক পোশাক রপ্তানিতে ভরসা

নিজস্ব প্রতিবেদক

- আয় বেড়েছে ৬ শতাংশ
- বড় অবদান প্যান্ট, সোয়েটার ও টি-শার্টে
- রপ্তানি কমেছে ড্রেস, খেলাধুলার পোশাকে

চলতি ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি আয় বেড়েছে ৬ দশমিক ১০ শতাংশ। এ সময়ে তৈরি পোশাক রপ্তানি থেকে আয় হয়েছে ১ হাজার ৫৮ কোটি ডলার, যা গত অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ৯৯৭ কোটি ডলার। অর্থাৎ, এক বছরের ব্যবধানে রপ্তানি আয় বেড়েছে প্রায় ৬১ কোটি ডলার।

তবে রপ্তানি আয়ের এ প্রবৃদ্ধিতে বড় অবদান রেখেছে সাধারণ ধরনের পোশাক। বিশেষ করে প্যান্ট, সোয়েটার ও টি-শার্ট রপ্তানি বেড়েছে উল্লেখযোগ্য হারে। বিপরীতে তুলনামূলক বেশি মূল্য সংযোজন হয় এমন পোশাকের রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি ছিল কম। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্যের ভিত্তিতে বাংলাদেশ অ্যাপারেল ভয়েসের (বিএভি) সংকলিত প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রথম প্রান্তিকে সাধারণ ধরনের পোশাক রপ্তানি থেকে আয় হয়েছে ৮২৬ কোটি ডলার, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৭ দশমিক ৪৫ শতাংশ বেশি। মোট পোশাক রপ্তানিতে এ ধরনের পণ্যের অংশ বেড়ে ৭৮ দশমিক ৬ শতাংশ হয়েছে। গত বছর একই সময়ে এ হার ছিল ৭৭ দশমিক ৮ শতাংশ। সাধারণ পোশাকের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রপ্তানি আয় বেড়েছে প্যান্ট বা নিম্নাঙ্গের পোশাকে। এ খাতে অতিরিক্ত আয় এসেছে ২০ কোটি ১০ লাখ ডলার। সোয়েটার ও কার্ডিগান রপ্তানি থেকে বেড়েছে ১৭ কোটি ৮০ লাখ ডলার। টি-শার্ট ও ভেস্ট থেকে বেড়েছে ১০ কোটি ৪০ লাখ ডলার। এই তিন ধরনের পোশাক মিলেই মোট রপ্তানি আয় বৃদ্ধির প্রায় ৮০ শতাংশ এসেছে। এ সময়ে শিশুদের পোশাক রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে সবচেয়ে বেশি, ১০ দশমিক ১৯ শতাংশ। তবে এ খাতে রপ্তানি আয় তুলনামূলক কম, প্রায় ৩০ কোটি ডলার।

অন্যদিকে শার্ট ও ব্লাউজ নিয়ে গঠিত আধা-সাধারণ পোশাকের রপ্তানি আয় বেড়েছে মাত্র ১ দশমিক ৭৭ শতাংশ। এ খাতে আয় হয়েছে ৮৪ কোটি ২০ লাখ ডলার। মোট পোশাক রপ্তানিতে এ শ্রেণির পণ্যের অংশ ৮ দশমিক ৩০ শতাংশ থেকে কমে ৭ দশমিক ৯৬ শতাংশে নেমেছে।

তুলনামূলক উচ্চমূল্যের বা উন্নত ধরনের পোশাকের রপ্তানিতেও প্রবৃদ্ধি ছিল সীমিত। প্রথম প্রান্তিকে এ খাত থেকে আয় হয়েছে ১৪৮ কোটি ডলার, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ১ দশমিক ৪২ শতাংশ বেশি। এতে অতিরিক্ত আয় এসেছে মাত্র ২ কোটি ১০ লাখ ডলার। মোট পোশাক রপ্তানিতে এ ধরনের পণ্যের অংশ ১৪ দশমিক ৬৩ শতাংশ থেকে কমে ১৩ দশমিক ৯৮ শতাংশ হয়েছে।

উন্নত ধরনের পোশাকের মধ্যে ওভারকোটসহ বাইরের পোশাকের রপ্তানি আয় বেড়েছে ৩ কোটি ৩০ লাখ ডলার এবং প্রযুক্তিনির্ভর পোশাকে বেড়েছে ১ কোটি ৮০ লাখ ডলার। তবে পোশাকের অন্যান্য কয়েকটি শ্রেণিতে রপ্তানি কমেছে। এর মধ্যে ড্রেসের রপ্তানি ১০ দশমিক ৬৬ শতাংশ, খেলাধুলার পোশাক ১১ দশমিক ২৪ শতাংশ এবং স্যুট ও একই ধরনের পোশাকের রপ্তানি ১৪ দশমিক ৪৮ শতাংশ কমেছে। সংশ্লিষ্ট তথ্য বলছে, তৈরি পোশাক রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি হলেও বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের ধরনে বড় পরিবর্তন আসেনি। বরং সাধারণ পোশাকের ওপর নির্ভরতা আরও বেড়েছে। অন্যদিকে তুলনামূলক উচ্চমূল্যের পোশাকের অংশ কমেছে, যা রপ্তানি পণ্যে বৈচিত্র্য আনা এবং বেশি মূল্য সংযোজনের চ্যালেঞ্জকে সামনে আনছে।

যুগান্তর | বৃহস্পতিবার, ১৫ অক্টোবর ২০২৬

যুদ্ধে হুমকিতে সৌদি আরবের শ্রমবাজার

রেমিট্যান্স যোদ্ধারা বিপাকে

সঠিক সময়ে ফিরতে না পারায় চাকরি নিয়ে সংশয়



বিকল্প রুটের উড়োজাহাজের টিকিটের দাম অস্বাভাবিক বৃদ্ধি

চার দিনে ১০০টি ফ্লাইট বাতিল, অনিশ্চয়তায় ১৫ হাজারের বেশি যাত্রী

হক ফারুক আহমেদ ও সাইফ আহমাদ

দেশের রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের প্রধান গন্তব্য সৌদি আরব। সম্প্রতি সেখানে ইয়েমেনের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার কারণে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে এক অর্থে কোনো ফ্লাইট রিয়াদে যাচ্ছে না। সময়মতো কাজে ফিরতে না পেরে সৌদি প্রবাসীদের মধ্যে প্রতিদিন বাড়ছে হতাশা। যথাসময়ে ফিরতে না পারলে চাকরি থাকবে কিনা তা নিয়েও সংশয়ে আছেন তারা। যুদ্ধ পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হলে ফ্লাইট বাতিলের এই ধারাবাহিক অবস্থা চলতে থাকবে বলে জানানো হয়েছে বেবিচকের পক্ষ থেকে। এই অবস্থা দীর্ঘায়িত হলে এবং সৌদি প্রবাসীরা তারিখমতো কাজে না ফিরতে পারলে দেশের রেমিট্যান্স, অর্থনীতি, জ্বালানিসহ আরও নানা খাতে বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে। বিদেশে বাংলাদেশের প্রধান শ্রমবাজার সৌদি আরব সংকুচিত হয়ে পড়লে বেকারত্ব বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী যুগান্তরকে বলেন, সৌদি আরবে সাম্প্রতিক সময়ে হামলার ঘটনায় দেশটিতে আমাদের শ্রমিকদের যেতে সাময়িক সমস্যা হচ্ছে। নিরাপত্তাজনিত কারণেই ফ্লাইট বাতিল হচ্ছে। সৌদি আরবের শ্রমবাজার বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সার্বিক বিষয়গুলোর খোঁজখবর নিচ্ছি। আমরা চাই প্রতিটি প্রবাসী নিরাপদে সেখানে ফিরুক। সব সমস্যা সমাধানে সরকার সচেষ্ট।

নোয়াখালী থেকে ঢাকায় এসেছিলেন সৌদি আরবের রিয়াদ প্রবাসী শামীম হোসেন। দেশে ছুটি কাটিয়ে রোববার দুপুরে তার ফেরার কথা ছিল। আগেই বিমানের টিকিট কেটে যাত্রার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। কিন্তু শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে জানতে পারেন, তার ফ্লাইট বাতিল। এখন কবে কর্মস্থলে ফিরতে পারবেন, তা তিনি জানেন না। ঠিক সময়ে কাজে যোগ দিতে না পারলে চাকরি নিয়ে সমস্যায় পড়ার আশঙ্কাও রয়েছে তার। রোববার দুপুরে বিমানবন্দরের বহির্গমন টার্মিনালের বাইরে দাঁড়িয়ে শামীম বলেন, 'রিয়াদে যাওয়ার জন্য বিমানের টিকিট কেটে আগস্টে দেশে এসেছিলাম। দেশের বাড়ি নোয়াখালী থেকে ঢাকায় এসে ফ্লাইট ধরার প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। এখন হঠাৎ ফ্লাইট বাতিল হওয়ায় বিপাকে পড়েছি। কবে যেতে পারব, তা নিয়ে অনিশ্চয়তায় আছি। সৌদি আরবে আমার কাজ আছে। তারিখমতো ফিরতে না পারলে সমস্যায় পড়তে হবে। ফ্লাইটের বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত জানানো হলে আমাদের ভোগান্তি কিছুটা কমত।

শামীমের মতো হাজার হাজার প্রবাসীর যাত্রা আটকে গেছে সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদের বিমানবন্দরে হামলা ও নিরাপত্তা পরিস্থিতির অবনতিতে। শনিবার রাত থেকে গতকাল বুধবার পর্যন্ত ঢাকা থেকে রিয়াদগামী বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট বাতিল হওয়ায় বিপাকে পড়েছেন কর্মস্থলে ফেরার অপেক্ষায় থাকা প্রবাসীরা। কেউ দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে ঢাকায় এসে বিমানবন্দরে আটকে গেছেন, কেউ বিকল্প পথে সৌদি আরবে যাওয়ার চেষ্টা করেও নিশ্চয়তা পাচ্ছেন না। এর মধ্যে বিকল্প রুটের টিকিটের দাম কয়েক গুণ বেড়ে যাওয়ায় নতুন করে আর্থিক চাপেও পড়েছেন যাত্রীরা।

বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) তথ্যানুযায়ী, সৌদি আরবে হুথি বিদ্রোহীদের ধারাবাহিক আক্রমণে একের পর এক ফ্লাইট বাতিল হওয়া অব্যাহত রয়েছে। বুধবার বিকাল পর্যন্ত গত ৪ দিনে ১০০টি ফ্লাইট বাতিল হয়েছে। আর আটকা পড়েছেন ১৫ হাজারের বেশি যাত্রী। বেবিচকের মুখপাত্র কাওছার মাহমুদ যুগান্তরকে বলেন, পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হলে ফ্লাইট বাতিলের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে। বুধবার সরেজমিন বিমানবন্দরে দেখা যায়, রিয়াদগামী যাত্রীরা হাতে টিকিট ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে এয়ারলাইন্সের কাউন্টারে খোঁজখবর নিচ্ছেন। কেউ ফোনে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলছেন, কেউ আবার বিকল্প ফ্লাইটের সন্ধান করছেন। দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে বাস, ব্যক্তিগত গাড়ি কিংবা অন্য পরিবহণে দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে ঢাকায় আসার পর ফ্লাইট বাতিলের খবর পেয়ে অনেকেই দিশেহারা হয়ে পড়েছেন।

বিকল্প পথেও অনিশ্চয়তা : সরাসরি ফ্লাইট বন্ধ থাকায় বিকল্প পথে সৌদি আরবে যাওয়ার চেষ্টা করছেন চাঁদপুরের সামিউল হাসান। তবে কাতার এয়ারওয়েজের টিকিটের অস্বাভাবিক দাম দেখে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন তিনি। তার আশঙ্কা, শেষ পর্যন্ত যেতে হলে ধারদেনা করেই টিকিট কিনতে হবে। সামিউল হাসান বলেন, সরাসরি ফ্লাইট বন্ধ, তাই ভাবছিলাম কাতার হয়ে সৌদি আরবে যাব। কিন্তু কাতার এয়ারওয়েজের টিকিটের যে দাম দেখছি, এত টাকা তো আমার কাছে নেই। যেতে হলে ধারদেনা করেই যেতে হবে। কিন্তু পরে সেই টাকা কীভাবে শোধ করব, সেটাই বুঝতে পারছি না। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, সৌদি আরবে কর্মস্থলে ফেরার ক্ষেত্রে ভিসার মেয়াদ, নিয়োগকর্তার নির্ধারিত যোগদানের সময় এবং অন্যান্য প্রশাসনিক শর্তের বিষয়ও গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণে অনেক প্রবাসী পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার অপেক্ষা না করে বিকল্প রুটে টিকিট কাটছেন। কিন্তু ঢাকা-মদিনা ও ঢাকা-জেদ্দা রুটসহ বিভিন্ন বিকল্প গন্তব্যের টিকিটের দাম দ্রুত বাড়ছে। যাদের নির্ধারিত সময়ে সৌদি আরবে পৌঁছানো জরুরি, তাদের বাড়তি অর্থ ব্যয় করেও অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়তে হচ্ছে।

বাতিল একাধিক এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট : ঢাকা থেকে রিয়াদগামী বাতিল হওয়া ফ্লাইটগুলোর মধ্যে সরাসরি ফ্লাইট বাতিল হয়েছে ৪১টি। বিমানের ফ্লাইট ১৭টি, ইউএস বাংলার ১০টি, সৌদিয়ার ৭টি এবং রিয়াদ এয়ারের ৭টি। এছাড়া ট্রানজিট ফ্লাইট বাতিল হয়েছে ৫৯টি। এর মধ্যে ইন্ডিগোর ২২টি, সালাম এয়ারের ৭টি, ইজিপ্ট এয়ারের ১টি, এমিরেটস এয়ারের ১৪টি, কাতার এয়ারওয়েজের ৭টি এবং ফ্লাই দুবাইয়ের ৬টি, এয়ার এভিয়া ২টি। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নির্বাহী পরিচালক গ্রুপ ক্যাপ্টেন এস এম রাণীব সামাদ বলেন, সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্সগুলোকে ক্ষতিগ্রস্ত যাত্রীদের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। যাত্রীদের নিজ নিজ এয়ারলাইন্সের সঙ্গে যোগাযোগ করে পরবর্তী যাত্রার বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে বিমানবন্দরে আসার অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

এদিকে যাত্রীদের ভোগান্তি কমাতে এবং ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার আশঙ্কা এড়াতে বিকল্প হিসাবে সৌদি আরবের দাম্মাম ও মদিনাগামী ফ্লাইটে যাত্রীদের পাঠানোর চেষ্টা করছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স। আসন খালি থাকা সাপেক্ষে বিনা খরচে অন্য ফ্লাইটে যাত্রীদের সমন্বয় করা হবে। সোমবার বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, যাদের ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, তাদের বিকল্প ফ্লাইটে পাঠানোর চেষ্টা চলছে।

ব্র্যাকের মাইগ্রেশন প্রোগ্রাম ও ইয়ুথ প্ল্যাটফর্মের পরিচালক শরিফুল হাসান বলেন, দেশে সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স আসে সৌদি আরব থেকে। বর্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতি দীর্ঘায়িত হলে তা রেমিট্যান্স প্রবাহেও সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। যারা সৌদি যেতে পারছেন না, যারা দেশে এসে আটকা পড়েছেন এবং সৌদিতে যেসব বাংলাদেশি কাজ করছেন তারা সবাই এখন সমস্যায় পড়েছেন। সমস্যা সমাধানে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট সব প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে একযোগে সমস্যার সমাধানে কাজ করতে হবে।

এদিকে গত মঙ্গলবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত ড. আবদুল্লাহ বিন জাফর আবিয়াহ পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলামের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এ সময় সৌদি আরবে সাম্প্রতিক হামলায় নিহত দুই বাংলাদেশির লাশ দেশে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে সৌদি আরবের সহায়তা চান শামা ওবায়েদ। প্রতিমন্ত্রী ওই হামলায় আহত বাংলাদেশিদের সৌদি কর্তৃপক্ষের দেওয়া চিকিৎসা ও সেবার জন্যও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি উত্তেজনা প্রশমনের ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, উত্তেজনা নিরসন এবং শান্তি ও স্থিতিশীলতা পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে সংলাপ ও কূটনীতিকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।

সাবেক রাষ্ট্রদূত মাহফুজুর রহমান যুগান্তরকে বলেন, মনে হচ্ছে না যে এই যুদ্ধ একটা লম্বা সময়ের জন্য চলবে। কারণ এ রকম একটা সংকট চলতে থাকলে তা কাউকেই লাভবান করবে না। সৌদি আরব হয়তো নিজেরাই চেষ্টা করবে যাতে যত দ্রুত সম্ভব এ সমস্যার সমাধান করা যায়। তিনি আরও বলেন, সৌদি আরবের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সরকারের উচিত হবে মন্ত্রী পর্যায়ের এক বা একাধিকজনকে স্পেশাল এনভয় হিসাবে মধ্যপ্রাচ্যে পাঠানো। কাউকে সৌদি আরব, কাউকে আরব আমিরাতে, কাউকে কুয়েতে পাঠানো। তাতে সত্যিকারের অবস্থা বা কোথায় বাস্তবতা কী তা বোঝা যাবে।

প্রসঙ্গত, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে সৌদি আরবে গেছেন ৬ লাখের বেশি বাংলাদেশি। বাংলাদেশ ব্যাংক জানায়, এই সময়ে দেশটি থেকে ৫৮৫ কোটি ডলার রেমিট্যান্স এসেছে। আগের বছরের তুলনায় এটি ৩৭ শতাংশ বেশি।

সময়ের আলো
বৃহস্পতিবার। ২২ অক্টোবর ২০২৬

তৈরি পোশাকের নতুন বাজারের খোঁজ

নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রচলিত বাজারের বাইরে রফতানি সম্প্রসারণের উদ্যোগের অংশ হিসেবে দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলোতে বাংলাদেশের পণ্য রফতানি বাড়ানোর চেষ্টা জোরদার করা হয়েছে। চলতি ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) দক্ষিণ আমেরিকার ১১টি দেশে ১৯ কোটি ৫১ লাখ ৭০ হাজার মার্কিন ডলারের পণ্য রফতানি করেছে বাংলাদেশ। এ অঞ্চলে ব্রাজিল, চিলি ও পেরু বাংলাদেশের প্রধান রফতানি গন্তব্য হিসেবে উঠে এসেছে।

রফতানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্য অনুযায়ী, আলোচ্য সময়ে ব্রাজিলে ৭ কোটি ৮ লাখ ২০ হাজার ডলারের পণ্য রফতানি হয়েছে। চিলিতে রফতানি হয়েছে ৫ কোটি ১৮ লাখ ৭০ হাজার ডলারের পণ্য। আর পেরুতে রফতানির পরিমাণ ২ কোটি ৪২ লাখ ৪০ হাজার ডলার। এ ছাড়া কলম্বিয়ায় ১ কোটি ৮০ লাখ ৫০ হাজার, উরুগুয়েতে ১ কোটি ১৬ লাখ ৩০ হাজার এবং আর্জেন্টিনায় ১ কোটি ২ লাখ ৮০ হাজার ডলারের পণ্য রফতানি হয়েছে।

ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার প্রচলিত বাজারের বাইরে দক্ষিণ আমেরিকায় রফতানি সম্প্রসারণের উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনা রয়েছে। তৈরি পোশাক এখনও এ অঞ্চলে বাংলাদেশের রফতানি আয়ের প্রধান উৎস হলেও পাটজাত পণ্য, চামড়াজাত পণ্য, গৃহসজ্জার সামগ্রী, হস্তশিল্প ও জীবনযাপন-সংশ্লিষ্ট পণ্যের বাজার সম্প্রসারণেরও সুযোগ তৈরি হচ্ছে।

এ লক্ষ্যে গত ১১ থেকে ১৩ আগস্ট ব্রাজিলের সাও পাওলোতে অনুষ্ঠিত 'হোম শো ব্রাজিল ২০২৬' প্রদর্শনীতে অংশ নেয় বাংলাদেশ। ইপিবির আর্থিক সহায়তায় এবং ব্রাসিলিয়ায় বাংলাদেশ দূতাবাসের ব্যবস্থাপনায় এ প্রদর্শনীতে বাংলাদেশের চারটি প্রতিষ্ঠান অংশ নেয়। প্রতিষ্ঠানগুলো হলো– জিহান প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রিজ, মাদার ট্যানারি, রেইনবো জুট ও ক্লাসিক্যাল হ্যান্ডমেড প্রোডাক্টস। প্রদর্শনীতে পাঁচটি বুথে প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের পণ্য তুলে ধরে।

প্রদর্শনীতে পাটজাত পণ্য, ব্যাগ, চামড়াজাত সামগ্রী, প্রাকৃতিক তন্তুর তৈরি ঝুড়ি, গৃহসজ্জার উপকরণ, বাঁশের পণ্য, টেরাকোটা, মাটির তৈরি সামগ্রী ও নকশিকাঁথা প্রদর্শন করা হয়। বাংলাদেশের রফতানিযোগ্য পণ্য ও সম্ভাবনাময় খাত সম্পর্কে বিদেশি ক্রেতাদের জানাতে ইপিবি ও বাংলাদেশ দূতাবাসের পক্ষ থেকেও একটি প্রচারমূলক বুথ স্থাপন করা হয়।

প্রদর্শনী চলাকালে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ব্যবসায়িক যোগাযোগ ও মতবিনিময়ের সুযোগ তৈরি হয়। সম্ভাব্য ক্রেতারা বাংলাদেশের স্টল পরিদর্শন করে প্রদর্শিত পণ্যের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেন। পাশাপাশি বাংলাদেশের গৃহসজ্জা ও জীবনযাপন-সংশ্লিষ্ট পণ্যের উৎপাদন ও রফতানি নিয়ে একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

প্রচলিত বাজারের বাইরে রফতানি



এর মাধ্যমে ব্রাজিলের ব্যবসায়ী সংগঠন ও আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের কাছে বাংলাদেশের পণ্যের সম্ভাবনা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়।

ইপিবির ভাইস চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ হাসান আরিফ বলেন, বাংলাদেশের রফতানি পণ্যে বৈচিত্র্য আনা এবং উদীয়মান আন্তর্জাতিক বাজারে দেশের অবস্থান শক্তিশালী করতে ইপিবি কাজ করছে। এ জন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমেলায় আরও পরিকল্পিত ও পেশাদারভাবে অংশ নেওয়ার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

তিনি বলেন, তৈরি পোশাকের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা এবং অল্প কয়েকটি রফতানি বাজারের মধ্যে সীমাবদ্ধতা বাংলাদেশের রফতানি আয়কে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অস্থিরতার ঝুঁকিতে ফেলতে পারে। এ কারণে নতুন পণ্য ও নতুন বাজার খুঁজে বের করা ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

মোহাম্মদ হাসান আরিফ আরও বলেন, আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে অংশ নেওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট বাজারের চাহিদা, ভোক্তার পছন্দ, পণ্যের দাম, প্রতিযোগিতা ও ব্যবসায়িক রীতিনীতি সম্পর্কে আগাম গবেষণা করা প্রয়োজন।

এতে প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণের সুফল বাড়বে। একই সঙ্গে জাতীয় প্যাভিলিয়নের ব্র্যান্ডিং জোরদার, রফতানিকারকদের প্রস্তুতি উন্নত করা এবং আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ বাড়ানোর ওপরও গুরুত্ব দিতে হবে। এর মাধ্যমে প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকে দীর্ঘমেয়াদি ব্যবসায়িক সুযোগে রূপ দেওয়া সম্ভব হবে।

ইপিবির পণ্যভিত্তিক তথ্য অনুযায়ী, দক্ষিণ আমেরিকার ১১টি দেশে বাংলাদেশের রফতানি এখনও মূলত তৈরি পোশাকনির্ভর। চলতি অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে ওভেন কাপড়ের পোশাক ও পোশাকের আনুষঙ্গিক পণ্য রফতানি থেকে আয় হয়েছে প্রায় ৮ কোটি ৪৫ লাখ ৩০ হাজার ডলার। একই সময়ে নিট পোশাক রফতানি হয়েছে প্রায় ৭ কোটি ১০ লাখ ডলারের।

এ দুই শ্রেণির পণ্য মিলিয়ে রফতানি আয় দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৫ কোটি ৪৬ লাখ ৩০ হাজার ডলার, যা ওই ১১টি দেশে বাংলাদেশের মোট রফতানি আয়ের প্রায় ৭৯ দশমিক ২ শতাংশ। এ সময়ে ওষুধ রফতানি থেকে আয় হয়েছে প্রায় ৬৫ লাখ ৮০ হাজার ডলার। জুতা ও সংশ্লিষ্ট পণ্য রফতানি থেকে এসেছে প্রায় ৫৭ লাখ ১০ হাজার ডলার। এ ছাড়া অন্যান্য বস্ত্রপণ্য, চামড়াজাত সামগ্রী ও ভ্রমণসামগ্রীও রফতানি তালিকায় রয়েছে। এসব পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের মাধ্যমে দক্ষিণ আমেরিকায় বাংলাদেশের রফতানি ঝুড়িতে বৈচিত্র্য আনার সুযোগ রয়েছে।

রফতানির হিসাবে ব্রাজিল ও চিলি একত্রে বাংলাদেশের মোট রফতানি আয়ের প্রায় ৬২ দশমিক ৯ শতাংশ জোগান দিয়েছে। দেশ দুটিতে রফতানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১২ কোটি ২৬ লাখ ৯০ হাজার ডলার। ফলে বাজার সম্প্রসারণের পরিকল্পনায় ব্রাজিল ও চিলি বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে। পাশাপাশি পেরু ও কলম্বিয়ায় ব্যবসায়িক যোগাযোগ বাড়িয়েও বাংলাদেশের রফতানি সম্প্রসারণের সুযোগ রয়েছে।

সমকাল
বুধবার । ২৮ অক্টোবর ২০২৬

বাংলাদেশসহ ২৯ দেশের মানুষ পাচার হয়ে যুদ্ধে

জাতিসংঘের প্রতিবেদন

- চাকরির প্রলোভনে রাশিয়ায় নেওয়ার পর সামরিক চুক্তিতে বাধ্য করা হয়
- প্রতারণার শিকার সবাই পুরুষ, বয়স ১৮ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে

■ বিশেষ প্রতিনিধি

রাশিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে পাচার বাংলাদেশি এক ব্যক্তির স্ত্রী তাঁর স্বামীর সঙ্গে সেখানে ঘটে যাওয়া বেশ কিছু বিষয়ের বর্ণনা দিয়েছেন। জাতিসংঘের প্রতিবেদনে বাংলাদেশি এক ভুক্তভোগীর স্ত্রীর বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, তাঁর স্বামীর পাসপোর্ট নিয়ে তাঁকে চুক্তির বিভিন্ন জায়গায় সই করতে হয়েছিল। চুক্তিটি ছিল রুশ ভাষায়। ওই নারীর ভাষ্য অনুযায়ী, তাঁর স্বামী প্রচণ্ড চাপে পড়েছিলেন। তাঁর সামনে কোনো বিকল্প ছিল না।

বেসামরিক চাকরির প্রলোভনের ফাঁদে রাশিয়ায় নিয়ে সামরিক চুক্তিতে সইয়ে বাধ্য করার প্রমাণ পেয়েছে জাতিসংঘ। বাংলাদেশসহ ২৯ দেশের নাগরিকদের রাশিয়ার সশস্ত্র বাহিনীতে নিয়োগের জন্য পাচার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে ইউক্রেনবিষয়ক জাতিসংঘের স্বাধীন আন্তর্জাতিক তদন্ত কমিশন।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনে উপস্থাপনের জন্য প্রকাশিত প্রতিবেদনে এসব তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। ১৯ অক্টোবর কমিশন ৪৮ দেশের নাগরিকদের রুশ সশস্ত্র বাহিনীতে নিয়োগের ঘটনা তদন্ত করে ২৯ দেশের নাগরিকদের ক্ষেত্রে প্রতারণা বা জবরদস্তির প্রমাণ পেয়েছে।

তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রুশ বাহিনীতে নিয়োগের পর বিদেশি নাগরিকদের ইউক্রেনের যুদ্ধক্ষেত্রের সম্মুখসারিতে পাঠিয়ে বিপজ্জনক দায়িত্ব দেওয়া হয়। তাদের অনেকে হতাহত, বন্দি কিংবা নিখোঁজ হয়েছেন। এসব ঘটনায় ভুক্তভোগীদের পরিবারের ওপরও নেমে এসেছে দীর্ঘ অনিশ্চয়তা ও আর্থিক চাপ। চাকরির আশায় বিদেশে যেতে কেউ কেউ নিয়োগ ফি হিসেবে বিপুল অর্থ দিয়েছেন। পরিবারের সদস্যরা ঋণ করেছেন কিংবা সম্পদ বিক্রি করেছেন। পরে স্বজনের মৃত্যুর সংবাদ পেলেও কোনো কোনো পরিবার তাঁর লাশ দেশে ফিরিয়ে আনতে পারেনি। নিখোঁজ স্বজনের খোঁজে বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগ করেও অনেক পরিবার নির্ভরযোগ্য তথ্য পায়নি।

বিভিন্ন দেশে সক্রিয় নিয়োগকারী চক্রের সঙ্গে সমন্বয় করে প্রতারণা ও জবরদস্তির মাধ্যমে বিদেশি নাগরিকদের রুশ বাহিনীতে নিয়োগের প্রমাণ পেয়েছে কমিশন। এসব ব্যক্তির অনেককে পরে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো হয়েছে।

বাংলাদেশ ছাড়া আরও যেসব দেশ থেকে রাশিয়ায় যুদ্ধক্ষেত্রে পাচারের করা হয়েছে তা হলো– ভারত, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ফিলিপাইন, ঘানা, নাইজেরিয়া, কেনিয়া, উজবেকিস্তানসহ এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ ও লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশ। জাতিসংঘের এই সর্বশেষ প্রতিবেদন বিশ্বজুড়ে চক্রের ফাঁদ ও পাচারের আন্তর্জাতিক ভয়াবহ রূপকেই বিশ্বমঞ্চে নতুন করে তুলে ধরল।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রতারণা বা জবরদস্তির শিকার ব্যক্তিরা সবাই পুরুষ। তাদের বয়স ১৮ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে। অধিকাংশই অর্থনৈতিকভাবে অসচ্ছল, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সদস্য এবং সীমিত শিক্ষার সুযোগ পাওয়া মানুষ। তাদের আর্থিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে রাশিয়ায় আকর্ষণীয় বেতনের চাকরির প্রস্তাব দেওয়া হতো।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশি নাগরিকদের ক্ষেত্রে তদন্ত কমিশন রাশিয়ায় যাওয়ার জন্য ব্যবহৃত কয়েকটি ব্যবসায়িক ভিসার অনুলিপি সংগ্রহ করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এসব ভিসায় রাশিয়ার একটি বেসামরিক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশি নাগরিকদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। ভ্রমণের উদ্দেশে কাগজপত্রে বেসামরিক হিসেবে দেখানো হলেও কমিশনের সামগ্রিক তদন্তে দেখা গেছে, এ ধরনের ব্যবস্থার আড়ালে বিদেশি নাগরিকদের রুশ সামরিক বাহিনীতে নিয়োগের ঘটনা ঘটেছে। কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিভিন্ন দেশে সক্রিয় নিয়োগকারী এজেন্ট ও সংস্থাগুলো সামাজিক মাধ্যমসহ বিভিন্ন মাধ্যমে রাশিয়ায় ভালো বেতনের চাকরির বিজ্ঞাপন দিত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাশিয়ার নাগরিকত্ব ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হতো। নিয়োগকারী এজেন্টরা নিজেদের পরিচয় দিত বৈধ বা সরকারি অনুমোদনপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে। চাকরির প্রস্তাব বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে দেখানো হতো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র। এর পর ভিসা, উড়োজাহাজের টিকিট এবং ভ্রমণবিষয়ক অন্যান্য ব্যবস্থা করে তাদের রাশিয়ায় পাঠানো হতো। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এজেন্টরা নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে রাশিয়ায়ও যেত। বাংলাদেশিদের নিয়ে পাওয়া সাক্ষাৎকারভিত্তিক তথ্যেও একই ধরনের প্রতারণার চিত্র উঠে এসেছে।

কমিশনের অনুসন্ধানে দেখা গেছে, রাশিয়ায় পৌঁছানোর পর অনেক বিদেশি নাগরিককে দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সামরিক চুক্তিতে সই করতে বাধ্য করা হয়। এসব চুক্তি রুশ ভাষায় লেখা হওয়ায় অনেকেই এর শর্ত বুঝতে পারেননি। তাদের কারও কারও পাসপোর্ট ও মোবাইল ফোন কেড়ে নেওয়া হয়। সীমিত করা হয় চলাফেরার স্বাধীনতাও। এক পর্যায়ে তারা জানতে পারেন, প্রতিশ্রুত বেসামরিক চাকরির বদলে তাদের রাশিয়ার সশস্ত্র বাহিনীতে কাজ করতে হবে।

কমিশনের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, নিয়োগকারী এজেন্টরা অনেক ক্ষেত্রে ভুক্তভোগীদের পরিবারের ফোনও ধরত না। এসব ঘটনা ২৯ দেশের নাগরিকদের নিয়োগের সামগ্রিক চিত্র হিসেবে প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে। বাংলাদেশি নাগরিকদের ক্ষেত্রে প্রতিটি ঘটনা ঘটেছে কিনা, তা আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়নি। মানব পাচারের প্রমাণ, ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান তদন্ত কমিশন বিভিন্ন দেশে সক্রিয় নিয়োগকারী চক্রের সঙ্গে রাশিয়ার কর্তৃপক্ষের উচ্চমাত্রার সমন্বয়ের প্রমাণ পেয়েছে।

কমিশনের অনুসন্ধান অনুযায়ী, চাকরির মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, প্রতারণা, আর্থিক ও সামাজিক দুর্বলতার সুযোগ নেওয়া এবং জোর করে সামরিক চুক্তিতে সই করানোর মতো কর্মকাণ্ড বিদেশি নাগরিকদের পাচার করে সামরিক বাহিনীতে নিয়োগের সঙ্গে সম্পর্কিত। সংগৃহীত প্রমাণের ভিত্তিতে কমিশন সংশ্লিষ্ট ঘটনায় রাশিয়ার কর্তৃপক্ষের মানব পাচার ও অন্যান্য মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি চিহ্নিত করেছে। কমিশন রাশিয়াকে এ ধরনের নিয়োগ বন্ধ করা, পাচারের শিকার ব্যক্তিদের সামরিক বাহিনী থেকে অব্যাহতি দেওয়া এবং জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তদন্ত ও বিচার নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছে। সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর সরকারকে ভুক্তভোগীদের মুক্ত করতে রুশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ, পাচারকারী চক্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া এবং প্রতারণামূলক নিয়োগ ঠেকাতে সচেতনতামূলক প্রচার চালানোর সুপারিশও করেছে।

গত নভেম্বরে ব্র্যাকের মাইগ্রেশন প্রোগ্রাম প্রকাশিত এক গবেষণা প্রতিবেদনেও রাশিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে বাংলাদেশিদের পাচারের বিষয়টি উঠে এসেছিল। ভুক্তভোগী ও তাদের পরিবারের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে তৈরি ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, ভালো বেতনের চাকরির আশায় বৈধ ভিসায় রাশিয়ায় যাওয়ার পর তাদের জোর করে সামরিক চুক্তিতে সই করিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো হয়। এ ধরনের প্রতারণা বন্ধ, ভুক্তভোগীদের উদ্ধার এবং সরকারি ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিল ব্র্যাক।

গত তিন বছরে রাশিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে অন্তত ৫৪ বাংলাদেশির মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। নিহত ও নিখোঁজ ব্যক্তিদের পরিবারের দুর্দশা, ঋণের বোঝা এবং লাশ দেশে ফিরিয়ে আনতে না পারার বিষয়গুলোও সামনে এসেছে। জাতিসংঘের এই অনুসন্ধান বিদেশে কর্মসংস্থানের নামে প্রতারণা করে মানুষকে সশস্ত্র সংঘাতে যুক্ত করার আন্তর্জাতিক মাত্রা তুলে ধরেছে। বাংলাদেশের নাগরিকদের ক্ষেত্রে প্রকৃত সংখ্যা, নিয়োগকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের পরিচয় এবং নিখোঁজ বা আটকে পড়া ব্যক্তিদের অবস্থান নির্ধারণে আরও তদন্ত ও কার্যকর উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তাও স্পষ্ট হয়েছে।

১৬ অক্টোবর ২০২৬ ॥ ৩১ আশ্বিন ১৪৩৩
বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন

মানব পাচারে ১১৯ মাফিয়া

লিবিয়া হয়ে ইউরোপে পাঠানোর মিথ্যা ফাঁদ



মাহবুব মমতাজী

ইউরোপে যাওয়ার স্বপ্ন দেখিয়ে বাংলাদেশ থেকে তরুণদের নিয়ে যাওয়া হয় লিবিয়ায়। এরপর তাদের একটি অংশকে আটকে রাখা হয় দেশটির বিভিন্ন বন্দিশালা বা গেমরুমে। পরিবারের কাছ থেকে আদায় করা হয় লাখ লাখ টাকা মুক্তিপণ। টাকা না দিলে চলে মারধর, বৈদ্যুতিক শকসহ নানা ধরনের নির্যাতন। ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিতে গিয়ে প্রাণ হারান অনেকে। ওই দেশে অবস্থান করা বাংলাদেশি মাফিয়ারা গড়েছেন সম্পদের পাহাড়। এ মানব পাচার চক্রের শিকড় শুধু লিবিয়ায় নয়, বাংলাদেশেও বিস্তৃত। পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) দেশের অন্তত ১৫ জেলায় ১১৯ জনের বেশি মানব পাচারকারীকে

বিশেষজ্ঞ মত

ভাঙতে হবে দালাল চক্র



নিজস্ব প্রতিবেদক

ইতালিতে পাঠানোর প্রলোভন দেখিয়ে বাংলাদেশিদের লিবিয়ায় নিয়ে বন্দি করা, নির্যাতন চালানো এবং পরিবারের কাছে

মানব পাচারে ১১৯ মাফিয়া

[প্রথম পৃষ্ঠার পর] চিহ্নিত করতে পেরেছে। তাদের তদন্তে উঠে এসেছে, এরা লিবিয়া হয়ে ইউরোপে মানব পাচারে জড়িত। অন্তত ১৮টি চক্রের সঙ্গে তারা যুক্ত। তাদের মধ্যে মাদারীপুর ও কিশোরগঞ্জেরই ৪৪ জন।

তদন্তসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের তথ্যানুযায়ী, এই ১১৯ জনের সবাই গ্রেপ্তার হননি। অনেকে বিদেশে পলাতক। আবার লিবিয়া ও ইউরোপে সক্রিয় থাকার প্রমাণ থাকলেও পূর্ণাঙ্গ নাম-ঠিকানা না পাওয়ায় অন্তত ৪৮ জনকে মামলার চার্জশিট থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। নাম-ঠিকানা পাওয়া গেলে তাদের বিরুদ্ধে সম্পূরক চার্জশিট দেওয়ার সুযোগ রয়েছে।

সিআইডির অনুসন্ধানে মাদারীপুর ও কিশোরগঞ্জ ছাড়াও ঢাকা, সিলেট, সুনামগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, শরীয়তপুর, নোয়াখালী, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, নড়াইল ও বরগুনায় মানব পাচার চক্রের সদস্যদের সন্ধান পাওয়া গেছে।

তদন্তে পাওয়া নামের তালিকায় শুধু স্থানীয় দালাল নন, লিবিয়ায় অবস্থানরত ব্যক্তিদের নামও রয়েছে। মাদারীপুরের আমির শেখ, কিশোরগঞ্জের সজিব ও জাফরসহ কয়েকজনের লিবিয়ায় অবস্থানের কথা তদন্তে উঠে এসেছে। গোপালগঞ্জের বশির শিকদার ও সেন্টু শিকদার, নীলফামারীর আবদুল্লাহ ওরফে আসাদুজ্জামান, ফরিদপুরের মুন্না মালসহ আরও কয়েকজনের বিদেশে অবস্থানের তথ্য এসেছে। সিআইডির তদন্তসংশ্লিষ্টরা বলছেন, দেশের বিভিন্ন জেলার ছোট ছোট গ্রুপ লিবিয়াভিত্তিক চক্রের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করে। বাংলাদেশে থাকা সদস্যরা যাত্রী সংগ্রহ, টাকা আদায় ও বিদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। আর লিবিয়ায় থাকা সদস্যরা তাদের গ্রহণ করে পরবর্তী গন্তব্যে পাঠানো, আটকে রাখা কিংবা মুক্তিপণ আদায়ের সঙ্গে যুক্ত থাকেন।

লিবিয়ায় বাংলাদেশি মানব পাচার চক্রের ভয়াবহতা সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে ২০২০ সালের ২৮ মে। মিজদাহ শহরে জিম্মি করে রাখা ২৬ বাংলাদেশিকে গুলি করে হত্যা করে পাচারকারীরা। ওই ঘটনায় ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন থানায় মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইনে ২৫টি মামলা হয়। এসব মামলার তদন্তে বেরিয়ে আসে দেশজুড়ে ছড়িয়ে থাকা পাচারকারীদের নেটওয়ার্ক। সিআইডি এসব মামলায় চার্জশিটও দিয়েছে। একটি মামলায় ২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে ৪১ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দেওয়া হয়। সেখানে তানজিদ/তানজিমুল/তানজিরুল, জবর আলী, জাফর মিয়া, স্বপন, মিন্টু মিয়া, শাহীন বাবু, আমির হোসেন, নজরুল মোল্লা, কামালউদ্দিন, কামাল হোসেন, জুলহাস সর্দার, দীনা বেগম, শাহাদাত হোসেন, নাজমুল হাসান, হেলাল মিয়াসহ আরও অনেকের নাম রয়েছে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, মিজদাহ হত্যাকাণ্ডের শিকার কিশোরগঞ্জের যুবক আকাশও একই নেটওয়ার্কের ফাঁদে পড়েন। তার ভাই নাজির হোসেন তদন্ত কর্মকর্তাদের জানান, ঢাকার মানব পাচারকারী হাজী কামালের মাধ্যমে ৩ লাখ ৭০ হাজার টাকা দিয়ে আকাশ লিবিয়ায় যান। পরে ান। এক পর্যায়ে আকাশকে আটকে রেখে ১২ শক ও রড দিয়ে মারধরের কথাও পরিবারকে শকে হত্যা করা হয়।

রীদের একটি অংশ বাংলাদেশে বসে কাজ য়। সেখানে থাকা ব্যক্তিরাই অনেক ক্ষেত্রে বং তাদের পরবর্তী গন্তব্যে পাঠানোর নামে াইডি একটি চক্রের প্রধান হিসেবে চিহ্নিত াগে লিবিয়ায় যান। গত ১৩ এপ্রিল তার সঙ্গে য়ছে। এ চক্রের সদস্যরা দেশের ১১ জেলায় ৩৭৬ কোটি টাকার বেশি লেনদেনের তথ্যও । উপজেলার সাতবাড়িয়া বাজার। বাজারের ই দোতলা একটি আলিশান বাড়ি আলাউদ্দিন লিবিয়ায় নিয়ে জিম্মি করতেন। তাদের ওপর লাখ লাখ টাকা মুক্তিপণ আদায় করতেন। ছেন। তাদের আরেকজন আউয়াল ফরাজী। দন দোতলা বাড়ি করেছেন। তার দুই ভাই

ভাঙতে হবে দালালচক্র

[প্রথম পৃষ্ঠার পর] মুক্তিপণ আদায়ের ঘটনা বিচ্ছিন্ন অপরাধ নয়। এর পেছনে রয়েছে সংঘবদ্ধ আন্তর্জাতিক মানব পাচারব্যবস্থা। এ চক্রের কার্যক্রম বন্ধ করতে মাঠপর্যায়ের দালালদের গ্রেপ্তারের পাশাপাশি তাদের আর্থিক লেনদেন ও দেশিবিদেশি সহযোগীদের শনাক্ত করে তদন্তের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক এবং অপরাধ বিশেষজ্ঞ ড. তৌহিদুল হক। তিনি বলেছেন, ভুক্তভোগীদের বর্ণনায় বাংলাদেশের দালাল, বিদেশে অবস্থানরত সহযোগী এবং নির্যাতন ও মুক্তিপণ আদায়ের সঙ্গে যুক্ত গোষ্ঠীর মধ্যে সমন্বয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তিনি মনে করেন, এ ধরনের অপরাধ দমনে শুধু মাঠপর্যায়ের দালালদের গ্রেপ্তার যথেষ্ট নয়। পুরো নেটওয়ার্কের কার্যক্রম, অর্থের উৎস এবং অপরাধের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করা জরুরি। বিদেশে ভালো চাকরি, উন্নত জীবন ও পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতার আশায় অনেক বাংলাদেশি বিদেশযাত্রার জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় করেন। এই আকাঙ্ক্ষাকে পুঁজি করে পাচারকারীরা বৈধ ভিসা ও নিরাপদ অভিবাসনের আশ্বাস দেন। পরে অনেককে বিভিন্ন দেশ ঘুরিয়ে অবৈধ পথে লিবিয়ায় নেওয়া হয়। সেখানে তাদের বন্দি করে নির্যাতন চালানো হয় এবং পরিবারের কাছ থেকে বারবার মুক্তিপণ দাবি করা হয়। এতে ভুক্তভোগীদের শারীরিক নির্যাতনের পাশাপাশি পরিবারগুলো ঋণ ও আর্থিক সংকটে পড়ে। অনেকের জীবনে তৈরি হয় দীর্ঘমেয়াদি মানসিক বিপর্যয়। ড. তৌহিদুল হক বলেন, এ ধরনের অপরাধ প্রতিরোধে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের ব্যাংক হিসাব, অর্থ স্থানান্তরের ধরন, সম্পদের উৎস এবং আদায় করা অর্থের গন্তব্য অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। একই সঙ্গে বিদেশে অবস্থানরত সহযোগী ও পাচারের রুট শনাক্ত করতে হবে। বাংলাদেশ, লিবিয়া, মিসরসহ সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও দূতাবাসের মধ্যে তথ্য বিনিময়ও জরুরি। পাশাপাশি বিদেশগামীদের ভিসা, চাকরির চুক্তি ও নিয়োগদাতার পরিচয় যাচাইয়ের সুযোগ বাড়াতে হবে। পাচারের শিকার ব্যক্তিদের অপরাধী হিসেবে বিবেচনা না করে তাদের নিরাপত্তা, চিকিৎসা, মানসিক সহায়তা ও আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

সমকাল শুক্রবার। ১৬ অক্টোবর ২০২৬

মালয়েশিয়ায় কর্মী নিয়োগের ঘোষণা বাংলাদেশের

■ সমকাল প্রতিবেদক

মালয়েশিয়ায় কর্মী হিসেবে যেতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরুর ঘোষণা দিয়েছে প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। গতকাল বৃহস্পতিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানিয়েছে মন্ত্রণালয়।

আগ্রহীরা কীভাবে তালিকাভুক্ত ও অনুমোদিত রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবেন এবং অনুমোদিত মেডিকেল সেন্টার থেকে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাবেন, বিজ্ঞপ্তিতে তাও বলা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ২০২২ সালের ১৮ ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী, রিক্রুটিং এজেন্সি বাছাই ও তালিকাভুক্ত করার দায়িত্ব মালয়েশিয়ার মানবসম্পদ মন্ত্রণালয়ের। কর্মী পাঠানোর ক্ষেত্রে যোগ্যতার মানদণ্ড শুধু বাংলাদেশের জন্য নয়, মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠানো সব দেশের জন্যই প্রযোজ্য।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে মালয়েশিয়ার নির্ধারিত শর্ত অনুযায়ী রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর যোগ্যতা যাচাই শুরু হয়। আলোচনার এক পর্যায়ে মালয়েশিয়ার কর্তৃপক্ষ কিছু শর্ত শিথিল করে। এর পর ৪২৩টি রিক্রুটিং এজেন্সির তালিকা মালয়েশিয়ার কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়।

বর্তমান সরকার কী করেছে

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রী শ্রমবাজারগুলো চালু ও সম্প্রসারণকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর প্রথম বিদেশ সফর ছিল মালয়েশিয়ায়। সরকারের অগ্রাধিকার ছিল, সর্বোচ্চসংখ্যক বৈধ ও যোগ্য রিক্রুটিং এজেন্সি যেন কর্মী পাঠানোর কাজ করার সুযোগ পায় এবং কর্মীদের স্বার্থ ও অভিবাসন ব্যয় সুরক্ষিত থাকে।

মালয়েশিয়ার কর্তৃপক্ষ সরকারি রিক্রুটিং এজেন্সি বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল) ও ২৫টি বেসরকারি এজেন্সিকে তালিকাভুক্ত করেছে। এই ২৬টির সঙ্গে আরও ৩১২টি রিক্রুটিং এজেন্সিকে কাজ করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, ৩৩৮টি তালিকাভুক্ত এজেন্সি নিজেদের উদ্যোগে নিয়োগকর্তা খুঁজে বের করতে এবং নিজেদের চাহিদাপত্র সংগ্রহ করতে পারবে। বাংলাদেশে কর্মী নির্বাচন করে নিয়ম অনুযায়ী নিয়োগ কার্যক্রমও পরিচালনা করতে পারবে।

মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, বাংলাদেশের বিশেষ অনুরোধে মালয়েশিয়া ১০ হাজার কর্মীকে বিনা খরচে নিয়োগের বিষয়ে নীতিগতভাবে একমত হয়েছে।

কর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়া

মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, প্রথম ধাপে অনুমোদিত, বৈধ ও যোগ্য রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার থেকে নিজেদের উদ্যোগে চাহিদাপত্র সংগ্রহ করবে। দ্বিতীয় ধাপে চাহিদাপত্র সংগ্রহকারী এজেন্সি বাংলাদেশের আইন ও বিধি অনুসরণ করে কর্মী নির্বাচন এবং নিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে।

তৃতীয় ধাপে মালয়েশিয়ার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে প্রশাসনিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। এর মধ্যে কলিং ভিসা, ই-ভিসা বা অন্যান্য নির্ধারিত সরকারি প্রক্রিয়া রয়েছে। এসব ক্ষেত্রে বোয়েসেলসহ তালিকাভুক্ত অপর ২৫টি প্রসেসিং এজেন্সি প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবে।

চতুর্থ ধাপে তালিকাভুক্ত যে কোনো এজেন্সি জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) থেকে ছাড়পত্র নিতে পারবে। অর্থাৎ, যে এজেন্সির নামে চাহিদাপত্র আসবে, সেই এজেন্সিই ছাড়পত্র নিতে পারবে। বিএমইটির ছাড়পত্র নেওয়ার জন্য অনুমোদিত এজেন্সিকে অনাপত্তিপত্র দিতে পারবে বোয়েসেলসহ আরও ২৫টি এজেন্সি।

পরবর্তী পদক্ষেপ কী

প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, মালয়েশিয়া যেতে ইচ্ছুক কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য অনুমোদিত মেডিকেল সেন্টার চূড়ান্ত করার প্রক্রিয়া চলছে। এমওইউ অনুযায়ী, মেডিকেল সেন্টার চূড়ান্ত করার দায়িত্ব বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়া– উভয় দেশের। বাংলাদেশ সরকার বিদ্যমান মেডিকেল সেন্টারগুলো পরিবর্তনের অনুরোধ জানিয়েছিল।

মালয়েশিয়ার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, মানবসম্পদ মন্ত্রণালয় ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যৌথ প্রতিনিধি দল বাংলাদেশে এসে প্রতিটি মেডিকেল সেন্টার পরিদর্শন করবে। এর পর চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হবে।

ইত্তেফাক শুক্রবার ৩১ আশ্বিন ১৪৩৩, ১৬ অক্টোবর ২০২৬

বিনা খরচে ১০ হাজার কর্মী নেবে মালয়েশিয়া

দীর্ঘ টানাপড়েন শেষে বাংলাদেশিদের জন্য ফের উন্মুক্ত হলো দেশটির শ্রমবাজার, তবে বহাল বিতর্কিত এজেন্সি সিন্ডিকেট

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

দীর্ঘ আলোচনা, টানাপড়েন ও কূটনৈতিক প্রচেষ্টার পর অবশেষে বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারের দরজা পুনরায় উন্মুক্ত হলো। দ্বিপক্ষীয় আলোচনার ভিত্তিতে স্বচ্ছ ও নৈতিক নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কর্মীরা যাতে সহজে কোনো নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই মালয়েশিয়ায় যাওয়ার সুযোগ পান, সে বিষয়টি নিশ্চিতের মধ্য দিয়েই এই শ্রমবাজার উন্মুক্ত করা হয়েছে। মালয়েশিয়া ও বাংলাদেশের যৌথ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, প্রথম ধাপে সরকারি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেডের (বোয়েসেল) মাধ্যমে বিমানভাড়াসহ সম্পূর্ণ বিনা খরচে (নিয়োগকর্তা সমস্ত খরচ বহন করবে) ১০ হাজার কর্মী পাঠানো হবে। এছাড়া বাংলাদেশের ৩৩৮টি রিক্রুটিং এজেন্সিকে তালিকাভুক্তির মাধ্যমে কর্মী নিতে সম্মত হয়েছে মালয়েশিয়া কর্তৃপক্ষ। গতকাল বৃহস্পতিবার প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার উন্মুক্তের খবর নিশ্চিত করা হয়। তবে শ্রমবাজার উন্মুক্ত হলেও পুরোনো বিতর্কিত সেই এজেন্সি সিন্ডিকেটের বিষয়ে কোনো সুরাহা হয়নি। অর্থাৎ সেই পুরোনো সিন্ডিকেটের মাধ্যমেই নতুন করে কর্মী যাবে মালয়েশিয়ায়।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, স্বচ্ছ ও সুশৃঙ্খল নিয়োগব্যবস্থা নিশ্চিত করতে মালয়েশিয়ার কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের ৩৩৮টি রিক্রুটিং এজেন্সিকে তালিকাভুক্ত করতে সম্মত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে সরকারি রিক্রুটিং এজেন্সি বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল), ২৫টি প্রসেসিং এজেন্সি এবং ৩১২টি রিক্রুটিং এজেন্সি।

মন্ত্রণালয় জানায়, আগ্রহী কর্মীরা তালিকাভুক্ত ও অনুমোদিত রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে নিয়োগপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারবেন। পাশাপাশি অনুমোদিত মেডিক্যাল সেন্টার থেকে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে হবে। এক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট মেডিক্যাল সেন্টারকে এককভাবে স্বাস্থ্য পরীক্ষা পরিচালনার সুযোগ দেওয়া হবে না। কর্মীরা যাতে সহজে, স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় এবং একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই মালয়েশিয়ায় যাওয়ার সুযোগ পান, সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে চায় সরকার।

প্রসঙ্গত, বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য ২০২৪ সাল থেকে মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার বন্ধ রয়েছে। ড. মো. ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার বাজারটি পুনরায় চালুর উদ্যোগ নিলেও তাতে অগ্রগতি আসেনি। নির্বাচিত সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর গত ২৮ আগস্ট প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছিল, বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ অনুরোধে ১০ হাজার বাংলাদেশি কর্মীকে সম্পূর্ণ বিনা খরচে নেওয়ার বিষয়ে নীতিগতভাবে সম্মত হয়েছে মালয়েশিয়া কর্তৃপক্ষ। গত ৩০ আগস্ট স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম সাংবাদিকদের বলেন, প্রায় দুই লাখ শ্রমিক নেবে তারা। এর মধ্যে ১০ হাজার শ্রমিক তারা ফ্রিতে নেবে। বাংলাদেশ থেকে যে জনশক্তি রপ্তানি হবে, সেটি সেপ্টেম্বরের শেষ থেকে পর্যায়ক্রমে শুরু হবে এবং আগামী ছয় মাসের মধ্যে এ প্রক্রিয়া শেষ হবে। তবে মীর শাহে আলমের এ দাবির সঙ্গে তখন দ্বিমত পোষণ করে মালয়েশিয়া সরকারের মুখপাত্র ও যোগাযোগমন্ত্রী ফাহমি ফাদজিল জানিয়েছিলেন, দেশটিতে বিদেশি শ্রমিক নিয়োগের সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট শিল্প ও খাতের প্রকৃত জনবল চাহিদার ভিত্তিতে নেওয়া হবে। এছাড়া ছয় মাসে ২ লাখ কর্মী নেওয়ার বিষয়টিও তিনি প্রত্যাখ্যান করেন।

এছাড়া বাংলাদেশের এজেন্সি নির্বাচন নিয়েও টানাপড়েন তৈরি হয়। বাংলাদেশি এজেন্সি নির্বাচনের ক্ষেত্রে আবারও পুরোনো 'সিন্ডিকেট' প্রথা সামনে আসে। নিয়োগকারী ৩৩৮টি রিক্রুটিং এজেন্সির তালিকা প্রকাশকে কেন্দ্র করে তৈরি হয় তীব্র বিতর্ক। অবশেষে দীর্ঘ আলোচনার পরও সেই সিন্ডিকেট চক্র রেখেই কর্মী পাঠানোর ঘোষণা এলো। ব্যবসায়ীদের দাবি, পুরোনো সিন্ডিকেটই নতুন মোড়কে বৈধতা পেল। তবে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বলছে, বিদ্যমান সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী রিক্রুটিং এজেন্সি নির্বাচনে বাংলাদেশের সরকারের হাত নেই।

এদিকে শ্রমবাজার অনুসন্ধানে চার সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল মালয়েশিয়ায় সফরে গেছেন বলে জানা গেছে। মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী গত বুধবার তারা মালয়েশিয়ায় যান। চার সদস্যের এ দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মো. শহিদুল ইসলাম চৌধুরী। সফরকারী দলটি সংশ্লিষ্ট দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বেতন-ভাতা ও সুযোগ-সুবিধার বিষয়ে অবগত হবেন এবং তাদের সঙ্গে চুক্তির বিষয়ে অন্যান্য শর্তগুলো সম্পর্কেও ধারণা নেবেন।

THE FINANCIAL EXPRESS Monday • October 26, 2026

BD to send first batch of 12 workers to Mongolia Nov 1

TALHA BIN HABIB

Bangladesh is set to send its first batch of workers to Mongolia on November 1, as the government seeks to explore new overseas employment destinations beyond traditional labour markets.

The workers will be sent through Bangladesh Overseas Employment and Services Limited (BOESL), a state-owned entity under the Ministry of Expatriates' Welfare and Overseas Employment.

"Initially, we are going to send a total of 12 male workers to Mongolia on November 1 to work in different sectors. They will go to Mongolia at zero migration cost," Managing Director (MD) of BOESL Mohammad Rashedul Haque told the FE at his office on Sunday.

The workers will be employed in warehouses and as support staff at markets and shopping malls, he said.

"Each worker will receive a monthly salary of US $400, along with $4 a day for meals. The Mongolian company will provide accommodation for Bangladeshi workers free of cost," he said.

Mr Haque said initially the workers will serve a three-month probationary period, during which they would receive their monthly salaries and other benefits.

Their employment contracts will be for two years, with the possibility of renewal. The contracts may be extended if the workers demonstrate satisfactory performance, he said.

He added that another 18 workers were preparing to travel to Mongolia for employment soon. A private organisation in Mongolia is recruiting Bangladeshi manpower.

The BOESL MD said the Bangladesh embassy in Beijing played a key role in facilitating the recruitment of Bangladeshi workers.

Explaining the selection process, he said BOESL had published an advertisement in response to a manpower demand from the Mongolian company, attracting several hundred applicants from across Bangladesh.

Each worker will receive a monthly salary of US $400, along with $4 a day for meals. The Mongolian company will provide accommodation for Bangladeshi workers free of cost

"They were interviewed online by the Mongolian company officials in the presence of BOESL officials. After 12 persons were selected, the BOESL provided them with training," he maintained.

The workers are aged between 20 and 30, with educational qualifications ranging from the Secondary School Certificate (SSC) to a master's degree, Mr Haque said, adding that they are capable of speaking communicative English.

He said the recruiting company will bear the expenses of medical treatment of the Bangladeshi workers if any of them falls sick.

The economy of Mongolia has historically been based on herding and agriculture, but mining has become the dominant sector of the economy.

The country's (Mongolia) economy is expanding in different sectors, testifying the need to import overseas manpower (skilled and unskilled) for fulfilling the requirement of workforce in different sectors of the country.

Mongolia possesses major deposits of copper, coal, gold, molybdenum and other minerals, which account for much of the country's industrial output and exports.

Following the collapse of the Soviet Union in 1990-91 and the end of Soviet aid, Mongolia entered a severe recession during its transition from a planned economy to market economy.

Mongolia joined the World Trade Organisation (WTO) in 1997.

From the 2000s onward, rapid expansion of the mining sector drove strong economic growth.

Bangladesh and Mongolia have expanded bilateral cooperation to facilitate the export of skilled and semi-skilled Bangladeshi manpower.

The MD of BOESL said Mongolia actively seeks workforce collaboration from Bangladesh across several key industries.

Sector insiders said that if Bangladesh sets up its embassy in Ulaanbaatar, the capital of Mongolia, bilateral trade and mutual cooperation and sending more manpower from Bangladesh will be possible.

There are huge manpower demand in construction and infrastructure sectors like builders, engineers, road and highway workers, and railway development personnel, farm workers, agricultural specialists, and livestock support, ready-made Garments (RMG) and textiles in Mongolia.

There are also demands for doctors, nurses, and information technology (IT) or technical engineers in Mongolia.

More than 15 million Bangladeshi workers are currently employed in 176 countries worldwide.

The country has received a record USD 35.56 billion in remittances during the 2025-26 fiscal year, according to data from Bangladesh Bank.

The inflow marks a significant increase from the USD 30.33 billion received in the previous fiscal year, 2024-25.

The strong growth in remittance earnings highlights the continued contribution of Bangladeshi expatriates to the national economy.

talhabinhabib@yahoo.com

মালয়েশিয়ায় জনশক্তি রফতানি : সিন্ডিকেট মধ্যস্বত্বভোগী ও সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

বণিক বার্তা
রোববার, অক্টোবর ২৫, ২০২৬ ।



বাংলাদেশ থেকে মালয়েশিয়ায় জনশক্তি রফতানি একটি কৌতূহলোদ্দীপক উদাহরণ, যা দেখায় যে বাজারের সীমিত প্রবেশাধিকার, মধ্যস্বত্বভোগীদের একাধিক স্তর, সুশাসনের ঘাটতি, স্বচ্ছতার অভাব ও অন্যান্য সুবিধা আদায়ের প্রবণতা একসঙ্গে কাজ করার মাধ্যমে কীভাবে একটি নিয়োগ-সংক্রান্ত সিন্ডিকেট গড়ে উঠতে পারে। সমস্যাটি কেবল অভিবাসন ব্যয়ের আধিক্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না; এটি প্রতিযোগিতা, শ্রমিকদের সুরক্ষা, নিয়োগ প্রক্রিয়ার দক্ষতা এবং বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা ও শ্রমবাজার-সংশ্লিষ্ট স্বার্থকেও প্রভাবিত করে।

এ সিন্ডিকেট গড়ে ওঠার পেছনের কারণগুলো বুঝতে হলে আমাদের কয়েক বছর পেছনে ফিরে তাকাতে হবে। কর্মী নিয়োগ চার বছর বন্ধ থাকার পর, ২০২১ সালের ডিসেম্বরে বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়া কর্মী নিয়োগ-সংক্রান্ত একটি নতুন সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষর করে। এ ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল নিয়োগের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা এবং অনিয়ম রোধ করা। তবে মালয়েশিয়া শুরু থেকেই বাংলাদেশী নিয়োগকারী সংস্থাগুলোর অংশগ্রহণ সীমিত রাখার চেষ্টা করেছিল। বাংলাদেশে দেড় হাজারের বেশি লাইসেন্সপ্রাপ্ত সংস্থা থাকলেও শেষ পর্যন্ত নিয়োগ প্রক্রিয়াটি একটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর—প্রথমে ২৫টি এবং পরে ১০১টি সংস্থার—হাতে ন্যস্ত করা হয়। এটিই সিন্ডিকেট গড়ে ওঠার মূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে : সরকার-থেকে-সরকার (জিটুজি) চুক্তির ফলে অনুমোদিত নিয়োগকারী সংস্থাগুলোর একটি সীমিত গোষ্ঠীর হাতে নিয়োগ আদেশ ও ভিসা প্রক্রিয়াকরণের নিয়ন্ত্রণ চলে যায়। ফলে অন্য লাইসেন্সপ্রাপ্ত সংস্থাগুলোর সুযোগ সংকুচিত হয়ে পড়ে এবং এ সুযোগ পাওয়ার জন্য সিন্ডিকেট সদস্যদের অর্থ প্রদানের পথ সৃষ্টি হয়। এর পরিণামে কর্মীদের নিয়োগের ব্যয় বৃদ্ধি পায়, যার ফলে তারা আরো বেশি ঋণগ্রস্ত ও ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বাংলাদেশী ও মালয়েশীয় এজেন্টদের একটি সিন্ডিকেটের মাধ্যমে শোষণের ঘটনার জেরে ২০১৬-১৮ সালের বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া নিয়োগ ব্যবস্থাটি বাতিল করা হয়েছিল। এখন বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়, ২০২১ সালের সমঝোতা স্মারকের পরও সরকারিভাবে নির্ধারিত খরচের সর্বোচ্চ সীমা অনেক কম হওয়া সত্ত্বেও কর্মীদের প্রায় ৫-৬ হাজার ডলার পর্যন্ত অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে মালয়েশিয়ায় কর্মসংস্থানের জন্য। এর কারণ হলো সিন্ডিকেট গঠনের ফলে বেশকিছু জটিলতা সৃষ্টি হয়েছিল।

প্রথমত, অভিবাসন ব্যয়ের ব্যাপক বৃদ্ধি, যা সম্ভবত সবচেয়ে দৃশ্যমান ফলাফল। ২০২১ সালের সমঝোতা অনুযায়ী অভিবাসনের জন্য নির্ধারিত সরকারি ব্যয় ছিল প্রায় ৭৯ হাজার টাকা, কিন্তু বাস্তবে কর্মীদের গড়ে প্রায় ৫ হাজার ডলার (বা প্রায় সাড়ে ৫ লাখ টাকা) ব্যয় করতে হতো। ফলে সরকার নির্ধারিত ব্যয় ও প্রকৃত ব্যয়ের মধ্যে বিশাল ব্যবধান সৃষ্টি হয়। এর বেশকিছু নেতিবাচক প্রভাব পড়েছিল : অভিবাসন ব্যয়ের সংস্থান করতে কর্মীদের বিপুল পরিমাণ ঋণ নিতে হতো, পরিবারগুলোকে সম্পদ বন্ধক রাখতে বা বিক্রি করতে হতো, ঋণের কারণে অভিবাসীরা নিয়োগকর্তার ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল হয়ে পড়তেন, শোষণমূলক কর্মপরিবেশ থেকে বেরিয়ে আসার সক্ষমতা কমে যেত এবং অভিবাসন থেকে পরিবারের প্রাপ্ত অর্থনৈতিক সুফল উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেত। এ বিষয়ক গবেষণায় অতিরিক্ত নিয়োগ ফির সঙ্গে ঋণের বোঝা এবং শোষণ ও জোরপূর্বক শ্রমের শিকার হওয়ার উচ্চ ঝুঁকির সরাসরি সম্পর্ক চিহ্নিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, এতে কৃত্রিম ঘাটতি সৃষ্টি হয়। একটি সিন্ডিকেট গঠনের জন্য সব নিয়োগকারী সংস্থাকে আনুষ্ঠানিকভাবে আঁতাত করতে হয় না। নিয়োগ আদেশ পাওয়ার ওপর নিয়ন্ত্রণই একটি সিন্ডিকেটের মতো কাঠামো সৃষ্টি করতে পারে। যখন শুধু সীমিতসংখ্যক সংস্থা মালয়েশীয় নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারে, তখন বাজারে প্রবেশাধিকার দুর্লভ হয়ে পড়ে। সিন্ডিকেট গোষ্ঠীর বাইরের সংস্থাগুলো সিন্ডিকেট সদস্যদের মাধ্যমে প্রবেশাধিকার কিনতে হতে পারে; অতিরিক্ত 'সিন্ডিকেট ফি' দিতে হতে পারে; মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে কাজ করতে হতে পারে এবং তাদের নিয়োগ থেকে প্রাপ্ত মুনাফার একটি অংশ ছেড়েও দিতে হতে পারে। এমন খবরও পাওয়া যায় যে সদস্য নয় এমন সংস্থাগুলোকে কর্মী নিয়োগের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য সিন্ডিকেট-সম্পর্কিত চার্জ দিতে হয়েছে।

তৃতীয়ত, মধ্যস্থতাকারীদের একাধিক স্তর তৈরি হয়। উদাহরণস্বরূপ, নিয়োগ শৃঙ্খলটি এভাবেই কাজ করত : মালয়েশীয় নিয়োগকর্তা থেকে মালয়েশীয় নিয়োগকারী মধ্যস্থতাকারী; সেখান থেকে বাংলাদেশী নিয়োগকারী সংস্থা, তারপর সাব-এজেন্ট, স্থানীয় দালাল ও সবশেষে সম্ভাব্য অভিবাসী। প্রতিটি ধাপে একটি ফি যোগ হয়। এটি চিরায়ত 'প্রিন্সিপাল-এজেন্ট' সমস্যার সৃষ্টি করে। সম্ভাব্য কর্মী নির্ধারণ করতে পারেন না : নিয়োগটি আসলে কে নিয়ন্ত্রণ করছেন; নিয়োগকর্তা কী পরিমাণ অর্থ প্রদান করছে; আইনসম্মত নিয়োগ ফি কত; কোন অংশ কোন মধ্যস্থতাকারীর কাছে যাচ্ছে এবং প্রতিশ্রুত চাকরিটি আদৌ বিদ্যমান কিনা। ফলে তথ্যগত অসামঞ্জস্য মুনাফা আদায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হয়ে ওঠে।

চতুর্থত, ভিসা ও নিয়োগ আদেশ-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। ভিসা ও নিয়োগ আদেশের ওপর নিয়ন্ত্রণ মধ্যস্থতাকারীদের যথেষ্ট দরকষাকষির ক্ষমতা দেয়। যেখানে নিয়োগকারী সংস্থাগুলো স্বাধীনভাবে নিয়োগ আদেশ পেতে বা কর্মী প্রক্রিয়াকরণ করতে পারে না, সেখানে এ সুযোগের অধিকারী সংস্থা অতিরিক্ত মূল্য ধার্য করতে পারে। এটি একটি প্রতিযোগিতামূলক নিয়োগ বাজারকে মুনাফালোভী বাজারে রূপান্তরিত করে। বিষয়টি এতটাই গুরুতর ছিল যে অতিরিক্ত নিয়োগ ব্যয় এবং কর্মীদের নিয়োগ ছাড়া আগমনের মতো উদ্বেগের কারণে মালয়েশিয়া ২০২৪ সালের জুনে বাংলাদেশী কর্মী নিয়োগ স্থগিত করে।

পঞ্চমত, কর্মসংস্থান ছাড়া কর্মীদের আগমনের বিষয়। এর সবচেয়ে ক্ষতিকর পরিণতিগুলোর মধ্যে একটি হলো অভিবাসনের জন্য প্রদত্ত অর্থ এবং প্রকৃত কর্মসংস্থানের মধ্যে ব্যবধান। একজন কর্মী একটি নির্দিষ্ট চাকরির প্রত্যাশায় বড় অংকের অর্থ প্রদান করতে পারেন, কিন্তু পরবর্তী সময়ে তিনি দেখতে পান কোনো তাৎক্ষণিক কর্মসংস্থান নেই; ভিন্ন নিয়োগকর্তা; ভিন্ন পেশা; প্রতিশ্রুত মজুরির চেয়ে কম মজুরি এবং দীর্ঘ সময় ধরে কোনো আয় নেই।

ষষ্ঠত, অনানুষ্ঠানিক আর্থিক লেনদেন এবং সম্ভাব্য অর্থ পাচারের সুযোগ সৃষ্টি। কর্মী নিয়োগের আনুষ্ঠানিক ও প্রকৃত ব্যয়ের মধ্যে বিশাল পার্থক্য থাকায় আনুষ্ঠানিক ব্যাংকিং চ্যানেলের বাইরে লেনদেনের প্রবণতা প্রবল হয়ে ওঠে। সিন্ডিকেটের মাধ্যমে অর্থ আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে হুন্ডি ও অন্যান্য অনানুষ্ঠানিক মাধ্যম ব্যবহারের অভিযোগও কিন্তু রয়েছে। তবে সুনির্দিষ্ট কিছু ঘটনায় আইনিভাবে প্রমাণিত তথ্যের সঙ্গে এসব অভিযোগকে আলাদা করে দেখা প্রয়োজন। তা সত্ত্বেও এর ব্যাপকতর অর্থনৈতিক প্রভাবটি স্পষ্ট : অনানুষ্ঠানিক লেনদেন স্বচ্ছতা কমিয়ে দেয় এবং নিয়োগ-সংক্রান্ত আয়ের প্রকৃত বণ্টন প্রক্রিয়াটি যাচাই করা নিয়ন্ত্রক সংস্থার জন্য কঠিন করে তোলে।

এ প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো কেন একটি সিন্ডিকেট গড়ে ওঠে? বাস্তবে বেশকিছু প্রাতিষ্ঠানিক পরিস্থিতি সিন্ডিকেট গঠনের পথ সুগম করে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাঠামোগত কারণটি হলো কর্মী নিয়োগের কার্যাদেশ বা 'রিক্রুটমেন্ট অর্ডার' পাওয়ার ক্ষেত্রে একচেটিয়া বা সীমিত সুযোগ। যদি দেড় হাজার এজেন্সি নিয়োগের ব্যবসায় প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকে, তবে সেই প্রতিযোগিতা সাধারণত মুনাফার হারকে সীমিত রাখে। কিন্তু যদি এ সুযোগ মাত্র ২৫ বা ১০১টি এজেন্সির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তবে সেই সদস্যপদ পাওয়ার অর্থনৈতিক মূল্য বা গুরুত্ব অনেক বেড়ে যায়। এছাড়া এতে আন্তঃসীমান্ত মধ্যস্থতার বিষয়টিও জড়িত। কর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দুটি ভিন্ন এখতিয়ারভুক্ত অঞ্চলের—বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়া—সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো জড়িত থাকে। ফলে তদারকি বা নজরদারি কঠিন হয়ে পড়ে; কারণ বাংলাদেশ তার দেশের এজেন্সিগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে, আর মালয়েশিয়া নিয়ন্ত্রণ করে নিয়োগকর্তা ও মালয়েশীয় মধ্যস্থতাকারীদের। ফলে অর্থ এক দেশ থেকে অন্য দেশে স্থানান্তর হলেও কর্মীরা বুঝতে পারেন না যে কোন কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ বা সহায়তা চাইতে হবে। সৃষ্ট এ নিয়ন্ত্রণমূলক শূন্যতার সুযোগ নেয় মধ্যস্থতাকারীরা। পাশাপাশি তথ্যের অসামঞ্জস্যও একটি বড় বিষয়। মালয়েশিয়ার মজুরির হার, নিয়োগকর্তার পরিচয়, নিয়োগের ব্যয়, ভিসার শর্তাবলি, কাজের প্রাপ্যতা এবং চুক্তির শর্তাবলি সম্পর্কে নিয়োগকারীদের তুলনায় কর্মীদের কাছে সাধারণত অনেক কম তথ্য থাকে। এ পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে দালাল বা মধ্যস্থতাকারীরা অন্যায্য বাড়তি মুনাফা হাতিয়ে নেয়।

তাছাড়া রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সংযোগের বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন তদন্ত ও গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে নিয়োগ প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত কোনো কোনো পক্ষের সঙ্গে রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের যোগসাজশের অভিযোগ অনেক সময় উঠেছে। তবে এগুলো কেবলই অভিযোগ ও তদন্তলব্ধ তথ্য; এর ভিত্তিতে প্রতিটি এজেন্সি বা ব্যক্তি এসবের সঙ্গে জড়িত তা গণ্য করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ, ব্লুমবার্গের একটি প্রতিবেদনে এজেন্সি নির্বাচন এবং নিয়োগ-সংক্রান্ত ফি আদায়ের পদ্ধতি নিয়ে বিভিন্ন অভিযোগের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া ফির সর্বোচ্চ সীমা বা 'ফি সিলিং' কার্যকর করার ক্ষেত্রেও দুর্বলতা রয়েছে। শ্রমিকদের প্রকৃত কত অর্থ পরিশোধ করতে হচ্ছে তা তদারক করার কার্যকর ব্যবস্থা না থাকলে ফির সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণের বিষয়টি অর্থহীন হয়ে পড়ে। নির্ধারিত খরচ (প্রায় ৭৯ হাজার টাকা) এবং প্রকৃতপক্ষে পরিশোধিত অর্থের (প্রায় ৫-৬ লাখ টাকা) মধ্যকার বিশাল ব্যবধানই এ তদারকি বা বাস্তবায়নজনিত সমস্যাটিকে স্পষ্ট করে তোলে।

উল্লিখিত সিন্ডিকেটের কারণে বাংলাদেশের ওপর যে অর্থনৈতিক প্রভাব পড়ে, তা কেবল অভিবাসী কর্মীদের ব্যক্তিগত গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ নয়। অভিবাসন প্রক্রিয়ার উচ্চ ব্যয়ের ফলে অভিবাসী পরিবারগুলোর জন্য বিদেশে কর্মসংস্থানের প্রকৃত অর্থনৈতিক সুফল বেশ অনেকটাই কমে যায়; কারণ নিয়োগ-সংক্রান্ত ঋণ, ঋণের সুদ এবং অভিবাসনসংশ্লিষ্ট অন্যান্য খরচের কারণে অভিবাসীর মোট উপার্জনের তুলনায় পরিবারের হাতে আসা নিট অর্থের পরিমাণ অনেক কম হয়। নিয়োগের ব্যয় যদি সরকার নির্ধারিত হারের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি হয়, তবে সেই ব্যয় পুষিয়ে উঠতে অনেক বেশি সময় লেগে যায়। বাংলাদেশের শ্রম-রফতানি খাতের ক্ষেত্রে সিন্ডিকেট ব্যবস্থা নিয়োগকারী সংস্থাগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা হ্রাস করে; দক্ষতার পরিবর্তে বিশেষ সুযোগ বা প্রবেশাধিকারকে প্রাধান্য দেয়; নতুন প্রতিষ্ঠানের প্রবেশকে নিরুৎসাহিত করে; লেনদেন-সংক্রান্ত ব্যয় বাড়িয়ে দেয়; বাংলাদেশী নিয়োগকারী সংস্থাগুলোর সুনাম ক্ষুণ্ন করে এবং মালয়েশীয় নিয়োগকর্তাদের মধ্যস্বত্বভোগীর ওপর আরো বেশি নির্ভরশীল করে তোলে। এছাড়া শুরুতে উচ্চ ব্যয়ের কারণে একজন অভিবাসী কর্মীর পক্ষে নিজের পরিবারের জন্য প্রকৃত রেমিট্যান্স বা অর্থ পাঠানো শুরু করতেও দীর্ঘ সময় লেগে যায়। অনেক কর্মী তাদের প্রাথমিক উপার্জনের একটি বড় অংশই অভিবাসন-সংক্রান্ত ঋণ পরিশোধে ব্যয় করতে বাধ্য হন। বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার সম্পর্কের ক্ষেত্রে, নিয়োগ-সংক্রান্ত একের পর এক কেলেঙ্কারির ফলে কর্মী নিয়োগ স্থগিত হওয়া, মালয়েশিয়ার পক্ষ থেকে কঠোর যাচাই-বাছাই, বাংলাদেশী নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের ওপর আস্থার সংকট এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ার মডেলে পরিবর্তনের জন্য চাপের মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়। অতীতের ঘটনাপ্রবাহই এ ঝুঁকির বিষয়টি প্রমাণ করেছে : মালয়েশিয়া অতীতেও এবং সর্বশেষ ২০২৪ সালের জুনে বাংলাদেশ থেকে কর্মী নিয়োগ স্থগিত করেছিল।

এ প্রেক্ষাপটে মূল সুশাসন-সংক্রান্ত সমস্যাটি উদ্ভূত হয়েছে একটি বিষয় থেকে আর তা হলো অভিবাসনের যে সুযোগটি মূলত সবার জন্য উন্মুক্ত থাকার কথা ছিল, তা এখন মুষ্টিমেয় কিছু প্রতিষ্ঠানের (এজেন্সি) একচেটিয়া বা সীমিত অধিকারের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। মালয়েশিয়ায় কর্মসংস্থানের সুযোগ যখন অল্প কিছু এজেন্সির হাতে কুক্ষিগত হয়ে পড়ে, তখন সেই সুযোগটি এক ধরনের অনৈতিক 'অর্থনৈতিক সুবিধা' বা 'রেন্ট' উপার্জন করার উৎস হয়ে ওঠে। বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত এ এজেন্সিগুলো মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারে প্রবেশের সুযোগ দেয়ার বিনিময়ে অন্য এজেন্সি এবং শেষ পর্যন্ত বিদেশগামী কর্মীদের—কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করার সুযোগ হিসেবে বিবেচনা করে। সুতরাং সমস্যাটি কেবল 'দুর্নীতিপরায়ণ নিয়োগকারী এজেন্ট'-এর বিষয় নয়; বরং এটি মূলত বাজার কাঠামো ও সুশাসনের সমস্যা।

উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে একটি টেকসই ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর সমাধান প্রয়োজন : ১. এজেন্সিগুলোর অংশগ্রহণে উন্মুক্ততা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা, ২. প্রতিযোগিতামূলক প্রক্রিয়ায় নিয়োগ চাহিদা বা 'জব অর্ডার' বণ্টন, ৩. নিয়োগকর্তার পরিচয় ও অবস্থান সরাসরি যাচাই করা, ৪. প্রতিটি কর্মীর নিয়োগ-সংক্রান্ত খরচের ডিজিটাল ট্র্যাকিং বা নজরদারি, ৫. শনাক্তযোগ্য আর্থিক চ্যানেলের মাধ্যমে কর্মীদের পারিশ্রমিক প্রদান, ৬. যেখানে সম্ভব সেখানে নিয়োগকর্তা কর্তৃক নিয়োগ ব্যয় বহন, ৭. বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার যৌথ তদারকি ব্যবস্থা, ৮. অননুমোদিত ফি আদায়কারী এজেন্সিগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা, ৯. কর্মীদের অভিযোগ জানানোর সরাসরি ব্যবস্থা এবং ১০. ভিসা ও জব অর্ডার বণ্টনের ক্ষেত্রে স্বাধীন নিরীক্ষা বা অডিট। বিকল্প ব্যবস্থা যে সম্ভব তার প্রমাণও রয়েছে। বাংলাদেশের বোয়েসেলের তথ্য অনুযায়ী, একটি বিশেষ নিয়োগ প্রকল্পের আওতায় ২০২৩-২৪ সালে ৮৮৫ জন কর্মী কোনো প্রকার অভিবাসন ব্যয় ছাড়াই মালয়েশিয়ায় গিয়েছেন।

মালয়েশিয়ার অভিজ্ঞতা থেকে বাংলাদেশের জন্য শিক্ষা হচ্ছে এই যে শুধু লাইসেন্সপ্রাপ্ত নিয়োগকারী সংস্থার সংখ্যা বাড়ালেই সিন্ডিকেট নির্মূল হবে না। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে প্রতিটি সংস্থা প্রকৃত নিয়োগ আদেশে স্বচ্ছ ও বৈষম্যহীন প্রবেশাধিকার পাচ্ছে কিনা এবং সরকার প্রত্যেক অভিবাসীর প্রদত্ত প্রকৃত মূল্য পর্যবেক্ষণ করতে পারছে কিনা। সুতরাং একটি অধিকতর টেকসই মডেল হবে এজেন্টকেন্দ্রিক নিয়োগ ব্যবস্থা থেকে সরে এসে নিয়োগকর্তা চালিত, ডিজিটালভাবে স্বচ্ছ ও শ্রমিক সুরক্ষাভিত্তিক একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করা, যেখানে নিয়োগের ব্যয় প্রধানত নিয়োগকর্তারা বহন করবেন এবং বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া নিয়োগ করিডোরের স্বাধীন পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা থাকবে। বিশ্লেষণাত্মকভাবে মালয়েশিয়ার ঘটনাটিকে বাজার কেন্দ্রীকরণ, তথ্যগত অসামঞ্জস্য, নিয়ন্ত্রক আরবিট্রেজ, রেন্ট সিকিং ও আন্তঃসীমান্ত মধ্যস্থতার একটি সংমিশ্রণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এ পাঁচটি কারণ নিয়োগ সিন্ডিকেট গঠন এবং বাংলাদেশী শ্রমিকদের অস্বাভাবিক উচ্চ অভিবাসন ব্যয়—উভয়ই ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে।

মোস্তফা কে মুজেরী : নির্বাহী পরিচালক, ইনস্টিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইএনএম)

সমকাল
বৃহস্পতিবার | ২৯ অক্টোবর ২০২৬

মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠানো শুরু হতে পারে আগামী সপ্তাহে

■ সমকাল প্রতিবেদক

নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি কর্মী পাঠানো শুরু হতে পারে বলে জানিয়েছেন প্রবাসী কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী নুরুল হক। আর এজন্য আগামী শনিবার থেকে শুরু হবে কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা।

গতকাল বুধবার উইটনেস ফাউন্ডেশন আয়োজিত অনিয়মিত ঝুঁকিপূর্ণ অভিবাসন প্রতিরোধ এবং সাব-এজেন্টের জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ শীর্ষক অভিবাসন সংলাপে এ কথা বলেন প্রতিমন্ত্রী।

তিনি জানান, মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে। ৩১ অক্টোবরের মধ্যে অনুমোদিত মেডিকেল সেন্টারগুলোর তালিকা প্রকাশের আশা করা হচ্ছে। মেডিকেল কার্যক্রম শুরু হলে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে কর্মীদের মালয়েশিয়ায় যাওয়ার সুযোগ তৈরি হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এদিকে বুধবার প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে ভেরিফায়েড ফেসবুক পেইজ জানিয়েছে ৩১ অক্টোবর থেকে শুরু হবে স্বাস্থ্য পরীক্ষা।

২০২৪ সালের ৩১ মে থেকে বন্ধ রয়েছে মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার। ২০২২ সালের আগস্ট থেকে ২০২৪ সালের মে পর্যন্ত সোয়া ৫ লাখ বাংলাদেশি কর্মী মালয়েশিয়া যেতে বিএমইটির ছাড়পত্র নিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে ৪ লাখ ৭৬ হাজার ৭৯০ কর্মী যেতে পেরেছিলেন। সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেও সেবার ১৭ হাজার কর্মী যেতে পারেনি। সেবার কর্মী প্রতি ৭৯ হাজার টাকা ব্যয় নির্ধারণ করা হলেও গড়ে সাড়ে ৫ লাখ টাকা আদায় করা হয়। ব্যাপক অনিয়ম এবং দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে।

গত জুনে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের মালয়েশিয়ায় সফরে দেশটির শ্রমবাজার উন্মুক্ত করার আলোচনা হয়। গত ২১ আগস্ট বাংলাদেশের ২৫ এজেন্সিকে কর্মী পাঠানোর কাজ দিয়ে তালিকা প্রকাশ করে মালয়েশিয়া সরকার অনুমোদিত প্ল্যাটফর্ম এফডব্লিওসিএমএস। ২৮ আগস্ট সরকারি রিক্রুটিং এজেন্সি বোয়েসেলসহ আরও ৩১৩টি এজেন্সির তালিকা প্রকাশ করে।

২০১৬ সালে ১০ এজেন্সি এবং ২০২২ সালে ২৫ এজেন্সিকে কর্মী পাঠানোর কাজ দিয়েছিল মালয়েশিয়া। যারা পরবর্তী সময়ে সিন্ডিকেট নামে পরিচিতি পায়। এবারের ২৫ এজেন্সিকেও সিন্ডিকেট বলা হচ্ছে। যদিও মন্ত্রণালয় গত ১৫ অক্টোবর জানায়, ৩৩৮টি এজেন্সিই কর্মী পাঠাতে পারবে। এতে বলা হয়, প্রথম ধাপে অনুমোদিত বৈধ ও যোগ্য রিক্রুটিং এজেন্সি মালয়েশিয়ার নিয়োগকারীর কাছ থেকে নিজ উদ্যোগে চাহিদাপত্র সংগ্রহ করবে। যে এজেন্সি চাহিদাপত্র সংগ্রহ করবে, দ্বিতীয় ধাপে সেই এজেন্সি কর্মী নির্বাচন ও নিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করবে। তৃতীয় ধাপে মালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে প্রশাসনিক প্রসেসিং প্রয়োজন হবে, যেমন কলিং ভিসা, ই-ভিসা বা অন্যান্য নির্ধারিত সরকারি প্রক্রিয়া, সেখানে বোয়েসেলসহ তালিকাভুক্ত অপর ২৫টি প্রসেসিং এজেন্সি প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবে। চতুর্থ ধাপে বিএমইটি (জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো) থেকে ছাড়পত্র নিতে পারবে তালিকাভুক্ত যে কোনো এজেন্সি। বিএমইটি ছাড়পত্রের জন্য অনুমোদিত এজেন্সিকে অনাপত্তিপত্র দিতে পারবে বোয়েসেলসহ আরও ২৫টি এজেন্সি। জনশক্তি ব্যবসায়ীরা সমকালকে বলেছেন, তৃতীয় এবং চতুর্থ ধাপের কারণে ফের 'সিন্ডিকেট' হবে।

স্বাস্থ্য পরীক্ষায় যেসব নির্দেশনা মানতে হবে

প্রথম পর্যায়ে বোয়েসেলের মাধ্যমে ১০ হাজার কর্মী পাঠানোর পরিকল্পনার কথা বলা হলেও, তাদের যাতায়াত পুরোপুরি বিনা খরচে হবে না। বিমান ভাড়া, মেডিকেল পরীক্ষা ও সার্ভিস চার্জসহ মোট ব্যয় ১ লাখ ৫৫ হাজার থেকে ১ লাখ ৬০ হাজার টাকার মধ্যে হতে পারে। বেসরকারি এজেন্সির মাধ্যমে কর্মী পাঠানোর খরচ সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারণ করা হবে বলে মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে।

এদিকে মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, কোনো মেডিকেল সেন্টার সরকারি নির্দেশনা পালনে ব্যর্থ হলে তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হবে। ৩১ অক্টোবরের আগে করা স্বাস্থ্য পরীক্ষা গ্রহণযোগ্য হবে না। সরকারি নির্দেশনা ও অনুমোদন ছাড়া কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা যাবে না। কিছু দালাল ও অসাধু এজেন্সি অননুমোদিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানোর কথা বলে কর্মীদের কাছ থেকে পাসপোর্ট ও টাকা নেওয়ার চেষ্টা করছে বলে মন্ত্রণালয়ের নজরে এসেছে। কর্মীদের এ ধরনের প্রস্তাবে সাড়া না দিতে সতর্ক করেছে মন্ত্রণালয়।

সমকাল
মঙ্গলবার | ২০ অক্টোবর ২০২৬

জাপানে বাংলাদেশি কর্মী নিয়োগ শুরু ১ এপ্রিল

■ বাসস

জাপানের সঙ্গে কর্মসংস্থান সংক্রান্ত 'ইএসডিপি-এমওসি' চুক্তি স্বাক্ষর করেছে বাংলাদেশ। আগামী বছরের ১ এপ্রিল থেকে এ চুক্তির আওতায় বাংলাদেশি কর্মী নিয়োগ শুরু করবে জাপান। গত শনিবার দুই দেশের মধ্যে 'মেমোরেন্ডাম অব কো-অপারেশন অন এমপ্লয়মেন্ট স্কিলস ডেভেলপমেন্ট' (ইএসডিপি-এমওসি) চুক্তি সই হয়।

মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. শরীফুল ইসলাম স্বাক্ষরিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে গতকাল সোমবার এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের আসন্ন জাপান সফরের সময় চুক্তির কপি আনুষ্ঠানিকভাবে দুই পক্ষের মধ্যে হস্তান্তর করা হবে। প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব বাংলাদেশের পক্ষে এবং জাপানের বিচার মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য, শ্রম ও কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং ন্যাশনাল পুলিশ এজেন্সির প্রতিনিধিরা জাপানের পক্ষে চুক্তিতে সই করেন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, চুক্তির প্রাথমিক মেয়াদ পাঁচ বছর। মেয়াদ শেষে এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে আরও পাঁচ বছরের জন্য বাড়বে। ফলে চুক্তিটির সামগ্রিক মেয়াদ হবে ১০ বছর। চুক্তির আওতায় বাংলাদেশি কর্মীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা, কর্মী পাঠানো ও গ্রহণের ক্ষেত্রে দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতা জোরদার এবং কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ তৈরি হবে।

প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী বলেন, এ চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশি কর্মীদের সর্বোচ্চ সুরক্ষা নিশ্চিত করার পাশাপাশি তাদের দক্ষতা উন্নয়ন, উচ্চ বেতন ও জাপানে দীর্ঘ মেয়াদে বসবাসের সুযোগ তৈরি হবে। চুক্তির আওতায় বাংলাদেশি কর্মীরা জাপানের স্থানীয় শ্রমিকদের সমতুল্য আইনি সুরক্ষা পাবেন এবং কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান সুযোগ নিশ্চিত করা হবে।

বণিক বার্তা
শনিবার, অক্টোবর ২৪, ২০২৬

সাংবাদিকদের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী

সৌদি আরবের কারাগারে বন্দি সাড়ে সাত হাজার বাংলাদেশী

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

সৌদি আরবের কারাগারে বিভিন্ন অভিযোগে প্রায় সাড়ে সাত হাজার প্রবাসী বাংলাদেশী বন্দি থাকার তথ্য দিয়েছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম। সৌদি আরবে নিহত বাংলাদেশী শাহেদ আহম্মেদের মরদেহ গতকাল ঢাকায় ফেরানোর পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ তথ্য দিয়েছেন। শামা বলেন, 'বাংলাদেশ সরকারের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে সৌদি আরবের বিভিন্ন শহরের বিভিন্ন কারাগারে প্রায় সাড়ে সাত হাজার প্রবাসী বাংলাদেশী আছেন। বিভিন্ন সময় তারা আমাদের একটা তালিকা পাঠায়। আমাদের অবহিত করে যে এরা বিভিন্ন দণ্ডে দণ্ডিত এবং জেলে আছে।'

মক্কার মসজিদে 'অনৈতিক কাজের' অভিযোগে সম্প্রতি মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়া দুই বাংলাদেশীর বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য না পাওয়ার কথা বলেন শামা ওবায়েদ।

তিনি বলেন, 'এখানে যে দুজন বাংলাদেশীকে শিরশ্ছেদ করা হয়েছে, আমরা হারিয়েছি তাদের, এ ব্যাপারে আর কোনো ডিটেইলস (বিস্তারিত) তারা দেয়নি।'

মসজিদ প্রাঙ্গণে 'অনৈতিক কাজের' অভিযোগে ১৪ অক্টোবর নজরুল ইসলাম ও সুইটি আক্তার নামে ২ বাংলাদেশীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের খবর দেয় সৌদি কর্তৃপক্ষ। তবে এ সিদ্ধান্তের আগে তা সৌদি আরবের পক্ষ থেকে বাংলাদেশকে কিছু জানানো হয়নি। সংবাদমাধ্যমে আসার পর সৌদি কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি নিয়ে চিঠি দিয়ে এ বিষয়ে তথ্য ও বিস্তারিত জানতে চেয়েছে জেদ্দার বাংলাদেশ কনস্যুলেট।

এরপর ঢাকায় সৌদি রাষ্ট্রদূতকে ডেকে এ বিষয়ে আলোচনা করার কথা তুলে ধরে গতকাল শামা ওবায়েদ বলেন, 'সৌদি সরকারকে আমরা অফিশিয়ালি চিঠি দিয়েছি রায়ের কপি দেয়ার জন্য। রায়ের কপিটা পেলেই আমরা ডিটেইলস জানতে পারব, কী ঘটনা ঘটেছে।'

স্থানীয় আইনি কাঠামোতে বিচারের এখতিয়ার সৌদি আরবের থাকলেও বাংলাদেশীদের বিষয়ে জানানোর প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরেন তিনি।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'এখানে আবারো বলছি যে প্রত্যেকটি দেশের নিজস্ব আইনি কাঠামো থাকে। সেই জুডিশিয়ারি, তাদের জুডিশিয়াল সিস্টেমে তারা তাদের সিদ্ধান্ত নেয় এবং সেভাবে কাজ হয়। কিন্তু কোনো বিদেশী নাগরিক যদি এভাবে নিহত হয় বা দণ্ডিত হয়, সেটা তো অবশ্যই আমাদের জানার প্রয়োজন আছে। সেজন্য আমরা চিঠি দিয়েছি, আমাদের একটু ধৈর্য ধরতে হবে। আমরা বিস্তারিত জানতে চাই, সবকিছু জানতে চাই, যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের কোনো ঘটনা এড়াতে পারি। সেজন্যই আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।'

দুই বাংলাদেশীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের ঘটনায় বিগত আওয়ামী লীগ ও অন্তর্বর্তী সরকারের দায় আছে কিনা, সেদিকেও আঙুল তুলেছেন প্রতিমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'আপনারা জানেন, এ দুজন—যাদের দুর্ভাগ্যবশত শিরশ্ছেদ হয়েছে, তাদের এ ঘটনাটা ঘটেছিল ২০২৩ সালে। ২০২৩ সালে কারা সরকারে ছিল? ২০২৩ সালে ঘটনা ঘটেছে, তারপর এসেছে ইন্টেরিম, ইন্টেরিমের দেড় বছর গেছে। তারপর আমরা, বিএনপি সরকার গঠিত হয়েছে গত ছয় মাসে। ছয় মাসে তো এ ইনফরমেশন তারা আমাদের দেয়নি।'

প্রতিমন্ত্রী বলেন, '২০২৩ সালে যদি ঘটনা ঘটে থাকে, তখন আওয়ামী লীগ সরকার ছিল, তারপর ইন্টেরিম সরকার ছিল, এখন বিএনপি সরকার এসেছে। আমরা যখনই কিছু জানতে পারি, অবশ্যই শতভাগ চেষ্টা করব যে আমাদের বাংলাদেশী ভাইদের সেভ করতে, বোনদের সেভ করতে।

যুগান্তর | শনিবার ২৪ অক্টোবর ২০২৬
৮ কার্তিক ১৪৩৩

প্রবাসী বাঙালির অর্থহীন কর্মকাণ্ডে অর্থের অপচয়

নিউইয়র্কের চিঠি



আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু

উন্নত দেশগুলোতে, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী বাংলাদেশির সংখ্যা প্রতিনিয়ত বাড়ছে। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তাদের অবদান। তাদের জীবনমানের উন্নতি ঘটেছে এবং আমেরিকান মূলধারায় তাদের সন্তানদের অংশগ্রহণ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। কিন্তু এর পাশাপাশি প্রবাসী বাংলাদেশিদের কিছু অর্থহীন কর্মকাণ্ডও হাস্যকর ও সংক্রামকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। নব্বইয়ের দশক থেকে বিদেশে স্থায়ীভাবে বসবাসের অন্যতম আকর্ষণীয় দেশে পরিণত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এ সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল ১৯৮৯ সালে সংক্ষিপ্ত মেয়াদের জন্য চালু করা 'ওপি-১ ভিসা' কর্মসূচি এবং ১৯৯০ সাল থেকে দীর্ঘমেয়াদের জন্য চালু করা 'ডিভি ভিসা' কর্মসূচি চালু করার ফলে। এ দুটি কর্মসূচির আওতায় বাংলাদেশ থেকে অন্তত ৫০ হাজার আবেদনকারী ও তাদের পরিবার বৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। অন্যান্য ভিসা ক্যাটাগরিতেও উল্লেখযোগ্যসংখ্যক বাংলাদেশি যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী হয়েছেন। অবৈধভাবেও প্রচুর বাংলাদেশি যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন।

'ডিভি ভিসা' কর্মসূচির আওতায় বাংলাদেশ থেকে বৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী হওয়ার কোটা পূর্ণ হওয়ায় ২০১২ সালের পর এ কর্মসূচিতে বাংলাদেশ থেকে বৈধ অভিবাসনের সুযোগ বন্ধ হয়েছিল। সিকি শতাব্দী কেটে যাওয়ার পর এ ভিসা কর্মসূচিতে আবারও বাংলাদেশিদের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে বৈধ অভিবাসনের সুযোগ আসছে বলে জানা গেছে। গত সাড়ে তিন দশকে যেসব বাংলাদেশি এদেশে থিতু হয়েছেন, তারা তাদের নিজস্ব পেশাগত কাজকর্মের বাইরে গড়ে তুলেছেন মসজিদ, মন্দির, স্কুল, মাদ্রাসাসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং গঠন করেছেন নানা আঞ্চলিক সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠন। যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় ও জনবহুল সিটি নিউইয়র্ক, যেখানে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড অধিক। এখানে ছোট-বড় যে কোনো কাজের সুযোগ প্রায় অবারিত এবং অভিবাসীবান্ধব ডেমোক্রেট নিয়ন্ত্রিত নগরী হওয়ার কারণে নিউইয়র্ক সিটি বাংলাদেশিসহ বহু দেশের বৈধ-অবৈধ অভিবাসীদের জন্য অনেকটা 'অভয়ারণ্য'। যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী বাংলাদেশিদের অর্ধেকই বসবাস করেন নিউইয়র্ক সিটিতে। এ সংখ্যা আনুমানিক দেড় লাখ।

অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, নিউইয়র্ক সিটিতে বাংলাদেশিদের প্রায় তিনশ আঞ্চলিক সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন রয়েছে। এ সংগঠনগুলোর অধিকাংশই জেলা-উপজেলাভিত্তিক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানভিত্তিক, পেশাভিত্তিক; এমনকি বাংলাদেশে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে উত্তীর্ণ হওয়া শিক্ষার্থীদের ব্যাচভিত্তিক সংগঠনও আছে। এসব ছাড়া নিউইয়র্ক সিটি পুলিশ বিভাগ, নিউইয়র্ক সিটি প্রশাসনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বাংলাদেশিদেরও পৃথক সমিতি রয়েছে। কোনো কোনো জেলা ও উপজেলাভিত্তিক সংগঠনে নেতৃত্বের কোন্দলে, তহবিল তছরুপের অভিযোগে একই জেলা-উপজেলার নামে একাধিক সংগঠনের আবির্ভাব ঘটেছে। অভিন্ন কারণে বাংলাদেশিদের দ্বারা পরিচালিত মসজিদ-মন্দির কমিটিতে ভাঙন সৃষ্টি হয়েছে এবং কাছাকাছি দূরত্বে নতুন মসজিদ গড়ে ওঠার দৃষ্টান্তও আছে। লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, এসব সংগঠনের সঙ্গে নতুন প্রজন্মের বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত আমেরিকানদের কোনো সংস্রব বা সম্পর্ক নেই।

নিউইয়র্কে প্রবাসী বাংলাদেশিদের গড়ে তোলা বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে ব্যতিক্রম হিসাবে বিবেচনা করা হয় 'বাংলাদেশ সোসাইটি'কে। সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৭৫। বাংলাদেশ সোসাইটির ভোটার সংখ্যা প্রায় সাড়ে ৩৫ হাজার। যেসব বাংলাদেশি আমেরিকান নাগরিকত্ব লাভ করেছেন, গ্রিন কার্ড বা স্থায়ী বসবাসের জন্য অনুমোদনপ্রাপ্ত এবং যারা যুক্তরাষ্ট্রে অন্যান্য ক্যাটাগরিতে বৈধতা নিয়ে বসবাস করছেন, কেবল তারাই এ সংগঠনের সদস্য হতে পারেন। আগামীকাল বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।



নির্বাচন ঘিরে নিউইয়র্কজুড়ে বাংলাদেশিদের মাঝে উত্তেজনা বিরাজ করছে। সোসাইটির কার্যনির্বাহী পদসংখ্যা একুশ। দুটি প্যানেলে প্রার্থীরা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। কমিটির মেয়াদ আগে দুই বছরের জন্য থাকলেও আগামী কমিটি হবে তিন বছরের জন্য। নিউইয়র্ক সিটিতে বাংলাদেশি অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে পাঁচটি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।

বিপুলসংখ্যক সদস্যসমৃদ্ধ পাঁচ দশকের পুরোনো একটি সংগঠনের নির্বাচন নিয়ে লেখা এ নিবন্ধের শিরোনামে অনেকের মাঝে সংশয়ের সৃষ্টি হতে পারে। অস্বীকার করার উপায় নেই, বাংলাদেশ সোসাইটি যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য অনেক মানবিক কার্য সম্পাদনে নিয়োজিত, কিন্তু বিভিন্ন সময়ে নির্বাচিত কমিটির বিরুদ্ধে অভিযোগও অনেক। এ নির্বাচনে প্রার্থীরা কী পরিমাণ অর্থ ব্যয় করছেন, তা যুগপৎ সংশয় সৃষ্টি করে এবং প্রশ্ন জাগায়। নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া থেকে শুরু করে নির্বাচনি প্রচারণায় ব্যয়ের পরিমাণ ২০ লাখ ডলারে দাঁড়াবে বলে উল্লেখ করেছে নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় ২৫ কোটি টাকা। মনোনয়ন ফি'র দিকে দৃষ্টি দিলে যে কারও মনে প্রশ্ন সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক—প্রবাসীদের একটি সামাজিক সংগঠনের কমিটি নির্বাচনে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়ের পেছনে কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে?

বাংলাদেশ সোসাইটির ২০২৬ সালের নির্বাচনি তফসিল অনুযায়ী সভাপতি পদের জন্য অফেরতযোগ্য জামানত ৬ হাজার ডলার, সিনিয়র সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে ৫ হাজার, সহ-সভাপতি পদে সাড়ে ৪ হাজার, সহ-সাধারণ সম্পাদক পদে ৩ হাজার ২০০, কোষাধ্যক্ষ পদে ৩ হাজার এবং সাংগঠনিক সম্পাদক পদে ২ হাজার ৫০০ ডলার। অন্যান্য পদে ২ হাজার এবং কার্যকরী সদস্য পদে ১ হাজার ৫০০ ডলার। তাছাড়া প্রতিটি মনোনয়নপত্র সংগ্রহের জন্য প্রার্থীদের ৫০০ ডলার করে ফি দিতে হয়েছে। মনোনয়নপত্র বিক্রয় ও জমা খাতে প্রার্থীদের মোট ব্যয় হয়েছে ১ লাখ ৩৯ হাজার ডলার। প্রার্থীদের বাদবাকি ব্যয় হবে প্যানেলভিত্তিক ও ব্যক্তিগত নির্বাচনি প্রচারণায়।

নিউইয়র্ক সিটির বাংলাদেশি অধ্যুষিত এলাকাগুলো পোস্টার-ব্যানারে ছেয়ে গেছে। গত আড়াই মাস ধরে প্যানেলভিত্তিক মতবিনিময় সভাগুলো অনেক ক্ষেত্রে জনসমাবেশের রূপ নিয়েছে এবং নিউইয়র্কে বাংলাদেশিদের যে কোনো সমাবেশে ভোজে আপ্যায়ন করা প্রচলিত রীতিতে পরিণত হয়েছে। সেক্ষেত্রে নির্বাচনের মতো উপলক্ষ্য এলে ভোটার আপ্যায়নে প্রার্থীরা উদারহস্ত হয়ে পড়েন। ভোটাররা আপ্যায়িত হতে দ্বিধা করেন না, কারণ বাংলাদেশের নির্বাচনি সংস্কৃতিতে অভ্যস্তরা ধরেই নেন যে, যারাই নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে দায়িত্ব পালন করবেন, তারা কোনো না কোনো কৌশলে তাদের নির্বাচনি ব্যয় তুলে নেবেন। অনেকে দায়িত্বকে লাভজনক করে তুলতে পারেন। তাদের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ ওঠে। বাংলাদেশ সোসাইটিও এর ব্যতিক্রম নয়।

বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচনে অর্থ ব্যয়কে 'হরিলুট' বলে বর্ণনা করেছেন তিন দশকের অধিক সময় ধরে নিউইয়র্কে বসবাসকারী হাবিব রহমান, যিনি শতাধিক দেশ ভ্রমণ ও ভ্রমণবিষয়ক সাতটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করে 'বাঙালি ইবনে বতুতা' খ্যাতি পেয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'হরিলুট' শব্দটি বহু বছর গ্রাম-বাংলার উঠোনে নিরীহভাবে পড়েছিল। একদিন ভিসা ছাড়াই আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে সোজা ঢুকে গেল বাংলাদেশ সোসাইটির লাখো ডলারের হিসাবের খাতায়। কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন, সোসাইটির কয়েক লাখ ডলার ব্যয় হরিলুটের শামিল। অর্থের অঙ্ক শুনে সবার চোখ কপালে। কেউ বলছেন, 'এত টাকা!' কেউ বলছেন, 'এ ছো ছোটখাটো একটি মসজিদ বা মন্দির নির্মাণের বাজেট!' কেউ কেউ চুপিচুপি ক্যালকুলেটরে হিসাব করছেন, 'মাথাপিছু আমার ভাগে কত পড়ত!'

স্থানীয় কমিউনিটি সংবাদমাধ্যমে প্রায়ই বাংলাদেশ সোসাইটির কর্মকাণ্ড, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ না করা, আয়-ব্যয়ের হিসাবে স্বচ্ছতার অভাব এবং কোনো কোনো নির্বাহীর বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ প্রকাশ ও প্রচার হয়ে আসছে। নির্বাহীরা বরাবর তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। প্রবাসীদের মাঝে প্রশ্ন ওঠে, সোসাইটির তহবিলে প্রতিবছর বিপুল পরিমাণে অর্থ জমা হয়, সেগুলো কোথায় যায়? এ প্রশ্নের কোনো সদুত্তর কখনো মেলেনি। প্রশ্ন শুধু তহবিল নয়-ছয় করা নিয়ে নয়, তাদের আরও প্রশ্ন আছে। এতবড় একটি সংগঠন, তাদের কাজের পরিসর এত সংকীর্ণ কেন? তাদের কাজ কি কেবল জাঁকজমকপূর্ণ অভিষেক অনুষ্ঠান, বার্ষিক বনভোজন ও ইফতার পার্টি আয়োজন, সহায়-সংগতিহীন কোনো প্রবাসী বাংলাদেশি মারা গেলে তাকে কবরস্থ করার ব্যবস্থা এবং অসহায় পরিবারকে মানবিক সহায়তা করা? অভিবাসনের ঝামেলায় পড়া কোনো বাংলাদেশিকে আইনগত সহায়তা করতে তারা এগিয়ে আসে না, যেখানের কর্মসংস্থানের উদ্যোগ নেয় না, বাংলাদেশি পরিবারে ডমেস্টিক ভায়োলেন্সের ঘটনা প্রতিরোধেও তাদের কোনো কর্মসূচি নেই। সোসাইটির নির্বাহীরা কি কেবল তাদের পরিচিতিকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলার জন্যই সংগঠনটিকে ব্যবহার করেন?

আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু : *সিনিয়র সাংবাদিক*

সমকাল | শুক্রবার | ৩০ অক্টোবর ২০২৬

জাপানের শ্রমবাজার উপযোগী মানবসম্পদ তৈরি হবে ঢাকায়

■ সমকাল প্রতিবেদক

জাপানে বাংলাদেশি তরুণদের কর্মসংস্থানের উপযোগী মানবসম্পদ হিসেবে তৈরি করতে ঢাকায় একটি জাপানি ভাষা ও দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের তরুণ ও সুবিধাবঞ্চিত যুবসমাজকে জাপানি ভাষা দক্ষতা অর্জন ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। পাশাপাশি জাপানের কর্মক্ষেত্রের সংস্কৃতি সম্পর্কে বাস্তবভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এর ফলে তারা জাপানে কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবেন।

জাপানের ওনোদেরা ইউজার রান কোম্পানি, বাংলাদেশের সেন্টার ফর জাকাত ম্যানেজমেন্ট (সিজেডএম), ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক সোশ্যাল ফাইন্যান্স (আইআইএসএফ) ও রহিমআফরোজ যৌথভাবে এই উদ্যোগ নিয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার এই চার পক্ষের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়।

রাজধানীর বনানীতে শেরাটন হোটেলে এমওইউ স্বাক্ষর করেন ওনোদেরা ইউজার রান কোম্পানির প্রধান নির্বাহী জুন কাতো, সিজেডএমের প্রধান নির্বাহী ড. মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া, আইআইএসএফের ভাইস চেয়ারম্যান আরাস্ত খান ও রহিমআফরোজ গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়াজ আব্দুর রহিম। অনুষ্ঠানে ঢাকায় জাপান দূতাবাসের মিনিস্টার আয়া ইয়োশিদা উপস্থিত ছিলেন।

জানা গেছে, এই উদ্যোগের আওতায় ওনোদেরা ইউজার রান জাপানি ভাষা প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থানমুখী প্রস্তুতি এবং জাপানের কর্মক্ষেত্রের রীতিনীতি শেখাতে সহায়তা করবে। সুবিধাবঞ্চিত এলাকা থেকে উপযুক্ত

চার প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে জাপানি ভাষা ও দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র হচ্ছে

তরুণদের নির্বাচন করা, প্রশিক্ষণ ও বৃত্তির সুযোগ নিশ্চিত করতে সহযোগিতা করবে সিজেডএম। আইআইএসএফ তাদের প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ-সুবিধা ও অবকাঠামো সহায়তা দেবে। অন্যদিকে, রহিমআফরোজ কৌশলগত সহায়তা দেবে এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে কার্যকর সমন্বয় নিশ্চিত করবে।

অনুষ্ঠানে জুন কাতো বলেন, বাংলাদেশের তরুণদের অধ্যবসায় ও সম্ভাবনা প্রশংসনীয়। এই উদ্যোগের মাধ্যমে তাদের জাপানি ভাষা ও পেশাগত দক্ষতায় পারদর্শী করে তোলা হবে, যাতে তারা জাপানে অর্থবহ কর্মসংস্থানের সুযোগ পান।

আয়া ইয়োশিদা বলেন, জাপান বাংলাদেশ থেকে দক্ষ কর্মী গ্রহণে আগ্রহী। তবে তার জন্য জাপানি ভাষা ও কাজের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানা আবশ্যক। এই কেন্দ্র বাংলাদেশের তরুণদের সক্ষমতা বাড়িয়ে আন্তর্জাতিক বাজারে মর্যাদাপূর্ণ কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

নিয়াজ আব্দুর রহিম বলেন, যৌথ এ উদ্যোগ তরুণদের ক্ষমতায়ন ও টেকসই জীবিকা অর্জনে বড় ভূমিকা রাখবে।

ড. মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া বলেন, দক্ষতা ও বিশ্বাসযোগ্য কর্মসংস্থান সুবিধাবঞ্চিত তরুণদের জীবনে স্থায়ী ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে। এই উদ্যোগ দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক হবে।

MONDAY OCTOBER 19, 2026
KARTIK 3, 1433 BS
The Daily Star

Migrants under trial abroad, what's Bangladesh's duty?

TASNEEM TAYEB

Bangladesh's laws recognise a right to legal assistance for migrant workers abroad. But what happens when a worker is arrested and prosecuted under another country's criminal laws? Who

EXPLAINER

decides whether Bangladesh will help, and how?

These questions have surfaced following the execution of two people identified as Bangladeshis in Saudi Arabia on October 14.

Speaking on Saturday, State Minister-2 for Foreign Affairs Shama Obaed Islam said there was little she could do when a Bangladeshi citizen violated another country's laws. She also suggested the executions could serve as a lesson for Bangladeshis overseas.

Bangladesh cannot overturn a foreign court's judgment. But its own laws provide for assistance to citizens facing difficulties abroad, including migrant workers in detention.

Section 27 of the Overseas Employment and Migrants Act, 2013 recognises the right of migrant workers and victims of migration-related fraud to reasonable legal assistance.

RELATED STORY ON PAGE 12

Section 29 refers specifically to migrant workers who are detained, stranded or distressed abroad and provides for assistance from Bangladesh missions. However, the section mainly concerns their right to return home. It does not entitle someone facing criminal proceedings to leave the country where they are being prosecuted.

The Act also provides for Labour Welfare Wings at Bangladesh missions to look after workers' rights and welfare.

Under Section 8(6) of the Wage Earners' Welfare Board Act, 2018, the board's responsibilities include rescuing and repatriating workers facing abuse, illness, injury or other difficulties, as well as providing legal and medical assistance where necessary.

Section 9 provides for special assistance to female migrant workers in specified circumstances. Section 11 allows the Board's chairperson to take reasonable decisions in emergencies, subject to subsequent approval.

The Legal Aid Services Act, 2000, amended in 2026, assigns the Bangladesh Legal Aid Directorate responsibility under Section 7(1)(e) for taking necessary measures to provide legal assistance, according to need, to expatriate citizens or migrant workers overseas.

Section 7(1)(c) also concerns emergency legal support and advice, while Section 5(4) provides for recommendations on posting legal aid officers at Bangladesh missions.

These provisions cover expatriate citizens as well as migrant workers.

The Wage Earners' Welfare Board allows applications for legal assistance through district expatriate-welfare offices, District Employment and Manpower Offices or directly to the board. Requests are forwarded to Bangladesh missions or local authorities.

The government's myGov platform also offers a free application service, with a stated processing time of 20 working days.

But a prisoner may have no way to apply. Families may not know where their relative is detained, or even that an arrest has taken place.

There is also the question of responsibility.

The foreign ministry handles consular matters through Bangladesh missions. The expatriates' welfare ministry oversees the Welfare Board and Labour Welfare Wings. The Legal Aid Directorate falls under the law ministry.

In this backdrop, who decides whether a prisoner qualifies for legal assistance? Who pays for it? Does a possible death sentence trigger any special procedure?

The publicly available procedures do not provide clear answers.

Article 36 of the Vienna Convention on Consular Relations requires a country to inform detained foreign nationals without delay of their right to consular notification.

If a detainee requests it, the authorities must notify the relevant consulate without delay. Consular officers have rights to communicate with and visit detained nationals and arrange legal representation, subject to the Convention's conditions.

But the Convention does not expressly require advance notification of every death sentence or execution.

A mission may know that someone is imprisoned without knowing that the person faces capital punishment.

Indonesia restricted the deployment of domestic workers to Saudi Arabia after the execution of Ruyati binti Satubi in 2011. In 2015, following two further executions, it imposed wider restrictions on sending domestic and informal-sector workers to 21 Middle Eastern and

যুগান্তর | শুক্রবার ২ অক্টোবর ২০২৬
১৭ আশ্বিন ১৪৩৩

চাঁপাইয়ে ভটভটি উলটে বাবা-ছেলেসহ নিহত ৩

যুগান্তর ডেস্ক

চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জে ভটভটি উলটে বাবা-ছেলেসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও আটজন। বুধবার রাতে শিবগঞ্জের চৌডালা-কানসাট সড়কের পুষ্করিণী এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়া দুর্ঘটনায় তিন স্থানে আরও চারজনের মৃত্যু হয়েছে। তাদের মধ্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অটোচালক, কুষ্টিয়ায় নারীসহ দুজন এবং মুন্সীগঞ্জে বাইকচালক রয়েছেন। ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—



নারীসহ তিন স্থানে ঝরল আরও ৪ প্রাণ

চাঁপাইনবাবগঞ্জ : ?নিহতরা হলেন—শিবগঞ্জ উপজেলার কানসাট ইউনিয়নের বাবুবাজার এলাকার আয়েস উদ্দিন, তার ছেলে শরিফুল ইসলাম ও শিবনারায়ণপুর গ্রামের মৃত আব্দুল জলিলের ছেলে আব্দুল হাকিম। গরু কেনা শেষে ফেরার পথে শিবগঞ্জ উপজেলার পুষ্করিণী এলাকায় পৌঁছালে গরুবোঝাই ভটভটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে খাদে উলটে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই আয়েস উদ্দিন মারা যান। গুরুতর আহতদের শিবগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়ার পথে শরিফুল মারা যান। পরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আব্দুল হাকিমের মৃত্যু হয়।

আখাউড়া (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) : আখাউড়ায় অটোরিকশা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চালকের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-কুমিল্লা মহাসড়কের আখাউড়া উপজেলার ধরখার ইউনিয়নের তন্তর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত সাইফুল ইসলাম কালু উপজেলার ধরখার গ্রামের মৃত সেতু মিয়ার ছেলে।

ভেড়ামারা (কুষ্টিয়া) : কুষ্টিয়ার মিরপুরে বাসের ধাক্কায় ভ্যানচালক ও যাত্রী নিহত হয়েছেন। তারা হলেন মিরপুর উপজেলার সদরপুর ইউনিয়নের নওদা আজমপুর গ্রামের আব্দুস সাত্তারের ছেলে চালক কামরুল ইসলাম এবং কুষ্টিয়ার সদর উপজেলার ভাদালিয়া সন্তিপুর এলাকার হাশেম আলীর স্ত্রী ভানুমতি। ভানু নওদা আজমপুর মধ্যপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশে মেয়ের বাড়িতে এসেছিলেন। বৃহস্পতিবার সকালে কুষ্টিয়া-মেহেরপুর আঞ্চলিক মহাসড়কের উপজেলার সদরপুর মাদ্রাসার সামনে এ ঘটনা ঘটে।

গজারিয়া (মুন্সীগঞ্জ) : গজারিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় বিল্লাল হোসেন নামের মোটরসাইকেলচালক নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার উপজেলার আনারপুরা এলাকায় মহাসড়কের কুমিল্লামুখী লেনে বসুন্ধরা টিসু পেপার মিলের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। বিল্লাল হোসেন নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলার রাধানগর গ্রামের আব্দুল মান্নানের ছেলে।

সংবাদ
ঢাকা : বৃহস্পতিবার ১৬ আশ্বিন ১৪৩৩
Dhaka : Thursday 1 October 2026

ভালুকায় বিদ্যুতের ছেড়া তারে জড়িয়ে দুই কৃষকের মৃত্যু

প্রতিনিধি, ভালুকা (ময়মনসিংহ)

৩০ সেপ্টেম্বর সকালে ভালুকার খারুয়ালী গ্রামে একটি ধানক্ষেতে পড়ে থাকা বিদ্যুতের ছেড়া তারে জড়িয়ে সাহাব উদ্দীন আকন্দ (৬০) ও তার চাচাত ভাই ধনু আকন্দ (৬৫) নামে দুই কৃষকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানাজায় গতকাল সকাল অনুমান সাড়ে ৯টার দিকে ধনু আকন্দ তার গরুর খাবার ঘাস কাটতে বাড়ীর পাশের ধান ক্ষেতে গেলে পড়ে থাকা বিদ্যুতের ছেড়া তারে জড়িয়ে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে কাতরাতে থাকেন। ঘটনাটি তার আপন চাচাতো ভাই সাহাব উদ্দীন আকন্দ দেখতে পেয়ে তাকে উদ্ধার করতে গেলে তিনিও বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে যান। বিষয়টি আশপাশের লোকজনের নজরে আসলে উভয়কে ধানক্ষেত থেকে উদ্ধার করে ভালুকা উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক দু'জনকেই মৃত ঘোষনা করেন। এ ঘটনায় আকন্দ পরিবার সহ এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। স্থানীয়রে অভিযোগ ধানক্ষেতের উপর দিয়ে অপরিকল্পিত ভাবে বিদ্যুৎ লাইন সরবরাহের কারনে দুর্ঘটনার শিকার হয়ে দুই কৃষককে প্রাণ দিতে হয়েছে। নিহত দুই কৃষককে যার যার বাড়ীতে নিয়ে গেছেন।

বণিক বার্তা
শুক্রবার, অক্টোবর ২, ২০২৬

সড়কে পৃথক দুর্ঘটনায় পাঁচজন নিহত

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

দেশের বিভিন্ন স্থানে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় নারীসহ পাঁচজন নিহত হয়েছেন। গতকাল বিভিন্ন সময়ে কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ ও মুন্সিগঞ্জে দুর্ঘটনাগুলো ঘটে। এসব দুর্ঘটনায় আরো বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

কুষ্টিয়া : জেলার মিরপুরে শ্যামলী পরিবহনের বাসের চাপায় দুজন নিহত হয়েছেন। তারা হলেন ৫৫ বছর বয়সী ভানুমতি ও ভ্যানচালক কামরুল ইসলাম। গতকাল সকালে কুষ্টিয়া-মেহেরপুর আঞ্চলিক সড়কের সদরপুর ইউনিয়নে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, একটি পাখিভ্যানের এক্সেল ভেঙে সেটি সড়কে পড়ে যায়। এ সময় পেছন থেকে মেহেরপুরগামী শ্যামলী পরিবহনের একটি বাস ভ্যানটিকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই ভানুমতি মারা যান। গুরুতর আহত অবস্থায় ভ্যানচালক কামরুলকে কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে নেয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

ঝিনাইদহ : জেলার কালীগঞ্জ ও মহেশপুরে পৃথক দুর্ঘটনায় আরো দুজন নিহত হয়েছেন। কালীগঞ্জে রূপসা পরিবহনের একটি বাস মোটরসাইকেল ও ইজিবাইককে ধাক্কা দেয়। এতে কসাইখানা পরিদর্শক আ স ম আব্দুস সামাদ নিহত হন। এ ঘটনায় ইজিবাইকচালক নুর হোসেন আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অন্যদিকে মহেশপুরের কুল্লাপাড়া এলাকায় মাটি বহনকারী একটি ট্রাক্টরের ধাক্কায় মামুন হোসেন নামের এক ভ্যানচালক নিহত হয়েছেন। এ দুর্ঘটনায় আরো তিনজন আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি আছেন।

মুন্সিগঞ্জ : জেলার গজারিয়ায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে অজ্ঞাত গাড়ির ধাক্কায় মো. বিল্লাল হোসেন (৩৮) নামের এক মোটরসাইকেলচালক নিহত হয়েছেন। বেলা সাড়ে ১১টার দিকে আনারপুরা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

সংবাদ
ক্রবার ১৭ আশ্বিন ১৪৩৩
Friday 2 October 2026

নিখোঁজের দুই দিন পর বিষখালী নদী থেকে জেলের মরদেহ উদ্ধার

প্রতিনিধি, কাঁঠালিয়া (ঝালকাঠি)

ঝালকাঠির কাঁঠালিয়ার বিষখালী নদীতে ইলিশ মাছ ধরতে গিয়ে নিখোঁজের দুই দিন পর মো. আব্দুল মন্নান হাওলাদার (৬৫) নামে এক জেলের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। গত বুধবার রাত ২টার দিকে উপজেলার আওরাবুনিয়া ইউনিয়ন সংলগ্ন বিষখালী নদী থেকে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল তার মরদেহ উদ্ধার করে। নিহত মন্নান হাওলাদার আওরাবুনিয়া ইউনিয়নের মৃত আবদুল মজিদ হাওলাদারের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত মঙ্গলবার বিকেলে ট্রলার নিয়ে বিষখালী নদীতে ইলিশ মাছ ধরতে যান মন্নান হাওলাদার। একপর্যায়ে অসাবধানতাবশত তিনি ট্রলার থেকে নদীতে পড়ে যান। পাশের একটি ট্রলারে থাকা জেলেরা তাকে নদীতে পড়ে ডুবে যেতে দেখেন। পরে স্থানীয় জেলেরা নদীতে দীর্ঘ সময় খোঁজাখুঁজি করেও তার সন্ধান পাননি।

খবর পেয়ে কাঁঠালিয়া ফায়ার সার্ভিসের একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধার অভিযান শুরু করে। পরে বরিশাল থেকে ডুবুরি দল এনে নদীতে অভিযান চালানো হয়। বিষখালী নদীতে তীব্র স্রোত থাকায় উদ্ধারকাজ ব্যাহত হয়। দীর্ঘ অভিযানের পর বুধবার রাত ২টার দিকে নদী থেকে মন্নান হাওলাদারের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

দেশ রূপান্তর
শুক্রবার, ২ অক্টোবর ২০২৬

বাবা-ছেলেসহ সড়কে ঝরল ছয় প্রাণ

সড়ক দুর্ঘটনা

রূপান্তর ডেস্ক

দেশের বিভিন্ন জেলায় পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় বাবা-ছেলেসহ ছয়জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

চাঁপাইনবাবগঞ্জ : চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলার কানসাট-চৌডালা সড়কের মিনুবাজার এলাকায় গরুবাহী ভটভটি উল্টে বাবা-ছেলেসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। নিহতরা হচ্ছেন– শিবগঞ্জ উপজেলার পুলিশ মাইল ঝাবুবাজার গ্রামের আয়েশ উদ্দীন (৭৫) ও তার ছেলে শরিফে ইসলাম (৪৪) এবং শিবনারায়ণপুর গ্রামের আব্দুল হামিদ (৪০)।

শিবগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি মতিউর রহমান জানান, গত বুধবার সন্ধ্যা সোয়া ৬টার দিকে কানসাট-চৌডালা সড়কের মিনুবাজার এলাকায় নাচোল সোনাইচণ্ডি হাট থেকে আসা গরুবাহী ভটভটি উল্টে সড়কের পাশে খাদে পড়ে যায়। এতে ভটভটি আরোহী ১০ গরু ব্যবসায়ী আহত হয়। পুলিশ ও স্থানীয়রা ঘটনাস্থল থেকে দ্রুত তাদের উদ্ধার করে শিবগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে এলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আয়েশ, শরিফুল ও হামিদ মারা যায়। আহতদের মধ্যে পাঁচজনকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। বাকিরা শিবগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

ঝিনাইদহ : ঝিনাইদহের কালিগঞ্জ ও মহেশপুর উপজেলায় আলাদা সড়ক দুর্ঘটনায় দুইজন নিহত হয়েছেন। সে সময় আহত হয়েছেন আরও অন্তত ৪ জন। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে কালীগঞ্জ পৌরসভার সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের সামনে ও মহেশপুরে উপজেলার কুল্লাপাড়ায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন– কালীগঞ্জ পৌরসভার কসাইখানা পরিদর্শক আ স ম আব্দুস সামাদ ও ভ্যানচালক মামুন হোসেন। প্রাথমিকভাবে আহতদের পরিচয় পাওয়া যায়নি। পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, সকালে কালীগঞ্জ পৌরসভার কসাইখানা পরিদর্শক আব্দুস সামাদ মোটরসাইকেলে বৈশাখী তেল পাম্পের সামনে থেকে অফিসে যাচ্ছিল। পথে সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের সামনে পৌঁছালে খুলনা থেকে কুষ্টিয়াগামী রূপসা পরিবহনের একটি বাস তাকে চাঁপা দিয়ে অপর একটি ইজিবাইকে ধাক্কা দেয়। এতে আব্দুস সামাদ ও ইজিবাইক চালক নুর হোসেন গুরুতর আহত হয়। তাদের উদ্ধার করে কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক আব্দুস সামাদকে মৃত ঘোষণা করে। আহত ইজিবাইক চালককে হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। অন্যদিকে মহেশপুর উপজেলার কুল্লাপাড়া গ্রামের মসজিদের সামনে ইটভাটার মাটি টানা ট্রাক্টরের ধাক্কায় মামুন হোসেন নামের এক ভ্যানচালক নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছে আরও তিনজন।

গজারিয়া (মুন্সীগঞ্জ) : মুন্সীগঞ্জে গজারিয়ায় মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় চালকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুর পৌনে ১২টার দিকে উপজেলাধীন ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের আনারপুরা এলাকায় ইউটার্নে কুমিল্লামুখী লেনে অজ্ঞাত একটি যানবাহনের চাপায় বিল্লাল হোসেন (৩৮) নামে এক মোটরসাইকেল চালক নিহত হয়েছেন। নিহত বিল্লাল হোসেন নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলার কালাপাহাড়িয়া ইউনিয়নের রাধানগর এলাকার আব্দুল মান্নানের ছেলে। তার 'মদিনা ইলেকট্রনিকস' নামে একটি দোকান রয়েছে। দোকানের পণ্য আনতে মোটরসাইকেলযোগে ঢাকার উদ্দেশে যাচ্ছিলেন তিনি। দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে গজারিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে জরুরি বিভাগের দায়িত্বরত চিকিৎসক খন্দকার আরশাদ কবির মৃত ঘোষণা করেন। চিকিৎসক খন্দকার আরশাদ কবির বলেন, 'মাথায় গুরুতর আঘাত ও অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে হাসপাতালে আনার পরই তার মৃত্যু হয়।' ভবেরচর হাইওয়ে থানার ওসি মনিরুজ্জামান খান বলেন, দুর্ঘটনার পর ঘাতক যানবাহনটি শনাক্তের চেষ্টা চলছে। নিহতের মরদেহ বর্তমানে থানায় রয়েছে।

কালের কণ্ঠ
শনিবার। ৩ অক্টোবর ২০২৬

ময়মনসিংহে বাসচাপায় একই পরিবারের চারজনসহ নিহত ৭

গোপালগঞ্জ-ফেনীতে আরো দুজনের মৃত্যু

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

উৎসবের আমেজে মা, মেয়ে ও নাতিকে নিয়ে সিএনজিচালিত অটোরিকশায় চড়ে জামালপুর থেকে কর্মস্থল গাজীপুরে রওনা হয়েছিলেন মোফাজ্জল হোসেন লেবু (৫৫)। কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানেই সেই যাত্রা পরিণত হয় শেষ যাত্রায়। ময়মনসিংহে বাসচাপায় দুমড়েমুচড়ে যায় অটোরিকশাটি। এতে একই পরিবারের এই চারজনসহ সাত আরোহীর মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটে। এ ছাড়া গোপালগঞ্জে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ভ্যান খাদে পড়ে চালকের মৃত্যু হয়েছে। ফেনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছেন আরেক অটোরিকশাচালক। কালের কণ্ঠের প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

গোপালগঞ্জ : মুকসুদপুরে মুরগিবোঝাই ভ্যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে খাদে পড়ে চালক নিহত হয়েছেন। গতকাল সকালে এই দুর্ঘটনা ঘটে জলিরপাড় ইউনিয়নের মুন্সি কলিগ্রাম এলাকায়। নিহত আশরাফ আলী উপজেলার বড় ভাটরা গ্রামের ওহাব আলী মুন্সির ছেলে।

মুকসুদপুর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

ফেনী : দাগনভূঞায় যাত্রীবাহী বাস, ট্রাক্টর ও ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার ত্রিমুখী দুর্ঘটনায় অটোরিকশাচালক জাহাঙ্গীর আলম নিহত হয়েছেন। এ দুর্ঘটনায় অটোরিকশায় থাকা আরো দুই যাত্রী গুরুতর আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার রাতে নোয়াখালী-ফেনী আঞ্চলিক মহাসড়কের গনিপুর এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

যুগান্তর | শনিবার ৩ অক্টোবর ২০২৬
১৮ আশ্বিন ১৪৩৩

ভৈরবে পাইলিংয়ের সময় প্রাণ হারালেন শ্রমিক

বিদ্যুৎস্পৃষ্টে কলাপাড়া ও বামনায় দুজনের মৃত্যু

যুগান্তর ডেস্ক

ভৈরবে পাইলিংয়ের কাজের সময় লোহার খাঁচায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে প্রাণ হারিয়েছেন শ্রমিক। আহত হয়েছেন আরও দুজন। কলাপাড়ায় সংযোগ লাইনের তার ছিঁড়ে বিদ্যুতায়িত টিনে হাত দিয়ে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া বামনায় বাড়িতে কাজের সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে একজনের মৃত্যু হয়েছে। যুগান্তর প্রতিনিধিরা জানান : **কিশোরগঞ্জের ভৈরবে** ৭ তলা ভবনের পাইলিংয়ের কাজ করার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে শান্ত মিয়া (১৮) নামে নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় আরও দুই শ্রমিক গুরুতর আহত হয়েছেন। শুক্রবার সকালে পৌর শহরের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের গোধূলি সিটি এলাকায় ওই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শান্ত ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জের হারুয়া গ্রামের রুহুল আমিনের ছেলে। এছাড়া আহতরা হলেন—একই এলাকার মৃত আব্দুল হাই মিয়ার ছেলে সোবেল মিয়া ও আবুল মিয়ার ছেলে মিন্টু মিয়া। জানা যায়, শুক্রবার সকালে পাইলিংয়ের জন্য প্রায় ৭০ ফুট লম্বা একটি লোহার খাঁচা গর্তে নামানোর কাজ চলছিল। এ সময় ক্রেনের হুক ছিঁড়ে খাঁচাটি পার্শ্ববর্তী উচ্চ ভোল্টেজের বৈদ্যুতিক ক্যাবলে পড়ে। এতে পুরো খাঁচাটি বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে তিন শ্রমিক গুরুতর আহত হন। পরে তাদের হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক শান্ত মিয়াকে মৃত ঘোষণা করেন। **পটুয়াখালীর কলাপাড়ায়** বিদ্যুৎস্পৃষ্টে আনোয়ার হোসেন (৪৮) নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার দুপুরে পৌর শহরের এতিমখানা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আনোয়ার উপজেলা এতিমখানা ৪নং ওয়ার্ডের মৃত এন্তাজ মাষ্টারের ছেলে। জানা যায়, বসতঘরের পল্লী বিদ্যুতের সংযোগ লাইনের তার ছিঁড়ে পড়ে ছিল। এতে পাশাপাশি তিনটি টিনের ঘর শটসার্কিট হয়। বাড়িতে মেহমান আসবে এজন্য শুক্রবার দুপুরে আনোয়ার দুই ঘরের মাঝখানে গিয়ে ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করতে থাকেন। এ সময় তিনি ঘরের টিনের বেড়ায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। পরে তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। **বরগুনার বামনায়** ভৌয়াতলা বাজারে শুক্রবার বিদ্যুৎস্পৃষ্টে ইদ্রিস হাওলাদার নামে রাজমিস্ত্রির মৃত্যু হয়েছে। নিহত ইদ্রিস হাওলাদার বুকাবুনিয়া ইউনিয়নের জাফ্রাখালী গ্রামের মৃত মফেজ হাওলাদারের ছেলে। জানা যায়, ইদ্রিস ভৌয়াতলা বাজারের রামনা সড়কে নির্মাণাধীন বাড়িতে রাজমিস্ত্রির কাজ করছিলেন। সকালে পাইপ কাটার মেশিন দিয়ে কাজের সময় অসাবধানতাবশত তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্টে ছিটকে পড়েন। পরে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

প্রথম আলো
শনিবার, ৩ অক্টোবর ২০২৬, ১৮ আশ্বিন ১৪৩৩

বেপরোয়া গতির বাস-অটোরিকশার সংঘর্ষ, মা-ছেলেসহ সাতজন নিহত

সড়ক দুর্ঘটনা

নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে একই পরিবারের চারজন, এক দম্পতি ও অটোরিকশার চালক রয়েছেন।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ময়মনসিংহ*

ময়মনসিংহে বাসের সঙ্গে সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে সাতজন নিহত হয়েছেন। তাঁরা সবাই অটোরিকশার আরোহী ছিলেন। এর মধ্যে একই পরিবারের চারজন রয়েছেন। সম্পর্কে তাঁরা মা-ছেলে, নাতনি ও প্রপৌত্র। অন্য তিনজনের মধ্যে রয়েছেন এক দম্পতি ও অটোরিকশার চালক। পুলিশ বলছে, দুটি যানেরই গতি ছিল বেপরোয়া।

গতকাল শুক্রবার বেলা সোয়া একটার দিকে নগরীর আকুয়া বাইপাসে বাংলাদেশ ব্যাংকের সামনে পূর্ব গন্দ্রপায় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যক্তিরা হলেন জামালপুর সদর উপজেলার দড়িহামিদপুর গ্রামের রাশিদা বেগম (৭০), তাঁর ছেলে মোফাজ্জল হোসেন (৫০), মোফাজ্জলের মেয়ে মর্জিনা আক্তার (২৫) ও মর্জিনার ছেলে মিনান (৫)। তাঁরা জামালপুর থেকে গাজীপুর যাচ্ছিলেন। মোফাজ্জল গাজীপুরে রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন। নিহত অপর তিনজন হলেন জামালপুর সদর উপজেলার বাদেচান্দি গ্রামের আকরাম আলী (৫১) ও তাঁর স্ত্রী মমতা বেগম (৩৯) এবং অটোরিকশাচালক মো. সুজন আলী (৪৪)। তিনি জামালপুর সদরের বীর গোবিন্দপুর গ্রামের আজর উদ্দিনের ছেলে।

নিহত স্বামী-স্ত্রীর পরিচয় জামালপুর সদর থানা-পুলিশ সেখানকার ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যের মাধ্যমে নিশ্চিত করেছে। তাঁরাও গাজীপুরে যাচ্ছিলেন বলে জানিয়েছেন কোতোয়ালি মডেল থানার উপপরিদর্শক রিপন সরকার।



বাসের সঙ্গে সিএনজিচালিত অটোরিকশার সংঘর্ষে নিহত হন চায়না বেগমের স্বামী, শাশুড়ি, মেয়ে ও নাতি। ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তাঁর আহাজারি। গতকাল রাতে। প্রথম আলো

মাকে বেড়াতে আনেন মোফাজ্জল

ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের মর্গে চার স্বজনের মরদেহ নিতে আসেন মোফাজ্জল হোসেনের ছোট ভাই মোবারক হোসেন। তিনি বলেন, মোফাজ্জলের দুই মেয়ে ও এক ছেলে। স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে তিনি গাজীপুরে থাকতেন। এক মেয়েকে এলাকায় বিয়ে দিয়েছিলেন। গতকাল সকালে মাকে নিজের কাছে বেড়াতে নিতে এলে মেয়ে ও নাতিও সঙ্গে আসার বায়না ধরে। সে জন্য তিনজনকে সঙ্গে নিয়ে বেলা ১১টার দিকে বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন।

মোবারক হোসেন জানান, তাঁর ভাই ২০ বছর ধরে গাজীপুরে থেকে রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন।

কাল হলো বেপরোয়া গতি

কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শিবিরুল ইসলাম বলেন, যে স্থানে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে, সেখানে একটি বাঁক রয়েছে। দুটি গাড়িরই গতি ছিল বেপরোয়া। এতে যান দুটির চালক বাঁকে নিয়ন্ত্রণ রাখতে না পারলে মুখোমুখি সংঘর্ষটি হয় বলে তাঁদের প্রাথমিক ধারণা। একই ধারণার কথা জানান ফায়ার সার্ভিসের ময়মনসিংহ স্টেশন অফিসার মোহাম্মদ জুলহাস উদ্দিন।

দুর্ঘটনাকবলিত বাসটি রাজীব পরিবহনের। এটি ঢাকা ও জামালপুরের মধ্যে চলাচল করে। দুর্ঘটনাস্থলে স্থানীয় বাসিন্দা রুবিনা আক্তার *প্রথম আলোকে* বলেন, 'এতগুলো লোক একেবারে শেষ হয়ে গেল! এই সড়কে বড় বাসগুলো খুবই বেপরোয়াভাবে চলে। রাস্তায় কোনো গতিরোধক (স্পিডব্রেকার) নেই। আর সিএনজিগুলোও এমনভাবে চলে, যেন কার আগে কে যাবে। এখন যে এতগুলো জীবন একসাথে চলে গেল, এই জীবন তো কেউ ফিরিয়ে দিতে পারবে না। সড়ক দুর্ঘটনা রোধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।'

দেখি, দুজন নড়াচড়া করছে

ওই দুর্ঘটনার সময় মোটরসাইকেলে করে জুমার নামাজ আদায় করতে যাচ্ছিলেন ময়মনসিংহ নগরের বাদেকল্লা গ্রামের বাসিন্দা ব্যবসায়ী নাজিম উদ্দিন। বিকট শব্দ শুনে তিনি ঘটনাস্থলে এসে দেখেন, অটোরিকশাটি বাসের নিচে অনেকখানি ঢুকে দুমড়েমুচড়ে গেছে। তার ভেতরে এক নারী ও এক শিশু তখনো জীবিত। বের করে আনার ১৫ থেকে ২০ মিনিটের মধ্যে দুজনেরই মৃত্যু হয়।

নাজিম উদ্দিন *প্রথম আলোকে* বলেন, 'অটোরিকশার ভেতরে তাকিয়ে দেখি, দুজন নড়াচড়া করছে, শ্বাস নিচ্ছে। তখন শিশু ও ওই নারীকে টেনে বের করে আনি। রাস্তার পাশে রেখে তাঁদের হাসপাতালে পাঠানোর প্রস্তুতি নেওয়ার মধ্যেই তারা মারা যায়।'

নাজিম উদ্দিন আরও বলেন, 'আমার জীবনে এমন দুর্ঘটনা আর দেখিনি। দুর্ঘটনার পর অনেকে সাহায্যে এগিয়ে আসার বদলে ছবি ও ভিডিও করছিলেন। অনেককে ডাকলেও উদ্ধারকাজে তাঁদের কাজে লাগানো যায়নি।'

ময়মনসিংহ কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ শিবিরুল ইসলাম বলেন, দুর্ঘটনার পর বাসটি নিয়ে ঘটনাস্থল থেকে চলে যান চালক ও তাঁর সহকারী। পরে পুলিশ বাসটি জব্দ করে। তবে বাসের চালক ও তাঁর সহকারীকে পাওয়া যায়নি। তাঁদের আটক করার চেষ্টা চলছে।

ডিম ব্যবসায়ী নিহত

প্রতিনিধি, *মতলব দক্ষিণ, চাঁদপুর* জানিয়েছেন, মতলব সেতু এলাকায় বৃহস্পতিবার রাতে ডিমবাহী পিকআপ ভ্যানে ট্রাক্টরের ধাক্কায় নিহত হয়েছেন অহিদুল ইসলাম (১৮)। তিনি ডিম ব্যবসায়ী ছিলেন। চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলা থেকে পিকআপ ভ্যানে করে মুরগির ডিম নিয়ে তিনি মতলব দক্ষিণ উপজেলা সদর বাজারে যাচ্ছিলেন বলে জানান স্বজন নুরনবী মোল্লা। তিনি বলেন, অহিদুলের আর ডিম বিক্রি করা হলো না। বাড়ি ফিরলেন লাশ হয়ে। তাঁর এ অকালমৃত্যু মেনে নেওয়া কষ্টকর।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ট্রাক্টরটি বিপরীত দিক থেকে আসে। ট্রাক্টরের ধাক্কায় অহিদুল পিকআপ ভ্যান থেকে ছিটকে সড়কে পড়ে মাথায় আঘাত পান। একপর্যায়ে তিনি অচেতন হয়ে পড়েন। মতলব দক্ষিণ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে অ্যাম্বুলেন্সে করে ঢাকায় নেওয়ার পথে তিনি মারা যান। অহিদুল ইসলামের বাড়ি মতলব উত্তর উপজেলার ঘনিয়ারপাড় এলাকায়। তিনি সেখানকার মাহবুবুর রহমান মোল্লার ছেলে। মতলব দক্ষিণ থানার উপপরিদর্শক ইমতিয়াজ আহম্মেদ বলেন, ট্রাক্টরটি আটকের চেষ্টা চলছে।

যুগান্তর
শনিবার ৩ অক্টোবর ২০২৬
১৮ আশ্বিন ১৪৩৩

নুরুল আলম

পাইপ লাগানোর সময় নিখোঁজ
বান্দরবানে সাঙ্গু নদীতে ডুবে শ্রমিকের মৃত্যু

বান্দরবান প্রতিনিধি

বান্দরবানে খরস্রোতা সাঙ্গু নদী থেকে পানি তোলার জন্য বসানো পাম্পের পাইপ লাগানোর সময় স্রোতে ভেসে নিখোঁজের দুদিন পর শ্রমিকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। মৃতের নাম নুরুল আলম। বৃহস্পতিবার রাতে সোয়ে এগারোটায় সাঙ্গু নদীর পাইনছড়া মুখ এলাকায় লাশটি পাওয়া গেছে।

মঙ্গলবার রাত এগারোটার দিকে জেলা শহরের বাজারের বোটঘাটা এলাকায় নদীতে পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় পানি তোলার জন্য বসানো পাম্পের পাইপ লাগাতে গিয়ে স্রোতে ডুবে নিখোঁজ হয় শ্রমিক নুরুল আলম। ঘটনাস্থলে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল, পুলিশ ও স্থানীয়রা নৌকা নিয়ে চারদিকে খোঁজ করে। কিন্তু কোথাও খোঁজে পাওয়া যায়নি।

স্থানীয় বাসিন্দার বেলাল হোসেন বলেন, রাতের বেলায় সাঙ্গু নদীর বনানী সমিল এলাকায় ভাসমান লাশ দেখতে পায় লোকজন। বিষয়টি স্বজনদের জানালে তারা দ্রুত নৌকা নিয়ে খুঁজতে পাইনছড়া খালের মুখ এলাকা থেকে লাশ উদ্ধার করে। ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বান্দরবান সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাসুদ পারভেজ জানান।

কালের কণ্ঠ
সোমবার। ৫ অক্টোবর ২০২৬

চকবাজারে বিদ্যুৎস্পর্শে শ্রমিকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

রাজধানীর চকবাজারে একটি প্লাস্টিক কারখানায় কাজ করার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে কাইয়ুম (১৭) নামের এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল রবিবার সন্ধ্যার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

তাঁর সহকর্মী আব্দুল কাইয়ুম জানান, কারখানায় কাজ করার সময় অসাবধানতাবশত কাইয়ুম হঠাৎ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে অচেতন হয়ে পড়েন। নিহত কাইয়ুম ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জ থানার দত্তগ্রামের মো. খোকন মিয়ার ছেলে। সে রাজধানীর চকবাজারের ওই প্লাস্টিক কারখানাতেই বসবাস করতেন। ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. হাবিবুর রহমান চিকিৎসকের বরাত দিয়ে মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ ঢামেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা হয়েছে।

যুগান্তর | রোববার ৪ অক্টোবর ২০২৬
১৯ আশ্বিন ১৪৩৩

গাজীপুরে গার্মেন্টে আগুন ধোঁয়ায় ৬৯ জন অসুস্থ
টঙ্গীতে দুই ঝুট গুদাম ভস্মীভূত

যুগান্তর প্রতিবেদন, গাজীপুর ও টঙ্গী পূর্ব প্রতিনিধি

গাজীপুর মহানগরীর ডেগেরচালা এলাকায় মেট্রিক্স গার্মেন্টে লাগা আগুন তিন ঘণ্টা পর নিয়ন্ত্রণে এসেছে। ফায়ার সার্ভিসের ৯টি ইউনিট একযোগে কাজ করে সন্ধ্যা ৬টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এর আগে শনিবার বেলা ৩টার দিকে ওই কারখানায় আগুনের সূত্রপাত হয়।

ফায়ার সার্ভিস ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, ওই দিন বেলা ৩টার দিকে কারখানাটির আটতলা ভবনের তৃতীয় তলায় আগুন লাগে। পরে কারখানা কর্তৃপক্ষ ফায়ার সার্ভিসে খবর দেয়। খবর পেয়ে গাজীপুর চৌরাস্তা মর্ডান স্টেশনের তিনটি ইউনিট প্রথমে কাজ শুরু করে। পরে আগুনের তীব্রতা বাড়লে কোনাবাড়ী স্টেশনের একটি, গাজীপুর ফায়ার স্টেশনের তিনটি, রাজেন্দ্রপুর ফায়ার স্টেশনের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থল এসে আগুন নিয়ন্ত্রণ কাজ শুরু করে। তাদের ৯টি ইউনিটের তিন ঘণ্টা চেষ্টায় সন্ধ্যা ৬টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ফায়ার সার্ভিস জানায়, আগুনে সৃষ্ট ধোঁয়ায় ৬৯ জনকে অসুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করে স্থানীয় বিভিন্ন হাসপাতালে নেওয়া হয়। এছাড়াও আশপাশে পুকুর বা পানির কোনো উৎস না থাকা ও কারখানার নিজস্ব অগ্নিনির্বাপনের ব্যবস্থা না থাকায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে বেগ পেতে হয়। গাজীপুর ফায়ার সার্ভিসের উপসহকারী পরিচালক সাইদুল আলম চৌধুরী জানান, শনিবার বেলা ৩টার দিকে গাজীপুর মহানগরের ডেগেরচালার ফকির মার্কেট এলাকায় একটি গার্মেন্টে আগুন লাগে। আগুন নিয়ন্ত্রণে আমাদের ৯টি ইউনিট কাজ করে। তিন ঘণ্টা চেষ্টায় পরে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তদন্তের পর জানা যাবে।

এদিকে টঙ্গীতে ঝুটের গুদামে আগুনের ঘটনা ঘটেছে। এতে পুড়ে গেছে দুটি ঝুটগুদামে থাকা মালামাল। শনিবার বিকালে স্থানীয় পাগাড় সোসাইটি মাঠ এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট প্রায় দুই ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, পাগাড় সোসাইটি মাঠ এলাকায় উইন্ডি গার্মেন্টসংলগ্ন শাহিনের গোডাউনে বিকাল ৪টার দিকে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়। গুদামে দাহ্য পদার্থ থাকায় আগুন খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় পার্শ্ববর্তী উইন্ডি গার্মেন্ট ফায়ার হাইড্রেন্ট দিয়ে প্রতিষ্ঠানের দমকলকর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। পরে ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রায় দুই ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা শাহিন আলম বলেন, গুদামে ক্যামিকেল ও দাহ্য পদার্থ থাকায় দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে। ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট প্রায় দুই ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তদন্ত সাপেক্ষে জানা যাবে।

প্রথম আলো
সোমবার, ৫ অক্টোবর ২০২৬

এসআরবি সদস্যসহ ৬ জেলায় ৮ জন নিহত

প্রথম আলো ডেস্ক



মোহাম্মদ আলমগীর

ফেনীতে মহাসড়কে চেকপোস্ট বসিয়ে তল্লাশির সময় ট্রাকচাপায় মোহাম্মদ আলমগীর (৪৬) নামের স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়নের (এসআরবি) এক সেনাসদস্য নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া বাগেরহাটে মোটরসাইকেলের তিন আরোহীসহ পাঁচ জেলায় আরও অন্তত সাতজন নিহত হয়েছেন।

ফেনীর দুর্ঘটনাটি ঘটে শনিবার মধ্যরাতে সদর উপজেলার ফতেহপুর স্টারলাইন ফুয়েল পাম্প-সংলগ্ন এলাকায়। এ সময় ট্রাকটি খাদে পড়ে চালক আহত হয়েছেন। নিহত মোহাম্মদ আলমগীর নেত্রকোনা জেলার কেন্দুয়া থানার শান্তিবাগ ইউনিয়নের মনাটিয়া গ্রামের নুরুদ্দীন আহমেদের ছেলে। তিনি এসআরবি-৭ ফেনী ক্যাম্পের ওয়ারেন্ট অফিসার ছিলেন। তিনি সেনাবাহিনী থেকে প্রেষণে এসআরবিতে আসেন।

৫ জেলায় নিহত ৭

বাগেরহাটের মোরেলগঞ্জে দুটি মোটরসাইকেল ও নছিমনের সংঘর্ষে তিন মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ছয়জন। শনিবার উপজেলার দোনা এলাকায় মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার কালিকাবাড়ির লিমন মোল্লা (২৪), দোনা গ্রামের মো. আমিন খান (২৩) ও সোহেব (১৬)।

নারায়ণগঞ্জের বন্দরের রেললাইন এলাকায় শনিবার রাতে মালবাহী একটি ট্রাকের চাকা ফেটে সড়কের পাশের ফার্নিচারের দোকানে ঢুকে পড়লে একজন নিহত ও চারজন আহত হয়েছেন। নিহত ইউনুস (৪০) ওই এলাকার বাসিন্দা।

ফরিদপুরের ভাঙ্গায় গতকাল রোববার ভোরে মহাসড়ক পারাপারের গাড়ির ধাক্কায় নিহত হয়েছেন নির্মাণশ্রমিক সমর আলী (৩৮)। তিনি জামালপুরের ইসলামপুর উপজেলার কুড়ালচর গ্রামের আবদুস সাত্তারের ছেলে।

কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর পৌরসভায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার ধাক্কায় আহত স্কুলশিক্ষার্থী মো. সালফি (১৪) গতকাল সকালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা গেছে। সে বাজিতপুরের আফতাব উদ্দিন স্কুল অ্যান্ড কলেজের অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল। শনিবার দুপুরে বাসায় যাওয়ার পথে তাকে অটোরিকশা ধাক্কা দিয়েছিল।

পঞ্চগড়ের দেবীগঞ্জে শনিবার রাতে দুটি মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে আলমগীর প্রধান (৪৮) নামের এক স্কুলশিক্ষক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় অপর মোটরসাইকেলের দুই আরোহী আহত হয়েছেন।

দেশ রূপান্তর
রবিবার, ১১ অক্টোবর ২০২৬

নিখোঁজের ২০ ঘণ্টা পর যুবকের লাশ উদ্ধার

চৌদ্দগ্রাম (কুমিল্লা) প্রতিনিধি

কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে পুকুর থেকে সোহাগ (৩৮) নামে এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিস। গতকাল শনিবার সকালে উপজেলার চিওড়া কাজীবাড়ির বড় পুকুর থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। তিনি ওই বাড়ির কাজী নাদেরুজ্জামানের ব্যক্তিগত গাড়িচালক ছিলেন। সোহাগের বাড়ি চট্টগ্রামে। তার বাবার নাম আব্দুল মানিক।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত শুক্রবার জুমার নামাজের আগে গোসল করতে চিওড়া কাজীবাড়ির বড় পুকুরে নামেন সোহাগ। এরপর তিনি নিখোঁজ হন। খবর পেয়ে চৌদ্দগ্রাম ফায়ার সার্ভিসের একটি দল উদ্ধারকাজ শুরু করে। পরে চাঁদপুরের নদী ফায়ার স্টেশনের একটি ইউনিটও উদ্ধার অভিযানে অংশ নেয়। নিখোঁজ হওয়ার প্রায় ২০ ঘণ্টা পর তার লাশ উদ্ধার করা হয়।

চৌদ্দগ্রাম ফায়ার স্টেশনের তথ্য অনুযায়ী, গতকাল শনিবার ভোর ৫টা ৪০ মিনিটে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট উদ্ধারকাজে নামে। সকাল ৬টার দিকে ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান চালানো হয়। সকাল ১০টা ৫০ মিনিটে লাশ উদ্ধার করা হয়। পরে মরদেহটি চৌদ্দগ্রাম থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়। চৌদ্দগ্রাম ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের ইনচার্জ মেহেদী হাসান বলেন, প্রাথমিকভাবে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে তার মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

যুগান্তর | মঙ্গলবার ৬ অক্টোবর ২০২৬ | ২১ আশ্বিন ১৪৩৩

থানচিতে চান্দের গাড়ি খাদে, ২ পর্যটক নিহত

যুগান্তর ডেস্ক

বান্দরবানের থানচি উপজেলার তীন্দু সড়কে পর্যটকবাহী চান্দের গাড়ি খাদে পড়ে ২ জন নিহত হয়েছেন। সড়ক দুর্ঘটনায় আরও পাঁচ জেলায় প্রাণ হারিয়েছেন ৫ জন। তাদের মধ্যে মানিকগঞ্জে নারী, চুয়াডাঙ্গায় কলেজ শিক্ষক, ফতুল্লায় ফেরির লাইনম্যান, চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে যুবক ও নওগাঁর মহাদেবপুরে ভ্যানচালক রয়েছেন। স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো সংবাদ—

বান্দরবান ও আলীকদম : বান্দরবানের থানচির তীন্দু সড়কে পর্যটকবাহী জিপ খাদে পড়ে নিহতরা হলেন—কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলার কুটাখালী ইউনিয়নের জসিম ও জিয়াবুল। এ ঘটনায় গুরুতর আহত আরও ৫ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠিয়েছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। সোমবার বিকালে দুর্ঘটনাটি ঘটে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও স্থানীয়রা জানান, ঢালু রাস্তা দিয়ে তীন্দু যাওয়ার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি রাস্তার পাশে খাদে পড়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই ২ পর্যটক নিহত হন। গাড়িতে থাকা আরও ৭ জন আহত হন।



আরও পাঁচ জেলায় ৫ প্রাণহানি

মানিকগঞ্জ : অন্য গাড়িকে ওভারটেক করতে গিয়ে 'নীলাচল' পরিবহণের বাসচাপায় নিহত আনোয়ারা বেগম সাটুরিয়া উপজেলার হরগজ বালিরচর গ্রামের মীর হোসেনের স্ত্রী। সোমবার ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার দ্বিতীয় গোলড়া এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

চুয়াডাঙ্গা : ট্রাক্টরের সঙ্গে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে নিহত শাহজাহান আলী দামুড়হুদা উপজেলার হোগলডাঙ্গা গ্রামের শওকত আলীর ছেলে। সোমবার চুয়াডাঙ্গা জেলা শহরের হাটকালুগঞ্জ এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

ফতুল্লা (নারায়ণগঞ্জ) : দুই ট্রাকের মাঝখানে চাপা পড়ে নিহত ফেরির লাইনম্যান আশরাফ হোসেন ফতুল্লার বক্তাবলী ইউনিয়নের পূর্ব গোপালনগর এলাকার হোসেন মিয়া ছেলে। সোমবার ফতুল্লার বক্তাবলী ফেরিতে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) : নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পিকআপ সামনের গাড়িতে ধাক্কা দেওয়ায় নিহত ইসমাইল কুমিল্লার মনোহরগঞ্জ উপজেলার গোটরা ইউনিয়নের নুরুল ইসলামের ছেলে। সোমবার সীতাকুণ্ড পৌরসভার ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের চট্টগ্রামমুখী লেনে ফকিরহাট এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

মহাদেবপুর (নওগাঁ) : ভ্যানে অ্যাম্বুলেন্স ধাক্কা দেওয়ায় নিহত নীরেন চন্দ্র বর্মন মহাদেবপুর উপজেলার মুগরাইল গ্রামের মৃত ধীরেন চন্দ্র বর্মনের ছেলে। সোমবার মহাদেবপুর উপজেলার এনায়েতপুর গ্রামে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ৮ অক্টোবর ২০২৬
২৩ আশ্বিন ১৪৩৩

জেদ্দায় বহুতল ভবনে আগুন, দোহারের দুই যুবক নিহত

যুগান্তর প্রতিবেদন, নবাবগঞ্জ (ঢাকা)

সৌদি আরবের জেদ্দায় বহুতল ভবনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে দুই বাংলাদেশি যুবক নিহত হয়েছেন। স্থানীয় সময় মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর জেদ্দা শহরের তামানিন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন—মহিউল ইসলাম পলাশ ও ওবায়দুল ইসলাম। মহিউল ঢাকার দোহার উপজেলার উত্তর শিমুলিয়া গ্রামের নাজিম উদ্দিন ওরফে কুদ্দুস মোল্লার ছেলে এবং ওবায়দুল একই গ্রামের হারুন বেপারীর ছেলে। জীবিকার তাগিদে প্রায় তিন বছর আগে তারা সৌদি আরব গিয়েছিলেন।

জানা গেছে, মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর ওই বহুতল ভবনে হঠাৎ আগুনের সূত্রপাত হয়। মুহূর্তে আগুন ভবনের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে। পলাশ ও ওবায়দুল ভেতরে আটকা পড়েন। সৌদি ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। পরে ভবনের ভেতর থেকে পলাশ ও ওবায়দুলের লাশ উদ্ধার করা হয়। লাশ স্থানীয় হাসপাতালের হিমঘরে রাখা হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে দেশে আনার প্রস্তুতি চলছে বলে জানিয়েছেন পরিবারের সদস্যরা।

বণিকবার্তা
মঙ্গলবার, অক্টোবর ৬, ২০২৬

সড়কে একদিনে ঝরল ৫ প্রাণ

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

দেশের বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচজন নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে বান্দরবানের থানচিতে যাত্রীবাহী পিকআপ দুর্ঘটনায় দুজন, গোপালগঞ্জের কাশিয়ানীতে বাসচাপায় স্বামী-স্ত্রী এবং চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে পিকআপ ভ্যানের দুর্ঘটনায় একজন নিহত হয়েছেন। বণিক বার্তার সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্যে বিস্তারিত—

বান্দরবান : জেলার থানচি উপজেলার তিন্দু ইউনিয়ন সড়কে যাত্রীবাহী পিকআপ দুর্ঘটনায় দুজন নিহত ও সাতজন আহত হয়েছেন। গতকাল বিকালে তিন্দু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলার খুটাখালী ইউনিয়নের জিয়াবুল (৩৫) ও জসিম প্রকাশ পালিশ (৩৭)। আহতদের আলীকদম উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে। পুলিশ জানায়, আলীকদম থেকে তিন্দুর দিকে যাওয়ার পথে ঢালু ও আঁকাবাঁকা সড়কে পিকআপটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনায় পড়ে। থানচি থানার ওসি কানন সরকার জানান, দুর্গম যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে মরদেহ উদ্ধারে নৌপথ ব্যবহার করা হচ্ছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।



গোপালগঞ্জ : জেলার কাশিয়ানীতে বাসচাপায় স্বামী-স্ত্রী নিহত হয়েছেন। নিহতরা হলেন ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গা উপজেলার দেওলা গ্রামের সোলায়মান মোল্লা (৭০) ও তার স্ত্রী শাহিদা বেগম (৬০)। গতকাল দুপুরে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের মাঝিগাতি বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। পুলিশ জানায়, তারা বাসে করে ঢাকা থেকে মাঝিগাতি এসে নামেন। পরে মহাসড়ক পার হওয়ার সময় একটি বাস তাদের চাপা দিয়ে পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থলেই দুজনের মৃত্যু হয়।

চট্টগ্রাম : জেলার সীতাকুণ্ডে টাইলসবোঝাই পিকআপ ভ্যানের পেছনে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় মো. ইসমাইল (২৫) নামের এক টাইলস মিস্ত্রি নিহত হয়েছেন। গতকাল ভোরে সীতাকুণ্ড পৌরসভার ফকিরহাট বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। কুমিল্লা থেকে চট্টগ্রামের দিকে যাওয়ার পথে পিকআপটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কাভার্ড ভ্যানের পেছনে ধাক্কা দেয়। এতে চালকের পাশের আসনে থাকা ইসমাইল গুরুতর আহত হন। পরে সীতাকুণ্ড উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। দুর্ঘটনার পর পিকআপের চালক পালিয়ে যান।

যুগান্তর

মঙ্গলবার ৬ অক্টোবর ২০২৬
২১ আশ্বিন ১৪৩৩

পিৎজা রেস্তোরাঁর টয়লেটে বিস্ফোরণ ডেলিভারি কর্মীর মৃত্যু

ইলেকট্রিশিয়ান দগ্ধ

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর পল্লবীতে ডমিনোজ পিৎজা রেস্টুরেন্টের টয়লেটে বায়ু নির্গমনকারী ফ্যান বিস্ফোরণে দগ্ধ হয়ে আবু মো. ফয়সাল নামে ডেলিভারি কর্মী মারা গেছেন। অগ্নিদগ্ধের ১২ দিন রোববার রাতে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

অন্যদিকে রেস্টুরেন্টে একই টয়লেটে ফ্যান লাগানোর পর সেটি পরীক্ষা করতে গিয়ে রোববার বিকালে বিস্ফোরণে বাধন সরকার নামে আরেক ইলেকট্রিশিয়ান দগ্ধ হয়েছেন। তিনি বর্তমানে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন। তার শরীরে ৪০ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে।

জানা যায়, ২২ সেপ্টেম্বর রাত ১টায় পল্লবী মেট্রোরেল স্টেশনের পূর্ব পাশে ডমিনোজ পিৎজার ওয়াশরুমে যান ডেলিভারি ম্যান ফয়সাল। এ সময় হঠাৎ ওয়াশরুমের বায়ু নির্গমনকারী ফ্যানটি বিস্ফোরিত হয়। এতে তার মুখমণ্ডল, গলা, বুক ও উরুসহ শরীরের বিভিন্ন অংশ ঝলসে যায়। পরে রেস্টুরেন্টের কর্মীরা তাকে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করেন। পুলিশ জানায়, ফয়সালের শরীরের প্রায় ২৩ শতাংশ পুড়ে গিয়েছিল। সেখানে ১২ দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর রোববার রাতে তার মৃত্যু হয়। ফয়সালের বাড়ি বরিশালের গৌরনদী উপজেলার উত্তর নাঠে এলাকায়। পল্লবী থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. এমদাদুল হক বলেন, এ ঘটনায় অপমৃত্যুর মামলা হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক

রবিবার
১১ অক্টোবর ২০২৬

বকশীগঞ্জে বাসচাপায় বউ-শাশুড়ি নিহত

পৃথক স্থানে আরো ৪ জনের মৃত্যু

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

জামালপুরের বকশীগঞ্জে বাসচাপায় বউ-শাশুড়ির মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় আরো চার জন নিহত ও আট জন আহত হয়েছে। শনিবার এসব হতাহতের ঘটনা ঘটে। আমাদের প্রতিনিধি ও সংবাদদাতাদের পাঠানো খবরে বিস্তারিত।

টেকনাফ (কক্সবাজার) : কক্সবাজারের-টেকনাফ হাইওয়ে সড়কে দ্রুত গতির একটি পিক-আপ সিএনজি চালিত অটোরিকশার লেনে ঢুকে ধাক্কা দিলে চালকসহ দুই জন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরো চার জন যাত্রী গুরুতর আহত। সকালে টেকনাফের হোয়াইক্যং কেরুনতলী সংলগ্ন হাইওয়ে সড়কে এ ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন রামু চেইদা খন্দকার পাড়া এনায়েত উল্লাহ ও শিবগঞ্জ পণ্ডিত পাড়ার সজীব।

হোয়াইক্যং হাইওয়ে থানার এসআই সজীব বলেন, কেরুনতলী এলাকায় সিএনজি ও মিনি পিক-আপের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় ঘটনাস্থলে সিএনজি চালক নিহত হয়। পাশাপাশি সিএনজির আরো পাঁচ যাত্রীকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সজীব নামে আরো একজনের মৃত্যু হয়। তিনি বলেন, পিক-আপ চালককে আটক করা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বণিক বার্তা

বৃহস্পতিবার, অক্টোবর ৮, ২০২৬।

বয়লার বিস্ফোরণ

নওগাঁয় একটি চালকলে বয়লার বিস্ফোরণে আব্দুল খালেক (৪৫) নামে এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরো চার শ্রমিক আহত হয়েছেন। গতকাল সকাল ৭টার দিকে সদর উপজেলার হাঁপানিয়া লক্ষণপুর এলাকার হাজী ইশারত আলী চালকলে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
বণিক বার্তা প্রতিনিধি, নওগাঁ

কালের কণ্ঠ

রবিবার। ১১ অক্টোবর ২০২৬

এক দিনে সড়কে ঝরল ৯ প্রাণ

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

সড়ক দুর্ঘটনায় গত ২৪ ঘণ্টায় সারা দেশে ৯ জন নিহত হয়েছে। এর মধ্যে জামালপুরের বকশীগঞ্জে বাসচাপায় শাশুড়ি ও পুত্রবধূ, লালমনিরহাটে ট্রাকচাপায় দুই নারী এবং টেকনাফে পিকআপ ও সিএনজির সংঘর্ষে দুই যাত্রী প্রাণ হারিয়েছেন। এ ছাড়া মাগুরায় এক ব্যবসায়ী, চাঁপাইনবাবগঞ্জে এক কৃষক ও নড়াইলে এক স্কুলছাত্র সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে। কালের কণ্ঠের প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর–

চাঁপাইনবাবগঞ্জ : চাঁপাইনবাবগঞ্জের ভোলাহাট উপজেলায় অজ্ঞাতপরিচয় মোটরসাইকেলের ধাক্কায় তফিজুল ইসলাম (৫৮) নামের এক কৃষক নিহত হয়েছেন। তিনি গোহালবাড়ি ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের খালে আলমপুর মধ্যপাড়া গ্রামের মৃত আমিন মাহালতের ছেলে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্র জানায়, গত শুক্রবার বিকেলে বাড়ি থেকে বাইসাইকেলে করে ভোলাহাট কলেজ মোড়ে যাওয়ার সময় পেছন থেকে একটি মোটরসাইকেল ধাক্কা দেয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে যাওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়।

ভোলাহাট থানার ওসি দায়িত্ব পালনকারী উপপরিদর্শক (এসআই) আব্দুল মজিদ বলেন, 'ওই দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেলের দুই আরোহীও আহত হন। তবে তাঁরা মোটরসাইকেল নিয়ে পালিয়ে গেছেন।'

দৈনিক ইত্তেফাক

৮ অক্টোবর ২০২৬

ইটনায় নিখোঁজ হওয়ার দুই দিন পর নদ থেকে জেলের মরদেহ উদ্ধার

■ কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি

বাল্কহেডের ধাক্কায় নৌকা ডুবে নদে নিখোঁজ হওয়ার দুই দিন পর গতকাল বুধবার সকাল ১০টার দিকে অরুণ দাস (২২) নামে এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তার বাড়ি কিশোরগঞ্জের ইটনা উপজেলার ধনপুর ইউনিয়নের ঠাকুরহাটি গ্রামে। পেশায় জেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত সোমবার দুপুরে অরুণ দাস ও তার বড় ভাই সাগর দাস নৌকায় বসে ধনু নদে জাল ফেলে মাছ ধরছিলেন। এ সময় বাজিতপুর থেকে সুনামগঞ্জগামী একটি বাল্কহেড তাদের নৌকাটিকে ধাক্কা দিলে নৌকাটি ডুবে যায়। সাগর দাস সাঁতরে তীরে উঠতে সক্ষম হলেও অরুণ দাস পানিতে তলিয়ে যান। স্থানীয়রা অনেক খোঁজখুঁজি করেও তার সন্ধান পাননি। গতকাল বুধবার সকালে মরদেহটি নদসংলগ্ন একটি খালে ভাসতে দেখে এলাকাবাসীরা পুলিশকে খবর দেন। ধনপুর নৌফাঁড়ির ইনচার্জ জামাল হোসাইন জানান, মরদেহটি উদ্ধার করে সুরতহালের পর ময়নাতদন্তের জন্য কিশোরগঞ্জের শহিদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

যুগান্তর

সোমবার ১২ অক্টোবর ২০২৬
২৭ আশ্বিন ১৪৩৩

না.গঞ্জে গ্যাস বিস্ফোরণ অগ্নিকাণ্ড, দগ্ধ ৯

যুগান্তর প্রতিবেদন, *নারায়ণগঞ্জ*

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় কেমিক্যাল গোডাউনে আগুনে দুই শ্রমিক, সোনারগাঁয়ের কাঁচপুরে গ্যাস সিলিন্ডার লিকেজ থেকে চারজন এবং নগরীর দেওভোগ এলাকায় গ্যাস লিকেজ থেকে বিস্ফোরণের ঘটনায় আগুনে তিনজন দগ্ধ হয়েছেন। এছাড়া একটি ঘটনায় আহত হয়েছেন তিনজন। দগ্ধ নয়জনকেই ঢাকার জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে।

জানা যায়, কাঁচপুরের সোনাপুর এলাকায় শনিবার গভীর রাতে একটি বাড়িতে গ্যাস সিলিন্ডার লিকেজ থেকে বিস্ফোরণ ঘটে। এতে একই পরিবারের তিনজনসহ চারজন দগ্ধ হয়েছে। তাদের সবাইকে ঢাকার জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শী ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা জানান, স্থানীয় তাজুল ইসলামের ছয়তলা বাড়ির দ্বিতীয় তলায় ফ্লাট ভাড়া নিয়ে থাকেন শরীফ ও তার পরিবারের সদস্যরা। গভীর রাতে বিকট শব্দে গ্যাস লাইনের লিকেজ থেকে বিস্ফোরণ ঘটে। এতে গৃহকর্তা শরীফ (৩৫), তার স্ত্রী রোজিনা বেগম (৩০) ও ছেলে রনি (২০) এবং রোজিনার ভাই রিয়াজ (২২) দগ্ধ হন। কাঁচপুর ফায়ার অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের স্টেশন অফিসার জাহাঙ্গীর আলম জানান, বাসাটিতে লাইনের গ্যাসের পাশাপাশি সিলিন্ডার গ্যাসের বোতল রয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, লাইনের গ্যাসের প্রেসার বাড়ানোর জন্য বিদ্যুতের সংযোগের সঙ্গে একটি মোটর বসানো হয়েছে। রাতে গ্যাসের প্রেসার বেড়ে যাওয়ায় বিস্ফোরণটি ঘটেছে। এতে বিদ্যুতের লাইনে আগুন ধরে যায়। ওই বার্ন ইনস্টিটিউটের ডা. সুলতান মাহমুদ শিকদার জানান, কাঁচপুরের ঘটনায় দগ্ধ চারজনের শরীরের ৪০ থেকে ৭০ শতাংশ পর্যন্ত পুড়ে গেছে। তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

ফতুল্লায় কেমিক্যাল গোডাউনে আগুনে দগ্ধ ২ : শনিবার রাত ১০টার দিকে সদর উপজেলার ফতুল্লার লামাপাড়ায় কেমিক্যাল গোডাউনে আগুন লাগলে দুই শ্রমিক দগ্ধ হন। তারা হলেন আনোয়ার ও শামসুল। বার্ন ইনস্টিটিউটের জরুরি বিভাগের আবাসিক সার্জন ডা. সুলতান মাহমুদ শিকদার জানান, ফতুল্লার ঘটনায় দগ্ধ দুই শ্রমিকের শরীরে ৫৪ ও ৫৫ শতাংশ পুড়ে গেছে। তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

যুগান্তর
বুধবার ৭ অক্টোবর ২০২৬
২২ আশ্বিন ১৪৩৩

সড়কে কন্যাশিশু নিহত হাসপাতালে মা-বাবা

যুগান্তর ডেস্ক

ভোলা-চরফ্যাশন আঞ্চলিক সড়কে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় শিশু রাফার মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনায় আহত হয়ে হাসপাতালে রয়েছেন রাফার মা-বাবা। মঙ্গলবার সকালে বোরহানউদ্দিন উপজেলার কুঞ্জেরহাটসংলগ্ন বৈদ্যেরপুল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। পিরোজপুরে ভ্যান উলটে নিহত হয়েছেন এক বাবা। এ ঘটনায় আহত হয়ে হাসপাতালে রয়েছে তার চার বছরের ছেলে। এছাড়া দুর্ঘটনায় বরিশাল ও মানিকগঞ্জে দুই গৃহবধূ প্রাণ হারিয়েছেন। কুড়িগ্রামে অটোরিকশা দুর্ঘটনায় শিক্ষিকাসহ অন্তত চারজন গুরুতর আহত হয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

স্বরূপকাঠি (পিরোজপুর) : নেছারাবাদে ভ্যান উলটে চাপা পড়ে চালক বশির নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনায় ছেলে নাঈম গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে রয়েছে। মঙ্গলবার বিকালে উপজেলার সোহাগদল গ্রামের হাজীরপুর এলাকায় স্টিলব্রিজের পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে। বশির রাজাবাড়ী গ্রামের মোস্তফা মিয়ার ছেলে।

প্রথম আলো
রোববার, ১৮ অক্টোবর ২০২৬

সংবাদ
ঢাকা : সোমবার ২৭ আশ্বিন ১৪৩৩
Dhaka : Monday 12 October 2026

পটিয়ায় বাসের ধাক্কায় অটোরিকশাচালক নিহত

প্রতিনিধি, পটিয়া (চট্টগ্রাম)

চট্টগ্রামের পটিয়ায় দ্রুতগামী পূরবী বাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে মো. জিশান (৩০) নামের এক অটোরিকশাচালক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় মো. হাসান (৩৮) নামের আরও একজন আহত হয়েছেন।

গত শনিবার রাত ১২টার দিকে উপজেলার শান্তিরহাটের পশ্চিম পাশে 'হোয়াইট প্লাস ক্লাবের' সামনে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত অটোরিকশাচালক মো. জিশান সাতকানিয়া উপজেলার মনির হোসেনের পুত্র। তিনি পরিবার নিয়ে কর্ণফুলী উপজেলার শিকলবাহা এলাকায় একটি ভাড়া বাসায় বসবাস করতেন। অন্যদিকে, আহত মো. হাসান নগরীর বাকলিয়া এলাকার হৈয়দ খানের পুত্র। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রাতে শান্তিরহাট এলাকা অতিক্রম করার সময় দ্রুতগতির পূরবী পরিবহনের একটি বাস বিপরীত দিক থেকে আসা অটোরিকশাটিকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে অটোরিকশাটি সম্পূর্ণ দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং চালক ঘটনাস্থলেই মারা যান। দুর্ঘটনার পর বাসটি আটক করে হাইওয়ে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেছে। ঘটনার পর স্থানীয় লোকজন ও পটিয়া ক্রসিং হাইওয়ে পুলিশ দ্রুত এগিয়ে এসে হতাহতদের উদ্ধার করে পটিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে পাঠায়।

যুগান্তর
সোমবার ১২ অক্টোবর ২০২৬
২৭ আশ্বিন ১৪৩৩

সড়কে শাবিপ্রবি শিক্ষার্থীসহ নিহত ৩

যুগান্তর ডেস্ক

সড়ক দুর্ঘটনায় তিন জেলায় তিনজন নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে সিলেটে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) শিক্ষার্থী, নাটোরের সিংড়ায় ব্যবসায়ী ও চট্টগ্রামের পটিয়ায় রিকশাচালক রয়েছেন। প্রতিনিধিদের পাঠানো সংবাদ—

শাবি : মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় নিহত সাদমান রহমান নাবিল শাবিপ্রবির পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন। তার বাড়ি রাজবাড়ীর মধ্য ভবানীপুর এলাকায়। শনিবার রাতে সিলেট-সুনামগঞ্জ মহাসড়কে বিশ্ববিদ্যালয়সংলগ্ন তপোবন আবাসিক এলাকার সামনে দুর্ঘটনাটি ঘটে। জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা শেষে মোটরসাইকেল নিয়ে মার্কেটের দিকে যাচ্ছিলেন সাদমান। পথে তপোবন আবাসিক এলাকার সামনে মহাসড়কের আইল্যান্ডে ধাক্কা লেগে মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারান তিনি। এতে তার মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে। তাকে প্রথমে নগরীর মাউন্ট এডোরা হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

সিংড়া (নাটোর) : অটোভ্যানে ধাক্কা লেগে সড়কে পড়ে ট্রাকচাপায় নিহত হাসিব উদ্দিন সিংড়ার চৌগ্রাম পারুহার পাড়ার আবু জাফর সিদ্দিকের ছেলে। রোববার সকালে নাটোর-বগুড়া মহাসড়কের সিংড়া উপজেলার বাঁশের ব্রিজ এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

পটিয়া (চট্টগ্রাম) : ব্যাটারিচালিত রিকশায় বাস ধাক্কা দেওয়ায় নিহত জিশান সাতকানিয়া উপজেলার মনির হোসেনের ছেলে। শনিবার রাতে পটিয়া উপজেলার শান্তিরহাটের পাশে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

অটোরিকশার ওপর উঠে গেল ট্রাক, মা-সন্তানসহ নিহত ৫

সড়ক দুর্ঘটনা

দুর্ঘটনাটি ঘটেছে কুড়িগ্রামের রৌমারীতে। নিহত ব্যক্তিদের চারজনই আত্মীয়। অন্যজন অটোরিকশাটির চালক।

প্রতিনিধি, কুড়িগ্রাম

কুড়িগ্রামের রৌমারীতে মালবাহী ট্রাকের ধাক্কায় একই পরিবারের তিনজনসহ ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার পাঁচ আরোহী নিহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার বেলা আড়াইটার দিকে সায়েদাবাদ বাজারের পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন রৌমারীর চতলাকান্দা এলাকার লিপি বেগম (৩৩), তাঁর ছেলে রিশাদ মিয়া (১২) ও মেয়ে তুবা (৭) এবং বোন কর্তিমারী বাজার এলাকার শরিফা বেগম (৪২)। নিহত অটোরিকশাচালকের পরিচয় জানা যায়নি। দুর্ঘটনায় আহত হয়ে শরিফা বেগমের মেয়ে বৃষ্টি (২৫) ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

স্থানীয় লোকজন ও পুলিশ সূত্র জানায়, লিপি বেগম ও শরিফা বেগম জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার কাউনিয়ার চর মাস্টারপাড়ার বাসিন্দা আবদুল করিমের মেয়ে। লিপি বেগম রৌমারীর চতলাকান্দা এলাকার বাসিন্দা শহিদুল ইসলামের স্ত্রী। তাঁর বোন শরিফা বেগম কর্তিমারী বাজার এলাকার বাসিন্দা বাদল মিয়ার স্ত্রী।

স্থানীয় যাদুরচর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সদস্য জিয়ার আলী বলেন, দুই বোন তাঁদের তিন সন্তান নিয়ে অটোরিকশায় করে জামালপুর থেকে রৌমারী ফিরছিলেন। পথে রৌমারীর সায়দাবাদ বাজারের কাছে বিপরীত দিক থেকে আসা ধানবোঝাই একটি ট্রাক অটোরিকশাটিকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই চালকসহ তিনজনের মৃত্যু হয়। হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যান আরও দুজন।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে তিনজনের লাশ উদ্ধার করে বলে জানান রৌমারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাউসার আলী। তিনি জানান, আহত দুজনকে স্থানীয় লোকজন উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে সেখানে তাঁদের মৃত্যু হয়।

রৌমারী ফায়ার সার্ভিসের ফায়ার ফাইটার নাহিদ হাসান বলেন, জাতীয় জরুরি সেবা নম্বরে (৯৯৯) নম্বরে ফোন পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের একটি দল ঘটনাস্থলে যায়। সেখান থেকে হতাহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করা হয়।

একই সড়কে ১৫ মিনিটের ব্যবধানে নিহত ২

সিলেটের জৈন্তাপুরে প্রায় ১৫ মিনিটের ব্যবধানে পৃথক দুই সড়ক দুর্ঘটনায় কিশোরীসহ দুজনের মৃত্যু হয়েছে। নিহত দুজন হলেন রাজবাড়ী কালুখালী এলাকার হাসান প্রামাণিক (৪০) এবং সিলেট শহরের মদিনা মার্কেট এলাকার কাওসার আহমদের মেয়ে আলিফ আক্তার (১৫)।

স্থানীয় লোকজন ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে সিলেট-তামাবিল মহাসড়কের জৈন্তাপুরের বিরাইমারা ব্রিজের পাশে দুটি প্রাইভেট কারের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে দুই প্রাইভেট কারে থাকা পাঁচজন যাত্রী আহত হন। বেলা তিনটার দিকে আলিফকে সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এর আগে দুপুর সোয়া ১২টার দিকে এই সড়কে জৈন্তাপুর ফেরিঘাট-সংলগ্ন এলাকায় জাফলংগামী পর্যটকবাহী বাসের সঙ্গে সিলেটগামী পাথরবোঝাই একটি ট্রাকের সংঘর্ষ হয়। এতে পাঁচজন গুরুতর আহত হন। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর হাসান প্রামাণিককে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক।

বাসচাপায় পুলিশ সদস্য নিহত

ফরিদপুরের ভাঙ্গায় বাসের চাপায় হিটলার বিশ্বাস নামের এক পুলিশ কনস্টেবল নিহত হয়েছেন। গত শুক্রবার বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে বাবলাতলা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত হিটলার বিশ্বাসের বাড়ি গোপালগঞ্জ সদরের বড় ডোমরাসুর গ্রামে। তিনি ঢাকার দোহার উপজেলার শাইনপুকুর পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রে কনস্টেবল হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তাঁর এক ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, পরিবারের সঙ্গে দুর্গাপূজা উদ্‌যাপনে কর্মস্থল থেকে মোটরসাইকেলে করে বাড়ি যাচ্ছিলেন হিটলার বিশ্বাস। পথে ভাঙ্গার বাবলাতলা এলাকায় পৌঁছালে পেছন দিক থেকে আসা সার্বিক পরিবহনের একটি বাস তাঁকে চাপা দিয়ে চলে যায়। এতে তিনি মারাত্মক আহত হন। স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

[প্রতিবেদন তৈরিতে তথ্য দিয়েছেন **নিজস্ব প্রতিবেদক**, ফরিদপুর ও **প্রতিনিধি**, সিলেট]

যুগান্তর
সোমবার ১২ অক্টোবর ২০২৬
২৭ আশ্বিন ১৪৩৩

সৌদিতে ভবন থেকে ব্লক পড়ে প্রাণ গেল কটিয়াদীর যুবকের

কটিয়াদী (কিশোরগঞ্জ) প্রতিনিধি

সৌদি আরবে পাঁচতলা ভবনের ছাদ থেকে নির্মাণসামগ্রী (ব্লক) মাথার ওপর পড়ে ফয়সাল মিয়া নামে এক প্রবাসী যুবকের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার রাতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। নিহত ফয়সাল মিয়া কটিয়াদী পৌরসভার নামা বোয়ালিয়া মহল্লার চাঁন মিয়ার ছেলে। তিনি সৌদি আরবের মক্কা শহরে আল ইয়ামামা কোম্পানিতে শ্রমিক হিসাবে কর্মরত ছিলেন। পরিবারের সচ্ছলতা ফেরানোর স্বপ্ন নিয়ে ১০ বছর আগে সৌদি আরবে পাড়ি জমিয়ে ছিলেন তিনি। জানা যায়, মঙ্গলবার রাতে কর্মস্থলে দায়িত্ব পালনকালে পাঁচতলা ভবনের ছাদ থেকে নির্মাণকাজে ব্যবহৃত একটি ব্লক ফয়সালের মাথার ওপর পড়ে। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে তাকে নিকটস্থ এক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শনিবার রাতে তার মৃত্যু হয়। ফয়সালের স্ত্রী কোহিনুর বেগম বলেন, আমার স্বামীই ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। আমাদের একটি ছেলে ও একটি মেয়ে রয়েছে। এখন সন্তানদের নিয়ে কিভাবে চলব, তা বুঝতে পারছি না। স্বামীর মুখটি শেষবারের মতো দেখার জন্য লাশটি দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করার দাবি জানাই।

যুগান্তর
বুধবার ৭ অক্টোবর ২০২৬

এসির কম্প্রেসার বিস্ফোরণে দোকান কর্মচারীর মৃত্যু

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর নয়াপল্টনে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র (এসি) মেরামতের সময় কম্প্রেসার বিস্ফোরণে জীবন বর্মন (২৬) নামে এক দোকান কর্মচারীর মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টায় এমআই ইঞ্জিনিয়ারিং প্লাস নামের একটি দোকানে এ ঘটনা ঘটে। জীবনের গ্রামের বাড়ি গাইবান্ধা সদর উপজেলার বাটপাড়া এলাকায়। তার বাবার নাম সচিন্দ্র বর্মন। কয়েকদিন আগে নয়াপল্টনের ওই দোকানে কাজ নিয়েছিলেন। দোকানের ওপরেই অন্যদের সঙ্গে থাকতেন। দোকান মালিক বিপ্লব চন্দ্র দাস বলেন, ভবনটির নিচতলায় তার ফ্রিজ ও এসি মেরামতের দোকান। কয়েকজন কর্মচারী ওই ভবনের দ্বিতীয়তলায় থাকতেন। সকালে একাকি এসি মেরামতের সময় হঠাৎ কম্প্রেসার বিস্ফোরিত হয়ে গুরুতর আহত হয়। পরে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার
১৮ অক্টোবর ২০২৬

আশুলিয়ায় নারী পোশাক শ্রমিকের মৃত্যু, লাশ হস্তান্তর নিয়ে উত্তেজনা

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সাভারের আশুলিয়ায় ডেকো গ্রুপের আগামী ফ্যাশন লিমিটেড কারখানায় সুমি আক্তার (২৭) নামে এক পোশাকশ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার বিকালে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে আশুলিয়ার নারী ও শিশু হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় হাসপাতালে লাশ হস্তান্তর নিয়ে স্বজন ও কারখানা কর্তৃপক্ষের মধ্যে উত্তেজনা ও ধস্তাধস্তির ঘটনা ঘটে। পরে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে লাশ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।

নিহত সুমি আক্তার নীলফামারীর ডিমলা উপজেলার খোকড়াহাট এলাকার বজলুর মিয়ার মেয়ে। তিনি স্বামী সাজ্জাদ হোসেন ও দুই ছেলেকে নিয়ে আশুলিয়ার কাঠগড়া নয়াপাড়া এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকতেন। তিনি আগামী ফ্যাশন লিমিটেড কারখানায় সুইং অপারেটর হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

সহকর্মীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, শুক্রবার বিকালে কারখানার ভেতরে কাজ করার সময় সুমি অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে তাকে আশুলিয়ার নারী ও শিশু হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

নিহতের স্বামী সাজ্জাদ হোসেন জানান, কারখানার এক সহকর্মী ফোন করে তার স্ত্রী অসুস্থ হওয়ার খবর দেন। খবর পেয়ে তিনি কারখানার গেটে গেলে তাকে ভেতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়। ভেতরে গিয়ে তিনি স্ত্রীকে অক্সিজেন লাগানো অবস্থায় কয়েকজনকে তার হাত-পা চেপে ধরে থাকতে দেখেন। পরে বিকাল ৫টার দিকে গাড়িতে করে তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এর আগে তার স্ত্রী অসুস্থ ছিলেন না বলেও দাবি করেন সাজ্জাদ।

নিহতের পরিবারের অভিযোগ, হাসপাতালে নেওয়ার আগেই সুমির মৃত্যু হয়েছিল। বিষয়টি গোপন রেখে স্বজনদের না জানিয়ে লাশ সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছিল। এ নিয়ে হাসপাতালে স্বজনদের সঙ্গে কারখানা কর্তৃপক্ষের বিরোধ সৃষ্টি হয়।

আগামী ফ্যাশন লিমিটেডের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা সুমন জানান, লাশ হস্তান্তর নিয়ে বিরোধের জেরে স্বজন ও সহকর্মীরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। একপর্যায়ে তারা কারখানার এক কর্মকর্তাকে অবরুদ্ধ করে রাখেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং ঐ কর্মকর্তাকে উদ্ধার করে। পরে নিহতের লাশ থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

আশুলিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তরিকুল ইসলাম জানান, লাশ উদ্ধার করে থানায় নেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বাংলাদেশ প্রতিদিন
রবিবার ॥ ১৮ অক্টোবর ২০২৬

রৌমারীর সড়কে প্রাণ গেল পাঁচজনের

কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি

কুড়িগ্রামের রৌমারীতে মালবোঝাই ট্রাকের ধাক্কায় ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার চালকসহ পাঁচজন নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে একই পরিবারের মা ও তাঁর দুই সন্তান রয়েছেন। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছে আরেক কিশোরী। গতকাল দুপুরে উপজেলার যাদুরচর ইউনিয়নের সায়েদাবাদ বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। জানা যায়, সড়কে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ব্যাটারিচালিত অটোরিকশাকে মালবোঝাই একটি ট্রাক সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তিনজনের মৃত্যু হয়। আহতদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়ার পথে আরও দুজন মারা যান। নিহতরা হলেন– উপজেলার চতলাকান্দা গ্রামের প্রভাষক শহিদুলের স্ত্রী লিপি খাতুন (৩২), তাঁর ছেলে রিশাদ (১২) ও মেয়ে তুরা (৭), জামালপুরের কাউনিয়ার চর এলাকার অজ্ঞাত অটোরিকশাচালক (৪০) এবং যাদুরচর ইউনিয়নের কর্তিমারী এলাকার বাদল মিয়ার স্ত্রী শরীফা বেগম (৪২)। এ ঘটনায় বৃষ্টি (১৭) নামে আরেক কিশোরী গুরুতর আহত হয়। প্রথমে তাকে রৌমারী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। রৌমারী থানার ওসি কাওসার আলী বলেন, নিহতদের লাশ পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। দুর্ঘটনায় জড়িত মালবোঝাই ট্রাকটিও পুলিশ হেফাজতে।

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার
২৫ আশ্বিন ১৪৩৩, ১০ অক্টোবর ২০২৬

ইটভাটার দেওয়াল ধসে দুই শ্রমিকের মৃত্যু

■ হোসেনপুর (কিশোরগঞ্জ) সংবাদদাতা

হোসেনপুরে ইটভাটায় কাজ করার সময় দেওয়াল ধসে দুই শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার বেলা ১২টার দিকে হোসেনপুর উপজেলার পুমদী ইউনিয়নের দক্ষিণ চরপুমদী একটি ইটভাটায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন একই ইউনিয়নের দক্ষিণ চরপুমদী গ্রামের মোহাম্মদ আলীর ছেলে মোহাম্মদ উৎপল ও ছফির উদ্দিনের ছেলে গোলাপ মিয়া।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার পুমদী ইউনিয়নের দক্ষিণ চরপুমদী এলাকার সজলের ইটভাটায় শুক্রবার সকাল থেকে কয়েকজন শ্রমিক কাজ করেছিলেন। দুপুর ১২টার দিকে একটি দেওয়াল ও দেওয়ালের উপরে রাখা ইটের সারি ভেঙে চার জন শ্রমিকের উপরে ধসে পড়ে। এ সময় স্থানীয় লোকজন চার জনকে উদ্ধার করলে ঘটনাস্থলেই দুজনের মৃত্যু হয়। আহত অপর দুজনকে হোসেনপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে ভর্তি করা হয়েছে। হোসেনপুর থানার ওসি মোহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম দুর্ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

বণিক বার্তা
রোববার, অক্টোবর ১৮, ২০২৬

সড়ক দুর্ঘটনা

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে চলন্ত কাভার্ড ভ্যানের পেছনে পিকআপের ধাক্কায় মো. রিয়াজ (২৮) নামের একজন নিহত হয়েছেন। তিনি পিকআপচালক। গতকাল ভোর সাড়ে ৪টার দিকে সোনাপাহাড় এলাকার ঘরতাকিয়া রাস্তার মুখে মহাসড়কের ঢাকামুখী লেনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত রিয়াজ রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার কলেজ গেট এলাকার আব্বাস আলীর ছেলে। জোরারগঞ্জ হাইওয়ে থানা পুলিশ ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত ইনচার্জ উপপরিদর্শক মো. আসাদুজ্জামান মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেন। বণিক বার্তা প্রতিনিধি, মিরসরাই

যুগান্তর | রোববার ১৮ অক্টোবর ২০২৬ | ২ কার্তিক ১৪৩৩

রৌমারীতে ট্রাকচাপায় এক পরিবারের ৩ জনসহ নিহত ৫

যুগান্তর ডেস্ক

কুড়িগ্রামের রৌমারী উপজেলায় ট্রাকচাপায় ইজিবাইকে থাকা পাঁচজন নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে তিনজন একই পরিবারের। সিলেটের জৈন্তাপুর উপজেলায় পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় শিশু ও নারীসহ তিনজন প্রাণ হারিয়েছেন। সড়ক দুর্ঘটনায় আরও দুই জেলায় প্রাণ গেছে তিন জনের। তাদের মধ্যে টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে দুজন ও চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে যুবক রয়েছেন। ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো সংবাদ-

কুড়িগ্রাম ও রৌমারী : নিহতরা হলেন—রৌমারী উপজেলার চরলাকান্দা গ্রামের শহিদুল প্রভাষকের স্ত্রী লিপি খাতুন, ছেলে রিশাদ ও মেয়ে তুবা। বাকি দুজনের মধ্যে অটোচালক ও যাদুরচর ইউনিয়নের কর্তিমারী গ্রামের বাদল মিয়ার স্ত্রী শরীফা বেগম রয়েছেন। এ ঘটনায় শরীফা বেগমের মেয়ে বৃষ্টি গুরুতর আহত হয়েছেন।



সিলেটে ৩ প্রাণহানি

শনিবার দুপুর আড়াইটার দিকে ময়মনসিংহ মহাসড়কে উপজেলার সায়েদাবাদ বাজারে দাঁড়িয়ে থাকা ইজিবাইকটিকে চাপা দেয় মালবাহী ট্রাক। এতে ঘটনাস্থলে তিনজন এবং রৌমারী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়ার পর দুজন মারা যান। রৌমারী থানার ওসি কাউসার আলী ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন।

রৌমারী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আব্দুস সামাদ জানান, হাসপাতালে দুজন চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। আহত আরেকজনকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

সিলেট : জৈন্তাপুর উপজেলায় সিলেট-তামাবিল মহাসড়কে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতরা হলেন—গোয়াইনঘাট উপজেলার পশ্চিম মাখেরপাড়া গ্রামের হাসানুজ্জামানের তিন মাসের শিশুসন্তান আয়াত এবং অজ্ঞাত নারী ও পুরুষ। শনিবার দুপুর সাড়ে ১২টায় মহাসড়কের বিরাইমারা সেতুর পাশে দুটি প্রাইভেটকারের মুখোমুখি সংঘর্ষে শিশু আয়াত নিহত হয়। দুর্ঘটনায় শিশুটির মা মারজানা আক্তার গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এ দুর্ঘটনার ১৫ মিনিট আগে একই মহাসড়কের ফেরিঘাট কাটাগাং এলাকায় জাফলংগামী পর্যটকবাহী বাসের সঙ্গে পাথরবোঝাই ট্রাকের সংঘর্ষে বাসের একাধিক যাত্রী আহত হন। পরবর্তীতে ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় অজ্ঞাত এক নারী ও এক পুরুষ মারা যান।

মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) : যাত্রীবাহী বাস, পিকআপ ও মোটরসাইকেলের ত্রিমুখী সংঘর্ষে নিহতরা হলেন—টাঙ্গাইলের বাসাইল উপজেলার বাসিন্দা মোটরসাইকেল আরোহী আসিফ এবং সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ার বাসিন্দা পিকআপের হেলপার আব্দুর রহিম। শনিবার ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের মির্জাপুর উপজেলার জামুর্কী এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

ফটিকছড়ি (চট্টগ্রাম) : মোটরসাইকেল ও অটোরিকশার সংঘর্ষে নিহত সজিব রোসাংগিরী ইউনিয়নের মনুরবাড়ি এলাকার রফিকের ছেলে। শনিবার ফটিকছড়ি উপজেলার নানুপুর বাজার এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

যুগান্তর | শনিবার ১০ অক্টোবর ২০২৬ | ২৫ আশ্বিন ১৪৩৩

সড়ক বিভাজকে ধাক্কা

বাইক থেকে ছিটকে স্বামী নিহত, আহত নববধূ

যুগান্তর ডেস্ক

প্রবাস থেকে দেশে ফিরেছিলেন নতুন জীবনের স্বপ্ন নিয়ে। দুমাস আগে বিয়ে করে ঘরে তুলেছিলেন প্রিয়তমা স্ত্রীকে। সাজিয়েছিলেন সুখের সংসার। কিন্তু সেই সুখ দীর্ঘস্থায়ী হলো না। স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ি ফেরার পথেই না ফেরার দেশে চলে গেলেন চট্টগ্রামের রাউজানের প্রবাসী খোরশেদ আলম। দুর্ঘটনায় আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন নববিবাহিত স্ত্রী। শুক্রবার বিকালে রাউজানের বেরুলিয়া এলাকায় চট্টগ্রাম-রাঙামাটি সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। সিলেটের ওসমানীনগরে অ্যাম্বুলেন্স-মাইক্রোবাস-অটোরিকশার সংঘর্ষে দুই যুবক প্রাণ হারিয়েছেন। এছাড়া দুর্ঘটনায় তিন স্থানে আরও তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। তাদের মধ্যে ঢাকায় অটোরিকশাচালক, নাটোরে ব্যবসায়ী ও দিনাজপুরে যুবক রয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—



সিলেটে ত্রিমুখী সংঘর্ষে ঝরল দুই প্রাণ

তিন স্থানে নিহত আরও ৩

রাউজান : চাচাতো বোনের বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে স্ত্রীকে নিয়ে একটি কমিউনিটি সেন্টারে গিয়েছিলেন খোরশেদ। অনুষ্ঠান শেষে মোটরসাইকেলে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ির উদ্দেশে রওয়ানা হন তিনি। পথে গহিরা চৌমুহনীর আগে নবীন সেন স্কুলের বাঁকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়ক বিভাজকে ধাক্কা লাগে মোটরসাইকেলের। এতে স্বামী-স্ত্রী দুজনই ছিটকে সড়কে পড়ে আহত হন। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিলে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক খোরশেদকে মৃত ঘোষণা করেন। তার স্ত্রী হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। ১৪ অক্টোবর প্রবাসে যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন খোরশেদ।

ওসমানীনগর (সিলেট) : শুক্রবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে সিলেট-ঢাকা মহাসড়কের উপজেলার তাজপুর ইউনিয়নের বরায়া চাঁনপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন—সুহেল আহমদ ও খায়রুল ইসলাম। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন ছয়জন। নিহত সুহেল চাঁদপুর সদর উপজেলার মহামায়া গ্রামের বাসিন্দা এবং খায়রুল মতলব দক্ষিণ উপজেলার বাসিন্দা। সিলেট থেকে ঢাকাগামী অ্যাম্বুলেন্স ও সিলেটগামী

বাংলাদেশ প্রতিদিন | বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক | শনিবার ॥ ১০ অক্টোবর ২০২৬

ইঁদুর মারার ফাঁদে কৃষকের মৃত্যু

নোয়াখালীর সেনবাগে ধান খেতে ইঁদুর মারার জন্য দেওয়া বৈদ্যুতিক ফাঁদে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে শেখ খাজা মাইনুদ্দিন (৪৫) নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সকালে উপজেলার অর্জুনতলা ইউনিয়নের ঘোরকাটা গ্রামে একটি ধান খেতের পাশে তার লাশ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় এলাকাবাসী। এর আগে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় উপজেলার ঘোরকাটা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত খাজা মাইনুদ্দিনের বাড়ি দক্ষিণ ঘোরকাটা গ্রামে। ওসি হযরত আলী মিলন বলেন, 'অভিযোগের ভিত্তিতে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'–নোয়াখালী প্রতিনিধি

ইত্তেফাক | ৯ অক্টোবর ২০২৬

ভবন ভাঙার সময় ধসে আহত শ্রমিকের মৃত্যু

■ নওগাঁ প্রতিনিধি

নওগাঁর মান্দায় পুরোনো ভবন ভাঙার কাজ করার সময় ভবনের একাংশ ধসে গুরুতর আহত কেরামত উল্লাহ সরদার (৪০) নামের এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বুধবার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে তার মৃত্যু হয়। নিহত কেরামত উল্লাহ উপজেলার বিষ্ণুপুর ইউনিয়নের উত্তর চকরামরপুর গ্রামের মৃত অফের আলী সরদারের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত ৪ অক্টোবর কেরামত উল্লাহ উপজেলার কশব ইউনিয়নের তালপাতিল গ্রামে লুৎফর রহমানের একটি পুরোনো ভবন ভাঙার কাজে যান। ঐদিন সকাল ১০টার দিকে কাজ করার সময় হঠাৎ ভবনের একটি অংশ ধসে তার ওপর পড়ে। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করে মান্দা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকার পঙ্গু হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরবর্তীকালে অস্ত্রোপচারের জন্য বুধবার রাত ১০টার দিকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত দেড়টার দিকে তার মৃত্যু হয়। মান্দা থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আলেফ উদ্দিন বলেন, এ ঘটনায় নিহতের বোন ময়না বিবি বাদী হয়ে মান্দা থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা করেছেন।

যুগান্তর | শুক্রবার ৯ অক্টোবর ২০২৬ | ২৪ আশ্বিন ১৪৩৩

দুই ট্রাকের মাঝে চাপা পড়ে চালক নিহত

যুগান্তর ডেস্ক

দুই ট্রাকের মাঝে চাপা পড়ে খুলনা সিটি করপোরেশনের গাড়িচালক আব্দস সালাম প্রাণ হারিয়েছেন। বৃহস্পতিবার বেলা সোয়া ১১টার দিকে নগরের পাওয়ার হাউজ মোড়সংলগ্ন কেসিসির গ্যারেজে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়া দুর্ঘটনায় রাজধানীসহ পাঁচ স্থানে আরও আটজন নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে রাজধানীতে দুজন, গাজীপুরের টঙ্গীতে পোশাক শ্রমিক, ঢাকায় কাভার্ড ভ্যানচালক, চট্টগ্রামে নারীসহ তিনজন এবং ঝালকাঠিতে পথচারী রয়েছেন। **ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—**



পাঁচ স্থানে নারীসহ ঝরল আরও ৮ প্রাণ

ঢাকা : কুর্মিটোলা ও যাত্রাবাড়ীতে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় মিজান বেগম নামে এক নারী এবং শাওন নামে এক বাস চালকের সহকারী নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে কুর্মিটোলা হাসপাতালের সামনে রাস্তা পার হওয়ার সময় মোটরসাইকেল দেখে আতঙ্কিত হয়ে আইল্যান্ডে পড়ে যান মিজান বেগম। এতে তিনি মাথায় গুরুতর আঘাত পেয়ে মারা যান। মিজান কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার সুলতানপুর গ্রামের আলীর স্ত্রী। একই দিন যাত্রাবাড়ীর কোনাপাড়ায় বাস ও ট্রাকের সংঘর্ষে শাওন নামে ডিটিএল পরিবহণের বাসচালকের সহকারী নিহত হয়েছেন।

টঙ্গী পূর্ব (গাজীপুর) : টঙ্গীতে ইউনাইটেড পরিবহণের বাসচাপায় রহিমা বেগম নামে এক নারী পোশাক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা প্রায় আধা ঘণ্টা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। বৃহস্পতিবার রাত ১০টার দিকে গাজীপুরা এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

খুলনা : নিহত সালাম সোনাডাঙ্গা থানার ময়লাপোতা এলাকার মেছের আলীর ছেলে। বেলা সোয়া ১১টার দিকে বাইরে থেকে গাড়ি চালিয়ে গ্যারেজে প্রবেশ করেন বারেক। তিনি সালামকে গাড়ি সরিয়ে নিতে বললে সালাম তাকেই গাড়ি সরাতে বলেন। এরপর বারেক স্টার্ট দিলে গাড়িটি সামনের দিকে গিয়ে সালামকে ধাক্কা দেয়। দুই গাড়ির মাঝে চাপা পড়ে তিনি মাথায় গুরুতর আঘাত পান। খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

চট্টগ্রাম : চট্টগ্রামে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় তিনজন নিহত হয়েছেন। তারা হলেন—মোহাম্মদ খলিলুর রহমান, তামান্না সুলতানা ও মাসুম হাসান। বৃহস্পতিবার সকালে ইপিজেড থানা এলাকায় খলিল ও তামান্না কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় নিহত হন। বুধবার রাতে ডবলমুরিং থানার ধনিয়ালাপাড়া এলাকায় মাসুম হাসান ট্রাক চাপায় মারা যান। তার বাবার নাম রমজান আলী। সকালে মোটরসাইকেলে খলিল ও তামান্না কারখানায় যাচ্ছিলেন। ইপিজেড ৫ নম্বর সড়কে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় তারা গুরুতর আহত হন। তাদের উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। খলিল এনএইচপি ফ্যাশনে ও তামান্না সুলতানা স্মার্ট জ্যাকেট বিডি লিমিটেডে কর্মরত ছিলেন। অন্যদিকে বুধবার রাতে ধনিয়ালাপাড়া এলাকায় ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মোটরসাইকেল আরোহী মাসুমকে চাপা দেয়।

ধামরাই দক্ষিণ (ঢাকা) : ধামরাইয়ে বাস-কাভার্ড ভ্যান সংঘর্ষে চালক আবুবকর সিদ্দিকের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে ধামরাইয়ের শ্রীরামপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আবুবকর নেত্রকোনার সদর থানার বদনি গ্রামের নুর আলমের ছেলে।

ঝালকাঠি : রাজাপুরে বাসচাপায় পথচারী মতিউর রহমানের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার উপজেলার শুক্তাগড় ইউনিয়নের মোল্লারহাট এলাকায় বরিশাল-পিরোজপুর মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মতিউর শুক্তাগড় ইউনিয়নের মোল্লারহাট এলাকার মৃত সিরাজ উদ্দিনের ছেলে।

যুগান্তর
শুক্রবার ৯ অক্টোবর ২০২৬

রূপগঞ্জে স্টিল রোলিং মিলে বিস্ফোরণ, দগ্ধ ৪ শ্রমিক

যুগান্তর প্রতিবেদন, *নারায়ণগঞ্জ*

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে একটি স্টিল রোলিং মিলে বিস্ফোরণে চার শ্রমিক দগ্ধ হয়েছেন। বুধবার রাত ৯টার দিকে উপজেলার তারাব পৌরসভার আড়িয়াব এলাকার প্রিমিয়ার স্টিল রোলিং মিলে এ দুর্ঘটনা ঘটে। দগ্ধ শ্রমিকরা হলেন—আবির, নাবির, নাজমুল ও রকিব। তাদের মধ্যে আবিরের অবস্থা আশঙ্কাজনক। উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। অন্যদের স্থানীয় একটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রাত ৯টার দিকে মিল থেকে হঠাৎ বিকট বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। এতে চার শ্রমিক দগ্ধ হন। বিস্ফোরণের পর রোলিং মিল এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, বাত্তি লিক হয়ে গরম মালামাল নিচে পড়ে যাওয়ার সময় এ দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তবে বিস্ফোরণের প্রকৃত কারণ তাৎক্ষণিকভাবে নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

রূপগঞ্জ থানার ওসি এএইচএম সালাউদ্দিন বলেন, আড়িয়াব এলাকায় একটি রোলিং মিলে বাত্তি বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।

DHAKA FRIDAY OCTOBER 9, 2026
ASHWIN 24, 1433 BS
The Daily Star

2 RMG workers die as pick-up hits bike

STAFF CORRESPONDENT

Two ready-made garment workers were killed yesterday when a pick-up van hit their motorcycle in the EPZ area of Chattogram city, police said.

The accident occurred around 9:00am on Road-5.

The deceased were identified as Tamanna, from Bagerhat, and Md Khalil, a resident of the Free Port Newmoring area.

Police said Tamanna lived at Kalsir Dighir Par.

They were declared dead on arrival at Chattogram Medical College Hospital, said Inspector Nurul Alam, in-charge of the CMCH police outpost.

The bodies were kept at the CMCH morgue for autopsies, he added.

বাংলাদেশ প্রতিদিন
বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
শুক্রবার ॥ ৯ অক্টোবর ২০২৬

কেরানীগঞ্জে গার্মেন্ট পল্লিতে আগুন

কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) প্রতিনিধি

ঢাকার কেরানীগঞ্জে গার্মেন্ট পল্লির আবুল হোসেন মার্কেটে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল কালিগঞ্জ এলাকায় এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানান, বিকালে মার্কেট থেকে হঠাৎ ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়। মুহূর্তের মধ্যেই আগুন আশপাশে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। খবর পেয়ে কেরানীগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। কেরানীগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের কর্মকর্তা আক্তার হোসেন বলেন, 'আগুনের সূত্রপাত কীভাবে হয়েছে এবং এতে কী পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তা তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।'

কেরানীগঞ্জ উপজেলা ইউএনও উমর ফারুক বলেন, অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় সহকারী কমিশনার (ভূমি) দক্ষিণ রাজস্ব সার্কেলের কর্মকর্তা সাজিদ উল মাহমুদকে আহ্বায়ক করে পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি আগুনের কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তদন্ত করে প্রতিবেদন দেবে।

প্রথম আলো
মঙ্গলবার, ১৩ অক্টোবর ২০২৬,

মই থেকে পড়ে বিদ্যুৎকর্মীর মৃত্যু

নীলফামারীর সৈয়দপুরে গতকাল বিদ্যুতের কাজ করার সময় মই থেকে পড়ে হায়দার আলী (৪৭) নামের এক বিদ্যুৎকর্মীর মৃত্যু হয়েছে। প্রতিনিধি, সৈয়দপুর, নীলফামারী

ইত্তেফাক
৯ অক্টোবর ২০২৬

বিভিন্ন স্থানে সড়কে ঝরল তিন প্রাণ

আহত ৩

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় তিন জনের মৃত্যু হয়েছে। এসময় আহত হয়েছে আরো তিন জন। গতকাল বৃহস্পতিবার এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

খুলনা অফিস জানায়, খুলনা সিটি করপোরেশনের (কেসিসি) ময়লার কনটেইনারবাহী গাড়ির চাপায় আব্দুস সালাম (৪৮) নামে অন্য গাড়ির চালক নিহত হয়েছেন। বেলা ১১টার দিকে নগরীর শেরে বাংলা রোডের কেসিসির গ্যারেজের মধ্যে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আব্দুস সালাম নগরীর লবণচরা থানার নিজখামার এলাকার মেছের আলীর ছেলে।

কেসিসির যান্ত্রিক শাখার উপ সহকারী প্রকৌশলী মো. সেলিমুল আজাদ বলেন, খবর পেয়ে তিনি খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে যান। সেখানে গিয়ে জানতে পারেন, কেসিসির চালক আব্দুর বারেক ময়লার কনটেইনারবাহী গাড়িটি গ্যারেজ থেকে বের করার সময় পাশে থাকা অন্য চালক আব্দুস সালাম চাপা পড়েন। নিহত আব্দুস সালাম ও গাড়িচালক আব্দুর বারেক দুই জনই কেসিসির চালক পদে কর্মরত।

এ ব্যাপারে সোনাডাঙ্গা থানার ওসি মো. রফিকুল ইসলাম বলেন, 'ঘটনার পর কেসিসির পক্ষ থেকে আমাদের কিছু জানানো হয়নি। আমরা জানার পর দেখি, লাশ তার আত্মীয়স্বজন ও সহকর্মীরা নিয়ে গেছে। পরে আমরা লাশ আটক করি। এ ঘটনায় বেলা সাড়ে ৩টা পর্যন্ত থানায় কোনো মামলা হয়নি।'

যুগান্তর
মঙ্গলবার ১৩ অক্টোবর ২০২৬
২৮ আশ্বিন ১৪৩৩

রাজধানীতে দুই বাসের মাঝে পড়ে নারী নিহত

ছয় জেলায় নারী ও শিশুসহ আরও ৮ প্রাণহানি

যুগান্তর ডেস্ক

রাজধানীর ওয়ারীর টিকাটুলিতে দুই বাসের পাল্লাপাল্লিতে ধাক্কা লেগে এক নারীর প্রাণ গেছে। এছাড়া ছয় জেলায় নিহত হয়েছে আরও আটজন। তাদের মধ্যে গাজীপুরের কালীগঞ্জে পৃথক দুর্ঘটনায় দুজন, নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে যুবক ও বন্দরে পথচারী, মেহেরপুরে শিশু, লক্ষ্মীপুরে ভ্যানচালক, জয়পুরহাটে মোটরসাইকেল চালক ও মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগরে মোটরসাইকেল আরোহী রয়েছেন। স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

ঢাকা : রাজধানীর ওয়ারীর টিকাটুলিতে দুই বাসের পাল্লাপাল্লিতে ধাক্কা লেগে রিনা রানী দাস নামে এক নারী নিহত হয়েছেন। সোমবার দুপুর দেড়টার দিকে টিকাটুলি ফুটওভার ব্রিজের নিচে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় দোয়েল পরিবহণের বাসটি জব্দ এবং চালককে আটক করেছে পুলিশ। নিহত রিনার ছেলে প্রণয় ঘোষ জানান, তার ছোট ভাই পৃথু রাজ ঘোষ নবাবপুর স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থী। সোমবার দুপুরে ছেলেকে স্কুলে রেখে হেঁটে বাসায় ফিরছিলেন তার মা। এ সময় টিকাটুলি ফুটওভার ব্রিজের নিচে রাস্তা পার হওয়ার সময় বন্ধন পরিবহণ ও দোয়েল পরিবহণের দুটি বাসের পাল্লাপাল্লিতে দোয়েল পরিবহণের বাসের ধাক্কায় তিনি সড়কে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন। তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন।

কালীগঞ্জ (গাজীপুর) : অটোরিকশায় ট্রাকের ধাক্কায় নিহত শ্যামল রোজারিও কালীগঞ্জ উপজেলার তিরিয়া গ্রামের বাসিন্দা। সোমবার কালীগঞ্জ সরকারি শ্রমিক কলেজের সামনে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

নারায়ণগঞ্জ ও বন্দর : আড়াইহাজারে ট্রাক ও অটোরিকশার সংঘর্ষে নিহত সুজন উপজেলার বাল্টি এলাকার মালুপাড়ার বাসিন্দা। সোমবার উপজেলার পাল্লা এলাকায় রয়েল ফ্যাক্টরির সামনে দুর্ঘটনাটি ঘটে। বন্দরে গাড়ির ধাক্কায় নিহত আশরাফুল হক চাঁপাইনবাবগঞ্জের ভোলাহাট চরধরমপুরের শফিকুল ইসলামের ছেলে। সোমবার ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের বন্দরের কুতুবপুর এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

মেহেরপুর : স্কুল ছুটির পর বাড়ি ফেরার পথে গোল্ডেন পরিবহণের বাসচাপায় পিষ্ট ফাহিম মেহেরপুর সদরের রাজনগর গ্রামের ইসহাক আলীর ছেলে। নিহত ফাহিম রাজনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল। সোমবার একই গ্রামে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

লক্ষ্মীপুর : বালুবাহী ড্রাম ট্রাকচাপায় নিহত আবুল কালাম লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার শাকচর এলাকার মৃত আনু মিয়ার ছেলে। সোমবার সদর উপজেলার শাকচর ইউনিয়নের হাজিরবাজারে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

জয়পুরহাট : ট্রাকচাপায় নিহত মাহির ওয়াসিফ মিতুল ক্ষেতলাল উপজেলার সহলাপাড়া গ্রামের আনোয়ার হোসেনের ছেলে। রোববার রাতে জয়পুরহাট-বগুড়া আঞ্চলিক মহাসড়কের জয়পুরহাটের বানিয়াপাড়ায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

শ্রীনগর (মুন্সীগঞ্জ) : শ্যামলী পরিবহণের বাসের ধাক্কায় নিহত ফারদিন শ্রীনগর সদর ইউনিয়নের হরপাড়া এলাকার মিলনের ছেলে। সোমবার ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের শ্রীনগরে সমযপুর ফ্লাইওভারের ঢালে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

প্রথম আলো
বৃহস্পতিবার, ১৫ অক্টোবর ২০২৬,

টঙ্গীতে ওষুধ কারখানায় আগুন

গাজীপুর

ড্রাগ ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের একটি কারখানায় এ আগুন লাগে। কোনো হতাহতের তথ্য পাওয়া যায়নি।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা* ও **প্রতিনিধি,** *গাজীপুর*

গাজীপুরের টঙ্গীতে ওষুধ কোম্পানি ড্রাগ ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের কারখানায় আগুন লেগেছে। ফায়ার সার্ভিস, সেনাবাহিনী ও বিজিবি সদস্যদের প্রায় চার ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। এ ঘটনায় কোনো হতাহতের তথ্য পাওয়া যায়নি।

গতকাল বুধবার সকাল সোয়া ১০টার দিকে চেরাগ আলী এলাকায় কারখানার ইউনিট-২-এ এই ঘটনা ঘটে। ভবনটি চারতলাবিশিষ্ট। কারখানা কর্তৃপক্ষের ধারণা, বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হতে পারে। অন্যদিকে রাসায়নিক পদার্থ থেকে আগুন লাগতে পারে বলে ধারণা করছেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তারা।

কারখানার ভেতরে থাকা ওষুধ, উৎপাদনসংশ্লিষ্ট সরঞ্জাম ও অন্যান্য মালামাল আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণে সময় লাগবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।

কারখানার জ্যেষ্ঠ প্রশাসনিক কর্মকর্তা শহিদুল ইসলাম *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমাদের কারখানায় প্রায় ২০০ শ্রমিক কাজ করেন। হঠাৎ চতুর্থ তলা থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখে শ্রমিকেরা চিৎকার শুরু করেন। পরে জরুরি অ্যালার্ম বাজানো হয়। সব শ্রমিক দ্রুত ও নিরাপদে বের হয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন। আমাদের কারখানায় কোনো দাহ্য পদার্থ নেই। প্রাথমিকভাবে ধারণা করছি, বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়ে থাকতে পারে।'

> আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রায় চার ঘণ্টা লাগে। নির্বাপণের পুরো কাজ শেষ হতে আজ সারা দিন লাগতে পারে।
>
> ফায়ার সার্ভিসের ২১টি ইউনিটের পাশাপাশি সেনাবাহিনী ও বিজিবির সদস্যরাও আগুন নেভানোর কাজে অংশ নেন।

'আজকাই মনে হয় শেষ'

কারখানাটির শ্রমিক আফরোজা বেগম *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আগুনের ধোঁয়া যখন ছড়াইয়া পড়ল, তখন মনে হইছিল, আজকাই মনে হয় আমি শেষ। আর হয়তো বাঁইচা ফিরতে পারমু না। চারদিকে সব অন্ধকার হইয়া গেছিল। আগুনের ধোঁয়ায় চোখ জ্বালাপোড়া করতেছিল। কেমনে যে বাইর হইলাম, আল্লাহই জানে।'

কারখানাটির চতুর্থ তলার শ্রমিক রুমা আক্তার বলেন, সকালে কাজ শুরুর কিছুক্ষণ পর তাঁরা হঠাৎ ধোঁয়া বের হতে দেখেন। মুহূর্তের মধ্যে তা পুরো মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁরা দৌড়ে নিচে নেমে আসেন। নিচে নামার সময় তাঁদের এক সহকর্মী অচেতন হয়ে পড়েন। তাঁকেও বাইরে নিয়ে আসা হয়। ওই নারী বর্তমানে সুস্থ আছেন বলে রুমা জানান। ট্যাবলেট সেকশনের শ্রমিক মুসলিমা আক্তার বলেন, বাইরে বের হওয়ার পর তাঁরা দেখেন, কারখানাজুড়ে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে।

ফায়ার সার্ভিস জানায়, পর্যায়ক্রমে তাদের মোট ২১টি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করে। বেলা একটার দিকে সেনাবাহিনী ও বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সদস্যরাও আগুন নিয়ন্ত্রণের কাজে যোগ দেন। পরে বেলা দুইটার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসের জ্যেষ্ঠ স্টেশন কর্মকর্তা শাহিন আলম বলেন, আগুনের ভয়াবহতা বিবেচনায় বিভিন্ন স্টেশনের কর্মীরা সম্মিলিতভাবে অগ্নিনির্বাপণ কার্যক্রম চালান। ভবনটি ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম ও কাচ দিয়ে তৈরি হওয়ায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে বেগ পেতে হয়েছে। ভবনের বিভিন্ন অংশ দ্রুত পুড়ে যায়।

আগুন নিয়ন্ত্রণে আসার পর সাংবাদিকদের ব্রিফিং করেন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সুলতানুল আফরীন জুনাইদ। তিনি বলেন, আগুন লাগার সঠিক কারণ এখন পর্যন্ত নিশ্চিত হওয়া যায়নি। কারখানার চারতলার কেমিক্যাল থেকে আগুন লাগতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এখন ভেতরে থাকা আগুন পুরোপুরি নেভানোর কাজ চলছে। এই কাজ শেষ করতে আজ বৃহস্পতিবার সারা দিন লেগে যাবে বলে তিনি জানান। কারখানায় পরিপূর্ণ অগ্নিনির্বাপণব্যবস্থা ছিল কি না, সেটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

যুগান্তর
বুধবার ১৪ অক্টোবর ২০২৬
২৯ আশ্বিন ১৪৩৩

দাউদকান্দিতে গাড়িচাপায় স্বামী-স্ত্রী নিহত

যুগান্তর ডেস্ক

কুমিল্লার দাউদকান্দিতে গাড়িচাপায় স্বামী-স্ত্রী প্রাণ হারিয়েছেন। মঙ্গলবার ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের গৌরীপুর ইউনিয়নের হরিপুর মসজিদের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ফরিদপুরের ভাঙ্গায় ট্রাক-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে যুবক রাকেশ মজুমদারের মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনায় তার স্ত্রী আহত হয়েছেন। এছাড়া দুর্ঘটনায় পাঁচ স্থানে আরও পাঁচ জন নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে জয়পুরহাটে যুবক, মেহেরপুরে ভ্যানচালক, টাঙ্গাইলে গৃহবধূ এবং নওগাঁয় শিশু ও সিলেটে কিশোর রয়েছে। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

মেহেরপুর : গাংনীতে বাসের ধাক্কায় আব্দুস শুকুর নামের ভ্যানচালকের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের ছাতিয়ান ব্রিকস ফিল্ডের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। আব্দুস শুকুর গাংনী উপজেলার বাদিয়াপাড়া গ্রামের মৃত মনিরুদ্দিন মালিথার ছেলে।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ১৫ অক্টোবর ২০২৬
৩০ আশ্বিন ১৪৩৩

যুগান্তর
শনিবার ১৭ অক্টোবর ২০২৬

উত্তরায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে রেস্টুরেন্ট কর্মচারীর মৃত্যু

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর উত্তরায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মো. মুজাহিদ (২১) নামে এক রেস্টুরেন্ট কর্মচারীর মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১২টায় উত্তরার ১৭ নম্বর সেক্টরের আই ব্লকের একটি রেস্টুরেন্টের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ওই কর্মচারীর নাম মুজাহিদ। তিনি বরিশালের রাজাপুর উপজেলার নিজখালুয়া গ্রামের ইলিয়াস হাওলাদারের ছেলে।

মুজাহিদের সহকর্মী বিশ্বজিৎ জানান, তারা দুজন উত্তরার ১৭ নম্বর সেক্টরে বালি রেস্টুরেন্টের সামনে কাজ করছিলেন।

বার ২৯ আশ্বিন ১৪৩৩
Wednesday 14 October 2026

গাংনীতে বাসের ধাক্কায় ভ্যানচালক নিহত

প্রতিনিধি, মেহেরপুর

মেহেরপুরের গাংনীতে বাসের ধাক্কায় আব্দুস শুকুর (৬৫) নামের এক ভ্যানচালকের মৃত্যু হয়েছে। গত সোমবার সকাল ৯টার দিকে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের ছাতিয়ান ব্রিক ফিল্ড বাস স্ট্যান্ড এলাকায় এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত আব্দুস শুকুর গাংনী উপজেলার বাদিয়াপাড়া গ্রামের মৃত মনিরুদ্দিন মালিথার ছেলে। সে পেশায় এক জন পাখিভ্যান চালক।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, আজ সকালে আব্দুস শুকুর তার ভ্যান নিয়ে রাস্তা পার হচ্ছিলেন এ সময় কুষ্টিয়া থেকে মেহেরপুরের দিকে আসা একটি যাত্রীবাহি বাস (যাহার রেজিঃনং ঢাকা মেট্রো জ-১১-১০২৮) নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সজোরে ভ্যানকে ধাক্কা দেয়। বাসের ধাক্কায় ছিটকে রাস্তায় পড়ে গুরুতর আহত হয় ভ্যান চালক। স্থানীয়রা গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে দ্রুত বামন্দী আল-ফালা ক্লিনিকে নিয়ে গেলে চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করেন। এবং ভিকটিমের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন। কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর উপজেলার মশান বাজার নামক স্থানে পৌছুলে তিনি মৃত্যু বরণ করেন।

গাংনী থানা ওসি মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরি ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, দুর্ঘটনার সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছিলো। দুর্ঘটনার পর ঘাতক বাসের চালক ও হেলপার বাস ফেলে পালিয়ে যায়। বাসটি পুলিশ হেফাজতে রয়েছে। পরবর্তী আইনী কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

তরুণ ও কিশোরসহ সড়কে ঝরল ৯ প্রাণ

যুগান্তর ডেস্ক

সড়ক দুর্ঘটনায় ৯ জন প্রাণ হারিয়েছেন। বুধবার ও আগের দিন এসব দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতদের মধ্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দুই মোটরসাইকেল আরোহী, নাটোরে বৃদ্ধ, চট্টগ্রামে অটোচালক, পাবনায় নারী, খুলনায় ব্যবসায়ী, নীলফামারীতে তরুণ এবং হবিগঞ্জে কিশোর ও মৌলভীবাজারে গাড়িচালক রয়েছেন। ব্যুরো,

কমলগঞ্জ (মৌলভীবাজার) : কমলগঞ্জে মোটরসাইকেলসহ খাদে পড়ে মৌলভীবাজার প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের অবসরপ্রাপ্ত গাড়িচালক শ্যাম সুন্দর সিংহ প্রাণ হারিয়েছেন। তিনি উপজেলার হকতিয়ারখোলা এলাকার বাসিন্দা। মঙ্গলবার তিনি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন।

সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) : সীতাকুণ্ডে সড়ক দুর্ঘটনায় অটোরিকশাচালক শাহজাহান নিহত হয়েছেন। তিনি সীতাকুণ্ড উপজেলার পৌরসভার ৪নং ওয়ার্ডের মধ্যম মহাদেবপুর আবুল্যার বাড়ির জয়নাল আবেদীনের ছেলে। বুধবার সকালে উপজেলার পৌরসভা সদরের টেকনো ফিলিং স্টেশনের সামনে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের চট্টগ্রামমুখী লেইনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

চাটমোহর (পাবনা) : চাটমোহরে অটোরিকশা উলটে বৃদ্ধ হাসিনা খাতুন নিহত হয়েছেন। বুধবার দুপুরে চাটমোহর-টেবুনিয়া আঞ্চলিক সড়কের ভবানীপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও তিনজন। নিহত হাসিনা ঈশ্বরদী উপজেলার দিকমারী দেওয়ানপাড়া এলাকার মোস্তফা মোল্লার স্ত্রী।

যুগান্তর
শনিবার ১৭ অক্টোবর ২০২৬
১ কার্তিক ১৪৩৩

শ্যামলীতে ট্রাকের ধাক্কায় দুই নারী নিহত

যুগান্তর ডেস্ক

রাজধানীর শ্যামলীতে ট্রাকের ধাক্কায় দুই নারী নিহত হয়েছেন। শুক্রবার ভোরে মোহাম্মদপুরের শ্যামলী মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়া দুর্ঘটনায় পাঁচ স্থানে আরও ছয়জন প্রাণ হারিয়েছেন। তাদের মধ্যে ময়মনসিংহে দুই শ্রমিক, ভোলায় অটোচালক, বরগুনা ও ঠাকুরগাঁওয়ে দুই শিশু এবং বরিশালে বাইকচালক রয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

ত্রিশাল (ময়মনসিংহ) : ত্রিশালে কাভার্ডভ্যানের ধাক্কায় লেগুনার দুই শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় নারীসহ আহত হয়েছেন আরও ৯ শ্রমিক। শুক্রবার সকালে উপজেলার গুজিয়াম এলাকার বগার বাজারে নিগারজামান ফিলিং স্টেশনের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন— গফরগাঁও উপজেলার রসুলপুর গ্রামের মফিজুল হকের ছেলে মো. নাইম মিয়া (২৩) এবং ত্রিশাল উপজেলার হরিরামপুর ইউনিয়নের নিশুরকান্দা গ্রামের রায়েরগ্রাম এলাকার আব্দুস সোবহানের ছেলে কামাল ফকির (৪০)।

যুগান্তর
শনিবার ১৭ অক্টোবর ২০২৬

রাবি শিক্ষার্থীর গাড়িচাপায় রিকশাচালক নিহত

রাবি প্রতিনিধি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) এক শিক্ষার্থীর গাড়িচাপায় মো. শাহজালালী (৫০) নামের এক রিকশাচালক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন দুজন। শুক্রবার দুপুরে নগরীর তালাইমারী এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত শাহজালালী গোদাগাড়ী উপজেলার বাসিন্দা। অন্যদিকে অভিযুক্ত শিক্ষার্থীর নাম এসএম রিজন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী ও 'বেঙ্গল সিগনেচার' প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী। ঘটনার পর স্থানীয়রা গাড়িসহ রিজনকে আটক করেন। পরে পুলিশ গিয়ে তাকে গাড়িসহ থানায় নিয়ে যায়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, শুক্রবার দুপুরে ব্যক্তিগত গাড়ি নিয়ে দ্রুতগতিতে যাচ্ছিলেন রিজন। এ সময় গাড়িটি এক নারী পথচারীকে ধাক্কা দিলে তিনি সড়কের এক পাশে ছিটকে পড়েন। পরে গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আরও দুই রিকশাচালককে চাপা দেন। এতে ঘটনাস্থলেই এক রিকশাচালকের মৃত্যু হয়।

রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মুখপাত্র ডা. শামীম হাসান বলেন, 'আমাদের এখানে তিনজন চিকিৎসা নিতে আসেন। তাদের একজন মারা গেছেন। বাকি দুজনের চিকিৎসা চলছে।'

রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের (আরএমপি) অতিরিক্ত উপকমিশনার (মিডিয়া) গাজিউর রহমান বলেন, 'রিজনকে গাড়িসহ বোয়ালিয়া থানায় নেওয়া হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদে তার বিরুদ্ধে অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেলে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' বোয়ালিয়া থানার ওসি মাছুমমুস্তারি বলেন, 'নিহতের পরিবার মামলা করবে। বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।'

সময়ের আলো
শনিবার। ১৭ অক্টোবর ২০২৬।

সড়কে ঝরল পাঁচ প্রাণ

● সময়ের আলো ডেস্ক

সড়ক দুর্ঘটনায় রাজশাহীতে ১, নড়াইলে ১, বরিশালের বানারীপাড়ায় ১, বাগেরহাটের মোংলায় ১ এবং ভোলার চরফ্যাশনে একজনসহ সারা দেশে মোট পাঁচজন নিহত হয়েছেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন সময়ের আলোর প্রতিনিধিরা।

রাজশাহী : রাজশাহীতে রাবির শিক্ষার্থীর প্রাইভেটকারের চাপায় এক রিকশাচালক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও দুজন আহত হয়েছেন। শুক্রবার দুপুর ২টার দিকে নগরীর তালাইমারী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যক্তির নাম মো. শাহজালালী। অভিযুক্ত শিক্ষার্থীর নাম এস এম রিজন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী।

আরএমপির অতিরিক্ত উপ-কমিশনার (মিডিয়া) গাজিউর রহমান বলেন, 'ঘটনাস্থলে লোকজন জড়ো হতে থাকায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে তাকে গাড়িসহ থানায় নেওয়া হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদে তার বিরুদ্ধে অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেলে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

নড়াইল : নড়াইলে মোটরসাইকেল চাপায় মুক্তা রানী বিশ্বাস (৫০) নামে এক নারী শ্রমিক নিহত হয়েছেন। শুক্রবার সকালে নড়াইল সদর উপজেলার গোবরা মিত্র কলেজের সামনে গোবরা বাজার আঞ্চলিক সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নড়াইল সদর থানার ওসি রাসেল সরোয়ার বলেন, পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। নিহতের পরিবার এ ঘটনায় কোনো অভিযোগ করেনি। অভিযোগ দিলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বানারীপাড়া : ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের গৌরনদী উপজেলার বাথী ইউনিয়নের পল্লীবিদ্যুৎ অফিসের সামনে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় একজন নিহত হয়েছেন। গৌরনদী হাইওয়ে থানার এসআই মোহাম্মাদ রোমান জানিয়েছেন, ঢাকাগামী হানিফ পরিবহনের সঙ্গে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এ সময় মোটরসাইকেলটি হানিফ পরিবহনের নিচে ঢুকে যায়।

বাগেরহাট : বাগেরহাটের মোংলায় ইপিজেডের সামনের সড়কে কাকলী বেগম (২৮) নামে এক অন্তঃসত্ত্বা পোশাক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এ বিষয়ে মোংলা থানার ওসি মো. আতিকুর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। নিহতের পরিবারের সিদ্ধান্ত ও অভিযোগের প্রেক্ষিতে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

চরফ্যাশন : ভোলার চরফ্যাশন আঞ্চলিক মহাসড়কে দুটি সিএনজির মুখোমুখি সংঘর্ষে এক চালক নিহত হয়েছেন। শুক্রবার দুপুর ১টার দিকে ডাওরী বাজারের উত্তর পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

সংবাদ
শনিবার ৩ কার্তিক ১৪৩৩
Monday 19 October 2026

রায়পুরে মন্দিরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ১ জনের মৃত্যু

সংবাদদাতা, রায়পুর (লক্ষ্মীপুর)

লক্ষ্মীপুরের রায়পুরে দুর্গাপূজার প্রস্তুতির সময় মন্দিরে বৈদ্যুতিক কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে কামাল হোসেন (৪৫) নামের এক ডেকোরেটর কর্মীর মৃত্যু হয়েছে। গত শনিবার সন্ধ্যায় উপজেলার চরপাতা ইউনিয়নের চরপাতা গ্রামের সর্বজনীন শ্রীশ্রী গোপাল গিরিধারী মন্দিরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। কামাল হোসেন বরিশালের মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলার পশ্চিম কাদিরা গ্রামের বাসিন্দা। তিনি চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে একটি ডেকোরেটরের দোকানে কাজ করতেন।

মন্দির কর্তৃপক্ষ জানায়, শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে মন্দিরে সাজসজ্জা ও বৈদ্যুতিক কাজ করছিলেন কামাল। এ সময় তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে নিচে পড়ে গুরুতর আহত হন। পরে তাকে রায়পুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেয়া হলে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ফৌজিয়া মোস্তফা মৃত ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আজিজুন নাহার ও রায়পুর থানার ওসি নিজাম উদ্দিন ভূঁইয়া। এ সময় উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি তপন চন্দ্র ভক্ত, সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ কুমার রায় এবং গিরিধারী মন্দিরের সভাপতি সমীর কর্মকারসহ মন্দির কমিটির নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

সমকাল
মঙ্গলবার। ২৭ অক্টোবর ২০২৬

প্লাস্টিক কারখানায় আগুন, একজন নিহত

■ কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) প্রতিনিধি

ঢাকার কেরানীগঞ্জ উপজেলায় একটি প্লাস্টিক কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। অগ্নিদগ্ধ হয়ে নিহত হয়েছেন একজন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন দুজন। গতকাল সোমবার দুপুরে নারিকেলবাগ এলাকায় আমান প্লাস্টিক কারখানায় এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। দুই ঘণ্টার চেষ্টায় দুপুর ২টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে বলে জানান ফায়ার সার্ভিসের সহকারী পরিচালক (ঢাকা) কাজী নজমুজ্জামান।

আগুনে নিহতের নাম সাকিব হাসান (১৮)। আহতরা হলেন– মানিক আহমেদ (৪০) ও রাকিব হোসেন (১৮)। দুজনকে প্রথমে ঢাকার স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ (মিটফোর্ড) হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে সেখান থেকে মানিক আহমেদকে জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁর শরীরের প্রায় ১০০ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে।

ফায়ার সার্ভিস সদরদপ্তরের মিডিয়া বিভাগের কর্মকর্তা তালহা বিন জসিম জানান, সোমবার দুপুর ১২টা ২৫ মিনিটে আগুনের খবর পায় ফায়ার সার্ভিস। ১২টা ৩২ মিনিটে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা সেখানে পৌঁছান। প্রথমে পাঁচটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। পরে আরও তিনটি ইউনিট এতে যোগ দেয়।

কহিনুর আক্তার নামে এক শ্রমিক বলেন, 'আগুন লাগার পরেই চারদিকে ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ে। আমরা দ্রুত নিচে নামি। আটতলা ভবন থেকে নামতে অনেকের কষ্ট হয়েছে। কেমিক্যাল দিয়ে কাজ করা অনেক ঝুঁকিপূর্ণ।'

ভবনের দারোয়ান লাল মিয়া বলেন, 'দুপুরে হঠাৎ ওপর থেকে শ্রমিকরা ছুটাছুটি করে নিচে নামেন। সবাই আগুন আগুন বলে চিৎকার দিচ্ছিলেন। আমি বিদ্যুৎ লাইন বন্ধ করে দিই। ফায়ার সার্ভিস এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে।'

আতাগুর এলাকার বাসিন্দা প্রত্যক্ষদর্শী জাকির হোসেন বলেন, দুপুর ১২টায় কালিন্দী ইউনিয়নের আমান প্লাস্টিকের কারখানায় আগুন লাগে। এ সময় কেরানীগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস অফিসে খবর দেওয়া হয়। ফায়ার সার্ভিস কর্তৃপক্ষ এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য চেষ্টা করে। পরে ঢাকা থেকে ফায়ার সার্ভিসের আরও টিম ঘটনাস্থলে যায়। ঘটনাস্থলে সাকিব হাসানের মৃত্যু হয়।

ফায়ার সার্ভিসের সহকারী পরিচালক (ঢাকা) কাজী নজমুজ্জামান জানান, আটতলা ভবনের মালিক সাজাহান মজুমদার। ভবনটিতে প্লাস্টিকের খেলনা তৈরি হতো। তিনি বলেন, আগুন লাগার পর শ্রমিকরা ছুটাছুটি করে নেমে যান। দুই ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।

কেরানীগঞ্জ মডেল থানার ওসি রুহুল কুদ্দুস জানান, ভবনটিতে কেমিক্যাল মিশিয়ে খেলনা তৈরি হয়। কেমিক্যালের কারণেই আগুন লাগে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ওমর ফারুক বলেন, 'খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে যাই। উপজেলা প্রশাসন সর্বত্র সহযোগিতা করে। নিহতের পরিবারকে ২৫ হাজার টাকা ও আহত দুজনকে ১০ হাজার টাকা করে আর্থিক সহযোগিতা করা হয়েছে।'

যুগান্তর | শুক্রবার ১৬ অক্টোবর ২০২৬ | ৩১ আশ্বিন ১৪৩৩

ভাটারায় বাসের রেষারেষি প্রাণ হারাল হেলপার

যুগান্তর ডেস্ক

রাজধানীর ভাটারায় দুই বাসের রেষারেষিতে প্রাণ হারিয়েছেন এক চালকের সহকারী। বুধবার বিকালে ভাটারার নতুনবাজার যাত্রী ছাউনির সামনে রাইদা পরিবহণের চাপায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। তবে জানাজানি হয় বৃহস্পতিবার। এছাড়া দুর্ঘটনায় চার স্থানে আরও চারজন নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে হবিগঞ্জে বাইক আরোহী, জয়পুরহাটে চালক, নোয়াখালীতে শিশু ও নরসিংদীতে অটোরিকশা যাত্রী রয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—



চার স্থা আরও

ঢাকা : নিহত শিশির মিয়া ভিক্টর পরিবহণের বাসের হেলপার। বাড্ডাগামী রাইদা পরিবহণ ও ভিক্টর পরিবহণের দুই বাস রেষারেষি শুরু করে। একসময় রাইদা পরিবহণের বাস ভিক্টর পরিবহণের বাসকে একপাশ দিয়ে চাপ দিয়ে এগোতে যায়। এ সময় ভিক্টর বাসের দরজায় থাকা হেলপার শিশির মিয়া দুই বাস চাপায় ঘটনাস্থলেই মারা যান। শিশির গাজীপুরের টঙ্গীর নজরুল ইসলামের ছেলে।

জয়পুরহাট : জয়পুরহাটে মোটরসাইকেল-অটোরিকশা সংঘর্ষে চালক বিকাশ চন্দ্র কর্মকারের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে পৌর শহরের নতুনহাট কড়াই ফ্যাক্টরি মোড়ে জয়পুরহাট-আক্কেলপুর আঞ্চলিক সড়কে এ দুর্ঘটনাটি ঘটে। বিকাশ চন্দ্র কর্মকার বগুড়ার গাবতলী উপজেলার তেলিহাটা কর্মকার পাড়ার বাবলু কর্মকারের ছেলে।

ইজিবাইক উলটে শিশু নিহত হাসপাতালে মাসসহ দুজন

যুগান্তর ডেস্ক

ঝালকাঠির রাজাপুরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ইজিবাইক উলটে ১০ বছরের শিশুর মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনায় শিশুর মাসহ দুজন আহত হয়েছেন। টাঙ্গাইলের কালিহাতীতে দেওয়ালে বাসের ধাক্কায় সুপারভাইজারসহ দুজন নিহত হয়েছেন। এছাড়া গাজীপুরের কালিয়াকৈরে দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন এক তরুণ। এদিকে রংপুরের কাউনিয়ায় মাইক্রোবাস-লরি সংঘর্ষে অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—



দুই স্থানে ঝরল আরও ৩ প্রাণ

রাজাপুর (ঝালকাঠি) : মঙ্গলবার বিকালে রাজাপুর-পিরোজপুর মহাসড়কের নারিকেলবাড়িয়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আদিব উপজেলার দক্ষিণ তারাবুনিয়া এলাকার বাহরাইন প্রবাসী রিয়াজ বিশ্বাসের ছেলে। আহতরা হলেন আদিবের মা নিশাত সুলতানা ও ইজিবাইকচালক হেমায়েত তালুকদার। ইজিবাইকটি রাজাপুর থেকে দক্ষিণ তারাবুনিয়া যাওয়ার পথে চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে যায়। স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে রাজাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে চিকিৎসক শিশু আদিবকে মৃত ঘোষণা করেন।

কালিহাতী (টাঙ্গাইল) : কালিহাতীতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দেওয়ালে বাসের ধাক্কায় সুপারভাইজারসহ দুজন নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন তিনজন। সোমবার রাতে ঢাকা-যমুনা সেতু মহাসড়কের কালিহাতীর পৌলি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন বাসের সুপারভাইজার মিনাল। তিনি শেরপুর সদর উপজেলার কৃষ্ণপুর গ্রামের মিনাজ উদ্দিনের ছেলে এবং বাসযাত্রী ওবায়দুল। তিনি বকশীগঞ্জ উপজেলার নয়াপাড়া গ্রামের মৃত আশাব আলীর ছেলে।

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) : কালিয়াকৈরে টমটম-পিকআপ সংঘর্ষে তরুণ শাকিল হোসেনের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার বিকালে কালিয়াকৈর-চন্দ্রাগান সড়কে দুর্ঘটনা ঘটে। শাকিল গাজীপুর সদর থানার সালনা টেকিবাড়ি এলাকার কালু মিয়ার ছেলে।

কাউনিয়া (রংপুর) : কাউনিয়ায় মাইক্রোবাস-লরি সংঘর্ষে ১০ জন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে মাইক্রোচালক মজনু মিয়াসহ তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। মঙ্গলবার বিকালে উপজেলার মীরবাগ মহেশা ড্রাইভারপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। দিনাজপুরের পূজামণ্ডপ দেখতে উপজেলার বালাপাড়া ইউনিয়নের গাজীরহাট এলাকা থেকে শিশু ও যুবকসহ প্রায় ১৪ যাত্রী মাইক্রোবাসে যাচ্ছিলেন। ওই এলাকায় পৌঁছালে লরির সঙ্গে মাইক্রোর সংঘর্ষ হয়।

প্রথম আলো
বুধবার, ২১ অক্টোবর ২০২৬

চালক ঘুমাচ্ছিলেন, বাসটি চালাচ্ছিলেন সুপারভাইজার

নাটোরে বাস-ট্রাক সংঘর্ষ

যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে বালুবোঝাই ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে ১৪ জন নিহত হন, আহত অন্তত ৩২।

প্রতিনিধি, *নাটোর*

নাটোরের বনপাড়ায় আরপি স্পেশাল পরিবহনের বাসটি দুর্ঘটনার সময় চালাচ্ছিলেন সুপারভাইজার সোহেল রানা। এ সময় চালক ও সহকারী পেছনের সিটে ঘুমাচ্ছিলেন। ওই বাসের তিনজন যাত্রী এ তথ্য জানিয়েছেন।

দুর্ঘটনায় সোহেল রানাও (৩৮) নিহত হন। তাঁর বাড়ি রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার ফরাদপুর গ্রামে। তাঁর স্ত্রী ও দুই ছেলেমেয়ে। তাঁর পরিবারের সদস্যরা জানান, সোহেল রানা আগে বাসের চালক ছিলেন। বছর দুয়েক আগে তিনি বাসের সুপারভাইজার হিসেবে কাজ শুরু করেন।

গতকাল মঙ্গলবার ভোর চারটার দিকে নাটোরের বড়াইগ্রাম উপজেলার বনপাড়া পুলিশ তদন্তকেন্দ্রের সামনে নাটোর-পাবনা মহাসড়কে আরপি স্পেশাল পরিবহনের একটি বাসের সঙ্গে বালুবোঝাই একটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।



ব্যবসায়ী সোহাগ শিকদারের স্বজনদের আহাজারি। গতকাল শরীয়তপুরের জাজিরার ডুবিসায়বরে। ছবি : প্রথম আলো

এতে ১২ জন নিহত হন। আহত হন অন্তত ৩২ জন।

আহত রমজান আলী বনপাড়া পাটোয়ারী হাসপাতালে ভর্তি হন। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে অন্য হাসপাতালে নেওয়া হয়। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, 'আমি চালকের সিটের দুই সিট পেছনে ছিলাম। বাসটি রাত আনুমানিক তিনটার দিকে পাবনার ঈশ্বরদীতে পৌঁছালে চালকের আসন থেকে চালক উঠে যান এবং সুপারভাইজার বাস চালাতে শুরু করেন। বাসের দরজা বন্ধ করে চালক ও তাঁর সহকারী পেছনের সিটে ঘুমাতে যান। ঘণ্টাখানেক পর বাসটি বনপাড়ায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।'

বাসের দুই যাত্রী ইয়াকুব আলী ও আবদুস সালাম আহত হয়ে বনপাড়া পাটোয়ারী হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁরা জানান, দুর্ঘটনার সময় সুপারভাইজার বাসটি চালাচ্ছিলেন। চালক ও হেলপার (চালকের সহকারী) পেছনের সিটে ছিলেন। বাসটি বরগুনা জেলা শহর থেকে ছেড়ে আসে সোমবার সন্ধ্যা সাতটার দিকে। ঈশ্বরদীতে কিছু সময় বিরতি দিয়ে আবার যাত্রার সময় চালকের আসনে বসেন বাসটির সুপারভাইজার। এর কিছু সময় পর দুর্ঘটনা ঘটে।

গতকাল দুপুরে ফরাদপুর গ্রামে সোহেল রানার লাশ এসে পৌঁছায়। তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখা যায়, পরিবারের সদস্য ও স্বজনেরা আহাজারি করছেন। প্রতিবেশী ও এলাকার লোকজন সেখানে ভিড় জমিয়েছেন। সোহেল রানার স্ত্রী ডলি বেগম বলেন, তাঁর স্বামী আগে বাস চালাতেন। বছর দুয়েক আগে তিনি বাসের সুপারভাইজার হিসেবে কাজ শুরু করেন।

দুর্ঘটনাকবলিত বাস চালানোর বিষয়ে বনপাড়া হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আলমগীর হোসেন বলেন, দুর্ঘটনার বিষয়টি তদন্ত করা হবে। তদন্ত না করে এ ব্যাপারে নিশ্চিত কিছু বলা যাচ্ছে না।

৯ জনের পরিচয় জানা গেছে

নাটোর ফায়ার সার্ভিস ও বড়াইগ্রাম থানা সূত্রে জানা যায়, ঘটনাস্থলে ৯ জন নিহত হন। পরে বিভিন্ন হাসপাতালে আরও পাঁচজন মারা যান।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

বাসটি চালাচ্ছিলেন সুপারভাইজার

যুগান্তর | বুধবার ২৮ অক্টোবর ২০২৬ | ১২ কার্তিক ১৪৩৩

দাঁড়ানো যাত্রীদের লরি চাপা, ঝরল ৫ প্রাণ

যুগান্তর ডেস্ক

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে লরিচাপায় পাঁচ বাসযাত্রী নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত আটজন। সোমবার মধ্যরাতে উপজেলার ছোট কুমিরা রয়েল সিমেন্ট গেটের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। কুড়িগ্রামে বাস-অটোরিকশা সংঘর্ষে মা-মেয়ের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া দুর্ঘটনায় পাঁচ স্থানে আরও ছয়জনের প্রাণ গেছে। তাদের মধ্যে মানিকগঞ্জে পথচারী, ময়মনসিংহে নিরাপত্তাকর্মী, মাগুরা ও সিরাজগঞ্জে দুই যুবক এবং বগুড়ায় নারীসহ দুজন রয়েছেন। **ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—**

চট্টগ্রাম : নিহতরা হলেন—নগরীর পাঁচলাইশ থানার মোহাম্মদ এলাকার ইসহাকের বাড়ির মো. আবদুল হাইয়ের মেয়ে ফাতেমা আক্তার, কিশোরগঞ্জের কটিয়াদি থানার বেতাল গ্রামের আবদুল হাসিমের মেয়ে আবসা, একই জেলা তাড়াইল থানার বেলংকার গ্রামের মো. রইছ উদ্দিনের ছেলে মো. আবু সিদ্দিক, নেত্রকোনার মদন থানার জাওলা গ্রামের নিজাম উদ্দিনের মেয়ে স্বপ্না আক্তার ও একই জেলার মদন থানার শিবাশ্রম গ্রামের আজহারুলের ছেলে রাকিব। হাইওয়ে পুলিশের বার আউলিয়া থানার ওসি মো. শামীম আলম জানান, 'যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেওয়ায় মেরামতের জন্য কুমিরা রয়েল গেট এলাকায় শাপলা এন্টারপ্রাইজের বাসটি দাঁড়ানো ছিল। যাত্রীরা বাস থেকে নেমে কয়েকজন রাস্তার পাশে বসে ছিলেন। হঠাৎ করে একটি লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাদের চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তিনজন মারা যান। আহত ছয়জনকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। এ ঘটনায় ৫ জনের মৃত্যু হয়।

এদিকে একমাত্র ছেলে সন্তান মারা যাওয়ায় পাগলপ্রায় হয়ে গেছেন রাকিবের বাবা আজহারুল ও তার মা ফাতেমা বেগম। তারাও দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার চমেক হাসপাতালে গিয়ে দেখা যায়, শরীরে ব্যান্ডেজ নিয়ে রাকিবের লাশের পাশে বিলাপ করছেন তার বাবা-মা। মেঝেতে বসে কাঁদতে কাঁদতে বারবার ছেলের নাম ধরে ডাকছেন ফাতেমা বেগম। পাশে আত্মীয়-স্বজনরা তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। আজহারুল পেশায় অটোরিকশাচালক। ৫ বছর ধরে চট্টগ্রামের পতেঙ্গা স্টিলমিল এলাকার নারিকেল তলায় ভাড়া বাসায় থাকতেন পরিবার নিয়ে। তার মেয়ে সাদিয়া আক্তার গার্মেন্টে চাকরি করেন। মেয়েকে চট্টগ্রামে রেখেই স্ত্রী আর ছেলেকে নিয়ে গ্রামের বাড়িতে স্থায়ী বসবাসের জন্য ফিরতে চেয়েছিলেন আজহার।

মানিকগঞ্জ : পাটুরিয়া লঞ্চঘাট এলাকায় সেলফি বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে সুজাত নামের পথচারীর মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে পাটুরিয়া লঞ্চঘাট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। সুজাত শিবালয় উপজেলার দাসকান্দি গ্রামের সদর উদ্দিনের ছেলে। পেশায় তিনি অটোরিকশাচালক। এ নিয়ে সেলফি পরিবহণের বাসচাপায় চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে জেলায় নিহতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১০ জনে।

কুড়িগ্রাম : সদর উপজেলায় বাস-অটোরিকশা সংঘর্ষে মা-মেয়ের মৃত্যু হয়েছে। নিহতরা হলেন—মা আদুরী বালা ও মেয়ে শিশু মনিকা মালী। সোমবার কাঁঠালবাড়ী বিদ্যাকানন স্কুলের সামনে তারা দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। দুর্ঘটনায় অটোচালক মোজাম্মেল হক ও মনিকার বাবা গুরুতর আহত অনন্ত মালী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। গুরুতর আহত আদুরী বালা ছয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। তারা লালমনিরহাটের বড়বাড়ী থেকে কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার বেলগাছা ইউনিয়নের ত্রিমোহনী মুক্তারাম এলাকায় ফেরার সময় দুর্ঘটনাটি ঘটে।



কুড়িগ্রামে বাস-অটো সংঘর্ষে মা-মেয়ের মৃত্যু

পাঁচ স্থানে ঝরল আরও ৬ প্রাণ

ত্রিশাল (ময়মনসিংহ) : ত্রিশালে বাসের ধাক্কায় নিরাপত্তাকর্মী আলমগীর হোসেন নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত ১৫ জন। সোমবার রাতে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের ত্রিশালের বৈলর এলাকায় আরএফএল কোম্পানির ডিপোর প্রধান ফটকের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। আলমগীর ত্রিশাল উপজেলার ধলাইমান এলাকার নিজাম উদ্দিনের ছেলে।

মাগুরা : মাগুরায় সড়ক দুর্ঘটনায় যুবক আব্দুল্লাহ শেখের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে মাগুরা-ফরিদপুর সড়কের বেলনগর সরকারি হাঁস প্রজনন কেন্দ্রের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আব্দুল্লাহ শেখ বেলনগর গ্রামের বাকি শেখের ছেলে। তিনি পেশায় কৃষক ছিলেন।

বগুড়া : নন্দীগ্রামে সড়ক দুর্ঘটনায় বৃদ্ধ আব্দুর রহমান খোকা ও গৃহবধূ রাবেয়া আক্তার মিতুর মৃত্যু হয়েছে। সোমবার এসব দুর্ঘটনা ঘটে। খোকা পালি গ্রামের মৃত ইছার উদ্দীনের ছেলে। মিতু উপজেলার খালতা মাঝগ্রাম ইউনিয়নের মাঝগ্রাম গ্রামের শাকিল আহম্মেদের স্ত্রী।

উল্লাপাড়া (সিরাজগঞ্জ) : উল্লাপাড়ায় মোটরসাইকেল-ট্রাক সংঘর্ষে যুবক আব্দুস সালাম নিহত হয়েছেন। তিনি সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলার নিমগাছি গ্রামের আমজাদ হোসেনের ছেলে। মঙ্গলবার সলঙ্গা থানার গোজা-জগজীবনপুর আঞ্চলিক সড়কে চরবেড়া গ্রামের পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে ৯ জনের পরিচয় জানা গেছে। তাঁরা হলেন চালক রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার আবুল কালাম আজাদ (৩২), সুপারভাইজার সোহেল রানা (৩৮), শরীয়তপুরের জাজিরার কাজীরহাট গ্রামের সোহাগ হোসেন (৩০), বড়কান্দি গ্রামের জুয়েল রানা (৪০), ডুবিসাহেবের গ্রামের জাহান উদ্দিন মোল্লা (৪৫), কাজীরহাট গ্রামের শাহীন হোসেন (২৫), রাজশাহীর বাগমারা উপজেলার কোনোপাড়া গ্রামের আনোয়ার হক (৩০), পটুয়াখালীর মির্জাগঞ্জ উপজেলার সুবিদখালী গ্রামের শহিদুল ইসলাম (৪০) ও তাঁর মেয়ে তাছফিয়া খাতুন (৮)।

আহত ব্যক্তিদের মধ্যে নিহত শহিদুল ইসলামের স্ত্রী রুবিনা আক্তার বনপাড়া পাটোয়ারী হাসপাতালে ভর্তি আছেন। এখানে আরও চিকিৎসা নেন চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর উপজেলার রমজান আলী (২৮), দিনাজপুরের ইয়াকুব আলী (৩৪), চাঁদপুরের আবদুস সালাম (২২)। অন্যদের নাটোর সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে তাঁদের মধ্যে গুরুতর আহত ৭-৮ জনকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

দুর্ঘটনার পর মহাসড়ক দিয়ে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এতে ওই এলাকায় দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। পরে খবর পেয়ে হুইপ রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু, নাটোর-৪ আসনের সংসদ সদস্য আবদুল আজিজ, জেলা প্রশাসক মোছা. সুমনী আক্তার, পুলিশ সুপার মোহাম্মদ শরীফুল হক ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

বনপাড়া হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আলমগীর হোসেন জানান, পরিবারের লোকজন যাঁদের শনাক্ত করে আবেদন করেছেন, তাঁদের কাছে মরদেহ হস্তান্তর করা হয়। দুর্ঘটনাকবলিত বাসটি জব্দ করে থানায় নেওয়া হয়।

সমকাল

শুক্রবার | ২৩ অক্টোবর ২০২৬

সেপটিক ট্যাঙ্কে নেমে প্রাণ গেল দুজনের

■ বানারীপাড়া (বরিশাল) প্রতিনিধি

বরিশালের বানারীপাড়ায় নির্মাণাধীন ভবনের সেপটিক ট্যাঙ্কে কাজ করার সময় দুজন মারা গেছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডে এ ঘটনা ঘটে। অক্সিজেনের অভাবে তারা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন বলে জানা গেছে।

মৃত শ্রমিকরা হলেন– উপজেলার সলিয়াবাকপুর গ্রামের মজিদ মোল্লার ছেলে জামাল হোসেন (৫২) ও বানারীপারা পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের মো. চুন্নু মিয়ার ছেলে মো. সোহাগ (৩৫)। তাদের মধ্যে মো. সোহাগ নির্মাণাধীন ভবনের সাইট ঠিকাদার ছিলেন, জামাল শ্রমিকের কাজ করতেন।

স্থানীয় সূত্র জানায়, পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের নির্মাণাধীন বাড়ির মালিক মো. রিয়াজ হোসেন খান। গতকাল দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে সেপটিক ট্যাঙ্কের ভেতরে সেন্টারিংয়ের কাঠ খুলতে নেমেছিলেন সোহাগ ও জামাল। এক পর্যায়ে তারা অক্সিজেন সংকটে অসুস্থ হয়ে পড়েন।

বানারীপাড়া ফায়ার সার্ভিসের টিম লিডার ও ভারপ্রাপ্ত স্টেশন অফিসার মো. আনোয়ার হোসেন বলেন, সেপটিক ট্যাঙ্কে মিথেন গ্যাস জমা হয়েছিল। পাশাপাশি পানিও জমে। দুজনকে উদ্ধারের আগে ভেন্টিলেশন ফ্যানের মাধ্যমে গ্যাস অপসারণ করতে হয়েছে।

বানারীপাড়া থানার ওসি মজিবুর রহমানের ভাষ্য, নির্মাণাধীন বিল্ডিংয়ের সেপটিক ট্যাঙ্কে নেমে দুজন সেন্টারিংয়ের কাঠ সরানোর কাজ করছিলেন। এ সময় অক্সিজেনের অভাবে তারা অসুস্থ হয়ে পড়েন। খবর পেয়ে বানারীপাড়া ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থল থেকে তাদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। নিরীক্ষা করে চিকিৎসকরা জামাল ও সোহাগকে মৃত ঘোষণা করেন।

যুগান্তর

বৃহস্পতিবার ২২ অক্টোবর ২০২৬ | ৬ কার্তিক ১৪৩৩

খুঁটিতে মাইক্রোবাসের ধাক্কা, মা-মেয়ে নিহত

খুলনা : খুলনা-সাতক্ষীরা মহাসড়কে দুর্ঘটনায় ট্রাকচালক ও দুই মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। বুধবার দুপুরে এবং মঙ্গলবার রাতে উপজেলার আঠারমাইল এলাকায় এসব দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ট্রাকচালকের নাম জিন্নাত মিয়া। তিনি মুন্সীগঞ্জের মোক্তারপুর গ্রামের বাসিন্দা। নিহত অন্য দুজন হলেন—ডুমুরিয়া উপজেলার নরনিয়া গ্রামের মৃত আব্দুল বারিক গাজীর ছেলে আব্দুর রউফ গাজী এবং একই গ্রামের আব্দুল মালেক সরদারের ছেলে ইউনুস সরদার।

প্রথম আলো
শুক্রবার, ২৩ অক্টোবর ২০২৬, ৭

অটোরিকশার চার যাত্রীসহ পাঁচ জেলায় সাতজন নিহত

সড়ক দুর্ঘটনা

মানিকগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জে অটোরিকশার চার যাত্রী নিহত। কুমিল্লায় মোটরসাইকেল আরোহী স্কুলছাত্র, নীলফামারীতে ব্যবসায়ী ও ঢাকায় যুবক নিহত।

প্রথম আলো ডেস্ক

রাজধানী ঢাকাসহ দেশের পাঁচ জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় অন্তত সাতজন নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে মানিকগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জে দুজন করে এবং ঢাকা, কুমিল্লা ও নীলফামারীতে একজন করে নিহত হয়েছেন।

গত বুধবার বিকেল থেকে গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরের মধ্যে এসব দুর্ঘটনা ঘটে। প্রথম আলোর প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর

মানিকগঞ্জের শিবালয় উপজেলার বরঙ্গাইল বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে গতকাল সকালে বাসচাপায় নিহত হয়েছেন ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার দুই যাত্রী। আহত হয়েছেন দুজন।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন মানিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলার মৌহালী গ্রামের শাহীন মিয়ার ছেলে ইয়াছিন আরাফাত (২২) এবং একই গ্রামের মোজাহার মিয়ার ছেলে অটোরিকশাচালক বাবুল মিয়া (৩০)। দুর্ঘটনায় ইয়াছিনের বাবা শাহীন মিয়া (৪৫) ও মা রোজিনা বেগম (৪০) গুরুতর আহত হয়েছেন। তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

দুর্ঘটনার পর সেলফি পরিবহনের ওই বাস ভাঙচুর করেন বিক্ষুব্ধ লোকজন। স্থানীয় লোকজন মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। এতে প্রায় দুই ঘণ্টা মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ থাকে।

বরঙ্গাইল হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হারুন অর রশিদ বলেন, এ ঘটনার পর বাসচালক ও তাঁর সহকারী পালিয়ে যান।

শিবালয় থানার ওসি মো. আমিনুল ইসলাম বলেন, সেলফি পরিবহনের বাস চলাচল বন্ধের দাবিতে আগেও বিভিন্ন সময় কর্মসূচি করেছেন স্থানীয় লোকজন। গতকাল একই কোম্পানির বাসের চাপায় দুজন মারা গেলে আবার মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন এলাকাবাসী। পরে তাঁদের বুঝিয়ে সড়ক থেকে সরানো হয়। এ ঘটনায় থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।

রাজধানীতে যুবক নিহত

রাজধানীর যাত্রাবাড়ী চৌরাস্তা মোড়ে গতকাল ভোরে ট্রাকের ধাক্কায় নিহত হয়েছেন ব্যাটারিচালিত ভ্যানের আরোহী শামীম হাওলাদার (৩৫)। তিনি পুরান ঢাকার কাপ্তান বাজার থেকে মুরগি নিয়ে নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে যাচ্ছিলেন। তিনি মুরগির দোকানের কর্মচারী ছিলেন। এ ঘটনায় ভ্যানচালক মো. রাসেল (১৮) আহত হয়েছেন।

শামীম পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলার শাহজাহান হাওলাদারের ছেলে। পুলিশ জানিয়েছে, তিনি সপরিবার সিদ্ধিরগঞ্জে ভাড়া বাসায় থাকতেন। তাঁর এক ছেলে ও এক মেয়ে আছে।

যাত্রাবাড়ী থানার উপপরিদর্শক মিজানুর রহমান বলেন, ট্রাকটি জব্দ করা হয়েছে। তবে ট্রাকচালক পালিয়ে গেছেন।

সমকাল
বৃহস্পতিবার । ২২ অক্টোবর ২০২৬

দুই চালক নিহত, পুলিশের মামলায় অজ্ঞাতনামা আসামি

নাটোর সংবাদদাতা

নাটোরে দুর্ঘটনা

নাটোরের বড়াইগ্রামে বাস-ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে ১২ জন নিহত হওয়ার ঘটনায় অজ্ঞাতনামা দুই চালককে আসামি করে মামলা করেছে পুলিশ। গত মঙ্গলবার রাতে বড়াইগ্রাম থানায় মামলাটি নথিভুক্ত করা হয়। দুর্ঘটনায় বাস ও ট্রাকের দুই চালকই নিহত হয়েছেন। তবে বাসের প্রকৃত চালকের পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

গত মঙ্গলবার ভোরে বনপাড়া পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের সামনে নাটোর-পাবনা মহাসড়কে কুয়াকাটা থেকে চাঁপাইনবাবগঞ্জগামী আরপি স্পেশাল পরিবহনের একটি বাসের সঙ্গে পঞ্চগড় থেকে আসা বালুবোঝাই ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ১২ জন নিহত ও ৩০ জন আহত হন। নিহত দুই চালক হলেন বাসচালক হিসেবে পরিচিত সোহেল রানা (৩৬) ও ট্রাকচালক আবুল কালাম আজাদ (৩২)।

বনপাড়া হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ইনচার্জ) উপপরিদর্শক আলমগীর হোসেন বলেন, নিহত ব্যক্তিদের স্বজনদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মঙ্গলবার সন্ধ্যার মধ্যে সব মরদেহ হস্তান্তর করা হয়েছে। হতাহত ব্যক্তিদের স্বজনদের কেউ মামলা করতে থানায় আসেননি। এ কারণে বনপাড়া হাইওয়ে থানার সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) আকবর হোসেন বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন।

দুর্ঘটনায় দুই চালক নিহত হওয়ার পরও তাদের অজ্ঞাতনামা আসামি করা হয়েছে কেন– জানতে চাইলে আলমগীর হোসেন বলেন, আইনি প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে এজাহারে গাড়ি দুটির চালককে অজ্ঞাতনামা উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া কয়েকজন যাত্রীর দাবি, দুর্ঘটনার সময় বাসটির চালকের আসনে থাকলেও সোহেল রানা প্রকৃতপক্ষে ওই বাসের সুপারভাইজার ছিলেন। তদন্তের মাধ্যমে বাস ও ট্রাকের প্রকৃত চালকদের পরিচয় নিশ্চিত করা হবে। প্রকৃত আসামি শনাক্ত হলে এবং তারা জীবিত থাকলে তাদের আইনের আওতায় আনা হবে।

সোহেল রানার বিষয়ে জানতে চাইলে আরপি বাসের ম্যানেজার সেন্টু আলী সমকালকে বলেন, সোহেল রানাই বাসটির চালক। দুর্ঘটনার সময় বাসটি তিনি চালাচ্ছিলেন। দুর্ঘটনায় সোহেল নিহত হয়েছেন। বাসটির সুপারভাইজার ছিলেন মুক্তার হোসেন। তিনি বাসের পেছনের অংশে ছিলেন। তিনি আহত হয়ে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

বড়াইগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম বলেন, মামলাটি তদন্ত করবে হাইওয়ে পুলিশ। এতে এ দুর্ঘটনার কারণও অনুসন্ধান করা হবে।

এদিকে নাটোরে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআরটিএ) মোটরযান পরিদর্শক উত্তম কুমার দেবশর্মা জানান, দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তিদের স্বজনরা বিআরটিএর কাছে ক্ষতিপূরণ চেয়ে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের ফরম সংশ্লিষ্ট কার্যালয় থেকে সংগ্রহ করা যাবে। আবেদন যাচাই-বাছাই করে ট্রাস্টি বোর্ড ক্ষতিপূরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।

যুগান্তর
শুক্রবার ২৩ অক্টোবর ২০২৬
৭ কার্তিক ১৪৩৩

বোরহানউদ্দিনে বাবাকে বাঁচিয়ে প্রাণ গেল দুই ভাইয়ের

গৌরীপুরে প্রতিমা বিসর্জন ও টঙ্গীতে ভবনে কাজের সময় শ্রমিকের মৃত্যু

যুগান্তর ডেস্ক

বোরহানউদ্দিনে বাবাকে বাঁচাতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে প্রাণ হারিয়েছেন দুই ভাই। টঙ্গীতে ভবনে কাজের সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া গৌরীপুরে প্রতিমা বিসর্জনের সময় ছেঁড়া তারে জড়িয়ে যুবকের মৃত্যু হয়েছে। যুগান্তর ব্যুরো ও প্রতিনিধিরা জানান : ভোলার বোরহানউদ্দিনে বাবাকে বাঁচাতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে দুই ভাইয়ের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার কাচিয়া ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ড কালিরহাট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন, তজুমদ্দিনের শম্ভুপুর ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা আলম বক্তার ছেলে আব্দুর রহিম (৪০) ও রাকিব (৩০)। পুলিশ জানিয়েছে, নিহতরা দীর্ঘদিন ধরে গাছ কাটার কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। বৃহস্পতিবার সকালে তজুমদ্দিন থেকে তিন ছেলেকে নিয়ে আলম বক্তার তার শ্যালক মো. আইয়ুব আলীর বাড়িতে গাছ কাটার জন্য আসে। এ সময় ছেঁড়া তার সরাতে গিয়ে আলম বক্তার বিদ্যুতায়িত হন। তাকে বাঁচাতে ছেলে রাকিব এগিয়ে এলে তিনিও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। বাবা ও ভাইকে বাঁচাতে রহিম এগিয়ে এসে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। পরে স্থানীয়রা তাদের হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক রাকিব ও রহিমকে মৃত ঘোষণা করেন। গাজীপুরের টঙ্গীতে নির্মাণাধীন ভবনে কাজ করার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে আব্দুল আজিজ (৩২) নামে শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে টঙ্গীর আরিচপুর বউ বাজার গাজীবাড়ি এলাকার আব্দুর রহমান বাবুর বাড়িতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আব্দুল আজিজ দিনাজপুরের কাহারোলের সুন্দইল গ্রামের জরু মিয়ার ছেলে। তিনি পরিবার নিয়ে টঙ্গীর বউ বাজার এলাকায় বসবাস করতেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, বহুতল ভবনের প্লাস্টারের কাজের সময় ঘরের ভেতর অন্ধকার ছিল। বাতি জ্বালাতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন আজিজ। পরে তাকে শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। ময়মনসিংহের গৌরীপুরে শারদীয় দুর্গোৎসবের প্রতিমা বিসর্জনের সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে সঞ্জিব চৌহান নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার পৌর শহরের মাস্টারবাড়ি এলাকার ঝলক পূজামণ্ডপে ছেঁড়া তারে সংযোগের সময় তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। পরে গৌরীপুর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. ফেরদৌস আল মামুন তাকে মৃত ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, হাসপাতালে নিয়ে আসার আগেই তার মৃত্যু হয়েছে। ওসি হাবিবুর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করা হয়।

যুগান্তর | রোববার ২৫ অক্টোবর ২০২৬
৯ কার্তিক ১৪৩৩

এক্সপ্রেসওয়েতে রেলিং ভেঙে বাস খাদে, নিহত ৩

যুগান্তর ডেস্ক

মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগরে ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে রেলিং ভেঙে দূরপাল্লার যাত্রীবাহী একটি বাস খাদে পড়ে তিনজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ২০ যাত্রী। যশোর সদর উপজেলার নতুনহাট এলাকায় দুটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে তিনজন নিহত হন। গাজীপুরের টঙ্গীতে সড়কে প্রাণ গেছে বাবা-ছেলের। আরও পাঁচ জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ছয়জন। তাদের মধ্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলে দুজন, বগুড়ার শেরপুরে পুলিশের এসআই, কুমিল্লার বুড়িচংয়ে একজন, নওগাঁর মহাদেবপুরে যুবক ও রংপুরের তারাগঞ্জে যুবক রয়েছেন। ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো সংবাদ :



শ্রীনগর (মুন্সীগঞ্জ) : নিহতরা হলেন—বাসটির সুপারভাইজার রোকুনুজ্জামান, বাসচালকের সহকারী চঞ্চল বিশ্বাস ও যাত্রী সালাউদ্দিন আহমেদ। রোকুনুজ্জামানের বাড়ি চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বাসস্ট্যান্ডপাড়ায়। চঞ্চল বিশ্বাস চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা এলাকার বাসিন্দা এবং সালাউদ্দিন আহমেদের বাড়ি একই উপজেলার শিবনগর এলাকায়।

যশোরে দুই [illegible] সংঘর্ষে [illegible]

টঙ্গীতে প্রাণ [illegible]

শুক্রবার রাতে শ্রীনগরের হাসাড়া এলাকায় ঢাকামুখী লেনে দুর্ঘটনাটি ঘটে। মুন্সীগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উপসহকারী পরিচালক সফিকুল ইসলাম জানান, চুয়াডাঙ্গা থেকে ঢাকাগামী ডিলাক্স পরিবহণের যাত্রীবাহী বাস অপর একটি কাভার্ডভ্যানকে ওভারটেক করার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের রেলিং ভেঙে সার্ভিস লেন অতিক্রম করে খাদে পড়ে যায়। বাসের ভেতর থেকে তিনজনের লাশ উদ্ধার করা হয়।

বণিক-বার্তা
অক্টোবর ২৫, ২০২৬ ■ কার্তিক ৯, ১৪৩৩

এক্সপ্রেসওয়ে থেকে বাস খাদে পড়ে তিনজন নিহত

পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় আরো ১০ জনের মৃত্যু

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

দেশের ছয় জেলায় পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় ১৩ জন নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে মুন্সিগঞ্জে তিনজন, যশোরে তিনজন, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দুজন, গাজীপুরে দুজন ও নরসিংদীতে দুজন প্রাণ হারিয়েছেন। এছাড়া বগুড়ায় এক পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছেন। গত ২৪ ঘণ্টার এসব দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো অন্তত ৩৪ জন। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

মুন্সিগঞ্জ : জেলার ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরে গতকাল রাত সাড়ে ৩টার দিকে একটি কাভার্ড ভ্যানকে ওভারটেক করতে গিয়ে দ্রুতগতির যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারায়। বাসচালক নিয়ন্ত্রণ হারালে গাড়িটি সড়কসংলগ্ন রেলিং ভেঙে খাদে পড়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই তিনজনের মৃত্যু হয়। আহত হন আরো ১৬ জন। নিহতরা হলেন বাসের সুপারভাইজার রোকুনুজ্জামান রঞ্জু, হেলপার শ্রী চঞ্চল বিশ্বাস ও যাত্রী সালাউদ্দিন আহমেদ সাকিব।



মুন্সিগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উপসহকারী পরিচালক মুহাম্মদ সফিকুল ইসলাম জানান, গভীর রাতে চালকের ঘুম ঘুম ভাব ও অসতর্কতার কারণে ওভারটেক করতে গিয়ে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে ফায়ার সার্ভিস। এ ঘটনায় আহতদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তবে দুর্ঘটনার পর হাইওয়ে পুলিশের তৎপরতায় ক্ষতিগ্রস্ত যানবাহন সরিয়ে নেয়ায় সকাল ৬টা থেকে এক্সপ্রেসওয়েতে যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

সংবাদ
শুক্রবার ৭ কার্তিক ১৪৩৩
Friday 23 October 2026

রাজাপুরে ইজিবাইক উল্টে শিশুর মৃত্যু, আহত মা ও চালক

জেলা বার্তা পরিবেশক, ঝালকাঠি

ঝালকাঠির রাজাপুরে ব্যাটারিচালিত ইজিবাইক উল্টে মো. আদিব (১০) নামে এক শিশু নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় শিশুটির মা ও ইজিবাইকের চালক আহত হয়েছেন। গত মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে রাজাপুর-পিরোজপুর মহাসড়কের নারিকেলবাড়িয়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আদিব উপজেলার দক্ষিণ তারাবুনিয়া এলাকার বাসিন্দা ও বাহরাইনপ্রবাসী মো. রিয়াজ বিশ্বাসের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ইজিবাইকটি রাজাপুর থেকে দক্ষিণ তারাবুনিয়ার দিকে যাচ্ছিল। পথে নারিকেলবাড়িয়া এলাকায় চালক নিয়ন্ত্রণ হারালে ইজিবাইকটি যাত্রীসহ সড়কের পাশে উল্টে পড়ে। এতে আদিব, তার মা নিশাত সুলতানা (৩০) ও চালক মো. হেমায়েত তালুকদার (৪৫) গুরুতর আহত হন। হেমায়েতের বাড়ি উপজেলার আঙ্গারিয়া এলাকায়।

স্থানীয় লোকজন আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে বিকেল ৫টার দিকে রাজাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসক আদিবকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত দুজনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে রাজাপুর থানা-পুলিশ ঘটনাস্থল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেক্স পরিদর্শন করে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

রাজাপুর থানার ওসি সুজন বিশ্বাস বলেন, পরিবারের সদস্যদের কোনো অভিযোগ না থাকায় ময়নাতদন্ত ছাড়াই মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

সংবাদ
: শুক্রবার ৭ কার্তিক ১৪৩৩
Friday 23 October 2026

খুলনায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৩

জেলা বার্তা পরিবেশক, খুলনা

খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলায় আজ পৃথক দু'টি সড়ক দুর্ঘটনায় এক ট্রাকচালক এবং দুই মোটরসাইকেল আরোহীসহ মোট তিনজন নিহত হয়েছেন।

খুলনা-সাতক্ষীরা মহাসড়কে ডুমুরিয়া উপজেলার আঠারমাইল এলাকায় গত বুধবার দুপুর আড়াইটায় এবং মঙ্গলবার দিবাগত বুধবার রাত দেড়টায় এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন ক্রাউন সিমেন্ট কোম্পানির ট্রাকচালক মুন্সীগঞ্জ জেলার মোক্তারপুর গ্রামের জিন্নাত মিয়া (৩৫) এবং মোটর সাইকেলের আরোহী খুলনা জেলার ডুমুরিয়ার নরনিয়া গ্রামের আব্দুর রউফ গাজী (৪৩) ও ইউনুস সরদার (২৫)।

হাইওয়ে পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বুধবার দুপুর আড়াইটার দিকে সাতক্ষীরা থেকে সিমেন্ট খালাস করে ক্রাউন সিমেন্ট কোম্পানির একটি ট্রাক খুলনায় ফিরছিল। পথিমধ্যে খুলনা থেকে সাতক্ষীরাগামী একটি যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে ট্রাকটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ট্রাকটি সড়কের পাশে এবং বাসটি রাস্তার পাশের খাদে ছিটকে পড়ে। এ দুর্ঘটনায় ট্রাকচালক জিন্নাত মিয়া গুরুতর আহত হন। গুরুতর অবস্থায় জিন্নাত মিয়াকে উদ্ধার করে ডুমুরিয়া উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার | ২৩ অক্টোবর ২০২৬

পূর্ব সুন্দরবনে সাপের কামড়ে জেলে গুরুতর আহত

■ শরণখোলা (বাগেরহাট) সংবাদদাতা

পূর্ব সুন্দরবনে সাপের কামড়ে এক জেলে গুরুতর আহত হয়েছেন। আহত জেলে সাপটিকে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে সুন্দরবনের হরিণটানা খালে এ ঘটনা ঘটে। বনরক্ষীরা আহত জেলেকে উদ্ধার করে শরণখোলা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠায়।

শরণখোলা উপজেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন উপজেলার সোনাতলা গ্রামের জেলে আ. বাতেন হাওলাদার (৫৮) বৃহস্পতিবার রাতে সাংবাদিকদের জানান, বৃহস্পতিবার সকালে তিনি শরণখোলা ফরেস্ট স্টেশন অফিস থেকে পাশ নিয়ে সুন্দরবনে মাছ ধরতে যান। একই দিন দুপুরে হরিণটানা খালে মাছ ধরার জন্য জাল পাতার সময় তাকে একটি সাপে দংশন করে। তিনি আহত হয়েও সাহসিকতার সঙ্গে জাল পেঁচিয়ে সাপটিকে ধরে ফেলেন। খবর পেয়ে শরণখোলা স্টেশনের বনরক্ষীরা আহত জেলেকে উদ্ধার করে দ্রুত স্পিডবোট যোগে চিকিৎসার জন্য শরণখোলা উপজেলা হাসপাতালে পাঠান। এর আগে গত ১৯ দিন পূর্বেও তাকে আরো একবার সাপে দংশন করেছিল বলে এই জেলে জানান।

শরণখোলা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক উপসহকারী মেডিক্যাল অফিসার ডা. মোর্শেদা আক্তার সুমি জানান, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে সাপের কামড়ে আহত জেলেকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তার অবস্থা অনেকটা স্থিতিশীল রয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার
৭ কার্তিক ১৪৩৩, ২৩ অক্টোবর ২০২৬

ইসলামপুরে সেচপাম্পে সুইচ দিতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে কৃষকের মৃত্যু

■ ইসলামপুর (জামালপুর) সংবাদদাতা

জামালপুরের ইসলামপুরে নিজ জমিতে পানি দিতে সেচপাম্প চালু করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মনির হোসেন (৩৫) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকালে উপজেলার গাইবান্ধা ইউনিয়নের তেঘরিয়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নিজস্ব জমির রোপা আমন খেতে পানি দিতে যান মনির হোসেন। এ সময় সেচপাম্প চালু করতে অসাবধানতাবশত বিদ্যুতের তারের সংস্পর্শে আসেন মনির হোসেন। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। হাসপাতালে নেওয়ার আগেই তার মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক।

ইসলামপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান জানান, পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ না থাকায় এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়েছে। এ ঘটনায় নিহতের পরিবার ও এলাকা জুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

বণিক বার্তা
রোববার, অক্টোবর ২৫, ২০২৬



সুপ্রিম স্ট্রিচের গুদামের আগুন নির্বাপণে কাজে ব্যস্ত ফায়ার ফাইটাররা ছবি : নিজস্ব আলোকচিত্রী

গাজীপুরে দুই কারখানার গুদামে অগ্নিকাণ্ড

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ গাজীপুর

গাজীপুর মহানগরীর কাশিমপুরের পশ্চিম শৈলডুবিতে ডিবিএল কারখানা ও সুপ্রিম স্ট্রিচ লিমিটেডের গুদামে গতকাল অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। ফায়ার সার্ভিসের নয়টি ইউনিটের সদস্যরা সাড়ে ৩ ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে বেলা ২টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।

ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল সকাল সোয়া ১০টার দিকে ডিবিএল কারখানার সুতার গুদামে আগুন লাগে। আগুন মুহূর্তের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ে। পরে পাশের সুপ্রিম স্ট্রিচ লিমিটেডের কার্টন রাখা গুদামেও আগুন লাগে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের নয়টি ইউনিট ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করে। প্রথমে কাশিমপুর ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে। আগুনের তীব্রতা বেশি হওয়ায় পরবর্তী সময়ে ডিবিএলের একটি, ইপিজেডের তিনটি, ভোগরা ফায়ার সার্ভিসের দুটিসহ মোট নয়টি ইউনিট আগুন নির্বাপণে কাজ করে। আগুনে স্টিল স্ট্রাকচারের শেড ভেঙে পড়ে।

গাজীপুর ফায়ার সার্ভিসের উপসহকারী পরিচালক মো. সাইদুল আলম চৌধুরী বলেন, 'আমরা ৩৬০ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ফায়ার ফাইটিং টেকনিকে আগুন ঘিরে ধরেছিলাম। ফলে আগুন গুদামের বাইরে বের হতে পারেনি। তবে তীব্র বাতাস ও পানির সংকটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে বেগ পেতে হয়েছে।'

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উপপরিচালক কাজী নজমুজ্জামান জানান, আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তাৎক্ষণিকভাবে বলা সম্ভব হচ্ছে না। ডাম্পিং কার্যক্রম শেষে তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে। পরে আগুন লাগার প্রকৃত কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানাতে পারব। এতে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

সমকাল
শনিবার ৮ কার্তিক ১৪৩৩
Saturday 24 October 2026

গাজীপুরে কাভার্ডভ্যানের চাপায় এসআইসহ নিহত ২, আহত ২

জেলা বার্তা পরিবেশক, গাজীপুর

গাজীপুরের কালীগঞ্জে কাভার্ডভ্যানের চাপায় পুলিশের এক এসআইসহ দুইজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও দুইজন। গতকাল শুক্রবার ভোরে কালীগঞ্জ সরকারি শ্রমিক কলেজের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছেন কালীগঞ্জ থানার ওসি মো. জাকির হোসেন। নিহতরা হলেন- কালীগঞ্জ থানার এসআইসহ মিজানুর রহমান (৩০) ও তুমুলিয়া এলাকার রফিক মোল্লা (৪৫)। আহত দুইজন হলেন- এসআই জাবেদ ওমর (২৮) ও গাড়িচালক রাব্বি (২৮)। জাবেদ ওমর ঢাকায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

পুলিশ জানায়, রাত পৌনে ৩টার দিকে তুমুলিয়া এলাকার মাদক ব্যবসায়ী আহিদ মিয়াকে (৪৫) আটক করতে মিজানুর রহমানের নেতৃত্বে একটি দল তার বাড়িতে অভিযান চালায়। তাকে আটক করে থানায় ফেরার পথে কালীগঞ্জ সরকারি শ্রমিক কলেজের সামনে পুলিশের গাড়ি থামানো হয়। এ সময় সড়কের পাশে স্থানীয় বিএনপির ২ নম্বর ওয়ার্ডের সাংগঠনিক সম্পাদক রফিক মোল্লার সঙ্গে কথা বলছিলেন মিজানুর, জাবেদ ও চালক রাব্বি। তখন ঘোড়াশালমুখী একটি কাভার্ডভ্যান তাদের চাপা দিয়ে চলে যায়।

পরে অন্য পুলিশ সদস্যরা আহত চারজনকে উদ্ধার করে রাত ৩টা ৫০ মিনিটে কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসক রফিক মোল্লাকে মৃত ঘোষণা করেন।

প্রথম আলো
২৬ অক্টোবর ২০২৬, ৮ কার্তিক ১৪৩৩

বোরহানউদ্দিন

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে দুই ভাইয়ের মৃত্যু

ভোলার বোরহানউদ্দিন উপজেলায় বাবাকে বাঁচাতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে দুই ভাইয়ের মৃত্যু হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলার কাচিয়া ইউনিয়নের কালিরহাট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। মারা যাওয়া দুই ভাই হলেন উপজেলার শম্ভুপুর ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা আলম বক্তারের ছেলে আবদুর রহিম (৪০) ও মো. রাকিব (৩০)। এ ঘটনায় তাঁদের বাবা আলম বক্তার আহত হয়েছেন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আলম বক্তার ও তাঁর তিন ছেলে দীর্ঘদিন ধরে গাছ কাটার কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। বৃহস্পতিবার সকালে তাঁরা বোরহানউদ্দিনের কালিরহাট এলাকায় আলম বক্তারের শ্যালক মো. আইয়ুব আলীর বাড়িতে গাছ কাটতে যান। কাজ শুরুর আগে একটি ছেঁড়া বিদ্যুতের তার সরাতে যান আলম বক্তার। এ সময় তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। বাবাকে বাঁচাতে গাছের নিচে থাকা রাকিব এগিয়ে গেলে তিনিও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। পরে গাছে থাকা আবদুর রহিম নিচে নেমে বাবা ও ভাইকে উদ্ধারের চেষ্টা করেন। এতে তিনিও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। পরে স্থানীয় লোকজন তিনজনকে উদ্ধার করে বোরহানউদ্দিন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক আবদুর রহিম ও রাকিবকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত আলম বক্তার প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে প্রাণে বেঁচে যান। বোরহানউদ্দিন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আশ্রাফ আলী বলেন, দুই ভাইয়ের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

প্রতিনিধি, ভোলা

ইত্তেফাক
২৬ অক্টোবর ২০২৬

সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ২

■ শিবগঞ্জ (চাঁপাইনবাবগঞ্জ) সংবাদদাতা

চাঁপাইনবাবগঞ্জে ট্রলির ধাক্কায় মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে এক শিক্ষক নিহত হয়েছেন। নিহতের নাম হাজেরা বেগম (৫৫)। তিনি জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার দুর্লভপুর ইউনিয়নের দুর্লভপুর বাজার এলাকার মৃত সনু মিয়ার স্ত্রী। গতকাল রবিবার সকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল চালক তার ভাই শাহজাহান আলী আহত হয়েছেন। চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর থানার ওসি মো. শাহীন আকন্দ দুর্ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, লাশ বর্তমানে সদর হাসপাতালে আছে। আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন আছে।

শাহজাদপুর (সিরাজগঞ্জ) সংবাদদাতা জানান, শাহজাদপুরের নরিনা আঞ্চলিক সড়কে বালুবাহী ট্রাকের ধাক্কায় অটোভ্যান চালক নিহত হয়েছেন। নিহত ভ্যানচালকের নাম আজিজুল প্রামানিক (৪০)। স্থানীয়রা জানান, গত শনিবার রাত ৯টার দিকে নরিনা বালু পয়েন্ট থেকে বালুভর্তি একটি ট্রাক বগুড়া-নগরবাড়ী মহাসড়কে যাচ্ছিল। এ সময় বালুবাহী ট্রাকটি নরিনা মধ্যপাড়ায় পেছন থেকে সিমেন্টবোঝাই একটি অটোভ্যানকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে ভ্যানচালক আজিজুল গুরুতর আহত হয়ে অচেতন হয়ে পড়েন। তাকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক আজিজুলকে মৃত ঘোষণা করেন। রবিবার শাহজাদপুর থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) নাজমুল কাদির জানান, কোনো অভিযোগ না থাকায় আইনগত প্রক্রিয়া শেষে লাশ তার স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। শনিবার। ২৪ অক্টোবর ২০২৬

সৌদিতে সড়ক দুর্ঘটনায় বাংলাদেশি যুবক নিহত

ঘাটাইল (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি ▷

সৌদি আরবে সড়ক দুর্ঘটনায় আনোয়ার হোসেন (৩৭) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। সৌদি আরবের আছির প্রদেশের রাজধানী আবাহ শহরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতের বাড়ি টাঙ্গাইলের ঘাটাইল উপজেলার সাগরদীঘি ইউনিয়নের বেইলা গ্রামে। তাঁর বাবার নাম আব্দুল হক। নিহতের বড় ভাই সানোয়ার হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। নিহতের বড় ভাই সানোয়ার হোসেন জানান, জীবিকার তাগিদে দুই বছর আগে সৌদি আরবে যান আনোয়ার হোসেন। কাজ করতেন আছির প্রদেশের রাজধানী আবাহ শহরে। গত বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ সময় রাত সাড়ে ১১টার দিকে কর্মস্থল থেকে বাসায় ফেরার সময় দ্রুতগতিতে আসা একটি প্রাইভেট কার তাঁকে চাপা দিলে তিনি মাথায় মারাত্মকভাবে আঘাত পেয়ে আহত হন। স্থানীয়রা উদ্ধার করে আবাহ শহরের একটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা

প্রথম আলো

শনিবার, ২৪ অক্টোবর ২০২৬

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে কাঠমিস্ত্রির মৃত্যু

পঞ্চগড় সদরে গতকাল নিজ বাড়িতে কাজ করার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে জাহাঙ্গীর আলম (৪০) নামের এক কাঠমিস্ত্রির মৃত্যু হয়েছে। প্রতিনিধি, পঞ্চগড়

সমকাল

শনিবার। ২৪ অক্টোবর ২০২৬

গন্তব্যের আগেই সড়কে জীবন থামল ১৫ জনের

■ সমকাল ডেস্ক

সড়ক দুর্ঘটনা

- ফরিদপুরে এক ঘণ্টার ব্যবধানে মৃত্যু মা-ছেলেসহ ৬ জনের
- গাজীপুরে কাভার্ডভ্যানের চাপায় নিহত এসআই ও বিএনপি নেতা

কেউ ছুটি শেষে ফিরছিলেন ঢাকার বাসায়, কেউ জেলা শহরের বাড়িতে। কেউ বের হয়েছিলেন কর্তব্য পালনে, কেউবা পণ্য নিয়ে গন্তব্যে। দেশের সাত জেলার সড়কে গত বৃহস্পতিবার রাত থেকে গতকাল শুক্রবার বিকেল পর্যন্ত দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন এমন ১৫ ব্যক্তি। তাদের মধ্যে নারী-শিশু যেমন আছেন, আছেন ব্যবসায়ী, পুলিশ কর্মকর্তা ও বিএনপি নেতাও।

ট্রাকের নিচে ইজিবাইক

ফরিদপুর সদরে গতকাল বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে বালুবোঝাই ট্রাকের ধাক্কায় প্রাণ গেছে মা-ছেলেসহ তিনজনের। উপজেলার কানাইপুর ইউনিয়নের তেঁতুলতলা এলাকায় ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ সময় নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে চাঁপাইনবাবগঞ্জের পলাশ মিয়ার স্ত্রী সুমি বেগম (৩২) ও তাঁর শিশুপুত্র শাওনের (৭) পরিচয় জানা গেছে। নিহত ইজিবাইক চালকের (২৭) নাম জানা যায়নি। এক ঘণ্টা পর বালুর নিচ থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

সুমি বেগমের বাড়ি মাগুরা জেলায়। স্বজনের বরাতে পুলিশ জানায়, পরিবারের ছয় সদস্যকে নিয়ে ঢাকা থেকে ছুটিতে বেড়াতে এসেছিলেন তিনি। ঢাকাগামী কোনো বাসের টিকিট না পেয়ে পরিবারটি ইজিবাইকে করে ফরিদপুর বাসস্ট্যান্ড যাচ্ছিলেন।

পথে বালুবাহী ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ইজিবাইককে চাপা দেয়। এ সময় পাঁচজন গুরুতর আহত হন। এলাকাবাসী তাদের উদ্ধার করে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। চিকিৎসক সুমি বেগম ও তাঁর ছেলে শাওনকে মৃত ঘোষণা করেন। অন্যরা সেখানে চিকিৎসাধীন।

বাস-অ্যাম্বুলেন্স সংঘর্ষ

এ দুর্ঘটনার ঘণ্টাখানেক আগে মধুখালী উপজেলার ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে বাস ও অ্যাম্বুলেন্সের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক নারীসহ তিনজন নিহত হন। আহত হয়েছেন আরও চারজন। দুপুর আড়াইটার দিকে আড়কান্দি এলাকায় ঘটে এই দুর্ঘটনা।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন– মো. রাব্বি মোল্লা (২১), নূর মোহাম্মদ আরিক (২৯) ও ঐশী খাতুন (২৫)। রাব্বি মাগুরা সদরের মালিগ্রামের মো. বশারত মোল্লার ছেলে। আহত ব্যক্তিরা হলেন– মালিগ্রামের সাগর বিশ্বাস (২২), রিয়া খাতুন (২১) ও মোহাম্মদ জয় শেখ (২৩)। রাব্বির এক চাচাতো ভাই বলেন, রাব্বি ও তাঁর সঙ্গীরা একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনে জড়িত। ওই সংগঠনের সভায় অংশ নিতে তারা ফরিদপুরে যান। ফেরার পথে দুর্ঘটনার শিকার হন।

করিমপুর হাইওয়ে থানার এসআই আরিফুল ইসলামের ভাষ্য, অ্যাম্বুলেন্সে থাকা ব্যক্তিরা যাত্রী হিসেবে ফরিদপুর থেকে মাগুরা যাচ্ছিলেন। দুর্ঘটনার কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়নি।

এদিকে মাদারীপুরে পুলিশের রেকারের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে প্রাইভেটকারে থাকা ব্যবসায়ী সেলিম হাওলাদার নিহত হয়েছেন। গত শুক্রবার ভোররাত সাড়ে ৩টার দিকে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের তাঁতিবাড়ি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। সদর উপজেলার বাগেরপাড়ের বাসিন্দা সেলিম হোটেল মেট্রো নামে একটি আবাসিক হোটেলের মালিক।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) জাহাঙ্গীর আলমের ধারণা, ঘুম চোখে নিয়ে গাড়ি চালানোর কারণে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

নাটোরের বড়াইগ্রামে যাত্রীবাহী বাসের মুখোমুখি



ফরিদপুরের মধুখালীতে বাসের ধাক্কায় দুমড়েমুচড়ে যাওয়া অ্যাম্বুলেন্স। গতকাল দুপুরে আড়কান্দি এলাকায় ● সমকাল

সংঘর্ষে মিঠুন আলী (৪০) নামের একজন নিহত হয়েছেন। তিনি বাসচালকের সহকারী। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত ১০ জন। শুক্রবার বিকেল ৫টার দিকে বনপাড়া-হাটিকুমরুল মহাসড়কের বড়াইগ্রাম থানা মোড় এলাকায় এই ঘটনাটি ঘটে।

এদিন দুপুরে পঞ্চগড়ের বোদায় ট্রাকের ধাক্কায় ব্যাটারিচালিত ভ্যানের আরোহী জুলেখা বেগম (৫৫) নিহত হয়েছেন।

ঘাতক যখন কাভার্ডভ্যান

গাজীপুরের কালীগঞ্জে কাভার্ডভ্যানের চাপায় পুলিশের এক এসআই ও বিএনপির এক নেতা নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও দুই পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত সাড়ে ৩টার দিকে কালীগঞ্জ সরকারি শ্রমিক কলেজের সামনে টঙ্গী-ঘোড়াশাল আঞ্চলিক মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যক্তি হলেন– কালীগঞ্জ থানার এসআই মিজানুর রহমান (৩০), তিনি জামালপুরের ইসলামপুর থানাধীন ডিগ্রিরচর দক্ষিণপাড়ার মো. আব্দুল্লাহর ছেলে। অপরজন হলেন– তুমুলিয়া এলাকার মৃত ওয়াজ উদ্দিন মোল্লার ছেলে রফিকুল ইসলাম মোল্লা (৪৫)। তিনি কালীগঞ্জ পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক।

আহত এসআই জাবেদ ওমর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ও কনস্টেবল ফজলে রাব্বি গাজীপুরের শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ চিকিৎসাধীন।

গত বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১২টার দিকে কক্সবাজারের চকরিয়ায় বাসের সঙ্গে সংঘর্ষে সবজিবাহী পিকআপের চালক ও তাঁর সহকারী নিহত হয়েছেন। এরা হলেন– চালক ইয়াসিন (২৮) ও সহকারী আবদুল্লাহ (১৮)। একই রাত ৮টার দিকে পবিনা সদরের জালালপুরে দুটি মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে নিহত হয়েছেন নয়ন মিয়া (২০) ও সেলিম মাহমুদ (৪০)।

(তথ্য দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট অফিস, প্রতিনিধি ও সংবাদদাতা)

দৈনিক ইত্তেফাক

২৬ অক্টোবর ২০২৬

ওমান সাগরে মাছ ধরতে গিয়ে নিখোঁজ সন্দ্বীপের নুর উদ্দিন স্বজনদের আহাজারি

■ চট্টগ্রাম অফিস

পরিবারের ভাগ্য বদলাতে সাত বছর আগে সুদূর ওমানে পাড়ি জমিয়েছিলেন চট্টগ্রামের সন্দ্বীপের তরুণ নুর উদ্দিন। স্বপ্ন ছিল পরিবারের মুখে হাসি ফোটাবেন, স্ত্রী-সন্তান ও মা-বাবার পাশে দাঁড়াবেন। কিন্তু এক দুর্ঘটনায় সেই স্বপ্ন ঘিরে এখন অনিশ্চয়তা। ওমান সাগরে মাছ ধরতে গিয়ে নিখোঁজ হয়েছেন তিনি। ২২ অক্টোবর সন্ধ্যায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এরপর থেকে তাঁর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি।

পরিবারের সদস্যরা জানান, বৃহস্পতিবার দুই ভাই মিলে মাছ ধরতে সাগরে যান। এ সময় অসাবধানতাবশত নৌযান থেকে পানিতে পড়ে যান নুর উদ্দিনসহ দুজন। তাঁদের একজনকে উদ্ধার করা সম্ভব হলেও নুর উদ্দিনকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। দুর্ঘটনার সময় তাঁর বড় ভাইও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। নুর উদ্দিনের নিখোঁজের খবর সন্দ্বীপে পৌঁছানোর পর থেকেই পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। সবচেয়ে ভেঙে পড়েছেন তাঁর বৃদ্ধ মা-বাবা। ছেলের শোকে বাবা রুহুল আমিন শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছেন। খাওয়া-দাওয়াও ছেড়ে দিয়েছেন তিনি। বুকভরা উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করছেন আদরের সন্তানের ফিরে আসার। কখন আবার ছেলের কণ্ঠ শুনতে পাবেন, সেই আশায় দিন কাটছে তাঁর।

নুর উদ্দিনের ঘরে রয়েছে মাত্র দেড় বছরের একটি সন্তান। যে বয়সে শিশুটি বাবাকে ঠিকমতো ডাকতেও শেখেনি, সেই বয়সেই বাবার নিখোঁজ হওয়ার খবর ঘিরে পরিবারে নেমে এসেছে গভীর অনিশ্চয়তা। নিখোঁজ নুর উদ্দিনের ভাগিনা শাহরিয়ার নিশাত বলেন, 'আমার মামা বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টার দিকে সাগরে মাছ ধরতে যাওয়ার সময় নৌকা থেকে পড়ে যান। এরপর থেকে মামার আর কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।'

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, নুর উদ্দিন সাত বছর আগে জীবিকার সন্ধানে ওমানে যান। সর্বশেষ ২০২৪ সালে দেশে ফিরে বিয়ে করেন তিনি। পাঁচ ভাই ও এক বোনের মধ্যে নুর উদ্দিন একজন। তাঁর বাড়ি সন্দ্বীপ উপজেলার সন্তোষপুর ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডে। তিনি রুহুল আমিনের ছেলে। নুর উদ্দিনের নিখোঁজের ঘটনায় ওমানে বসবাসরত বাংলাদেশি এবং সন্দ্বীপের স্থানীয় মানুষের মধ্যে শোক ও উদ্বেগ বিরাজ করছে।

দৈনিক ইত্তেফাক

৩১ অক্টোবর ২০২৬

মোংলায় নদীতে পড়ে জেলে নিখোঁজের ৩৬ ঘণ্টা পর মরদেহ উদ্ধার

■ মোংলা (বাগেরহাট) সংবাদদাতা

বঙ্গোপসাগরের দুবলারচরে শুঁটকি পল্লীর উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে মোংলার পশুর নদে পড়ে নিখোঁজ হওয়া মৌসুমি জেলে মেহেদী হাসানের (২২) মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। নিখোঁজের ৩৬ ঘণ্টা পর গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় চিলা বাজার সংলগ্ন খালে এক জেলের পাতা জালে তার মরদেহ আটকে গেলে স্থানীয়রা তা উদ্ধার করেন। নিহত মেহেদী বাগেরহাটের রামপাল উপজেলার গোবিন্দপুর (ফয়লা বাজার এলাকা) গ্রামের বাসিন্দা।

গত বৃহস্পতিবার ভোর সাড়ে ৬টার দিকে মোংলার সিন্দুরতলা এলাকায় নদীর তীরে নোঙর করা ট্রলারে ছিলেন মেহেদী। ঘুম থেকে উঠে ব্রাশ করার সময় অসাবধানতাবশত তিনি নদীতে পড়ে স্রোতে তলিয়ে যান। ঘটনার পর ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরিদল উদ্ধার অভিযান চালালেও প্রথম দিনে তার সন্ধান মেলেনি। পরে গতকাল শুক্রবার জেলের জালে তার মরদেহ পাওয়া যায়।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ২৯ অক্টোবর ২০২৬
১৩ কার্তিক ১৪৩৩

ট্রাকের পেছনে বাসের ধাক্কা ভাইবোনসহ নিহত ৪

যুগান্তর ডেস্ক

রংপুরের মিঠাপুকুরে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে বাসের ধাক্কায় ভাইবোনসহ চারজন নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত ২০ যাত্রী। বুধবার ভোরে উপজেলার ঢাকা-রংপুর মহাসড়কের বৈরাগীগঞ্জ মাজার মসজিদের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নারায়ণগঞ্জের বন্দরে বাস-ট্রাক সংঘর্ষে বাবা-ছেলে নিহত হয়েছেন। এছাড়া দুর্ঘটনায় চার স্থানে প্রাণ হারিয়েছেন আরও চারজন। তাদের মধ্যে দিনাজপুরে ব্যবসায়ী, গোপালগঞ্জে যুবক এবং পাবনায় শিক্ষার্থী ও রাজশাহীতে কৃষক রয়েছেন। **ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—**

রংপুর ও মিঠাপুকুর : নিহতরা হলেন—কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ী উপজেলার আলমগীর হোসেন, মোজাফফর হোসেন ও তার বোন গোলাপী এবং বাসের হেলপার আপেল। দুর্ঘটনায় আহতদের মধ্যে গোলাপীর শিশুসন্তানও রয়েছে। ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা কুড়িগ্রামগামী বাস ওই এলাকায় পৌঁছালে ট্রাকের পেছনে ধাক্কা দেয়। এতে বাসটির সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায়। এতে হতাহতের ঘটনা ঘটে।



বন্দরে বাস-
বাবা-ছে

শিক্ষার্থীসহ
ঝরল আ

যুগান্তর
শুক্রবার ৩০ অক্টোবর ২০২৬
১৪ কার্তিক ১৪৩৩

রামপুরায় দুই বাসের রেষারেষিতে যুবক নিহত

যুগান্তর ডেস্ক

রাজধানীর রামপুরা ব্রিজ এলাকায় দুই বাসের রেষারেষিতে চাপা পড়ে শহীদুল্লাহ নামে এক ইলেকট্রিশিয়ান নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় রাইদা পরিবহনের একটি বাস জব্দ করেছে পুলিশ। আটক করা হয়েছে বাসটির চালককে। ময়মনসিংহের তারাকান্দায় কাভার্ডভ্যান চাপায় দুই শিশু নিহত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে ময়মনসিংহ-শেরপুর সড়কের পশ্চিম তালদিঘী এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়া দুর্ঘটনায় পাঁচ স্থানে আরও পাঁচজন নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে নেত্রকোনায় শিশু, মাদারীপুরে প্রবাসী, বরিশালে আইনজীবী, কিশোরগঞ্জে অফিস সহায়ক এবং গাজীপুরে অটোরিকশাচালক রয়েছেন। যুগান্তর প্রতিবেদন, ব্যুরো, স্টাফ

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) : কালিয়াকৈরে কাভার্ডভ্যান চাপায় অটোরিকশাচালক মমিনুল হক নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটে। মমিনুল উপজেলার গোয়ালবাতান এলাকায় ভাড়া থাকতেন।

টেকেরহাট (মাদারীপুর) : মাদারীপুরে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে মোটরসাইকেল চালক ইতালি প্রবাসী তানভীর হাওলাদার নিহত হয়েছেন। বুধবার রাতে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের সদর উপজেলার মস্তফাপুরে এ দর্ঘটনা ঘটে।

যুগান্তর
শনিবার ৩১ অক্টোবর ২০২৬

গাজীপুরে সেপটিক ট্যাংকে বিস্ফোরণে পোশাককর্মী নিহত

যুগান্তর প্রতিবেদন, *গাজীপুর*

গাজীপুর মহানগরীর নাওজোড় এলাকায় নির্মাণাধীন ভবনের সেপটিক ট্যাংকে বিস্ফোরণে সাকিব (২২) নামে এক পোশাককর্মী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও দুজন আহত হয়েছেন। শুক্রবার সকাল সোয়া ৭টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত সাকিব পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার বাসিন্দা। তিনি স্থানীয় একটি পোশাক কারখানায় কাজ করতেন। নাওজোড় এলাকার ওই ভবনের নিচতলায় ভাড়া থাকতেন তিনি। স্থানীয় বাসিন্দা ও ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা যায়, নাওজোড় এলাকায় তিনতলা একটি নির্মাণাধীন ভবনের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে ছিল। ভবনটির সেপটিক ট্যাংকের ওপর নির্মিত একটি ঘর পোশাক কর্মীদের কাছে ভাড়া দেওয়া হয়েছিল। শুক্রবার সকালে সাকিবসহ কয়েকজন ওই ঘরে অবস্থান করার সময় হঠাৎ বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ঘটে। এতে ঘরের দরজা-জানালা দুমড়ে-মুচড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই সাকিবের মৃত্যু হয়।

খবর পেয়ে গাজীপুর চৌরাস্তা মডার্ন ফায়ার সার্ভিসের একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধার কাজ চালায়। ফায়ার সার্ভিসের ওয়ারহাউজ ইন্সপেক্টর রাজিব হোসেন জানান, সেপটিক ট্যাংকে জমে থাকা গ্যাস থেকে বিস্ফোরণ ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। বাসন থানার ওসি হারুন অর রশিদ জানান, নিহতের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। আহতদের স্থানীয় ক্লিনিকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত চলছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার ১৪ কার্তিক ১৪৩৩
Friday 30 October 2026
বৃহস্পতিবার
২৯ অক্টোবর ২০২৬

সড়কে ঝরল ১৬ প্রাণ

মিঠাপুকুরে ট্রাক-বাস সংঘর্ষে চার, নারায়ণগঞ্জে বাবা-ছেলে নিহত

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

গতকাল বুধবার রংপুরের মিঠাপুকুরে দাঁড়িয়ে থাকা ডাম্প ট্রাকে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় চার জনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। এদিন নারায়ণগঞ্জে বাস-ট্রাকের সংঘর্ষে বাবা-ছেলে নিহত হয়েছে। এছাড়া পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় মাগুরা দুই মোটরসাইকেল আরোহী ও সিরাজগঞ্জে আরো এক মোটরসাইকেল আরোহী, রংপুরের বদরগঞ্জে একজন, দিনাজপুরের চিরিরবন্দরে একজন, গোপালগঞ্জের কাশিয়ানীতে ও পাবনায় একজন করে দুই শিক্ষার্থী, কক্সবাজার রামুতে দ্বিতীয় শ্রেণির এক ছাত্রী প্রাণ হারিয়েছেন।

তারাগঞ্জে ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চালক আহত

প্রতিনিধি, তারাগঞ্জ (রংপুর)

রংপুর-সৈয়দপুর মহাসড়কের তারাগঞ্জ উপজেলার বরাতি ব্রিজ সংলগ্ন পূর্ব দিক থেকে একটি ভুট্টাবোঝাই ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশের ফসলি জমিতে পড়ে গেছে। এতে ট্রাকের সামনের অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হলেও বড় ধরনের প্রাণহানি এড়ানো গেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল রাতে সৈয়দপুর থেকে ছেড়ে আসা ভুট্টাবোঝাই ট্রাকটি রংপুর অভিমুখে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে মহাসড়কের তারাগঞ্জ উপজেলার বরাতি ব্রিজ থেকে আনুমানিক ২০০ গজ পূর্ব দিকে পৌঁছালে চালক হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। এ সময় দ্রুতগতির ভারী ট্রাকটি মহাসড়কের পাশের খাদ ভেদ করে এক কৃষকের ফসলি জমিতে গিয়ে উল্টে পড়ে। এতে জমির ফসল ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ট্রাকটির সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায়।

পটিয়ায় গাছের ডাল কাটতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে পোশাক শ্রমিক নিহত

প্রতিনিধি, পটিয়া (চট্টগ্রাম)

পটিয়ায় বাড়ির পাশে গাছের ডালপালা কাটার সময় পল্লী বিদ্যুতের তারে জড়িয়ে এলিন বড়ুয়া (২৮) নামে এক পোশাক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। গত শুক্রবার সকাল সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার আশিয়া ইউনিয়নের বাথুয়া গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত এলিন বড়ুয়া ওই গ্রামের বিশ্বময় বড়ুয়ার পুত্র। তিনি পেশায় একজন পোশাক শিল্পের (গার্মেন্টস) কর্মচারী ছিলেন।

স্থানীয় ও প্রতিবেশী সপ্তম বড়ুয়া জানান, সকালে বাড়ির পাশে গাছের ডাল কাটছিলেন এলিন বড়ুয়া। এ সময় অসাবধানতাবশত পল্লী বিদ্যুতের তারে জড়িয়ে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করে পটিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে ডাক্তার মৃত ঘোষণা করেন। পটিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ডা. লিটন চৌধুরী বিদ্যুৎস্পৃষ্টে ওই যুবকের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

Saturday 31 October 2026

মাগুরা প্রতিনিধি জানান, পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় মাগুরায় দুই জন মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। গতকাল রাতে মাগুরা যশোর ভায়া আড়পাড়া সড়কের মাগুরা সদর উপজেলার বড়ঘড়ি এলাকায় সড়ক দর্ঘটনায় আহাদ (২২) নামে এক মোটরসাইকেল চালক নিহত হন।

অপর দিকে একই দিনে সদর উপজেলার রামনগর এলাকায় মাগুরা-ফরিদপুর সড়কে দুই মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে আব্দুল্লাহ (২৩) নামে এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন।

প্রথম আলো
৩১ অক্টোবর ২০২৬, ১৫ কার্তিক ১৪৩৩

ডিএনএ পরীক্ষায় শনাক্ত ৭ জনের লাশ আসছে আজ

সৌদি আরবে অগ্নিকাণ্ড

রিয়াদে সোফা কারখানায় গত ৯ আগস্ট ওই অগ্নিকাণ্ড ঘটে। এতে ১৬ বাংলাদেশি নিহত হন।

প্রতিনিধি, *নওগাঁ*

সৌদি আরবে প্রায় তিন মাস আগে আগুনে নিহত সাত বাংলাদেশির মরদেহ আজ শনিবার দেশে আসার কথা। এর মধ্যে পাঁচজনের বাড়ি নওগাঁয় ও দুজনের নাটোরে। ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে এই সাতজনের পরিচয় শনাক্ত করা হয়েছে।

গত ৯ আগস্ট রাজধানী রিয়াদে একটি সোফা তৈরির কারখানায় ওই অগ্নিকাণ্ড ঘটে। এতে ১৬ বাংলাদেশি কর্মী নিহত হন। তাঁদের মধ্যে ৯ জনের মরদেহ ২৭ আগস্ট দেশে পাঠানো হয়েছিল।

আজ দেশে মরদেহ আনা ব্যক্তিরা হলেন নওগাঁ সদর উপজেলার পার নওগাঁ গ্রামের মো. শাহিন; আত্রাই উপজেলার ডুবাই গ্রামের মো. হাসিবুল হাসান শুভ, মধ্যবোয়ালিয়া গ্রামের মিনহাজ প্রামাণিক, মাধবপুর গ্রামের মাসিদুল সরদার সজিব ও সাধনগর গ্রামের সাগর আলী। নাটোরের দুজন হলেন নলডাঙ্গা উপজেলার দীঘিরপাড়া গ্রামের মোহাম্মদ শামিম ও খাজুরা গ্রামের মো. সাব্বির হোসেন।

প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় থেকে জারি করা বিজ্ঞপ্তির বরাত দিয়ে নওগাঁর জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম বলেন, গত বৃহস্পতিবার মন্ত্রণালয়ের এক চিঠিতে বলা হয়েছে, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের একটি ফ্লাইটে শনিবার সকাল ৮টা ৫ মিনিটে ওই সাতজনের মরদেহ ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছানোর কথা আছে।

প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কাউন্সেলর (শ্রম) মুহাম্মদ রেজায়ে রাব্বী স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে বলা হয়েছে, ১০ অক্টোবর থেকে রিয়াদ থেকে সব ফ্লাইট স্থগিত থাকায় মরদেহগুলো সড়কপথে জেদ্দার কিং আবদুল আজিজ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নেওয়া হয়। সেখান থেকে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের ফ্লাইটে মরদেহগুলো ঢাকায় পাঠানো হবে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং প্রবাসীকল্যাণসংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোকে চিঠির অনুলিপি পাঠানো হয়েছে।

এ বিষয়ে নিহত ব্যক্তিদের স্বজনদের জানানো হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন আত্রাই উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. মুনিজ্জামান।


মো. শাহিন


হাসিবুল হাসান


মিনহাজ প্রামাণিক


মাসিদুল সরদার


সাগর আলী


মোহাম্মদ শামিম

স্বজনেরা মরদেহ গ্রহণ করে নিজ নিজ এলাকায় নিয়ে দাফনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন।


সাব্বির হোসেন

'বাপের লাশটা দেখতে পাবে'

এদিকে ওই দুর্ঘটনায় নিহত হওয়ার ২ মাস ২২ দিন পর স্বজনদের কাছে মরদেহ ফেরার খবরে পরিবারগুলোয় শোকের আবহ তৈরি হয়েছে। একদিকে প্রিয়জনকে শেষবারের মতো দেখার অপেক্ষা, অন্যদিকে তাঁদের হারানোর বেদনা। স্বজনেরা মরদেহ গ্রহণ করে নিজ নিজ এলাকায় নিয়ে দাফনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

নওগাঁ শহরের পার নওগাঁ তাজের মোড় এলাকার বাসিন্দা মো. শাহিনের স্ত্রী পারভীন বলেন, 'মানুষটাক তো হারায়েই ফেলছি। যা ক্ষতি হওয়ার হয়ে গেছে। এখন লাশটা অন্তত দেশত থাকলে ছাওয়াল-পোয়ালরা বাপের লাশটা দেখতে পাবে।'

সমকাল
শনিবার | ৩১ অক্টোবর ২০২৬

যাত্রাবাড়ীতে গাড়ির ধাক্কায় যুবকের মৃত্যু

■ সমকাল প্রতিবেদক

রাজধানীর যাত্রাবাড়ী এলাকায় গাড়ির ধাক্কায় মো. আরিয়ান (২৭) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার গভীর রাতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল শুক্রবার সকালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে তিনি মারা যান।

নিহতের বেয়াই সোহাগ মিয়া জানান, ফুটপাতে জুতা বিক্রি করতেন আরিয়ান। বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৩টার দিকে তিনি বাসায় ফিরছিলেন। পথে জনপদ মোড়ে মালঞ্চ কমিউনিটি সেন্টারের সামনে একটি গাড়ির ধাক্কায় তিনি গুরুতর আহত হন। পরে মারা যান।

পারিবারিক সূত্র জানায়, নিহত আরিয়ান পটুয়াখালীর বাউফল থানার রামগড় গ্রামের কাদের ভূইয়ার ছেলে।

বাংলাদেশ প্রতিদিন
শুক্রবার ॥ ৩০ অক্টোবর ২০২৬

হাতির আক্রমণে কৃষকের মৃত্যু

কক্সবাজারের রামু উপজেলা বন্যহাতির আক্রমণে আবদুর রশিদ প্রকাশ কুইল্লা (৫৮) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। তিনি ঈদগড় ইউনিয়নের উত্তর চরপাড়া মুক্তাতলী এলাকার বাসিন্দা। গতকাল সকালে ঈদগড়ের কেলাঘোনা নামক স্থানে ধান খেত থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। ঈদগড় পুলিশ ফাঁড়ির তদন্ত কর্মকর্তা খোরশেদ আলম বলেন, 'ধান খেতে পাহারা দেওয়ার সময় একদল বন্য হাতি আক্রমণ করলে ঘটনাস্থলে আবদুর রশিদের মৃত্যু হয়েছে।' –কক্সবাজার প্রতিনিধি

যুগান্তর

বৃহস্পতিবার ১ অক্টোবর ২০২৬

ধানমন্ডিতে গৃহকর্মীকে ধর্ষণ আটক ২

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর ধানমন্ডিতে বাসার ভেতরে এক গৃহকর্মীকে আটকে রেখে ধর্ষণ ও নির্যাতনের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় দুজনকে আটক করেছে ধানমন্ডি থানা পুলিশ। বুধবার ধানমন্ডির ৪/এ রোডের একটি বাসায় এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার প্রাথমিক সত্যতা পেয়েছি পুলিশ।

ধানমন্ডি থানার ওসি মো. ইমদাদুল ইসলাম ভূঁইয়া বলেন, এক গৃহকর্মীকে বাসায় আটকে রেখে ধর্ষণ ও নির্যাতন করার অভিযোগ করা হয়েছে। পুলিশ প্রাথমিক তদন্তে অভিযোগের সত্যতা পেয়েছে। অভিযুক্ত দুজনকে আটক করা হয়েছে। তারা বর্তমানে থানা হেফাজতে রয়েছে। এ ঘটনায় মামলা প্রক্রিয়াধীন।

যুগান্তর

বৃহস্পতিবার ১ অক্টোবর ২০২৬

গাবতলীতে ছুরিকাঘাতে রিকশাচালক নিহত

শ্যামপুরে ফুটওভার ব্রিজে লাশ

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর গাবতলী এলাকায় অজ্ঞাতপরিচয় দুই ব্যক্তির ছুরিকাঘাতে [illegible] রিকশাচালক (৩০) নিহত হয়েছেন। বুধবার ভোরে [illegible] আরাফাত দান হোটেলের সামনে এ ঘটনা ঘটে। তার নাম-পরিচয় নিশ্চিত হতে পারেনি পুলিশ। পরিচয় শনাক্তে সহযোগিতা চেয়েছে দারুসসালাম থানা পুলিশ। এদিকে, শ্যামপুর থানাধীন নৌকার ফুটওভার ব্রিজের ওপর থেকে অজ্ঞাতপরিচয় (৬০) এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ওই ব্যক্তি ভবঘুরে ছিলেন বলে স্থানীয়রা পুলিশকে জানিয়েছেন।

ডিএমপির উপকমিশনার (মিডিয়া) আকতার হোসেন বলেন, বুধবার ভোরে ওই রিকশাচালককে অজ্ঞাতপরিচয় দুই ব্যক্তি পিঠে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায়। পরে দারুসসালাম থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। পুলিশ স্থানীয় জনসাধারণসহ সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতা কামনা করেছে। দারুসসালাম থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) নাজমুল হাসান খাঁন (মোবাইল —০১৭১৭৭৮৯৯০৩) অথবা তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই তরিকুল ইসলামের (মোবাইল— ০১৭১১৩৪৬৭৩৮) সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

ফুটওভার ব্রিজে লাশ : শ্যামপুর থানার এসআই মাসুম বিল্লাহ জানান, বুধবার বিকালে শ্যামপুরের নৌকার ফুটওভার ব্রিজ থেকে অচেতন অবস্থায় ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করা হয়। পরে তাকে ঢামেক হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

যুগান্তর

শুক্রবার
২ অক্টোবর ২০২৬

দেবিদ্বারে দিনমজুরকে কুপিয়ে হত্যা

যুগান্তর ডেস্ক

কুমিল্লার দেবিদ্বারে বাঁশ কাটা নিয়ে ঝগড়ায় এক দিনমজুরকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এদিকে কুড়িগ্রামে কলেজছাত্রের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এছাড়া মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগরে স্কুলছাত্রী, যশোরের অভয়নগরে ভ্যানচালক, ফরিদপুরের ভাঙ্গায় গৃহবধূ এবং আলফাডাঙ্গায় যুবকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। যুগান্তর প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর : **কুমিল্লার দেবিদ্বারে** শফিকুল ইসলাম নামে এক দিনমজুরকে দা দিয়ে কুপিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। ঘটনাটি ঘটেছে উপজেলার জাফরগঞ্জ ইউনিয়নের বারুর গ্রামে। নিহত শফিকুল ওই গ্রামের মৃত মহাজীর ছেলে। জানা যায়, বৃহস্পতিবার বিকালে বাঁড়ির পাশে বাঁশঝাড় থেকে বাঁশ কাটতে যান শফিকুল ইসলাম। এ সময় একই বাড়ির জয়নাল আবেদীনের (এলু মেম্বার) ছেলে লিমন ও তার বড় ভাই নজরুল ইসলামের ছেলে নিশাত বাঁশ কাটতে শফিকুলকে বাধা দেন। এ নিয়ে দুপক্ষই বাঁশঝাড় নিজেদের দাবি করে মারামারিতে লিপ্ত হন। একপর্যায়ে দা দিয়ে কুপিয়ে শফিকুলের নাড়িভুঁড়ি বের করে চাচা-ভাতিজা পালিয়ে যান। পরে স্থানীয়রা উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। **কুড়িগ্রাম** সদরের বালাকুড়া মাদ্রাসাপাড়ায় নিজ ঘর থেকে এক কলেজছাত্রের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে স্থানীয়রা খবর দিলে পুলিশ লাশ উদ্ধার এবং কোনো অভিযোগ না থাকায় স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করে। সদর উপজেলার হলোখানা ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের বালাকুড়া মাদ্রাসাপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। মৃত নাজমুল ইসলাম ওই এলাকার নজরুল ইসলামের নাতি। জন্মের পর থেকে তিনি তার নানাবাড়িতে থাকতেন। নাজমুল খলিলগঞ্জ স্কুল অ্যান্ড কলেজের একাদশ শ্রেণির ছাত্র ছিলেন। পরিবারের দাবি তিনি আত্মহত্যা করেছেন। তবে কী কারণে আত্মহত্যা করেছেন তা কেউ জানাতে পারেননি। **মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগরে** সামিয়া আক্তার নামে এক স্কুলছাত্রী গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। বৃহস্পতিবার দুপুর ১টার দিকে উপজেলার বাঘড়া ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডে এ ঘটনা ঘটে। তার বাবার নাম বাবুল শেখ। মৃত সামিয়া বাঘরা স্বরুপচন্দ্র উচ্চবিদ্যালয় নবম শ্রেণির ছাত্রী ছিল। স্থানীয়রা জানান, নিজ ঘরের দরজা বন্ধ করে ফ্যানের সঙ্গে ওড়না প্যাঁচিয়ে সে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। আত্মহত্যার সঠিক কারণ জানা যায়নি। **যশোরের অভয়নগরের** বাঘুটিয়া ইউনিয়নের ভাটপাড়া এলাকায় মালেক শেখ নামে এক ভ্যানচালকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টার দিকে ভাটপাড়া এলাকার একটি সুপারি বাগান থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। মৃত মালেক উপজেলার মরিচা-ভবানীপুর এলাকার ধলা মিয়া শেখের ছেলে। জানা যায়, বুধবার রাতে বাড়ির পাশের বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠানে ভ্যান ভাড়ার কাজে নিয়োজিত ছিলেন মালেক। পরে সকালে তিনি বাড়িতে না ফেরায় স্বজনরা তাকে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। একপর্যায়ে বাড়ির পাশের একটি সুপারি বাগানে তার লাশ পড়ে থাকতে দেখা যায়। খবর পেয়ে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে। থানার ওসি মো. নুরুজ্জামান বলেন, এটি হত্যা নাকি আত্মহত্যা তা লাশের ময়নাতদন্ত রিপোর্ট পাওয়ার পর বলা যাবে। **ফরিদপুরের ভাঙ্গায়** নিজ ঘরের আড়ার সঙ্গে গামছা প্যাঁচানো অবস্থায় সীমা বিশ্বাস নামে এক গৃহবধূ লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলার ছিলাধরচর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। মৃত সীমা ওই গ্রামের প্রদীপ বিশ্বাসের স্ত্রী। জানা যায়, সীমার স্বামী প্রদীপ একজন মাদকাসক্ত ব্যক্তি। তিনি প্রায়ই নেশাগ্রস্ত অবস্থায় স্ত্রীকে মারধর করতেন। প্রতিদিনের মতো বৃহস্পতিবার সকালেও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হয় এবং প্রদীপ তার স্ত্রীকে মারধর করেন। পরে দুপুরে সবার অজান্তে নিজ ঘরের আড়ার সঙ্গে গামছা দিয়ে ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেন তিনি। **আলফাডাঙ্গায়** পারিবারিক কলহের জেরে স্ত্রীর ওপর অভিমান করে নাছিম মিয়া নামে এক যুবক গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। বুধবার রাত ৭টার দিকে উপজেলার সদর ইউনিয়নের ব্রাহ্মণ জাটিগ্রাম এলাকায় নিজ বসতঘরে এ ঘটনা ঘটে। মৃত নাছিম ওই গ্রামের আবুল কালাম আজাদের (খোকা মিয়া) ছেলে। তিনি পেশায় একজন টাইলস মিস্ত্রি ছিলেন।

কুড়িগ্রামে কলেজছাত্রসহ পাঁচ স্থানে ৫ লাশ উদ্ধার

সমকাল বৃহস্পতিবার। ১ অক্টোবর ২০২৬।

চট্টগ্রামে কিশোর গ্যাং সদস্যকে ডেকে নিয়ে হত্যা, আটক ৬

■ সমকাল ডেস্ক

চট্টগ্রাম নগরে মো. হৃদয় (১৬) নামে এক কিশোর গ্যাং সদস্যকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে। গত মঙ্গলবার রাতে খুলশী থানার পাহাড়তলী ওয়্যারলেস কলোনির চার নম্বর গলিতে এ ঘটনা ঘটে। সবজির দোকান থেকে চাঁদা তোলা ও সিনিয়র-জুনিয়র নিয়ে দ্বন্দ্বে এ হত্যাকাণ্ড বলে পুলিশ জানিয়েছে। এদিকে, টাঙ্গাইলের নাগরপুরে চোরের ছুরিকাঘাতে প্রাণ গেছে গৃহস্থের। পঞ্চগড়, নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ ও কুষ্টিয়ার দৌলতপুর থেকে তিনজনের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

নাগরপুরে চোরের ছুরিকাঘাতে প্রাণ গেল গৃহস্থের

টাঙ্গাইলের নাগরপুরে চোরের ছুরিকাঘাতে নিহত হয়েছেন মজনু মিয়া (৫০) নামের এক গৃহস্থ। এ সময় আহত হয়েছেন দুজন। গতকাল ভোরে এই ঘটনা ঘটে বারাপুষা গ্রামে। মজনু ওই গ্রামের বেল্লাল মিয়ার ছেলে। তিনি পেশায় ঢালাই মিস্ত্রির সহকারী ছিলেন। পরে প্রতিবেশীরা ছামিনুর মিয়া নামের ওই চোরকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে।

বাংলাদেশ প্রতিদিন

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক

শুক্রবার ॥ ২ অক্টোবর ২০২৬

দুর্বৃত্তের হামলায় শ্রমিক আহত

নারায়ণগঞ্জ শহরের চাষাঢ়া এলাকায় জাইকার অর্থায়নে শহীদ জিয়া হলে নির্মাণকাজ শুরুর জন্য সয়েল টেস্ট চলাকালে হামলা চালিয়েছে দুর্বৃত্তরা। বুধবার রাতে এ হামলার ঘটনা ঘটে। ধারালো অস্ত্রের এলোপাতাড়ি কোপে ইমন নামে এক শ্রমিক গুরুতর আহত হয়েছেন। শ্রমিকরা জানান, তাদের মোবাইল, টাকা ও অন্যান্য সরঞ্জাম লুট করে নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা। সদর মডেল থানার ওসি সাজেদুর রহমান বলেন, মামলা হয়েছে। আমরা আসামিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। —নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

সময়ের আলো
বৃহস্পতিবার। ১ অক্টোবর ২০২৬।

গণধর্ষণের শিকার কিশোরী গৃহপরিচারিকা

● শ্রীমঙ্গল প্রতিনিধি

মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে ১৪ বছর বয়সি এক গৃহপরিচারিকাকে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগীর বাবা বাদী হয়ে তিনজনের নাম উল্লেখ করে শ্রীমঙ্গল থানায় মামলা করার পর পুলিশ তিন আসামিকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতাররা হলো– দুলাল মিয়া (৩১), সোহেল (২৬) ও আল আমিন (২০)।

বুধবার ভুক্তভোগীর বাবা বাদী হয়ে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে শ্রীমঙ্গল থানায় মামলা করেন। শ্রীমঙ্গল থানার ওসি (তদন্ত) আব্দুর রাজ্জাক বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, তিন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, গত ২৬ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৭টার দিকে ওই কিশোরী গৃহপরিচারিকা কাজ শেষে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে আসামিরা একটি সিএনজি অটোরিকশায় এসে তার পথরোধ করে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে ইছবপুর এলাকায় একটি ভাড়া বাসায় আটকে রাখে। ২৬ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা থেকে পরদিন ২৭ সেপ্টেম্বর সকাল ৭টা পর্যন্ত ওই বাসায় কিশোরীকে আটকে রেখে আসামিরা পর্যায়ক্রমে ধর্ষণ করে।

যুগান্তর
শনিবার ৩ অক্টোবর ২০২৬
১৮ আশ্বিন ১৪৩৩

ধানমন্ডিতে রংমিস্ত্রির মৃত্যু ঘিরে রহস্য গ্রেফতার ২

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর পশ্চিম ধানমন্ডিতে বহুতল 'ভবন থেকে পড়ে' সলেক খান বাবু নামে এক রংমিস্ত্রির মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় ভবনের কেয়ারটেকার ও দারোয়ানকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুলিশ বলছে, বাবুকে হত্যা করে উঁচু স্থান থেকে ফেলে দেওয়া হয় কি না সেটি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

হাজারীবাগ থানার এসআই সাইফুল ইসলাম জানান, শংকর জাফরাবাদ এলাকার ২৭৯/১ নম্বর ১০ তলা ভবনের বেসমেন্টে থাকতেন বাবু। বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টা ৪০ মিনিটের দিকে ওই ভবনের প্রধান ফটকে দারোয়ান বাঁধন দিওর সঙ্গে তার হাতাহাতি হয়। পরে বাবু ফোন করে কয়েকজনকে ডেকে আনেন। তারা দারোয়ানকে লোহার অ্যাঙ্গেল দিয়ে মাথায় আঘাত করে রক্তাক্ত করেন। পরে ভবনের কেয়ারটেকার মিল্টন ঘটনাস্থলে আসেন। বাবু পালানোর জন্য সন্ধ্যা সোয়া ৬টার দিকে ওই ভবনের ছাদে ওঠেন। এর দুই এক মিনিট পর কেয়ারটেকার তিনজনকে সঙ্গে নিয়ে ছাদে যান। মিনিটখানেক পর তারা নিচে নেমে আসেন। কিছুক্ষণ পর গ্যারেজের ওপর প্লাস্টিকের টিনের চালে বাবুকে গুরুতর আহত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। সেখানেই তার মৃত্যু হয়।

পুলিশের এ কর্মকর্তা জানান, স্থানীয়দের কাছ থেকে খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার রাত ৯টার দিকে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। আইনি প্রক্রিয়া শেষে শুক্রবার দুপুরে লাশটি ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়। বাবুর পরনে নীল জিন্স ও হালকা পিংক রঙের টি-শার্ট ছিল। তার শরীরে ধুলাবালি লেগে ছিল। পিঠ থেকে কোমর পর্যন্ত আড়াআড়ি ছিলে যাওয়ার মতো লালচে ও বেগুনি রঙের ক্ষত এবং দুই কনুইয়ের চামড়া ছিঁড়ে রক্তক্ষরণের চিহ্ন ছিল। ঠোঁটেও জখমের চিহ্ন পাওয়া গেছে। তাকে মারধর করে উঁচু স্থান থেকে ফেলে দেওয়া হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। তবে ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে।

পুলিশ জানায়, এ ঘটনায় কেয়ারটেকার মিল্টন ও দারোয়ান বাঁধন দিওসহ অজ্ঞাতপরিচয় কয়েকজনকে আসামি করে মামলা হয়েছে। মামলার পর মিল্টন ও বাঁধনকে গ্রেফতার করা হয়।

নিহতের মা সুফিয়া বেগমের অভিযোগ, তার ছেলেকে মারধরের পর কিছু খাইয়ে ভবনের ওপর থেকে ফেলে দিয়ে হত্যা করা হয়েছে। তিনি জানান, বাবু ইন্টারনেট কোম্পানিতে চাকরির পাশাপাশি রংমিস্ত্রি হিসাবে কাজ করতেন। ওই ভবনে কাজ করে তার প্রায় তিন লাখ টাকা পাওনা ছিল। এর মধ্যে দেড় লাখ টাকা দেওয়া হয়েছিল। বাকি টাকা নিয়ে ভবন মালিকের সঙ্গে তার ছেলের বিরোধ চলছিল। বৃহস্পতিবার বিকালে গ্যারেজে থাকা রঙের সরঞ্জাম আনতে গেলে দারোয়ান তাকে ভেতরে ঢুকতে বাধা দেন। এ নিয়ে তাদের মধ্যে ঝগড়া হয়। এসব বিষয় নিয়ে বাসার মালিক ও দারোয়ানের সঙ্গে তার ছেলের মাঝেমধ্যেই ঝগড়া হতো।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার
৫ অক্টোবর ২০২৬

ছিনতাইকারীদের ছুরিকাঘাতে ট্রাকচালক নিহত

■ টাঙ্গাইল প্রতিনিধি

টাঙ্গাইলের কালিহাতীতে ছিনতাইকারীদের ছুরিকাঘাতে এক ট্রাকচালক নিহত হয়েছেন। নিহতের নাম রাজীব হোসেন (৩০)। তিনি লালমনিরহাটের হাতীবান্ধা উপজেলার ঠ্যাংজোড়া এলাকার আবুল হোসেনের ছেলে। শনিবার দিবাগত রাত ২টার দিকে ঢাকা-টাঙ্গাইল-যমুনা সেতু মহাসড়কের এলেঙ্গায় এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় জড়িত অভিযোগে মিন্টু ও ফারুক নামে দুজনকে আটক করেছে পুলিশ। কালিহাতী থানার ওসি কাইয়ুম খান সিদ্দিকী বলেন, খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। এ ঘটনায় জড়িত অভিযোগে দুজনকে আটক করা হয়েছে। ছিনতাইকারীদের ছুরিকাঘাতে ঘটনাস্থলেই মারা যান রাজীব। নিহতের লাশ উদ্ধার করে টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার প্রকৃত রহস্য উদঘাটনে পুলিশ কাজ করছে।

কালের কণ্ঠ
মঙ্গলবার। ৬ অক্টোবর ২০২৬

খুলনায় ছেলে হত্যার দেড় মাস পর বাবাকেও গুলি করে হত্যা

৬ জেলায় ৪ খুন, ৩ লাশ উদ্ধার

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

রায়পুরা (নরসিংদী) : অটোরিকশাসহ নিখোঁজের ১০ দিন পর চালকের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল দুপুরে উপজেলার আদিয়াবাদ ইউনিয়নের শিকদারপাড়া এলাকার একটি বিলের কচুরিপানার ভেতর থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

নিহত মনির মিয়া উপজেলার চরসুবুদ্ধি এলাকার শাহ আলমের ছেলে।

যুগান্তর
শনিবার ৩ অক্টোবর ২০২৬ ●
E-mail : sportsjugantor@gma

আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দ্বন্দ্ব

আশুলিয়ায় শ্রমিক দল নেতা গুলিবিদ্ধ, আহত ৫

যুগান্তর প্রতিবেদন, ঢাকা উত্তর

সাভারের আশুলিয়ায় আধিপত্য বিস্তার ও পূর্বশত্রুতার জেরে প্রতিপক্ষের হামলায় শ্রমিক দল নেতা গুলিবিদ্ধসহ অন্তত ৫ জন আহত হয়েছে। শুক্রবার আশুলিয়ার চিত্রশাইলের মানিকগঞ্জপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, পূর্বশত্রুতার জের ধরে আশুলিয়া থানা শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলামের ওপর অতর্কিত হামলা চালায় একদল সন্ত্রাসী। বাধা দিতে গেলে ইয়ারপুর ইউনিয়ন শ্রমিক দলের সহসভাপতি সাঈদ হাসান মিঠুকে গুলি ও সঙ্গে থাকা পাঁচজনকে কুপিয়ে জখম করে তারা পালিয়ে যায়। আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতাল ও ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে।

রবিউল ইসলাম বলেন, হাবিব নামের এক যুবক সন্ত্রাসী বাহিনী নিয়ে হামলা ও গুলিবর্ষণ করেছে। এতে ইয়ারপুর ইউনিয়ন শ্রমিক দলের সহসভাপতি সাঈদ হাসান মিঠু গুলিবিদ্ধ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। আশুলিয়া থানার ওসি তরিকুল ইসলাম জানান, ইন্টারনেট ব্যবসা নিয়ে হামলার ঘটনা ঘটেছে বলে জেনেছি। কোনো পক্ষ লিখিত অভিযোগ দেয়নি। তবে বিষয়টি তদন্ত করে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

যুগান্তর
বুধবার ৭ অক্টোবর ২০২৬
E-mail : sportsjugantor@

শ্রীপুরে দোকান ভাঙচুর শ্রমিকদের মারধর

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

শ্রীপুরে পূর্বশত্রুতার জেরে নির্মাণাধীন দোকানঘর ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে বিএনপি নেতা আবুল কালাম ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে। নির্মাণাধীন দোকান ভাঙচুরের পাশাপাশি শ্রমিকদের মারধর এবং ভুক্তভোগী পরিবারকে প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছে তারা। নিজের ও পরিবারের নিরাপত্তার স্বার্থে শ্রীপুর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) ও লিখিত অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগী মো. লোকমান হোসেন। মঙ্গলবার বিকালে শ্রীপুর পৌর এলাকার কেওয়া পূর্বখণ্ড (কেওয়াচালা) গ্রামে ভাঙচুর হওয়া নির্মাণাধীন ভবনে দাঁড়িয়ে লোকমান হোসেন বলেন, 'গত সোমবার অভিযুক্ত শ্রীপুর পৌর বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক আবুল কালাম, তার ছোট ভাই জুয়েল এবং সহযোগী সাইফুল ও জালালসহ সংঘবদ্ধ একদল সন্ত্রাসী আমার নির্মাণাধীন ভবনে হ্যামার দিয়ে দেওয়াল সম্পূর্ণ ভেঙে ফেলেছে। এ সময় ভাঙচুর চালিয়ে ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। ভাঙচুরের কারণ জানতে চাইলে তারা আমার ছেলে-মেয়েসহ আমাকে প্রাণনাশের হুমকি দেয়।' এ বিষয়ে অভিযুক্ত আবুল কালাম বলেন, লোকমান হোসেন আমার চাচাতো ভাই, তাদের সঙ্গে আমাদের জমিজমাসংক্রান্ত বিরোধ রয়েছে। তিনি বলেন, লোকমান হোসেন আমাদের জমি নামজারি করে রেখেছে। বারবার বলার পরও তা সংশোধন করে দেয় না। তাই আমরা ঘর ভেঙে ফেলেছি। এ বিষয়ে শ্রীপুর থানার ওসি মো. শাহীনুর আলম জানান, এ ঘটনায় লোকমান হোসেন একটি সাধারণ ডায়েরি ও লিখিত অভিযোগ করেছেন।

কালের কণ্ঠ
শনিবার। ৩ অক্টোবর ২০২৬

সিলেটে তরুণকে কুপিয়ে হত্যা

আরো ছয় জেলায় ৩ খুন ৩ লাশ উদ্ধার

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

সিলেটের দক্ষিণ সুরমায় ধারালো অস্ত্রের আঘাতে এক তরুণ নিহত হয়েছেন। নরসিংদীতে দুই পক্ষের সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হয়ে এক যুবক নিহত হয়েছেন। কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে ছোট ভাই হাতে বড় ভাই নিহত হয়েছেন। বাগেরহাটের ফকিরহাটে সাবেক ইউপি সদস্য, কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়ায় এক যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী এবং রংপুরে অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নওগাঁর ধামইরহাটে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের হামলায় এক কৃষক নিহত হয়েছেন। আমাদের নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

সিলেটের দক্ষিণ সুরমা উপজেলায় রাসেল শাহ (২৩) নামের এক তরুণকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার বিকেলে উপজেলার মোগলাবাজার থানার সিলামের চকের বাজারের কাছে এ ঘটনা ঘটে। নিহত রাসেল সিলামের শারুক মিয়ার ছেলে।

নরসিংদীতে দুই পক্ষের সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ যুবক নিহত : নরসিংদীতে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হয়ে বাবু ওরফে আবদুল্লাহ (২৬) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। গতকাল বিকেলে শহরের চৌয়ালা এলাকার লোকমান হোসেন পৌর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পেছনে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় নিহতের ভাই রুবেল (৩০) এবং প্রতিপক্ষের মিরাজ (২০) গুরুতর আহত হয়েছেন।

নিহত বাবু ও আহত রুবেল চৌয়ালা এলাকার আবদুল কাদেরের ছেলে। মিরাজ একই এলাকার জাকির হোসেনের ছেলে। বাবু এলাকায় ঝালমুড়ি বিক্রি করতেন।

কুষ্টিয়ায় ছোট ভাইয়ের হাঁসুয়ার কোপে যুবক নিহত : কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে ছোট ভাই ইমরানের হাঁসুয়ার কোপে বড় ভাই রাসেল (২৫) নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। গতকাল উপজেলার হোগলবাড়িয়া ইউনিয়নের তাজপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। সকালের ঘটনায় রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বিকেলে রাসেলের মৃত্যু হয়। তিনি তাজপুর গ্রামের আহাদ আলীর বড় ছেলে।

ধামইরহাটে প্রতিপক্ষের হামলায় কৃষক নিহত : নওগাঁর ধামইরহাটে জমির করলাগাছ তোলাকে কেন্দ্র করে প্রতিপক্ষের হামলায় আবুল কাশেম (৪২) নামের এক কৃষক নিহত হয়েছেন। গতকাল সন্ধ্যায় উপজেলার জাহানপুর ইউনিয়নের বড় শিবপুর মাস্টারপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় নিহত আবুল কাশেমের ছেলে ও দুই ভাই গুরুতর আহত হয়েছেন। তাঁরা জয়পুরহাট সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

ফকিরহাটে বসতঘর থেকে সাবেক ইউপি সদস্যের মরদেহ উদ্ধার : বাগেরহাটের ফকিরহাট সদর ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের পাগলা দেয়াপাড়া গ্রামে বসতঘর থেকে সাবেক ইউপি সদস্য শেখ মুজিবুর রহমানের (৮০) মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল দুপুরে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। শেখ মুজিবুর রহমান সদর ইউনিয়নের পাগলা দেয়াপাড়া গ্রামের বাসিন্দা।

মহাসড়কের পাশে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির মরদেহ : রংপুর-ঢাকা মহাসড়কের পাশে পড়ে থাকা অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল সন্ধ্যায় রংপুর নগরীর মডার্ন মোড়সংলগ্ন ধর্মদাস এলাকায় মহাসড়কের পাশে মরদেহটি পড়ে থাকতে দেখা যায়।

পাকুন্দিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার : কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়ায় মো. সিরাজুল ইসলাম (৬৫) নামের এক যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল সকালে উপজেলার কুষাকান্দা মৌলভি বাড়ির নিজ ঘর থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। পাকুন্দিয়া থানার ওসি এস এম আরিফুর রহমান বলেন, তাঁর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর কারণ জানা যাবে।

প্রথম আলো
শনিবার, ৩ অক্টোবর ২০২৬

বাড়িতে ঢুকে যুবককে গুলি করে হত্যা, ভাই আহত

নরসিংদী শহর

পুলিশ বলছে, এলাকায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে স্থানীয় দুটি পক্ষের মধ্যে বিরোধ চলছিল। নিহত ব্যক্তি একটি পক্ষের লোক ছিলেন।

প্রতিনিধি, *নরসিংদী*



আবদুল্লাহ বাবু

নরসিংদী শহরে আধিপত্য বিস্তার ও পূর্বশত্রুতার জেরে বাড়িতে ঢুকে আবদুল্লাহ বাবু (২৬) নামের যুবককে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। এ সময় তাঁর বড় ভাইসহ দুজন ধারালো অস্ত্রের আঘাতে গুরুতর আহত হন। গতকাল শুক্রবার বিকেলে শহরের চৌয়ালা এলাকায় এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

নিহত আবদুল্লাহ বাবু চৌয়ালা এলাকার উত্তরপাড়ার আবদুল কাদেরের ছেলে। তিনি ফুচকা-চটপটি বিক্রি করতেন। আহত হয়েছেন তাঁর বড় ভাই মো. রুবেল (৩০)। আহত আরেকজন হলেন পার্শ্ববর্তী কোনাপাড়ার জাকির মিয়ার ছেলে মো. মিরাজ (২০)। তিনি হামলাকারীদের পক্ষের বলে জানিয়েছে পুলিশ। তাঁকে আটক করে পুলিশের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

নিহত ব্যক্তির পরিবারের সদস্যরা জানান, গতকাল বিকেল সাড়ে চারটার দিকে আবদুল্লাহ বাবু নিজ বাড়িতে ছিলেন। ওই সময় আবু লালের নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী আগ্নেয়াস্ত্র ও দেশি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বাড়িতে ঢোকে। তারা আবদুল্লাহর বুকে ও হাতে দুটি গুলি করে। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাদের বাধা দিতে এগিয়ে গেলে রুবেলের ডান হাতে কোপানো হয়।

স্থানীয় লোকজন হতাহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে নরসিংদী সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেন। এ সময় হাসপাতালটির কর্তব্যরত চিকিৎসক আবদুল্লাহকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত দুজনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানোর পরামর্শ দেওয়া হয়। পরে নরসিংদী মডেল থানার পুলিশ আবদুল্লাহ বাবুর লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠায়।

নরসিংদী সদর হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা (আরএমও) ফরিদা গুলশানারা কবির বলেন, 'নিহত আবদুল্লাহ বাবুর শরীরে গুলির চিহ্ন পেয়েছি। তাঁকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়েছিল। ধারালো অস্ত্রের কোপে আহত দুই ব্যক্তিকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ঢাকায় পাঠানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।'

পুলিশ বলছে, এলাকায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে আবু লাল এবং হেলাল মিয়া নামের স্থানীয় দুটি পক্ষের মধ্যে বিরোধ চলছিল। দুজনের বিরুদ্ধে হত্যা, চুরি ও চাঁদাবাজির একাধিক মামলা রয়েছে। গতকাল বিকেলে আবু লাল পক্ষের লোকজন হেলালপক্ষের আবদুল্লাহ বাবুকে বাড়িতে ঢুকে গুলি করেন। তাঁর ভাই রুবেলকে কুপিয়ে আহত করা হয়। মিরাজ কীভাবে আহত হয়েছেন, তা তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।

নরসিংদী সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ আর এম আল মামুন জানান, সুরতহাল শেষে লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে মামলা প্রক্রিয়াধীন। জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারে পুলিশের একাধিক দল অভিযান চালাচ্ছে। আহত মিরাজকে আটক করা হয়েছে, পুলিশের তত্ত্বাবধানে তাঁর চিকিৎসা চলছে।

কালের কণ্ঠ
সোমবার। ৫ অক্টোবর ২০২৬

খুলনায় দুর্বৃত্তদের গুলিতে নিষিদ্ধ চরমপন্থী দলের নেতা নিহত

১০ জেলায় ৬ খুন, ৪ লাশ উদ্ধার

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

খুলনায় পৃথক গুলির ঘটনায় নিষিদ্ধ পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির আঞ্চলিক নেতা নিহত এবং সাবেক জামাতার গুলিতে বিএনপি নেতা শ্বশুর গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। চাঁপাইনবাবগঞ্জে সৎছেলের ছুরিকাঘাতে মারা গেছেন এক নারী। পিরোজপুরে গৃহবধূকে হত্যার পর ঘরের মালপত্র লুট করা হয়েছে। পাবনায় মাদকাসক্ত যুবককে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। টাঙ্গাইলে মহাসড়কে ট্রাকচালককে কুপিয়ে হত্যা করেছে ডাকাতদল। গাজীপুরে এক যুবককে পুড়িয়ে হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ছাড়া নরসিংদী, সিরাজগঞ্জ ও মৌলভীবাজারে উদ্ধার হয়েছে আরো তিনজনের লাশ। কালের কণ্ঠের নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

টাঙ্গাইল : কালিহাতীতে ডাকাতদলের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে রাজীব হোসেন নামের এক ট্রাকচালক নিহত হয়েছেন। গতকাল ভোররাতে ঢাকা-টাঙ্গাইল-যমুনা সেতু মহাসড়কের এলেঙ্গায় এই ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে পুলিশ দুজনকে আটক করেছে।

জানা যায়, নিহত রাজীব হোসেন লালমনিরহাটের বাসিন্দা। কুড়িগ্রাম থেকে পাথরবোঝাই ট্রাক নিয়ে তিনি ঢাকার দিকে যাচ্ছিলেন। এলেঙ্গা এলাকায় ট্রাক থামিয়ে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে নামার পর কয়েকজন ডাকাত তাঁর ওপর হামলা চালায়। ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে তাঁকে গুরুতর আহত করা হয়। ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। সোমবার। ৫ অক্টোবর ২০২৬

রাবিতে হামলায় চার সাংবাদিকসহ আহত ১০

রাবি প্রতিনিধি ▷

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) শাখা ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে সাংবাদিক ও শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে। এতে চার সাংবাদিকসহ অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। গতকাল রবিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ জিয়াউর রহমান হলের সামনে এ ঘটনা ঘটে।

আহত চার সাংবাদিক হলেন—আগামীর সময়ের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি জাহিদুল ইসলাম, দ্য ডেইলি স্টারের নূর আহসান মৃদুল, বিডিনিউজটোয়েন্টিফোর ডটকমের আরিফ উজ্জামান কোরবান ও দৈনিক সমকালের মাঈনুল ইসলাম রাজু। প্রথমে তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাকেন্দ্রে নেওয়া হয়। পরে রাত ১০টার দিকে তাঁদের রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

আহত মাঈনুল ইসলাম বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের সহসভাপতি আহসান হাবীবের নেতৃত্বে অন্তত ১০ জন আমাদের ওপর অতর্কিত হামলা চালান। এরপর শিক্ষার্থীরা আমাদের হলের ভেতরে নিয়ে যান। পরে ডেইলি স্টারের সাংবাদিক ঘটনাস্থলে এলে তাঁকেও বেধড়ক মারধর করা হয়।'

প্রত্যক্ষদর্শী ও ঘটনাস্থলে উপস্থিত সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, রাত ৮টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন মার্কেট থেকে মিছিল নিয়ে শহীদ জিয়াউর রহমান হলের সামনে আসেন ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা। তাঁদের কয়েকজনের হাতে রামদা, চাপাতি, হকিস্টিক, পাইপ, বেসবল ব্যাটসহ বিভিন্ন দেশি অস্ত্র দেখা যায়। খবর পেয়ে প্রক্টর মাহবুবুর রহমান ঘটনাস্থলে গেলে ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা অস্ত্রগুলো লুকিয়ে ফেলেন বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়। পরে তাঁদের হাতে অস্ত্র দেখতে পেয়ে সাংবাদিক মাঈনুল ইসলাম ও আজকের পত্রিকার বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ভিডিও ধারণ করতে এগিয়ে যান। তখন মাঈনুল ইসলামকে লাঠি দিয়ে মারধর করা হয়। এ সময় আজকের পত্রিকার প্রতিনিধির মুঠোফোন কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়। এক পর্যায়ে আরিফ উজ্জামানকেও মারধর করা হয়। পরে প্রক্টর সাংবাদিকদের হলের ভেতরে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দেন।

সাংবাদিকদের ওপর হামলার খবর পেয়ে অন্য সাংবাদিকেরা ঘটনাস্থলে গেলে দ্য ডেইলি স্টারের প্রতিনিধি নূর আহসান মৃদুল ও আগামীর সময়ের প্রতিনিধি জাহিদুল ইসলামকে মারধর করা হয়। এতে জাহিদুলের মাথা ফেটে যায়। এ ছাড়া অন্য সাংবাদিকরা রক্ষা করার জন্য এগিয়ে গেলে তাঁদের হত্যার হুমকি দেওয়া হয়।

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের সভাপতি সুলতান আহমেদ রাহী বলেন, 'বিষয়টি আমি সেন্ট্রাল (কেন্দ্রীয়) ছাত্রদলকে জানিয়েছি। দ্রুত তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

প্রক্টর মাহবুবুর রহমান বলেন, 'আমরা ব্যর্থ। আমাদের দ্বারা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি। আমরা পুলিশকে ফোন দিয়েছি। কিন্তু পুলিশও ভয়ে পালিয়ে গেছে।'

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, রাকসুর জিএস সালাহউদ্দিন আম্মারকে নিয়ে ছাত্রদল নেতা এম আহসান হাবীবের একটি ফেসবুক পোস্টের মন্তব্যকে কেন্দ্র করে এ ঘটনার সূত্রপাত। আহসান হাবীবের অভিযোগ, ওই পোস্টের মন্তব্যে রাকসুর সহসাংস্কৃতিক সম্পাদক রাকিবুল ইসলাম তাঁর মা ও বোনকে নিয়ে গালাগাল করেছেন। অন্যদিকে রাকিবুলের দাবি, তাঁকে মারধরের হুমকি দিয়ে অবস্থান জানতে চেয়েছিলেন আহসান হাবীব। পরে দুজনই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিজেদের অবস্থান জানিয়ে পাল্টাপাল্টি পোস্ট করেন।

গতকাল সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত শহীদ জিয়াউর রহমান হলের সামনে অবস্থান করেন রাকিবুল। পরে বিকেল ৫টা ৫৪ মিনিটে সেখানে অবস্থান নেন আহসান হাবীব। এ সময় তাঁর সঙ্গে থাকা কয়েকজন ছাত্রদল নেতাকর্মীর হাতে বেসবল ব্যাট দেখা যায়। ছাত্রদলের ওই অবস্থানের সমালোচনা করে শহীদ জিয়াউর রহমান হল সংসদের জিএস আরিফুল ইসলাম তাঁর ফেসবুক পোস্টে লেখেন, 'তারেক রহমানের সোনার ছেলেরা চাঁদাবাজি ছেড়ে দিয়ে দেশীয় অস্ত্র নিয়ে ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করছে।' এরপর ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা রড, পাইপ, চাপাতিসহ বিভিন্ন দেশি অস্ত্র নিয়ে শহীদ জিয়াউর রহমান হলের সামনে অবস্থান নেন। পরে সেখানে সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটে।

যুগান্তর | রোববার ৪ অক্টোবর ২০২৬
১৯ আশ্বিন ১৪৩৩

তিন কিশোরের 'মাস্তানি'তে প্রাণ গেল রিকশাচালকের

● গাবতলী এলাকায় মাস্তানি করতে কেনে সুইচগিয়ার ● জন্মদিন উপলক্ষ্যে মদের পার্টির আয়োজন ● হত্যার পর ঢাকা থেকে পালিয়ে যায় সবাই

আবদুল্লাহ আল মামুন

রাজধানীর গাবতলীতে ভূতবন্যাতে এক রিকশাচালক (২৩) নিহতের ঘটনার তিন দিন পরও তাঁর পরিচয় শনাক্ত হয়নি। তবে হত্যারহস্য উদ্ঘাটন করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। এ ঘটনায় জড়িত ৩ কিশোরকে গ্রেফতার করেছে ডিবির মিরপুর বিভাগ। মূলত কিশোররা নিজেদের বাহাদুরি দেখাতে গেলে শিকার হন রিকশাচালক।

গ্রেফতার ৩ জন হলো—সাঈদ, জিহাদ ও ফারদিন। তাদের প্রত্যেকের বয়স ১৬ থেকে ১৮ বছর। তিনজনই নবম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে। ভোলা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও যাত্রাবাড়ীতে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়। হত্যাকাণ্ডের পর তারা পালানোর জন্য ঢাকা ছাড়ে। ডিবি সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

ডিবির মিরপুর বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) মোহাম্মদ রাকিব খান যুগান্তরকে বলেন, 'তিনজনের বয়সই কম। তারা স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিতে চাইলেও সময় শেষ হয়ে যাওয়ায় আদালতে হাজির করা যায়নি। আজ সকালে তাদের হাজির করা হবে।

বুধবার ভোরে গাবতলীর আল্লাহর দান হোটেলের সামনে থেকে রিকশার ওপর রক্তাক্ত অবস্থায় ওই রিকশাচালকের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। তার নাম-পরিচয় নিশ্চিত হতে পারেনি পুলিশ। ফিঙ্গার প্রিন্ট মিলিয়েও তার পরিচয় পাওয়া যায়নি। পরিচয় শনাক্তে সহযোগিতা চেয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে থানা পুলিশ।

তদন্তসংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, ফারদিনের বাড়ি পিরোজপুরে। সে ঢাকায় একটি রেস্টুরেন্টে চাকরি করে। সাঈদ ঢাকার স্থানীয়। তার দাদাবাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরে। এছাড়া জিহাদের বাড়ি ভোলায়।

তিন কিশোরের 'মাস্তানি'তে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

পরিবারের সঙ্গে ঢাকায় থাকলেও কোনো কাজ করে না। গ্রেফতারদের জিজ্ঞাসাবাদে ডিবি জানতে পারে, সাঈদের বয়স ১৭ বছরে পদার্পণ উপলক্ষ্যে চাচাতো ভাই রুয়েল জন্মদিনের পার্টির আয়োজন করে। এ উপলক্ষ্যে গাবতলী এলাকা থেকে বাংলা মদ কিনে এনে নিজেরা খায় ও মোজ-মাস্তি করে। রাতে মদ খেয়ে বের হয়ে গাবতলীর দিকে চা খেতে গেলে জিহাদ ও ফারদিন ভুক্তভোগী রিকশাওয়ালা দেখে ছিনতাইকারী বলে ধারণা করে। তারা নিজেদের কাছে থাকা ফোন ও টাকা শরীরের ভেতরে নিরাপদে লুকিয়ে রাখে। পরে রিকশাচালককে তার বাড়ি-ঘর কোথায় জানতে চায়। এ নিয়ে তাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হলে একপর্যায়ে রিকশাওয়ালা সেখান থেকে চলে যায়।

ডিবি জানায়, তর্ক-বিতর্কের কিছুক্ষণ পর সাঈদ সেখানে এলে রিকশাচালকের সঙ্গে ঝামেলার বিষয়টি তার সঙ্গে আলোচনা করে। তখন সাঈদ বলে, আমাকে আগে জানালি না কেন? একপর্যায়ে সে খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়ে। এর মধ্যে স্থানীয় আল আমিন রেস্টুরেন্টের সামনে সেই রিকশাচালকের সঙ্গে ফের তাদের সাক্ষাৎ হয়। তখন তার সঙ্গে নতুন করে তর্কে জড়ায়। একপর্যায়ে রিকশাচালক হোটেলের ভেতরে ঢুকে এক গ্লাস পানি খেয়ে বেরিয়ে যায়। বের হওয়ার সময় সাঈদ তাকে আটকে আগের ঝামেলা করার কারণ জানতে চায়। তখন নতুন করে কথা কাটাকাটি শুরু হলে সাঈদ ও জিহাদ তাকে চড় মারে। তখন রিকশাচালক উত্তেজিত হয়ে গেলে সাঈদ তার সঙ্গে থাকা সুইচগিয়ার বের করে রিকশাচালকের ঘাড়ে আঘাত করে। এতে ঘাড়ের রগ কেটে গেলে রিকশার ওপর পড়েই মৃত্যু হয় তার। বিষয়টি বুঝতে পেরে তারা দ্রুত ঘটনাস্থল ছেড়ে পালিয়ে যায়।পুলিশ জানায়, স্থানীয়দের কাছ থেকে খবর পেয়ে পুলিশ রিকশাচালকের লাশ উদ্ধার করে।

ডিবির তদন্তসংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, হত্যাকাণ্ডের কয়েকদিন আগে এলাকায় ভয়ভীতি দেখাতে একটি সুইচগিয়ার কেনে সাঈদ। তার উদ্দেশ্য ছিল মাস্তানি করা। কিশোর গ্যাংয়ের মতো ভাব করতে চেয়েছিল। মূলত উঠতি বয়সের কারণে মাস্তানি করার খায়েশ জাগে তার। এজন্য সুইচগিয়ারটি কেনে। কিন্তু সেটি দিয়ে হত্যাকাণ্ডের পর তারা ঢাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। রিকশাটির গ্যারেজের ঠিকানা খুঁজে বের করে চালকের পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে।

কালের কণ্ঠ
শনিবার। ৩ অক্টোবর ২০২৬

সিলেটে তরুণকে কুপিয়ে হত্যা

আরো ছয় জেলায় ৩ খুন ৩ লাশ উদ্ধার

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

সিলেটের দক্ষিণ সুরমায় ধারালো অস্ত্রের আঘাতে এক তরুণ নিহত হয়েছেন। নরসিংদীতে দুই পক্ষের সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হয়ে এক যুবক নিহত হয়েছেন। কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে ছোট ভাই হাতে বড় ভাই নিহত হয়েছেন। বাগেরহাটের ফকিরহাটে সাবেক ইউপি সদস্য, কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়ায় এক যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী এবং রংপুরে অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নওগাঁর ধামইরহাটে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের হামলায় এক কৃষক নিহত হয়েছেন। আমাদের নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

সিলেটের দক্ষিণ সুরমা উপজেলায় রাসেল শাহ (২৩) নামের এক তরুণকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার বিকেলে উপজেলার মোগলাবাজার থানার সিলামের চকের বাজারের কাছে এ ঘটনা ঘটে। নিহত রাসেল সিলামের শারুক মিয়ার ছেলে।

নরসিংদীতে দুই পক্ষের সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ যুবক নিহত : নরসিংদীতে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হয়ে বাবু ওরফে আব্দুল্লাহ (২৬) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। গতকাল বিকেলে শহরের চৌয়ালা এলাকার লোকমান হোসেন পৌর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পেছনে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় নিহতের ভাই রুবেল (৩০) এবং প্রতিপক্ষের মিরাজ (২০) গুরুতর আহত হয়েছেন।

নিহত বাবু ও আহত রুবেল চৌয়ালা এলাকার আবদুল কাদেরের ছেলে। মিরাজ একই এলাকার জাকির হোসেনের ছেলে। বাবু এলাকায় ঝালমুড়ি বিক্রি করতেন।

কুষ্টিয়ায় ছোট ভাইয়ের হাঁসুয়ার কোপে যুবক নিহত : কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে ছোট ভাই ইমরানের হাঁসুয়ার কোপে বড় ভাই রাসেল (২৫) নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। গতকাল উপজেলার হোগলবাড়িয়া ইউনিয়নের তাজপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। সকালের ঘটনায় রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বিকেলে রাসেলের মৃত্যু হয়। তিনি তাজপুর গ্রামের আহাদ আলীর বড় ছেলে।

ধামইরহাটে প্রতিপক্ষের হামলায় কৃষক নিহত : নওগাঁর ধামইরহাটে জমির করলাগাছ তোলাকে কেন্দ্র করে প্রতিপক্ষের হামলায় আবুল কাশেম (৪২) নামের এক কৃষক নিহত হয়েছেন। গতকাল সন্ধ্যায় উপজেলার জাহানপুর ইউনিয়নের বড় শিবপুর মাস্টারপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় নিহত আবুল কাশেমের ছেলে ও দুই ভাই গুরুতর আহত হয়েছেন। তাঁরা জয়পুরহাট সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

ফকিরহাটে বসতঘর থেকে সাবেক ইউপি সদস্যের মরদেহ উদ্ধার : বাগেরহাটের ফকিরহাট সদর ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের পাগলা দেয়াপাড়া গ্রামে বসতঘর থেকে সাবেক ইউপি সদস্য শেখ মুজিবুর রহমানের (৮০) মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল দুপুরে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। শেখ মুজিবুর রহমান সদর ইউনিয়নের পাগলা দেয়াপাড়া গ্রামের বাসিন্দা।

মহাসড়কের পাশে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির মরদেহ : রংপুর-ঢাকা মহাসড়কের পাশে পড়ে থাকা অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল সন্ধ্যায় রংপুর নগরীর মডার্ন মোড়সংলগ্ন ধর্মদাস এলাকায় মহাসড়কের পাশে মরদেহটি পড়ে থাকতে দেখা যায়।

পাকুন্দিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার : কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়ায় মো. সিরাজুল ইসলাম (৬৫) নামের এক যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল সকালে উপজেলার কুষাকান্দা মৌলভি বাড়ির নিজ ঘর থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। পাকুন্দিয়া থানার ওসি এস এম আরিফুর রহমান বলেন, তাঁর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর কারণ জানা যাবে।

প্রথম আলো
শনিবার, ৩ অক্টোবর ২০২৬

বাড়িতে ঢুকে যুবককে গুলি করে হত্যা, ভাই আহত

নরসিংদী শহর

পুলিশ বলছে, এলাকায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে স্থানীয় দুটি পক্ষের মধ্যে বিরোধ চলছিল। নিহত ব্যক্তি একটি পক্ষের লোক ছিলেন।

প্রতিনিধি, *নরসিংদী*



আবদুল্লাহ বাবু

নরসিংদী শহরে আধিপত্য বিস্তার ও পূর্বশত্রুতার জেরে বাড়িতে ঢুকে আবদুল্লাহ বাবু (২৬) নামের যুবককে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। এ সময় তাঁর বড় ভাইসহ দুজন ধারালো অস্ত্রের আঘাতে গুরুতর আহত হন। গতকাল শুক্রবার বিকেলে শহরের চৌয়ালা এলাকায় এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

নিহত আবদুল্লাহ বাবু চৌয়ালা এলাকার উত্তরপাড়ার আবদুল কাদেরের ছেলে। তিনি ফুচকা-চটপটি বিক্রি করতেন। আহত হয়েছেন তাঁর বড় ভাই মো. রুবেল (৩০)। আহত আরেকজন হলেন পার্শ্ববর্তী কোনাপাড়ার জাকির মিয়ার ছেলে মো. মিরাজ (২০)। তিনি হামলাকারীদের পক্ষের বলে জানিয়েছে পুলিশ। তাঁকে আটক করে পুলিশের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

নিহত ব্যক্তির পরিবারের সদস্যরা জানান, গতকাল বিকেল সাড়ে চারটার দিকে আবদুল্লাহ বাবু নিজ বাড়িতে ছিলেন। ওই সময় আবু লালের নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী আগ্নেয়াস্ত্র ও দেশি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বাড়িতে ঢোকে। তারা আবদুল্লাহর বুকে ও হাতে দুটি গুলি করে। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাদের বাধা দিতে এগিয়ে গেলে রুবেলের ডান হাতে কোপানো হয়।

স্থানীয় লোকজন হতাহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে নরসিংদী সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেন। এ সময় হাসপাতালটির কর্তব্যরত চিকিৎসক আবদুল্লাহকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত দুজনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানোর পরামর্শ দেওয়া হয়। পরে নরসিংদী মডেল থানার পুলিশ আবদুল্লাহ বাবুর লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠায়।

নরসিংদী সদর হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা (আরএমও) ফরিদা গুলশানারা কবির বলেন, 'নিহত আবদুল্লাহ বাবুর শরীরে গুলির চিহ্ন পেয়েছি। তাঁকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়েছিল। ধারালো অস্ত্রের কোপে আহত দুই ব্যক্তিকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ঢাকায় পাঠানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।'

পুলিশ বলছে, এলাকায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে আবু লাল এবং হেলাল মিয়া নামের স্থানীয় দুটি পক্ষের মধ্যে বিরোধ চলছিল। দুজনের বিরুদ্ধে হত্যা, চুরি ও চাঁদাবাজির একাধিক মামলা রয়েছে। গতকাল বিকেলে আবু লাল পক্ষের লোকজন হেলালপক্ষের আবদুল্লাহ বাবুকে বাড়িতে ঢুকে গুলি করেন। তাঁর ভাই রুবেলকে কুপিয়ে আহত করা হয়। মিরাজ কীভাবে আহত হয়েছেন, তা তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।

নরসিংদী সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ আর এম আল মামুন জানান, সুরতহাল শেষে লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে মামলা প্রক্রিয়াধীন। জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারে পুলিশের একাধিক দল অভিযান চালাচ্ছে। আহত মিরাজকে আটক করা হয়েছে, পুলিশের তত্ত্বাবধানে তাঁর চিকিৎসা চলছে।

কালের কণ্ঠ
সোমবার। ৫ অক্টোবর ২০২৬

খুলনায় দুর্বৃত্তদের গুলিতে নিষিদ্ধ চরমপন্থী দলের নেতা নিহত

১০ জেলায় ৬ খুন, ৪ লাশ উদ্ধার

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

খুলনায় পৃথক গুলির ঘটনায় নিষিদ্ধ পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির আঞ্চলিক নেতা নিহত এবং সাবেক জামাতার গুলিতে বিএনপি নেতা শ্বশুর গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। চাঁপাইনবাবগঞ্জে সৎছেলের ছুরিকাঘাতে মারা গেছেন এক নারী। পিরোজপুরে গৃহবধূকে হত্যার পর ঘরের মালপত্র লুট করা হয়েছে। পাবনায় মাদকাসক্ত যুবককে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। টাঙ্গাইলে মহাসড়কে ট্রাকচালককে কুপিয়ে হত্যা করেছে ডাকাতদল। গাজীপুরে এক যুবককে পুড়িয়ে হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ছাড়া নরসিংদী, সিরাজগঞ্জ ও মৌলভীবাজারে উদ্ধার হয়েছে আরো তিনজনের লাশ। কালের কণ্ঠের নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

টাঙ্গাইল : কালিহাতীতে ডাকাতদলের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে রাজীব হোসেন নামের এক ট্রাকচালক নিহত হয়েছেন। গতকাল ভোররাতে ঢাকা-টাঙ্গাইল-যমুনা সেতু মহাসড়কের এলেঙ্গায় এই ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে পুলিশ দুজনকে আটক করেছে।

জানা যায়, নিহত রাজীব হোসেন লালমনিরহাটের বাসিন্দা। কুড়িগ্রাম থেকে পাথরবোঝাই ট্রাক নিয়ে তিনি ঢাকার দিকে যাচ্ছিলেন। এলেঙ্গা এলাকায় ট্রাক থামিয়ে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে নামার পর কয়েকজন ডাকাত তাঁর ওপর হামলা চালায়। ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে তাঁকে গুরুতর আহত করা হয়। ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান।

যুগান্তর
বুধবার • ৭ অক্টোবর ২০২৬

চাঁদা না দেওয়ায় ফোর স্টার গ্রুপের হামলা

পল্লবীতে ফার্মেসি ভাঙচুর কুপিয়ে জখম



রাজধানীর পল্লবীতে ২২ তলা গার্মেন্টের পেছনে মঙ্গলবার সন্ত্রাসীরা পিস্তল ও দেশীয় অস্ত্র নিয়ে ব্যবসায়ীর ওপর হামলা চালায় সংগৃহীত

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর পল্লবীতে একটি ফার্মেসিতে হামলা চালিয়ে দোকানদারকে কুপিয়ে গুরুতর জখমের ঘটনা ঘটেছে। ৩০ সেপ্টেম্বর পল্লবীর ২২ তলা গার্মেন্টের পেছনে একটি ফার্মেসিতে এ ঘটনা ঘটে। তবে মঙ্গলবার সেটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশ পায়। পুলিশ বলছে, মিরপুরের দুই সন্ত্রাসী গ্রুপের দ্বন্দ্বের জেরে ওই ঘটনা ঘটেছে। হামলাকারীরা সবাই শীর্ষ সন্ত্রাসী ফোর স্টার গ্রুপের সদস্য মশিউর রহমান মশুর লোক। চাঁদা দিতে রাজি না হওয়ায় হামলা চালানো হয়েছে। এ ঘটনায় মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত থানায় অভিযোগ করেনি কেউ। মহড়ার ছবি বিশ্লেষণ করে হামলাকারী দলের তিনজনকে আগ্নেয়াস্ত্রসহ গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

গ্রেফতার তিনজন হলেন—জনি, পারভেজ ও হারুন। তাদের কাছ থেকে একটি নাইন এমএম বিদেশি পিস্তল, দুটি ম্যাগাজিন ও আট রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়েছে। ভুক্তভোগী দোকানি আফজাল মোল্লা শরীয়তপুরের ভেদরগঞ্জ উপজেলার মৃত ইউসুফ মোল্লার ছেলে।

হামলা ও কোপানোর ঘটনার প্রায় দুই মিনিটের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। তাতে দেখা যায়, মুখে মাস্ক পরা তিন যুবক এক ব্যক্তির টি-শার্টের কলার ধরে মারধর করছেন। একজন রামদা দিয়ে কোপাচ্ছেন এবং আরেকজন আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে হুমকি দিচ্ছেন। অপর যুবক দোকান থেকে ব্যাগে করে কিছু একটা নেওয়ার চেষ্টা করছেন। আরেকটি ভিডিওতে একটি তরবারি দেখা যায়। তবে সেটি কার হাতে ছিল, দেখা যায়নি। পরে আরও এক যুবক দোকান থেকে কিছু একটা নিয়ে চলে যান। এ সময় হামলার শিকার ওই ব্যক্তিকে বলতে শোনা যায়—'আমি কিছু করব না, আমি কিছু করব না বাবা।' ৩০ সেকেন্ডের মধ্যে ঘটনাস্থল থেকে চলে যায় হামলাকারীরা। পরে ওই ব্যক্তিকে রক্তাক্ত হাত চেপে ধরে থাকতে দেখা যায়।

প্রশাসনকে জানালে মেরে ফেলা হবে, এমন হুমকি, ভয়ে তিনি পুলিশের দ্বারস্থ হননি। তবে হুমকিদাতাদের তথ্য পেয়েছে পুলিশ। তাদের মধ্যে রিয়াজ, ইব্রাহীম, হারুন, সুজন, সজিব, জুবায়ের, রাহুলসহ অজ্ঞাত আরও কয়েকজনকে শনাক্ত করা গেছে।

জানতে চাইলে পল্লবী থানার ওসি মো. হাসান বাসির বলেন, ঘটনাটি ৩০ সেপ্টেম্বরের। আমরা মঙ্গলবার জানতে পেরেছি। ওই দোকানদারকে থানায় আসতে বলা হয়েছে। তবে তিনি আসেননি, অভিযোগও করেননি। ওসি আরও বলেন, মিরপুরের সন্ত্রাসী মশিউর গ্রুপের লোকজন ওই দোকানদারের ফার্মেসিতে হামলা চালিয়েছে, এমন তথ্য পেয়েছি। দোকানদার আশিক গ্রুপকে সহযোগিতা করে এবং তথ্য দেয়, এমন অভিযোগে হামলা করা হয়েছে বলে তথ্য পাওয়া গেছে।

ডিবির মিরপুর বিভাগের উপ-কমিশনার (ডিসি) মোহাম্মদ রাকিব খান বলেন, পল্লবীর পলাশ নগর এলাকায় তিনটি মোটরসাইকেলে সাতজনের একটি দল অস্ত্র দেখিয়ে মহড়া দেয়। এ ঘটনায় স্থানীয়দের মাঝে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। সোমবার রাতে বাউনিয়া বাঁধ এলাকায় অভিযান চালিয়ে চক্রের তিনজনকে অস্ত্রসহ গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারদের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে। রিমান্ডে মহড়া ও অস্ত্রের উৎসের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

ডিবি সূত্রে জানা গেছে, পল্লবীর বাউনিয়া বাঁধ এলাকায় শীর্ষ সন্ত্রাসী মামুন-মশিউরের পরিচয় ব্যবহার করে একটি গ্রুপ জমি দখল, চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন অপরাধ করে আসছে। মূলত শীর্ষ সন্ত্রাসী মামুন-মশিউর গ্রুপের নাম ব্যবহার করে কাশেম নামের এক ব্যক্তি এলাকায় আতঙ্ক তৈরি করছে। এ চক্রের কাছে আরও অস্ত্র রয়েছে বলে ডিবি তথ্য পেয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
৯ অক্টোবর ২০২৬

আশুলিয়ায় ২৪ ঘণ্টায় তিন নারীসহ চার মরদেহ উদ্ধার

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সাভারের আশুলিয়ায় ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে তিন নারীসহ চার জনের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। উদ্ধার হওয়া মরদেহগুলোর মধ্যে দুই নারীকে হত্যার প্রাথমিক আলামত পাওয়া গেছে। অপর এক নারীর মৃত্যুর ঘটনাটিও হত্যাকাণ্ড কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। পৃথক এসব ঘটনায় এক গৃহবধূকে হত্যার অভিযোগে তার স্বামীকে আটক করা হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকালে আশুলিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তরিকুল ইসলাম এসব তথ্য নিশ্চিত করেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে আশুলিয়া ইউনিয়নের টংগাবাড়ী বঙ্গবন্ধু রোডের পল্লী বিদ্যুৎ এলাকায় হাজি খালেকের ভাড়া বাড়ি থেকে আঁখি আক্তার (২৪) নামে এক গৃহবধূর রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়। পারিবারিক বিরোধ ও পরকীয়ার সন্দেহের জেরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাকে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে তার স্বামী জাহিদ হাসানের (২৭) বিরুদ্ধে। পরে স্থানীয়দের সহায়তায় ঘটনাস্থল থেকে জাহিদ হাসানকে আটক করে পুলিশ।

এর আগে বুধবার রাতে আশুলিয়ার শিমুলিয়া ইউনিয়নের উত্তর কলতাসুতি মরিচকাটা এলাকার একটি নির্মাণাধীন ভবনের ছাদ থেকে রোকসানা বেগম (৪০) নামে এক নারীর বিবস্ত্র ও রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়। তিনি দুবাই প্রবাসী মকবুল হোসেনের স্ত্রী। তাদের বাড়ি গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার দক্ষিণ পাকুল্লা এলাকায়। প্রায় দুই মাস আগে তারা ঐ নির্মাণাধীন ভবনের তৃতীয় তলায় বসবাস শুরু করেন। এদিকে বুধবার বিকালে শিমুলিয়ার পাগলা বাজার-সংলগ্ন এলাকায় দেলোয়ার হোসেন দেওয়ানের ভাড়া বাড়ি থেকে তানিয়া খাতুন নামে এক নারী পোশাকশ্রমিকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। তিনি স্থানীয় পলমল গ্রুপের একটি তৈরি পোশাক কারখানায় কাজ করতেন এবং ঐ বাড়িতে ভাড়া থাকতেন।

পুলিশ জানায়, তানিয়ার গলায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে এবং তাকে শ্বাসরোধ করে হত্যার আলামত পাওয়া গেছে। নিহত তানিয়া খাতুন সাতক্ষীরা সদর থানার বাগডাঙ্গা এলাকার মিজানুর রহমানের মেয়ে। তিনি স্বামী পরিত্যক্তা ছিলেন।

অন্যদিকে, বুধবার দুপুরে আশুলিয়ার জামগড়া ইস্টার্ন হাউজিং এলাকার কাজী মো. আব্দুল আউয়ালের ভাড়া বাসা থেকে তরিকুল (৩৮) নামে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। তার স্ত্রী মরিয়ম (৩২) সকালে কর্মস্থলে যাওয়ার সময় তাকে বাসায় রেখে বাইরে থেকে দরজায় তালা দিয়ে যান। দুপুরে কর্মস্থল থেকে ফিরে ঘরের ভেতরে ফ্যানের সঙ্গে রশি পেঁচানো অবস্থায় তরিকুলের মরদেহ দেখতে পান তিনি।

বণিক বার্তা
রোববার, অক্টোবর ১১, ২০২৬

মরদেহ উদ্ধার

সিরাগঞ্জের বেলকুচিতে নিখোঁজের তিনদিন পর আব্দুর রাজ্জাক (৫০) নামে এক অটোভ্যানচালকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল দুপুরে সমেশপুর তিন মাথার মোড়সংলগ্ন একটি কলাবাগান থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। বেলকুচি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মুক্তারুজ্জামান মরদেহ উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
বণিক বার্তা প্রতিনিধি, সিরাজগঞ্জ

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। বুধবার। ৭ অক্টোবর ২০২৬

ছয় জেলায় ৩ জনকে হত্যা, ৩ লাশ উদ্ধার

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

ময়মনসিংহে যুবককে ছুরিকাঘাতে, রংপুরের পীরগঞ্জে ভ্যানচালককে গলা কেটে, পাবনার সুজানগরে ব্যবসায়ীকে আগুনে ঝলসে, নাটোরের বড়াইগ্রামে নিখোঁজ এক পরিবহন শ্রমিককে এবং দিনাজপুরের বিরামপুরে জমিতে ময়লা ফেলা নিয়ে বিরোধের জেরে এক ব্যক্তিকে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। এ ছাড়া ঢাকা মেডিক্যালের সামনে আরেক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার হয়েছে। আমাদের নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

ময়মনসিংহ নগরীতে সাদ্দাম হোসেন (২৩) নামের এক যুবককে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে। এ ঘটনার কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। নারীর শ্লীলতাহানির প্রতিবাদ করায় থাপ্পড় দেওয়ার প্রতিশোধ হিসেবে এ হত্যাকাণ্ড ঘটেছে বলে একটি সূত্র জানিয়েছে। তবে পুলিশের আরেকটি সূত্রের দাবি, এর নেপথ্যে মাদকসংক্রান্ত বিরোধ থাকতে পারে।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে নগরীর আকুয়া ভাঙ্গারপুল এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত অন্তরকে (২৫) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। নিহত সাদ্দাম ওই এলাকার পান্নু মিয়ার ছেলে। গ্রেপ্তার অন্তর একই এলাকার বিল্লাল হোসেনের ছেলে।

কোতোয়ালি থানার ওসি শিবিরুল ইসলাম বলেন, নারীর শ্লীলতাহানি নাকি মাদকসংক্রান্ত বিরোধ–কোনটি হত্যার কারণ, তা নিশ্চিত হতে তদন্ত চলছে।

ভ্যান নিয়ে বেরিয়ে আর ফেরা হলো না বিপুলের : রংপুরের পীরগঞ্জে ধানক্ষেত থেকে বিপুল চন্দ্র বর্মণ নামের এক ভ্যানচালকের গলা কাটা মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মরদেহের পাশে তাঁর ব্যবহৃত চার্জার ভ্যানটি পড়ে ছিল। পুলিশের ধারণা, ভ্যান ছিনতাইয়ের চেষ্টা বা পূর্বপরিকল্পিত কোনো ঘটনার জেরে তাঁকে হত্যা করা হয়ে থাকতে পারে। সোমবার রাতে উপজেলার রামনাথপুর ইউনিয়নের বড় মজিদপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। পীরগঞ্জ থানার ওসি নজমুল হক বলেন, বিপুলের গলায় ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। হত্যার কারণ তদন্তের পর নিশ্চিত হওয়া যাবে।

নিখোঁজের পরদিন হলুদক্ষেতে ব্যবসায়ীর আগুনে ঝলসানো লাশ : পাবনার সুজানগর উপজেলার আমিনপুর থানার আহম্মদপুরে নিখোঁজের এক দিন পর সুপ্রভাত মোদক (৩৮) নামের এক ব্যবসায়ীর আগুনে ঝলসানো মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল সকালে বাড়ির পেছনের হলুদের ক্ষেত থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। নিহত সুপ্রভাত আহম্মদপুর ইউনিয়নের আহম্মদপুর মিস্ত্রিপাড়া গ্রামের সত্যচরণ মোদকের ছেলে। তিনি কাশীনাথপুর বাজারে হোটেল ব্যবসা করতেন। আমিনপুর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) ফজলে এলাহী জানান, সোমবার বিকেলে স্ত্রীকে নিয়ে তিনি চিকিৎসকের কাছে যান। স্ত্রীকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে পরে তিনি বাড়ি ফেরার কথা থাকলেও আর ফেরেননি। পুলিশ তাঁর মোবাইল ফোনের অবস্থান শনাক্তের চেষ্টা করে। মঙ্গলবার সকালে বাড়ির পাশে হলুদের ক্ষেত থেকে পুলিশ তাঁর মরদেহ উদ্ধার করে। ঘটনাটি তদন্ত করা হচ্ছে।

নিখোঁজের ৫ দিন পর পরিবহন শ্রমিকের লাশ উদ্ধার : নাটোরের বড়াইগ্রামে নিখোঁজের পাঁচ দিন পর শফিকুল ইসলাম (৩৮) নামের এক পরিবহন শ্রমিকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল সকালে উপজেলার বনপাড়া পৌরসভার কালিকাপুর গুচ্ছগ্রামের একটি নির্মীয়মাণ বাড়ি থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। শফিকুল ওই এলাকার শহীদুল ইসলামের ছেলে। বড়াইগ্রাম থানার ওসি শফিকুল ইসলাম বলেন, নিহতের শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর কারণ জানা যাবে।

জমিতে ময়লা ফেলা নিয়ে বিরোধে ছোট ভাই নিহত : দিনাজপুরের বিরামপুরে ছোট ভাইয়ের ধানের জমিতে ময়লা ফেলা নিয়ে বিরোধের জেরে বড় ও মেজ ভাইয়ের লাঠির আঘাতে মুকুল হোসেন (৩৫) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। সোমবার রাতে বিরামপুর পৌর শহরের কৃষ্ণ চাঁদপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত মুকুল ওই এলাকার মৃত মনির উদ্দিনের ছেলে। বিরামপুর থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক বলেন, মারামারির এক পর্যায়ে মুকুল মারা যান। তদন্তের পর প্রকৃত ঘটনা জানা যাবে।

ঢাকা মেডিক্যালের সামনে আরেক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার : রাজধানীতে সড়ক থেকে এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার হয়েছে। গতকাল ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগের পাশ থেকে লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ।

গতকাল সন্ধ্যায় পুলিশ জানায়, ওই ব্যক্তির পরিচয় জানা যায়নি। সকালে অচেতন অবস্থায় সড়ক থেকে উদ্ধার করে ঢামেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগে পাঠানো হয়। পরে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ফাঁড়ির পরিদর্শক হাবিবুর রহমান বলেন, হত্যার কারণ সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশ তা তদন্ত করছে।

সমকাল
বৃহস্পতিবার। ৮ অক্টোবর ২০২৬

ভালুকায় নারী শ্রমিককে তুলে নিয়ে দলবদ্ধ ধর্ষণ

■ ভালুকা (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি

ময়মনসিংহের ভালুকায় এক পোশাক শ্রমিককে (২৩) তুলে নিয়ে মুখ বেঁধে রাতভর দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় মামলা হলে পুলিশ আল আমিন ও হুসেন মিয়া নামের দুই আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে। মামলার অপর আসামি ইকবাল হোসেন পলাতক রয়েছেন।

গ্রেপ্তার দুজনকে গতকাল বুধবার আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ও ভালুকা মডেল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মুহিদুল আলম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

মামলা সূত্রে জানা যায়, ভুক্তভোগী উপজেলার একটি পোশাক কারখানায় চাকরি করেন। গত রোববার রাত ১০টার দিকে কারখানা ছুটি হওয়ার পর তিনি অটোরিকশায় তার এক আত্মীয়ের বাড়ি রওনা দেন। বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে রিকশা থেকে নামার পর অভিযুক্তরা তাঁর পথ আটকান। পরে তাঁকে জোর করে পাশের জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে চোখ ও মুখ বেঁধে ফেলে। এরপর একটি ঘরে নিয়ে তাঁকে পালাক্রমে ধর্ষণ করে। সারারাত নির্যাতনের পর গত সোমবার ভোরে তাঁকে ছেড়ে দেয়। এ সময় ঘটনাটি কাউকে জানালে মেরে ফেলার হুমকি দেয় অভিযুক্তরা।

বাড়ি ফিরে ভুক্তভোগী আত্মীয়-স্বজন ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। পরে তাদের সঙ্গে নিয়ে গত সোমবার রাতে ভালুকা মডেল থানায় তিনজনকে আসামি করে মামলা করেন। মামলার পর পুলিশের একাধিক টিম গত মঙ্গলবার রাতে অভিযান চালিয়ে দুই আসামিকে গ্রেপ্তার করে।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ও ভালুকা মডেল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মুহিদুল আলম জানান, স্বামীর সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় ভুক্তভোগী কয়েক মাস ধরে পাশের গ্রামে একটি বাড়িতে ভাড়া থাকেন। সেখানে থেকেই ওই পোশাক কারখানায় চাকরি করতেন।

ভালুকা মডেল থানার ওসি মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম বলেন, মামলার প্রধান আসামিসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে। বাকি একজন পলাতক আছে। তাঁকে দ্রুত আইনের আওতায় আনতে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ৬ অক্টোবর ২০২৬
E-mail : sportsjugantor@gm

ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে আহত রিকশাচালকের মৃত্যু

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর পল্লবীতে অটোরিকশা ছিনতাইয়ে বাধা দেওয়ায় ছুরিকাঘাতে আহত চালক নুরু আলামিন (৪১) মারা গেছেন। রাজধানীর কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে ছয় দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর রোববার সন্ধ্যায় তার মৃত্যু হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত ২৮ সেপ্টেম্বর রাত দেড়টার দিকে পল্লবীর সেকশন-১০-এর প্যারিস রোড এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত নুরু আলামিন সেকশন-১১-এর বাউনিয়াবাদ এলাকার বাসিন্দা। তার বাবার নাম নুর ইসলাম।

জানা যায়, ওই রাতে অজ্ঞাত ছিনতাইকারীরা নুরু আলামিনের অটোরিকশা ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। এ সময় তিনি বাধা দিলে ছিনতাইকারীরা ধারালো ছুরি দিয়ে তাকে আঘাত করে। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। এ সময় ছিনতাইকারীরা অটোরিকশাটি নিয়ে পালিয়ে যায়।

পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রোববার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে তিনি মারা যান। পরে বিষয়টি পল্লবী থানায় জানানো হলে পুলিশ হাসপাতালে গিয়ে লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে ময়নাতদন্তের জন্য সোমবার শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়।

এ বিষয়ে পল্লবী থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. এমদাদুল হক বলেন, এ ঘটনায় তদন্ত চলছে। আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

সমকাল রোববার। ১১ অক্টোবর ২০২৬।

বগুড়ায় চুরির অভিযোগে শ্রমিককে পিটিয়ে হত্যা

■ বগুড়া ব্যুরো

বগুড়া সদরের লাহিড়ীপাড়া ইউনিয়নের চানপাড়া এলাকার একটি ইটভাটা থেকে রিপন মুর্মু নামে এক শ্রমিকের মরদেহ গত শুক্রবার রাতে উদ্ধার করা হয়েছে। স্বজনদের অভিযোগ, চুরির অপবাদ দিয়ে রিপনকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। পরে মরদেহ বাড়িতে পাঠানো হয়। রিপনের বাড়ি দিনাজপুরের ঘোড়াঘাট উপজেলার বেলোয়া বামনপাড়ায়।

পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্রে জানা গেছে, ইটভাটার যে গ্যারাজে রিপন থাকতেন, সেখান থেকে গত শুক্রবার রাতে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। তাঁর হাত ও পিঠে মারধরের চিহ্ন ছিল।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে কয়েকজন বাসিন্দা বলেন, ওই দিন সকালে স্থানীয় সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান শাহজাহান আলীর ছেলে আবু তালহার নেতৃত্বে সালিশে রিপনকে ভয়ানক নির্যাতন করা হয়। পরে তাঁর মৃত্যু হয়। রাতে আবু তালহা অ্যাম্বুলেন্স ডেকে মরদেহটি রিপনের বাড়িতে পাঠান। এ বিষয়ে তালহার বক্তব্য জানা সম্ভব হয়নি।

রিপনের বাবা মোজেস মুর্মু সমকালকে বলেন, রিপন (২৭) বগুড়া সদরের চানপাড়া এলাকায় আক্তার রহমান ডিউকের ইটভাটায় গত ৮-১০ বছর ধরে শ্রমিকের কাজ করত। ইটভাটার অদূরে একটি দোকান থেকে ঝালাই মেশিন চুরির অভিযোগে গত শুক্রবার সকালে সালিশ বসিয়ে রিপনকে মারধর করা হয়। পরে রাতে একটি অ্যাম্বুলেন্সে করে তাঁর ছেলের মরদেহ বাড়িতে পাঠানো হয়।

দিনাজপুরের ঘোড়াঘাটের পালশা ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সদস্য রবিউল ইসলাম বলেন, 'রিপনের বাবার সঙ্গে আমিও মরদেহ নিয়ে বগুড়ার চানপাড়ায় ঘটনাস্থলে যাই। সেখানে গিয়ে জানতে পারি, একটি দোকান থেকে ঝালাই মেশিন চুরির অভিযোগে রিপনকে মারধর করা হয়। তার কাছে ২০ হাজার টাকাও দাবি করা হয়েছিল।'

পুলিশ জানিয়েছে, অ্যাম্বুলেন্সের চালক সিয়াম আহমেদ তাদের জানিয়েছিলেন, শুক্রবার রাত ৯টার দিকে আবু তালহা তাঁকে ডাকেন। মরদেহ অ্যাম্বুলেন্সে তুলে রিপনের দিনাজপুরের বাড়িতে নিয়ে যেতে বলেন। সেখানে রিপনের স্বজনরা গ্রহণ না করায় তিন ঘণ্টা পর তিনি আবার মরদেহটি নিয়ে চানপাড়ায় ফিরে আসেন।

ময়নাতদন্তের জন্য গতকাল শনিবার বিকেলে মরদেহটি বগুড়া শহীদ জিয়া মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠায় পুলিশ।

গতকাল রাত ৮টার দিকে বগুড়া সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইব্রাহিম আলী জানান, ঝালাই মেশিন চুরির অভিযোগে শুক্রবার সকালে স্থানীয় লোকজন রিপনকে মারধর করেন। রাতে ঘরে তাঁকে মরদেহ অবস্থায় পাওয়া যায়। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে তাঁর মৃত্যুর কারণ নিশ্চিত হওয়া যাবে।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার
২৭ আশ্বিন ১৪৩৩, ১২ অক্টোবর ২০২৬

রূপগঞ্জে গৃহকর্মী ধর্ষণের পর হত্যার ঘটনায় যুবক গ্রেফতার

■ রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) সংবাদদাতা

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার জলসিঁড়ি আবাসন প্রকল্পের ১২ নম্বর সেক্টরের ১০৭ নম্বর সড়কের নির্মাণাধীন ভবনের গৃহকর্মী ধর্ষণ ও হত্যা মামলার প্রধান আসামি সারোয়ার জাহান সাগরকে (৩৪) গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গতকাল রবিবার ভোরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে নাওড়া এলাকা থেকে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। সে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার নাচোল থানার নাচোল গ্রামের আব্দুর রহিমের ছেলে।

পুলিশ জানায়, গত ৪ অক্টোবর গৃহকর্মী কাজ শেষে বাসায় ফেরার পথে দুর্বৃত্তরা তার উপর হামলা চালায়। পরে তার মুখ বেঁধে ধর্ষণ করে। একপর্যায়ে দুর্বৃত্তরা তাকে শ্বাসরোধে হত্যা করে। গত ৫ অক্টোবর পুলিশ জলসিঁড়ি আবাসনের ১২ নম্বর সেক্টরের ১০৭ নম্বর রোডের ঝোপের ভিতর থেকে তার লাশ উদ্ধার করে।

রূপগঞ্জ থানার ওসি এ এইচ এম সালাউদ্দিন বলেন, এ ঘটনায় নিহত গৃহকর্মীর ছেলে শাহীন মিয়া বাদী হয়ে রূপগঞ্জ থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন। গ্রেফতারকৃতকে নারায়ণগঞ্জ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে। গৃহকর্মীকে ধর্ষণের পর শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছে মর্মে আসামি আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
রবিবার ॥ ১১ অক্টোবর ২০২৬ ॥

বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশি কৃষক আহত

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি

দৌলতপুরে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) গুলিতে সাজল হোসেন (৩০) নামের এক বাংলাদেশি কৃষক আহত হয়েছেন। গতকাল সকালে উপজেলার জামালপুর সীমান্তে এ ঘটনা ঘটে। সাজল জামালপুর গ্রামের বাসিন্দা। বিজিবি ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সীমান্তের শূন্যরেখার কাছে ঘাস কাটতে গেলে বিএসএফ তাকে লক্ষ্য করে ছররা গুলি ছোড়ে। কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়নের (৪৭ বিজিবি) প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, সকালে বিএসএফ হঠাৎ গুলিবর্ষণ করলে এক বাংলাদেশির পায়ে গুলিবিদ্ধ হন। ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল রাশেদ কামাল রনি জানান, গুলিতে আহত বাংলাদেশি নাগরিককে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার পর স্থানীয় লোকজন এক ভারতীয় নাগরিককে আটক করেছেন বলে দাবি করেছেন।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। রবিবার। ১১ অক্টোবর ২০২৬

৩ জেলায় ২ হত্যা ১ লাশ উদ্ধার

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

জামালপুরে জমি নিয়ে সংঘর্ষে একজনের মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। বগুড়ায় চুরির অভিযোগে শ্রমিককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ছাড়া সিরাজগঞ্জে পাওয়া গেছে একজনের লাশ। কালের কণ্ঠের প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

সিরাজগঞ্জ : বেলকুচি উপজেলায় নিখোঁজের পাঁচ দিন পর একটি কলাবাগানের ভেতর থেকে আব্দুর রাজ্জাক নামের এক অটোভ্যানচালকের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল সমেশপুর তিনমাথা মোড় এলাকা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

পরিবারের সদস্যরা জানান, মঙ্গলবার বিকেলে অটোভ্যান নিয়ে বাড়ি থেকে বের হন আব্দুর রাজ্জাক। এর পর থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন।

যুগান্তর
সোমবার ১২ অক্টোবর ২০২৬

বিমানবন্দর থেকে নিখোঁজ প্রবাসীর সন্ধান চায় পরিবার

যুগান্তর প্রতিবেদন

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়েছেন আমেরিকা প্রবাসী হারুনুর রশীদ। ১০ সেপ্টেম্বর আমেরিকা থেকে এসে তিনি এখনো বাসায় ফেরেননি। তার অবস্থান নিশ্চিত করতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর জরুরি হস্তক্ষেপ কামনা করেছে পরিবার। রোববার জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন নিখোঁজ প্রবাসীর পরিবার। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন হারুনুর রশীদের বড় মেয়ে রিতা আক্তার। এ সময় উপস্থিত ছিলেন তার স্ত্রী শরিফা খানমসহ পরিবারের অন্য সদস্যরা।

রিতা আক্তার জানান, ১০ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্র থেকে ঢাকার শাহজালাল বিমানবন্দরে পৌঁছানোর পর থেকেই তার সঙ্গে সব যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পরবর্তীতে পরিবারের পক্ষ থেকে বিমানবন্দর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হলেও এখন পর্যন্ত কাঙ্ক্ষিত কোনো অগ্রগতি বা আইনি সহায়তা মেলেনি। পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়, বিমানবন্দরের সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনা করলে কিছু ব্যক্তিকে হারুনুর রশীদকে অভ্যর্থনা জানাতে দেখা গেছে। এ ঘটনায় শাহীদা আক্তার সাথী, মো. সাগর, রুসি আক্তার এবং কুমিল্লায় জমিজমাসংক্রান্ত লেনদেনের সঙ্গে যুক্ত শাহ আলম ও শিরিনা আক্তার নামের ব্যক্তিদের ভূমিকা খতিয়ে দেখার জোরালো দাবি জানানো হয়। ১০ সেপ্টেম্বরের মোবাইল ফোনের কল রেকর্ড এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের গতিবিধি নিবিড়ভাবে তদন্ত করলে রহস্য উদ্ঘাটিত হতে পারে বলে পরিবার মনে করে।

বণিক বার্তা
বৃহস্পতিবার, অক্টোবর ১, ২০২৬

হত্যা

চট্টগ্রাম নগরীর খুলশীতে হৃদয় (১৬) নামের এক কিশোরকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে। গত মঙ্গলবার রাতে পাহাড়তলী ওয়্যারলেস কলোনির চার নম্বর গলিতে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় গতকাল সকাল পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে ছয়জনকে আটক করেছে পুলিশ। হৃদয় তার দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী বাবার সঙ্গে সবজি বিক্রি করত।

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম ব্যুরো

যুগান্তর | সোমবার ১২ অক্টোবর ২০২৬
২৭ আশ্বিন ১৪৩৩

বিস্ফোরণে ফের কাঁপল বিমানবন্দর

রিয়াদে ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় বাংলাদেশিসহ নিহত ১২

যুগান্তর ডেস্ক ও কূটনৈতিক প্রতিবেদক



শাহেদ আহম্মেদ



মুফতি নাসরুল্লাহ

বিমানবন্দরে নিহতদের মধ্যে ৪ সৌদি ও যুক্তরাষ্ট্রের এক নাগরিক রয়েছেন

সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে কিং খালিদ বিমানবন্দরে শনিবার হুথি বিদ্রোহীদের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় দুই বাংলাদেশিসহ অন্তত ১২ জন নিহত হয়েছেন। নিহত দুই বাংলাদেশি হলেন—বগুড়ার শাহজাহানপুর উপজেলার মাদলা গ্রামের মো. শাহেদ আহম্মেদ এবং কুমিল্লার নাঙ্গলকোট উপজেলার বদরপুর গ্রামের মুফতি নাসরুল্লাহ। এর মধ্যে শাহেদ সৌদিতে শ্রমিকের কাজ করতেন এবং নাসরুল্লাহ ওমরাহ পালন করার জন্য শনিবারই রিয়াদ পৌঁছেছিলেন। সৌদি বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের বরাতে এএফপি জানিয়েছে, নিহতদের মধ্যে চারজন সৌদি নাগরিক এবং যুক্তরাষ্ট্র, মিসর, জর্ডান, সিরিয়া, ফিলিস্তিন ও সুদানের একজন করে রয়েছেন। হামলায় আহত চার ■ পৃষ্ঠা ১২ : কলাম ৬

বাংলাদেশি রিয়াদের একটি হাসপাতালে আইসিইউতে চিকিৎসাধীন। বিমানবন্দরের ৩ ও ৪ নম্বর টার্মিনালে ক্ষেপণাস্ত্রে আহত হয়েছেন আরও ৩০৯ জন। আহত বেশ কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর। হামলার পর বিমানবন্দরটির কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের কাজ চলছে। এছাড়াও রাজধানী রিয়াদের সব স্কুল এক সপ্তাহের জন্য অনলাইনে পাঠদান চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। হুথিরা এর আগেও আরও দুই দফা হামলা চালিয়েছে এই বিমানবন্দরে। এদিকে কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রোববার আবার হামলা হয়েছে। এতে বিমানবন্দরের একটি টার্মিনালে আগুন ধরে যায়। তবে এতে কেউ হতাহত হয়েছেন কি না বা কী ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সে বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে কিছু জানা যায়নি। এটি এই বিমানবন্দরে চতুর্থদফা হামলা। শনিবার ক্ষেপণাস্ত্রের হামলার কথা বলা হলেও রোববার হামলা সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি।

এ ঘটনায় ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীদের দায়ী করে সৌদি নেতৃত্বাধীন সামরিক জোট রোববার বলেছে, 'কঠোরভাবে' এই হামলার জবাব দেওয়া হবে। বিমানবন্দরের অভ্যন্তরীণ টার্মিনালে হামলার প্রত্যক্ষদর্শী এক যাত্রী এএফপিকে বলেন, তিনি ৪০৩ নম্বর গেটে ছিলেন। হঠাৎ বিকট শব্দ, পরক্ষণেই দেখি চারদিকে আগুন। দেখতে পাই ৪০১ নম্বর গেট ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ। আহত ব্যক্তিরা নিচে পড়ে কাতরাচ্ছেন। চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রক্তাক্ত মানুষগুলো উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছিলেন। যারা অক্ষত তারা এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছিলেন। চারদিকে শুধুই আতঙ্ক। ঘটনার পর বিশ্বের বিমান সংস্থাগুলোর প্রতি হুথি বিদ্রোহীদের সতর্কবার্তা—সবাইকে সৌদির আরবের বিমানবন্দর ও তাদের আকাশসীমা পরিহার করতে হবে। হুথিদের সামরিক মুখপাত্র ইয়াহিয়া সারি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে-তে এই সতর্কবার্তা দিয়ে জানান, মুসলমানদের দুই পবিত্র নগরী মক্কা ও মদিনার বিমানবন্দর এই সতর্কতার আওতামুক্ত।

শিগগিরই নিহতদের লাশ দেশে আনার ব্যবস্থা করব—শামা ওবায়েদ : এ বিষয়ে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম রোববার দুপুরে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, সৌদিতে হামলায় দুই বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন। চার বাংলাদেশি আহত হয়েছেন, তারা সৌদির কিং খালিদ হাসপাতালের আইসিইউতে আছেন। তিনি জানান, আগেও যখন হুথিরা আক্রমণ করেছিল, সেখানে কিন্তু বাংলাদেশের একজন নিহত হয়েছিল। এখন দুজন নিহত হলেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমরা এরই মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের কারণে বিগত দিনে ১৪ বাংলাদেশিকে হারিয়েছি। আমরা আশা করব, এই বিপর্যয় বন্ধ হবে, এই আক্রমণ বন্ধ হবে। এ ধরনের মৃত্যু মেনে নেওয়া অত্যন্ত কষ্টকর।

তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী সবসময় একটি কথা বলেছেন, আমাদের প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে যে—আমাদের বিশাল যে জনগোষ্ঠী বাংলাদেশি ভাইবোনরা যারা বিদেশে চাকরি করেন, যারা আমাদের রেমিট্যান্সযোদ্ধা, তাদের নিরাপত্তা, তাদের দেখভাল করাটা আমাদের প্রথম অগ্রাধিকার। আমরা সেটিই করার চেষ্টা করছি এবং আমাদের মিশন ওখানে আরও যারা বাংলাদেশি আছে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছে, হতাহতের অবস্থা জানার চেষ্টা করছে এবং যারা বাংলাদেশি ভাইয়েরা আছেন তারা যতদূর সম্ভব যাতে নিরাপদে থাকতে পারেন, সে নির্দেশনা আমাদের মিশনকে দেওয়া হচ্ছে।

যারা মারা গেছেন তাদের লাশ এবং যারা আহত আছেন আইসিইউতে আছেন তাদের চিকিৎসার ব্যাপারে সরকারের কোনো নির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা আছে কিনা—জানতে চাইলে শামা ওবায়েদ বলেন, মাত্র দুর্ঘটনাটা ঘটেছে। আমরা অবশ্যই সৌদি সরকারের সঙ্গে এবং আমাদের যারা বাংলাদেশি ভাইয়েরা ওখানে বিভিন্ন কোম্পানিতে চাকরি করেন, সেই কোম্পানির মালিকদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। সব ফরমালিটিজ কমপ্লিট করে তাদের লাশ যাতে তাদের পরিবারের কাছে শিগগিরই সম্ভব দেশে ফেরত আনা যায়, সে ব্যবস্থাটা আমরা অবশ্যই করব।

হামলার নিন্দা জানিয়ে বাংলাদেশ : বিমানবন্দরে হুথি বিদ্রোহীদের হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে বাংলাদেশ। রোববার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বেসামরিক মানুষের জীবন বিপন্ন করা এবং বেসামরিক অবকাঠামো লক্ষ্য করে হামলার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ জানিয়ে এ ধরনের হামলা অবিলম্বে বন্ধের আহ্বান জানানো হয়। নিহত ও আহত বাংলাদেশিদের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ এবং ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা নিশ্চিত করতে রিয়াদে বাংলাদেশ মিশন সৌদি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে বলেও বিবৃতিতে জানানো হয়। এ ঘটনায় সৌদি সরকার ও জনগণের প্রতি সংহতি পুনর্ব্যক্ত করেছে বাংলাদেশ। একই সঙ্গে সংঘাত বন্ধ, বেসামরিক নাগরিক ও স্থাপনার সুরক্ষা নিশ্চিত এবং আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সংলাপ ও কূটনীতির মাধ্যমে সংকটের শান্তিপূর্ণ সমাধানের আহ্বান জানিয়েছে ঢাকা।

আহত বাংলাদেশিদের খোঁজ নিচ্ছেন ধর্মমন্ত্রী : এদিকে আহত বাংলাদেশিদের সার্বক্ষণিক খোঁজখবর নিচ্ছেন ধর্মমন্ত্রী কাজী শাহ মোফাজ্জাল হোসাইন (কায়কোবাদ)। আহতদের চিকিৎসা, নিরাপদ আবাসন ও সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে সরকার। একই সঙ্গে সৌদি আরবে অবস্থানরত ওমরাহযাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

বিশ্বজুড়ে নিন্দার ঝড়, যুক্তরাষ্ট্র হুথিদের বিরুদ্ধে আক্রমণে যোগ দেয়ার কথা ভাবছে—ট্রাম্প : এ ঘটনায় বিশ্বজুড়ে দেখা দিয়েছে নিন্দার ঝড়। জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস বলেন, বেসামরিক মানুষ ও স্থাপনায় হামলা আন্তর্জাতিক আইনের লংঘন। এসব হামলা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। প্রাণঘাতী হামলার নিন্দা জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও। হামলাকে 'গ্রহণযোগ্য নয়' বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি। ট্রাম্প জানিয়েছেন, হুথিদের বিরুদ্ধে সৌদি আরবের আক্রমণে ওয়াশিংটন যোগ দেওয়ার কথা বিবেচনা করছে। সাংবাদিকদের তিনি বলেছেন, আমরা যোগ দিতে পারি। আমরা এটি খতিয়ে দেখব। আমরা সবেমাত্র এই হামলার ঘটনার বিষয়ে জেনেছি, তাই আমরা এ বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত নেব। আমরা খুব দ্রুত পদক্ষেপ নেব। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও রিয়াদের বিমানবন্দরে হামলার নিন্দা জানিয়েছেন। এছাড়াও হামলার পর সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের সঙ্গে কথা বলবেন বলেও জানান ট্রাম্প। হামলাকে 'বিপজ্জনক উত্তেজনা বৃদ্ধি' হিসাবে বর্ণনা করেছেন ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ফন ডার লেয়েন। জার্মানির পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইয়োহান ওয়াডেফুল এ হামলাকে সৌদি আরব ও বেসামরিক বিমান চলাচলের বিরুদ্ধে 'সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড' বলে অভিহিত করেন।

ঘটনাটিকে 'ঘৃণ্য কর্মকাণ্ড' বলে নিন্দা জানিয়েছেন যুক্তরাজ্যের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ওয়েস স্ট্রিটিং। এ ঘটনায় প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের অন্য দেশগুলোও। রোববার ইরাকের প্রধানমন্ত্রীর মুখপাত্র সাবাহ আল-নুমান এক বিবৃতিতে বলেন, সংঘাতের পরিগতি থেকে বেসামরিক মানুষ ও ভ্রাতৃপ্রতিম দেশগুলোর জনগণকে রক্ষা করতে সামরিক অভিযান পুরোপুরি বন্ধ করা প্রয়োজন। এছাড়াও সৌদির পাশে থাকার ঘোষণা দিয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত। উল্লেখ্য, ইরান-সমর্থিত হুথিরা গত জুলাইয়ে ইয়েমেনের সৌদি-সমর্থিত সরকারের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি ভেঙে যাওয়ার পর সৌদি আরবে নজিরবিহীন মাত্রায় হামলা চালাচ্ছে। দেশটির বিমানবন্দর, তেল স্থাপনা ও তেলবাহী জাহাজ এসব হামলার লক্ষ্যবস্তু হয়েছে।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ১৩ অক্টোবর ২০২৬
২৮ আশ্বিন ১৪৩৩

রূপগঞ্জে চালককে ছুরিকাঘাতে হত্যা

যুগান্তর প্রতিবেদন, নারায়ণগঞ্জ

রূপগঞ্জে অটোরিকশা ছিনতাইয়ের সময় রাজন নামে এক চালককে ছুরিকাঘাতে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ছিনতাই হওয়া অটোরিকশাসহ ফয়সাল ও জামাল মিয়া নামে দুজনকে আটক করেছে পুলিশ। তাদের কাছ থেকে রক্তমাখা একটি ধারালো ছুরি উদ্ধার করা হয়েছে। এদিকে, ছিনতাইকারীদের ধাওয়া করতে গিয়ে পুলিশের এক সদস্য আহত হয়েছেন। রোববার রাত ৩টার দিকে রূপগঞ্জ থানাধীন রূপসী-বাগবাড়ি ব্রিজসংলগ্ন পাকা সড়কে এ ঘটনা ঘটে। নিহত রাজন রূপসী প্রধানবাড়ি এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, ঘটনার সময় ছিনতাইকারীরা রাজনকে ধারালো ছুরি দিয়ে আঘাত করে গুরুতর আহত অবস্থায় সড়কে ফেলে রেখে তার অটোরিকশাটি নিয়ে পালিয়ে যায়।

এ সময় টহল পুলিশ ছিনতাই হওয়া অটোরিকশাসহ দুজনকে আটক করার চেষ্টা করে। একপর্যায়ে ছিনতাইকারীরা পুলিশের টহল গাড়িতে ধাক্কা দিলে এক পুলিশ সদস্য সড়কের পাশে ছিটকে পড়ে আহত হন। ধাওয়ার একপর্যায়ে তারাবো বিশ্বরোডসংলগ্ন ময়লার স্তূপের সামনে থেকে ছিনতাই হওয়া অটোরিকশাসহ ফয়সাল ও জামাল মিয়াকে আটক করা হয়। এ সময় তাদের কাছ থেকে রক্তমাখা একটি ধারালো ছুরি উদ্ধার করা হয়। পুলিশের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আটক দুজন অটোরিকশাচালককে ছুরিকাঘাত করে অটোরিকশাটি নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার কথা স্বীকার করেছে বলে জানা গেছে। এদিকে, গুরুতর আহত রাজনকে স্থানীয় লোকজন উদ্ধার করে ইউএস-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। আটক ফয়সাল রূপগঞ্জের চনপাড়া এলাকার রাজা মিয়ার ছেলে।

দৈনিক ইত্তেফাক
১৩ অক্টোবর ২০২৬

পীরগঞ্জে গাছ থেকে ট্রাকচালকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

■ পীরগঞ্জ (রংপুর) সংবাদদাতা

রংপুরের পীরগঞ্জে একটি গাছ থেকে ফারুক মিয়া (৩০) নামে এক ট্রাকচালকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার সকালে উপজেলার রামনাথপুর ইউনিয়নের আব্দুল্যাহপুর গ্রামের পূর্বপাড়া বিলের ধারে কাঁঠাল গাছ থেকে তার ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়। ফারুক ঐ গ্রামের পশ্চিমপাড়ার বাসিন্দা আইয়ুব আলীর ছেলে।

পীরগঞ্জ থানার ওসি নজমুল হক জানান, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। এটি হত্যা না আত্মহত্যা—তা প্রতিবেদন পেলে নিশ্চিত হওয়া যাবে। এ বিষয়ে অপমৃত্যু মামলা হয়েছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
মঙ্গলবার ॥ ১৩ অক্টোবর ২০২৬

ঠুনকো ঘটনায় সারা দেশে ১০ খুন

প্রতিদিন ডেস্ক

দেশে অস্বাভাবিক মৃত্যুর মিছিল যেন থামছেই না। পারিবারিক সহিংসতা থেকে শুরু করে তুচ্ছ ঘটনা কিংবা সামাজিক বিরোধ- সবকিছুর পরিণতিতেই এখন কেড়ে নেওয়া হচ্ছে মানুষের জীবন। গতকাল ঠুনকো ঘটনায় অন্তত ১০ জন হত্যার শিকার হয়েছে। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর-

বগুড়ায় চুরির অপবাদে যুবককে পিটিয়ে হত্যা : বগুড়া সদর উপজেলায় শুক্রবার রেজাউল নামে এক ব্যক্তির গ্রিল ও লোহার দরজা তৈরির দোকান থেকে ঝালাই মেশিন চুরি হয়। ইটভাটার শ্রমিক রিপন মুর্মুকে সন্দেহ করা হয় এবং ২০ হাজার টাকা জরিমানা দাবি করা হয়। টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানালে তার ওপর আবারও নির্যাতন চালানো হয়। একপর্যায়ে ওই দিন সন্ধ্যায় ইটভাটার শ্রমিকদের শোয়ার ঘর থেকে রিপনের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।

সমকাল
মঙ্গলবার। ১৩ অক্টোবর ২০২৬

পারিবারিক কলহের জেরে পাঁচ জেলায় পাঁচজন খুন

■ সমকাল ডেস্ক

রাজধানীতে স্ত্রীকে হত্যা করে চার টুকরো করায় স্বামীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গাজীপুরের শ্রীপুরে স্ত্রীকে হত্যার পর পাশে বসে ধূমপান করছিলেন স্বামী। নোয়াখালী, মেহেরপুর ও বরিশালের বাবুগঞ্জে পারিবারিক কলহের জেরে আরও তিনজন খুন হয়েছেন। পিরোজপুরের স্বরূপকাঠিতে কৃষকের ও জামালপুরের বকশীগঞ্জে গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

সিলেটে পরিচ্ছন্নতাকর্মীকে কুপিয়ে হত্যা

সিলেট নগরীতে স্ত্রীর ছবি তোলার প্রতিবাদ করায় হৃদয় কুমার হরিজন (৩৫) নামে সিটি করপোরেশনের এক পরিচ্ছন্নতাকর্মীকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে। গত রোববার রাতে নগরীর কাষ্টঘর সুইপার কলোনি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। হৃদয় দুই ছেলে ও দুই মেয়ের জনক।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে, রোববার রাতে কাষ্টঘর এলাকায় হৃদয়ের স্ত্রীর দিকে মোবাইল ফোন তাক করে ছবি তুলছিলেন আমিন নামে এক ব্যক্তি। বিষয়টি দেখে প্রতিবাদ করেন হৃদয়। এ নিয়ে দুজনের মধ্যে বাগ্ বিতণ্ডা হয়। এক পর্যায়ে আমিন মোবাইল ফোনে খবর দিয়ে তাঁর আরও কয়েক সহযোগীকে ডেকে আনেন। তারা এসে ছুরি দিয়ে হৃদয়কে আঘাত করেন। তাঁকে ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

স্বরূপকাঠিতে ধানক্ষেতে কৃষকের মরদেহ

পিরোজপুরের নেছারাবাদ (স্বরূপকাঠি) উপজেলায় নিখোঁজের এক দিন পর বিপুল সিকদার (৫০) নামে এক কৃষকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার উপজেলার গয়েশকাঠি গ্রামে বাড়ির পাশের ধানক্ষেত থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। বিপুল সিকদার ওই গ্রামের বিনোদ সিকদারের ছেলে। (ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর)

কালের কণ্ঠ
মঙ্গলবার। ১৩ অক্টোবর ২০২৬

মেহেরপুরে ঘুমন্ত বাবাকে কুপিয়ে হত্যা করল ছেলে

৯ জেলায় ৬ খুন, ৪ লাশ

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

মেহেরপুরে ঘুমন্ত বাবাকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে তাঁর একমাত্র ছেলের বিরুদ্ধে। সিলেটে স্ত্রীর ছবি তোলার প্রতিবাদ করায় ছুরিকাঘাতে খুন হয়েছেন যুবক। নারায়ণগঞ্জে প্রকাশ্যে গুলি করে মাদক কারবারিকে হত্যা করা হয়েছে। রাজশাহীতে জমি নিয়ে বিরোধে এক ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। বরিশালে স্ত্রী হত্যার অভিযোগে আটক হয়েছেন স্বামী। নোয়াখালীতে এক ব্যক্তিকে হত্যার অভিযোগে তাঁর সাবেক স্ত্রী ও শাশুড়িকে আটক করেছে পুলিশ।

এ ছাড়া ঢাকাসহ চার জেলায় উদ্ধার হয়েছে আরো চারজনের লাশ। কালের কণ্ঠের নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

মেহেরপুর : সদর উপজেলায় জমিসংক্রান্ত বিরোধে ঘুমন্ত বাবাকে তাঁর একমাত্র ছেলে কুপিয়ে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। গতকাল দুপুরে ঝাউবাড়িয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যক্তির নাম হাবেল শেখ (৭০)। অভিযুক্ত সাহাবুল শেখকে পুলিশ আটক করেছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত সাহাবুল শেখকে আটকের সময় তিনি বলেন, 'আমার বাবা সবকিছু থেকে আমাকে বঞ্চিত করে আসছে। নিজের জমিতে অন্যজন সার ছিটাচ্ছে দেখে সহ্য করতে না পেরে মেরেছি। আমার ফাঁসি হলেও সমস্যা নেই।'

সিলেট : স্ত্রীর ছবি তোলার প্রতিবাদ করে দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাতে খুন হয়েছেন হৃদয় কুমার হরিজন। রবিবার রাতে নগরের কাস্টঘর এলাকার সুইপার কলোনির কাছে এ ঘটনা ঘটে। নিহত হৃদয় সিলেট সিটি করপোরেশনের পরিচ্ছন্নতাকর্মী ছিলেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
১৩ অক্টোবর ২০২৬

সুন্দরবনে সম্রাট বাহিনীর কবল থেকে চার জেলে উদ্ধার

■ বাগেরহাট প্রতিনিধি ও মোংলা সংবাদদাতা

সুন্দরবনে কুখ্যাত সম্রাট বাহিনীর কবল থেকে জিম্মি থাকা চার জেলেকে উদ্ধার করেছে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড। সোমবার দুপুরে কোস্ট গার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন এ তথ্য জানান। গত রবিবার দুপুরে খুলনার দাকোপ থানার সুন্দরবনের শিপসা নদীর আরবানিয়া খালসংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের উদ্ধার করা হয়। এ সময় কোস্ট গার্ডের উপস্থিতি টের পেয়ে দস্যুরা জেলেদের রেখে বনের ভেতরে পালিয়ে যায়। ফলে কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।

উদ্ধার হওয়া জেলেরা হলেন মইনুর, বাদশা গাজী, সুজন হোসেন ও ইমামুল মল্লিক। তারা সবাই খুলনার পাইকগাছা উপজেলার বাসিন্দা। তাদের পরিবারের কাছে হস্তান্তরের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানিয়েছে কোস্ট গার্ড।

কোস্ট গার্ড সূত্রে জানা যায়, সুন্দরবনের সক্রিয় বনদস্যু বাহিনী নির্মূল ও উপকূলীয় অঞ্চলে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের নেতৃত্বে 'অপারেশন রিস্টোর পিস ইন সুন্দরবন' ও 'অপারেশন ম্যানগ্রোভ শিল্ড' নামে দুটি বিশেষ অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত রবিবার দুপুর ২টার দিকে কোস্ট গার্ড আউটপোস্ট নলিয়ানের একটি দল শিপসা নদীর আরবানিয়া খালসংলগ্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান চালায়। অভিযানে দস্যুদের জিম্মিদশা থেকে চার জেলেকে উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে উদ্ধার হওয়া জেলেরা জানান, গত ১০ অক্টোবর সুন্দরবনে মাছ ও কাঁকড়া ধরতে গেলে সম্রাট বাহিনীর সদস্যরা তাদের ধরে নিয়ে যায়।

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার
২৯ আশ্বিন ১৪৩৩, ১৪ অক্টোবর ২০২৬

সুন্দরবনে মুক্তিপণের দাবিতে চার জেলে অপহরণ

ফিরেছেন এক জেলে

■ শ্যামনগর (সাতক্ষীরা) সংবাদদাতা

সাতক্ষীরা রেঞ্জের পশ্চিম সুন্দরবনের বাদুড়ঝুলি খালে মাছ ধরার সময় বনদস্যু জিয়া বাহিনীর সদস্যরা অতর্কিত হামলা চালিয়ে তিন জেলেকে অপহরণ করেছে। পরবর্তীকালে মঙ্গলবার ভোরে ৫০ হাজার টাকা মুক্তিপণ দিয়ে খোকা গাজী নামের এক জেলে বাড়ি ফিরে আসেন। তবে বাকি তিন জেলের মুক্তির জন্য দেড় লাখ টাকা দাবি করা হয়েছে এবং টাকা না দিলে তাদের হত্যার হুমকি দিয়েছে দস্যুরা।

অপহৃত জেলেরা হলেন—গাবুরা ইউনিয়নের ৯ নম্বর সোরা গ্রামের মাছুম পাড়, আহম্মদ শেখ এবং শহিদ গাজী।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত পাঁচ দিন আগে বুড়িগোয়ালিনী বন অফিস থেকে অনুমতি নিয়ে চার জেলে সুন্দরবনে প্রবেশ করেন। রবিবার রাতে বাদুড়ঝুলি খালে মাছ ধরার সময় অস্ত্রধারী জিয়া বাহিনী তাদের চার জনকে অপহরণ করে।

এ বিষয়ে সাতক্ষীরা রেঞ্জের সহকারী বন সংরক্ষক (এসিএফ) মো. শাহীনুর ইসলাম জানান, জেলে অপহরণের বিষয়টি তারা শুনেছেন। তবে পরিবারের পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পেলে বন বিভাগের পক্ষ থেকে দ্রুত প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বাংলাদেশ প্রতিদিন
বুধবার ॥ ১৪ অক্টোবর ২০২৬

সাত জেলায় তিন খুন, চার লাশ

প্রতিদিন ডেস্ক

নারায়ণগঞ্জে পরকীয়ার সন্দেহে ঘুমন্ত স্ত্রীকে হত্যার পর ৯৯৯-এ ফোন দেন স্বামী। নরসিংদীতেও স্বামীর পরকীয়া নিয়ে বিরোধের জেরে স্ত্রীকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। নোয়াখালীতে চোর সন্দেহে এক যুবককে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এদিকে দিনাজপুর, চাঁদপুর, কক্সবাজার ও মেহেরপুরে পৃথক ঘটনায় চারজনের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল এসব ঘটনা ঘটে। প্রতিনিধির খবর–

কক্সবাজার : কক্সবাজার শহরের পাহাড়তলী এলাকায় একটি টমটম গ্যারেজ থেকে আবদুল হাকিম (৪০) নামের এক অটোচালকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। সোমবার রাতে আনোয়ার হোসেনের গ্যারেজ থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় হাকিমকে তিন দিন ধরে আটকে রেখে নির্যাতনের পর হত্যার পর লাশ ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে নিহতের পরিবার। সদর মডেল থানার ওসি শেখ মোহাম্মদ আলী বলেন, 'তদন্ত শেষে জানা যাবে ঘটনাটি হত্যা নাকি আত্মহত্যা।'

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার
২৯ আশ্বিন ১৪৩৩, ১৪ অক্টোবর ২০২৬

পরকীয়া সন্দেহে স্ত্রীকে হত্যা

আদালতে স্বামীর স্বীকারোক্তি

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

ঢাকার আশুলিয়ায় পরকীয়া সন্দেহে পোশাকশ্রমিক স্ত্রী বিথী আক্তারকে (২২) শ্বাসরোধে হত্যার অভিযোগে তার স্বামী মো. মজনু রাজাকে (৩৯) গ্রেফতার করেছে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)। চাঁপাইনবাবগঞ্জের ভোলাহাটে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের পর তিনি আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন বলে জানিয়েছে পিবিআই। গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর উত্তরায় পিবিআই ঢাকা জেলা কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান সংস্থাটির পুলিশ সুপার এম এন মোর্শেদ।

পুলিশ সুপার জানান, গত ১৩ আগস্ট সকালে আশুলিয়া থানার জামগড়া রূপায়ন মাঠসংলগ্ন একটি ভাড়া বাসার কক্ষে গলায় গামছা প্যাঁচানো বিথী আক্তারের মরদেহ পাওয়া যায়। এ ঘটনায় বিথীর বাবা বাদশা মিয়া বাদী হয়ে তার স্বামী মজনু রাজাকে আসামি করে আশুলিয়া থানায় হত্যা মামলা করেন। ঘটনার পর থেকেই মজনু পলাতক ছিলেন।

পুলিশ সুপার আরো জানান, গত ১২ আগস্ট রাত ১১টার দিকে গ্যারেজের কাজ শেষে বাসায় ফেরেন মজনু। স্ত্রী পরকীয়ায় জড়িত বলে সন্দেহ করায় তাদের মধ্যে বাগ্‌বিতণ্ডা শুরু হয়। একপর্যায়ে মজনু বিথীকে ধাক্কা দিয়ে খাটের ওপর ফেলে দেন। পরে খাটে থাকা একটি গামছা তার গলায় পেঁচিয়ে শ্বাসরোধ করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
১৫ অক্টোবর ২০২৬

সুন্দরবনে আরো দুই জেলে অপহরণ

■ শ্যামনগর (সাতক্ষীরা) সংবাদদাতা

সাতক্ষীরা রেঞ্জের পশ্চিম সুন্দরবনে মুক্তিপণের দাবিতে আবারও দুই জেলেকে অপহরণ করেছে বনদস্যু জিয়াউর রহমান ওরফে জিয়া বাহিনীর সদস্যরা। গতকাল বুধবার ভোর ৫টার দিকে গহিন সুন্দরবনের বাদুড়ঝুলি খালে মাছ ধরার সময় অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে মালামালসহ জেলেদের অপহরণ করে।

জিম্মি দুই জেলেকে মুক্তির জন্য পরিবারের কাছে দুই লাখ টাকা দাবি করেছে। সাত দিনের ভেতরে মুক্তিপণের টাকা পরিশোধ না করিলে জেলেদের হত্যার হুমকিও দিয়েছে। এ সময় জেলেদের ব্যবহৃত একটি নৌকা, আহরিত মাছ, খাদ্যসামগ্রীসহ অন্যান্য মালামাল লুট করে জিয়া বাহিনী। অপহৃত দুই জেলে হলেন—নূরুজ্জামান ও সবুর আলী। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, বনদস্যু প্রধান জিয়াউর রহমান ওরফে জিয়ার বাড়ি গাবুরার ইউনিয়নের ৯ নম্বর সোরা গ্রামে মৃত তাজেল শেখের ছেলে। ঐ বাহিনীর সদস্য সংখ্যা আট জন।

সাতক্ষীরা রেঞ্জের সহকারী বন সংরক্ষক (এসিএফ) মো. শাহিনুর ইসলাম বলেন, জেলে অপহরণের বিষয়ে শুনেছি। পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ পেলে বন বিভাগের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানান।

দৈনিক ইত্তেফাক
১৫ অক্টোবর ২০২৬

অটো ছিনতাইয়ের পর চালককে হত্যা

■ জয়পুরহাট প্রতিনিধি

জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা ছিনতাইয়ের পর সাখাওয়াত হোসেন (২২) নামের এক চালককে নির্মমভাবে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। বুধবার সকালে পাঁচবিবি উপজেলার পাথরঘাটা এলাকা থেকে তার লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। পরিবারের দাবি, অটোরিকশাটি ছিনতাই করার উদ্দেশ্যেই এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে দুর্বৃত্তরা। নিহত সাখাওয়াত হোসেন পাঁচবিবি উপজেলার উচাই এলাকার মৃত আনোয়ার হোসেনের ছেলে বলে জানায় পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার বিকালে নিজের অটোরিকশা নিয়ে বাড়ি থেকে বের হন সাখাওয়াত। এরপর রাতে আর বাড়ি ফেরেননি। তার মোবাইলফোন বন্ধ থাকায় পরিবারের সন্দেহ হয়। পরবর্তীকালে রাতে সম্ভাব্য বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেও তার কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। অবশেষে আজ বুধবার সকালে বাড়ির অদূরে পাথরঘাটা এলাকায় তার লাশ দেখতে পান স্থানীয়রা। পাঁচবিবি থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মো. মোকলেছুর রহমান জানান, হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটনে পুলিশ কাজ শুরু করেছে।

সংবাদ
বুধবার ২৯ আশ্বিন ১৪৩৩
Wednesday 14 October 2026

খেত থেকে কৃষকের মরদেহ উদ্ধার

প্রতিনিধি, নেছারাবাদ (পিরোজপুর)

নেছারাবাদে নিখোঁজের এক দিন পর বিপুল সিকদার (৫০) নামে এক কৃষকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গত সোমবার দুপুরে উপজেলার সারেংকাঠী ইউনিয়নের গয়েশকাঠী গ্রামে বাড়ির পাশের ধানখেত থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। নিহত বিপুল সিকদার ওই ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা বিনোদ সিকদারের ছেলে। পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত রোববার দুপুরে নিজ বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর নিখোঁজ হন বিপুল। পরিবারের সদস্যরা রাতে বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেও তার সন্ধান পাননি। গত সোমবার দুপুরে বাড়ির পাশের ধানখেতে কাজ করতে গিয়ে স্থানীয় এক ব্যক্তি তার মরদেহ দেখতে পান। খবর পেয়ে পরিবারের সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ শনাক্ত করেন।

সমকাল
বৃহস্পতিবার ॥ ১৫ অক্টোবর ২০২৬

রাশিয়ায় এক দিনে ১৭ জনসহ নিহত ২০ বাংলাদেশি

■ সমকাল প্রতিবেদক

রাশিয়ায় নির্মাণ প্রতিষ্ঠানে কাজ করার কথা ছিল ৩০ বাংলাদেশির। তবে দেশটিতে পৌঁছানোর পর তাদের পাসপোর্ট ও মোবাইল ফোন কেড়ে নেওয়া হয়। এরপর তুলে দেওয়া হয় রুশ সেনাবাহিনীর হাতে। মাত্র ২১ দিনের সামরিক প্রশিক্ষণ শেষে তাদের পাঠানো হয় রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ময়দানে। সেখানে প্রতিপক্ষের অবস্থান শনাক্ত করতে তাদের 'শিকার' হিসেবে ব্যবহার করা হতো বলে প্রাথমিক অনুসন্ধানে জানতে পেরেছে স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন (এসআরবি)। সংস্থাটির দাবি, এভাবে যুদ্ধে গিয়ে ড্রোন হামলায় অন্তত ২০ বাংলাদেশি নিহত হয়েছে। এসআরবির প্রাথমিক তদন্তে এ তথ্য উঠে এসেছে।

গতকাল বুধবার রাজধানীর কারওয়ান বাজারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান এসআরবি-১০ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক অতিরিক্ত উপমহাপরিদর্শক (ডিআইজি) মোহা. আসাদুজ্জামান। এ ঘটনায় গত মঙ্গলবার বিকেলে ফরিদপুরের নগরকান্দা থেকে মানব পাচার চক্রের অন্যতম সদস্য জাবালে নূর ইন্টারন্যাশনালের প্রতিষ্ঠাতা মিজানুর রহমানকে এবং ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ থেকে আবু তাহের ওরফে লেন্টুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

এসআরবির তথ্য অনুযায়ী, গত ২৩ আগস্ট

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

রাশিয়ায় এক দিনে ১৭ জনসহ নিহত ২০ বাংলাদেশি

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

রাশিয়া থেকে আহত অবস্থায় দেশে ফিরে আসেন ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার গয়েশপুর গ্রামের রাজন হোসেন। পরে ১৬ সেপ্টেম্বর কালীগঞ্জ থানায় মামলা করেন তাঁর বাবা আবদুল কাদের। মামলার আসামিরা হলেন একই উপজেলার একতারপুর গ্রামের আবু তাহের লেন্টু, যশোর সদরের শংকরপুর এলাকার সোহেল আলম এবং ঢাকার জাবালে নূর ইন্টারন্যাশনালের মালিক মিজানুর রহমান।

মামলাটিকে কেন্দ্র করে তদন্তে নামে এসআরবি। তদন্তে তারা জানতে পারে, চলতি বছরের ৭ মে জাবালে নূর ইন্টারন্যাশনাল, আরএস ইন্টারন্যাশনাল ও টিএস গ্রুপ নামে তিন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৩০ বাংলাদেশিকে রাশিয়ায় পাঠানো হয়। এর মধ্যে জাবালে নূর ইন্টারন্যাশনাল ২১ জনকে এবং বাকি দুটি প্রতিষ্ঠান ৯ জনকে নির্মাণ প্রতিষ্ঠানে চাকরির আশ্বাস দিয়ে রাশিয়ায় পাঠায়। তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে গড়ে প্রায় ১০ লাখ টাকা নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু রাশিয়ায় পৌঁছানোর পর তাদের প্রতিশ্রুত কাজে নিয়োগ না দিয়ে সেনাবাহিনীর কাছে হস্তান্তর করা হয়। পরে ২১ দিনের প্রশিক্ষণ শেষে তাদের যুদ্ধক্ষেত্রে মোতায়েন করে দেশটি।

সংবাদ সম্মেলনে মোহা. আসাদুজ্জামান বলেন, বাংলাদেশ থেকে যাদের নেওয়া হয়েছিল, তাদের যুদ্ধ করার মতো শারীরিক সক্ষমতা, প্রশিক্ষণ কিংবা কৌশলগত প্রস্তুতি ছিল না। এত অল্প সময়ের প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানোর পেছনে অন্য উদ্দেশ্য ছিল বলে ধারণা করছে এসআরবি। প্রাথমিক অনুসন্ধানে তারা জানতে পেরেছেন, প্রতিপক্ষের অবস্থান শনাক্ত করতে বাংলাদেশিদের এক ধরনের 'শিকার' হিসেবে সামনে পাঠানো হতো। তাদের লক্ষ্য করে ড্রোন হামলা হলে সেই হামলার সূত্র ধরে প্রতিপক্ষের অবস্থান ও দূরত্ব নির্ণয় করা।

স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন জানায়, যুদ্ধক্ষেত্রে বাংলাদেশিদের প্রথম ভাগ, মধ্যভাগ ও শেষভাগ– এই তিন অংশে মোতায়েন করা হয়েছিল। তাদের মধ্যে প্রথম দিনেই ড্রোন হামলায় ১৭ জন নিহত হন। পরবর্তী সময়ে আরও তিনজনের মৃত্যুর তথ্য পাওয়া যায়। ভুক্তভোগী রাজনের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে সব মিলিয়ে ৩০ জনের মধ্যে ২০ জনের মৃত্যুর বিষয়ে প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত হয়েছে সংস্থাটি। তবে নিহতদের নাম-পরিচয় জানাতে পারেনি এসআরবি।

জীবিতদের বিষয়ে এসআরবির তথ্য, দুজন আহত অবস্থায় দেশে ফিরেছেন। তাদের একজন রাজন হোসেন। তাঁর বর্ণনা অনুযায়ী, যুদ্ধক্ষেত্রে ড্রোনের আঘাতে রাজনের কোমর ভেঙে যায় এবং শরীরের নিচের অংশ অবশ হয়ে পড়ে। এমন অবস্থায় বুকের ওপর ভর দিয়ে প্রায় চার কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে তিনি ক্যাম্পে পৌঁছান। বাকি আটজনের মধ্যে দুজন মস্কোর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অন্য ছয়জন এখনও যুদ্ধক্ষেত্রে রয়েছেন।

অতিরিক্ত ডিআইজি আরও জানান, এই মানব পাচারে বাংলাদেশি চক্রের পাশাপাশি রাশিয়ার ইগর নামে এক ব্যক্তি এবং কিরগিজস্তানের জুলিয়া নামে এক নারী জড়িত ছিলেন বলে প্রাথমিকভাবে তথ্য পাওয়া গেছে। তাদের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি অভিযান চলছে। চক্রের আরেক সদস্য মোস্তাফিজুরকেও গ্রেপ্তারের চেষ্টা করা হচ্ছে।

তিনি বলেন, প্রাথমিক অনুসন্ধানে জানা গেছে, রাশিয়ার যুদ্ধে বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের একই কৌশলে যুক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশের গোপালগঞ্জ, ময়মনসিংহ, নারায়ণগঞ্জ, জামালপুর, পাবনা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ফরিদপুর, রাজবাড়ী ও গাজীপুরের বাসিন্দারা গেছেন বলে তথ্য পাওয়া গেছে।

এসআরবির এই কর্মকর্তা বলেন, ভুক্তভোগীদের বেশির ভাগই দরিদ্র পরিবারের সন্তান। তাদের কেউ কেউ ঋণ করে বিদেশে পাড়ি জমিয়েছিলেন। এখন পরিবারের সদস্যরা স্বজনের মৃত্যুর খবর পেলে অনেক ক্ষেত্রে মরদেহ দেখতে পারছেন না, এমনকি দেশে ফিরিয়ে আনার সুযোগও পাচ্ছেন না। বিদেশে চাকরির প্রলোভনে অর্থ লেনদেনে এবং যাত্রার আগে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বৈধতা যাচাই করার জন্য সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান তিনি।

র‍্যাবের একজন কর্মকর্তা সমকালকে জানান, যে ২০ জন রাশিয়ায় গিয়ে মারা যাওয়ার প্রাথমিক তথ্য পাওয়া গেছে, তাদের অনেকের পরিবারের সঙ্গে তারা কথা বলেছেন। পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, স্বজনদের সঙ্গে অনেকের কোনো যোগাযোগ নেই। পরবর্তীতে তদন্তের মধ্য দিয়ে এই বিষয়ে আরও পরিষ্কার ও বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে বলে জানান ওই কর্মকর্তা।

সমকাল | ১৭ অক্টোবর ২০২৬

কুমিল্লায় যুবদলকর্মীকে কুপিয়ে হত্যা

■ সমকাল ডেস্ক

কুমিল্লায় আবু কাউছার (৩৫) নামে যুবদলের এক কর্মীকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার আদর্শ সদর উপজেলার গোমতী নদীর উত্তর পারের ছত্রখিল এলাকায় এ হত্যাকাণ্ড ঘটে। পরে বিক্ষুব্ধ লোকজন নন্দীরবাজার এলাকায় অভিযুক্ত ব্যক্তির বাড়িতে ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট করে। এদিকে সাতক্ষীরায় মাছচাষিকে কুপিয়ে ও পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। রাজবাড়ীতে যুবককে গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্ত। সুনামগঞ্জে মাকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগে ছেলেকে আটক করেছে পুলিশ। কিশোরগঞ্জে সংঘর্ষে কৃষক নিহত হয়েছেন। বগুড়ার ছোট ভাইকে বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছেন বড় ভাই।

সংঘর্ষে কৃষক নিহত

কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জে জমির সেচ পাম্প নিয়ে সংঘর্ষে হারেছ মিয়া (৬০) নামে এক কৃষক নিহত হয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলার নিয়ামতপুর ইউনিয়নের চারিতলা গ্রামে প্রতিপক্ষ মামুন মিয়ার লোকদের সঙ্গে সংঘর্ষে তিনি আহত হন। ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল সকালে তিনি মারা যান। হারেছের বাড়ি চারিতলা গ্রামে।

এদিকে হোসেনপুরে নিখোঁজের পাঁচ মাস পর আরিফুল ইসলাম সালমান নামের এক যুবকের কঙ্কাল উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় তিন কিশোরকে গ্রেপ্তার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ।

যুগান্তর | বৃহস্পতিবার ১৫ অক্টোবর ২০২৬ | ৩০ আশ্বিন ১৪৩৩

জুলাই স্মৃতি জাদুঘরের সামনে ককটেল বিস্ফোরণ, আহত ১

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘরের সামনে ককটেল বিস্ফোরিত হয়েছে। এতে এক অটোরিকশাচালক আহত হয়েছেন।

বুধবার রাত পৌনে ১১টার দিকে ককটেল বিস্ফোরণের এ ঘটনা ঘটে। ডিএমপির তেজগাঁও বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) মো. ইবনে মিজান বলেন, দুটি ককটেল নিক্ষেপ করা হয়েছিল। এর মধ্যে একটি বিস্ফোরিত হয়। ককটেলটি একটি সিএনজি অটোরিকশার ওপর পড়েছিল। এতে চালক আহত হয়েছেন।

তিনি বলেন, ঘটনাস্থলে কোনো সিসি টিভি ক্যামেরা নেই। আশপাশের ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহের চেষ্টা চলছে। দুষ্কৃতকারীদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে বলে জানান ডিসি। এ ঘটনায় আহত আটোরিকশাচালকের তাৎক্ষণিকভাবে নাম-পরিচয় জানা যায়নি। ঘটনার পর চিকিৎসার জন্য তাকে হাসপাতালে নেয়া হয়েছে।

এদিকে খবর পেয়ে পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন। তবে কে বা কারা এই ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে সে বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে কিছু জানা যায়নি।

এ ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘরের মহাপরিচালক (ডিজি) এহসান মাহমুদ। তিনি বলেছেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘরের সামনে একাধিক ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনায় এক সিএনজিচালিত অটোরিকশাচালক গুরুতর আহত হয়েছেন। এ ধরনের নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড যারা ঘটাচ্ছেন, তারা মূলত জাদুঘরের কার্যক্রমকে ভ পাচ্ছেন। এভাবে ককটেল বিস্ফোর ঘটিয়ে জাদুঘরের কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত ক যাবে না।

যুগান্তর | বুধবার ২১ অক্টোবর ২০২৬ | ৫ কার্তিক ১৪৩৩

২০ লাখ টাকা চাঁদা দাবি

বেনাপোলে প্রবাসীকে পিস্তল ঠেকিয়ে কুপিয়ে জখম

যশোর ব্যুরো

যশোরের বেনাপোলে ২০ লাখ টাকা চাঁদা দাবিতে প্রবাসীকে পিস্তল ঠেকিয়ে হত্যাচেষ্টা ও কুপিয়ে জখম করার অভিযোগ উঠেছে। মঙ্গলবার দুপুরে প্রেস ক্লাব যশোরে সংবাদ সম্মেলনে এই অভিযোগ করেন ভুক্তভোগী হযরত আলী (৬৭)। তিনি বেনাপোল পোর্ট থানার কাগজপুকুর উত্তরপাড়ার বাসিন্দা।

লিখিত বক্তব্যে অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী হযরত আলী জানান, কয়েক মাস আগে দেশে ফিরে তিনি নিজের বাড়িতে নির্মাণকাজ শুরু করেন। এরপর থেকেই বেনাপোল পোর্ট থানাধীন কাগজপুকুর এলাকার কাশেম, নাজমুল, সদু, মোজাম্মেল, মোকলেছুর, আক্তার, ইয়ানুর, মোস্তফা এবং শেখেরপোতা এলাকার রাব্বি তার কাছে ২০ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে আসছেন। তিনি জানান, দাবিমতো চাঁদা না দেওয়ায় ৬ সেপ্টেম্বর সকালে অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে উল্লিখিত ব্যক্তিরা তার বাড়িতে হামলা চালায়। এ সময় তার মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে গুলি করার চেষ্টা করা হয় এবং চাকু ও রড দিয়ে পিটিয়ে তাকে গুরুতর জখম করা হয়। স্থানীয়রা তাকে শার্শা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে ভর্তি করেন। হযরত আলীর অভিযোগ, ঘটনার পর থানায় মামলা না নিয়ে তাকে আদালতে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। বর্তমানে হামলাকারীরা মামলা না করার জন্য বিভিন্নভাবে হুমকি দিচ্ছেন। এতে তার পরিবার চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।

বেনাপোল পোর্ট থানার ওসি মো. আশরাফ হোসেন বলেন, আমরা কোর্টের নির্দেশনা পেয়েছি। সমন জারি করা হবে। তারা আদালতে হাজির না হলে গ্রেফতার করা হবে।

সমকাল
শুক্রবার। ১৬ অক্টোবর ২০২৬

স্বামীকে ঘরে আটকে রেখে গৃহবধূকে দলবদ্ধ ধর্ষণ

- নিকলীতে মাদ্রাসাছাত্রীকে আটকে রেখে ধর্ষণ
- ঈশ্বরদীতে শিশুকে ধর্ষণচেষ্টা
- ধুনটে মাদ্রাসাছাত্র ধর্ষণের শিকার

■ সমকাল ডেস্ক

গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলায় স্বামীকে ঘরে আটকে রেখে এক পোশাক শ্রমিককে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার পর দুজনের নাম উল্লেখ করে চারজনের বিরুদ্ধে গত বুধবার রাতে থানায় মামলা করেছেন ভুক্তভোগী। কিশোরগঞ্জের নিকলীতে এক মাদ্রসাছাত্রীকে অপহরণ করে বাড়িতে আটকে রেখে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। পাবনার ঈশ্বরদীতে ১২ বছর বয়সী এক শিশুকে ধর্ষণচেষ্টা ও যৌন নিপীড়নের অভিযোগ উঠেছে ৬০ বছর বয়সী এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। বগুড়ার ধুনটে মাদ্রাসাছাত্র ধর্ষণের শিকার হয়েছে। পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে।

গাজীপুরের শ্রীপুরে পোশাক শ্রমিককে দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনায় করা মামলার বিষয়টি গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নিশ্চিত করেছেন থানার ওসি শাহীনুর আলম। অভিযুক্ত দুজন হলেন– ফারুক হোসেন ও নয়ন।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, ভুক্তভোগী নারী স্বামীর সঙ্গে ওই এলাকার একটি বাড়িতে ভাড়া থাকেন। তিনি একটি পোশাক কারখানায় শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন। গত সোমবার রাত ৯টার দিকে ফারুক হোসেন ওই নারীর স্বামীকে ডেকে নিয়ে একটি কক্ষে আটকে রাখেন। পরে অপর অভিযুক্ত নয়ন ওই নারীকে টেনেহিঁচড়ে পাশের একটি পরিত্যক্ত টিনশেড বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করেন। এ সময় ফারুক ও অজ্ঞাতনামা দুজন বাইরে পাহারায় ছিলেন। পরে তারাও ওই নারীকে ধর্ষণ করেন। এক পর্যায়ে ভুক্তভোগীর চিৎকার শুনে আশপাশের লোকজন এগিয়ে গেলে অভিযুক্তরা পালিয়ে যান।

শ্রীপুর থানার ওসি শাহীনুর আলম বলেন, খবর পাওয়ার পরপরই অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারে অভিযান শুরু হয়েছে। তবে তাদের পাওয়া যায়নি। ভুক্তভোগী নারীকে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

কালের কণ্ঠ
শনিবার। ১৭ অক্টোবর ২০২৬

কুমিল্লায় যুবদলকর্মীকে কুপিয়ে হত্যা

৯ জেলায় ৫ খুন, ৪ লাশ

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

কুমিল্লায় যুবদলকর্মীকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। রাজবাড়ীতে গুলিতে ১৩ মামলার আসামি নিহত। সুনামগঞ্জে বৃদ্ধ মাকে কুপিয়ে হত্যা করলেন ছেলে। গাইবান্ধায় বড় ভাই খুন করেছেন ছোট ভাইকে। সাতক্ষীরায় মাছ চুরির সন্দেহে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে এক ঘের ব্যবসায়ীকে। এ ছাড়া ঢাকা, সিলেট, নারায়ণগঞ্জ ও চট্টগ্রামে তিনজনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। কালের কণ্ঠের নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

নারায়ণগঞ্জ : নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে একটি ভাড়া ঘর থেকে নাদিম আকন্দ (৩৬) নামের এক শ্রমিকের বস্তাবন্দি অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল সকালে দুপ্তারা ইউনিয়নের দড়ি সত্যভাদী গ্রামের একটি টিনের ঘর থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। তাঁর দুই হাত বাঁধা ও গলায় রশি পেঁচানো ছিল। ঘরের বাইরে রক্তের ছাপও পাওয়া গেছে। আড়াইহাজার থানার ওসি মো. সবজেল হোসেন জানান, মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে ময়নাতদন্তের জন্য লাশ মর্গে পাঠানো হচ্ছে।

ঢাকা : কাকরাইলের একটি বাসা থেকে এনাম রসুল (৪৮) নামের এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল ভোরে ওই বাসার বাথরুম থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। রমনা থানার এসআই জয় প্রান্ত বলেন, 'স্ট্রোকের কারণে তাঁর মৃত্যু হতে পারে। তাঁর শরীরে কোনো জখমের চিহ্ন নেই। ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর কারণ জানা যাবে।'

সিলেট : নগরের খাদিমপাড়ার একটি নির্মীয়মাণ ভবন থেকে গতকাল বিকেলে ইরফান আলী নামের এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

ইরফান গোয়াইনঘাট উপজেলার ফতেপুর ইউনিয়নের নয়াগ্রামের বাসিন্দা। তিনি আড়াই বছর ধরে ওই ভবনে প্রহরী হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন।

মরদেহের মাথা ও শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। শাহপরান থানার ওসি ফেরদৌস আহমেদ বলেন, এ ঘটনায় প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ভবনে কর্মরত ১৩ শ্রমিককে আটক করা হয়েছে।

প্রথম আলো
শনিবার, ২৪ অক্টোবর ২০২৬,

নিরাপত্তাকর্মীর মরদেহ উদ্ধার

রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার একটি টিনের ছাপরা থেকে আলমগীর হোসেন (৫২) নামের এক নিরাপত্তাকর্মীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। পুলিশ বলেছে, আলমগীরের শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ভাটারা থানার এসআই আবদুল ওয়াদুদ বলেন, বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার একটি টিনের ছাপরায় থাকতেন আলমগীর। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত পৌনে আটটার দিকে ওই ঘরের চৌকির ওপর থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। আলমগীরের ঠোঁটের বাঁ পাশে কাটা ও রক্তাক্ত ক্ষত, গলায় আঙুলের চাপের দাগ এবং ডান পায়ের হাঁটুর নিচে ক্ষত রয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, তাঁকে শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন ও তদন্তের ভিত্তিতে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে। আলমগীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার একটি নির্মাণাধীন ভবনের নিরাপত্তাকর্মী হিসেবে কাজ করতেন। বাড়ি নাটোরে।

বিশেষ প্রতিবেদক, ঢাকা

বাংলাদেশ প্রতিদিন
সোমবার। ১৯ অক্টোবর ২০২৬

নারী ও কিশোরসহ চার লাশ উদ্ধার

প্রতিদিন ডেস্ক

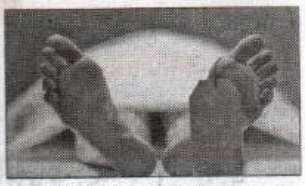

ঢাকা, কুমিল্লা, বাগেরহাট ও চট্টগ্রাম থেকে চার লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর–

সাভার (ঢাকা) : আশুলিয়ায় ভাড়া বাসা থেকে আনসার আলী (৫০) নামে এক ব্যক্তির অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল সকালে আশুলিয়ার ইউনিক বারোতলা এলাকার জিয়াত আলীর ভাড়া বাসা থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। নিহত আনসার আলী টাঙ্গাইলের গোপালপুর থানার বাইসখাইল গ্রামের বাসিন্দা। লাকসাম (কুমিল্লা) : লাকসামে ধানখেত থেকে কাউসার হোসেন (২৩) নামে এক অটোরিকশাচালকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল উপজেলার বাকই ইউনিয়নের তারাপুর গ্রামের একটি ধানখেত থেকে পুলিশ তার লাশ উদ্ধার করে। নিহত কাউসার হোসেন তারাপুর গ্রামের পূর্ব বাড়ির মৃত হাবিবুর রহমানের ছেলে। বাগেরহাট : শরণখোলায় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সংলগ্ন একটি ভাড়া বাসা থেকে গলায় ওড়না প্যাঁচানো আড়ার সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় এক নারীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার রাতে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। নিহত জুঁই পিরোজপুরের জিয়ানগর উপজেলার পত্তাসী গ্রামের এনায়েত শরীফের মেয়ে। ঘটনার পর থেকে তার স্বামী পলাতক রয়েছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ। চট্টগ্রাম : লোহাগাড়া উপজেলায় জান্নাতুল ফেরদৌস (১৭) নামে এক কিশোরীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার রাতে সদর ইউনিয়নের রশিদার পাড়া এলাকার বাসা থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। নিহত জান্নাতুল ফেরদৌস চাকার মোহাম্মদ বাবুল ও মাহমুদা আক্তার দম্পতির মেয়ে।

যুগান্তর
সোমবার ১৯ অক্টোবর ২০২৬
৩ কার্তিক ১৪৩৩

পাঁচবিবিতে যাত্রী সেজে অটোভ্যান চালককে হত্যা

পরিকল্পনাকারীসহ গ্রেফতার ৪

জয়পুরহাট প্রতিনিধি

পাঁচবিবিতে যাত্রী সেজে চালককে হত্যা করে অটোভ্যান ছিনতাইয়ের ঘটনায় প্রধান আসামিসহ চারজনকে গ্রেফতার করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। রোববার বিকালে সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন ডিবির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাজু কামাল। গ্রেফতাররা হলেন—মূল পরিকল্পনাকারী হাবিল উদ্দিন, তার সহযোগী আনোয়ার হোসেন, জাকারিয়া ও জাহাঙ্গীর আলম ওরফে বিপ্লব। ডিবি পুলিশ জানায়, গত ১৩ অক্টোবর পাঁচবিবির শালাইপুর বাজার থেকে পাথরঘাটা যাওয়ার কথা বলে চালক শাখাওয়াত হোসেনের অটোভ্যানটি ভাড়া নেন হাবিল উদ্দিন। ভ্যানটি পাথরঘাটা ব্রিজের কাছে নির্জন এলাকায় পৌঁছালে হাবিল শাবল দিয়ে শাখাওয়াতের মাথায় সজোরে আঘাত করে মৃত্যু নিশ্চিত করে। পরে ভিকটিমের গামছা দিয়ে রক্তের দাগ মুছে শাবলটি ব্রিজের নিচে ফেলে ভ্যানটি নিয়ে সটকে পড়ে। পরে চক্রের অপর সদস্য আনোয়ারের সহায়তায় ভ্যানটি ৪৩ হাজার টাকায় বিক্রি করা হয়।

যুগান্তর
শুক্রবার
১৬ অক্টোবর ২০২৬

নেত্রকোনায় ইজিবাইক চালক খুন

শ্বশুরবাড়ি যাওয়া হলো না পঞ্চগড়ের যুবকের

গলাচিপা ও বুড়িচংয়ে দুজনের লাশ উদ্ধার

যুগান্তর ডেস্ক

শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার পথে লাশ হয়েছেন পঞ্চগড়ের যুবক। ভেড়ামারায় ব্রিজের পাশ থেকে তার লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নেত্রকোনায় ইজিবাইক চালককে হাত-পা বেঁধে হত্যা করা হয়েছে। এছাড়া গলাচিপায় নারী ও বুড়িচংয়ে যুবকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। যুগান্তর প্রতিনিধিরা জানান : কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় হার্ডিঞ্জ ব্রিজের পশ্চিম পাশ থেকে গার্মেন্ট সুপারভাইজার মো. জয়নাল আবেদীনের (২৪) লাশ উদ্ধার করেছে পোড়াদহ রেলওয়ে পুলিশ। শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার পথে লাশ হয়েছেন ওই যুবক। নিহত জয়নাল পঞ্চগড়ের ভোদা উপজেলার চন্দনবাড়ি ইউনিয়নের নয়া মিয়ার বড় ছেলে। নিহতের ভাই জাহিদ হাসান জানান, তার ভাই গাজীপুরের একটি গার্মেন্ট ফ্যাক্টরিতে সুপারভাইজার পদে চাকরি করতেন। বুধবার অফিস থেকে সন্ধ্যা সাতটায় বের হন। শুনেছি ঢাকা থেকে খুলনায় শ্বশুরবাড়ির উদ্দেশে ট্রেনে যাচ্ছিলেন। সেখান থেকে বাড়িতে আসার কথা ছিল।



মো. জয়নাল আবেদীন

নেত্রকোনা সদর উপজেলার সিংহের বাংলা ইউনিয়নের একটি জঙ্গল থেকে হাত-পা ও মুখে কসটেপ প্যাঁচানো অবস্থায় রুকন মিয়া (৪০) নামে এক ইজিবাইক চালকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার বিকালে সিংহের বাংলা এলাকায় সদর-মোহনগঞ্জ সড়কের নোয়াপাড়া বুইদার জঙ্গলে রাস্তার পাশ থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। নিহত রুকন মিয়া মদনপুর এলাকার গিটুর পাড়ার হোসেন আলীর ছেলে। তিনি পরিবার নিয়ে নেত্রকোনা শহরের কুরপাড় এলাকায় ভাড়া বাসায় বসবাস করতেন। জানা গেছে, গত বুধবার রাতে রুকন মিয়া ইজিবাইক নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ হন। পরে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। পটুয়াখালীর গলাচিপায় খুশি আক্তার (২৫) নামের এক গৃহবধূর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে থানা পুলিশ। বৃহস্পতিবার সকালে লোন্দা গ্রাম থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। জানা গেছে, প্রায় ৭ বছর আগে লোন্দা গ্রামের রবিউল হাসানের সঙ্গে দিনাজপুরের খুশি আক্তারের বিয়ে হয়। সকালে স্বামী মাঠে গরু চড়াতে যায়। পরে স্বামী মাঠ থেকে ফিরে খুশির লাশ উদ্ধার করা হয়। কুমিল্লার বুড়িচংয়ে জামাল হোসেন (৩২) নামে দুই সন্তানের জনকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার কুসুমপুর গ্রামে ওই ঘটনা ঘটে। নিহত জামাল হোসেন ওই গ্রামের মৃত আব্দুল বারেকের ছেলে। জানা গেছে, প্রায় ১০ বছর আগে একই উপজেলার আজাদনগর গ্রামের আবুল বারেকের মেয়ে তানিয়া আক্তারের সঙ্গে জামাল হোসেনের বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকেই তাদের মধ্যে দাম্পত্য কলহ ছিল।

সংবাদ
শনিবার ১ কার্তিক ১৪৩৩
: Saturday 17 October 2026

নেত্রকোণায় হাত-পা বাঁধা অবস্থায় অটোরিকশা চালকের লাশ উদ্ধার

প্রতিনিধি, নেত্রকোণা

নেত্রকোণা সদর-মোহনগঞ্জ সড়কে পাশে সিংহেরবাংলা এলাকার একটি জঙ্গল থেকে হাত পা বাঁধা অবস্থায় বৃহস্পতিবার বিকেলে এক অটোরিকশা চালকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। পুলিশ জানায়, নেত্রকোণা সদর উপজেলার সিংহের বাংলা ইউনিয়নের একটি জঙ্গল থেকে হাত-পা ও মুখে কস্টেপ পেঁচানো অবস্থায় রুকন মিয়া (৪০) নামে এক ইজিবাইক চালকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। বাংলা এলাকার নোয়াপাড়া বুইদার জঙ্গলে রাস্তার পাশ থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করাহয়। পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিবারের সদস্যরা মরদেহটি শনাক্ত করেন। নিহত রুকন মিয়া মদনপুর এলাকার গিটুরপাড়ার হোসেন আলীর ছেলে। তার শ্বশুরবাড়ি সদর উপজেলার মৌগাতী এলাকায়। তিনি পরিবার নিয়ে নেত্রকোণা শহরের কুরপাড় এলাকায় ভাড়া বাসায় বসবাস করতেন। নিহতের পরিবার জানায়, গত বুধবার রাতে রুকন মিয়া ইজিবাইক নিয়ে বাড়ি থেকে বের হন। এরপর তিনি আর বাড়িতে ফেরেননি। পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেও তার সন্ধান পাননি। গত বৃহস্পতিবার দুপুরে সিংহের বাংলা এলাকায় একটি মরদেহ পড়ে থাকার খবর পেয়ে পরিবারের সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে তার পরিচয় শনাক্ত করেন। স্থানীয়দের কাছ থেকে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহটি উদ্ধার করে। এ সময় ঘটনাস্থল থেকে বিভিন্ন আলামত সংগ্রহ করা হয়। পরে মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য নেত্রকোণা আধুনিক সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) সজল কুমার সরকার বলেন, খবর পেয়ে জঙ্গল থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়েছে। নিহতের শরীরে বিভিন্ন জায়গায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

সমকাল
বুধবার। ২১ অক্টোবর ২০২৬

সোনাগাজীতে মাদকসেবীদের হামলায় আহত কৃষকের মৃত্যু

■ সোনাগাজী (ফেনী) সংবাদদাতা

ফেনীর সোনাগাজীতে মাদকসেবীদের হামলায় আহত মো. হানিফ মিয়া নামে এক কৃষক চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। গতকাল মঙ্গলবার সকালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। হানিফ মিয়া (৫৫) উপজেলার চরচান্দিয়া ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের রব প্রাইমারি এলাকার বাসিন্দা।

মাদক সেবনে বাধা দেওয়ায় গত ৯ অক্টোবর স্থানীয় কয়েকজন মাদকসেবী হানিফ মিয়া ও তাঁর দুই ছেলে শেখ রাসেল মেহেদী (২২) এবং শেখ রায়হান মিরাজকে (১৭) কুপিয়ে ও পিটিয়ে আহত করে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানায়, গত বেশ কিছু দিন ধরে চরচান্দিয়া ইউনিয়নের রব প্রাইমারি এলাকায় মো. মামুন, তাঁর ভাই শুভ, মিনহাজ, রিয়াদসহ কয়েকজন মাদক সেবন ও মাদকের কারবার করে আসছেন। স্থানীয় কৃষক হানিফ মিয়ার ছেলে শেখ রাসেল মেহেদী প্রতিবাদ করলে তাঁর সঙ্গে মাদকসেবীদের বিরোধ সৃষ্টি হয়। ঘটনার দিন দুপুরে মেহেদীকে বাড়ির পাশে কুপিয়ে আহত করে মাদকসেবীরা। এ সময় তাঁর চিৎকার শুনে বাবা মো. হানিফ ও ছোট ভাই মিরাজ এগিয়ে এলে তাদের ওপরও হামলা চালানো হয়। স্বজনরা তাদের উদ্ধার করে প্রথমে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে মেহেদী ও তাঁর বাবা মো. হানিফকে ফেনী ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়।

হানিফের ছেলে শেখ রায়হান মিরাজ বলেন, বাঁ হাতে ১০টি সেলাই দিয়ে চিকিৎসক তাঁকে ছেড়ে দেন। তাঁর বাবা ও বড় ভাইকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে তাঁর বাবার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়। ১১ দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর গতকাল মঙ্গলবার সকালে তাঁর বাবা মারা যান। তাঁর বড় ভাই এখনও চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

সোনাগাজী মডেল থানার ওসি মোহাম্মদ আবুল হাসিম মাদকসেবীদের হামলায় আহত হানিফের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ঘটনার পর পুলিশ একাধিকবার ঘটনাস্থল পরিদর্শন ও আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান চালিয়েছে। আসামিরা আত্মগোপনে থাকায় এখনও কাউকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি।

কর্মক্ষেত্রে নির্যাতন

প্রথম আলো

শনিবার, ১৭ অক্টোবর ২০২৬,

নেত্রকোনায় সাংবাদিক হত্যা

‘বাচ্চাদের খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দাও, আমার আসতে দেরি হবে’

পল্লব চক্রবর্তী, *নেত্রকোনা*



লুৎফুজ্জামান

‘বাচ্চাদের ভাত খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দাও। আমার আসতে একটু দেরি হবে, একটা নিউজ নিয়ে ব্যস্ত আছি।’ স্ত্রী আনন্দিতা সাংবাদিক লুৎফুজ্জামান আলিফ ফকির (৪৪)। কে জানত, সেটাই হবে স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর শেষ কথা।

বৃহস্পতিবার রাত পৌনে আটটার দিকে দেড় বছর বয়সী ছেলে আইয়ান সাফয়ানকে স্ত্রীর কোলে দিয়ে বাড়ি থেকে বের হন লুৎফুজ্জামান। এর কিছুক্ষণ পরই গ্রামের একটি দোকানের সামনে তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হয়। লুৎফুজ্জামান তাঁর শ্বশুরবাড়ি নেত্রকোনার দুর্গাপুর উপজেলার তেলনজিয়ায় থাকতেন। সেখানে এ ঘটনা ঘটে। তাঁর বাবার বাড়ি পার্শ্ববর্তী শুক্রবার উপজেলা কলমাকান্দার সুনই গ্রামে। গতকাল বিকেলে সেখানে জানাজা শেষে তাঁকে দাফন করা হয়েছে।

লুৎফুজ্জামান সেনাবাহিনীতে সৈনিক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। অবসরের পর তিনি সাংবাদিকতা শুরু করেন। তিনি ইন্টারনেট প্রটোকল টেলিভিশন (আইপিটিভি) চ্যানেল রূপসী বাংলার নেত্রকোনা প্রতিনিধি ছিলেন। পাশাপাশি ‘ডিটেকটিভ আর্টিকেল’ নামে একটি ফেসবুক পেজ পরিচালনা করতেন। সেখানে বিভিন্ন অনিয়ম ও অপরাধের বিষয়ে লেখালেখির পাশাপাশি ভিডিও প্রকাশ করতেন। ময়নাতদন্তে তাঁর শরীরে ছয়টি গুলির চিহ্ন পাওয়া গেছে বলে জানান নেত্রকোনা ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট সদর হাসপাতালের চিকিৎসক শ্রদ্ধানন্দ নাথ। গত বছরের নভেম্বরে লুৎফুজ্জামানকে কোপানো হয়েছিল।

গতকাল এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ ঘটনার নিন্দা জানিয়েছে সাংবাদিকদের বৈশ্বিক সংগঠন দ্য ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব জার্নালিস্টস (আইএফজে)। একই সঙ্গে এর দ্রুত বিশদ তদন্তের আহ্বান জানিয়েছে ব্রাসেলসভিত্তিক সংগঠনটি।

লেগে আছে রক্তের দাগ

গতকাল সকালে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা যায়, মাটিতে রক্তের দাগ লেগে আছে। ঘটনাস্থল থেকে প্রায় ২০ গজ দূরে লুৎফুজ্জামানের শ্বশুরবাড়ি। সেখানে একটি টিনের ঘরের সামনে দুই শিশুসন্তানকে নিয়ে কাঁদছিলেন আনন্দিতা। এই দম্পতির বড় সন্তান মেয়ে, নাম প্রান্তি (৪)।

কাঁদতে কাঁদতে লুৎফুজ্জামানের ঘর থেকে বের হওয়ার বর্ণনা দেন আনন্দিতা। তিনি বলেন, স্বামীর সহযোগিতায় তিনি পড়ালেখা করেছেন, নার্সিং পাস করেছেন। তাঁর জন্য চাকরির চেষ্টা করা হচ্ছিল। তাঁর প্রশ্ন, এখন তিনি ছোট দুটি বাচ্চা নিয়ে কীভাবে থাকবেন?

লুৎফুজ্জামানের ফুফু শাশুড়ি রুলি রেমা বলেন, ‘জামাই খুব ভালো মনের মানুষ ছিলেন। আমাদের গারো সম্প্রদায়ের মানুষ তাঁকে ভালোবাসতেন এবং তিনিও আমাদের খুব পছন্দ করতেন। এই মানুষটাকে আমাদের এলাকায় মেরে ফেলা হলো—এই কষ্ট কোনো সময় ভুলতে পারব না।’

লুৎফুজ্জামানের শাশুড়ি শিলা রাংসাও বলেন, ‘কার কাছে বিচার দেব।’ লুৎফুজ্জামানের বড় ভাই শহীদ ইসলাম ফকিরের ভাষ্য, সাংবাদিকতা করার কারণে তাঁর ভাইয়ের অনেক শত্রু হয়েছিল।

দুর্গাপুর থানার ওসি খন্দকার শাকের আহমেদ খান প্রথম আলোকে বলেন, লুৎফুজ্জামানের স্ত্রী বাদী হয়ে মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। হত্যাকাণ্ডে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্তে পুলিশ তৎপর রয়েছে। তিনি জানান, লুৎফুজ্জামানকে কোপানোর ঘটনায় দুই যুবক গ্রেপ্তার হয়ে জামিনে মুক্ত আছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে গত মাসে আদালতে অভিযোগপত্র জমা দিয়েছে পুলিশ।

যুগান্তর | সোমবার ১৯ অক্টোবর ২০২৬ | ৩ কার্তিক ১৪৩৩



সুমি আক্তার

ছুটি না দিয়ে দুর্ব্যবহার, মেশিনেই মারা গেলেন অসুস্থ পোশাক শ্রমিক

যুগান্তর প্রতিবেদন, *ঢাকা উত্তর*

ঢাকার আশুলিয়ার একটি রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক কারখানায় কর্মরত অবস্থায় এক নারী পোশাক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় প্রকাশিত সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গেছে, কারখানায় কাজের সময় এক কর্মকর্তা তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার পরপরই ফ্লোরে লুটিয়ে পড়েন ওই শ্রমিক। ১৬ অক্টোবর তৈরি পোশাকশিল্প গ্রুপ ডেকো গ্রুপের প্রতিষ্ঠান আগামী অ্যাপারেলস লিমিটেডে এ ঘটনা ঘটে। অসুস্থবোধ করায় ওই শ্রমিক ছুটি না দিয়ে দুর্ব্যবহার

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

কর্তৃপক্ষের কাছে ছুটি চেয়েও পাননি বলে অভিযোগ উঠেছে। সাপ্তাহিক ছুটির দিনেও উৎপাদনের চাপে তাকে কাজ করতে হয়। নিহত সুমি আক্তার মিত্তর গ্রামের বাড়ি নীলফামারী জেলার ডিমলা থানায়। স্বামী সাজ্জাদ হোসেন ও দুই ছেলেকে নিয়ে তিনি আশুলিয়ার কাঠগড়া নয়াপাড়া এলাকার একটি ভাড়া বাসায় থাকতেন। তিনি আগামী অ্যাপারেলস লিমিটেডে সুইং অপারেটর হিসাবে কর্মরত ছিলেন।

প্রকাশিত সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, কারখানায় সুমি সুইং মেশিনে কাজ করছিলেন। একপর্যায়ে তার পাশে আসেন এক ব্যক্তি। এ সময় আরেক ব্যক্তি সুমির দিকে তেড়ে আসেন। তিনি সুইং মেশিন চাপড়াতে শুরু করেন এবং কয়েক দফায় উদ্ধত অঙ্গভঙ্গি করেন। সুমি যে কাপড়টি নিয়ে কাজ করছিলেন, সেটি ছিনিয়ে নিয়ে নিচে ফেলে দেন ওই ব্যক্তি। তার এমন দুর্ব্যবহারের একপর্যায়ে ফ্লোরে লুটিয়ে পড়েন সুমি। ফুটেজে আরও দেখা যায়, বিকাল ৫টা ১ মিনিট ৩৪ সেকেন্ডে সুইং মেশিনে কাজ করা অবস্থায় সুমি ফ্লোরে লুটিয়ে পড়েন। এ সময় মেশিন চাপড়ানো ও উদ্ধত অঙ্গভঙ্গি করা ওই ব্যক্তি কিছুটা দূরে সরে যান। তিনি কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। একজন নারী শ্রমিক এসে মিশুকে তোলার চেষ্টা করেন। আশপাশের আরও কয়েকজন নারী শ্রমিক এগিয়ে আসেন। ওই ব্যক্তি সুমির মাথার কাছ থেকে কিছু একটা দূরে ছুড়ে ফেলে ঘটনাটি দেখতে থাকেন। একপর্যায়ে তিনি সেখান থেকে চলে যান। নারী শ্রমিকরা সুমিকে তোলার চেষ্টা চালিয়ে যান। বিকাল ৫টা ৩ মিনিট ৪৯ সেকেন্ডে একটি স্ট্রেচার নিয়ে ফিরে আসেন তারা। পরে সুমিকে স্ট্রেচারে করে ফ্লোর থেকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়।

সুমির স্বামী সাজ্জাদ হোসেন বলেন, ঘটনার দিন দুপুরে বিরতির সময় সুমি বাসায় খেতে আসে। খাওয়া শেষে আবার অফিসে যায়। আমি এ সময় বাসায়ই ছিলাম। সে অসুস্থ ছিল না। অসুস্থ বললে তো অফিসেই যেতে দিতাম না। তিনি আরও বলেন, ফুটেজে যা দেখা গেছে, এটা এক ধরনের নির্যাতন। শরীরে হাত তোলা ব্যতীত যা বলার, করার সব করেছে। খবর পেয়ে ফ্যাক্টরিতে গিয়েছিলাম। পরে তাকে আশুলিয়ার নারী ও শিশু হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। আমি বিচার চাই। এদিকে ঘটনার পর সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ পর্যালোচনা করে সংশ্লিষ্ট ফ্লোরের লাইন সুপারভাইজারকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়ার পাশাপাশি সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। নিয়মতান্ত্রিকভাবে তার বিরুদ্ধে চূড়ান্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। ডেকো গ্রুপের জিএম (অ্যাডমিন, এইচআর অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স) সালাউদ্দিন বলেন, ইতোমধ্যে ওই সুপারভাইজারকে শোকজ ও সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। নিয়মতান্ত্রিকভাবে চূড়ান্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সুমির পরিবারের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, সুমির সহকর্মীরা জানিয়েছেন, স্বামী-সন্তানদের নিয়ে চিন্তিত ছিলেন সুমি। স্বামী কোনো কাজের সঙ্গে যুক্ত না থাকায় স্বাভাবিকভাবেই হয়তো চিন্তিত ছিলেন। শুনেছি মৃত্যুর ঘটনায় মামলার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে সুমির পরিবারকে যৌক্তিক সব বিষয়ে সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। আশুলিয়া থানার ওসি তরিকুল ইসলাম বলেন, ময়নাতদন্তের জন্য লাশ রাজধানীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। এ ঘটনায় মামলা হয়েছে। তবে কেউ এখনো গ্রেফতার হননি।

কালের কণ্ঠ

বুধবার। ২১ অক্টোবর ২০২৬

নেশার টাকা না পেয়ে মাকে গলা কেটে হত্যা

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

৯ জেলায় ৩ খুন, ৬ লাশ উদ্ধার

পাবনায় নেশার টাকা না পেয়ে মাকে গলা কেটে হত্যা করেছে ছেলে। সিলেটে অটোরিকশার সিরিয়াল নিয়ে বিরোধে এক অটোরিকশাচালককে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে। নওগাঁয় নদীতে জাল বসানো নিয়ে বিবাদে প্রতিপক্ষের হামলায় এক যুবক মারা গেছেন।

এ ছাড়া ঢাকা, যশোর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, কুড়িগ্রাম, টাঙ্গাইল ও ফরিদপুরে ছয় লাশ উদ্ধার হয়েছে।

পাবনা : ফরিদপুর উপজেলায় নেশার টাকা না পেয়ে মাকে কাস্তে দিয়ে গলা কেটে হত্যার অভিযোগ উঠেছে ছেলের বিরুদ্ধে। ঘটনার পরপরই ছেলেকে আটক করেছে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার সকালে লক্ষ্মীকোল জোলাপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত মা সূর্য খাতুন ওই গ্রামের লোকমান সরদারের স্ত্রী, আর অভিযুক্ত ছেলের নাম উদ্দিন সরদার। ফরিদপুর থানার ওসি মনজুরুল হাসান মাসুদ এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

সিলেট : অটোরিকশার সিরিয়াল নিয়ে বিরোধের জেরে কানাইঘাট উপজেলায় শাহাব উদ্দিন (৩২) নামের এক অটোরিকশাচালককে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে। গতকাল সকালে উপজেলার সোনাতনপুঞ্জি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কানাইঘাটের সুরইঘাট এলাকায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার সিরিয়াল নিয়ে সম্প্রতি বিরোধ হয় দুই চালকের। এরই জেরে প্রতিপক্ষের ছুরিকাঘাতে নিহত হন শাহাবউদ্দিন।

সাপাহার-পোরশা (নওগাঁ) : পোরশা উপজেলায় মাটিকাটা নদীতে মাছ ধরার রিং জাল বসানোকে কেন্দ্র করে প্রতিপক্ষের হামলায় সেলিম রেজা নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন।

গতকাল দুপুরে নিতপুর ইউনিয়নের রঘুনাথপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত সেলিম রেজা পশ্চিম রঘুনাথপুর (টেকঠী) গ্রামের মো. নুর বক্সের ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, জাল পাতা নিয়ে সেলিম রেজার সঙ্গে জেলেপাড়া গ্রামের মোস্তাকিমের বাগবিতণ্ডা শুরু হয়। এক পর্যায়ে মোস্তাকিম ক্ষিপ্ত হয়ে সেলিম রেজার মাথায় লাঠি দিয়ে সজোরে আঘাত করেন। রক্তাক্ত ও গুরুতর আহত সেলিমকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করার পর তিনি মারা যান।

ঢাকা : রামপুরা ব্রিজের নিচ থেকে গতকাল এক বৃদ্ধের (৭৪) মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ওসি জাহাঙ্গীর হোসেন জানান, উদ্ধার করা ব্যক্তির নাম আলম মুন্সি। তাঁর বাড়ি বরিশালের ভাণ্ডারিয়া এলাকায়। তিনি মানসিক প্রতিবন্ধী

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

নেশার টাকা না পেয়ে মাকে গলা কেটে হত্যা

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

ছিলেন। ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।

অভয়নগর (যশোর) : নিজ বাড়ি থেকে আছিয়া বেগম নামের এক বৃদ্ধার গলা কাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল সকালে উপজেলার সিদ্ধিপাশা ইউনিয়নের রামনগর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত আছিয়া বেগম ওই গ্রামের মৃত আবু দাউদ শেখের স্ত্রী।

নিহতের মেয়ে পান্না বেগম বলেন, সকালে এসে দেখি খাটের ওপর মায়ের গলা কাটা লাশ পড়ে আছে। ঘরের ভেতরের সব মালপত্র এলোমেলো। জমির দলিল, স্বর্ণালংকার ও নগদ টাকা কিছুই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ : ভোলাহাট উপজেলা থেকে আব্দুল আওয়াল নামের এক মোটরসাইকেলচালকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল সকালে গোহালবাড়ি ইউনিয়নের হলদেগাছি মোড় এলাকায় মোটরসাইকেলসহ তাঁর রক্তাক্ত মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা পরিবারকে খবর দেয়। আওয়াল ভোলাহাটের ঝাউবোনা গ্রামের মৃত আলাউদ্দীনের ছেলে। তিনি কৃষিকাজের পাশাপাশি গাছ ব্যবসায় জড়িত ছিলেন।

ভোলাহাট থানার ওসি আব্দুল বারিক বলেন, আওয়ালের স্ত্রী নাসরিন বেগমের দাবি, তাঁর স্বামী মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে ছিটকে পড়ে ঘটনাস্থলে নিহত হন। কিন্তু ঘটনাটি সন্দেহজনক হওয়ায় মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে।

কুড়িগ্রাম : উলিপুরে নিজ ঘরে মোকসেদ আলী ওরফে বাচ্চু মিয়া (৬০) নামের এক ব্যক্তির খণ্ডিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল ভোরে উপজেলার কিশামত মধুপুর খামার গ্রামের পণ্ডিতপাড়া এলাকায় মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

এ বিষয়ে উলিপুর থানার ওসি শওকত আলী বলেন, হত্যাকাণ্ডের কারণ এবং এর সঙ্গে জড়িতদের পরিচয় এখনো পাওয়া যায়নি। মরদেহ মর্গে পাঠানো হচ্ছে।

সখীপুর (টাঙ্গাইল) : অটোভ্যান নিয়ে নিখোঁজের ২৪ দিন পর কিশোর অটোচালক সবুজের মাথার খুলি ও হাড়গোড় উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল ভোরে উপজেলার আন্দি জঙ্গলের ভেতর থেকে এসব দেহাবশেষ উদ্ধার করে স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন (এসআরবি), টাঙ্গাইল। সবুজ পৌর এলাকার কাহারতা গ্রামের সিরাজুল ইসলামের ছেলে। পরিবার সূত্রে জানা যায়, গত ২৬ সেপ্টেম্বর সকালে অটোভ্যান নিয়ে বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর নিখোঁজ হয় সবুজ। পরদিন গোপালপুর উপজেলার কালীবাড়ী বাজার এলাকা থেকে সবুজের অটোভ্যানটি উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় হাবিবুর রহমান ও শাহীন নামের দুজনকে গ্রেপ্তার করে এসআরবি।

ফরিদপুর : পূজা দেখতে বেরিয়ে নিখোঁজ হয়েছিলেন কলেজছাত্র কৌশিক সাহা জিতু। দুই দিন পর, গতকাল দুপুরে কুমার নদ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে তাঁর অর্ধগলিত মরদেহ। ফরিদপুর পৌরসভার ভাটিলক্ষ্মীপুরের মদনখালী স্লুইস গেটসংলগ্ন কুমার নদ থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে পুলিশ। কৌশিক শহরের ওয়্যারলেসপাড়া এলাকার বাসিন্দা কমলেশ সাহার ছেলে। তিনি সরকারি রাজেন্দ্র কলেজের রসায়ন বিভাগের স্নাতক দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৩ অক্টোবর ২০২৬

শ্রীবরদীতে প্লাস্টিকের ড্রামে অজ্ঞাত নারীর লাশ উদ্ধার

চার জেলায় শিশুসহ আরো পাঁচ জনের লাশ উদ্ধার

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

শ্রীবরদীতে প্লাস্টিকের ড্রাম থেকে অজ্ঞাত পরিচয়ে এক নারীর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়া পৃথক জেলায় শিশুসহ আরো পাঁচ জনের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নোয়াখালী রসেনবাগে দুই জন, শরীয়তপুর ও সিরাজগঞ্জে একজন করে ও ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে এক অন্তঃসত্ত্বা নারীর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে।

শ্রীবরদী (শেরপুর) সংবাদদাতা জানান, শ্রীবরদী উপজেলার কুড়িকাহনিয়া ইউনিয়নের একটি সেতুর নিচ থেকে নীল রঙের প্লাস্টিকের ড্রাম থেকে অজ্ঞাত পরিচয় এক নারীর (৩৫) লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার শ্রীবরদী টু শেরপুর সড়কের কুড়িকাহনিয়া বাজার সংলগ্ন সেতুর নিচ থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। লাশের পরিচয় শনাক্ত করতে কাজ করছে পুলিশ।

সেনবাগ (নোয়াখালী) সংবাদদাতা জানান, সেনবাগে গত ১২ ঘণ্টায় পৃথক দুটি স্থান থেকে দুই জনের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। সেনবাগ থানাপুলিশ মৃত্যুর কারণ নিশ্চিত হতে লাশ দুইটির ময়নাতদন্তের জন্য গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে মর্গে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রমতে, গতকাল সকাল সাড়ে নয়টার দিকে সেনবাগ উপজেলার কানকিরহাট দক্ষিণ বাজারের মায়ের দোয়া ডেকোরেশন থেকে হোরন মিয়া (৩৭) নামে এক ব্যবসায়ীর অর্ধ ঝুলন্ত অবস্থায় লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। চার সন্তানের জনক মৃত হোরন মিয়া সেনবাগ উপজেলার ২ নম্বর কেশারপাড় ইউনিয়নের বীরকোট গ্রামের মধু মাওলানার বাড়ির অলি মিয়ার ছেলে।

এর আগে গত বুধবার দিনাগত রাত সাড়ে নয়টার দিকে সেনবাগ উপজেলা সরকারি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে আরমান মিয়া (৪০) নামে এক রিকশাচালকের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। মৃত আরমান মিয়া উপজেলার ৬ নম্বর কাবিলপুর ইউনিয়নের উত্তরাপুর গ্রামের বাচ্চু মিয়ার ছেলে।

শরীয়তপুর প্রতিনিধি জানান, শরীয়তপুর সদর উপজেলার আংগারিয়া ইউনিয়নের কীর্তিনাশা নদীর পাড় থেকে অজ্ঞাত পরিচয় (আনুমানিক তিন বছর) এক শিশুর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে পশ্চিম ভাষানচর এলাকায় নদীর [illegible] মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। শিশুটির নাম পরিচয় শনাক্তে কাজ করছে পুলিশ।

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি জানান, সিরাজগঞ্জে যমুনা সেতু পশ্চিম মহাসড়কে গাড়ির ধাক্কায় প্রায় ৫০ বছর বয়সি অজ্ঞাত এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে বলে ধারণা করছে পুলিশ। গতকাল ভোরে নলকা সেতুর পূর্ব পাশে মহাসড়ক থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

গফরগাঁওয়ে অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার

গফরগাঁও (ময়মনসিংহ) সংবাদদাতা জানান, গফরগাঁওয়ে নাদিয়া আক্তার (১৮) নামে তিন মাসের অন্তঃসত্ত্বা এক গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ ঘটনার পর থেকে স্বামীসহ শ্বশুরবাড়ির লোকজন পলাতক রয়েছে। গত বুধবার গভীর রাতে থানাপুলিশ উপজেলার গফরগাঁও ইউনিয়নের হাতিখলা গ্রামের গৃহবধূর স্বামী কাওছার মিয়ার বাড়ি থেকে ঐ নারীর মরদেহ উদ্ধার করে।

নাদিয়া দক্ষিণ গফরগাঁও উপজেলার লংগাইর ইউনিয়নের বাগবাড়ি গ্রামের নাজিম উদ্দিনের মেয়ে।

পুলিশ ও নিহতের পরিবার সূত্রে জানা যায়, গত এক বছর আগে হাতিখলা গ্রামের নূর চানের ছেলে কাওসারের সঙ্গে নাদিয়ার পারিবারিকভাবে বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকে পারিবারিক নানা বিষয় নিয়ে তাদের মধ্যে কলহ চলছিল। বুধবার রাতে ৮টার দিকে মেয়ের মা ময়ফুল বানুকে কাওছার মিয়ার এক আত্মীয় তার মোবাইলে ফোন করে নাদিয়ার মৃত্যুর খবর দেন। পরে রাত ৯টা দিকে নাদিয়ার স্বজনেরা শ্বশুরবাড়ি গিয়ে মরদেহ পড়ে থাকতে দেখতে পান। তখন ঐ বাড়িতে নাদিয়ার স্বামীসহ শ্বশুরবাড়ির কাউকে বাড়িতে পাননি তারা। খবর পেয়ে পুলিশ মরদেহটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।

নিহতের মা ময়ফুলের দাবী, তার মেয়ে নাদিয়াকে হত্যা করা হয়েছে। নাদিয়া তিন মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিল।

গফরগাঁও থানার ওসি (তদন্ত) মশিউর রহমান বলেন, 'নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিশ্চিত হওয়া যাবে। নিহতের মা বাদী হয়ে অভিযোগ দিয়েছে।

যুগান্তর

বৃহস্পতিবার ২২ অক্টোবর ২০২৬
৬ কার্তিক ১৪৩৩

কালকিনিতে চেয়ারম্যানের দলে যোগ না দেওয়ার জের

বাড়ি ফেরার পথে কৃষকের দুই পায়ের রগ কাটল দুর্বৃত্তরা

কালকিনি-ডাসার (মাদারীপুর) প্রতিনিধি

কালকিনিতে চিকিৎসা শেষে রাতে বাড়ি ফেরার পথে জামাল আকন নামে এক কৃষকের দুই পায়ের রগ কেটে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। মঙ্গলবার রাতে এ ঘটনা ঘটে। এলাকার স্থানীয় চেয়ারম্যানের দলে নাম দিতে না চাওয়ায় এ ঘটনা ঘটিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। আহত জামাল আকন উপজেলার সাহেবরামপুর এলাকার উত্তর আন্ডারচর গ্রামের আবদুল রশিদ আকনের ছেলে। জানা যায়, ওইদিন দুপুরে কৃষক জামাল আকন একই এলাকার অসুস্থ গ্রাম চৌকিদার শহিদুলকে নিয়ে চিকিৎসার জন্য বরিশালে গিয়েছিলেন। সেখানে চিকিৎসা শেষে মঙ্গলবার রাতে চৌকিদার শহিদুলের সঙ্গে জামাল আকন বাড়ি ফিরছিলেন। পথিমধ্যে ওই এলাকার হাওলাদার বাড়ির সামনে পৌঁছালে ওত পেতে থাকা বেশ কয়েকজন দুর্বৃত্ত জামালকে কুপিয়ে জখম করে দুই পায়ের রগ কেটে পালিয়ে যায়। জামাল আকনের সঙ্গে থাকা গ্রাম চৌকিদার শহিদুল বলেন, আমি কিছু জানি না, আর কিছু বলতে পারব না। আহত জামাল আকনের মেয়ে লিমা বলেন, আমার বাবার সঙ্গে যা ঘটেছে এসব ঘটনার নায়ক হচ্ছে চৌকিদার শহিদুল। কারণ আমার বাবার সঙ্গে রাতে চৌকিদার শহিদুল ছিল। আমার বাবা বাঁশগাড়ীর সুমন চেয়ারম্যানের সঙ্গে দল না করার কারণে তার পা কেটে দিয়েছে চেয়ারম্যানের লোকজন। এ বিষয়ে জানতে বাঁশগাড়ী ইউপি চেয়ারম্যানের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাকে পাওয়া যায়নি।

প্রথম আলো
বুধবার, ২১ অক্টোবর ২০২৬,

চাকরির আশায় রাশিয়ায় গিয়ে যুদ্ধে, ৩ বছরে ৫৪ জনের মৃত্যু

ঝুঁকিপূর্ণ অভিবাসন

কয়েক বছর ধরেই রাশিয়ায় যাওয়া বেড়েছে। অনেকেই ফাঁদে পড়ে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে জড়িয়ে যাচ্ছেন। মারা গেলে মরদেহ পাওয়া যায় না।

মহিউদ্দিন, *ঢাকা*

পরিবারের ভাগ্য ফেরাতে উন্নত চাকরির আশায় রাশিয়ায় যান লালমনিরহাটের আবদুল্লাহ আল মামুন। সেই স্বপ্ন পূরণ হয়নি। দেশটিতে গিয়ে তাঁর ঠাঁই হয় যুদ্ধের ক্যাম্পে। প্রশিক্ষণ শেষে যুদ্ধে পাঠানোর আগের দিন দেশে থাকা ছোট ভাই মো. রনিকে ফোন করে মামুন বলেন, 'যুদ্ধে পাঠিয়ে দিচ্ছে, আর দেখা না-ও হতে পারে। দুনিয়ায় দেখা না হলে দেখা হবে হাশরের মাঠে।'

*প্রথম আলো*কে কথাগুলো বলছিলেন মামুনের বাবা আবদুল মজিদ। তিনি বলেন, যুদ্ধে নেওয়ার পর থেকে তাঁর সঙ্গে আর যোগাযোগ হয়নি। পরে তাঁর সঙ্গে রাশিয়ায় যাওয়া আল আমিনকে আবার ফোন করেন রনি। আল আমিন জানান, মামুন মারা গেছেন। এরপর গ্রামে গায়েবানা জানাজার আয়োজন করা হয়। কিন্তু মৃত্যু নিশ্চিত না হওয়ায় লোকজন এসে জানাজা না পড়ে মোনাজাত করেন। এরই মধ্যে পাঁচ মাস পার হয়ে গেছে। ঋণগ্রস্ত পরিবার এখন অসহায় হয়ে পড়েছে। এক বছরের একটি ছেলেশিশুকে নিয়ে মামুনের স্ত্রীর সামনে শুধুই অন্ধকার।

ভালো বেতনে চাকরির আশায় গত ৭ মে ঢাকা থেকে মামুনসহ ৩০ জন বাংলাদেশি যান রাশিয়ায়। কিন্তু সেখানে ২১ দিনের প্রশিক্ষণ শেষে ১৬, ৮ ও ৬ জনের গ্রুপে ভাগ করে তাঁদের যুদ্ধে পাঠানো হয়। তাঁদের অনেকেই ১২ ও ১৩ জুনের দিকে মারা যান। দুজন হাসপাতালে ভর্তি হন, পরে পালিয়ে দেশে ফেরেন। এদের একজন নারায়ণগঞ্জের আদনান হোসেন ও আরেকজন বিনাইদহের রাজন হোসেন। তাঁরা অন্যদের মৃত্যুর তথ্য *প্রথম আলো*কে জানিয়েছেন।

কয়েক বছর ধরেই রাশিয়ায় যাওয়ার প্রবণতা বেড়েছে। তাঁদের অনেকেই প্রতারিত হয়ে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে জড়িয়ে যাচ্ছেন। তবে তাঁদের মরদেহ পাওয়া যায় না। কাগজে-কলমে নিখোঁজ বলা হলেও পরিবার জানে, তাঁরা মৃত। এখন পর্যন্ত গত তিন বছরে অন্তত ৫৪ জনের মৃত্যুর খবর পেয়েছে *প্রথম আলো*। যদিও বর্তমান সরকার রাশিয়া যাওয়ার ক্ষেত্রে কড়াকড়ি আরোপ করেছে।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন



কিশোরগঞ্জের আবু হানিফ এখনো যুদ্ধক্ষেত্রে আছেন। ছবি : পরিবারের সৌজন্যে

যুদ্ধ শুরুর পর রাশিয়া যাওয়া বেড়েছে



- মৃত্যুর প্রমাণ ও মরদেহ না থাকায় পরিবারগুলো আর্থিক সহায়তার জন্য আবেদন করতে পারছে না।
- নিখোঁজ স্বজনদের ফেরাতে প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কাছে পরিবারগুলোর চিঠি।

পাওনাদারদের চাপে দিশাহারা শোকাহত পরিবারগুলো

আসিফ হাওলাদার, *ঢাকা*

পবিত্র চন্দ্র টাঙ্গাইলের গোপালপুরের একটি হতদরিদ্র পরিবারের সন্তান। পেশায় ছিলেন কাঠমিস্ত্রি, আয় ছিল সামান্য। স্ত্রীর স্বর্ণালংকার বিক্রির কিছু অর্থ আর একটি বেসরকারি সংস্থা ও স্থানীয় মহাজনদের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে সৌভাগ্যের সন্ধানে পাড়ি জমান রাশিয়ায়। কাজ দেওয়ার কথা বলে দেশটিতে নেওয়া হলেও তিনিসহ ৩০ জন বাংলাদেশি নাগরিককে জোর করে পাঠানো হয় রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধক্ষেত্রে। বেঁচে যাওয়া সঙ্গীদের কাছ থেকে পরিবার খবর পেয়েছে, যুদ্ধক্ষেত্রে পবিত্রর মৃত্যু হয়েছে; কিন্তু মৃত্যুশোকের সঙ্গে এখন পরিবারটিকে তাড়া করছে পাওনাদারদের অব্যাহত তাগাদা।

এটি শুধু পবিত্র চন্দ্রর পরিবারের গল্প নয়। কাজের জন্য রাশিয়ায় গিয়ে প্রতারিত ৩০ জন তরুণ-যুবকের পরিবারের অবস্থা কমবেশি একই রকম। এই ৩০ জনের মধ্যে পবিত্রসহ ২০ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। দুজন আহত হয়ে রাশিয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। দুজন দেশে ফিরতে পেরেছেন। বাকি ছয়জন এখনো বাধ্য হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে লড়ছেন।

১৪ অক্টোবর এক সংবাদ সম্মেলনে স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন (এসআরবি) জানিয়েছে, গত ৭ মে জাবালে নূর, আরএস ইন্টারন্যাশনাল ও টিএস গ্রুপ নামের তিন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৩০ বাংলাদেশি রাশিয়ায় যান। নির্মাণপ্রতিষ্ঠানে কাজের কথা বলে তাঁদের প্রত্যেকের কাছ থেকে গড়ে ১০ লাখ টাকা করে নেওয়া হয়। রাশিয়ায় পৌঁছানোর পর প্রতিশ্রুত চাকরি না দিয়ে পাসপোর্ট ও মুঠোফোন কেড়ে নিয়ে তাঁদের রাশিয়ার সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হয়। এরপর ২১ দিনের সামরিক প্রশিক্ষণ শেষে তাঁদের নামানো হয় রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধক্ষেত্রে।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

চাকরির আশায় রাশিয়ায় গিয়ে যুদ্ধে, ৩ বছরে ৫৪ জনের মৃত্যু

প্রথম আলোকে আদনান বলেন, যুদ্ধে বাংলাদেশিদের মৃত্যুর তথ্য প্রকাশ করে না রাশিয়া। মরদেহও আনে না। যুদ্ধের সম্মুখসারি থেকে কেউ না ফিরলে তাঁকে নিখোঁজ বলে দেয়। কিন্তু নিখোঁজ মানেই মৃত্যু। এ ছাড়া না ফেরার আর কোনো কারণ নেই।

যুদ্ধক্ষেত্রে পেটে স্প্লিন্টার নিয়ে মস্কোর হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন আদনান। তাঁর তিন দফা অস্ত্রোপচার করা হয়। দেড় মাস বিছানা থেকে উঠতেই পারেননি। টানা দুই মাস হাসপাতালে কাটানোর পর পালিয়ে দূতাবাসে যান। এরপর ট্রাভেল পাস (ভ্রমণের বৈধ অনুমতিপত্র) নিয়ে গত ১৫ সেপ্টেম্বর দেশে ফেরেন।

রাশিয়ায় বাংলাদেশ দূতাবাস বিভিন্ন সময়ে যাচাই-বাছাই ছাড়া কর্মী পাঠানো নিয়ে আপত্তি জানিয়েছে। গত ২৫ মে প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে দূতাবাসের শ্রম উইং থেকে পাঠানো এক চিঠিতে বলা হয়, রিক্রুটিং এজেন্সি জাবালে নূর গত ৫ মে ৭০ জন কর্মী পাঠানোর অনুমতি চাইলেও সত্যায়ন করেনি দূতাবাস। প্রাথমিকভাবে আর এস ইন্টারন্যাশনালকে ১০ জন কর্মী নিয়ে আসার কথা বলা হলেও সন্দেহ তৈরি হলে তা স্থগিত করা হয়। এরপর ১৮ মে এক কর্মীর পরিবার থেকে ফোন করে দূতাবাসে জানানো হয়, জাবালে নূর ও আর এস ইন্টারন্যাশনালের মাধ্যমে রাশিয়ায় এসেছে ৩০ জন, যাঁদের যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো হচ্ছে।

চিঠিতে বলা হয়েছে, দুটি এজেন্সি সত্যায়ন করাতে না পারায় টিএস ওভারসিজের নামে কর্মীদের পাঠিয়েছে। দূতাবাসের অনুমতি ছাড়া কর্মী পাঠানোর বিষয়টি যাচাই করতে বলা হয়েছে চিঠিতে। আর কর্মীদের যুদ্ধে না পাঠিয়ে নিয়োগপত্র অনুসারে কাজে ফিরিয়ে আনতে রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চিঠি পাঠানো হচ্ছে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্র বলছে, চার-পাঁচ মাস ধরে যুদ্ধক্ষেত্রে নিখোঁজ ও নিহত বাংলাদেশিদের তথ্য দূতাবাসকে জানাচ্ছে রাশিয়ার সরকার। এখন পর্যন্ত ৪০ জনের তথ্য জানিয়েছে তারা। যদিও এর মধ্যে নিহত কতজন, নিখোঁজ কতজন; তা আলাদা করে বলেনি তারা। সবশেষ ২০ জনের মৃত্যুর বিষয়ে দেশটির পক্ষ থেকে এখনো কিছু জানায়নি। যুদ্ধে কেউ মারা গেলে বা ছয় মাসের বেশি নিখোঁজ থাকলে ক্ষতিপূরণ দাবির সুযোগে আছে। কিন্তু রাশিয়া থেকে ক্ষতিপূরণ নিতে উত্তরাধিকার নিশ্চিত করা, উত্তরাধিকারের রাশিয়ায় গিয়ে অন্তত ছয় মাস থাকাসহ বেশ জটিল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। আর মরদেহ উদ্ধার করা যায় না। রাশিয়ার সঙ্গে কূটনৈতিক চ্যানেলে নিয়মিত আলোচনা চলছে।

রাশিয়ায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মো. নজরুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, ৯০ শতাংশের বেশি কর্মী নিজে থেকেই যুদ্ধে যান। সবশেষ ৩০ জনের বিষয়েও রাশিয়ার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তাঁরা স্বেচ্ছায় যুদ্ধে গিয়েছেন। এর লিখিত প্রমাণ আছে রাশিয়ার কাছে। আর রাশিয়ার কর্তৃপক্ষ মরদেহ হস্তান্তর করছে না, তাই দেশেও পাঠানো যাচ্ছে না।

মৃত্যুর প্রমাণ না থাকায় ক্ষতিপূরণ নেই

ব্যাককভিত্তিক ফোর্টিফাই রাইটস এবং ইউক্রেনভিত্তিক ট্রুথ হাউন্ডস নামে দুটি সংগঠন গত মার্চে জানায়, রাশিয়ার হয়ে ইউক্রেন যুদ্ধে অংশ নেওয়া শতাধিক বাংলাদেশি তরুণের মধ্যে সে সময় পর্যন্ত ৩৪ জন নিহত হয়েছেন। আর ১৪ অক্টোবর সংবাদ সম্মেলন করে স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন (এসআরবি) জানায়, ৩০ জন বাংলাদেশিকে ২১ দিনের প্রশিক্ষণ শেষে জুনে যুদ্ধে পাঠানো হয়। তাঁদের অন্তত ২০ জনের মৃত্যুর তথ্য পেয়েছে এসআরবি।

আহত হয়ে দেশে ফেরত আসা দুজন এবং আরও ছয়জনের পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছে প্রথম আলো। তাঁরা বলছেন, জুনে যুদ্ধে পাঠানোর আগেই পরিবারের কাছে আকুতি জানিয়েছেন কর্মীরা। পরিবারের পক্ষ থেকে এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা দায়িত্ব নেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। এরপর জুনের প্রথম সপ্তাহ থেকেই তাঁরা নিখোঁজ হতে থাকেন। মারা যাওয়ার খবর পেলেও কোনো প্রমাণ পায়নি। যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত বিদেশিদের মরদেহ উদ্ধার করা হয় না, মাঠেই ফেলে রাখে।

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড বলছে, প্রবাসে কোনো কর্মী মারা গেলে তাঁর মরদেহ দেশে আনার দায়িত্ব নেয় কল্যাণ বোর্ড। মৃত্যুর পর কর্মীর পরিবার থেকে আবেদন করতে হয়। কর্মী যদি দেশ থেকে বিএমইটি ছাড়পত্র নিয়ে বিদেশে গিয়ে থাকেন বা বিদেশে যাওয়ার পর দূতাবাস থেকে মেম্বারশিপ নিবন্ধন নেন; তাহলে তাঁর মরদেহ আনার খরচ বহন করে কল্যাণ বোর্ড। এর কোনোটি না থাকলেও বোর্ডে আবেদন করতে পারে পরিবার। সে ক্ষেত্রে বোর্ড থেকে প্রস্তাব পাঠানো হয় প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে। মন্ত্রণালয় থেকে মরদেহ দেশে আনতে খরচ দেওয়া হয়, এটি প্রতিবছর বাজেটে বরাদ্দ থাকে।

দেশে আসা প্রতিটি মৃতদেহ দাফনে ৩৫ হাজার টাকা নগদ সহায়তা দেয় কল্যাণ বোর্ড। এরপর ৩ লাখ টাকা করে আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়। এর বাইরে এখন জীবনবিমার সুবিধা পায় কর্মীর পরিবার। আর বিদেশে কোনো ক্ষতিপূরণ দাবি থাকলে তা দূতাবাসের মাধ্যমে আদায় করে দেওয়া হয়। মৃত কর্মীর বকেয়া থাকলে তা-ও আদায়ের উদ্যোগ নেয় দূতাবাস। কিন্তু রাশিয়া থেকে মরদেহ আনার কোনো আবেদন এখন পর্যন্ত কল্যাণ বোর্ডে আসেনি। মৃত্যুর প্রমাণ না থাকায় কেউ আবেদন করতে পারছেন না। ফলে কেউ কোনো ক্ষতিপূরণও পাচ্ছেন না।

দেশে ফেরার আকুতি

এসআরবি, গোয়েন্দা বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, যাঁরা বাংলাদেশ থেকে গিয়েছেন, আসলে তাঁরা কেউ যুদ্ধের জন্য যোগ্য নন। যুদ্ধের জন্য শারীরিক সামর্থ্য, প্রশিক্ষণ বা কৌশল—কোনোটাই তাঁদের নেই। মূলত যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের অবস্থান শনাক্ত করতে তাঁদের সামনে পাঠিয়ে একধরনের টোপ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। যখন প্রতিপক্ষ তাঁদের ওপর ড্রোন হামলা করে, তখন শত্রুপক্ষের অবস্থান শনাক্ত করে রাশিয়ার সেনারা। প্রাথমিক অনুসন্ধানে এটি এসআরবিও নিশ্চিত হয়েছে। জীবন বাঁচাতে সুযোগ পেলে কেউ কেউ পালিয়ে দেশে ফিরে আসেন।

এসআরবি জানিয়েছে, চলতি বছরের ৭ মে জাবালে নূর, আরএস ইন্টারন্যাশনাল ও টিএস গ্রুপ নামের তিন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ওই ৩০ জন বাংলাদেশি রাশিয়ায় যান। নির্মাণ প্রতিষ্ঠানে কাজের কথা বলে তাঁদের প্রত্যেকের কাছ থেকে গড়ে প্রায় ১০ লাখ টাকা করে নেওয়া হয়। সেখানে পৌঁছানোর পর প্রতিশ্রুত চাকরি না দিয়ে তাঁদের রাশিয়ার সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হয়। এ ঘটনায় মানব পাচার চক্রের অন্যতম হোতা জাবালে নূর ইন্টারন্যাশনালের প্রতিষ্ঠাতা মিজানুর রহমান ও আবু তাহের ওরফে লেন্টুকে ১৩ অক্টোবর গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

বাংলাদেশি ওই ৩০ জনের মধ্যে একজন হলেন মো. পলাশ শেখ। যুদ্ধে গিয়ে পলাশ প্রথম দফায় আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। সুস্থ হয়ে দ্বিতীয় দফায় যুদ্ধে গিয়ে হাত হারান। এখন মস্কোর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাঁর ফুফাতো ভাই আবু সালেহ ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, পলাশ শেখ চাকরির প্রলোভনে প্রতারিত হয়েছেন, ২২ দিন ধরে হাসপাতালে ভর্তি। তাঁকে দেশে ফিরিয়ে আনতে দূতাবাস ও মন্ত্রণালয়ে বলেও কোনো সহায়তা পাওয়া যাচ্ছে না। সেনা পাহারা থাকায় হাসপাতাল থেকে পালাতেও পারছেন না। ১০ লাখ টাকা খরচ করে পাঠালেও কোনো টাকাপয়সাও পায়নি পরিবার।

নিখোঁজ স্বজনকে ফিরিয়ে আনতে গত জুলাইয়ে প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে পরিবারের পক্ষ থেকে আলাদা করে জমা দেওয়া ২৮টি চিঠি প্রথম আলোর হাতে এসেছে। এসব চিঠিতে বলা হয়, উন্নত জীবনের আশায় কর্মসংস্থানের জন্য দালালের মাধ্যমে রাশিয়া যান তাঁরা। খিলক্ষেতের জাবালে নূর ইন্টারন্যাশনাল ও আশুলিয়ার আর এস ইন্টারন্যাশনাল তাদের রাশিয়া পাঠায়। উচ্চ বেতনের প্রলোভনে তাঁদের নিয়ে রাশিয়ার সেনাবাহিনীর কাছে বিক্রি করে দেওয়া হয়। তাঁদের যুদ্ধে নেওয়ার প্রস্তুতি শেষ করা হয় এবং যেকোনো সময় যুদ্ধে যোগ দিতে বাধ্য করা হতে পারে। দ্রুত ও নিরাপদে দেশে ফিরিয়ে আনতে অনুরোধ করা হয় চিঠিতে। তাঁরা আর্থিক সহায়তারও আবেদন জানান সরকারের কাছে।

তবু থামছে না রাশিয়া-যাত্রা

গত ৭ মে ৩০ জনের দলে রাশিয়া যান ২১ বছর বয়সী ঝিনাইদহের রাজন হোসেন। উচ্চ বেতনের চাকরির লোভে দালালকে ১০ লাখ টাকা দিয়ে গেলেও পাননি চাকরি। চার দিন হোটেলে রাখার পর একটি কাগজে সই নিয়ে পাঠানো হয় সেনাক্যাম্পে। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, ২১ দিনের প্রশিক্ষণ শেষে আরও পাঁচ বাংলাদেশির সঙ্গে তাঁকেও পাঠানো হয় যুদ্ধের সম্মুখসারিতে। ড্রোন হামলায় মারা যান চারজন। তিনি আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন, সেখান থেকে পালিয়ে দেশে আসেন।

রাশিয়া বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ নতুন শ্রমবাজার হয়ে উঠেছে। মূলত ২০২২ সালে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর থেকেই দেশটিতে কর্মী পাঠানো বাড়তে শুরু করে। এ সুযোগে একটি চক্র বাংলাদেশি কর্মীদের রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের জন্য পাঠাচ্ছে। নিয়মিত কেউ কেউ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে আসছেন। কেউ কেউ সেখানেই মারা যাচ্ছেন। আবার কেউ কেউ দেশে ফেরার আকুতি জানিয়ে বার্তা পাঠাচ্ছেন। তবু কমছে না রাশিয়া-যাত্রা। যুদ্ধে গিয়ে ছয় মাস থাকতে পারলে রাশিয়ার নাগরিকত্বের সুযোগ, মাসে বেতন ৩ থেকে ৪ লাখ টাকা। এ কারণে অনেকে নিজ থেকেই যুদ্ধে যাচ্ছেন।

বিএমইটির তথ্য বলছে, ২০২৩ সালে রাশিয়া যেতে ছাড়পত্র নিয়েছেন মাত্র ৩৭ জন। পরের বছর এটি বেড়ে দাঁড়ায় ১ হাজার ৩৯৫ জনে। ২০২৫ সালে দেশটিতে যেতে ছাড়পত্র নিয়েছেন ৪ হাজার ৭২৫ জন। এক বছরেই রাশিয়া যাওয়া তিন গুণের বেশি বেড়েছে। এ বছরের ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত রাশিয়ায় যেতে ছাড়পত্র নিয়েছেন ৩ হাজার ১০৫ জন।

ব্র্যাক অভিবাসন কর্মসূচির প্রধান শরিফুল হাসান প্রথম আলোকে বলেন, মানব পাচারে অভিযুক্ত এজেন্সি সবচেয়ে বেশি কর্মী পাঠাচ্ছে রাশিয়ায়। কতজন গিয়ে কাজ পেয়েছেন, বাকিরা কোথায় আছেন, তার হিসাব কারও কাছে নেই। মৃতদেহও পায় না পরিবার, পায় না কোনো ক্ষতিপূরণ। কতজন মারা

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

গেছেন, সেটাও কেউ জানে না। হটলাইন চালু করে নিখোঁজ ব্যক্তিদের তালিকা তৈরির পরামর্শ দেন তিনি।

২৭% কর্মী পাঠিয়েছে একটি এজেন্সি

প্রথম আলোর অনুসন্ধান বলছে, গত চার বছরে এখন পর্যন্ত রাশিয়ায় কর্মী পাঠাতে ৯৩টি রিক্রুটিং এজেন্সির নামে ছাড়পত্র নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে এসআরবির অভিযুক্ত তিনটি এজেন্সির মধ্যে টিএস ওভারসিজ নামের একটি এজেন্সি ২৬৬ জনের নামে ছাড়পত্র নিয়েছে। বাকি দুটির নাম বিএমইটি ডেটাবেজে পাওয়া যায়নি। রাশিয়া পাঠাতে সবচেয়ে বেশি ছাড়পত্র নিয়েছে বন্যা বিজয় ওভারসিজ। এরা একাই পাঠিয়েছে ২৭ শতাংশ কর্মী, যা প্রায় আড়াই হাজার। এই এজেন্সির বিরুদ্ধে আলজেরিয়ায় কর্মী পাঠানোর নামে পাচারের অভিযোগ আছে। মানব পাচারের মামলাও আছে। রাশিয়ায় কর্মী পাঠানোর নামেও অভিযোগ আছে। সব মিলে শতাধিক কর্মীর ছাড়পত্র নিয়েছে মাত্র ১৭টি এজেন্সি।

৩০ কর্মী পাঠানোর সঙ্গে যুক্ত জাবালে নূর, টিএস ওভারসিজ ও আরএস ইন্টারন্যাশনালের লাইসেন্স বাতিল করেছে প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়। সবচেয়ে বেশি কর্মী পাঠানো বন্যা বিজয়ের সার্ভার বন্ধ (লক্‌ড) করে দেওয়া হয়েছে। তারা নতুন করে আর ছাড়পত্র নিতে পারছে না। এসব এজেন্সি বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময় থেকেই রিক্রুটিং এজেন্সির ব্যবসা করে আসছে।

বন্যা বিজয় ওভারসিজের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরুণ দেবনাথের সঙ্গে কথা বলতে ফোন করা হলেও তিনি ধরেননি। খুদে বার্তা পাঠিয়েও কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি।

বিএমইটির তথ্য বলছে, দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৭৭১ জন কর্মীর ছাড়পত্র নিয়েছে সরকারি এজেন্সি বোয়েসেল। এ কোম্পানির একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা প্রথম আলোকে বলেন, তাঁরা রাশিয়ার তিনটি কোম্পানিতে কর্মী পাঠাচ্ছিলেন। এর মধ্যে কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। এক কর্মী গিয়ে গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যান। একজন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। এরপর দুটি কোম্পানি কর্মী নেওয়া বন্ধ করে দেয়। আর একটি কোম্পানিতে এখনো যাচ্ছে, তাদের পুরোনো চাহিদাপত্র অনুসারে আরও ১৪ জনের রাশিয়া যাওয়া বাকি আছে। তবে এক বছর ধরে নতুন কোনো চাহিদাপত্র পায়নি বোয়েসেল।

রাশিয়ায় শ্রম অভিবাসন নিয়ে গত বছরের নভেম্বরে একটি গবেষণা করেছে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাক মাইগ্রেশন কর্মসূচি। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে মোট কতজন বাংলাদেশি জড়িয়েছেন, কতজন নিহত হয়েছেন কিংবা কতজন এখনো যুদ্ধক্ষেত্রে আটকে আছেন, তার হিসাব কারও কাছে নেই। প্রতারণার প্রক্রিয়া শুরু হয় বাংলাদেশ থেকেই। বৈধ ভিসা, চাকরির চুক্তি ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়েই দেশ ছেড়েছিলেন তাঁরা। ওখানে নেওয়ার পর যুদ্ধে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। রাশিয়ায় বাংলাদেশিদের পাচারের অভিযোগে অন্তত ছয়টি মামলা হয়েছে বলে জানিয়েছে সিআইডি সূত্র।

প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী প্রথম আলোকে বলেন, কর্মীদের এভাবে যেতে নিরুৎসাহিত করছে সরকার। নিশ্চিত চাকরির তথ্য যাচাই-বাছাই ও সত্যায়ন না করে কাউকে ছাড়পত্র দেওয়া হচ্ছে না। অনেকে বিভিন্ন দেশ হয়ে নানাভাবে যাচ্ছেন। সব দূতাবাসকে সতর্ক করা হয়েছে, প্রবাসী কমিউনিটির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে নজরদারি করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। যাঁরা মারা গেছেন বলে পরিবার খবর পেয়েছে; তাঁদের মরদেহ খুঁজে বের করা কঠিন কাজ। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কূটনৈতিক তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে।

দিশাহারা শোকাহত পরিবারগুলো

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রথম দিনেই ড্রোন হামলায় ৩০ জনের মধ্যে ১৭ জন মারা যান। পরে বিভিন্ন সময় আরও তিনজনের মৃত্যু হয়।

পরিবারের করুণ অবস্থা

৩০ বছর বয়সী পবিত্র চন্দ্রর ছয় ও আট বছরের দুটি মেয়ে আছে। মৃত্যুর খবর শোনার পর তাঁর স্ত্রী মানসিক সমস্যায় আক্রান্ত হয়েছেন। কখনো হাসেন, কখনো কাঁদেন। স্ত্রীর গয়না বেচে পাওয়া ১ লাখ ৩০ হাজার টাকা এবং একটি বেসরকারি সংস্থা ও স্থানীয় মহাজনদের কাছ থেকে সাড়ে ৯ লাখ টাকা ঋণ নিয়ে রাশিয়ায় গিয়েছিলেন পবিত্র।

পবিত্রর ভগ্নিপতি তপন চন্দ্র সূত্রধর প্রথম আলোকে বলেন, রাশিয়ায় পৌঁছানোর পরের কয়েক দিন তাঁর সঙ্গে পরিবারের যোগাযোগ ছিল। তখন বলেছিলেন, তিনিসহ কয়েকজনকে একটি হোটেলে রাখা হয়েছে, কাগজপত্র ঠিক হওয়ার পর কাজ দেওয়া হবে। বেশ কিছুদিন যোগাযোগ বন্ধ থাকার পর ২৯ মে তিনি ফোন করে পরিবারের সদস্যদের বলেন, 'আমাদের জোর করে যুদ্ধে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, ওখানে মৃত্যুর আশঙ্কা ৯৫ ভাগ।'

এরপর পবিত্র বাংলাদেশ দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁকেসহ অন্যদের দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করেছিলেন। পাশাপাশি নিজের ভুল-ত্রুটির জন্য বাড়ির সবার কাছে ক্ষমাও চেয়েছিলেন।

পরে পবিত্রর সঙ্গীদের মাধ্যমে পরিবার তাঁর মৃত্যুর খবর পায়। তবে দূতাবাস বা সরকারি কোনো মাধ্যমে পরিবার এখনো খবরটি নিশ্চিত হয়নি। ভগ্নিপতি তপন চন্দ্র বলেন, 'পরিবারটি এমন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে ভাত খেতে বসলে ঋণদাতারা টাকার জন্য পেছনে এসে দাঁড়িয়ে থাকেন। এখন অবশিষ্ট ৩ শতাংশ জমি বিক্রি করার চিন্তা করা হচ্ছে; কিন্তু তাতেও ঋণ শোধ হবে না। তবে পরিবারটির শেষ আশা—পবিত্র বেঁচেও থাকতে পারেন।'

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে অটোরিকশা চালাতেন রবিন মীর। গ্রামের জমি ও গবাদিপশু বিক্রির পাশাপাশি ঋণ করে কাজের উদ্দেশ্যে রাশিয়ায় গিয়েছিলেন তিনিও। তাঁর সঙ্গে যান নারায়ণগঞ্জের আরও তিনজন। তাঁদের মাধ্যমে রবিনের মৃত্যুর খবর পায় পরিবার।

রবিন মীরের ভাতিজা রাহাত চৌধুরী প্রথম আলোকে বলেন, রাশিয়ায় যাওয়ার পর প্রথম তিন-চার দিন চাচাকে ভালো খাবার দেওয়া হয়, ঘোরানোও হয়। এরপর পাঁচ-ছয় দিন কোনো খোঁজখবর পাওয়া যাচ্ছিল না। পরে ১৫ মে তিনি জানান, তাঁদের কাজে নেওয়া হচ্ছে। এরপর আবার যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। ১৭ মে একটি ভিডিওতে সেনা ক্যাম্পে চাচাকে দেখা যায়। ২৯ মে চাচা ফোন করে কান্নাকাটি করে বলেন, 'কাজের কথা বলে গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে নিয়ে আমাদের বিক্রি করে দিয়েছে।' এটাই তাঁর সঙ্গে চাচার শেষ কথা।

রাহাত চৌধুরী জানান, তাঁর চাচার স্ত্রী ও দুই সন্তান এখন করুণ অবস্থায় দিন পার করছে। দুই সন্তানের মধ্যে মেয়ের বয়স ৯ বছর আর ছেলের ৫ বছর। পাওনাদারেরা প্রতিনিয়ত ফোন করেন, নানা কথা শোনান। এক বেলা খেলে পরের বেলায় তাঁদের খাবার জোটে না।

পবিত্র ও রবিন ছাড়াও রাশিয়ায় যাওয়া ওই ৩০ বাংলাদেশির মধ্যে ৭ জনের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেছে প্রথম আলো। প্রায় সব কটি পরিবারই নিম্নবিত্ত।

পরিবারগুলোর কাছ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত অন্য ১৮ জন হলেন সোহেল, মো. মেহেদী হাসান, মো. আল মামুন, মো. আবদুল্লাহ আল মামুন, মো. নাজমুল আলম, মো. ওয়াসিম আকরাম, মো. আরিফ হোসেন, মো. সাঈদ মোল্লা, তারিকুল ইসলাম মিন্টু, সাব্বির হোসেন, মফিজ, মো. আরমান আলী, মো. নজরুল ইসলাম, মো. আমিনুর ইসলাম, কাজী রেজাউল করিম, মাইন উদ্দিন, রিপন হোসেন ও আরিফ হোসেন পাটোয়ারী।

প্রত্যাবর্তিত ৩০ বাংলাদেশির মধ্যে রাজন হোসেন ও আদনান হোসেন বাংলাদেশে ফিরে আসতে সক্ষম হয়েছেন; আর পলাশ শেখ ও আলী হাসান সোহেল আহত হয়ে রাশিয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

৬ জন এখনো যুদ্ধের মাঠে

গোপালগঞ্জের রনি শেখ, লালমনিরহাটের আল আমিন ইসলাম, গোপালগঞ্জের সৌরভ মোল্লা, মাদারীপুরের কামাল হোসেন, কিশোরগঞ্জের আবু হানিফ ও মাদারীপুরের হেলাল শেখ—এই ছয়জন এখনো রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধক্ষেত্রে বাধ্য হয়ে লড়ছেন। তাঁদের কেউ কেউ পরিবারের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখছেন।

সৌরভ মোল্লার সঙ্গে মেসেজিং অ্যাপ ইমোর মাধ্যমে নিয়মিত যোগাযোগ হচ্ছে তাঁর ছোট বোনের স্বামী তাসলিম সরদারের। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, সৌরভ এখন যুদ্ধের ফ্রন্টলাইন থেকে তিন-চার কিলোমিটার ভেতরের দিকে আছেন। তাঁকে দিয়ে বাংকারের জন্য মাটি খোঁড়ার কাজ করানো হচ্ছে। যেকোনো সময় অঘটন ঘটে যেতে পারে। তিনি দুইবার পালিয়ে আসার চেষ্টা করলেও সফল হননি।

তাসলিম সরদার ভুক্তভোগী পরিবারগুলোকে নিয়ে সম্প্রতি ঢাকায় মানববন্ধনও করেছেন। তিনি জানান, সৌরভের সঙ্গে বাংকারের মাটি খোঁড়ার কাজ করছেন কামাল। রনি শেখ ও আল আমিন ক্যাম্প থেকে হেঁটে যুদ্ধের ফ্রন্টলাইনে খাবার, পানি ও অস্ত্র সরবরাহের কাজ করছেন; আর হানিফ ও হেলালের নির্দিষ্ট কাজ নেই। তাঁদের দিয়ে কখনো বাংকারের মাটি খোঁড়া, আবার কখনো খাবার সরবরাহের কাজ করানো হচ্ছে।

সমকাল
২৫ অক্টোবর ২০২৬ । ৯ কার্তিক

কৃষককে ডেকে নিয়ে হত্যা ঢাবি শিক্ষার্থী গ্রেপ্তার

■ সমকাল ডেস্ক

বিভিন্ন স্থানে পাঁচজনকে হত্যার অভিযোগ

বিভিন্ন স্থানে পাঁচজনকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। এর মধ্যে সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় কৃষক, কুমিল্লার বরুড়ায় দর্জি, ফেনীর ছাগলনাইয়ায় অটোরিকশা চালক, লক্ষ্মীপুরের কমলনগরে বৃদ্ধকে হত্যা করা হয়েছে। এ ছাড়া চট্টগ্রামের হাটহাজারীর হালদা নদী থেকে অজ্ঞাতপরিচয় একজনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। প্রতিনিধি ও সংবাদদাতাদের পাঠানো খবর–

কৃষক হত্যায় ঢাবি শিক্ষার্থী গ্রেপ্তার

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় আকরাম হোসেন নামে এক যুবককে বাড়িতে ডেকে নিয়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। কোনাগাঁতী গ্রামের মারুফ বিন হাবিব তালুকদার নামে এক যুবক তাঁকে ডেকে এনে হত্যা করেছে বলে নিহতের পরিবার ও স্থানীয়দের অভিযোগ। পুলিশ রাতেই মারুফকে গ্রেপ্তার করেছে। গত শুক্রবার সন্ধ্যায় কোনাগাঁতী গ্রামে এই হত্যাকাণ্ড ঘটে। নিহত কৃষক আকরাম খোসালপুর গ্রামের আব্দুর রহিমের ছেলে। সন্ধ্যায় প্রতিবেশীরা মারুফের বাড়ির আঙিনায় আকরামের মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেন। পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে এবং অভিযুক্ত মারুফকে গ্রেপ্তার করে। মারুফ ওই গ্রামের নুর মোহাম্মদ তালুকদারের ছেলে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) দর্শন বিভাগের ছাত্র।

উল্লাপাড়া থানার ওসি মেহেদী হাসান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, শনিবার দুপুরে নিহত আকরামের বাবা আব্দুর রহিম থানায় মামলা করেছেন। মামলার প্রধান আসামি মারুফ বিন হাবিবকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

বৃদ্ধ দর্জিকে গলা কেটে হত্যা

কুমিল্লায় মোবারক হোসেন নামে এক বৃদ্ধকে গলা কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল শনিবার সকালে বরুড়া উপজেলার শাকপুর ইউনিয়নের চৌওরি পশ্চিমপাড়া এলাকার একটি বাঁশঝাড় থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে পুলিশ। তিনি পেশায় একজন দর্জি ছিলেন এবং একই গ্রামের বাসিন্দা।

জানা গেছে, শুক্রবার বিকেলে এক আত্মীয়ের বাড়িতে যাওয়ার কথা বলে মোবারক হোসেন বাড়ি থেকে বের হন। শনিবার সকালে বাড়ির অদূরে একটি বাঁশঝাড়ে তাঁর মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেন। স্থানীয় বাসিন্দা রবিউল ইসলাম বলেন, মোবারক হোসেন দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে বরুড়া বাজারে দর্জির কাজ করতেন। শনিবার ভোরে হয়তো দুর্বৃত্তরা তাঁকে গলা কেটে হত্যা করে মরদেহটি বাঁশঝাড়ের মধ্যে ফেলে যায়। বরুড়া থানার ওসি কাজী নাজমুল হক বলেন, ঘটনার তদন্ত চলছে।

অটোরিকশা চালককে কুপিয়ে হত্যা

ফেনীর ছাগলনাইয়া উপজেলার পাঠাননগর ইউনিয়নের বাংলাবাজার এলাকায় আব্দুল হক নামে এক অটোরিকশা চালককে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। গত শুক্রবার রাত ১০টার দিকে এই ঘটনা ঘটে। নিহত আব্দুল হক মহামায়া ইউনিয়নের মাটিয়াগোদা গ্রামের মৃত ওসমান হাওলাদারের ছেলে।

এলাকাবাসী জানিয়েছেন, শুক্রবার রাত ১০টার দিকে মহামায়া ইউনিয়নের চাঁদগাজী বাজার থেকে কয়েকজন দুর্বৃত্ত যাত্রী বেশে পাঠাননগর বাজারে যাওয়ার কথা বলে আব্দুল হকের অটোরিকশায় ওঠে। পরে বাংলাবাজার পৌঁছালে দুর্বৃত্তরা চালককে কুপিয়ে অটোরিকশা নিয়ে পালিয়ে যায়।

ছাগলনাইয়া থানার ওসি আবু তাহের বলেন, আহত আব্দুল হককে রাস্তার পাশে পড়ে থাকতে দেখে পথচারীরা থানায় ফোন দিলে পুলিশ গিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় আব্দুল হককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিলে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক।

ফেসবুক পোস্ট নিয়ে বৃদ্ধকে হত্যা

লক্ষ্মীপুরের কমলনগরে ভাগনের ফেসবুক পোস্টকে কেন্দ্র করে হামলায় বৃদ্ধ ফজলে আলী হাজারী নিহত হয়েছেন। গত শুক্রবার রাতে চরকাদিরা ইউনিয়নের বটতলী বাজারে এই ঘটনা ঘটে। নিহত ফজলে আলী চরকাদিরা ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ড বটতলী এলাকার বাসিন্দা।

জানা গেছে, প্রায় দুই বছর আগে ফজলে আলীর ভাগনে দেলোয়ার মাহমুদের সঙ্গে বটতলী এলাকার জামাল হোসেনের মেয়ে জেরিন আক্তারের বিয়ে হয়। পরে পারিবারিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিরোধের জেরে তাদের বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে। সম্প্রতি জেরিনের অন্যত্র বিয়ে হলে ফেনীতে কর্মরত দেলোয়ার তাঁর সাবেক স্ত্রীকে নিয়ে ফেসবুকে একটি আবেগময় পোস্ট দেন। ওই পোস্টকে কেন্দ্র করে জেরিনের আত্মীয়স্বজনের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হয়। এ নিয়ে শুক্রবার রাতে জেরিনের স্বজনরা বটতলী বাজারে ফজলে আলীর কাছে অভিযোগ করেন। ফজলে আলী ভাগনে বাড়িতে ফিরলে বিষয়টি সমাধানের কথা বলেন। তবে এর মধ্যেই তাঁর ওপর হামলা চালানো হয়।

ঘটনার পর থেকে পলাতক থাকায় মাহফুজ ও অন্যদের বক্তব্য পাওয়া যায়নি। কমলনগর থানার ওসি ফরিদুল আলম বলেন, মামলার প্রস্তুতি চলছে।

হালদা নদীতে অজ্ঞাতপরিচয় লাশ

চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার হালদা নদী থেকে অজ্ঞাতপরিচয় একজনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল শনিবার ধলই ইউনিয়নের পূর্ব ধলই সেকান্দর পাড়ার গোমস্তর বাড়ির সামনে হালদা থেকে ভাসমান লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ।

হাটহাজারী থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মোস্তাক আহমেদ চৌধুরী বলেন, ধলই ইউনিয়নের পূর্বদিকে হালদা নদীতে অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তির লাশ ভেসে থাকার খবর আসে থানায়। পরে পুলিশ গিয়ে লাশটি উদ্ধার করে মর্গে পাঠায়। পরিচয় এবং কীভাবে মৃত্যু হয়েছে তা জানার চেষ্টা চলছে।

যুগান্তর
শনিবার ২৪ অক্টোবর ২০২৬
৮ কার্তিক ১৪৩৩

দুর্গাপুরে পোশাক শ্রমিককে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ

দুজন কারাগারে

নেত্রকোনা প্রতিনিধি

দুর্গাপুরে পূজার ছুটিতে ঢাকা থেকে বাড়িতে আসা এক পোশাক শ্রমিককে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার দুই যুবককে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তাদের নেত্রকোনার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করা হলে বিচারক কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

কারাগারে যাওয়া দুই ব্যক্তি হলো, দুর্গাপুর পৌরসভার মধ্যবাজার এলাকার হাসিবুল হাসান ও হাফিজুল হাসান রাব্বি। মামলার অপর আসামি একই এলাকার আশিক মিয়া।

পুলিশ জানায়, ঘটনার পর স্থানীয়ভাবে সালিশের মাধ্যমে বিষয়টি মীমাংসার চেষ্টা চলছিল। বিষয়টি জানতে পেরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে অভিযুক্ত দুজনকে গ্রেফতার করে। পরে ভুক্তভোগী নারী থানায় এসে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগে মামলা করেন।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, ভুক্তভোগী নারী ঢাকায় একটি পোশাক কারখানায় কাজ করেন। তার স্বামী পেশায় রাজমিস্ত্রি। জীবিকার তাগিদে তারা ঢাকায় থাকেন। পূজার ছুটিতে ১৯ অক্টোবর ওই নারী দুর্গাপুরে নিজ বাড়িতে আসেন।

পূজা উপলক্ষ্যে তার খালাতো ভাইও দুর্গাপুরে আসেন। স্থানীয় পূজার আনুষ্ঠানিকতা শেষে ২১ অক্টোবর রাত ১০টার দিকে তিনি ওই নারীর বাড়িতে যান।

মামলার এজাহারে বলা হয়, রাত আনুমানিক সোয়া ১২টার দিকে প্রতিবেশী তিন যুবক ওই নারীর বাড়িতে এসে দরজায় কড়া নাড়ে। তিনি বাতি জ্বালিয়ে দরজা খুললে অভিযুক্তরা তাকে টেনেহিঁচড়ে পাশের রান্নাঘরে নিয়ে যান।

সেখানে হাসিবুল হাসান ও আশিক মিয়া তাকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ করা হয়। এ সময় অপর অভিযুক্ত হাফিজুল হাসান রাব্বি তাকে ধর্ষণের চেষ্টা করলে তিনি সুযোগ পেয়ে চিৎকার শুরু করেন। চিৎকার শুনে তার খালাতো ভাইসহ প্রতিবেশীরা এগিয়ে এলে অভিযুক্তরা পালিয়ে যান।

দুর্গাপুর থানার ওসি খন্দকার শাকের আহমেদ বলেন, 'ঘটনার পর স্থানীয়ভাবে সালিশের মাধ্যমে বিষয়টি মীমাংসার চেষ্টা চলছিল। খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে গিয়ে দুই আসামিকে গ্রেফতার করে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়।

সমকাল
বৃহস্পতিবার। ২৯ অক্টোবর ২০২৬।

লক্ষ্মীপুরে বাড়ি থেকে ডেকে ব্যবসায়ীকে গুলি করে হত্যা

যশোরে জমি নিয়ে বিরোধে যুবককে কুপিয়ে খুন

মৌলভীবাজারে তুচ্ছ বিষয়ে দর্জিকে পিটিয়ে হত্যা

চট্টগ্রামে কৃষকের মরদেহ উদ্ধার, পড়ে ছিল বিচ্ছিন্ন দুই হাত

■ সমকাল ডেস্ক

লক্ষ্মীপুরে সদর উপজেলায় বাড়ি থেকে ডেকে খোরশেদ আলম (৫০) নামে এক ব্যবসায়ীকে গুলি করে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল বুধবার দুপুরে পার্বতীনগর ইউনিয়নের দিলসাদপুর গ্রামের খানের বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। নিহতের পরিবারের অভিযোগ, মাটির ব্যবসাকে কেন্দ্র করে প্রতিপক্ষের লোকজন তাঁকে হত্যা করেছে। এদিকে যশোরে জমি নিয়ে বিরোধে যুবককে কুপিয়ে এবং মৌলভীবাজারে তুচ্ছ বিষয়ে দর্জিকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। চট্টগ্রামে এক কৃষকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

লক্ষ্মীপুরে সদর উপজেলায় নিহত খোরশেদ আলম দিলসাদপুর গ্রামের রুহুল আমিনের ছেলে। তিনি মাটির ব্যবসা করতেন। তাঁর বিরুদ্ধে হত্যা, অস্ত্র, মাদকসহ একাধিক মামলা রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। খোরশেদকে হত্যার ঘটনায় জড়িত সন্দেহে দুজনকে আটক করেছে পুলিশ। তারা হলেন– একই গ্রামের বাসিন্দা ইব্রাহিম ও মাসুদ রানা।

খোরশেদের স্ত্রী আকলিমা আক্তার ও মেয়ে প্রেমা আক্তার জানান, গতকাল দুপুরে মোরশেদ ও মজিদ নামের দুই ব্যক্তি খোরশেদকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যান। পরে গুলির শব্দ শুনে তারা ঘটনাস্থলে ছুটে যান। সেখানে গিয়ে জানতে পারেন, ওয়ালিদ নামে এক ব্যক্তি খোরশেদকে গুলি করেছেন। মাটির ব্যবসা নিয়ে ওয়ালিদ এর আগেও খোরশেদকে বিভিন্নভাবে হুমকি দিয়েছেন। তবে এ ঘটনায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

লক্ষ্মীপুর সদর হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার জহুরুল ইসলাম রনি বলেন, খোরশেদকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়। তাঁর শরীরে গুলির লাগার দুটি চিহ্ন দেখা গেছে।

সদর মডেল থানার ওসি ওয়াহিদ পারভেজ জানান, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। এ ঘটনায় তদন্ত চলছে। আটক দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

যুবককে কুপিয়ে হত্যা

যশোরের ঝিকরগাছায় জমি নিয়ে বিরোধের জেরে আশিকুর রহমান আশিক (২৮) নামে এক যুবককে কুপিয়ে ও পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। গত মঙ্গলবার রাতে উপজেলার সোনাকুড় গ্রামের দোয়ালীপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত আশিকুর রহমান সোনাকুড় গ্রামের আসিরুদ্দিনের ছেলে।

ঝিকরগাছা থানার ওসি গোলাম কিবরিয়া হাসান জানান, আশিকুর ও তাঁর চাচাতো ভাই ফজলুর রহমানের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে জমি নিয়ে বিরোধ চলছে। মঙ্গলবার রাত ১২টার দিকে ফজলুর রহমান তাঁর সহযোগী নজরুল, মনিরুজ্জামানসহ কয়েকজন আশিকুরকে ধারালো দা দিয়ে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে এবং শাবল দিয়ে পিটিয়ে জখম করে। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে যশোর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক। খবর পেয়ে রাতেই অভিযান চালিয়ে ফজলুর রহমানকে আটক করা হয়েছে। এ ঘটনায় মামলা করার প্রস্তুতি চলছে।

দর্জিকে পিটিয়ে খুন

মৌলভীবাজারের বড়লেখায় আলিফ উদ্দিন নামে এক দর্জিকে পিটিয়ে হত্যা করার অভিযোগ উঠেছে। মঙ্গলবার বিকেলে উপজেলার শাহবাজপুর বাজারের সায়পুর রেলক্রসিংয়ের পাশে এ ঘটনা ঘটে। আলিফ উপজেলার আতুয়া গ্রামের বাসিন্দা।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, আলিফের দোকানের পাশেই বিভিন্ন পণ্যের ব্যবসা করতেন সায়পুর গ্রামের ইমাম উদ্দিন। আলিফের কাছে তাঁর ৯০ টাকা পাওনা ছিল। মঙ্গলবার বিকেলে ইমাম টাকা চাইলে তিনি তা পরিশোধও করে দেন। কিন্তু দুপক্ষের মধ্যে বাগবিতণ্ডা শুরু হয়। এক পর্যায়ে ক্ষিপ্ত হয়ে রড দিয়ে আলিফের ওপর হামলা চালান ইমাম। রডের আঘাতে তিনি আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। পরে স্থানীয় লোকজন দ্রুত উদ্ধার করে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে গেলে আলিফকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক।

বড়লেখা থানার ওসি মনিরুজ্জামান খান জানান, হত্যায় জড়িত ব্যক্তিকে আটকে অভিযান চলছে।

রাঙ্গুনিয়ায় কৃষকের মরদেহ উদ্ধার

চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় নেজাম উদ্দিন (৫০) নামে এক কৃষকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল সকালে উপজেলার সরফভাটা ইউনিয়নের মীরেরখিল গ্রামের কালিছড়ি সেতু এলাকা থেকে মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। এ সময় তাঁর দুটি হাত বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পাশে পড়ে ছিল।

নেজাম উদ্দিন মীরেরখিল স্লুইসগেট এলাকার রফু মিয়ার ছেলে। কৃষিকাজের পাশাপাশি এলাকায় দিনমজুর হিসেবে কাজ করতেন তিনি।

স্থানীয় বাসিন্দা ও নিহতের পরিবারের সদস্যরা জানান, মীরেরখিল কালিছড়ি সেতু-সংলগ্ন মাতব্বর বাড়ির পাশে নেজামের ধানক্ষেত রয়েছে। বন্যহাতির আক্রমণ থেকে সেই ক্ষেত রক্ষায় পাহারা দেওয়ার উদ্দেশ্যে মঙ্গলবার বিকেলে বাড়ি থেকে বের হন তিনি। গতকাল সকালে তিনি বাড়ি না ফেরায় স্বজনরা খুঁজতে শুরু করেন। এক পর্যায়ে ধানক্ষেতের প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরে একটি পিচঢালা সড়কের মাঝখানে নেজামের রক্তাক্ত মরদেহ পান তারা। পাশে তাঁর বিচ্ছিন্ন দুটি হাত পড়ে ছিল।

নেজামের ছোট ভাই জসিম উদ্দিন বলেন, 'আমার ভাই একজন নিরীহ কৃষক ও দিনমজুর। তাঁকে কে, কেন, কী কারণে নৃশংসভাবে খুন করেছে, তা আমরা বুঝতে পারছি না।'

দক্ষিণ রাঙ্গুনিয়া থানার ওসি হিলাল উদ্দিন জানান, নেজামের দুই হাত কনুই পর্যন্ত কেটে ফেলায় দীর্ঘক্ষণ রক্তক্ষরণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তবে শরীরের অন্য কোথাও কোনো আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। (সংশ্লিষ্ট অফিস ও প্রতিনিধির পাঠানো তথ্য)

যুগান্তর | বৃহস্পতিবার ২৯ অক্টোবর ২০২৬
১৩ কার্তিক ১৪৩৩

আইফোনের লোভে বাল্যবন্ধুকে হত্যা

হবিগঞ্জ ও নবীগঞ্জ প্রতিনিধি

নিখোঁজের ৬ দিন পর হবিগঞ্জের লাখাইয়ে এক যুবকের গলিত গলাকাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার রাত ৮টার দিকে উপজেলার ফুলবাড়িয়া গ্রামের শাহ আলমের বাড়ির সামনের রাস্তার পাশের ডোবা থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। নিহত তারেক মিয়া (২২) নবীগঞ্জ উপজেলার চৌশতপুর গ্রামের মারফত উল্লাহর ছেলে। নিখোঁজ তারেকের খোঁজ করতে গিয়ে বেরিয়ে এসেছে হত্যাকাণ্ডের ঘটনা। টাকা জমিয়ে শখ করে একটি আইফোন কিনেছিলেন নির্মাণশ্রমিক তারেক। সেই ফোনের প্রতি লোভ হয় তাঁর বন্ধু ও সহকর্মী সাহেল মিয়ার। পরে বন্ধুকে হত্যা করে ছিনিয়ে নেওয়া আইফোন বিক্রি করে কেনেন জামা ও একটি বাটনফোন। এ ঘটনায় অভিযুক্ত সাহেল মিয়াকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুলিশের কাছে তিনি জানিয়েছেন, মোবাইল ফোনের জন্য তিনি তার বাল্যবন্ধুকে হত্যা করেছেন। তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে লাখাই ও নবীগঞ্জ থানার পুলিশ যৌথ অভিযান চালিয়ে তারেকের লাশটি উদ্ধার করে। পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, ২১ অক্টোবর নির্মাণ শ্রমিকের কাজের উদ্দেশে তারেক ও সাহেল লাখাই উপজেলার ফুলবাড়িয়া গ্রামে সুরের রহমানের বাড়িতে যান। সেখানে কাজ করার সময় তারেকের ব্যবহৃত আইফোনের প্রতি সাহেলের লোভ জন্মায়। ২২ অক্টোবর রাতে তারে কৌশলে ডেকে নিয়ে গলা কেটে হত্যা করে ফোনটি ছিনিয়ে নেওয়া হয়। পরে লাশ গোপন করার উদ্দেশ্যে পাশের একটি ডোবায় ফেলে রাখা হয়। এদিকে তারেক বাড়িতে ফিরে না আসায় এবং তার সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় পরিবারের পক্ষ থেকে নবীগঞ্জ থানায় জিডি করা হয়। ওই জিডির সূত্র ধরে প্রযুক্তি ও মোবাইল ফোনের তথ্য বিশ্লেষণ করে অভিযান চালিয়ে পুলিশ অভিযুক্ত সাহেলকে গ্রেফতার করে। এরপর সাহেলের দেওয়া তথ্যে মঙ্গলবার রাতে তারেকের গলিত লাশ ডোবা থেকে উদ্ধার করা হয়। লাখাই থানার ওসি শরীফ আহমেদ বলেন, ময়নাতদন্ত শেষে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

শুক্রবার ৩০ অক্টোবর ২০২৬ | ১৪ কার্তিক ১৪৩৩ | যুগান্তর

পাবনায় গুলিতে ২ নেতা খুন

যুগান্তর ডেস্ক

দেশের চার জেলায় পৃথক ঘটনায় সাতজন নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে পাবনায় পুষ্পপাড়া হাটের আধিপত্য নিয়ে বিরোধের জেরে নিষিদ্ধ শ্রমিক লীগের নেতা ও হাটের ইজারাদার আব্দুস সালাম এবং শ্রমিক দল নেতা রিপন হোসেনকে গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। মুন্সীগঞ্জের সিরাজদিখানে চার বছরের শিশু তোয়াবাকে হত্যা করে লাশ ফেলে রাখা হয়। একই ঘটনায় কুপিয়ে গুরুতর জখম করা হয় তার বাবা গোলাপ হোসেনকে। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনিও মারা যান। রাজশাহীর পবায় বাড়ির ছাদে কৃষককে ছুরি মেরে ও ঝালকাঠির রাজাপুরে এক যুবককে ভাড়া বাসা থেকে তুলে নিয়ে হত্যা করা হয়েছে। চট্টগ্রামে গুলিতে আহত এক যুবক চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন।

পাবনায় শ্রমিক লীগ ও শ্রমিক দল নেতা খুন : পাবনার পুষ্পপাড়া হাটের আধিপত্য নিয়ে বিরোধের জেরে আব্দুস সালাম ও রিপন হোসেনকে গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে হাটের ইজারাদার সালামের নিজ অফিসে এ ঘটনা ঘটে। নিহত সালাম সদর উপজেলা শ্রমিক লীগের আহ্বায়ক। রিপন শ্রমিক দলের আতাইকুলা ইউনিয়ন সভাপতি। তারা সম্পর্কে মামা-ভাগনে। রিপন হাটের ইজারাসংক্রান্ত কাজে সালামকে সহযোগিতা করতেন। পুলিশ জানায়, সন্ধ্যায় তারা দুজন অফিসে বসে কাজ করছিলেন। এ সময় মুখোশ পরা ৫ থেকে ৭ জন সশস্ত্র দুর্বৃত্ত সেখানে ঢুকে সালামকে লক্ষ্য করে এলোপাতাড়ি কয়েক রাউন্ড গুলি ছোড়ে। রিপন বাধা দিতে গেলে তাকেও গুলি করা হয়। দুজন মেঝেতে লুটিয়ে পড়লে তাদের মৃত ভেবে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়। পরে স্থানীয়রা তাদের পাবনা জেনারেল হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

পুলিশ সুপার আবু আশরাফ বলেন, হাটের আধিপত্য নিয়ে বিরোধের জেরে হত্যাকাণ্ড ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। জড়িতদের শনাক্তে তদন্ত চলছে। স্থানীয় সূত্র জানায়, পুষ্পপাড়া হাট উত্তরবঙ্গের অন্যতম

পাবনায় গুলিতে ২ নেতা খুন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বড় গরুর হাট। হাটটি ঘিরে অপরাধী চক্র ও চরমপন্থিদের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে বলে স্থানীয়দের দাবি। সালাম ২০ বছর ধরে হাটটির ইজারাদার ছিলেন। এ নিয়ে প্রতিপক্ষের সঙ্গে তার বিরোধ ছিল বলে পুলিশ সুপার জানান। সালামের বড় ভাই কাইলে কালাম পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টির (লাল পতাকা) আঞ্চলিক নেতা। সালাম গত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতের প্রার্থীর পক্ষে কাজ করেন।

সিরাজদিখানে বাবা-মেয়েকে হত্যা : মুন্সীগঞ্জের সিরাজদিখানে চার বছরের শিশু তোয়াবাকে হত্যা করে লাশ পরিত্যক্ত জমিতে ফেলে রাখার অভিযোগ উঠেছে। একই ঘটনায় তার বাবা গোলাপ হোসেনকে কুপিয়ে গুরুতর জখম করা হয়। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। বুধবার বিকাল ৫টার দিকে উপজেলার লতব্দী ইউনিয়নের রামকৃষ্ণদী গ্রামের মোল্লা ইটভাটার কাছে এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ জানায়, গোলাপ মেয়েকে নিয়ে তার বাবা জয়নাল মিয়ার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। জয়নাল ওই এলাকার একটি ইটভাটায় কাজ করেন। সেখান থেকে ফেরার পথে বাবা-মেয়ে হামলার শিকার হন। বৃহস্পতিবার সকাল ৯টার দিকে পুলিশ শিশুটির লাশ উদ্ধার করে। আহত গোলাপকে প্রথমে কেরানীগঞ্জের একটি হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে দুপুর ১২টার দিকে তার মৃত্যু হয়।

পবায় বাড়ির ছাদে কৃষককে ছুরি মেরে হত্যা : রাজশাহীর পবা উপজেলায় নিজ বাড়ির ছাদ থেকে আবুল কালাম আজাদ নামে এক কৃষকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বুধবার রাতে উপজেলার মধুসূদনপুর মধ্যপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত আজাদ এলাকার মৃত ওমর আলীর ছেলে।

রাজাপুরে যুবককে তুলে নিয়ে হত্যা : ঝালকাঠির রাজাপুরে নুরে আলম কাগজী নামে এক যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তাকে কুপিয়ে ও পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে পুলিশ। বুধবার রাতে শুক্তাগড় ইউনিয়নের দক্ষিণ কাঠিপাড়ার কতবেলতলা থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়।

ময়না আক্তার নামের এক নারীর অভিযোগ, রাত ৩টার দিকে মুখোশধারী ৭ থেকে ৮ জন চাপাতি দেখিয়ে ভাড়া বাসা থেকে নুরে আলমকে তুলে নিয়ে যায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নারিকেলবাড়িয়া এলাকায় অটোরিকশাচালক জাকিরের সঙ্গে ভাড়া বাসায় থাকতেন ময়না। নুরে আলমের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল বলে স্থানীয়ভাবে জানা যায়।

চট্টগ্রামে গুলিবিদ্ধ যুবকের মৃত্যু, গ্রেফতার ১ : চট্টগ্রামে দুর্বৃত্তদের গুলিতে গুরুতর আহত আবু ইউসুফ ওরফে জীবন চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। বৃহস্পতিবার বেলা ১১টা ৫৫ মিনিটে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালের আইসিইউতে তার মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় সাহেদ নামে একজনকে গ্রেফতার করেছে বায়েজিদ বোস্তামী থানা পুলিশ।

প্রতিবেদন তৈরিতে তথ্য দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট ব্যুরো ও প্রতিনিধিরা]

যুগান্তর | রোববার ২৫ অক্টোবর ২০২৬ | ৯ কার্তিক ১৪৩৩

চালককে হত্যার পর রিকশা ছিনতাই

ছাগলনাইয়ায় কিস্তিতে কেনা অটো হারিয়ে নিঃস্ব পরিবার

ফেনী প্রতিনিধি

ছাগলনাইয়ায় আবদুল হক (৪৫) নামে এক চালককে রক্তাক্ত অবস্থায় ফেলে শুক্রবার সন্ধ্যায় তার অটোরিকশা ছিনতাইয়ের অভিযোগ উঠেছে। যাত্রীবেশে আসা দুর্বৃত্তরা তাকে মাথায় আঘাত করে অটোরিকশাটি নিয়ে গেছে বলে পরিবারের অভিযোগ। গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নেওয়ার পর শনিবার ভোরে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যান তিনি। নিহত আবদুল হক উপজেলার মহামায়া ইউনিয়নের মাটিয়াগোদা গ্রামের ওসমান হাওলাদারের ছেলে। পরিবারের সদস্যরা জানান, প্রায় এক মাস আগে কিস্তিতে দেড় লাখ টাকা দিয়ে একটি ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা কিনেছিলেন আবদুল হক। অসুস্থ শরীর নিয়েও সেটি চালিয়ে দুই ছেলে ও এক মেয়েসহ পরিবারের ভরণপোষণ চালাতেন তিনি। নিহতের ছেলে শিফাত হোসেন বলেন, শুক্রবার সন্ধ্যায় চাঁদপাজী বাজার থেকে যাত্রীবেশে কয়েকজন দুর্বৃত্ত তার বাবার অটোরিকশা ভাড়া করে বাংলা বাজার এলাকায় নিয়ে যায়। সেখানে মাথায় আঘাত করে তাকে রাস্তায় ফেলে রেখে অটোরিকশাটি নিয়ে পালিয়ে যায় তারা। ফেসবুকে বাবার ছবি দেখে রাতে ফেনী সদর হাসপাতালে যায়। অবস্থার অবনতি হলে তাকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ভোরে তার মৃত্যু হয়। বাবা আগে মসজিদের মুয়াজ্জিন ছিলেন। মাত্র এক মাস আগে কিস্তিতে অটো কিনেছিলেন। সেই অটো চালিয়েই সংসার চলত। এখন আমরা একেবারে অসহায়। আমি বাবার হত্যার সুষ্ঠু বিচার চাই। ওসি এ ঘটনায় জড়িতদের শনাক্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

প্রথম আলো | শনিবার, ৩১ অক্টোবর ২০২৬,

মেঘনায় গুলিবিদ্ধ জেলের মৃত্যুতে মামলা হয়নি

নিজস্ব প্রতিবেদক, *বরিশাল*

বরিশালের হিজলায় মেঘনা নদীতে গুলিবিদ্ধ হয়ে জেলে আক্তার হোসেন হাওলাদারের (৪০) মৃত্যুর ঘটনায় ৩৫ ঘণ্টায়ও কোনো মামলা হয়নি। এ ঘটনায় থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছে পুলিশ।

নিহত আক্তার হাওলাদার হিজলা উপজেলার মেমানিয়া ইউনিয়নের চর মেমানিয়া গ্রামের সুলতান হাওলাদারের ছেলে। গতকাল শুক্রবার বিকেলে ময়নাতদন্ত শেষে পরিবারের কাছে মরদেহ হস্তান্তর করা হয়েছে। রাতে তাঁকে দাফন করা হয়।

হিজলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোলাইমান হোসেন গতকাল রাত আটটায় প্রথম আলোকে বলেন, এ ঘটনায় নিহত ব্যক্তির পরিবারের পক্ষ থেকে এখনো থানায় কোনো মামলা বা অভিযোগ করা হয়নি। গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুর কারণে পুলিশ জিডি করেছে। গুলির ঘটনা কীভাবে ঘটেছে, তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। বিষয়টি বিভিন্নভাবে তদন্ত করা হচ্ছে।

গত বৃহস্পতিবার ভোর চারটার দিকে মেমানিয়া ইউনিয়নের ওরাকুল ঘাট-সংলগ্ন মেঘনায় মাছ ধরার সময় আক্তার গুলিবিদ্ধ হন। প্রথমে তাঁকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। পরে বরিশালে নেওয়ার পথে ওই দিন সকাল নয়টার দিকে তাঁর মৃত্যু হয়।

নৌ পুলিশের গুলিতে আক্তার হাওলাদার নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন তাঁর জামাতা আবুল বাশার। তিনি বলেন, তাঁর শ্বশুরের মরদেহে মুখ ও বুকে ছররা গুলির আঘাত ছিল। ওই নৌকায় থাকা জেলে আবদুল ব্যাপারী বলেন, ঘটনার সময় গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছিল। তাঁরা নদীর কিনারের দিকে যাওয়ার জন্য নৌকা ছাড়েন। এ সময় নৌ পুলিশ তাঁদের নৌকা লক্ষ্য করে এলোপাতাড়ি গুলি ছুড়লে আক্তার লুটিয়ে পড়েন।

বরিশাল নৌ পুলিশের পুলিশ সুপার নাজমুল হক বলেন, বরিশাল নৌ পুলিশ ওই এলাকায় কোনো অভিযান চালায়নি। চাঁদপুর নৌ পুলিশের পুলিশ সুপার সৈয়দ মুশফিকুর রহমানও দাবি করেন, তাঁদেরও সেখানে কোনো অভিযান ছিল না।

হিজলা উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কে এম মাহফুজুর রহমান বলেন, ওই রাতে তাঁদের কোনো অভিযানকারী দল মেঘনা নদীতে যায়নি। তাঁদের স্পিডবোট বিকল ছিল।

প্রসঙ্গত, দেশে ইলিশের প্রজনন নির্বিঘ্ন করতে ৮ অক্টোবর থেকে নদ-নদী ও সাগরে ২২ দিনের মাছ ধরার ওপর নিষেধাজ্ঞা ছিল, যা বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে শেষ হয়েছে।

যুগান্তর | শনিবার ৩১ অক্টোবর ২০২৬ | ১৫ কার্তিক ১৪৩৩

গোয়ালন্দে খাবার না পেয়ে বাবুর্চিকে পিটিয়ে হত্যা

গোয়ালন্দ (রাজবাড়ী) প্রতিনিধি

রাজবাড়ীর গোয়ালন্দে খাবার চেয়ে না পেয়ে কাঠের চেলা দিয়ে পিটিয়ে এক বাবুর্চিকে হত্যা করেছে মানসিক ভারসাম্যহীন অজ্ঞাত এক ব্যক্তি। হামলায় গুরুতর আহত হয়েছেন বাবুর্চির এক সহকারী নারী। এ ঘটনায় ওই অজ্ঞাত ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। শুক্রবার দৌলতদিয়া আঞ্জুমান-ই-কাদেরিয়া মাদ্রাসাতু সাবি-ইল-হাসান দাখিল মাদ্রাসার রান্নাঘরে ঘটনাটি ঘটে।

নিহত বাবুর্চি ফজের আলী সরদার রাজবাড়ী সদর উপজেলার মল্লিকপাড়া গ্রামের মৃত আহমদ আলী সরদারের ছেলে। আহত নারী সহকারী সোনা বান বিবি গোয়ালন্দ উপজেলার বাহির সিদ্দিক কাজীপাড়ার মৃত সাইমুদ্দিন শেখের স্ত্রী।

জানা গেছে, বাবুর্চি ফজের আলী শুক্রবার দুপুরে রান্না শেষে হোস্টেলের ছাত্রদের খাবার পরিবেশন করছিলেন। বেলা সোয়া ২টার দিকে অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তি বাবুর্চির কাছে গিয়ে খাবার চান। বাবুর্চি তাকে অপেক্ষা করতে বলেন।

খাবার না পেয়ে পাশেই রান্না করার কাঠের চেলা নিয়ে ওই ব্যক্তি বাবুর্চির মাথা ও ঘাড়ে বেশ কয়েকটি আঘাত করে। এতে ঘটনাস্থলেই বাবুর্চি মারা যান। তাকে বাঁচাতে নারী সহকর্মী সোনা বান বিবি এগিয়ে গেলে তাকেও মারধর করে ওই ব্যক্তি। তাদের চিৎকারে মসজিদের মুসল্লিরাসহ আশপাশের লোকজন এগিয়ে এসে অজ্ঞাত ওই ব্যক্তিকে আটক করে। রক্তাক্ত জখম দুজনকে গোয়ালন্দ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়।

যুগান্তর | শনিবার ২৪ অক্টোবর ২০২৬

ভাটারায় সিকিউরিটি গার্ডের লাশ উদ্ধার

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর ভাটারা এলাকায় মো. আলমগীর হোসেন (৫২) নামের এক সিকিউরিটি গার্ডের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আলমগীর একটি নির্মাণাধীন ভবনে নিরাপত্তা প্রহরীর কাজ করতেন। পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, এটি হত্যাকাণ্ড। ভাটারা থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) আব্দুল ওয়াদুদ জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে টিনের ঘরের ভেতর চৌকির ওপর থেকে লাশ উদ্ধার করা হয়। ময়নাতদন্তের জন্য শুক্রবার ভোরে লাশ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে এবং বিস্তারিত তদন্তের পরই মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা সম্ভব হবে। এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে। পুলিশ জানায়, প্রাথমিক আলামত দেখে ধারণা করা হচ্ছে, ঘাতকরা তাকে শারীরিক আঘাত ও শ্বাসরোধ করে হত্যা করে থাকতে পারে। নিহতের ঠোঁটের বাম পাশে রক্তাক্ত কাটা দাগ, গলায় আঙুলের চাপের চিহ্ন এবং ডান পায়ের হাঁটুর নিচে আঘাতের ক্ষত পাওয়া গেছে। জানা যায়, বৃহস্পতিবার রাত পৌনে ৮টার দিকে বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার এম ব্লকের ৮/এ নম্বর রোডে একটি টিনের ছাপড়া ঘর থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। আলমগীর নাটোরের বাগাতিপাড়া থানার সাইলকোনা গ্রামের কলিম উদ্দিন প্রামাণিকের ছেলে। তিনি নির্মাণাধীন ভবন-সংলগ্ন ছাপড়া ঘরে থাকতেন।

যুগান্তর | বৃহস্পতিবার ২৯ অক্টোবর ২০২৬ | ১৩ কার্তিক ১৪৩৩

শেরপুরে চালককে হত্যার পর নদীতে নিক্ষেপ

শেরপুর (বগুড়া) প্রতিনিধি

শেরপুরে নিখোঁজের ৪ দিন পর করতোয়া নদী থেকে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় অটোরিকশাচালক আশাদুল ইসলামের (২৫) অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহত আশাদুল গাড়িদহ ইউনিয়নের কাফুরা গ্রামের আয়েজ উদ্দিনের ছেলে। শনিবার অটোরিকশা নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে তিনি নিখোঁজ হন।

থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) একরামুল হোসাইন জানান, লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, কয়েকদিন আগে তাকে হত্যা করে লাশ নদীতে ফেলে রাখা হয়েছে।

গোয়ালন্দে খাবার না পেয়ে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

চিকিৎসক বাবুর্চিকে মৃত ঘোষণা করেন এবং গুরুতর আহত সোনা বান বিবিকে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। গোয়ালন্দ ঘাট থানা পুলিশ অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিকে আটক করে চিকিৎসার জন্য গোয়ালন্দ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়।

আঞ্জুমান কাদরিয়ার সভাপতি মোক্তার হোসেন বেপারী বলেন, জুমার নামাজ শেষে আমরা কয়েকজন মুসল্লি মসজিদের বারান্দায় বসে কথা বলছিলাম। চিৎকার শুনে গিয়ে দেখি বাবুর্চির রক্তাক্ত দেহ রান্নাঘরের মেঝেতে পড়ে আছে। পাশেই সহকারী সোনা বান বিবির রক্তাক্ত দেহও পড়ে আছে। ঘাতক অজ্ঞাত ব্যক্তিকে মানসিক প্রতিবন্ধী (পাগল) হিসাবেই আমরা জানি।

গোয়ালন্দ ঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সফিকুল ইসলাম বলেন, উত্তেজিত জনতার হাত থেকে মানসিক প্রতিবন্ধী অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিকে উদ্ধার করে গোয়ালন্দ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পুলিশের তত্ত্বাবধানে রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। এ ঘটনায় থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।

NEWAGE
THURSDAY, OCTOBER 1, 2026, ASHWIN 16, 1

Mirpur hawker eviction leads to clashes

3 cops injured, 3 DNCC trucks torched

Staff Correspondent
Dhaka

AN EVICTION drive against footpath occupants and illegal hawkers in Mirpur-10, Dhaka, turned violent on Wednesday, with clashes leaving at least three police personnel injured and three Dhaka North City Corporation garbage trucks torched.

Several journalists were also attacked while covering the incident.

The DNCC mobile court, accompanied by police, began the eviction drive in the morning, removing shops and other structures occupying footpaths around the Mirpur-10 roundabout.

At one stage, hawkers and street vendors reportedly attacked the DNCC team, vandalised a police vehicle and an excavator, and set three garbage trucks on fire.

Police fired tear-gas shells as the traders reportedly threw bricks and stones at them, witnesses said.

DNCC administrator Safiqul Islam Khan Milton visited the spot at around 1:30pm and alleged that activists of Awami League, activities of which are now banned, had carried out the attack on law enforcers to create tension in the area.

He said cases would be filed against those involved in obstructing the eviction drive and vandalising and torching vehicles, and attacking journalists and police personnel.

Milton said the DNCC had provided 204 registration cards to hawkers to operate legally on a temporary basis elsewhere, but they later failed to keep their commitment.

'Footpaths cannot be occupied illegally. The eviction drive will continue,' Milton said.

The drive resumed around 2:30pm, with a DNCC wheel loader demolishing illegal structures. Police, Special Response Battalion and Ansar members were deployed, while illegal electricity connections were disconnected.



A truck is set ablaze in the Mirpur 10 area in Dhaka on Wednesday, following a clash between the hawkers and police. — Focus Bangla photo

DNCC executive magistrate Marufa Begum Neli, who led the drive, said that the operation against illegal occupation of footpaths would continue.

'The attack was carried out by creating a mob, and several people were injured. The city administration will continue the eviction drive every day,' she said.

Amid the clashes, a fire also broke out at a market next to the Baitul Quddus Jame Mosque during the drive. The Fire Service and Civil Defence said the fire likely originated from an electrical short circuit.

At least six to eight clothing warehouses and several shops were damaged in the fire. Jisan Fashion owner Yasin Arafat told New Age that goods worth several lakh taka were destroyed.

Meanwhile, home minister Salahuddin Ahmed said he had ordered an investigation as a lack of coordination among the authorities involved might have contributed to escalating tension and clashes in the drive area.

'The magistrate responsible and the officials from the city corporation or Rajuk did not properly communicate with the police. I think there was a lack of coordination,' he said.

Bangladesh Jamaat-e-Islami amir and the opposition leader in parliament Shafiqur Rahman called for a coordinated solution to the hawker problem, saying they should be provided suitable places to conduct their businesses while keeping roads and footpaths clear.

'The city corporation can collect reasonable taxes from them, and there should be no extortion,' he said.

Meanwhile, local residents say they oppose illegal occupation of the footpaths.

'We do not want the footpaths to remain illegally occupied. We thank the administration for taking a firm stance against the occupants,' a local businessman Khalequzzaman said.

Pedestrians also appeared relieved after parts of the footpaths were cleared.

সমকাল ■ শনিবার । ৩ অক্টোবর ২০২৬ । ১৮ আশ্বিন ১৪৩৩



অবিলম্বে ন্যূনতম মজুরি বোর্ড গঠনসহ সর্বনিম্ন মজুরি ৩০ হাজার টাকা করার দাবিতে গতকাল শুক্রবার রাজধানীতে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সম্মিলিত গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন ও বাংলাদেশ লেবার কংগ্রেসের যৌথ উদ্যোগে এই সমাবেশের আয়োজন করা হয় ● সমকাল

FRIDAY OCTOBER 2, 2026
ASHWIN 17, 1433 BS
The Daily Star

Transport strike leaves hundreds stranded in Habiganj

OUR CORRESPONDENT, *Moulvibazar*

Hundreds of passengers in Habiganj remained stranded since yesterday morning as an indefinite transport strike disrupted bus services within the district and to neighbouring areas.

The strike was called over the alleged assault and harassment of transport workers.

Abu Moin Chowdhury Sohel, general secretary of the Habiganj Motor Owners Group, alleged that drivers and workers of its Non-stop Express buses were detained at Sherpur, vehicles vandalised and workers assaulted.

He also claimed that three buses were being held in front of the SMS Transport group's office.

Sohel said owners and workers called the strike demanding an end to the incidents and unhindered operation of Habiganj buses under an earlier agreement.

However, Abdur Rahim Ripon, general secretary of the Moulvibazar district BNP and president of the SMS Bus Owners' Association, denied the allegations and claimed that people associated with the Habiganj group later attacked and vandalised an SMS Paribahan counter in Sreemangal.

"The situation had been relatively calm and we were moving towards a solution. But the attack and vandalism made the situation much worse," he said.

At Habiganj bus stand, many passengers were seen waiting for transport, while others abandoned their journeys.

Shahana Akter, who travelled from Baniachong with her young children to visit her husband in Sylhet's Shahparan area and have her sick child undergo medical tests, said the shutdown left her stranded.

Another passenger, Shafiqul Islam, said he had bought a train ticket but could not reach Shayestaganj Railway Station because of the strike.

প্রথম আলো
...ার, ৬ অক্টোবর ২০২৬

প্রেসক্লাবের সামনে সড়ক অবরোধ ব্যাটারিচালিত রিকশাচালকদের

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনের সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন ব্যাটারিচালিত রিকশার চালকেরা। গতকাল সোমবার বেলা ১১টার দিকে তাঁরা প্রথমে পুরানা পল্টনে জড়ো হন। পরে প্রেসক্লাবের সামনের সড়ক অবরোধ করেন। এতে দুপুর ১২টা পর্যন্ত এক ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ থাকে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, অবরোধের সময় অটোরিকশায় থাকা কয়েকজন যাত্রীকে নামিয়ে দেন বিক্ষোভকারী চালকেরা। এতে স্কুলগামী শিক্ষার্থীসহ কয়েকজন ভোগান্তিতে পড়েন।

রিকশা, ব্যাটারিচালিত রিকশা, ভ্যান ও ইজিবাইক সংগ্রাম পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বায়ক খালেকুজ্জামান লিপন বলেন, বিদ্যুতের বৈধ সংযোগ ব্যবহার করে অনেকে রিকশা চালাচ্ছেন। সেই সংযোগও বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছে। এর প্রতিবাদে রিকশাচালকেরা বিক্ষোভ করেছেন।

পুলিশ জানায়, কয়েকটি দাবিতে অটোরিকশাচালকেরা বিক্ষোভ ও অবরোধ করেন। বৈধ সংযোগ থেকে যেসব ব্যাটারিচালিত অটোরিকশায় চার্জ দেওয়া হয়, সেগুলোর সংযোগ বিচ্ছিন্ন না করার দাবি জানান তাঁরা। অবৈধ সংযোগও বিচ্ছিন্ন না করার দাবি ছিল তাঁদের।

কালের কণ্ঠ
শনিবার। ৩ অক্টোবর ২০২৬



অবিলম্বে মজুরি বোর্ড গঠনসহ পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ৩০ হাজার টাকা করার দাবিতে মিছিল করে সম্মিলিত গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন ও বাংলাদেশ লেবার কংগ্রেস। গতকাল জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে।
ছবি : কালের কণ্ঠ

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার
১৮ আশ্বিন ১৪৩৩, ৩ অক্টোবর ২০২৬

সাভারে ছয় দফা দাবিতে শ্রমিক সমাবেশ

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

নতুন মজুরি বোর্ড গঠন করে আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে শ্রমিকদের জন্য ন্যায্য মজুরি ঘোষণা ও বাস্তবায়ন, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, বন্ধ কারখানা চালু, বেআইনি ছাঁটাই বন্ধ এবং শ্রমিকদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মিথ্যা ও হয়রানিমূলক মামলা প্রত্যাহারসহ ছয় দফা দাবিতে সাভারে শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার বেলা ১১টায় সাভার বাসস্ট্যান্ডের রানা প্লাজার সামনে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যান্ড শিল্প শ্রমিক ফেডারেশন ও শ্রমজীবী ঐক্য পরিষদের সভাপতি শ্রমিক নেতা রফিকুল ইসলাম সুজনের সভাপতিত্বে সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন বিপিষ্ট শ্রমিক নেতা ও বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল হোসাইন।

সমাবেশে শ্রমিক নেতারা বলেন, শ্রমিকদের ছয় দফা দাবি বাস্তবায়নে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া না হলে নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক উপায়ে বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে। শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার ও দাবি আদায়ে আন্দোলন অব্যাহত রাখার কথাও জানান তারা। ছয় দফা দাবির মধ্যে রয়েছে, পোশাক শিল্পসহ সব সেক্টরের শ্রমিকদের জন্য নতুন মজুরি বোর্ড গঠন করে আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে বাজারদরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ন্যায্য ও বাস্তবসম্মত মজুরি ঘোষণা ও বাস্তবায়ন, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম কমানো এবং সুলভ মূল্যে স্থায়ী রেশন ব্যবস্থা চালু করা।

এ ছাড়া বন্ধ কারখানা দ্রুত চালু, বেআইনি ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত শ্রমিক ছাঁটাই এবং কালো তালিকাভুক্তি বন্ধ, শ্রমিকদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মিথ্যা ও হয়রানিমূলক মামলা প্রত্যাহার, হামলা ও নির্যাতন বন্ধ, বকেয়া বেতন-ভাতা ও আইন অনুযায়ী সব পাওনা পরিশোধ এবং গার্মেন্টসসহ সব সেক্টরের নারী শ্রমিকদের জন্য ছয় মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটি ঘোষণা ও বাস্তবায়নের দাবি জানানো হয়। সমাবেশে আরো বক্তব্য দেন কবির, আবু কালাম হোসেন, আলী আকবর খান, আ. মজিদ পাটোয়ারী, রাসেল প্রামাণিক, সাদিয়া রহমান হ্যাপি, মাহমুদা হোসেন মিলি, মো. আজম খান, হাসিনা ও সেলিনা হুসাইনসহ অনেকে।

সমাবেশ শেষে শ্রমিকরা একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। মিছিলটি রানা প্লাজার সামনে থেকে শুরু হয়ে ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক প্রদক্ষিণ করে সাভার মডেল মসজিদের সামনে গিয়ে শেষ হয়।



নতুন মজুরি বোর্ড গঠনের দাবিতে গতকাল সাভারে শ্রমিক সমাবেশ —ইত্তেফাক

প্রথম আলো
শনিবার, ৩ অক্টোবর ২০২৬,

ন্যূনতম মজুরি ৩০ হাজার টাকা দাবি

প্রতিনিধি, *গাজীপুর*

পোশাকশিল্পে নিয়োজিত শ্রমিক-কর্মচারীদের ন্যূনতম মজুরি ৩০ হাজার টাকা করার দাবিতে শ্রমিক ও বিভিন্ন শ্রমিক ফেডারেশনের নেতাদের নিয়ে আলোচনা সভা হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার বিকেলে গাজীপুর চৌরাস্তা এলাকার সাগর সৈকত কনভেনশন হলে গার্মেন্টস ফেডারেশন ঐক্য পরিষদের (জি-এফওপি) ব্যানারে এ আলোচনা সভা হয়েছে। সভায় শ্রমিক নেতারা বলেন, জীবনযাত্রার ব্যয়, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ও বর্তমান অর্থনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পোশাক খাতের শ্রমিক-কর্মচারীদের ন্যূনতম বেতন ৩০ হাজার টাকা করতে হবে।

প্রধান আলোচক পোশাক শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আকাশ আহমেদ বলেন, 'আমরা আগামী ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় দিলাম। আমাদের ও শ্রমিকদের দাবি ৩০ হাজার টাকা সর্বনিম্ন বেতন করতে হবে। ১ ডিসেম্বর থেকে মজুরি বাস্তবায়িত না হলে সারা দেশে কঠোর আন্দোলন শুরু হবে।

সমকাল | সোমবার | ৫ অক্টোবর ২০২৬

শ্রমমন্ত্রীকে আইবিসির স্মারকলিপি

পোশাক শ্রমিকদের জন্য দ্রুত মজুরি বোর্ড গঠনের দাবি

■ সমকাল প্রতিবেদক

১০ অক্টোবরের মধ্যে না হলে কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি

তৈরি পোশাকশিল্পের শ্রমিকদের জন্য দ্রুত নতুন সর্বনিম্ন মজুরি বোর্ড গঠনের দাবি জানিয়েছে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন ইন্ডাস্ট্রিঅল গ্লোবাল ইউনিয়নের বাংলাদেশ কাউন্সিল (আইবিসি)। আগামী ১০ অক্টোবরের মধ্যে মজুরি বোর্ড গঠন করা না হলে কঠোর আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন সংগঠনের নেতারা।

গতকাল রোববার শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করে এ-সংক্রান্ত একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে আইবিসির পক্ষ থেকে। সচিবালয়ে মন্ত্রীর কার্যালয়ে স্মারকলিপি দেওয়ার আগে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে সমাবেশ করেন শ্রমিক নেতারা। বক্তব্য দেন আইবিসির সভাপতি মীর আবুল কালাম আজাদ, সাধারণ সম্পাদক সালাউদ্দিন স্বপন, সিনিয়র সহসভাপতি আমিরুল হক আমিন, সহসভাপতি চায়না রহমান, কেন্দ্রীয় নেতা কুতুব উদ্দিন আহমেদ, রুহুল আমিন, নুরুল ইসলাম, শহীদুল্লাহ বাদল, তাহমিনা রহমান, খাদিজা আক্তার, কায়সারুন্নবী রুবেল, সিমা আক্তার, তমিজা সুলতানা, হাসান আলী প্রমুখ।

স্মারকলিপিতে বলা হয়, বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এ প্রতি পাঁচ বছর পর মজুরি পুনর্নির্ধারণের বিধান থাকলেও ২০২৬ সালের নতুন সংশোধিত শ্রম আইনের ১৩৯(৬) ধারা অনুযায়ী তিন বছর পর পর মজুরি পর্যালোচনার বাধ্যবাধকতা তৈরি করা হয়েছে। ২০২৩ সালের নভেম্বরে ঘোষিত সর্বশেষ সর্বনিম্ন মজুরির মেয়াদ আগামী নভেম্বরে তিন বছর পূর্ণ হতে যাচ্ছে। আইন অনুযায়ী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অন্তত ছয় মাস আগে (গত মে মাসের প্রথম সপ্তাহে) মজুরি বোর্ড গঠনের কথা থাকলেও মন্ত্রণালয় তা বাস্তবায়নে বিলম্ব করছে।

সংগঠনের নেতারা অভিযোগ করেন, সম্প্রতি সরকারি কর্মচারীদের বেতন ১৪২ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। এর প্রভাবে বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম আরও বাড়ায় পোশাক শ্রমিকরা তীব্র অর্থনৈতিক সংকটে পড়েছেন। সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে নিম্ন আয়ের শ্রমিকদের এই বিশাল বেতন বৈষম্য নিরসনে দ্রুত নতুন মজুরি বোর্ড গঠন সময়ের দাবি।

সর্বশেষ ২০২৩ সালে পোশাক শ্রমিকদের জন্য সর্বনিম্ন ১২ হাজার ৫০০ টাকা মজুরি নির্ধারণ করা হয়। এবার পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি কত হওয়া উচিত, তা নিয়ে আইবিসির একটি টিম পর্যালোচনা করছে। পর্যালোচনা শেষে সরকারের কাছে প্রস্তাব দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন সংগঠনের নেতারা।

সময়ের আলো সোমবার। ৫ অক্টোবর ২০২৬

সংবিধান সংশোধন বিশেষ কমিটির বৈঠক

শ্রমজীবী মানুষের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার দাবি

■ সংসদ প্রতিবেদক

সংবিধান সংশোধনে শ্রমজীবী মানুষের প্রতিনিধিত্ব ও প্রাতিষ্ঠানিক অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন শ্রমিক শ্রেণির প্রতিনিধিরা। আর ক্ষুদ্র জাতিসত্তা-নৃগোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা সংবিধানে তাদের স্বীকৃতি দাবি করেছেন। রোববার বিকালে জাতীয় সংসদ ভবনে শ্রমজীবী মানুষ ও ক্ষুদ্র জাতিসত্তা-নৃগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের সঙ্গে অনুষ্ঠিত সংবিধান সংশোধন-সংক্রান্ত বিশেষ কমিটির বৈঠকে এ দাবি জানানো হয়। বৈঠকে উত্থাপিত প্রস্তাব ও পরে লিখিতভাবে দেওয়া সুপারিশ কমিটির প্রতিবেদনে উল্লেখ থাকবে বলে তাদের আশ্বস্ত করেছে কমিটি।

কমিটির সভাপতি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে বৈঠকে কমিটির সদস্য ও চিফ হুইপ নুরুল ইসলাম মনি, আইনমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান, পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী মো. জোনায়েদ আব্দুর রহিম সাকি, তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী আন্দালিব রহমান, সাকিলা ফারজানা ও মো. মাহমুদুল হক রুবেল উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ আমন্ত্রণে বৈঠকে অংশ নেন সংসদ সদস্য দীপেন দেওয়ান, আন্না মিনজ ও মাধবী মারমা।

কমিটি সূত্র জানায়, বৈঠকে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে অবদান রাখা শ্রমজীবী মানুষ এবং ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও নৃগোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা সংবিধান সংশোধনের বিভিন্ন বিষয়ে প্রস্তাব তুলে ধরেন। কমিটির পক্ষ থেকে বলা হয়, আলোচনার বাইরে কারও লিখিত প্রস্তাব থাকলে তা কমিটির কাছে পাঠানো যাবে। বৈঠকে উত্থাপিত এবং লিখিতভাবে পাওয়া প্রস্তাবগুলো কমিটির প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হবে।

বৈঠকে শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদের (স্কপ) দেওয়া লিখিত প্রস্তাবে বলা হয়েছে, দেশের উৎপাদন, সেবা ও সামগ্রিক অর্থনীতির বিস্তৃত পরিসরে শ্রমজীবী মানুষ প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। শিল্প-কারখানা, কৃষি, পরিবহন, বন্দর, সরকারি-বেসরকারি কর্মক্ষেত্রসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের শ্রমেই অর্থনীতির দৈনন্দিন কার্যক্রম সচল থাকে। তাই শ্রমজীবী মানুষকে শুধু অর্থনীতির শ্রমশক্তি হিসেবে নয়, রাষ্ট্র ও সমাজের একটি মৌলিক সামাজিক শক্তি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি।

প্রস্তাবে আরও বলা হয়, ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে ২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার আন্দোলন ও গণঅভ্যুত্থান পর্যন্ত বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামে শ্রমজীবী মানুষের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। কিন্তু তাদের অবদান ও অর্থনৈতিক গুরুত্বের তুলনায় রাষ্ট্র ও সমাজের নীতিনির্ধারণে প্রতিনিধিত্ব এখনও পর্যাপ্ত নয়। উৎপাদনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হলেও সিদ্ধান্ত গ্রহণের কেন্দ্র থেকে তারা অনেকটাই দূরে থাকেন। এ অবস্থায় সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে শ্রমজীবী মানুষের মর্যাদা, নীতিনির্ধারণে প্রতিনিধিত্ব এবং প্রাতিষ্ঠানিক অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করার সুযোগ রয়েছে বলে মনে করছে স্কপ।

সমকাল | শনিবার | ১০ অক্টোবর ২০২৬



গার্মেন্টস শ্রমিকদের মজুরি বোর্ড অবিলম্বে পুনর্গঠন ও ন্যূনতম মজুরি ৩০ হাজার টাকা ঘোষণার দাবিতে গতকাল শুক্রবার রাজধানীতে বিক্ষোভ মিছিল করে ন্যাশনাল ওয়ার্কার্স ইউনিটি সেন্টার ও গ্রিন বাংলা গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ফেডারেশন ■ সমকাল

■ শনিবার। ১০ অক্টোবর ২০২৬। ২৫ আশ্বিন ১৪৩৩ সমকাল



গার্মেন্টস শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি নিশ্চিতের দাবিতে শুক্রবার গাজীপুরের মাওনা চৌরাস্তায় সমাবেশ করে গার্মেন্টস শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ ● সমকাল

ন্যায্য মজুরি নির্ধারণের দাবিতে শ্রমিক সমাবেশ

■ গাজীপুর প্রতিনিধি

গার্মেন্টস শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করা, মজুরি বোর্ড পুনর্গঠন ও নির্যাতন বন্ধের দাবিতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আহ্বান জানিয়েছেন গার্মেন্টস শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদের (জি-স্কপ) নেতারা। গতকাল শুক্রবার বিকেলে গাজীপুরের মাওনা চৌরাস্তা সংগঠনের আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে এক সমাবেশে এ আহ্বান জানানো হয়।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়লেও শ্রমিকদের মজুরি পুনর্নির্ধারণে কার্যকর উদ্যোগ নেই। অন্যদিকে, ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও যৌক্তিক দাবিতে আন্দোলন করতে গিয়ে শ্রমিকদের নানা ধরনের দমন-পীড়নের মুখে পড়তে হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তারা।

সংগঠনের গাজীপুর আঞ্চলিক কমিটির যুগ্ম সমন্বয়ক ফারহানা আলেয়ার সভাপতিত্বে যুগ্ম সমন্বয়ক শাজাহান সিরাজের সঞ্চালনায় সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সমন্বয়ক বাচ্চু মিয়া। বক্তব্য রাখেন নেতা এমএ সালাম, আসাদুজ্জামান, আল আমিন হাওলাদার শ্রাবণ, মোর্শেদ আলম কাউছার এবং জি-স্কপভুক্ত ১৭টি সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। বক্তারা বলেন, ১৭টি গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের সমন্বয়ে গঠিত জি-স্কপ শ্রমিকদের অধিকার আদায়ে কাজ করছে।

তারা বলেন, গার্মেন্টস শ্রমিকদের সর্বশেষ মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছিল ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে। প্রচলিত শ্রম আইনের ১৩৯ ধারার (৬) উপধারা অনুযায়ী, প্রতি তিন বছর অন্তর মজুরি পুনর্নির্ধারণের বিধান রয়েছে। সে হিসাবে আগামী ডিসেম্বর থেকে নতুন মজুরি কার্যকর হওয়ার কথা। এ জন্য চলতি বছরের মে মাসের মধ্যেই মজুরি বোর্ড পুনর্গঠন করা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এখনও তা করা হয়নি। একই সঙ্গে ব্যক্তিমালিকানাধীন বিভিন্ন খাতের শ্রমিক-কর্মচারীদের জন্য জাতীয় ন্যূনতম মজুরি কমিশন গঠন করে ৩০ হাজার টাকা ন্যূনতম মজুরি ঘোষণার দাবি জানিয়েছেনে তারা।

যুগান্তর
বুধবার ৭ অক্টোবর ২০২৬
২২ আশ্বিন ১৪৩৩

কেরানীগঞ্জে বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিক বিক্ষোভ

কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) প্রতিনিধি

বকেয়া বেতন-ভাতা পরিশোধ ও শ্রমিকদের বিরুদ্ধে করা 'মিথ্যা' চুরি মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে কেরানীগঞ্জে কর্মবিরতি ও বিক্ষোভ করছেন সদাগর এক্সপ্রেস কুরিয়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। সোমবার সন্ধ্যা থেকে প্রতিষ্ঠানের মূল কার্যালয়ে কাজ বন্ধ রেখে কয়েক শতাধিক শ্রমিক এ কর্মসূচি পালন করেন।

শ্রমিকদের অভিযোগ, গত মে মাস থেকে টানা পাঁচ মাস ধরে অনেকের বেতন-ভাতা পরিশোধ করা হচ্ছে না। বকেয়া বেতন পরিশোধের জন্য বারবার আশ্বাস দেওয়া হলেও কার্যকর কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। উলটো পাওনা বেতন চাওয়ায় ভয়ভীতি দেখানো গত ৪ অক্টোবর কেরানীগঞ্জ মডেল থানায় কয়েকজন শ্রমিকের বিরুদ্ধে চুরির মামলা করা হয়েছে।

কর্মসূচিতে প্রতিষ্ঠানের লেবার ইনচার্জ আফজাল হোসেন বলেন, 'তিন মাস ধরে কোনো বেতন পাচ্ছি না। মা খুব অসুস্থ। জরুরি ভিত্তিতে তার অপারেশন করাতে হবে। মালিকপক্ষের কাছে বারবার অনুরোধ করেও টাকা পাইনি।'

অডিট প্রধান আব্দুল গাফফার বলেন, 'আমরা চরম মানবেতর জীবনযাপন করছি। অসুস্থ স্ত্রীর চিকিৎসা ও সন্তানের লেখাপড়ার খরচ চালাতে পারছি না।'

চিফ অপারেটিং অফিসার এমদাদুল ইসলাম বলেন, 'কোম্পানির মালিকানা পরিবর্তনের সময় নতুন মালিক কর্মচারীর বকেয়া পরিশোধের দা... নিয়েছিলেন। কিন্তু এখন তিনি বেতন দেবেন না বলে জানাচ্ছেন এবং নতুন লোক নেওয়ার হুমকি দিচ্ছেন। ন্যায্য পাওনা চাওয়ায় শ্রমিকদের বিরুদ্ধে একটি ভিত্তিহীন চুরি মামলা দেওয়া হয়েছে।'

অভিযোগের বিষয়ে সদাগর এক্সপ্রেস কুরিয়ার সার্ভিসের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাদের বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

যুগান্তর
শুক্রবার ৯ অক্টোবর ২০২৬
২৪ আশ্বিন ১৪৩৩

ফতুল্লায় পাওনা দাবিতে গার্মেন্ট শ্রমিকদের বিক্ষোভ

ফতুল্লা (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

ফতুল্লায় শ্রম আইনে পাওনা পরিশোধসহ বিভিন্ন দাবিতে ইউনাইটেড অ্যাপারেলস কম্পোজিট গার্মেন্ট শ্রমিকরা বিক্ষোভ করে জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে তিন শতাধিক নারী-পুরুষ শ্রমিক জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে গিয়ে স্মারকলিপি দেন। শ্রমিকদের অভিযোগ, ফতুল্লার টাগারপাড় এলাকায় অবস্থিত প্রতিষ্ঠানটিতে ৬৩০ জন শ্রমিক কর্মরত। মালিকপক্ষ শ্রম আইন অনুযায়ী প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছে না এবং সময়মতো বেতন-ভাতা পরিশোধ করে না। এর মধ্যে ৪৩ শ্রমিককে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং বিকেএমইএর উদ্যোগে দুই দফা সমঝোতা বৈঠক হলেও কোনো সমাধান হয়নি। শ্রমিকদের নেতৃত্ব দেওয়া বাংলাদেশ গার্মেন্ট ও সোয়েটার্স শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র নারায়ণগঞ্জ জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন বলেন, দুই দফা বৈঠকে মালিকপক্ষ শ্রম আইন অনুযায়ী পাওনা না দিয়ে সামান্য অর্থ পরিশোধের কথা বলেছে। শ্রমিকরা তা মানেননি। এ কারণে সমাধানের দাবিতে জেলা প্রশাসককে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। আগামী সোমবার জেলা প্রশাসক মালিক-শ্রমিকদের নিয়ে আলোচনায় বসবেন। ফতুল্লা মডেল থানার ওসি মাহবুব আলম জানান, শ্রমিকরা জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছেন।

NEWAGE
SATURDAY, OCTOBER 10, 2026, ASHWIN 25, 1



Leaders and activists of the Bangladesh Garment Workers Solidarity bring out a procession with several demands, including a proper minimum wage board with genuine representation of workers, on a road in Dhaka on Friday. — New Age photo

RMG workers for 'real' reps in wage board

Staff Correspondent
Dhaka

GARMENT workers on Friday placed four-point demands, including the immediate formation of a wage board with genuine representatives of workers.

Bangladesh Garment Sramik Samhati organised a rally in front of the National Press Club in Dhaka on Friday morning where the placed the demands.

They alleged that revising workers' wage had been stalled though the prices of gas, electricity, fuel, and essential commodities had rose over the past three years.

Praising the labour minister's announcement last week that a wage board would be formed within October, leaders of the organisation said the Labour Act 2026 had introduced a provision under Section 139(6) requiring industrial wages to be determined every three years instead of every five years.

The rally was chaired by Taslima Akhter, president of the organisation and a member of the 2024 Labour Reform Commission, and moderated by its central general secretary Mizanur Rahim Chowdhury, said a press release.

The leaders alleged that worker representatives and neutral members on the three wage boards formed during the previous authoritarian regime had effectively served the interests of factory owners.

They urged the present government not to turn representatives into mere puppets, hoping that genuine representation would be ensured in the formation of the new wage board.

They also alleged that harassment and administrative weaknesses continued to obstruct union registration, citing disputes over determining the number of workers, delays in issuing certification, failure to complete registration within 55 days and non-functioning online servers.

সময়ের আলো
সোমবার। ১২ অক্টোবর ২০২৬।

অটোরিকশা চালকদের অবরোধ

● নিজস্ব প্রতিবেদক

তিন দিনের মধ্যে ঢাকা শহরে অটোরিকশা চলাচল বন্ধ করা হবে– সড়ক ও সেতুমন্ত্রীর এমন হুঁশিয়ারির প্রতিবাদে মোহাম্মদপুর, বছিলা ও গাবতলীমুখী সড়ক বন্ধ করে অবরোধ কর্মসূচি পালন করেন অটোরিকশাচালকরা। রোববার সকাল ১০টায় তারা মোহাম্মদপুর চার রাস্তার মোড়ে অবস্থান নিলে অবরোধের কারণে সৃষ্ট যানজটে চরম ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রীরা, যা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন অনেকে। দাবি-দাওয়ার বিষয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে আশ্বাস দেওয়া হলে প্রায় দেড় ঘণ্টা পর মোহাম্মদপুর-বছিলা সড়ক থেকে অবরোধ তুলে নেন চালকরা। জানা যায়, সকাল ১০টা থেকে প্রায় ১২টা পর্যন্ত রাস্তা অবরোধ করে আন্দোলন করেন অটোচালকরা। তাদের দাবি– সড়কে অটোরিকশা চলতে দিতে হবে। অকারণে গাড়ি ডাম্পিংয়ের মতো হয়রানি বন্ধ করতে হবে। ইমাম হোসেন নামে এক অটোরিকশাচালক বলেন, আমাদের এখন তিন-চারজন চালক গাড়ি ছাড়ানোর কাগজ (স্লিপ) হাতে নিয়ে ঘুরছেন। আজ গাড়ি দেওয়ার কথা থাকলেও দেওয়া হয়নি, এ অন্যায়ের কারণেই আমরা রাজপথে নামতে বাধ্য হয়েছি।

সময়ের আলো শনিবার। ১০ অক্টোবর ২০২৬



গার্মেন্টস শ্রমিকদের মজুরি বোর্ড অবিলম্বে পুনর্গঠন ও ন্যূনতম মজুরি ৩০ হাজার টাকা ঘোষণার দাবিতে শুক্রবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে ন্যাশনাল ওয়ার্কার্স ইউনিটি সেন্টার এবং গ্রীণ বাংলা গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ফেডারেশন আয়োজিত শ্রমিক সমাবেশে প্লে কার্ড হাতে এক কর্মী • সময়ের আলো

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। সোমবার। ১২ অক্টোবর ২০২৬



বেতনের দাবিতে গতকাল প্রেস ক্লাবের সামনে বিক্ষোভ করেন নাসা গ্রুপের গার্মেন্টসের শ্রমিকরা। ছবি : কালের কণ্ঠ

NEWAGE
TUESDAY, OCTOBER 13, 2026, ASHWIN 28, 14

Port workers announce hunger strike until death over N

Staff Correspondent
Chattogram

THE Bandar Rokkha Sangram Parishad on Monday announced a hunger strike until death from October 19 if the government failed to initiate talks on its demand to cancel the concession agreement with DP World to operate the New Mooring Container Terminal at Chattogram port.

The announcement came at the end of a 'mass hunger strike' held in front of the One Stop Service Centre at the port.

The port workers' and employees' platform coordinator Ibrahim Khokon said they were giving the government until October 18 to initiate discussions.

'If no initiative is taken by then, we will begin a hunger strike unto death here on October 19,' he said.

Monday's hunger strike began after 11:00am, with the organisers demanding cancellation of the DP World deal and guarantees of job security for port workers and employees.

The hunger strike was announced on October 8, the day the government signed a 15-year concession agreement with United Arab Emirates-based DP World to operate and maintain the New Mooring Container Terminal.

Another coordinator, Humayun Kabir, said the government had yet to take any initiative to hold discussions despite being given time.

'We still want to give the government time. If it does not hold talks, we will be forced to announce tougher programmes. Agreements with DP World have been cancelled in different countries. We want the NCT agreement be cancelled as well,' he said.

NEWAGE
TUESDAY, OCTOBER 13, 2026, ASHWIN 28, 14

RMG workers block roads in Dhaka, N'ganj over wages, factory closure

Staff Correspondent
Dhaka

THOUSANDS of garment workers blocked two key roads in Dhaka and Narayanganj on Monday, one demanding a higher minimum wage and the other the reopening of a closed factory, causing traffic disruption in both areas before withdrawing after assurances.

Around 2,000 workers blocked the main road at Azampur in Uttara, Dhaka, for about an hour and a half, while around 250 to 300 workers of United Apparel Composite Limited blocked the Narayanganj-Fatullah road at Chasara intersection for an hour.

The Azampur workers began the blockade at around 11:00am, bringing traffic to a standstill and causing heavy congestion in and around Azampur, one of Uttara's busiest areas.

They demanded that the minimum wage be fixed at Tk 30,000, citing the rising cost of living.

Dakshinkhan additional deputy commissioner KHM Ershad told New Age that the protesters, from various garment factories in Dakshinkhan, gathered at Azampur and blocked the road.

The blockade brought traffic on one side of the road to a complete standstill and caused severe congestion in surrounding areas for more than an hour,' he said.

The workers ended the blockade at around 12:30pm after talks with police and assurances from the administration, and returned to work.

Ershad said vehicular movement on the airport highway returned to normal soon afterwards.

Meanwhile, the United Apparel Composite workers blocked the Narayanganj-Fatullah road in the afternoon, demanding the reopening of their closed factory, New Age Narayanganj correspondent reported.

The blockade, which began at around 5:00pm, disrupted traffic on the busy route. The workers withdrew at around 6:00pm after receiving assurances of a meeting with the factory management the following day.

Narayanganj Sadar Model Police station officer-in-charge Md Sajidur Rahman told New Age that the factory authorities had pledged to sit with worker representatives for discussion at 10:00am on Tuesday.

'Following this assurance, the workers lifted the road blockade and left Chasara intersection,' he said.

সমকাল
বৃহস্পতিবার। ১৫ অক্টোবর ২০২৬।



ন্যূনতম মাসিক বেতন ৩০ হাজার টাকা নির্ধারণের দাবিতে রাজধানীর উত্তরায় তৃতীয় দিনের মতো বিক্ষোভ করেছেন পোশাকশ্রমিকেরা। গতকাল বুধবার কয়েকটি পোশাক কারখানার হাজারের বেশি শ্রমিক ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করেন। সমকাল

বেতন ৩০ হাজার টাকা করার দাবি

পোশাক শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ

■ সমকাল প্রতিবেদক

ন্যূনতম মাসিক বেতন ৩০ হাজার টাকা নির্ধারণের দাবিতে রাজধানীর উত্তরায় টানা তৃতীয় দিনের মতো বিক্ষোভ করেছেন পোশাক শ্রমিকেরা। গতকাল বুধবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে আজমপুর ও রাজলক্ষ্মী এলাকায় কয়েকটি পোশাক কারখানার এক হাজারের বেশি শ্রমিক সড়ক অবরোধ করেন। তারা বিমানবন্দরমুখী সড়কে অবস্থান নিলে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে যান চলাচল ব্যাহত হয়। এতে আশপাশের সড়কে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়ে ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রী ও পথচারীরা।

পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, ন্যূনতম মাসিক বেতন ৩০ হাজার টাকা বেতন-ভাতা বৃদ্ধির দাবিতে গত সোমবার থেকে আন্দোলন করছেন উত্তরার কয়েকটি পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা। গতকাল সকালে আজমপুর ও রাজলক্ষ্মী এলাকায় শ্রমিকেরা জড়ো হয়ে সড়কে অবস্থান নেন। একপর্যায়ে তারা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করেন। আন্দোলনকারীদের একটি অংশ বিমানবন্দরের দিকে সরে গিয়ে সড়কে অবস্থান নিলে ওই এলাকায়ও যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

বেলা ১১টার পর থেকে অবরোধের কারণে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের বিভিন্ন অংশে যানবাহন আটকে পড়ে। আশপাশের সড়কেও যানজট ছড়িয়ে যায়। দীর্ঘ সময় যানবাহনে আটকে থেকে দুর্ভোগে পড়েন যাত্রীরা। অনেকে নির্ধারিত সময়ে গন্তব্যে পৌঁছাতে না পেরে বাস ও অন্যান্য যানবাহন থেকে নেমে হেঁটে রওনা হন।

আন্দোলনরত শ্রমিকদের দাবি, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম কমাতে হবে, অন্যথায় তাদের বেতন বাড়াতে হবে। জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় বর্তমান আয়ে সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়েছে বলে জানান তারা। চাল, ডাল, তেলসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের উচ্চমূল্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মজুরি বাড়ানোর দাবি জানান শ্রমিকেরা।

ডিএমপির উত্তরা বিভাগের অতিরিক্ত উপকমিশনার (এডিসি) আল আমিন সমকালকে বলেন, গতকাল বুধবার সকালে কয়েকটি পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা মহাসড়ক অবরোধ করেন। এতে সড়কে চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরে তারা বিমানবন্দরের দিকে সরে গেলে ওই সড়কেও যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এতে আশপাশের সড়কেও যানজট সৃষ্টি হয়।

মজুরি পুনর্নির্ধারণের দাবি

জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তৈরি পোশাকশিল্পের শ্রমিকদের মজুরি অবিলম্বে পুনর্নির্ধারণ ও নতুন মজুরি কাঠামো বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন মালিকপক্ষ, শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধি, অর্থনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীরা। তারা বলেছেন, মূল্যস্ফীতি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বাড়লেও শ্রমিকদের মজুরি না বাড়ায় তাদের প্রকৃত ক্রয়ক্ষমতা কমেছে। শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করার পাশাপাশি শিল্পের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সুফলও তাদের মধ্যে ন্যায্যভাবে বণ্টন করতে হবে।

গতকাল জাতীয় প্রেস ক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে গার্মেন্ট শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র আয়োজিত 'গার্মেন্ট শ্রমিকের আশু মজুরি বৃদ্ধি ও নতুন মজুরি কাঠামো কেন জরুরি' শীর্ষক সেমিনারে বক্তারা এসব কথা বলেন।

সংগঠনের সভাপতি মন্টু ঘোষের সভাপতিত্বে সেমিনারে লিখিত ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন সংগঠনের সহসভাপতি জলি তালুকদার। সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক সাদেকুর রহমান শামীম।

সেমিনারে সিপিবির সাবেক সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, বিজিএমইএর সভাপতি মাহমুদ হাসান খান, নলেজ হাব ইনস্টিটিউশন ট্রাস্টের চেয়ারম্যান ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম, শ্রমিকনেতা আবদুল্লাহ কাফী রতন, মোশরেফা মিশু, আহসান হাবিব বুলবুল প্রমুখ বক্তব্য দেন।

সময়ের আলো
বৃহস্পতিবার। ১৫ অক্টোবর ২০২৬।

পূজায় অর্ধেক বোনাসের প্রস্তাব, চা শ্রমিকদের ধর্মঘট

● মৌলভীবাজার প্রতিনিধি

শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে উৎসব বোনাসের দাবিতে মৌলভীবাজারে কর্মবিরতি ও ধর্মঘট পালন করছেন মিরতিংগা চা বাগানের শ্রমিকরা। পূজার আগে কাঙ্ক্ষিত বোনাস নিশ্চিত না হওয়ায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে কাজে যোগ দেননি তারা।

বুধবার আনুমানিক সকাল ৯টা থেকে কাজ বন্ধ রেখে এ কর্মসূচি পালন করা হয় চা শ্রমিকদের পক্ষ থেকে। এ সময় তাদের মাথা ও হাতে কালো পতাকা ছিল। সাদা কাগজে কালো অক্ষরে লেখা ছিল, 'রুটি-রুজির সংগ্রাম চলছে, চলবে', 'বেতন নিয়ে টালবাহানা চলবে না।'

এ বিষয়ে মিরতিংগা চা বাগানের ব্যবস্থাপক রেজাউল হায়াত খান ইমন বলেন, শ্রমিকদের আন্দোলন যৌক্তিক। বোনাস দেওয়ার জন্য কৃষি ব্যাংকের কাছে ঋণ চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রত্যাশিত অর্থ না পাওয়ায় পূর্ণ বোনাস দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায়নি। অর্ধেক বোনাস দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হলেও শ্রমিকরা তা গ্রহণ করছেন না।

বাগানের বর্তমান সভাপতি মন্টু অলমিক ও সাবেক সভাপতি নিরঞ্জন তন্তুবাই বলেন, আশপাশের চা বাগানগুলোতে শ্রমিকরা বেতন-বোনাস পেলেও মিরতিংগার শ্রমিকরা এক সপ্তাহের মজুরি ও দুর্গাপূজার বোনাস পাননি। শ্রমিকদের পাওনা দ্রুত পরিশোধ না করলে কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে।

শ্রমিকদের অভিযোগ, বছরের পর বছর চা উৎপাদনে শ্রম দিলেও উৎসবের আগে প্রাপ্য বোনাস নিয়ে অনিশ্চয়তায় পড়তে হচ্ছে। পূজার আনন্দ ভাগাভাগি করার কথা যে সময়ে, সে সময়েই নিজেদের পাওনা আদায়ে রাজপথের আন্দোলনের পথ বেছে নিতে হয়েছে তাদের। শ্রমিকরা জানান, প্রতি বছর দুর্গাপূজার আগে তারা ৬০ শতাংশ হারে বোনাস পেয়ে আসছেন। কিন্তু এবার বাগান কর্তৃপক্ষ ৬০ শতাংশের পরিবর্তে ৩০ শতাংশ বোনাস দেওয়ার কথা বলেছে। এতে ভীষণ ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা। পূর্ণ বোনাসের দাবিতে তারা একজোট হয়েছেন। দাবি পূরণ না হলে আরও কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও উচ্চারণ করেন তারা।

চা শ্রমিক রিতা পাইনকা, শান্তি তাঁতি, আলন্তী উরাং, মানিক প্রসাদ, লেবুলাল বাউরী, সুমন কুর্মীসহ আন্দোলনকারীরা জানান, সারা বছর কঠোর পরিশ্রম করে চা উৎপাদন সচল রাখেন তারা। অথচ উৎসবের সময় নিজেদের পাওনা নিয়েই অনিশ্চয়তায় থাকতে হচ্ছে। বাগানে লোকসান না থাকলেও শ্রমিকদের বোনাসের ক্ষেত্রে টালবাহানা করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বুধবার ॥ ১৪ অক্টোবর ২০২৬

বেতন-ভাতার দাবিতে বিক্ষোভ

বন্ধ কারখানা চালু, বকেয়া বেতন পরিশোধ এবং বেআইনিভাবে শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধের দাবিতে নারায়ণগঞ্জের চাষাঢ়ায় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন ইউনাইটেড অ্যাপারেলস কম্পোজিট লিমিটেড ও সেক্যুরি অ্যাপারেলসের শ্রমিকরা। গতকাল সকালে প্রায় এক ঘণ্টা সড়ক অবরোধ করে রাখেন তাঁরা। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ) তারেক আল মেহেদী বলেন, 'আন্দোলনরত শ্রমিকদের আলোচনার প্রস্তাব দেওয়া হলে শ্রমিকরা অবরোধ তুলে নেন।' -নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ১৫ অক্টোবর ২০২৬
৩০ আশ্বিন ১৪৩৩

বিদ্যুৎ ও গ্যারেজ ভাড়া কমানোর দাবি

সাভারে অটোরিকশা শ্রমিকদের ধর্মঘট

যুগান্তর প্রতিবেদন, *ঢাকা উত্তর*

বিদ্যুৎ ও গ্যারেজ ভাড়া কমানোর দাবিতে অটোরিকশা শ্রমিকদের ধর্মঘট পালিত হয়েছে। বুধবার অটোরিকশার গ্যারেজ ভাড়া কমানোর দাবিতে ধর্মঘট পালন করছেন অটোরিকশা শ্রমিকরা। গ্যারেজ মালিকরা বিদ্যুৎ ও গ্যারেজ ভাড়া বাড়ালেও যাত্রীদের কাছ থেকে নেওয়া ভাড়া সেই অনুপাতে বাড়ানো হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন আন্দোলনকারীরা।

শ্রমিকদের দাবি, বিদ্যুৎ ও অটোরিকশার গ্যারেজ ভাড়া বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের দৈনন্দিন খরচ বেড়েছে। এতে গাড়ি চালিয়ে আয় করা অর্থ থেকে গ্যারেজ ভাড়া পরিশোধের পর সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়ছে বলে জানান তারা।

শ্রমিকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গ্যারেজ ভাড়া নিয়ে বিরোধের সমাধান এবং ন্যায্য ভাড়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করাই তাদের এ কর্মসূচির মূল লক্ষ্য। তবে অটোচালকদের এ দাবি ঘিরে প্রশাসন বা স্থানীয় কোনো মহল সাড়া না দিলেও ফাঁকা ও যানজটমুক্ত সড়ক পেয়ে সাভারবাসী স্বস্তি প্রকাশ করেছে।

THURSDAY OCTOBER 15, 2026
ASHWIN 30, 1433 BS
The Daily Star

RMG workers block highway for third day

Demand Tk 30,000 minimum wage; blockade, fire cause tailbacks

STAFF CORRESPONDENT

RMG workers, mostly women, blocked the Dhaka-Mymensingh highway in the capital's Uttara for the third consecutive day yesterday, demanding a minimum monthly wage of Tk 30,000.

Workers from eight to 10 factories in Dakshinkhan marched to Azampur and gathered in front of Rajlakshmi Complex around 9:00am, carrying placards reading, "Why are commodity prices so high?" and "Tk 30,000 minimum wage".

The blockade, coupled with a fire at a pharmaceutical factory in Tongi's Cherag Ali area, caused severe traffic congestion stretching from Mohakhali to Gazipur.

With traffic halted from 10:30am, hundreds of commuters were forced to get off buses and walk to their destinations, while others took detours to use the metro rail.

Uttara East Police Station OC Morshed Alam said workers blocked both sides of the highway around 11:00am. Police persuaded them to clear the road around noon, but they regrouped near the airport and continued protesting until



PHOTO: FIROZ AHMED

The blockade, coupled with a fire at a pharmaceutical factory in Tongi's Cherag Ali area, caused severe traffic congestion stretching from Mohakhali to Gazipur.

1:00pm, after which traffic gradually normalised.

Protesters said rising prices of essentials, house rents and medical expenses had made it difficult to run their households on current wages.

Salma Begum, 28, a senior machine operator at Nipa Garments in Dakshinkhan, earns Tk 16,500 a month, while her auto-rickshaw driver husband earns Tk 15,000.

She sends Tk 10,000 monthly to her ailing parents and two school-going sons in Lalmonirhat. Her Dhaka landlord has also announced a rent increase from Tk 5,500 to Tk 6,000 in January.

"Despite bone-crushing labour, we cannot even afford decent meals," she said, adding that she buys groceries worth Tk 2,000-3,000 on credit each month.

Mansura Begum, 25, a junior sewing operator at Amena Garments, echoed her.

"If commodity prices come down, there is no need to increase our wages," Mansura said.

সমকাল
সোমবার | ১৯ অক্টোবর ২০২৬

কৃষি ফার্ম

শ্রমিকদের মজুরি বাড়ানোসহ ১৩ দফা বাস্তবায়নের দাবি

■ সমকাল প্রতিবেদক

কৃষি খামারে কর্মরত অনিয়মিত শ্রমিকদের নিয়মিতকরণ, দৈনিক মজুরি বৃদ্ধিসহ ১৩ দফা দাবি বাস্তবায়নের আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ কৃষি ফার্ম শ্রমিক ফেডারেশন (বিএএফএলএফ)। সংগঠনটি নিয়মিত শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি এক হাজার ২৫০ টাকা এবং অনিয়মিত শ্রমিকদের এক হাজার ২০০ টাকা নির্ধারণের দাবি জানিয়েছে।

গতকাল রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব দাবি জানানো হয়। বলা হয়, ২০০২ সালের পর থেকে বিএডিসি কর্তৃপক্ষ দীর্ঘ সময় ধরে বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করছে না।

যুগান্তর
বুধবার ২১ অক্টোবর ২০২৬
৫ কার্তিক ১৪৩৩

গাজীপুরে বিভিন্ন দাবিতে শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ

যুগান্তর প্রতিবেদন, *গাজীপুর*

গাজীপুর মহানগরীর কোনাবাড়ীতে দুর্গাপূজার ছুটি বাড়ানোসহ বিভিন্ন দাবিতে সড়ক অবরোধ করেছেন গার্মেন্ট শ্রমিকরা। মঙ্গলবার দুপুর থেকে কোনাবাড়ীর জরুন এলাকায় ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডিং সার্ভিস লিমিটেডের (স্ট্যান্ডার্ড গ্রুপ) শ্রমিকরা কোনাবাড়ী-পল্লী বিদ্যুৎ আঞ্চলিক সড়ক অবরোধ করেন। এতে সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রী, পথচারী ও যানবাহনের চালকরা।

জানা যায়, দুর্গাপূজার সরকারি ছুটির সঙ্গে আরও এক দিন ছুটি বাড়ানোর দাবিতে শ্রমিকরা সড়ক অবরোধ করেন। শ্রমিকদের অভিযোগ, স্ট্যান্ডার্ড গ্রুপের অন্য শাখায় তিন দিনের ছুটি ঘোষণা করা হলেও জরুনের ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডিং সার্ভিস লিমিটেড কারখানায় মাত্র এক দিনের ছুটি ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক শ্রমিক বলেন, শুধু পূজার ছুটির জন্য আমরা রাস্তায় নেমে আসেনি। আরও বেশ কিছু দাবি রয়েছে।

বণিক বার্তা
রোববার, অক্টোবর ১৮, ২০২৬

উত্তরায় পোশাক শ্রমিক ও পুলিশের সংঘর্ষে আহত অর্ধশত

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

মজুরি বৃদ্ধি ও বকেয়া পরিশোধের দাবিতে রাজধানীর উত্তরায় চলমান বিক্ষোভকে ঘিরে পুলিশ ও পোশাক শ্রমিকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। ন্যূনতম ৩০ হাজার টাকা মজুরির দাবিতে গত সোমবার থেকে আন্দোলন করে আসছেন পোশাক শ্রমিকরা। আন্দোলনের অংশ হিসেবে আগে একাধিকবার রাস্তা অবরোধ করলেও গতকালই প্রথম পুলিশের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ হয়।

দুই পক্ষের সংঘর্ষে ১৯ পুলিশ সদস্যসহ অর্ধশতাধিক আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। এ সময় শিল্প পুলিশের দুটি গাড়ি ভাংচুর ও একটিতে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের রাজলক্ষ্মী এলাকায় গতকাল বেলা সাড়ে ১১টার দিকে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সূত্রে জানা যায়, উত্তরখান ও দক্ষিণখান এলাকার বিভিন্ন পোশাক কারখানার শ্রমিকরা গতকাল সকাল ১০টার দিকে কসাইবাড়ি রেলগেট, জামতলা রেলগেট, আজমপুর রেলগেট ও জসিমউদ্দিনের হলি ল্যাব মোড়ে জড়ো হতে শুরু করেন। পরে বেলা ১১টার দিকে তারা রাজলক্ষ্মী-সংলগ্ন উত্তরা ৪ নম্বর সেক্টরের ১৩ নম্বর সড়কে একত্র হন। সেখান থেকে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের পূর্ব পাশ অবরোধের চেষ্টা করলে পুলিশ বাধা দেয়। এ সময় শ্রমিকরা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ শুরু করেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ লাঠিপেটা, সাউন্ড গ্রেনেড ও জলকামান ব্যবহার করে তাদের সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। একপর্যায়ে উভয় পক্ষ সংঘর্ষে জড়ায়।



প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, উত্তরা ৪ নম্বর সেক্টরে শিল্প পুলিশের কার্যালয়-সংলগ্ন একটি গলিতে পুলিশের পিকআপ প্রবেশের সময় সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। মূল সড়কে ডিএমপি পুলিশ বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করে দিলে আনুমানিক ২৫-৩০ জনের একটি দল লাঠিসোঁটা নিয়ে গলিতে ঢুকে পড়ে। এ সময় শিল্প পুলিশের পিকআপটি সামনে পড়লে হামলা চালানো হয়। পরে চালক ও গাড়িতে থাকা পুলিশ সদস্যরা নেমে পাশের একটি বাড়িতে আশ্রয় নেন।

এরপর » পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১



উত্তরার রাজলক্ষ্মী এলাকায় গতকাল পুলিশ ও পোশাক শ্রমিকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয় ছবি : সংগৃহীত

উত্তরায় পোশাক শ্রমিক

শেষ পৃষ্ঠার পর

একই সময়ে এপিবিএনের এক সদস্য মোটরসাইকেলে করে এটিএম বুথ থেকে টাকা তুলতে যাওয়ার পথে হামলার শিকার হন। মাথায় হেলমেট থাকায় তিনি গুরুতর আঘাত থেকে রক্ষা পান বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান।

জানতে চাইলে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) উত্তরা বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার মো. রেজাউল করিম জানান, সংঘর্ষের সময় শ্রমিকরা শিল্প পুলিশের দুটি গাড়ি ভাংচুর করেন। পুলিশের এক সদস্যকে পিটিয়ে হাত ভেঙে দেয়া হয়েছে। সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ বিশ্লেষণ করে জড়িতদের বিরুদ্ধে মামলা করা হবে।

শিল্প পুলিশের প্রধান অতিরিক্ত আইজিপি গাজী জসীম উদ্দিন বণিক বার্তাকে বলেন, 'সরকার এরই মধ্যে মজুরি বোর্ড গঠন করার উদ্যোগ নিয়েছে। এ বার্তা আমরা শ্রমিক ও শ্রমিক নেতাদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করছি। তার পরও আন্দোলন অব্যাহত রাখা হয়েছে। আন্দোলনের একটি অংশ খুব মারমুখী হয়ে পুলিশের ওপর হামলা চালায়। এতে শুধু আমাদের (শিল্প পুলিশ) গাড়ি বা সদস্য নয়, আরো পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন। ভিডিও ফুটেজ এবং হামলাকারীদের চেহারা দেখে মনে হচ্ছে, কোনো স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী এ আন্দোলনের প্লাটফর্মকে কাজে লাগিয়ে উদ্দেশ্য হাসিলের চেষ্টা করতে পারে। বিষয়টি খতিয়ে দেখতে ভিডিও ফুটেজ বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাদের শনাক্তের চেষ্টা চালানো হচ্ছে।'

তৈরি পোশাক খাতে নিম্নতম মজুরি বাড়ানোর দাবি দীর্ঘদিনের। এর পরিপ্রেক্ষিতে সর্বশেষ ২০২৩ সালের নভেম্বরে পোশাক শ্রমিকদের নিম্নতম মাসিক মজুরি ১২ হাজার ৫০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়, যা ওই বছরের ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হয়। এর আগে ২০০৬ সালে নিম্নতম মজুরি ছিল ১ হাজার ৬৬২ টাকা ৫০ পয়সা। পরবর্তী সময়ে ২০১০ সালে তা বাড়িয়ে ৩ হাজার টাকা, ২০১৩ সালে ৫ হাজার ৩০০ টাকা এবং ২০১৮ সালে ৮ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়।

মূল্যস্ফীতি ও জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির বিষয়কে সামনে এনে সম্প্রতি শ্রমিক সংগঠনগুলো আবারো মজুরি বাড়ানোর দাবি জানাচ্ছে। কোনো কোনো সংগঠন মাসিক নিম্নতম মজুরি ৩০ হাজার টাকা নির্ধারণের দাবি তুলেছে। এর মধ্যে ইন্ডাস্ট্রিঅল বাংলাদেশ কাউন্সিল (আইবিসি) গত ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে মজুরি বোর্ড পুনর্গঠন, ৩০ নভেম্বরের মধ্যে নতুন নিম্নতম মজুরি নির্ধারণ এবং ডিসেম্বর থেকে তা কার্যকরের দাবি জানিয়েছিল।

■ সোমবার। ১৯ অক্টোবর ২০২৬। সমকাল



মজুরি বৃদ্ধিসহ সাত দফা দাবিতে গতকাল রোববার চট্টগ্রাম নগরীতে বিক্ষোভ করেন কমিউনিটি সেন্টার ও ডেকোরেটার্স শ্রমিক ইউনিয়নের নেতাকর্মীরা ● সমকাল

প্রথম আলো
রোববার, ১৮ অক্টোবর ২০২৬,

পুলিশের সংঘর্ষ, অর্ধশত আহত

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

বেতন-ভাতা বাড়ানো ও বকেয়া বেতন পরিশোধের দাবিতে রাজধানীর উত্তরায় সড়ক অবরোধের চেষ্টার সময় পোশাকশ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়েছে। এতে পুলিশ সদস্যসহ অর্ধশতাধিক ব্যক্তি আহত হয়েছেন। এ সময় শিল্প পুলিশের দুটি গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

গতকাল শনিবার সকালে উত্তরায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে এ ঘটনা ঘটে। ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) উত্তরা বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) মো. রেজাউল করিম *প্রথম আলোকে* এ তথ্য জানান।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সকাল ১০টার দিকে দক্ষিণখান এলাকা থেকে বিভিন্ন পোশাক কারখানার প্রায় এক হাজার শ্রমিক আসতে শুরু করেন। তাঁরা কসাইবাড়ি রেলগেট, জামতলা রেলগেট, আজমপুর রেলগেট ও জসীমউদ্দীনের হলি ল্যাব মোড়ে জড়ো হন।

পুলিশের ভাষ্য অনুযায়ী, শ্রমিকদের হাতে লাঠি ও ইটপাটকেল ছিল। পরে তাঁরা মহাসড়ক অবরোধের চেষ্টা করলে পুলিশ বাধা দেয়। একপর্যায়ে শ্রমিকেরা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছোড়েন। পুলিশ লাঠিপেটা করে এবং সাউন্ড গ্রেনেড ও জলকামান ব্যবহার করে তাঁদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

উপকমিশনার রেজাউল করিম বলেন, ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টার সময় শ্রমিকেরা শিল্প পুলিশের দুটি গাড়ি ভাঙচুর করেন। কয়েকজন পুলিশ সদস্যকে পিটিয়ে আহত করা হয়। তাঁদের মধ্যে শিল্প পুলিশের এক সদস্যের হাত ভেঙে গেছে। সব মিলিয়ে পুলিশের ১৭ থেকে ১৮ জন সদস্য আহত হয়েছেন।

সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান এই পুলিশ কর্মকর্তা। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে বলেও জানান তিনি।

কালের কণ্ঠ
। বুধবার। ২১ অক্টোবর ২০২৬

দূতাবাসের জবাবদিহিসহ ৬ দাবি শ্রমিকদের

সাভার (ঢাকা) প্রতিনিধি ▷

সৌদিতে দুই বাংলাদেশির মৃত্যুদণ্ড

সৌদি আরবে দুই বাংলাদেশির মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের প্রতিবাদে এবং প্রবাসীদের আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত করার দাবিতে সাভারে মানববন্ধন করেছেন বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের নেতাকর্মীরা। এ সময় বিদেশে আটক বাংলাদেশিদের আইনি সহায়তা, মৃত্যুদণ্ডের ঝুঁকিতে থাকা ব্যক্তিদের জন্য জরুরি কূটনৈতিক উদ্যোগ এবং দূতাবাসের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করাসহ ছয় দফা দাবি জানান তাঁরা।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধের সামনে জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক ইউনিটির উদ্যোগে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, বিদেশে কোনো বাংলাদেশি নাগরিক অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত হলে সংশ্লিষ্ট দেশের আইন অনুযায়ী তার বিচার হবে। তবে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে পর্যাপ্ত আইনি সহায়তা, দোভাষীর সুবিধা ও আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ থাকা জরুরি। সৌদি আরবে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের আগে দুই বাংলাদেশির আইনি সহায়তা এবং তাঁদের জীবন রক্ষায় সর্বোচ্চ কূটনৈতিক প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছিল কি না, তা স্পষ্ট করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানান তাঁরা।

মানববন্ধন থেকে উত্থাপিত ছয় দফা দাবি হলো– বিদেশে আটক বাংলাদেশিদের জন্য কার্যকর কনসুলার সহায়তা নিশ্চিত করা; মৃত্যুদণ্ডের ঝুঁকিতে থাকা ব্যক্তিদের মামলায় বিশেষ নজরদারি ও জরুরি কূটনৈতিক উদ্যোগ নেওয়া; প্রয়োজন অনুযায়ী আইনি সহায়তা ও দোভাষীর ব্যবস্থা করা; দূতাবাসগুলোর কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা; আটক ও বিচারাধীন ব্যক্তিদের মামলার অগ্রগতি পর্যবেক্ষণে ডিজিটাল ব্যবস্থা চালু করা এবং প্রবাসীদের অধিকার ও নিরাপত্তা রক্ষায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও দূতাবাসগুলোর সমন্বয় জোরদার করা।

মানববন্ধনে টেক্সটাইল গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি আবুল হোসেন বলেন, সৌদি আরবে দুই বাংলাদেশির মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের ঘটনায় বিচারপ্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তোলা জরুরি। দেশটিতে সিনেমা হল ও বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ড চালুর প্রসঙ্গ তুলে বিচারব্যবস্থা ও নীতির ক্ষেত্রে দ্বৈত মানদণ্ডের অভিযোগও করেন তিনি।

জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক ইউনিটির সভাপতি মো. ফরিদুল ইসলাম বলেন, বিচারপ্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপে অভিযুক্ত ব্যক্তির মৌলিক অধিকার সুরক্ষিত থাকা প্রয়োজন। মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের আগে বাংলাদেশ দূতাবাস কী পদক্ষেপ নিয়েছিল, তা প্রকাশের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। প্রবাসী শ্রমিকরা তাঁদের শ্রম ও রেমিট্যান্সের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। তাই বিদেশে বিপদে পড়া বাংলাদেশিদের নিরাপত্তা, আইনি সুরক্ষা ও প্রয়োজনীয় কনস্যুলার সহায়তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

এ ছাড়া কর্মসূচি থেকে প্রবাসী বাংলাদেশিদের জীবন, নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে সরকার, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশি দূতাবাসগুলোকে আরো সক্রিয় ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের আহ্বান জানানো হয়।

আয়োজিত মানববন্ধনে আরো বক্তব্য দেন শ্রমিক নেতা মিজানুর রহমান, মাসুদ রানা, সুলতান মনসুর আলী প্রমুখ।

সমকাল
সোমবার। ২৬ অক্টোবর ২০২৬।

পোশাক খাতে নিম্নতম মজুরি ২৬০ ডলার দাবি আইবিসির

■ সমকাল প্রতিবেদক

পোশাক শ্রমিকদের জন্য নিম্নতম মজুরি ২৬০ ডলার নির্ধারণের দাবি জানিয়েছে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্লোবাল ইউনিয়নের বাংলাদেশ কাউন্সিল (আইবিসি)। বিনিময় হার ১২৩ টাকা হিসেবে ২৬০ ডলার প্রায় ৩২ হাজার টাকার সমান, যা বর্তমান মজুরির আড়াই গুণের কিছু বেশি। বর্তমানে পোশাক খাতে প্রবেশনারি পর্যায়ের একজন শ্রমিকের মাসিক নিম্নতম মজুরি ১২ হাজার ৫০০ টাকা।

আইবিসির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির জরুরি সভায় রপ্তানি পরিস্থিতি, মূল্যস্ফীতি ও শ্রমিকের জীবনধারণের ব্যয় বিবেচনা করে মজুরির এই পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। গত শনিবার মজুরি দাবি নির্ধারণ-সংক্রান্ত জরুরি সভাটি রাজধানীর ধানমন্ডিতে আইবিসি কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। আইবিসির সভাপতি মীর আবুল কালাম আজাদ এতে সভাপতিত্ব করেন। উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সহসভাপতি আমিরুল হক আমিন, সহসভাপতি চায়না রহমান এবং কেন্দ্রীয় নেতা রুহুল আমিন, বাবুল আক্তার, রাশেদুল আলম রাজু, তাহমিনা রহমান, খাদিজা রহমান, মো. জাহিদুল ইসলাম ডালিম, আবু বক্কর সিদ্দিক ও কায়সারুন্নবী রুবেল।

সভায় নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের আকাশছোঁয়া দাম, জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধিতে যাতায়াত ভাড়া বৃদ্ধি এবং চিকিৎসা ব্যয় বাড়ার বিষয়টি আলোচনায় আসে। এসব কারণে শ্রমিকদের জীবনধারণ ব্যয় বেড়েছে। বর্তমান মজুরিতে পরিবার চালানো কঠিন হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে সরকারি কর্মচারীদের বেতন ১০০ থেকে ১৪২ শতাংশ বাড়ায় বাজারে নতুন করে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। এতে পোশাক শ্রমিকসহ নিম্ন আয়ের মানুষের সংকট আরও বেড়েছে। সেসব বিবেচনা থেকেই বিভিন্ন প্রস্তাব পর্যালোচনা করে মজুরি দাবির পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। শিগগিরই অন্যান্য গ্রেডের মজুরির পরিমাণ চূড়ান্ত করা হবে। সরকার নিম্নতম মজুরি বোর্ড পুনর্গঠন করলে লিখিতভাবে নতুন প্রস্তাব বোর্ডের চেয়ারম্যান ও শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধির কাছে জমা দেওয়া হবে।

আইবিসির সাধারণ সম্পাদক সালাউদ্দিন স্বপন সমকালকে জানান, বাংলাদেশ শ্রম আইন সংশোধন করে মজুরি পুনর্নির্ধারণের সময় ৫ বছর থেকে কমিয়ে ৩ বছর করা হয়েছে। সে হিসাবে আগামী নভেম্বরে নতুন নিম্নতম মজুরি ঘোষণার কথা। তবে এখনও নতুন মজুরি বোর্ড গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। আইন অনুযায়ী, মজুরি বোর্ড গঠনের ৬ মাসের মধ্যে নতুন মজুরি কাঠামো ঘোষণা করার কথা। এ বিষয়ে গত ৪ আগস্ট শ্রমমন্ত্রীর কাছে চিঠি দিয়ে দ্রুত মজুরি বোর্ড গঠনের দাবি জানিয়েছেন তারা। তবে এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে দৃশ্যমান কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

সমকাল
মঙ্গলবার। ২৭ অক্টোবর ২০২৬।

পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ৩৭ হাজার টাকা করার দাবি

■ সমকাল প্রতিবেদক

পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম মাসিক মজুরি ৩৭ হাজার ১২৫ টাকা বা ৩০০ ডলার নির্ধারণের দাবি জানিয়েছে ৩৫টি শ্রমিক ফেডারেশন। গতকাল সোমবার রাজধানীর ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির শফিকুল কবির মিলনায়তনে আয়োজিত যৌথ সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানানো হয়। পাশাপাশি নতুন নিম্নতম মজুরি বোর্ড গঠনের দাবি ও বোর্ডে প্রকৃত শ্রমিক প্রতিনিধিকে অন্তর্ভুক্ত করারও আহবান জানানো হয়।

শ্রমিকনেতারা বলেন, তৈরি পোশাক কারখানা ও শ্রমিকের সংখ্যা কমলেও রপ্তানি আয় বেড়েছে। ফলে দেশের রপ্তানি আয়ের প্রধান খাতের উৎপাদনে সরাসরি যুক্ত শ্রমিকদের মজুরি জীবনযাত্রার ব্যয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া প্রয়োজন। বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার হিসাব, মাথাপিছু আয় এবং দারিদ্র্যসীমার ওপরে জীবনযাপনের ব্যয় বিবেচনায় নিলে একজন শ্রমিকের পরিবারের মাসিক ব্যয় অনেক বেশি দাঁড়ায়। বিভিন্ন হিসাবে এ ব্যয় ৫৭ হাজার থেকে ৭০ হাজার টাকার বেশি হতে পারে।

তারা বলেন, একটি পরিবারের প্রধান উপার্জনকারী ব্যক্তি যদি পরিবারের মোট ব্যয়ের ৬০ শতাংশ বহন করেন, তাহলেও তাঁর মাসিক আয় ৩৭ থেকে ৩৮ হাজার টাকা হওয়া প্রয়োজন। অথচ মা-বাবার দায়িত্ব পালন, বিনোদন, অসুস্থতা, ঈদ-পূজার খরচ এবং বাড়িতে যাতায়াতের ব্যয় এসব হিসাবের মধ্যে ধরা হয়নি।

সংবাদ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদের (স্কপ) নেতা শাহ মো. আবু জাফর। বক্তব্য দেন শ্রমিক নেতা আবুল হোসেন, জোটের নেতা খালেকুজ্জামান লিপন, নাহিদুল ইসলাম নয়ন প্রমুখ।

গার্মেন্টস শ্রমিক অধিকার আন্দোলনের দাবি ৩০ হাজার টাকা

এদিকে জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত গার্মেন্টস শ্রমিক অধিকার আন্দোলনের পক্ষ থেকে আয়োজিত এক বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে পোশাক শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মাসিক মজুরি ৩০ হাজার টাকা নির্ধারণের দাবি জানানো হয়। লাগামহীন মুদ্রাস্ফীতি ও নিত্যপণ্যের ঊর্ধ্বগতির বাজারে বিদ্যমান সাড়ে ১২ হাজার টাকার মজুরিকে 'অমানবিক' আখ্যা দিয়ে অবিলম্বে নতুন নিম্নতম মজুরি বোর্ড গঠনের দাবি তুলেছেন সংগঠনের নেতারা।

সমাবেশে সভাপতির বক্তব্যে গার্মেন্টস শ্রমিক অধিকার আন্দোলনের সমন্বয়ক মোশরেফা মিশু বলেন, ২০২৩ সালে যখন শ্রমিকরা ২৫ হাজার টাকা মজুরির দাবি জানিয়েছিল, তখন রাজপথে চার শ্রমিককে প্রাণ হারাতে হয়েছিল। ন্যায্য অধিকারের জন্য বারবার পোশাকশ্রমিকদের রক্ত ঝরানো দুঃখজনক ও অগ্রহণযোগ্য।

সমাবেশে বক্তব্য দেন গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতির নেতা সাইফুল ইসলাম ও গার্মেন্টস শ্রমিক মুক্তি আন্দোলনের নেতা ইকবাল কবির।

ইত্তেফাক
বুধবার
১২ কার্তিক ১৪৩৩, ২৮ অক্টোবর ২০২৬

কালিয়াকৈরে শ্রমিক অসন্তোষ ও ধাওয়া-পালটাধাওয়া

১৫ কারখানায় ছুটি ঘোষণা

■ কালিয়াকৈর (গাজীপুর) সংবাদদাতা

বেতন বৃদ্ধি, বকেয়া আদায় এবং বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার দাবিতে গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার মৌচাক এলাকায় তৈরি পোশাকশ্রমিকদের তীব্র অসন্তোষ, বিক্ষোভ ও দীর্ঘ সময় সড়ক অবরোধের ঘটনা ঘটেছে। আন্দোলন চলাকালে পুলিশ ও বিক্ষোভকারীদের মধ্যে দফায় দফায় ধাওয়া-পালটা ধাওয়া ও ইটপাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। গতকাল মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯টা থেকে শুরু হওয়া এই অবরোধের কারণে দীর্ঘ সাড়ে ৬ ঘণ্টা ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে। পরবর্তী সময়ে বিকাল ৪টার দিকে শ্রমিকরা মহাসড়ক ছেড়ে দিলে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে মৌচাক, সফিপুর ও কোনাবাড়ী এলাকার অন্তত ১৫টি কারখানা ছুটি ঘোষণা করা হয়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল সকাল সাড়ে ৮টার দিকে মৌচাক এলাকার এসেনশিয়াল ক্লোথিং লিমিটেডের শ্রমিকরা প্রথমে সেপ্টেম্বর মাসের বকেয়া বেতন ও পরে বেতন-ভাতা বৃদ্ধির দাবিতে কারখানার সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। একপর্যায়ে শ্রমিকরা মিছিল নিয়ে কালিয়াকৈর-ফুলবাড়িয়া সড়কে অবস্থান নেন। তারা আশপাশের অন্যান্য কারখানায় গিয়ে ছুটি দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করেন এবং কয়েকটি কারখানার গেটে ইটপাটকেল ছোড়েন। সকাল সাড়ে ৯টার দিকে শ্রমিকরা লাঠিসোঁটা হাতে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের মৌচাক ও কোনাবাড়ী পয়েন্টে অবস্থান নিয়ে কাঠ ও বাঁশে আগুন ধরিয়ে অবরোধ করেন। এ সময় মৌচাক এলাকার সাদমা টেক্সটাইল নামের একটি কারখানায় ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে।

খবর পেয়ে শিল্প পুলিশ ও থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে শ্রমিকদের সড়ক থেকে সরে যাওয়ার অনুরোধ করলে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। উত্তেজিত শ্রমিকরা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছুড়লে পুলিশ সাউন্ড গ্রেনেড ও কয়েক রাউন্ড টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে তাদের ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করে।

দফায় দফায় চলা ধাওয়া-পালটা ধাওয়া ও সংঘর্ষে পুলিশ সদস্য, সাধারণ পথচারী এবং আন্দোলনরত শ্রমিকসহ অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। এছাড়া শ্রমিকদের বিক্ষোভ থামাতে গিয়ে সেখানে উপস্থিত বিএনপির সহ-শ্রমবিষয়ক সম্পাদক হুমায়ুন কবির খানও শ্রমিকদের হামলায় আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় ক্লিনিকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। শ্রমিকদের ইটপাটকেল নিক্ষেপ ও হট্টগোলের কারণে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এবং কারখানার অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে মালিকপক্ষ তাৎক্ষণিকভাবে সাদমা টেক্সটাইলসহ মৌচাক, সফিপুর ও চন্দ্রা এলাকার অন্তত ১৫টি কারখানায় সাধারণ ছুটি ঘোষণা করতে বাধ্য হয়।

বর্তমানে মৌচাক ও আশপাশের শিল্প এলাকায় যে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে অতিরিক্ত শিল্প পুলিশ ও জেলা পুলিশ সতর্ক অবস্থানে মোতায়েন রয়েছে। দীর্ঘ যানজট কাটার পর বর্তমানে সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ও স্বাভাবিক রয়েছে।

সমকাল
শনিবার। ২৪ অক্টোবর ২০২৬



পোশাক শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি ৩২ হাজার টাকা ঘোষণা, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধ ও বন্ধ সব কারখানা চালুর দাবিতে গতকাল শুক্রবার রাজধানীতে সমাবেশ করে বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক ঐক্য ফেডারেশনসহ বিভিন্ন সংগঠন ■ সমকাল

NEW AGE
NDAY, OCTOBER 19, 2026,

PROTESTS OVER HIGHER WAGE

3 RMG factories suspend operations

Staff Correspondent
Dhaka

THREE garment factories in Dhaka's Dakshinkhan suspended operations on Sunday amid continued worker protests demanding higher wages.

The factories are Olio Apparels Limited, Versatile Fashion Private Limited and Chaity Garments Limited.

Factory authorities said workers from a nearby factory, Rapid Design Limited, went to the three factories on Sunday morning and demanded that they suspend operations until their wage demands were met.

The workers also threatened to vandalise the factories if the authorities did not shut them down, prompting the managements to suspend operations on security grounds, factory officials said.

Shahadat Hossain, a worker at Versatile Fashion, told New Age that their demand was justified and that they could not make ends meet without higher wages amid soaring living costs.

A female worker at Chaity Garments said that the authorities had remained silent on wage increases despite requiring workers to work beyond their scheduled hours.

Factory owners said that they could not more than double wages overnight.

Chaity Garments Managing Director Abul Kalam said that vested interests were deliberately trying to shut down factories. He warned that a sudden wage increase could lead to the collapse of the garment industry.

'We are holding discussions with the government, the BGMEA and workers' organisations. A decision will be reached after the discussions,' he said.

An official of Versatile Fashion described the workers' demand as unreasonable, saying that raising the minimum wage to Tk 30,000 from Tk 12,500 would be difficult.

Security guards at the factories said that workers had threatened to vandalise and set fire to the factories if operations resumed before their wage demands were met.

Dakshinkhan police station Officer-in-Charge Faim Uddin said that the police would take legal action if any factory was vandalised or public safety was disrupted.

The protests began on 12 October, when garment workers blocked roads in Azampur, Uttara, demanding an increase in the minimum monthly basic wage from Tk 12,500 to Tk 30,000.

সমকাল
রোববার। ২৫ অক্টোবর ২০২৬

সৌদিতে ২ বাংলাদেশির শিরশ্ছেদ
প্রবাসীদের নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচারের দাবিতে মানববন্ধন আজ

■ সমকাল ডেস্ক

সৌদি আরবে বাংলাদেশি নাগরিকের শিরশ্ছেদের ঘটনার পর বিদেশে বাংলাদেশিদের জীবনের নিরাপত্তা, অধিকার ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার দাবিতে মানববন্ধন এবং স্মারকলিপি দেওয়ার কর্মসূচি ঘোষণা করেছে প্রবাসী বাংলাদেশি অধিকার সংস্থা (প্রবাস)।

এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, আজ রোববার দুপুর ১২টায় জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হবে। কর্মসূচি শেষে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে স্মারকলিপি দেওয়া হবে।

'বিদেশে শ্রমিকের নিরাপত্তা চাই', 'নির্যাতন ও মৃত্যুদণ্ডের জবাব চাই' স্লোগানে আয়োজিত এ কর্মসূচির সহআয়োজক দক্ষিণ এশিয়াভিত্তিক গণতন্ত্র ও জবাবদিহিবিষয়ক নেটওয়ার্ক সাউথ এশিয়ান অ্যাকাউন্টেবিলিটি নেটওয়ার্ক ফর ডেমোক্রেসি (স্যান্ড)। এতে গবেষণা সহযোগী হিসেবে রয়েছে চিকিৎসাবিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান দ্য স্কলারো।

সংগঠনটি জানিয়েছে, মানববন্ধন থেকে বিদেশে বাংলাদেশি শ্রমিকদের ওপর নির্যাতন ও হয়রানির অভিযোগের সুষ্ঠু তদন্ত এবং অধিকার লঙ্ঘনের প্রতিকার দাবি করা হবে। পাশাপাশি মৃত্যুদণ্ডের মতো গুরুতর শাস্তির ক্ষেত্রে ন্যায্য বিচারপ্রক্রিয়া নিশ্চিত করার আহ্বান জানানো হবে। আয়োজকদের মতে, দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা প্রবাসী শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

সময়ের আলো মঙ্গলবার। ২৭ অক্টোবর ২০২৬

গার্মেন্টসে ন্যূনতম মজুরি ৩৭ হাজার টাকা করার দাবি

● নিজস্ব প্রতিবেদক

পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম মাসিক মজুরি ৩৭ হাজার ১২৫ টাকা বা ৩০০ ডলার নির্ধারণের দাবি জানিয়েছে চারটি জোটের ৩৫টি শ্রমিক ফেডারেশন। একই সঙ্গে ২০২৬-২০২৯ মেয়াদে তিন বছরের জন্য নতুন ন্যূনতম মজুরি বোর্ড গঠন এবং সেখানে প্রকৃত শ্রমিক প্রতিনিধিকে সদস্য করার আহ্বান জানিয়েছে সংগঠনগুলো। সোমবার রাজধানীর ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির শফিকুল কবির মিলনায়তনে আয়োজিত এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন জোট ও শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদের (স্কপ) শীর্ষ নেতা সাবেক সংসদ সদস্য ও বীর মুক্তিযোদ্ধা শাহ মো. আবু জাফর। লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন জোটের নেতা খালেকুজ্জামান লিপন। সংবাদ সম্মেলন সঞ্চালনা করেন নাহিদুল ইসলাম নয়ন। সূচনা বক্তব্য দেন আবুল হোসেন। সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে শ্রমিক নেতারা বলেন, শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন রয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫ অনুচ্ছেদেও এ বিষয়ে নির্দেশনা রয়েছে। এ ছাড়া বাংলাদেশ শ্রম আইনের ১৪১ ধারায় মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ১১টি বিষয় বিবেচনার কথা বলা হয়েছে। এসব বিষয়ের মধ্যে রয়েছে জীবনযাত্রার ব্যয় ও মান, উৎপাদন খরচ, উৎপাদনশীলতা, উৎপাদিত পণ্যের

৩৫ শ্রমিক ফেডারেশনের সংবাদ সম্মেলন

দেশের রফতানি আয়ের প্রধান খাতের উৎপাদনে সরাসরি যুক্ত শ্রমিকদের মজুরি জীবনযাত্রার ব্যয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া প্রয়োজন



মূল্য, মুদ্রাস্ফীতি, কাজের ধরন ও ঝুঁকি, কাজের মান, ব্যবসায়িক সক্ষমতা, দেশের আর্থসামাজিক অবস্থা এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়।

এসব মানদণ্ড বিশ্লেষণ করেই ৩৭ হাজার ১২৫ টাকা ন্যূনতম মজুরির দাবি জানানো হয়েছে বলে জানান নেতারা। তারা বলেন, বাংলাদেশের রফতানি আয়ের প্রধান খাত তৈরি পোশাকশিল্প। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে দেশের মোট রফতানি আয় হয়েছে ৪৮ বিলিয়ন ডলার। এর মধ্যে তৈরি পোশাক খাত থেকে এসেছে ৩৮ দশমিক ৭০ বিলিয়ন ডলার, যা মোট রফতানি আয়ের প্রায় ৮১ শতাংশ। শ্রমিক নেতাদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে দেশের মোট রফতানি আয় ছিল ৩১ দশমিক ২০ বিলিয়ন ডলার। এর মধ্যে তৈরি পোশাক খাত থেকে আয় হয়েছিল ২৫ দশমিক ৪৯ বিলিয়ন ডলার। গত ১০ বছরে এ খাতের রফতানি আয় বেড়েছে ১৩ দশমিক ২১ বিলিয়ন ডলার। তাদের দাবি, এ সময়ে তৈরি পোশাক কারখানা ও শ্রমিকের সংখ্যা কমলেও রফতানি আয় বেড়েছে। ফলে দেশের রফতানি আয়ের প্রধান খাতের উৎপাদনে সরাসরি যুক্ত শ্রমিকদের মজুরি জীবনযাত্রার ব্যয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া প্রয়োজন। সংবাদ সম্মেলনে শ্রমিক নেতারা আরও বলেন, বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার হিসাব, মাথাপিছু আয় এবং দারিদ্র্যসীমার ওপরে জীবনযাপনের ব্যয় বিবেচনায় নিলে একজন শ্রমিকের পরিবারের মাসিক ব্যয় অনেক বেশি দাঁড়ায়। বিভিন্ন হিসাবে এ ব্যয় ৫৭ হাজার থেকে ৭০ হাজার টাকার বেশি হতে পারে। নেতারা বলেন, একটি পরিবারের প্রধান উপার্জনকারী ব্যক্তি যদি পরিবারের মোট ব্যয়ের ৬০ শতাংশ বহন করেন, তা হলেও তার মাসিক আয় ৩৭ থেকে ৩৮ হাজার টাকা হওয়া প্রয়োজন। অথচ বাবা-মায়ের দায়িত্ব পালন, বিনোদন, আকস্মিক অসুস্থতা, ঈদ-পূজার খরচ এবং বাড়িতে যাতায়াতের ব্যয় এসব হিসাবের মধ্যে ধরা হয়নি।

কালের কণ্ঠ
। শুক্রবার। ৩০ অক্টোবর ২০২৬

গাজীপুরে পোশাক শ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ, পুলিশের টিয়ার শেল নিক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিবেদক, গাজীপুর ▷

গাজীপুর মহানগরীতে বেতন-ভাতা বৃদ্ধির দাবিতে গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে বিক্ষোভ করেছেন পোশাক কারখানার শ্রমিকরা। এক পর্যায়ে শ্রমিকরা ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ করলে যান চলাচল বন্ধ হয়ে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। বিক্ষোভের মুখে বেশির ভাগ কারখানা কর্তৃপক্ষ ছুটি ঘোষণা করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে শ্রমিকদের লক্ষ্য করে টিয়ার শেল নিক্ষেপ করে পুলিশ।

জানা গেছে, দুপুরের পর গাজীপুর মহানগরীর কোনাবাড়ী ও কাশিমপুর শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকরা কাজ ফেলে বিক্ষোভ শুরু করেন। পুলিশ শ্রমিকদের মহাসড়ক থেকে সরিয়ে দিতে চাইলে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ও অবরোধকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ টিয়ার শেল নিক্ষেপ করে। এতে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের উভয় পাশে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। সৃষ্টি হয় দীর্ঘ যানজট। এতে ভোগান্তিতে পড়ে সাধারণ যাত্রী ও পথচারীরা।

গাজীপুর শিল্পাঞ্চল পুলিশের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আমজাদ হোসাইন বলেন, কোনাবাড়ী ও কাশিমপুরে বেতন বৃদ্ধির দাবিতে শ্রমিকরা বিক্ষোভ করেন। পরে তাঁরা ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ করলে পুলিশ তাঁদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। বিকেলের দিকে মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক
২৭ অক্টোবর ২০২৬

বকেয়া বেতনের দাবিতে টঙ্গীতে পোশাকশ্রমিকদের সড়ক অবরোধ

■ গাজীপুর প্রতিনিধি

বকেয়া বেতন পরিশোধ ও বন্ধ কারখানা চালুর দাবিতে টঙ্গীতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন লাকী স্টার অ্যাপারেলস লিমিটেড কারখানার শ্রমিকরা। সোমবার সকালে তারা খাঁপাড়া রোডের দশতলা এলাকায় ঐ কারখানার সামনে বিক্ষোভ শুরু করে। পরে শ্রমিকরা স্থানীয় খাঁপাড়া-তিলারগাতী আঞ্চলিক সড়কে অবস্থান নিলে যান চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

খবর পেয়ে টঙ্গী পশ্চিম থানা পুলিশ ও শিল্প পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে শ্রমিকদের বুঝিয়ে সড়ক থেকে সরিয়ে দেয়। পরে শ্রমিকরা কারখানার প্রধান ফটকের সামনে অবস্থান নেন।

আন্দোলনরত শ্রমিকরা জানান, কারখানাটিতে প্রায় ৯৫০ জন শ্রমিক কাজ করেন। তাদের গত সেপ্টেম্বর মাসের বেতন এখনো পরিশোধ করা হয়নি। বকেয়া বেতন না দিয়েই কর্তৃপক্ষ গত ১৩ অক্টোবর থেকে ২৮ অক্টোবর পর্যন্ত সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে। এ অবস্থায় সোমবার সকালে শ্রমিকরা কারখানায় এসে বকেয়া বেতন পরিশোধ ও কারখানা পুনরায় চালুর দাবিতে বিক্ষোভ শুরু করেন।

আন্দোলনরত শ্রমিকরা আরো জানান, সেপ্টেম্বর মাসের বেতন না পাওয়ায় তারা চরম আর্থিক সংকটে পড়েছেন। বাড়িভাড়া দিতে পারছেন না, দোকানে বাকি জমে গেছে। পরিবার ও সন্তানদের নিয়ে কষ্টে দিন যাপন করছেন।

এ বিষয়ে টঙ্গী পশ্চিম থানার ওসি মো. আরিফুর রহমান বলেন, বকেয়া বেতন আদায় ও কারখানা চালুর দাবিতে শ্রমিকরা সকালে সড়কে অবস্থান নেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাদের সড়ক থেকে সরিয়ে দিলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। বিষয়টি নিয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছে।

সমকাল
শুক্রবার। ৩০ অক্টোবর ২০২৬।



ন্যূনতম মজুরি ৩০ হাজার টাকা ও বিনামূল্যে চিকিৎসাসহ বিভিন্ন দাবিতে গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর মিরপুরে সড়ক অবরোধ করেন পোশাক শ্রমিকরা। 'মিরপুর ১৪ এলাকার সকল গার্মেন্ট শ্রমিক'-এর ব্যানারে এ কর্মসূচি পালন করেন তারা
সমকাল

ন্যূনতম বেতন ৩০ হাজার টাকা দাবি

মিরপুরে পোশাক শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ, যানজট

সমকাল প্রতিবেদক

মাসিক ন্যূনতম বেতন ৩০ হাজার টাকা নির্ধারণের দাবিতে রাজধানীর মিরপুর-১০ নম্বর গোলচত্বরে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে কয়েকটি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে শুরু হওয়া এই কর্মসূচিতে ওই এলাকার যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। সৃষ্টি হয় তীব্র যানজট। ভোগান্তিতে পড়েন অফিসগামী মানুষ, রোগী ও সাধারণ যাত্রীরা।

পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার সকালে কয়েকটি পোশাক কারখানার কয়েকশ শ্রমিক মিছিল নিয়ে মিরপুর-১০ নম্বর গোলচত্বরে জড়ো হন। পরে তারা সড়কে অবস্থান নিয়ে বেতন বৃদ্ধির দাবিতে বিক্ষোভ শুরু করেন। তাদের দাবি, মাসিক ন্যূনতম বেতন ৩০ হাজার টাকা নির্ধারণ করতে হবে। এক পর্যায়ে গোলচত্বরের বিভিন্ন দিকের সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এতে মিরপুরের গুরুত্বপূর্ণ এই মোড় ঘিরে যানজট ছড়িয়ে পড়ে।

সরেজমিন বেলা ১১টায় দেখা যায়, মিরপুর-১০ নম্বর গোলচত্বরে কয়েকশ শ্রমিক সড়ক অবরোধ করে আন্দোলন করছে। গোলচত্বর এলাকায় প্রতিটি সড়কে যানচলাচল বন্ধ রয়েছে। পোশাক শ্রমিকরা মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে বিভিন্ন ধরনের স্লোগান দিচ্ছেন। এ সময় মো. ইমরান নামে এক পোশাক শ্রমিক সমকালকে বলেন, দিন দিন বিভিন্ন জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে। পরিবারের লোকজন নিয়ে ঢাকায় থাকা কষ্টকর হয়ে পড়েছে। তাই বেতন বৃদ্ধি ছাড়া কোনো উপায় নাই।

এদিকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে প্রায় শতাধিক পুলিশ মোতায়েন ছিল। দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যরা জানান, সকাল থেকে পোশাক শ্রমিকরা মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলন করছে। তাদের অনুরোধ জানানো হয়েছে, তারা যেন যানচলাচলের জন্য সড়ক ছেড়ে দেন।

পুলিশের মধ্যস্থতায় দুপুর ১টার দিকে শ্রমিকরা মিরপুর-১০ নম্বর গোলচত্বর ছেড়ে যান। তবে আন্দোলন থামেনি। একই দাবিতে পরে মিরপুর-১১ নম্বরের পূরবী সিনেমা হলের সামনে সড়ক অবরোধ করেন আরেক দল শ্রমিক। এতে মিরপুর-১২ ও কালশী সড়কে যান চলাচল ব্যাহত হয়। দুই দফা অবরোধের পর বিকেল পৌনে ৪টার দিকে শ্রমিকরা সড়ক ছেড়ে দিলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে শুরু করে। পল্লবী থানার ওসি জালাল উদ্দিন জানান, পূরবী সিনেমা হলের সামনে সড়ক অবরোধ করা শ্রমিকদের বুঝিয়ে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

এদিকে শ্রমিকদের আন্দোলনের সময় কালশী সড়কের স্ট্যান্ডার্ড গার্মেন্টসের ২২ তলায় ভাঙচুরের খবর পাওয়া গেছে। এ ঘটনার সঙ্গে কারা জড়িত, সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়নি। ঢাকা মহানগর পুলিশের মিরপুর বিভাগের উপকমিশনার হাসান মোহাম্মদ নাসের রিকাবদার জানান, বেতন বৃদ্ধির দাবিতে কয়েকটি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা সড়ক অবরোধ করেছিলেন। তাদের অবরোধের কারণে মিরপুর এলাকায় সড়কে যানজটের সৃষ্টি হয়। পরে তাদের বুঝিয়ে সড়ক থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।

যুগান্তর
শনিবার ৩১ অক্টোবর ২০২৬

গার্মেন্ট শ্রমিক উন্নয়ন মঞ্চের সম্মেলনে দাবি

মজুরি বোর্ডে সব শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে

যুগান্তর প্রতিবেদন

জীবনযাত্রার ব্যয় ও মূল্যস্ফীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গার্মেন্ট শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি পুনর্নির্ধারণ এবং অবিলম্বে মজুরি বোর্ড গঠনের দাবিতে শ্রমিক প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলনে শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি, শ্রমিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা এবং মজুরি বোর্ড গঠনে সব সক্রিয় শ্রমিক সংগঠনের মতামত গ্রহণের দাবি জানানো হয়। শুক্রবার গার্মেন্ট শ্রমিক উন্নয়ন মঞ্চের উদ্যোগে আয়োজিত সম্মেলনে সভাপতির বক্তব্যে এ দাবি উত্থাপন করেন সংগঠনটির আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট আতিকুর রহমান।

কেন্দ্রীয় সদস্য সোহেল রানা মিঠুর সঞ্চালনায় সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন গার্মেন্ট শ্রমিক উন্নয়ন মঞ্চের কেন্দ্রীয় নেত্রী ও বাংলাদেশ প্রগতিশীল গার্মেন্ট শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক কামরুন নাহার, জাতীয় গার্মেন্ট শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি শফিকুল ইসলাম, সবুজ বাংলা গার্মেন্ট শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি ইসমাইল হোসেন ঠাণ্ডু, গার্মেন্ট দর্জি শ্রমিক কেন্দ্রের সভাপতি সাহিদা সরকার, জাতীয় গার্মেন্ট সোয়েটার শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি মোহাম্মদ রফিক প্রমুখ। সভাপতির বক্তব্যে অ্যাড. আতিকুর রহমান বলেন, শ্রমিকদের বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষায় গার্মেন্ট শ্রমিক উন্নয়ন মঞ্চ কাজ করছে।

কালের কণ্ঠ
। শনিবার। ৩১ অক্টোবর ২০২৬



পোশাক শ্রমিকদের জন্য অবিলম্বে মজুরি বোর্ড গঠন ও ন্যূনতম মজুরি ২৬০ ডলার নির্ধারণের দাবিতে গতকাল জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মিছিল করে জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন। এদিকে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী বলেছেন আগামীকাল ন্যূনতম মজুরি বোর্ড গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। ছবি : কালের কণ্ঠ

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার
১৫ কার্তিক ১৪৩৩, ৩১ অক্টোবর ২০২৬



অবিলম্বে মজুরি বোর্ড গঠন করে গার্মেন্টশ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি ৩৫ হাজার টাকা ঘোষণার দাবিতে গতকাল জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন করে গার্মেন্টশ্রমিক ট্রেড ইউনিয়নকেন্দ্র —ইত্তেফাক

সমকাল
মঙ্গলবার । ২৭ অক্টোবর ২০২৬ ।



পুনর্বাসন ছাড়া হকার উচ্ছেদের প্রতিবাদে গতকাল সোমবার রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবে বাংলাদেশ হকার্স ইউনিয়নের বিক্ষোভ

প্রথম আলো
শুক্রবার, ১৬ অক্টোবর ২০২৬, ৩১ আশ্বিন ১৪৩৩

শ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ, পুলিশের সাউন্ড গ্রেনেড

গাজীপুরের শ্রীপুর

প্রতিনিধি, *শ্রীপুর, গাজীপুর*

গাজীপুরের শ্রীপুরে বকেয়া বেতনের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ করা পোশাক কারখানার শ্রমিকদের সরাতে সাউন্ড গ্রেনেড ছুড়েছে শিল্প পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে এ ঘটনায় তিনজন গুলিবিদ্ধসহ নয়জন আহত হয়েছেন বলে দাবি করেছেন শ্রমিকেরা। তবে পুলিশের দাবি, সেখানে শুধু সাউন্ড গ্রেনেড ছোড়া হয়েছে, গুলি ছোড়া হয়নি।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, গতকাল সকাল সাড়ে আটটার দিকে শ্রীপুর উপজেলার মুলাইদ গ্রামের এমসি বাজার এলাকায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করেন সি স্টেজ (বিডি) লিমিটেড কারখানার সহস্রাধিক শ্রমিক। প্রায় আধা ঘণ্টা পর সকাল নয়টার দিকে শিল্প পুলিশ সাউন্ড গ্রেনেড ছুড়ে তাঁদের মহাসড়ক থেকে সরিয়ে দেয়। পরে সকাল সাড়ে ১০টার দিকে শ্রমিকেরা আবার কারখানার সামনে জড়ো হতে থাকেন। সাউন্ড গ্রেনেড ছোড়ার পর আহত শ্রমিকদের শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়।

শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিক্যাল অফিসার মোসা. ইতি মুঠোফোনে জানান, 'আমাদের হাসপাতালে নয়জন আহত অবস্থায় আসেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন গুলিবিদ্ধ হয়েছে। তিনজনকে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। বাকিদের সবাইকে রেফার করা হয়েছে।'

গাজীপুর শিল্প পুলিশ-২-এর পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আমজাদ হোসাইন বলেন, 'আমাদের পুলিশ সেখানে শুধু সাউন্ড গ্রেনেড ছুড়েছে। এতে শ্রমিকদের আহত হওয়ার কথা নয়। ছড়োছড়িতে অনেক সময় আহত হতে পারেন। এখানে কেবল কয়েক রাউন্ড সাউন্ড গ্রেনেড প্রয়োগ করা হয়েছে। কোনো শ্রমিক আহত হয়েছেন, এমন তথ্য জানা নেই।'

শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, সি স্টেজ (বিডি) লিমিটেড কারখানার সেপ্টেম্বর মাসের বকেয়া বেতন ১০ অক্টোবর পরিশোধ করার কথা ছিল। কিন্তু নির্ধারিত সময়ে বেতন না পেয়ে শ্রমিকেরা কর্মবিরতি পালন করেন। পরে কর্তৃপক্ষ ১৩ অক্টোবর বেতন পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দিলেও তা বাস্তবায়ন করেনি। ১৩ অক্টোবর সন্ধ্যা পর্যন্ত শ্রমিকেরা বেতন পাননি। এতে শ্রমিকেরা ক্ষুব্ধ হন। পরদিন বুধবার বেলা ১১টার দিকে বকেয়া বেতনের দাবিতে তাঁরা এমসি বাজার-শ্রীপুর আঞ্চলিক সড়ক অবরোধ করেন। পরে শ্রমিকদের বিক্ষোভের মুখে কর্তৃপক্ষ ওই দিন বিকেলের মধ্যে বেতন দেওয়ার নতুন সময়সীমা ঘোষণা করে। কিন্তু সেদিনও তাঁরা বেতন পাননি। বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত বেতন না পেয়ে শ্রমিকেরা সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে আবারও আঞ্চলিক সড়ক অবরোধ করেন। গতকাল সকালে কারখানায় গিয়ে তাঁরা জানতে পারেন যে বকেয়া বেতন পরিশোধ না করেই কর্তৃপক্ষ সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছে। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁরা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে গিয়ে অবস্থান নেন।

শ্রীপুরের মাওনা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. কামরুজ্জামান বলেন, সকালে শ্রমিকেরা প্রায় আধা ঘণ্টা মহাসড়ক অবরোধ করে রাখেন। এতে সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরে শিল্প পুলিশ সাউন্ড গ্রেনেড ছুড়লে শ্রমিকেরা সড়ক থেকে সরে যান। এরপর যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

বাংলাদেশ প্রতিদিন
বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
শনিবার ॥ ৩১ অক্টোবর ২০২৬

বেতন-মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে আশুলিয়ায় বিক্ষোভ

ভাঙচুর পোশাকশ্রমিকদের

সাভার (ঢাকা) প্রতিনিধি

ঢাকার আশুলিয়ায় বেতন ও মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে কর্মবিরতি ও বিক্ষোভ করেছেন বিভিন্ন পোশাক কারখানার শ্রমিকরা। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নরসিংহপুর এলাকায় অনন্ত গার্মেন্ট লিমিটেডের সামনে বিক্ষোভ চলাকালে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। পরে শিল্পপুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

স্থানীয় সূত্র জানায়, বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা থেকে আশুলিয়ার নিশ্চিন্তপুর এলাকার নিউ এজ গার্মেন্টের শ্রমিকরা কারখানার কয়েকটি ফ্লোরে কাজ বন্ধ রাখেন। দুপুরের খাবারের বিরতির পর তারা

[পেছনের পৃষ্ঠার পর] পুরো কারখানায় কর্মবিরতি শুরু করেন। পরে ছুটির সময় শ্রমিকদের একটি দল নরসিংহপুর এলাকায় অনন্ত গার্মেন্ট লিমিটেডের সামনে জড়ো হন। এ সময় আন্দোলনকারীরা ওই কারখানার শ্রমিকদেরও কাজ বন্ধ করে বাইরে বেরিয়ে আসার আহ্বান জানান এবং তাদের বের করে আনার চেষ্টা করেন। একপর্যায়ে বিক্ষোভকারীরা অনন্ত গার্মেন্টের মূল ফটক লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছোড়েন। পাশাপাশি ফটকে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। খবর পেয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষ নিজস্ব পানির লাইন ব্যবহার করে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। খবর পেয়ে শিল্পপুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দেয়। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হস্তক্ষেপের পর অনন্ত গার্মেন্ট কর্তৃপক্ষ কারখানায় ছুটি ঘোষণা করে।

NEWAGE
FRIDAY, OCTOBER 16, 2026, ASHWIN 31, 143

Moulvibazar tea garden workers demand Durga Puja allowances

Staff Correspondent
Sylhet

HUNDREDS of tea workers from three tea gardens at Kamalganj upazila in Moulvibazar staged a human chain and a protest rally on Thursday, demanding full festival allowances before Durga Puja, a major Hindu festival beginning today.

Workers of Alinagar Tea Garden and its subsidiary Sun Chhara and Kamar Chhara tea gardens, owned by Duncan Brothers Limited, formed the human chain in front of Alinagar Tea Garden Hospital at about 9:30am.

Addressing the rally, workers' leaders demanded the garden authorities pay festival allowances in accordance with the agreement between the Bangladesh Tea Association and the Bangladesh Tea Workers' Union before the festival began.

They said despite working hard throughout the year in harsh weather conditions, including scorching heat and heavy rain, workers faced irregularities in the payment of allowances for Durga Puja.

The workers alleged that the authorities calculated the allowances based only on the number of days workers attended work, resulting in discriminatory payments and depriving many of their rightful benefits.

They warned that they would launch further movements if their demands were not met.

Alinagar Tea Garden Panchayet president Ganesh Patra presided over the rally, which was also addressed by Kamarchhara Tea Garden Panchayet president Sitaram Bin, workers' leaders Sajal Kairi, Shyamal Goswami and Dilip Kairi, and former Bangladesh Tea Workers' Union general secretary Ramabhajan Kairi.

In a joint statement sent to the media on Sunday, Shyamal Alomik, acting president, and Harinarayan Hajra, general secretary of the Moulvibazar district committee of the Tea Workers' Federation, said that although Durga Puja was scheduled to begin today, many tea workers across the country had yet to receive their festival allowances.

The federation leaders urged the authorities concerned to ensure that all tea workers received their full festival allowances before the festival.

An official of Duncan Brothers Limited told New Age that the standard practice was to calculate festival allowances based on the number of days workers attended work, adding that tea garden owners had followed the practice for a long time.

সংবাদ
: শুক্রবার ৩১ আশ্বিন ১৪৩৩
: Friday 16 October 2026

শ্রীপুরে বকেয়া বেতনের দাবিতে পোশাক কারখানার শ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ

প্রতিনিধি, শ্রীপুর (গাজীপুর)

গাজীপুরের শ্রীপুরে এক মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে সি স্টেজ বিডি লিমিটেড পোশাক কারখানার শ্রমিকরা। সকাল সাড়ে ৮টার দিকে শ্রীপুরের মুলাইদ গ্রামের মহাসড়কের এমসি বাজার এলাকায় সড়ক অবরোধ করে প্রায় এক ঘণ্টা তারা বিক্ষোভ করে। পরে পুলিশ সাউন্ড গ্রেনেড ছুড়ে মহাসড়ক থেকে শ্রমিকদের সরিয়ে দিলে সরিয়ে দিলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

গত বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৮টা থেকে সাড়ে ৯টা পর্যন্ত শ্রমিকরা সড়কে অবস্থান নেয়।

বিক্ষোভকারী শ্রমিকরা জানান, সেপ্টেম্বর মাসের বকেয়া বেতননের দাবিতে শ্রমিকেরা গত ১০ অক্টোবরের আন্দোলন করে। পরে কারখানা কর্তৃপক্ষ তাদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে গত মঙ্গলবার বকেয়া বেতন দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। কর্তৃপক্ষের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নির্ধারিত দিনে বেতন পরিশোধ করেনি। পরে শ্রমিকরা বকেয়া বেতন পরিশোধের দাবি জানিয়ে আসলে কারখানা কর্তৃপক্ষ তাদের কথার গুরুত্ব না দিয়ে সময় পার করে। বাধ্য হয়ে তারা গতকাল তাদের বকেয়া বেতন পরিশোধের দাবি নিয়ে মহাসড়কে অবস্থান নিলে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

সড়ক অবরোধের খবর পেয়ে শিল্প পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে বেতনের পরিশোধের বিষয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনার প্রস্তাব দেয়। শ্রমিকরা পুলিশের প্রস্তাবে সম্মতি না দিয়ে মহাসড়কে অবস্থান করে অবরোধ সৃষ্টি করে আন্দোলন করতে থাকে। এসময় মহাসড়কে উভয় পাশে দীর্ঘ যানজটের তৈরি হয় এবং চালক যাত্রীদের দুর্ভোগে পড়তে হয়। এক পর্যায়ে পুলিশ বিক্ষোভকারী শ্রমিকদের সাউন্ড গ্রেনেড ছুঁড়ে ছত্রভঙ্গ করে দিলে তারা সড়ক থেকে সরে গেলে সকাল সাড়ে ৯টার দিকে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। আজকে কারখানা সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে কারখানা কর্তৃপক্ষ এবং মেশিনপত্র সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করে শ্রমিকেরা।

গাজীপুর শিল্প পুলিশ-২ এর পুলিশ সুপার (এসপি) মোহাম্মদ আমজাদ হোসাইন বলেন, সি স্টেজ বিডি লিমিটেড পোশাক কারখানার শ্রমিকরা সেপ্টেম্বর মাসের বকেয়া বেতনের দাবি জানিয়ে মহাসড়ক অবরোধ করেছিল।

প্রথম আলো
শুক্রবার, ১৬ অক্টোবর ২০২৬,

বেতন বৃদ্ধির দাবিতে সড়ক অবরোধ পোশাকশ্রমিকদের

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বকেয়া বেতন, মজুরি বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন দাবিতে পোশাকশ্রমিকেরা রাজধানীর উত্তরায় সড়ক অবরোধ করেছিলেন। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল আটটা থেকে তাঁরা ঢাকা-ময়মনসিংহ সড়কে অবস্থান নেওয়ায় চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এতে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। পৌনে চার ঘণ্টা অবরোধের পর দুপুর পৌনে ১২টার দিকে সড়ক থেকে পোশাকশ্রমিকদের সরিয়ে দেয় পুলিশ।

উত্তরা পশ্চিম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খালিদ মনসুর *প্রথম আলোকে* বলেন, পোশাকশ্রমিকেরা দীর্ঘ সময় সড়কে অবস্থান নেওয়ায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। অনুরোধের পরও তাঁরা রাস্তা থেকে সরে না যাওয়ায় ধাওয়া দিয়ে ও সাউন্ড গ্রেনেড ছুড়ে তাঁদের সড়ক থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এরপর দুপুর পৌনে ১২টার দিকে রাস্তায় যান চলাচল শুরু হয়।

পুলিশ ও পোশাকশ্রমিকেরা জানান, গতকাল সকাল সাড়ে আটটার দিকে একাধিক পোশাক কারখানা শ্রমিকেরা বকেয়া বেতন, মজুরি বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন দাবিতে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের আজমপুর সড়কের দুই পাশে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন। একই দাবিতে গত মঙ্গল ও বুধবারও তাঁরা বিক্ষোভ করেন। টানা তিন দিন ধরে চলা পোশাকশ্রমিকদের সড়কে বিক্ষোভের কারণে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলোতে যান চলাচল মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছিল। বিশেষ করে আজমপুর ও রাজলক্ষ্মীসংলগ্ন এলাকায় যানবাহন চলাচল পুরোপুরি বন্ধ থাকায় উত্তরা থেকে শুরু করে বিমানবন্দর সড়ক পর্যন্ত তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন অফিসগামী মানুষ, সাধারণ যাত্রী ও পথচারীরা।

শ্রমিক আখতার হোসেন অভিযোগ করেন, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের উচ্চ মূল্যের বাজারে বর্তমান বেতনে জীবন যাপন করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। বকেয়া পরিশোধ ও নির্দিষ্ট দাবিতে বারবার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলেও কোনো সুরাহা না হওয়ায় তাঁরা বাধ্য হয়ে রাজপথে নেমেছেন।

সংবাদপত্রে বিল্‌স
প্রথম আলো - ২৪ অক্টোবর - ২০২৫

জাহাজভাঙা শিল্পে ১২ বছরে ১৫০ শ্রমিক নিহত

সুজয় চৌধুরী, চট্টগ্রাম

আগে সংসারের খরচ নিয়ে ভাবতে হতো না রেশমা আক্তারকে। জাহাজভাঙা কারখানায় কাজ করে সংসার চালাতেন বাবা মোহাম্মদ মুনছুর। গত ১৪ আগস্ট সেই বাবাকে হারিয়েছেন ২১ বছরের রেশমা। এখন সংসারে উপার্জন করার কেউ নেই। উচ্চমাধ্যমিক পাস করা রেশমারও চাকরি নেই। কীভাবে সংসার চলবে, সেই দুশ্চিন্তায় কাটছে তাঁর দিন।

সীতাকুণ্ডের ভাটিয়ারীর মৌলভীপাড়ায় তাঁদের বাড়ি। ফেরদৌস স্টিল শিপ রিসাইক্লিং ইন্ডাস্ট্রিজে বিষাক্ত গ্যাসে মারা যাওয়া ১০ শ্রমিকের একজন মুনছুর (৫৫)। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে কারখানায় ছুটে গিয়েছিলেন রেশমারা। কিন্তু বাবাকে আর দেখতে পাননি। ততক্ষণে তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হচ্ছিল। ওই রাতেই বাবাকে দাফন করেন তাঁরা।

ক্ষতিপূরণ হিসেবে পাওয়া ১০ লাখ টাকা সঞ্চয় করে রেখেছে পরিবারটি। সেখান থেকে মাসে কিছু টাকা পাওয়ার আশা করছেন। কিন্তু তা দিয়ে সংসার চলবে কি না, সেই চিন্তা রেশমার। তাঁর আক্ষেপ, বাপ তো চলে গেছে!

শুধু রেশমার পরিবার নয়, এক দশকের বেশি সময়ে সীতাকুণ্ডের জাহাজভাঙা কারখানায় দুর্ঘটনায় স্বজন হারিয়েছে শতাধিক পরিবার। অনেকে গুরুতর আহত হয়ে পড়েছেন জীবিকার সংকটে। সরকারি পরিদর্শন, দুর্ঘটনার নথি ও গবেষণায় বারবার নিরাপত্তার ঘাটতি উঠে এসেছে। তবু ঝুঁকি নিয়েই জাহাজ ভাঙছেন শ্রমিকেরা।

জানতে চাইলে জাহাজভাঙা শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন ফোরামের আহ্বায়ক তপন দত্ত *প্রথম আলোকে* বলেন, শ্রমিকের নিরাপত্তায় আইন থাকলেও যথাযথ প্রয়োগ নেই। প্রয়োজনীয় সুরক্ষাসামগ্রী ও প্রশিক্ষণ নিশ্চিত না হওয়ায় দুর্ঘটনা থামছে না।

বিপর্যস্ত আরেক পরিবার

ফেরদৌস স্টিলের একই দুর্ঘটনায় মারা যান সহকারী শ্রমিক সানি দাস (২০)। তাঁর বড় ভাই লিটন দাস (২৫) একটি পোশাক কারখানায় কাজ করতেন। ভাইয়ের শেষকৃত্য ও আনুষঙ্গিক কাজে নিয়মিত কর্মস্থলে যেতে না পারায় চাকরি হারান। আগে মাসে ১৪ থেকে ১৫ হাজার টাকা আয় করতেন। এখন বেকার।

সানির মৃত্যুর পর সংসার চালাতে আবার পোশাক কারখানায় কাজে ফিরেছেন তাঁদের মা আসরা বালা দাস। মাসে পান প্রায় সাড়ে ১৩ হাজার টাকা। লিটনের ভাষ্য, ছেলের মৃত্যুর পর মায়ের শরীরও ভালো যাচ্ছে না। মাসে ওষুধের খরচ এক থেকে দেড় হাজার টাকা।

পরিবারটি ক্ষতিপূরণের ১০ লাখ টাকা পেয়েছে। বিভিন্ন খরচের পর পাঁচ থেকে ছয় লাখ টাকা অবশিষ্ট রয়েছে। লিটন বলেন, 'এখন ঋণের ওপর চলতেছি। আমার চাকরিও নাই। মা আবার গার্মেন্টসে চাকরি শুরু করছে।'

১২ বছরে ১৫০ শ্রমিকের মৃত্যু

২০১৫ থেকে ২০২৬ সালের অক্টোবরের মাঝামাঝি পর্যন্ত ১২ বছরে সীতাকুণ্ডের জাহাজভাঙা কারখানায় দুর্ঘটনায় অন্তত ১৫০ শ্রমিক নিহত হয়েছেন। একই সময়ে অন্তত ২৬৪ জন আহত হয়েছেন। শ্রম গবেষণাপ্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের (বিলস) নথি বিশ্লেষণ করে এই হিসাব পাওয়া গেছে।

বিলসের হিসাবে, ২০১৫ সালে ১৬ জন, ২০১৬ সালে ১৮, ২০১৭ সালে ১৯, ২০১৮ সালে ১৩ এবং ২০১৯ সালে সর্বোচ্চ ২৩ শ্রমিক মারা যান। এরপর ২০২০ সালে ১০ জন, ২০২১ সালে ১৩, ২০২২ সালে ৭, ২০২৩ সালে ৭, ২০২৪ সালে ৭ এবং ২০২৫ সালে ৪ জনের মৃত্যু হয়। চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে ৩ জন এবং আগস্টে ফেরদৌস স্টিলে আরও ১০ জন মারা যান।

বিভিন্ন কারখানায় একই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটছে বছরের পর বছর। ২০১৭ সালে ফেরদৌস স্টিলে উঁচু স্থান থেকে পড়ে মারা যান খলিলুর রহমান। ২০১৮ সালে প্রিমিয়াম ট্রেড করপোরেশনে লোহার পাতের আঘাতে মৃত্যু হয় বোরহান উদ্দিনের। পরের বছর একই কারখানায় বিস্ফোরণ ও আগুনে ৩ জন এবং ম্যাক করপোরেশনে বিষাক্ত গ্যাসে আরও ৩ শ্রমিক মারা যান। ২০২২ সালে এইচএম শিপব্রেকিংয়ে জাহাজ কাটার সময় মারা যান মো. ফারুক। ২০২৪ সালে এস এন করপোরেশনে বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ডে ৬ জনের মৃত্যু হয়।

আহত শ্রমিকদের দুর্ভোগও কম নয়। ২০১৯ সালে ম্যাক করপোরেশনে দুর্ঘটনায় শ্রমিক হীরালালের মেরুদণ্ড ভেঙে যায়। একই বছর জনতা স্টিলে ভারী লোহার আঘাতে শ্রমিক মো. নাসিরের পায়ের মাংস ছিঁড়ে যায়। আহত ব্যক্তিদের কতজন সুস্থ হয়ে কাজে ফিরেছেন কিংবা স্থায়ীভাবে কর্মক্ষমতা হারিয়েছেন, তার পূর্ণাঙ্গ হিসাব নেই। ফেরদৌস স্টিলের দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে ফেরা দিপু দাস বলেন, 'তিন দিন হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে হয়েছে। কিন্তু দুর্ঘটনার সময়ের ট্রমা এখনো কাটছে না।'

জাহাজভাঙা শিল্পমালিকদের শীর্ষ সংগঠন বিএসবিআরএর সভাপতি মোহাম্মদ মহসিন চৌধুরী *প্রথম আলোকে* বলেন, দুর্ঘটনার পর নতুন নিরাপত্তা নির্দেশনা তৈরি এবং শ্রমিকদের প্রশিক্ষণকেন্দ্র চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বিপদের ধরনও পুরোনো

চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে বিলসের নথিভুক্ত ২৮টি দুর্ঘটনার মধ্যে ভারী লোহা ও যন্ত্রপাতির আঘাতের ঘটনা ৯টি। ক্রেন, হুক ও তারের আঘাতের ঘটনা ৮টি এবং গ্যাস ও আগুনের ঘটনা ৫টি। আহত ২৫ জনের মধ্যে ১০ জন গুরুতর আঘাত পেয়েছেন। জাহাজভাঙার ঝুঁকি নিয়ে গত ১৮ জুন *ওপেন জার্নাল অব সেফটি সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি* সাময়িকীতে একটি গবেষণা প্রকাশিত হয়। গবেষকেরা ১৮টি কারখানার ১ হাজার ৭৪ জন শ্রমিক ও তত্ত্বাবধায়কের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন।

গবেষণায় জাহাজভাঙার কাজে ১০৫ ধরনের সম্ভাব্য বিপদ শনাক্ত হয়। এর মধ্যে লোহা কাটার কাজে ১৭ ধরনের, বিপজ্জনক উপাদান অপসারণে ১৪ ধরনের এবং যন্ত্রপাতি খুলে নেওয়া ও তেলবর্জ্য অপসারণের কাজে ১২ ধরনের করে বিপদ চিহ্নিত হয়েছে। গবেষকেরা নিয়মিত প্রশিক্ষণ, সুরক্ষাসামগ্রী, তদারকি ও দুর্ঘটনার তথ্য সংরক্ষণের সুপারিশ করেছেন।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর চট্টগ্রামের উপমহাপরিদর্শক মো. মাহবুবুল হাসান *প্রথম আলোকে* বলেন, জটিল এই শিল্প তদারকের জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতার ঘাটতি রয়েছে। তবু মাসে দুই থেকে তিনটি কারখানা পরিদর্শন করা হয়। অনিয়ম পেলে নোটিশ ও মামলা করা হয়। ফেরদৌস স্টিলের বিরুদ্ধেও তিনটি মামলা হয়েছে।

সবুজ সনদেও নিরাপত্তার প্রশ্ন

শিল্পমালিকদের সংগঠনের হিসাবে, বর্তমানে ২৩টি জাহাজভাঙা কারখানার সবুজ সনদ রয়েছে। ফেরদৌস স্টিলও সনদপ্রাপ্ত। অথচ দুর্ঘটনার ছয় মাস আগে কারখানাটিতে নিরাপত্তার ঘাটতি পেয়েছিল কলকারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তর। নোটিশের পর জুলাইয়ে শ্রম আদালতে মামলা হয়। পরের মাসেই মারা যান ১০ শ্রমিক। শিল্প মন্ত্রণালয়ের তদন্তেও গুরুতর গাফিলতি পাওয়া যায়। বিপজ্জনক কাজে প্রয়োজনীয় সুরক্ষাসামগ্রী ব্যবহার করা হয়নি। ছুটির দিনে কাজ চললেও নিরাপত্তা ব্যবস্থাপক, চিকিৎসক ও জরুরি উদ্ধারকারী দল ছিল না। জাহাজের ট্যাংক যথাযথ পরীক্ষা ছাড়াই নিরাপদ ঘোষণার বিষয়টিও উঠে আসে।